

আল কুরআন

সহজ বাংলা অনুবাদ

মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম

এতে আছে

প্রতিটি সূরার আয়াত ভিত্তিক আলোচ্যসূচি
কুরআন জানা ও মানার জরুরত প্রসঙ্গ

আল কুরআনের বিষয় নির্দেশিকা

আল কুরআনের পরিভাষা কোষ

কুরআন বর্ণিত কুরআনের নামসমূহ

কুরআনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

কুরআন তিলাওয়াতের আদব

আল কুরআন

সহজ বাংলা অনুবাদ

মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম



বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি
Bangladesh Quran Shikkha Society-BQSS

www.bqss.org / www.bqss.org.bd

আল কুরআন: সহজ বাংলা অনুবাদ

মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN: 978-984-645-089-7

© Translator

প্রকাশক

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি

পরিবেশক

বর্ণালি বুক সেন্টার-বিবিসি

বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন: ০১৭৪৫২৮২৩৮৬

বইমেলা, ফোন: ০১৭৫৩৪২২২৯৬

প্রকাশকাল

আরবি বাংলা: ডবল ডিমাই সাইজ

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১৯

কম্পোজ

মুরতোজা হাসান খালেদ

মুদ্রণ

হক প্রিন্টার্স

AL QURAN: EASY & LUCID BANGLA TRANSLATION

by

Maulana Abdus Shaheed Naseem

Published by

Bangladesh Quran Shikkha Society

E-mail: quranbqss@yahoo.com

Distributed by

Bornali Book Center-BBC

Banglabazar, Dhaka, Phone: 01745282386

Boimela, Phone: 01753422296

Print

Arabic-Bangali: Double Demy Size

1st Print: April 2019

হাদিয়া

বোর্ড বাঁধাই: ৪২০.০০ টাকা

কার্ড বাঁধাই: ৩৮০.০০ টাকা

সূচিপত্র ও সূরার তালিকা

ক্রমিক	বিষয়				পৃষ্ঠা
০১.	অনুবাদকের আরয (এবং এই অনুবাদটির বৈশিষ্ট্য)				১১
০২.	আল কুরআনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য				১৩
০৩.	কুরআন জানা ও মানা জরুরি				১৫
০৪.	কুরআনে আল কুরআনের নামসমূহ				১৯
০৫.	কুরআনের পরিভাষা				২২
০৬.	কুরআনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্দেশিকা				৩০
০৭.	কুরআন তিলাওয়াতের আদব				৪৪
০৮.	আল কুরআন: সহজ বাংলা অনুবাদ (সূরার আলোচ্যসূচি সহ)				৪৫
ক্রমিক	সূরা	নাযিল	আয়াত	রুকু	পৃষ্ঠা
০১	আল ফাতিহা	মক্কায়	০৭	০১	৪৭
০২	আল বাকারাহ	মদিনায়	২৮৬	৪০	৪৮
০৩	আলে ইমরান	মদিনায়	২০০	২০	৯৮
০৪	আন নিসা	মদিনায়	১৭৬	২৪	১২৫
০৫	আল মায়দাহ	মদিনায়	১২০	১৬	১৫৪
০৬	আল আনআম	মক্কায়	১৬৫	২০	১৭৫
০৭	আল আরাফ	মক্কায়	২০৬	২৪	১৯৮
০৮	আল আনফাল	মদিনায়	৭৫	১০	২২৬
০৯	আত তাওবা	মদিনায়	১২৯	১৬	২৩৫
১০	ইউনুস	মক্কায়	১০৯	১১	২৫৪
১১	হূদ	মক্কায়	১২৩	১০	২৬৮
১২	ইউসুফ	মক্কায়	১১১	১২	২৮৪
১৩	আর্ রাদ	মক্কায়	৪৩	০৬	৩০০
১৪	ইবরাহিম	মক্কায়	৫২	০৭	৩০৬
১৫	আল হিজর	মক্কায়	৯৯	০৬	৩১৪
১৬	আন্ নাহল	মক্কায়	১২৮	১৬	৩২০
১৭	বনি ইসরাঈল / ইসরা	মক্কায়	১১১	১২	৩৩৬
১৮	আল কাহাফ	মক্কায়	১১০	১২	৩৪৯
১৯	মরিয়ম	মক্কায়	৯৮	০৬	৩৬২
২০	তোয়াহা	মক্কায়	১৩৫	০৮	৩৭১

ক্রমিক	সূরা	নাযিল	আয়াত	রুকু	পৃষ্ঠা
২১	আল আশ্বিয়া	মক্কায়	১১২	০৭	৩৮৪
২২	আল হজ্জ	মদিনায়	৭৮	১০	৩৯৫
২৩	আল মুমিনুন	মক্কায়	১১৮	০৬	৪০৫
২৪	আন্ নূর	মদিনায়	৬৪	০৯	৪১৪
২৫	আল ফুরকান	মক্কায়	৭৭	০৬	৪২৪
২৬	আশ্ শোয়ারা	মক্কায়	২২৭	১১	৪৩২
২৭	আন্ নামল	মক্কায়	৯৩	০৭	৪৪৫
২৮	আল কাসাস	মক্কায়	৮৮	০৯	৪৫৬
২৯	আল আনকাবুত	মক্কায়	৬৯	০৭	৪৬৮
৩০	আর্ রুম	মক্কায়	৬০	০৬	৪৭৭
৩১	লুকমান	মক্কায়	৩৪	০৪	৪৮৩
৩২	আস্ সাজদা	মক্কায়	৩০	০৩	৪৮৮
৩৩	আহযাব	মদিনায়	৭৩	০৯	৪৯১
৩৪	সাবা	মক্কায়	৫৪	০৬	৫০২
৩৫	ফাতির	মক্কায়	৪৫	০৫	৫০৮
৩৬	ইয়াসিন	মক্কায়	৮৩	০৫	৫১৪
৩৭	আস্ সাফফাত	মক্কায়	১৮২	০৫	৫২১
৩৮	সোয়াদ	মক্কায়	৮৮	০৫	৫৩১
৩৯	আয্ যুমার	মক্কায়	৭৫	০৮	৫৩৮
৪০	আল মুমিন/ গাফির	মক্কায়	৮৫	০৯	৫৪৮
৪১	হা মিম আস্ সাজদা/ ফুস্ সিলাত	মক্কায়	৫৪	০৬	৫৫৮
৪২	আশ্ শূরা	মক্কায়	৫৩	০৫	৫৬৫
৪৩	আয্ যুখরুফ	মক্কায়	৮৯	০৭	৫৭২
৪৪	আদ্ দুখান	মক্কায়	৫৯	০৩	৫৮০
৪৫	আল জাসিয়া	মক্কায়	৩৭	০৪	৫৮৪
৪৬	আল আহকাফ	মক্কায়	৩৫	০৪	৫৮৯
৪৭	মুহাম্মদ	মদিনায়	৩৮	০৪	৫৯৪
৪৮	আল ফাত্হ	মদিনায়	২৯	০৪	৫৯৯
৪৯	আল হজুরাত	মদিনায়	১৮	০২	৬০৩
৫০	কাফ	মক্কায়	৪৫	০৩	৬০৬

ক্রমিক	সূরা	নাযিল	আয়াত	রুকু	পৃষ্ঠা
৫১	আয্ যারিয়াত	মক্কায়	৬০	০৩	৬১০
৫২	আত্ তূর	মক্কায়	৪৯	০২	৬১৪
৫৩	আন্ নাজম	মক্কায়	৬২	০৩	৬১৭
৫৪	আল কামার	মক্কায়	৫৫	০৩	৬২১
৫৫	আর রহমান	মদিনায়	৭৮	০৩	৬২৫
৫৬	আল ওয়াকিয়া	মক্কায়	৯৬	০৩	৬২৯
৫৭	আল হাদিদ	মদিনায়	২৯	০৪	৬৩৪
৫৮	আল মুজাদালা	মদিনায়	২২	০৩	৬৪০
৫৯	আল হাশর	মদিনায়	২৪	০৩	৬৪৪
৬০	আল মুমতাহানা	মদিনায়	১৩	০২	৬৪৮
৬১	আস্ সফ	মদিনায়	১৪	০২	৬৫১
৬২	আল জুমা	মদিনায়	১১	০২	৬৫৩
৬৩	মুনাফিকুন	মদিনায়	১১	০২	৬৫৫
৬৪	আত্ তাগাবুন	মদিনায়	১৮	০২	৬৫৬
৬৫	আত্ তালাক	মদিনায়	১২	০২	৬৫৯
৬৬	আত্ তাহরিম	মদিনায়	১২	০২	৬৬১
৬৭	আল মুলক	মক্কায়	৩০	০২	৬৬৪
৬৮	আল কলম	মক্কায়	৫২	০২	৬৬৭
৬৯	আল হাককাহ	মক্কায়	৫২	০২	৬৭১
৭০	আল মা'আরিজ	মক্কায়	৪৪	০২	৬৭৪
৭১	নূহ	মক্কায়	২৮	০২	৬৭৭
৭২	জিন	মক্কায়	২৮	০২	৬৮০
৭৩	আল মুযযামিল	মক্কায়	২০	০২	৬৮২
৭৪	আল মুদ্দাস্সির	মক্কায়	৫৬	০২	৬৮৫
৭৫	আল কিয়ামাহ	মক্কায়	৪০	০২	৬৮৮
৭৬	আল ইনসান / আদ-দাহার	মদিনায়	৩১	০২	৬৯০
৭৭	আল মুরসালাত	মক্কায়	৫০	০২	৬৯৪
৭৮	আন্ নাবা	মক্কায়	৪০	০২	৬৯৭
৭৯	আন্ নাযিয়াত	মক্কায়	৪৬	০২	৬৯৯
৮০	আবাসা	মক্কায়	৪২	০১	৭০২
৮১	আত্ তাকভীর	মক্কায়	২৯	০১	৭০৪
৮২	আল ইনফিতার	মক্কায়	১৯	০১	৭০৫

ক্রমিক	সূরা	নাযিল	আয়াত	রুকু	পৃষ্ঠা
৮৩	আল মুতাফ্‌ফিহীন	মক্কায়	৩৬	০১	৭০৭
৮৪	আল ইনশিকাক	মক্কায়	২৫	০১	৭০৯
৮৫	আল বুরূজ	মক্কায়	২২	০১	৭১১
৮৬	আত তারিক	মক্কায়	১৭	০১	৭১২
৮৭	আল আলা	মক্কায়	১৯	০১	৭১৩
৮৮	আল গাশিয়া	মক্কায়	২৬	০১	৭১৪
৮৯	আল ফজর	মক্কায়	৩০	০১	৭১৬
৯০	আল বালাদ	মক্কায়	২০	০১	৭১৮
৯১	আশ্ শামস	মক্কায়	১৫	০১	৭১৯
৯২	আল লাইল	মক্কায়	২১	০১	৭২০
৯৩	আদ্ দোহা	মক্কায়	১১	০১	৭২১
৯৪	ইনশিরাহ্	মক্কায়	০৮	০১	৭২২
৯৫	আত্ তীন	মক্কায়	০৮	০১	৭২৩
৯৬	আল আলাক	মক্কায়	১৯	০১	৭২৩
৯৭	আল কাদর	মক্কায়	০৫	০১	৭২৫
৯৮	আল বাইয়েনা	মদিনায়	০৮	০১	৭২৫
৯৯	যিলযাল	মদিনায়	০৮	০১	৭২৬
১০০	আল আদিয়াত	মক্কায়	১১	০১	৭২৭
১০১	আল কারিয়া	মক্কায়	১১	০১	৭২৮
১০২	আত্ তাকাসুর	মক্কায়	০৮	০১	৭২৯
১০৩	আল আসর	মক্কায়	০৩	০১	৭২৯
১০৪	আল হুমাযা	মক্কায়	০৯	০১	৭৩০
১০৫	আল ফীল	মক্কায়	০৫	০১	৭৩০
১০৬	আল কুরাইশ	মক্কায়	০৪	০১	৭৩১
১০৭	আল মাউন	মক্কায়	০৭	০১	৭৩১
১০৮	আল কাওসার	মক্কায়	০৩	০১	৭৩২
১০৯	আল কাফিরুন	মক্কায়	০৬	০১	৭৩২
১১০	আন্ নসর	মদিনায়	০৩	০১	৭৩৩
১১১	আল লাহাব	মক্কায়	০৫	০১	৭৩৩
১১২	আল ইখলাস	মক্কায়	০৪	০১	৭৩৪
১১৩	আল ফালাক	মক্কায়	০৫	০১	৭৩৪
১১৪	আন্ নাস	মক্কায়	০৬	০১	৭৩৫



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুবাদের আরম্ভ

আলহামদুলিল্লাহ, মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ পাককে জানাই অজুত শোকরিয়া, যিনি মানব সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও মুক্তির উদ্দেশ্যে কিতাব ও রসূল পাঠিয়েছেন। যিনি তাঁর এ বিনত বান্দাকে তাঁর অনুপম মুজিয়া মহাকল্যাণময় বাণী আল কুরআনের সহজ বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করার তৌফিক দান করেছেন।

সালাত ও সালাম মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর প্রতি, যিনি প্রাণান্তকর সাধনা ও চেষ্টা-সংগ্রামের মাধ্যমে মানব সমাজের সামনে আল কুরআন পেশ করেছেন, এ কিতাব তাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, এর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছেন এবং আল্লাহ পাকের সাহায্যে তাঁর এই বাণী ও বিধানকে প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

আমরা স্বয়ং আল কুরআন পাঠ করে জানতে পেরেছি, আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি তাঁর এই মহাকল্যাণময় কিতাব নাযিল করেছেন এটি পড়ার ও বুঝার জন্যে, জানার ও মানার জন্যে, অনুধাবন ও অনুসরণ করার জন্যে এবং এর ভিত্তিতে মানব সমাজকে আলোকিত ও বিকশিত করার জন্যে।

এই চেষ্টানাই আমার মধ্যে বাংলাভাষীদের কাছে তাদের যবানে আল কুরআনের মর্মবর্তা পেশ করার অদম্য আকাংখা জাগ্রত করে। তাই লেখনীর মাধ্যমে ও মৌখিকভাবে কুরআনের মর্মবাণী প্রচারের সাথে সাথে বাংলা ভাষায় আল কুরআনের অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত তফসির করারও সংকল্প করি। প্রথমেই আল কুরআনের একটি সহজ বাংলা অনুবাদ উপস্থাপনের এরাদা করি এবং আল্লাহ আমাকে সময়েরও ব্যবস্থা করে দেন।

অন্যান্য চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে এক মনে এক ধ্যানে কুরআন মজিদের অনুবাদ করার সুযোগ পেয়ে যাই। প্রতিটি সূরার আয়াত ভিত্তিক আলোচ্যসূচিও তৈরি করে ফেলি। কুরআন মজিদের একটি সংক্ষিপ্ত বিষয় নির্দেশিকাও তৈরি করি এবং তৈরি করি বাংলায় প্রচলিত কুরআনের একটি পরিভাষা কোষ। এগুলো সবই কুরআনের এই অনুবাদ গ্রন্থে সংযুক্ত হয়েছে। আশা করি কুরআন মজিদ বুঝার ক্ষেত্রে এগুলো সাহায্যকারী হবে।

এই অনুবাদটির বৈশিষ্ট্য

কুরআন মজিদের বেশ কিছু অনুবাদ বাংলা ভাষায় রয়েছে। তবে আমরা আশা করি আমাদের এই অনুবাদটি বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধরনের সংযোজন। এই অনুবাদটির কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো :

০১. এই অনুবাদটি করা হয়েছে যারা কুরআন বুঝতে চান বিশেষভাবে তাদের জন্যে, তাদের প্রয়োজনকে সামনে রেখে।
০২. ‘জানার জন্যে কুরআন পড়ুন, মানার জন্যে কুরআন পড়ুন’ এই শ্লোগানটিকে সামনে রেখেই করা হয়েছে এই অনুবাদ।
০৩. অনুবাদে অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ তফসির গ্রন্থসমূহের অনুসরণ করা হয়েছে।
০৪. অনুবাদে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল (lucid) বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

০৫. অনুবাদে আধুনিক বাংলা বানানরীতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং ভাষা সাবলীল করার চেষ্টা করা হয়েছে।
০৬. কুরআনের যেসব শব্দ ও পরিভাষা বাংলা ভাষায় চালু আছে, সেগুলোর অনুবাদ না করে সেগুলো হুবহু ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন: ঈমান, অহি, সালাত, যাকাত, যিকির, দোয়া, আমল, এলেম, ইবাদত, ইত্তেবা, কওম, উম্মত ইত্যাদি।
০৭. তবে, বাংলা ভাষায় চালু থাকা যেসব আরবি শব্দ কম প্রচলিত, ব্রেকেটে সেগুলোর অর্থ লিখে দেয়া হয়েছে।
০৮. একান্ত জরুরি মনে করায় কোথাও কোথাও দুয়েকটি টীকা দেয়া হয়েছে।
০৯. প্রতিটি সূরার শুরুতে সেই সূরার আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে সূরাটি পড়তে শুরু করার আগেই পাঠক জেনে নিতে পারবেন সূরাটিতে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং কোন্ আয়াত থেকে কোন্ আয়াত পর্যন্ত কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে?
১০. বাংলা ভাষায় প্রচলিত কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাগুলোর অর্থ ও মর্মার্থ উল্লেখ করে একটি পরিভাষা কোষ দেয়া হয়েছে। আশা করি কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে এটা পাঠকদের জন্যে দারুণ সুবিধাজনক হবে।
১১. কুরআনের একটি সংক্ষিপ্ত বিষয় নির্দেশিকাও দেয়া হয়েছে। কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাছাই করে নিয়ে সেগুলো কুরআনের কোন্ কোন্ সূরার কোন্ কোন্ আয়াতে আলোচিত হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।
১২. এক বচনে ‘আমরা’ ব্যবহার: মহান আল্লাহ কুরআন মজিদে কর্তব্য ও কর্মবাচ্যে নিজের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বহুবচন সর্বনাম অর্থাৎ ‘আমরা’ ও ‘আমাদের’ ব্যবহার করেছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, আল্লাহ তো এক। তিনি কেন নিজের জন্যে বহুবচন ব্যবহার করেন?

এর জবাব হলো, আল্লাহ শুধু একই নন, বরং সেই সাথে তিনি মহাবিশ্বের মালিক, সম্রাট এবং মহামর্যাদাবানও। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই রাজা, সম্রাট এবং মর্যাদাবান ব্যক্তির জন্যে সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। এটাকে বলা হয় ‘রাজকীয় বহুবচন’ (Royal Plural)। সে হিসেবে মহাবিশ্বের মালিক ও সম্রাট মহামর্যাদাবান আল্লাহর জন্যে এই সম্মানসূচক ও মর্যাদাব্যঞ্জক বহুবচন সবার আগেই প্রযোজ্য।

এই বহুবচনটি বহুব্যঞ্জক নয়, মর্যাদাব্যঞ্জক। এটা বহুব্যঞ্জক হলে সবার আগে আরবের মুশরিকরাই তাওহীদের বিরুদ্ধে নিজেদের শিরকের পক্ষে এটাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতো।

আল্লাহ পাক তাঁর কালামে পাকের এই অনুবাদটি কবুল করুন এবং এর মাধ্যমে সমাজকে তাঁর কিতাবের আলোতে উজ্জ্বলিত করুন। এর উসিলায় এই অনুবাদের ভুলত্রুটি ও গুনাহ খাতা মাফ করে দিন এবং এটিকে তার আখিরাতের মুক্তির উপায় বানিয়ে দিন। আমিন ॥

আবদুস শহীদ নাসিম

জুন ৩, ২০১২ ঈসায়ী

আল কুরআনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

০১. 'কুরআন' শব্দের অর্থ : সার্বজনীন পাঠ্য, অধিক অধিক পাঠ্য।
০২. কুরআন কোথায় সংরক্ষিত আছে? : আল্লাহর কাছে উম্মুল কিতাবে (সূরা ৪৩: আয়াত ০৪)।
০৩. কুরআন কিসে রক্ষিত আছে? : লওহে মাহফুযে (সুরক্ষিত ফলকে)।
০৪. কুরআনের মর্যাদা কী? : মহাবিশ্বের মালিক মহান আল্লাহর বাণী।
০৫. কুরআন কার বাণী? : মহাবিশ্বের মালিক মহান আল্লাহর বাণী।
০৬. কুরআন কার প্রতি নাযিল হয়েছে? : মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি।
০৭. রসূলের নিকট কুরআনের বাহক কে? : জিবরিল আমিন।
০৮. কুরআন নাযিল হয়েছে যাদের জন্যে : সমগ্র মানবজাতির জন্যে।
০৯. কুরআনের মূল বিষয়বস্তু কী? : মানুষ।
১০. কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য কী : মানুষকে মুক্তি ও সাফল্যের পথ দেখানো।
১১. আল কুরআনের ভাষা : আরবি।
১২. কুরআন কেন আরবিতে নাযিল হলো? : যেহেতু রসূল এবং রসূলের প্রথম শ্রোতারা ছিলেন আরব।
১৩. কুরআন নাযিলের পদ্ধতির নাম : অহি।
১৪. কুরআন কোন্ ধরণের অহি : অহি মাতলু (তীলাওয়াতকৃত অহি)।
১৫. প্রথম অবতীর্ণ অহি : সূরা ৯৬ আল আলাক: আয়াত ১-৫।
১৬. শেষ অবতীর্ণ অহি : সূরা ০২ আল বাকার: আয়াত ২৮১।
১৭. কুরআন নাযিলের সূচনা কোন্ মাসে : রমযান মাসে।
১৮. কুরআন নাযিলের সূচনা সাল : ৬১০ খৃষ্টাব্দ, আগস্ট মাস।
১৯. কুরআন নাযিলের সমাপ্তি সাল : ৬৩২ খৃষ্টাব্দ।
২০. কুরআন নাযিলের সূচনা যেখানে : জাবালুন নূরের হেরা গুহায়।
২১. কুরআন নাযিলের সূচনা যে শহরে : মক্কা শহরে।
২২. কুরআন নাযিলের রাতকে বলা হয় : লাইলাতুল কদর (মর্যাদাবান রাত)
২৩. কুরআনের মূল উপাদান কয়টি : দুইটি। ভাষা ও বক্তব্য (বিষয়)।
২৪. কুরআন অবতীর্ণের প্রথম শব্দ : 'ইকরা' বা 'পড়ে'।
২৫. আল কুরআনের সূরা সংখ্যা : ১১৪ (একশত চৌদ্দ)।
২৬. আল কুরআনের আয়াত সংখ্যা : ৬২৩৬ (ছয় হাজার দুইশত ছত্রিশ)।
২৭. আল কুরআনের পারা সংখ্যা : ৩০ (ত্রিশ)।
২৮. আল কুরআনের রুকু সংখ্যা : ৫৪০ (পাঁচশত চল্লিশ)।
২৯. আল কুরআনের সাজদা সংখ্যা : ১৫ (পনেরো)।
৩০. আল কুরআনের প্রথম সূরা : আল ফাতিহা।
৩১. আল কুরআনের শেষ সূরা : আন নাস।

৩২. কুরআনের সবচাইতে বড় সূরা : আল বাকারা, আয়াত সংখ্যা ২৮৬।
৩৩. কুরআনের মূল তফসির কোন্টি : স্বয়ং আল কুরআন।
৩৪. কুরআনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাতা কে : মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.।
৩৫. কুরআন হিফাযতের দায়িত্ব : স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন।
৩৬. কুরআনের প্রথম বাহক কারা? : সাহাবায়ে কিরাম রা.।
৩৭. কুরআনের প্রতি মুসলিমদের দায়িত্ব : জানা, মানা ও পৌঁছে দেয়া।
৩৮. কুরআনের প্রতি প্রথম ঈমান আনেন : পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী খাদিজা রা.।
৩৯. কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলন করান : প্রথম খলিফা আবু বকর রা.।
৪০. কুরআনে ‘আল্লাহ’ নামটি কতবার : ২৬৯৭ বার।
৪১. প্রতি আয়াতে আল্লাহর নাম আছে : সূরা ৫৮ আল মুজাদালায়।
৪২. কুরআনে নবী রসূলের নাম আছে : ২৫ জনের।
৪৩. কুরআনে মুহাম্মদ সা.-এর নাম : ৫ বার।
৪৪. কুরআনে সাহাবীর নাম আছে : ১ জনের, যায়েদ রা.।
৪৫. কুরআনে মহিলার নাম আছে : ১ জনের, মরিয়ম।
৪৬. কুরআনে ভালো মানুষের নাম : ৭জন: লুকমান, উযায়ের, তালুত, ইমরান, মরিয়ম, যায়েদ, যুলকারনাইন।
৪৭. কুরআনে মন্দ মানুষের নাম : ৭জন: আযর, ফেরাউন, হামান, কারুণ, সামেরি, জালুত, আবু লাহাব।
৪৮. কুরআনে শহরের নাম আছে : ৭টি: মক্কা, মদিনা, মিশর, মাদায়েন, রোম, বেবিলন, সাবা।
৪৯. কুরআন আল্লাহর বাণী হবার প্রমাণ : স্বয়ং কুরআনই এর প্রমাণ।
৫০. কুরআনে কুরআনের কয়টি নাম আছে? : ৯১টি।
৫১. আয়াতুল কুরসি কোন্ সূরায় : সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৫।
৫২. মেরাজের উপহার কোন্ সূরা : সূরা ১৭ ইসরা (বনি ইসরাঈল)
৫৩. প্রথম অবতীর্ণ পূর্ণ সূরা : সূরা আল ফাতিহা।
৫৪. কুরআন যিনি মুখস্ত করেন : হাফিয।
৫৫. কুরআনের যিনি তফসির করেন : মুফাস্সির।
৫৬. কুরআন যারা সুন্দরভাবে পড়েন : কারী, কারীউল কুরআন।
৫৭. কোন্ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ নেই : সূরা ৯ আত তাওবা।
৫৮. কোন্ সূরায় দুইবার বিসমিল্লাহ : সূরা ২৭ আন নামূল।



কুরআন জানা ও মানা জরুরি

কুরআন সত্য শাস্ত্র

কুরআন সর্বজমী সর্বজানী মহান আল্লাহর বাণী। কুরআনের ভাষা ও বক্তব্য চিরন্তন, চির শাস্ত্র ও চিরঞ্জীব। বিশ্ববাসীর কাছে কুরআন এক জীবন্ত মু'জিয়া। মানব সমাজের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা শুধুমাত্র আল কুরআনের অনুবর্তন কিংবা প্রত্যাখ্যানের মধ্যেই নিহিত। এই মহাগ্রন্থ আল কুরআন-

১. অদৃশ্য স্রষ্টার দৃশ্য বাণী: মানুষ তার স্রষ্টা মহান আল্লাহকে দেখেনা, তিনি অদৃশ্য, তিনি অনুভবের। কিন্তু আমরা তাঁর বাণী পড়ি, দেখি, শুনি। তাঁর বাণী পড়ে আমরা আবেগে আপ্ত হই। কুরআন আমাদেরকে অনুভব ও বিশ্বাসে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়। আমরা কথা বলি আমাদের প্রিয় প্রভুর সাথে কুরআনের ভাষায়।
২. অফুরন্ত জ্ঞান ভান্ডার: মহাগ্রন্থ আল কুরআন জ্ঞানের এক অফুরন্ত ফল্লধারা যা কখনো ফুরায়না। এর জ্ঞান ভান্ডার কখনো অতীতের গর্ভে বিলীন হয়না এবং ভবিষ্যতের আগমনে অকেজো হয়না। সূর্যলোকের মতো প্রতিদিনই ঘটে এর জ্ঞানের নবোদয়।
৩. সত্য অনির্বাক: একদিকে অবতীর্ণের সূচনা থেকেই কুরআনের সত্যতা ছিলো অনাবিল স্বচ্ছ। অপরদিকে মানব জ্ঞানের পরিধি যতোই বাড়ছে, ততোই প্রকাশিত ও বিকশিত হচ্ছে আল কুরআনের বিস্ময় ও সত্যতা।
৪. সার্বজনীন: আল কুরআনের আরেক বিস্ময় হলো এর সার্বজনীনতা। কুরআন বলছে তাকে অবতীর্ণ করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্যে। বিগত দেড় হাজার বছরের ইতিহাস সাক্ষী, বিশ্বের সর্বগোত্র, সর্বজাতি, সর্বধর্ম, সর্বভাষা, সর্ববর্ণ এবং সর্বশ্রেণীর নারী কিংবা নর যে-ই কুরআন শুনেছে, পাঠ করেছে এবং হৃদয়ঙ্গম করেছে, সে-ই কুরআনকে হৃদয় দিয়েছে, এর প্রতি ঈমান এনেছে এবং এটিকে গ্রহণ করেছে জীবন যাপনের গাইড বুক হিসেবে।
৫. কুরআন কাঁপিয়ে দেয় পাষণের হৃদয়: আরব কি অনারব, যে-ই মনোযোগ দিয়ে কুরআন পড়ে, বুঝার চেষ্টা করে কুরআনের বক্তব্য, যতোই হোক পাষণ হৃদয়, কুরআন কাঁপিয়ে তোলে তার সন্তাকে। তারপর বিগলিত করে দেয় তার হৃদয় মন। উমর থেকে নিয়ে আহমদ দীদাত এবং হাজারো আধুনিক মানুষ এর সাক্ষী।
৬. কুরআন শত্রুকে করে দেয় আপন: আল্লাহর রসূলের যারা ছিলো জানের শত্রু, কুরআন শুনে কিংবা কুরআন পড়ে তারা হয়ে যায় তাঁর প্রাণের বন্ধু। উমর, আমর, আকরামা এবং খালিদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ইতিহাস তো আর ইতিহাস থেকে মুছে যায়নি। আজো চলছে সেই ধারা। চলবে চিরকাল। এ এক মহাবিস্ময়।
৭. ভাষাবিশারদ মহাপন্ডিতেরা সব কুপোকাত: যারা ধারণা করেছিল, কিংবা শত্রুতার বশে বা বিদ্বেষ বশে বলেছিল, কুরআন স্রষ্টার বাণী নয়। এগুলো কোনো কবির শিথিয়ে দেয়া বুলি, কিংবা জিনেরা শিথিয়ে দেয়, কিংবা কোনো ভাষাবিশারদ রাতে এসে মুখস্ত করিয়ে দেয়, কিংবা সবই ম্যাজিক, কিংবা অতীতের কাহিনী; কুরআন তাদেরকে

- অনুরূপ একটি কুরআন, কিংবা অন্তত একটি সূরা তৈরি করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করে। এ চ্যালেঞ্জের সামনে আরবি ভাষার রথি মহারথি কবি পন্ডিতেরা সবাই কুপোকাত।
৮. অবিকৃত: কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, আজো হুবহু সেভাবে বর্তমান রয়েছে। দেড় হাজার বছরে এর একটি অক্ষরও বিকৃত হবার প্রমাণ নেই। প্রয়োজন পড়েনি এর একটি বক্তব্যও সম্পাদনা করার, কিংবা সংস্কার করার।
৯. সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ: কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ কুরআন পাঠ করে। কেউ সালাতে পাঠ করে, কেউ তেলাওয়াত করে, কেউ শিক্ষাদান করে, কেউ অধ্যয়ন করে, কেউ এর দাওয়াত ও প্রচারের কাজ করে, কেউ এর তফসির করে, কেউ গবেষণা করে, কেউ মুখস্ত করে। কুরআনের মতো এতো অধিক পঠিত গ্রন্থ পৃথিবীতে আর নেই।
১০. অসংখ্য হাফেযে কুরআন: পৃথিবীতে আল কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যেটিকে প্রতি যুগে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, এমনকি কোটি কোটি মানুষ পূর্ণরূপে স্মৃতিপটে ধারণ করেছেন এবং করছেন। এমনকি শিশুরাও। এই দৃষ্টান্ত অনন্য, অনুপম।
১১. সর্বাধিক প্রিয় গ্রন্থ: কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক মানুষের সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ। পৃথিবীতে অনেক পপুলার গ্রন্থ আছে। কিন্তু সেটিকে হুবহু অক্ষরে অক্ষরে নিজের স্মৃতিতে ধারণ করে ক'জন? কোন্ গ্রন্থের উপর এতো বেশি আলোচনা, গবেষণা হয়? কোন্ গ্রন্থ কুরআনের মতো সারা জীবন বার বার পড়া হয়? একমাত্র কুরআনই সবচেয়ে বেশি মানুষের প্রিয় গ্রন্থ এবং সর্বাধিক প্রিয় গ্রন্থ।
১২. সবচেয়ে মর্যাদাবান গ্রন্থ: বিশ্বাসী লোকেরা কুরআনকে যতবেশি মর্যাদা দেয়, আর কোনো গ্রন্থের প্রেমিক লোকেরা সেই গ্রন্থকে এতবেশি মর্যাদা দেয়না। পড়া, বুঝা, জানা, মানা, অনুসরণ করা, শিক্ষা দান করা, প্রচার করা, কার্যকর করা এবং এর আলোকে জীবন ও সমাজ গড়ার কাজ করা -এগুলোই হচ্ছে এ গ্রন্থের প্রতি মর্যাদা দেয়ার উপায়। এরকম মর্যাদা এতো বিপুল মানুষ কর্তৃক আর কোনো গ্রন্থকেই দেয়া হয়না।
১৩. সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পুনরাবৃত্ত বক্তব্য: কুরআনে বিভিন্ন তথ্যপূর্ণ অসংখ্য বক্তব্য দেয়া হয়েছে। তেইশ বছর ধরে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ গ্রন্থে কোনো প্রকার অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য, বক্তব্য, মতামত ও নির্দেশনা নেই। এ এক মহা বিস্ময়কর!
১৪. শাস্ত ও সংস্কারমুক্ত: কালের প্রেক্ষাপটে প্রাচীন গ্রন্থাবলি সংস্কার ও সম্পাদনা করা জরুরি হয়ে পড়ে। সংশোধন ও সংযোজন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর একমাত্র ব্যতিক্রম আল কুরআন। আজ পর্যন্ত বিস্ময়কর ভাবে এর ভাষা ও বক্তব্যে কোনো প্রকার সংস্কার, সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দেয়নি।
১৫. শাস্ত জীবনের অকাট্য ধারণা উপস্থাপক: কুরআন মানব জীবন সম্পর্কে বস্তববাদী ধারণা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। কুরআন মানব জীবনকে এক অটুট পূর্ণাঙ্গ ও শাস্ত জীবন হিসেবে পেশ করেছে। কুরআন বলছে, পার্থিব জীবনে মানুষের যে মৃত্যু হয় তা তার জীবনের মৃত্যু নয়, দৈহিক মৃত্যু। এই মৃত্যুর পরে সে আবার

দৈহিকভাবে পুনর্জীবন লাভ করবে। কুরআন আরো বলছে, মানুষের এই পার্থিব জীবনই তার পরকালীন জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতার ভিত্তি।

কুরআন প্রদত্ত এই ধারণায় বিশ্বাসীরা তাদের পার্থিব জীবনকে পরকালীন সাফল্যের জন্যে নিয়োজিত করে। বিশ্বাসীরা বিস্ময়করভাবে পারলৌকিক সাফল্যের জন্যে ইহলৌকিক স্বার্থকে ত্যাগ করতে সদা প্রস্তুত।

১৬. সব সমস্যার সমাধান: মহাঈশ্বর আল কুরআন সব সমস্যার সমাধান। গবেষণার পর গবেষণা চালিয়ে এবং গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচনা করে মানুষ তাদের যেসব সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, এই মহাঈশ্বর মাত্র দুচারটি বাক্যে সেসব সমস্যার সমাধান পেশ করে দিয়েছে।

১৭. সৃষ্টি যার বিধান তার: মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মানুষকে আল কুরআন দিয়েছেন জীবন যাপনের ম্যানুয়েল হিসেবে। সুতরাং একমাত্র আল কুরআনই মানুষের জীবন যাপনের সঠিক ব্যবস্থা। কারণ এটা হলো ‘সৃষ্টি যার বিধান তার।’

১৮. শান্তির পথ মুক্তির পথ: মানবজাতির শান্তি ও কল্যাণের এবং মুক্তি ও সাফল্যের সত্যিকার ফর্মূলা কেবলমাত্র কুরআনেই রয়েছে। কারণ, এটি মানুষের স্রষ্টা সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহর অনিবার্ণ আলো। দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত সাফল্য এর মধ্যেই রয়েছে নিহিত।

কুরআন মহাসত্যের আলো

পরম করুণাময় আল্লাহ মানুষের জীবন-দর্শন ও জীবন-যাপন পদ্ধতি হিসেবে নাযিল করেছেন আল কুরআন। এ কুরআনই মহাসত্যের আলো এবং মানুষের শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র গ্যারান্টি। মহান আল্লাহ বলেন:

“আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে এক আলো (নবী মুহাম্মদ সা.) এবং একটি সত্য ও সঠিক পথ প্রকাশকারী কিতাব, যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর সন্তোষ সন্ধানকারীদের শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখান এবং নিজের ইচ্ছায় তিনি তাদের বের করে আনেন অন্ধকাররাশি থেকে আলোর দিকে, আর তাদের পরিচালিত করেন সরল - সঠিক পথে।” (সূরা ৫ আল মায়িদা: আয়াত ১৫-১৬)

“হে মুহাম্মদ! এটি একটি কিতাব। আমরা এটি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি মানুষকে অন্ধকাররাশি থেকে নিয়ে আসো আলোতে।” (সূরা ১৪ ইবরাহিম: আয়াত ১)

কুরআন বুঝা ফরয এবং সহজ

কিন্তু, যে ব্যক্তি কুরআন জানলোনা, বুঝলোনা, তার কাছে তো আলো আর অন্ধকার দুটোই সমান। সুতরাং আলো দেখতে হলে কুরআন বুঝতে হবে। কুরআন না বুঝলে আলোতে আসার সুযোগ কোথায়? আর কুরআন তো বুঝার জন্যে সহজ করেই নাযিল করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

“তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করেনা? নাকি তাদের অন্তরগুলোতে তালা লাগানো রয়েছে?” (সূরা ৪৭ মুহাম্মদ: আয়াত ২৪)

“অবশ্যি আমরা এ কুরআন বুঝার জন্যে সহজ করে নাখিল করেছি। অতএব কে আছে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে? (সূরা ৫৪ আল কামার: আয়াত ৪০)

কুরআন মানা ও অনুসরণ করা অত্যাৱশ্যক

যে কোনো বাণীর মতোই কুরআন জানা ও বুঝার সাথে সাথে মানাও জরুরি। মূলত মানা, অনুসরণ করা ও বাস্তবায়ন করার জন্যেই নাখিল করা হয়েছে আল কুরআন। আল্লাহ পাক বলেন:

“আর আমাদের অবতীর্ণ এ কিতাব সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। তাই তোমরা এটিকে অনুসরণ করো, মেনে চলো এবং (এতে প্রদত্ত) নির্দেশ অমান্য করাকে ভয় করো। আশা করা যায় এভাবেই তোমরা (আল্লাহর) অনুকম্পা লাভ করতে সক্ষম হবে।” (সূরা ৬ আল আনআম: আয়াত ১৫৫)

“(হে মুহাম্মদ!) আমরা এ মহাসত্য কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গোটা মানব সমাজের জন্যে। এখন যে ব্যক্তিই এতে প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করবে, তাতে সে নিজেরই কল্যাণ করবে।” (সূরা ৩৯ যুমার: আয়াত ৪১)

আপনার বিবেক কী বলে?

আপনি পুরুষ হোন কিংবা মহিলা, আপনার কাজের জন্যে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবেই জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর কাছে। আপনি যে কোনো দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করণ না কেন, একবার কুরআন পড়ে দেখুন। মুক্ত ও নিরপেক্ষ মনে এ গ্রন্থটিকে অধ্যয়ন করণ। আপনার বিবেক, নিরপেক্ষ মন আর নৈতিক যুক্তি যদি এ মহাগ্রন্থকে সত্য বলে গ্রহণ করে, তবে আসুন, আপনি এ গ্রন্থকে আঁকড়ে ধরুন। বিবেক ও যুক্তিকে সম্মান দিন।

আপনার বিবেক যদি এটিকে সত্য ও বাস্তব বলে গ্রহণ করে, তবে কি আপনার বিবেকের বিরুদ্ধে যাওয়া ঠিক হবে?

পৃথিবীতে যতো বই পুস্তক ও যতো গ্রন্থই লেখা হয়, সেটা যে কোনো বিষয়েই লেখা হয়ে থাকনা কেন, তা মূলত লেখা হয় অনুসরণ, বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার জন্যে। ব্যক্তিগত চিঠি থেকে আরম্ভ করে পত্র-পত্রিকা পর্যন্ত সবকিছু থেকেই মানুষ সংবাদ, তথ্য, তত্ত্ব, উপদেশ, সতর্কতা, কর্মনীতি, কর্মপন্থা ও নির্দেশিকা গ্রহণ করে। কিন্তু কুরআনের ব্যাপারটি? কী আচরণ করা হয় কুরআনের সাথে?

আল কুরআন তো মানুষের স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর বাণী। এ বাণীতে তিনি গোটা মানবজাতির জন্যে জীবন যাপনের নির্দেশিকা প্রদান করেছেন। তাই মানুষের কি উচিত নয়, যে কোনো গ্রন্থের চাইতে আল কুরআনকে অধিক গুরুত্ব দেয়া? এটিকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে করা? অপরিহার্য বিধান হিসেবে গ্রহণ করে এটি পাঠ করা, বুঝা এবং এর মর্ম উপলব্ধি করা? সেই সাথে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল কুরআনের নির্দেশ পালন ও বাস্তবায়ন করা?



কুরআনে আল কুরআনের নামসমূহ

মহান আল্লাহ আল কুরআন প্রদান করেছেন। কুরআনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মহান আল্লাহ নিজেই আল কুরআনে কুরআনকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশক নামে অভিহিত করেছেন। এখানে কুরআনের ৭২টি নাম উল্লেখ করা হলো। তবে আমরা আমাদের লেখা ‘আল কুরআন আত তাফসির’ গ্রন্থে সূত্রসহ ৯১টি নাম উল্লেখ করেছি। এগুলোর অর্থ ও মর্ম জেনে নিলে কুরআন কী, তা বুঝতে খুবই সহজ হবে।

ক্রম.	নাম	উচ্চারণ	অর্থ	১টি সূত্র
১	الْكِتَابُ	আল কিताব	মহাগ্রন্থ	০২:০২
২	كِتَابُ اللَّهِ	কিতাবুল্লাহ	আল্লাহর কিতাব	০৩:২৩
৩	الْقُرْآنُ	আল কুরআন	অধিক পঠিত	০২:১৮৫
৪	الْقُرْكَانُ	আল ফুরকান	মানদণ্ড	০২:১৮৫
৫	النُّورُ	আন নূর	আলো, জ্যোতি	০৭:১৫৭
৬	الْهُدَى	আল হুদা	পথনির্দেশ	০৯:৩৩
৭	الذِّكْرُ	আয্ যিকর	স্মারক	৪১:৪১
৮	الْقَوْلُ	আল কওল	কথা, বাণী	৮৬:১৩
৯	كَلَامُ اللَّهِ	কালামুল্লাহ	আল্লাহর বাণী	০৯:০৬
১০	مُبَارَكٌ	মুবারক	মহিমাম্বিত	২১:৫০
১১	رَحْمَةٌ	রাহমাহ্	অনুকম্পা	১০:৫৭
১২	حِكْمَةٌ بِالْعَمَّةِ	হিকমাতুম বালিগাহ	পরিপূর্ণ জ্ঞান	৫৪:০৫
১৩	الْحَكِيمُ	আল হাকিম	প্রজ্ঞাময়	১০:০১
১৪	حَبْلُ اللَّهِ	হাবলুল্লাহ	আল্লাহর রজ্জু	০৩:১০৩
১৫	رُوحٌ	রুহ	প্রত্যাদেশ/প্রেরণা	৪২:৫২
১৬	الْوَحْيُ	আল অহি	প্রত্যাদেশ	২১:৪৫
১৭	الْعِلْمُ	আল ইল্ম	মহাজ্ঞান	০২:১৪৫
১৮	الْحَقُّ	আল হক্ক	মহাসত্য	০৩:৬২
১৯	الْبَشِيرُ	আল বাশীর	সুসংবাদদাতা	৪১:০৪
২০	النَّذِيرُ	আন নাযীর	সতর্ককারী	৪১:০৪
২১	الْمَجِيدُ	আল মাজীদ	মর্যাদাবান	৮৫:২১

২২	عَدْلٌ	আদল	সুযম, ন্যায্য	০৬:১১৫
২৩	أَمْرُ اللَّهِ	আমরুল্লাহ	আল্লাহর নির্দেশ	৬৫:০৫
২৪	مُهَيِّمٌ	মুহাইমিন	সংরক্ষক	০৫:৪৮
২৫	بُرْهَانٌ	বুরহান	প্রমাণপত্র	০৪:১৭৪
২৬	مُبِينٌ	মুবীন	সুস্পষ্ট (কিতাব)	৪৪:০২
২৭	شِفَاءٌ	শিফা	নিরাময়	১০:৫৭
২৮	مَوْعِظَةٌ	মাওযিয়া	উত্তম উপদেশ	১০:৫৭
২৯	عَلَى	আ'লী	উচ্চ মর্যাদাবান	৪৩:০৪
৩০	رِسَالَةُ اللَّهِ	রিসালাতুল্লাহ	আল্লাহর বার্তা	৩৩:৩৯
৩১	حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ	হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ	আল্লাহর পূর্ণ প্রমাণ	০৬:১৪৯
৩২	الْمُصَدِّقُ	আল মুসাদ্দিক	সত্যায়নকারী	০৫:৪৮
৩৩	الْعَزِيزُ	আল আযীয	মহাশক্তিধর	৪১:৪১
৩৪	صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ	সিরাতু মুসতাকীম	সোজা পথ	০৬:১৫৩
৩৫	قَيِّمٌ	কাইয়িম	সঠিক-সুদৃঢ়	১৮:০২
৩৬	الْفَصْلُ	আল ফাসল	স্পষ্ট, ফায়সালা	৮৬:১৩
৩৭	الْحَدِيثُ	আল হাদিস	বাণী	১৮:০৬
৩৮	أَحْسَنُ الْحَدِيثِ	আহসানুল হাদিস	সর্বোত্তম বাণী	৩৯:২৩
৩৯	نَبَأُ الْعَظِيمِ	নাবাউল আযীম	মহাসংবাদ	৭৮:০২
৪০	مُتَشَابِهَةٌ	মুতাশাবিহ	সাদৃশ্যপূর্ণ	৩৯:২৩
৪১	مَقَانٍ	মাছানি	পুনরাবৃত্ত	৩৯:২৩
৪২	تَنْزِيلٌ	তানযীল	অবতীর্ণ	৫৬:৮০
৪৩	عَرَبِيٌّ	আরাবি	আরাবি ভাষার	১২:০২
৪৪	بَصَإٌ	বাসায়ির	প্রমাণ	০৭:২০৩
৪৫	بَيَانٌ	বায়ান	স্পষ্ট বার্তা	০৩:১৩৮
৪৬	أَيُّهُ اللَّهُ	আয়াতুল্লাহ	আল্লাহর আয়াত	০২:২৫২
৪৭	عَجَبٌ	আজব	চমৎকার	৭২:০১
৪৮	تَذَكُّرَةٌ	তায়কিরাহ	উপদেশবার্তা	৮০:১১

৪৯	عُرْوَةُ الْوُثْقَى	উরওয়াতুল উস্কা	মজবুত অবলম্বন	০২:২৫৬
৫০	الصَّدَقُ	আস সিদ্ক	মহাসত্য	৩৯:৩৩
৫১	مُنَادٍ	মুনাদি	আহবায়ক	০৩:১৯৩
৫২	الْبُشْرَى	আল বুশরা	সুসংবাদ	২৭:০২
৫৩	بَيِّنَاتٌ	বায়্যিনাত	সুস্পষ্ট প্রমাণ	০২:১৮৫
৫৪	بَلْعٌ	বালাগ	বার্তা	১৪:৫২
৫৫	الْقَصَصُ	আল কাসাস	বৃত্তান্ত	০৩:৬২
৫৬	الْكَرِيمُ	আল কারিম	উচ্চ মর্যাদাবান	৫৬:৭৭
৫৭	الْمَيْزَانُ	আল মীযান	সুষম বিধান	৪২:১৭
৫৮	نِعْمَةُ اللَّهِ	নে'মাতুল্লাহ	আল্লাহর অনুগ্রহ	০৫:০৩
৫৯	هُدَى اللَّهِ	হুদায়েল্লাহ	আল্লাহর গাইডেন্স	০২:১২০
৬০	كِتَابٌ مُبِينٌ	কিতাবুন মুবিন	সুস্পষ্ট কিতাব	০৫:১৫
৬১	كِتَابٌ حَكِيمٌ	কিতাবুন হাকিম	বিজ্ঞানময় কিতাব	১০:০১
৬২	قُرْآنٌ مُبِينٌ	কুরআনুম মুবিন	সুস্পষ্ট কুরআন	১৫:০১
৬৩	كِتَابٌ مَسْطُورٌ	কিতাবুম মাস্তুর	ছত্রে লেখা কিতাব	৫২:০২
৬৪	كِتَابٌ عَزِيزٌ	কিতাবুন আযীয	শক্তিশ্বর কিতাব	৪১:৪১
৬৫	ذِكْرُ الْحَكِيمِ	যিকরুল হাকিম	বিজ্ঞানময় উপদেশ	০৩:৫৮
৬৬	مَثَلُوا	মাতলু	তেলাওয়াতকৃত	০৩:১০৮
৬৭	هُدًى لِّلنَّاسِ	হুদায়েল্লাহ	মানবজাতির দিশারি	০২:১৮৫
৬৮	ذِكْرُ اللَّهِ	যিকরুল্লাহ	আল্লাহর উপদেশ	৩৯:২৩
৬৯	ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ	যিকরুল্লিল আলামিন	জগদ্বাসীর জন্যে উপদেশ	৩৮:৮৭
৭০	نُورُ اللَّهِ	নূরুল্লাহ	আল্লাহর আলো	০৯:৩২
৭১	نُورٌ مُبِينٌ	নূরুম মুবিন	সুস্পষ্ট আলো	০৪:১৭৪
৭২	كَلِمَةُ اللَّهِ	কালেমাতুল্লাহ	আল্লাহর কথা	০৯:৪০

কুরআনের পরিভাষা

অলি: বন্ধু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী। আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। বহুবচন: আওলিয়া।

অস্‌অসা: কুমন্ত্রণা দেয়া।

অসিয়ত: নির্দেশ, উপদেশ।

অহি: ইশারা, ইংগিত, সূক্ষ্ম ইংগিত, নবী রসূলদের কাছে আল্লাহর বার্তা প্রেরণ পদ্ধতি। নবী রসূলদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত বার্তা।

আওলাদ: সন্তান সন্ততি, ছেলে মেয়ে, বংশধর।

আকল: বুঝা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সচেতনতা, বিবেক, বিবেচনা, যাচাই ক্ষমতা।

আখিরাত: পরজগত, পরকাল। মৃত্যুপরবর্তী জীবন। দুনিয়ার বিপরীত।

আজব: বিস্ময়কর।

আদ: প্রাচীন শক্তিশালী জাতি। সালেহ আ. এর জাতি। আল্লাহর রসূলকে প্রত্যাখান করার কারণে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

আদল: সুবিচার, ন্যায়বিচার, ইনসাফ (justice), ন্যায্য ও সুষম নীতি (balance)।

আনসার: সাহায্যকারী। মুহাজিরদের সাহায্যকারী।

আব্দ: অনুগত, দাস, বান্দা, উপাসক।

আবদুল্লাহ: আল্লাহর দাস, আল্লাহর বান্দা।

আমল: কর্ম, কার্যক্রম, কর্মকাণ্ড, আচরণ; চিন্তা ও কর্ম। ইবাদত।

আমলে সালেহ: পুণ্যকর্ম, নিখুঁত কর্ম, সংশোধিত কাজ, মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী কাজ, যোগ্যতার সাথে সম্পাদিত নিখুঁত কাজ। ঈমান ভিত্তিক আমল। আল্লাহর কিতাব ও বিধানের অনুসারী কাজ, রসূলের অনুসরণ ভিত্তিক কাজ।

আমানত: নিরাপত্তা, নিরাপত্তায় রাখা, নিরাপত্তায় থাকা বা রাখা বস্তু।

আযাব: শাস্তি, দণ্ড, পরকালীন শাস্তি।

আরশ: উচু আসন, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, আল্লাহর আরশ।

আল কিতাব: আল্লাহর কিতাব, আল কুরআন।

আল্লাহ: এটি মহাবিশ্বের, পৃথিবীর এবং সবার ও সবকিছুর স্রষ্টা, মালিক, প্রভু ও পরিচালকের মূল নাম।

আল হামদুলিল্লাহ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সমস্ত কৃতজ্ঞতা আল্লাহর।

আলেমুল গায়েব: অদৃশ্যের জ্ঞানী, সর্বজ্ঞানী। আল্লাহর একটি সিফত।

আস্‌হাবুন নার: আগুনের (জাহান্নামের) সাথিরা, জাহান্নামের অধিবাসী, জাহান্নামবাসী, জাহান্নামওয়ালা লোকেরা।

আস্‌হাবুল ইয়ামিন: ডান পাশের লোকেরা, ডানের সাথিরা, ডানদিকের লোকেরা, সত্যপন্থীরা। সৌভাগ্যবান লোকেরা।

আস্‌হাবুল কাহাফ: গুহার সাথিরা, গুহার লোকেরা, গুহায় অবস্থানকারীরা, গুহার অধিবাসিরা।

আস্‌হাবুল জান্নাত: জান্নাতের সাথিরা, জান্নাতের অধিবাসী, জান্নাতবাসী, জান্নাতওয়ালা লোকেরা।

আস্‌হাবুস্‌ শিমাল: বাম পাশের লোকেরা, বাম দিকের লোকেরা। পথদ্রষ্ট লোকেরা। ভ্রান্ত পথের অনুসারীরা। দুর্ভাগারা।

আয়াত: নিদর্শন। কুরআনের বাক্য।

আয়াতুল কুরসি: এটি সূরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াত। এ আয়াতটিকে আয়াতুল কুরসি বলা হয়। এটি মহান আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা সম্বলিত শ্রেষ্ঠ আয়াত। মুমিনদের কর্তব্য এটি মুখস্ত করা এবং সব সময় পাঠ করা।

আহলে বাইত: ঘরবাসী, নবীর পরিবার।

ইকামত: দাঁড়ানো, দাঁড় করানো, প্রতিষ্ঠা করা।

ইখ্লাস্: বিশ্বাস ও সংকল্পের নিষ্ঠা।

ইছার: প্রাধান্য দেয়া, আত্মত্যাগ করা। অপরকে অগ্রাধিকার দেয়া।

ইন্দত: তালাকপ্রাপ্তা এবং স্বামী মরে যাওয়া নারীদের পরবর্তী বিয়ের জন্যে অপেক্ষার মেয়াদকাল।

ইনজিল: ঈসা আ. এর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব।

ইনশাআল্লাহ: যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ চাইলে হবে।

ইবলিস: নিরাশ ও হতাশ ব্যক্তি, শয়তান। অভিশপ্ত ও নিরাশ শয়তান।

ইবাদত: এটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর মৌলিক অর্থ হলো: প্রার্থনা করা, দোয়া করা; ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করা; উপাসনা করা, পূজা করা; আনুগত্য করা, হুকুম পালন করা; দাসত্ব করা।

ইলহাম: অন্তরগত করা, অনুভূতি সৃষ্টি করা, মনে উদ্রেক করা, অন্তরে নিক্ষেপ করা, অহি করা।

ইলাহ্: আইন ও বিধানদাতা। হুকুমকর্তা। ত্রাণকর্তা। উদ্ধারকারী। প্রার্থনা শ্রবণকারী। বিনয়, আনুগত্য, ভক্তি-শ্রদ্ধা, উপাসনা ও প্রার্থনা লাভের মালিক, উপাস্য। সার্বভৌম সত্তা।

ইল্লিয়্যিন: ইল্লিয়্যিন-এর আভিধানিক অর্থ উচ্চ মর্যাদাবানদের দফতর। কুরআনে সেই স্থানকে ইল্লিয়্যিন বলা হয়েছে, যেখানে সৎ ও সত্যপন্থী লোকদের তালিকা, কৃতকর্মের রেকর্ড এবং মৃত্যুর পর তাদের রূহ সংরক্ষণ করা হয়।

ইসলাম: আভিধানিক অর্থ: আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করা, হুকুম পালন করা। আত্মসমর্পণ করা। পারিভাষিক অর্থ: আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে জীবন যাপনের বিধান। আল্লাহ প্রদত্ত দীন।

ইসলাহ: সংশোধন হওয়া, সংশোধন করা, সংস্কার করা, পরিশুদ্ধ করা।

ইস্তিগফার: ক্ষমা প্রার্থনা করা, ক্ষমা চাওয়া।

ইহসান: কল্যাণপরায়ণতা, পরোপকার, দায়িত্বের চাইতেও অধিক কর্তব্যবোধ।

ইহুদি: ইয়াহুদ নামক ব্যক্তির অনুসারী, ইহুদি গোষ্ঠী। তাওরাত কিতাবের অনুসারী হবার দাবিদার গোষ্ঠী।

ঈমান: বিশ্বাস, প্রত্যয়। এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব ও তাঁর নিরংকুশ ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। সেই সাথে রিসালাত এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

উকিল: কর্মসম্পাদক, কার্যনির্বাহী, তত্ত্বাবধায়ক, দায়িত্বশীল। আল্লাহর গুণবাচক নাম।

উম্মত: দল, আদর্শিক দল, সম বিশ্বাসী দল, জাতি, সম্প্রদায়।

উমরা: উমরা হলো হজ্জের দিনগুলো ছাড়া অন্য সময় ইহরাম করে কাবা তাওয়াফ করা, সাফা মারওয়ায় সায়াী করা মাথা কামানো বা চুলছাঁটা ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা।

ওফাত: তুলে নেয়া, মৃত্যু।

ওযর: আপত্তি, অজুহাত।

এরাদা: ইচ্ছা করা, চাওয়া, সংকল্প করা, সিদ্ধান্ত নেয়া। উদ্দেশ্য।

এলেম: জ্ঞান, কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান, দীনি জ্ঞান।

ওয়ায: উপদেশ, কল্যাণকর উপদেশ।

ওয়ারিশ: মালিক, উত্তরাধিকারী। আইনগত উত্তরাধিকারী।

কওম: ব্যক্তি, জনগণ, লোকজন, জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়।

কফিল: তত্ত্বাবধানকারী। দায়িত্বশীল।

কলেমা: কথা, বাণী, বাক্য।

কসর: কর্তন করা, সংক্ষিপ্ত করা। সফরের সময়কালে চার রাকাতের ফরয নামায কর্তন করে দুই রাকাত পড়া।

কাফির: আল্লাহকে অস্বীকারকারী, আল্লাহর রসূল ও আল্লাহর বাণী প্রত্যাখ্যানকারী, আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। অমুসলিম। অবিশ্বাসী।

কাবা: মক্কায় অবস্থিত আল্লাহর ঘর। মুসলিমদের কিবলা।

কায়েম: প্রতিষ্ঠিত, প্রতিষ্ঠা।

কুফর: সত্যকে ঢেকে রাখা। সত্য অস্বীকার করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা। ইসলামকে অস্বীকার করা। মুহাম্মদ সা.-কে আল্লাহর রসূল এবং শেষ রসূল হিসেবে অস্বীকার করা। আখিরাতে অবিশ্বাস করা।

কুরআন: আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর বাণী। আভিধানিক অর্থ: অতি পঠিত, অধিক অধিক পঠিত।

কিবলা: সেই ঘর যাকে সম্মুখে রেখে ইবাদত করতে হয়। কাবা মুসলিমদের কিবলা।

কিরাত: পাঠ করা, অধ্যয়ন করা, অনুধাবন করা। কুরআন পাঠ করা।

কিসাস: ‘কিসাস’ ইসলামি দন্ডবিধির একটি পরিভাষা। অর্থ: অপরাধের আনুপাতিক শাস্তি বিধান, বা অপরাধীকে সমপরিমাণ শাস্তি প্রদান করা।

কিয়ামত: পুনরুত্থান দিবস। মহাদিবস।

খলিফা: উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত। পরবর্তী প্রজন্ম। প্রতিনিধি। শাসক।

খয়রাত: কল্যাণ, কল্যাণকর, কল্যাণকর কাজ, জনকল্যাণের কাজ।

খালিস: বিশুদ্ধ, অনাবিল, একনিষ্ঠ, নিষ্ঠাবান।

খিমার: মুসলিম মহিলাদের মাথা ও গুপ্তদেশ ঢেকে রাখার কাপড়, ওড়না।

খিয়ানত: বিশ্বাস ভঙ্গ করা, আমানতের খিয়ানত করা। গাদ্দারি করা।

গজব: ক্রোধ, রোষ।

গাফিল: অচেতন, অসচেতন, অমনোযোগী।

গীবত: কারো অনুপস্থিতিতে তার নিন্দা করা।

জয়ীফ: দুর্বল, অক্ষম।

জানাবত: বীর্যপাত জনিত অপবিত্রতা।

জান্নাত: বাগান, বাগ বাগিচা, উদ্যান, বেহেশত, জান্নাত। পরজীবনে মুমিনদের আবাসস্থল। মুমিনদের পুরস্কার।

জান্নাতুন নায়ীম: নিয়ামতে ভরা জান্নাত। উপভোগ্য সামগ্রীতে ভরপুর জান্নাত।

জান্নাতুল ফেরদাউস: সর্বোচ্চ জান্নাত। সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ জান্নাত।

জাহান্নাম: অগ্নি গহবর। কাফিরদের শাস্তির স্থল। কাফিরদের প্রতিদান ও প্রতিফল।

জাহিল: মুর্থ, অজ্ঞ, অন্ধ, অন্ধ বিশ্বাসী।

জিন: জিন জাতি। এরা আগুনের তৈরি। মানুষের পূর্বে পৃথিবী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত ছিলো।

জিহাদ: ইসলামের কাজে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালানো।

জুন্স: বীর্যপাত জনিত অপবিত্র ব্যক্তি।

তওবা: অনুতপ্ত হওয়া। অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসা, অনুশোচনা করা। ফিরে আসা। অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

তকদির: নির্ধারণ করা, নির্দিষ্ট করা, নির্ধারিত।

তরক: ছেড়ে দেয়া, ত্যাগ করা, ছেড়ে যাওয়া।

তস্বিহ: সাতার কাটা, গতিশীল হওয়া, চলা। ত্রুটিহীনতা ও পবিত্রতা ঘোষণা করা, মহানত্ব ঘোষণা করা।

তাওরাত: মূসা আ. এর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব।

তাওহীদ: একত্ব, আল্লাহর একত্ব। আল্লাহর সত্তা, ক্ষমতা, অধিকার ও সকল গুণাবলিতে আল্লাহকে এক, অদ্বিতীয় বলে জানা ও মানা। শিরকের বিপরীত।

তাওয়াফ: আল্লাহকে স্মরণ করা অবস্থায় কাবার চারদিকে সাতবার ঘোরা।

তাকওয়া: আভিধানিক অর্থ- সতর্কতা, সচেতনতা। পারিভাষিক অর্থ: মন্দ ও অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করে চলা; আল্লাহভীতি; নিজেকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষার জন্যে সতর্ক হয়ে চলা। আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে চলা।

তাগুত: বিদ্রোহী, আল্লাদ্রোহী, অবাধ্য, সীমালংঘনকারী।

তাবিল: ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। মর্মার্থ বের করা।

তামান্না: আশা করা, আকাংখা করা, ইচ্ছা করা।

তালাক: বিবাহ বন্ধন থেকে স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করা, বা মুক্ত করা।

তালিম: শিক্ষা দান করা।

তিলাওয়াত: পাঠ করা, আবৃত্তি করা। অর্থ উদ্ধার করা, উপলব্ধি করা। অধ্যয়ন করা। শিক্ষাদান করা, আলো গ্রহণ করা। আলোকিত ও উদ্ভাসিত হওয়া। মেনে চলা, অনুসরণ করা, পিছে পিছে চলা।

দরস: পাঠ।

দীন: এটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর অর্থ: জীবন ব্যবস্থা। আনুগত্য। আনুগত্যের বিধান। আইন। রাষ্ট্র ব্যবস্থা। প্রতিদান, প্রতিফল।

দুনিয়া: নিকটের, ইহজগত, ইহকাল।

দোয়া: প্রার্থনা, ডাকা, আহবান করা, নিবেদন করা, ফরিয়াদ করা, চাওয়া, আশা করা, আকাংখা করা।

নফল: আবশ্যিক নয় এমন। আবশ্যিক -এর অতিরিক্ত। যেমন নফল ইবাদত।

নফস: নিজ, আত্মা, মন, ব্যক্তি।

নফসে মুতমায়িনা: প্রশান্ত ব্যক্তি বা প্রশান্ত আত্মা। এর মর্মার্থ হলো: সেই ব্যক্তি, যে নিঃসংশয়ে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে অটল-অবিচল হয়ে প্রশান্ত হৃদয়ে শুধুমাত্র তাঁরই হুকুম ও বিধান মতো জীবন যাপন করে।

নবী: নবী মানে সংবাদ বাহক, আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ ও বাণী বাহক।

নবুয়্যত: নবী প্রসঙ্গ।

নহর: নদ-নদী।

নাজাত: মুক্তি, উদ্ধার।

নাযিল: অবতীর্ণ হওয়া, অবতরণ করা।

নাসারা: খৃষ্টান। যীশু খৃষ্টের অনুসারী হবার দাবিদার গোষ্ঠী।

নূর: আলো, জ্যোতি। আল্লাহর গুণবাচক নাম। এটি কুরআনেরও একটি গুণবাচক নাম।

ফকির: নিঃস্ব, অসহায়, অভাবী, সাহায্যের মুখাপেক্ষী। সাহায্যার্থী।

ফাসাদ: বিশৃংখলা, বিপর্যয়, অশান্তি।

ফাসিক: সীমালংঘনকারী, পাপাচারী। আল্লাহর আইন ও ইসলামের সীমালংঘনকারী ব্যক্তি। আল্লাহর হুকুম ও বিধান অমান্যকারী।

ফাহেশা: অশ্লীল কাজ, পাপকাজ, জিনা ব্যাভিচার, নোংরা কাজ।

ফিতনা: পরীক্ষা, পরীক্ষারস্থল, পরীক্ষার বস্তু, বিশৃংখলা, অশান্তি।

ফিতরাত: স্বভাব, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য।

ফিদিয়া: ওয়র বশত শরিয়তের কোনো বিধান পালন করতে অক্ষম হলে কিংবা কোনো বিধি ভঙ্গ হলে তার পরিবর্তে করণীয় বিধানকে ফিদিয়া বলা হয়।

ফিরকা: বিচ্ছিন্ন দল, উপদল, বিচ্ছিন্নতা।

ফী সাবিলিল্লাহ: আল্লাহর পথে, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে। আল্লাহর জন্যে।

ফুরকান: মানদণ্ড, পার্থক্যকারী। সত্যমিথ্যার পার্থক্যকারী।

বনি: সন্তান বা বংশধর। বনি আদম- আদমের বংশধর। বনি ইসরাঈল- ইসরাঈলের বংশধর।

বাতিল: মিথ্যা, ভিত্তিহীন।

বয়ান: বর্ণনা, বার্তা, ব্যাখ্যা, বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

বুহতান: অপবাদ। কারো প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করা।

মউত: মৃত্যু।

মকর: চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র।

মদদ: সাহায্য করা, শক্তিশালী করা।

মসজিদ: সাজদার স্থান, সালাত আদায়ের স্থান। এক আল্লাহর ইবাদতের স্থান।

মসজিদুল হারাম: আভিধানিক অর্থ- মহাসম্মানিত মসজিদ। কিন্তু এটি একটি পরিভাষা। এর দ্বারা সেই মসজিদকে বুঝানো হয় যা কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে কাবার চারদিকে নির্মাণ করা হয়েছে।

মাইয়েত: মৃত, মৃত ব্যক্তি।

মাওলা: অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী। আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম।

মাকরুহ: অপছন্দনীয়। ঘৃণ্য।

মাগফিরত: ক্ষমা।

মানাসিক: ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি।

মান্না সালওয়া: মান্না ও সালওয়া ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বনি ইসরাঈলের জন্যে অবতীর্ণ প্রাকৃতিক খাদ্য। মান্না ছিলো ধনিয়ার বীজের মতো দেখতে। এটা ছিলো মিষ্টিখাদ্য, কুয়াশার মতো মাটিতে পড়ে জমে থাকতো। আর সালওয়া হলো কোয়েল জাতীয় পাখি।

মাবুদ: প্রভু, উপাস্য। আল্লাহর একটি সিফত।

মাশাআল্লাহ্: আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে।

মাসেহ্: মুছে নেয়া। গোসল ও অয়ুর বিকল্প হিসেবে মুখমন্ডল এবং দুই হাত কুনুই পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন মাটি দিয়ে মুছে নেয়া। অয়ুর ক্ষেত্রে মাথা মুছে নেয়া, মোজার উপর দিয়ে পা মুছে নেয়া।

মিজান: ওজনের যন্ত্র, পরিমাপ যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা, মাপকাঠি। পরকালে মানুষের পার্থিব জীবনের ভালো মন্দ কর্মকান্ড পরিমাপ করার মানদণ্ড।

মিরাস্: মালিকানা, ওয়ারিশি।

মিল্লাত: ধর্ম, আদর্শ, বিশ্বাস।

মিসকিন: অভাবী, দরিদ্র।

মুখলিস: নিষ্ঠাবান; তৌহিদবাদী।

মুত্তাকি: সৎ, সতর্কব্যক্তি, কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি, আল্লাহভীরু, নিজেকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক ব্যক্তি। নিজেকে মন্দ ও অনিষ্ট থেকে রক্ষায় সচেতন ব্যক্তি। আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগকারী।

মুনাফিক: দ্বিমুখী ব্যক্তি। যে নিজেকে মুসলিম বলে প্রকাশ করে, আবার কাফিরদের সাথে এবং কুফরির সাথে সম্পর্ক রাখে এমন ব্যক্তি। যার কথায় এবং কাজে মিল নেই।

মুমিন: ঈমানি দৃষ্টিভংগির ধারক ও বাহক ব্যক্তি।

মুশরিক: বহুত্ববাদী। আল্লাহর অংশীদার, সমকক্ষ, সন্তান, স্ত্রী ও পিতা মাতা সাব্যস্তকারী। ত্রিত্ববাদী।

মুসলিম: ঈমানের সাথে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহর হুকুম পালনকারী। আল্লাহর আনুগত্য ও বাধ্যতা মেনে নিয়ে জীবন যাপনকারী। আল্লাহর আনুগত্যের জীবন যাপনকারী। আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের অনুসারী।

মুসল্লি: সালাত আদায়কারী।

মুসাফ্বা: সালাত আদায়ের স্থান।

মুহাজির: হিজরতকারী, পরিত্যাগকারী, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের ঘরবাড়ি ত্যাগকারী, দেশ ত্যাগকারী, জন্মভূমি ত্যাগকারী।

মুবারক: কল্যাণময়।

মুস্তাহাব: পছন্দনীয়, প্রিয়।

যবুর: দাউদ আ.-এর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব।

যাকাত: যাকাত অর্থ: সম্পদ পবিত্র ও প্রবৃদ্ধ করা। সম্পদ থেকে আল্লাহর নির্ধারিত অংশ নির্দিষ্ট প্রাপকদের উদ্দেশ্যে বের করে দেয়া। আভিধানিক অর্থ: সাদা ও শুদ্ধ করা, বৃদ্ধি ও বিকশিত করা।

যালিম: অন্যায়কারী, অবিচারক, সীমালংঘনকারী, অধিকারহরণকারী, নির্যাতনকারী। ন্যায়নীতি লংঘনকারী।

যিকির: আলোচনা করা, স্মরণ করা, উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা, সতর্ক করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, সালাত আদায় করা, আল্লাহর প্রশংসা করা, আল্লাহর একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা।

যুলুম: অন্যায়, অবিচার, সীমালংঘন, নির্যাতন, অধিকার হরণ। ন্যায়ের বিপরীত কাজ। শিরক।

রসূল: বার্তা বাহক, দূত, মানুষের কাছে আল্লাহর মনোনীত বার্তা বাহক।

রসূলুল্লাহ: আল্লাহর রসূল, আল্লাহর বার্তাবাহক, আল্লাহর দূত। মুহাম্মদ সা.।

রিযিক: জীবিকা, জীবনোপকরণ, খাদ্য, জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ বা সামগ্রী।

রিবা: ‘রিবা’ কে বাংলায় বলা হয় সুদ এবং ইংরেজিতে বলা হয় usury এবং interest। পারিভাষিক অর্থে আরবরা ‘রিবা’ বলে এমন বর্ধিত অংকের অর্থ আদায়কে, যা ঋণদাতা ঋণগ্রহিতার নিকট থেকে একটি ধার্যকৃত হারে মূল অর্থের (পুজির) অতিরিক্ত হিসাবে আদায় করে।

রিসালাত: রসূল প্রসঙ্গ।

রুকু: নত হওয়া, সালাতে রুকু করা। কুরআনের কয়েকটি আয়াত সম্বলিত অংশ।

রুহ: আত্মা, জীবন, প্রেরণা, জিবরিল।

লওহে মাহফুয: সুরক্ষিত ফলক, যাতে আল্লাহর কিতাব লিপিবদ্ধ রয়েছে।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

লাইলাতুল কদর: মর্যাদাপূর্ণ রাত, ফায়সালার রাত, কুরআন নাযিলের রাত।

লোকমান: প্রাচীন আরবের একজন জ্ঞানী ব্যক্তি।

শরিয়ত, শরিয়া: বিধি ব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ নিয়ম পদ্ধতি, আইন কানুন, সীমারেখা।

শয়তান: জিন জাতির সদস্য। হযরত আদমকে সাজদা করার ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে অভিশপ্ত হয়। ইবলিস।

শহীদ: সাক্ষী, প্রত্যক্ষ দর্শী, আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তি। সত্যের সাক্ষী।

শাহাদত: প্রত্যক্ষ দর্শন, সাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহর পথে নিহত হওয়া।

শাহাদাহ: সাক্ষ্য, ঈমানের সাক্ষ্য, ঈমান আনার ঘোষণা।

শিরক: শিরক হলো তাওহীদের বিপরীত। এর অর্থ বহুত্ববাদ। আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করা; কাউকেও বা কোনো কিছুকে আল্লাহর অংশীদার বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। আল্লাহর স্ত্রী পুত্র সাব্যস্ত করা, ত্রিভুবাদে বিশ্বাস করা।

সওয়াল: প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। জানতে চাওয়া।

সওয়াব: পুরস্কার। প্রতিদান, প্রতিফল।

সহিফা: গ্রন্থ, কিতাব, ছোট কিতাব। অতীত রসূলদের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব।

সাগম: রোযা পালন করা, চুপ থাকা।

সাদাকা: সদকা, দান, মানতের প্রদেয়, যাকাত।

সাজদা: অবনত হওয়া, সাজদা করা।

সাফা মারওয়া: সাফা এবং মারওয়া মক্কার দুটি পাহাড়। সাফা কাবা ঘরের নিকট দক্ষিণ-পূর্ব এবং মারওয়া উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে অবস্থিত। পাহাড় দুটি উত্তর দক্ষিণে সোজাসুজি পরস্পর থেকে ৪২০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত। ইবরাহিম আলাহিস সালামের স্ত্রী হাজেরা পানির সন্ধানে এ দুটি পাহাড়ের মাঝে সায়া (দোড়াডোড়ি) করেছিলেন। তাঁরই স্মৃতি বিজড়িত সেই সায়া মুসলমানদের জন্যে আল্লাহ পাক কল্যাণের কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

সাবিলিল্লাহ: আল্লাহর পথ। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ।

সাবী: পিতৃ পুরুষের ধর্মত্যাগ করে ভিন্ন ধর্ম, কিংবা উন্নততর ধর্ম গ্রহণকারী।

সামুদ: প্রাচীন শক্তিশালী জাতি। হুদ আ. -এর জাতি। আল্লাহর রসূলকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

সালাত: নামায, দোয়া, অনুগ্রহ প্রার্থনা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, অনুকম্পা করা, মর্যাদা দান করা।

সালাম: শান্তি, নিরাপত্তা। ইসলামি সম্বোধন।

সালেহ: সৎ, যোগ্য, শুদ্ধ, পরিশুদ্ধ, মধ্যপন্থী, নিখুঁতভাবে কর্ম সম্পাদনকারী, উন্নত কর্ম সম্পাদনকারী।

সিজ্জীন: সিজ্জীনের আভিধানিক অর্থ- কয়েদ খানা। কুরআনে সেই স্থানকে সিজ্জীন বলা হয়েছে, যেখানে পাপীদের তালিকা, তাদের কৃতকর্মের রেকর্ড এবং মৃত্যুর পর তাদের আত্মা সংরক্ষণ করা হয়।

সিরাতুল মুসতাকিম: সুদৃঢ় পথ, সরল পথ, সঠিক পথ। আল্লাহর নির্দেশিত পথ, মুক্তির পথ, জান্নাতের পথ।

সুন্নত: নিয়ম, নীতি, রীতি, কর্মপদ্ধতি। রসূল সা. -এর কর্মপদ্ধতি বা রীতি। রসূল সা. -এর আদর্শ বা নীতি।

সুবহানাল্লাহ: সব কিছুর নিখুঁত পরিচালক। ত্রুটিমুক্ত পবিত্র মহান আল্লাহ।

সূরা: কুরআনের একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়।

হজ্জ: হজ্জ হলো যিলহজ্জ মাসের ৮ থেকে ১৩ তারিখে ইহরাম করে মক্কায় অবস্থিত কাবা ঘর তাওয়াফ, আরাফায় অবস্থান, মুজদালিফায় অবস্থান, মিনায় অবস্থান, কুরবানি করা, মাথা কামানো বা চুলছাঁটা, সাফা মারওয়ায় সায়া করা ইত্যাদি বিধিবদ্ধ কার্যক্রম সম্পাদন করা।

হাজির: উপস্থিত, সাক্ষী।

হাবিয়া: ‘হাবিয়া’ মানে সেই গভীর গর্ত, যেখানে উপর থেকে কিছু পড়ে যায়। পাপীদের শাস্তির জন্যে যে হাবিয়া (গর্ত) হবে, তাতে জ্বলন্ত আগুন প্রচন্ড উত্তপ্ত করে রাখা হবে।

হারাম: নিষিদ্ধ। পবিত্র, সম্মানিত, মর্যাদাপূর্ণ।

হালাক: মৃত্যু, ধ্বংস।

হালাল: বৈধ। হারাম নয়।

হাশর: সমবেত হওয়া, পুনরুত্থানের পর বিচারের জন্য একত্রিত হওয়া বা করা।

হায়াত: জীবন।

হিজরত: ত্যাগ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের ঘরবাড়ি ত্যাগ করা বা দেশ ত্যাগ করা।

হিজাব: মুসলিম মহিলাদের দেহ আবৃতকারী শালীন পোশাক।

হিদায়াত: আল্লাহর নির্দেশিত পথ, সত্যের পথ। আল্লাহর নির্দেশিত পথ দেখানো, সত্যের পথে পরিচালিত করা।

হুদুদ: সীমা, আইন, বিধান, দন্ড আইন।

হুর: সুন্দরী নারীকুল। হুর শব্দটি ‘হাওরাউন’ শব্দের বহুবচন। হাওরাউন মানে- সুন্দরী নারী।



কুরআনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্দেশিকা

কোন বিষয়টি কুরআনের কোন্ জায়গায় আছে ?

অন্তর: কলব দৃষ্টব্য

অনুমতি প্রার্থনা: কারো ঘরে প্রবেশের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা ২৪:২৭-২৯। কক্ষে প্রবেশের জন্যে তিন সময় খাদেম এবং বাচ্চাদেরও অনুমতি নিতে হবে ২৪:৫৮-৫৯।

অপব্যয়: অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই ১৭:২৬-২৭।

অভিবাদন: ইসলামি অভিবাদনের পদ্ধতি ৪:৮৬।

অয়ু: অয়ুর বিধান সূরা ৫: আয়াত ৬।

অর্থনৈতিক নির্দেশনা: সমস্ত সম্পদের মালিক আল্লাহ ২:২৮৪। ৭:১২৮। ৪২:১২। ৩০:২৮। মানুষ সম্পদের মালিক নয় প্রতিনিধি ৬:১৬৫। ৪৩:৩২। ১৭:৩০। ১৬:৭১। ৩৪:৩৯। ২:২৯। ১৪:৩২-৩৪। ৭:১০। ৫৬:৬৩-৬৪।

সম্পদ দুই প্রকার: হালাল ও হারাম ৭:১৫৭। ২:২৭৫। ৪:২৯। ১১:৮৭। সম্পদ উপার্জনের তাকিদ ৬২:১০। ৬৭:১৫। ২:২৯। ৭:১০,৩২। ৫৬:৬৩-৬৪। হালাল (বৈধ) সম্পদ উপার্জনের তাকিদ ৫:৮৭-৮৮। ২:১৬৮। ব্যবসা হালাল ২:২৭৫। ৪:২৯। সুদী উপার্জন নিষিদ্ধ ২:২৭৫। সম্পদ চুরি নিষিদ্ধ ৫:৩৮।

আত্মসাত নিষিদ্ধ ৩:১৬১। জুয়া, ভাগ্যগণনা, লটারি ইত্যাদির উপার্জন নিষিদ্ধ ৫:৯০। প্রতারণা, জবর দখল ও ক্ষমতাবলে দখল নিষিদ্ধ ২:১৮৮। এতিমের সম্পদ ভক্ষণ নিষিদ্ধ ৪:১০। দেহ বিক্রয়ের উপার্জন নিষিদ্ধ ২৪:৩৩। ১৭:৩২। হারাম পণ্যের ব্যবসা নিষিদ্ধ ৫:৯০। ওজনে হেরফেরের উপার্জন নিষিদ্ধ ৮৩:১-৩। ঘুষ ও অন্যায় উপার্জন নিষিদ্ধ ৫:৩৩। অপব্যয় নিষেধ ৬:১৪১। ৭:৩১। অপচয় নিষিদ্ধ ১৭:২৬-২৭। অর্থপূজা নিষিদ্ধ ২৮:৫৮। ১০২:১-৩। ১০৪:১-৩। কৃপণতা নিষিদ্ধ ৩:১৮০। ৯:৩৪,৭৬। ৯২:৮। ৪৭:৩৮। ৪:৩৭। ৫৭:২৪। অর্থব্যয়ে মধ্যপস্থা অবলম্বনের নির্দেশ ১৭:২৯। ২৫:৬৭। জনকল্যাণে অর্থদানের নির্দেশ ২৮:৭৭। ২:১৭৭। ৪:৩৬-৩৮। ৭৬:৮-৯। ৭০:২৪-২৫। ২:১৯৫। ২:২৭২। ৩৫:২৯-৩০।

অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে দানের নির্দেশ ২:১৯৫, ২৬১, ২৬২, ২৬৫। ৮:৬০। ৫৭:১০।

অলি: ঈমানদার নেক লোকদের অলি হলেন আল্লাহ ২:১০৭, ২৫৭। ৩:৬৮। ৯:১১৬। ২৯:২২। ৩২:৪। ৪২:৯,৩১। ৪৫:১৯। ৪:৪৫,১২৩। ৬:১৪,১২৭। ৭:৩,১৫৫। ৩৪:৪১। ৭:১৯৬। ১২:১০১। ২৫:১৮।

মুমিনদের অলি রসূল এবং মুমিনরা ৫:১৫৫। ৩:২৮। ৪:১৪৪। ৮:৭২। ৯:৭১। কাফিরদের অলি শয়তান ও তাগুত ৭:২৭। ২:৫৭। আল্লাহ ছাড়া কাউকেও অলি বানাবেনা ৭:৩। ৪২:৬। ৪৬:৩২।

অলি আল্লাহ: অলি আল্লাহ্ কারা? ৯:৭১। ১০:৬২-৬৪।

অসিয়ত: অসিয়তের বিধান ২:১৮০-১৮২। অসিয়তে সাক্ষী: ৫:১০৬-১০৮।

অহংকার: অহংকার ঈমানের পথে প্রতিবন্ধক ১৬:২২। ৪৬:১০। ১০:৭৫। ৭:১৪৬।

আল্লাহ অহংকারকারীদের পছন্দ করেন না ১৬:২৩। কোনো সৃষ্টির অহংকার করার অধিকার নেই ৭:১৩। অহংকার ও অহংকারকারীর পরিণাম ৭:১৩, ৪০-৪১। ১৬:২৯। ৩৯:৭২। ৪০:৩৫, ৭৫-৭৬। ৪৬:২০। ৭৪:২৩-২৯।

অহি: আল্লাহ নবীদের সাথে মুখোমুখি কথা বলেননা, অহির মাধ্যমে বলেন ৪২:৫১। অতীত নবীগণের মতোই মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি অহি প্রেরিত হয়েছে ৪:১৬৩। ৩৯:৬৫। কুরআন অহি করা হয়েছে ৬:১৯। ১৮:২৭। ২৯:৪৫। ৪৩:৪৩। মুহাম্মদ সা. অহির বাইরে দীনের কোনো নির্দেশনা দেননি ৫৩:৪। ১০:১৫, ১০৯। ২০:১১৪। ৬:৫০, ১০৬। ১৮:১১০। ৩:৪৪। ১২:১০২। ১১:৪৯।

আইউব আ.: তাঁর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩৮:৪১-৪৪। ২১:৮৩-৮৪।

আইন ও বিচার: আল্লাহর আইনে বিচার করো ৫:৪৪, ৪৫, ৪৮। ৩৮:২৬। ৭:৩। সুবিচার করো ১৬:৯০। ৪:৫৮, ১৩৫। ১৭:৩৩।

আইন ও বিধান সমূহ: ২:১৬৮, ১৭২-১৭৩, ১৭৮-২০৩, ২১৯-২৪১, ২৭৫-২৮৩। ৩:২৮, ১০২-১০৫, ১১৮, ১৩০, ১৩৫। ৪:২-২৫, ২৯-৩৫, ৪৩, ৫৮-৫৯, ৬৪-৬৫, ৮০, ৮৩, ৮৫-৮৬, ৮৯-৯৪, ১০১-১০৩, ১২৭-১৩০, ১৩৫, ১৩৭, ১৪৪, ১৭৬। ৫:১-৬, ৩২-৩৩, ৩৮, ৪২, ৪৮-৪৯, ৫১, ৮৭-৯০, ৯৫-৯৬, ১০৬-১০৮। ৬:১০৮, ১১৮-১২১, ১৪৫, ১৫১-১৫২। ৭:৩, ২৯, ৩১-৩৩, ৫৬, ৮৫-৮৬, ১৫৭, ২০৫, ৮:২০, ২৪, ৪৫-৪৭। ৯:১৭, ২৪, ৩৬, ১১৩, ১১৯, ১২২। ১০:৫৭, ৫৯, ৬১, ১০০, ১০৬। ১১:২, ৬, ৮৪-৮৬, ১১২-১১৪, ১১৭। ১৬:৯০-৯১, ৯৪-৯৫, ৯৮, ১১৪-১১৬, ১২৬। ১৭:২৩-৩৭, ৭৮, ১১০।

আখিরাত: কিয়ামত এবং আখিরাতে শাস্তির দৃশ্য ৫৬:৪১-৫৬। ৭৮:১৭-৩০। ৮০:৩৩-৩৭, ৪০-৪২। ৮১:১-১৪। ৮৮:১-৭। আখিরাতে পুরস্কারের দৃশ্য ৫৬:৮-৪০। ৭৬:১২-২২। ৭৮:৩১-৩৬। ৮০:৩৮-৩৯। ৮৩:১৮-২৮। ৮৮:৮-১৬।

আদম আ.: আদম আ.-এর ইতিহাস ২:৩০-৩৫। ৭:১১-২৫। ১৫:২৬-৪১। ১৭:৬১-৬৫।

আদম মাটির সৃষ্টি ৩:৫৯। ৭:১২।

আদম ও হাওয়াকে শয়তানের ধোকা ২:৩৬। ৭:২০-২২। আদমের সাথে শয়তানের সংঘাত ২০:১১৬-১২৩। আদমের ক্ষমা প্রার্থনা ও ক্ষমালাভ ২:৩৭। ৭:২৩। ২০:১২২। জ্ঞানী আদম ২:৩১-৩৩।

আদমের সাথে শয়তানের শত্রুতা ও সংঘাতের ইতিহাস ২:৩৪-৩৯। ৭:১১-২৫। ২০:১১৬-১২৩।

পৃথিবীতে আসার সময় আল্লাহর নির্দেশাবলি ২:৩৮-৩৯।

আনুগত্য: আনুগত্য করতে হবে কার ও কিভাবে? ৪:৫৯, ৬৪-৬৫, ৬৯, ৮০। ৮:২০-২৪।

আবু লাহাব: আবু লাহাব আগুনে জ্বলবে সূরা ১১১।

আমানত: আমানত হকদারকে পৌঁছে দাও ৪:৫৮।

আমল: জ্ঞানাত লাভের শর্ত হলো ঈমানের সাথে আমলে সালেহ্ ২:২৫, ৮২, ২৭৭। ৩:৫৭। ৪:৫৭, ১২২, ১৭৩। ৫:৯। ১০:৯। ১১:২৩। ১৩:২৯। ১৮:১০৭। ২২:১৪, ২৩, ৫০, ৫৬।

২৯:৯, ৫৮। ৩:১৫। ৩১:৮। ৩২:১৯। ৪১:৮। ৪২:২২। ৪৫:৩০। ৪৭:১২। ৮৫:১১। ৯৮:৭।

ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় আমলে সালাহ ১০৩:৩। আমলে সালাহ্ আলোকিত জীবন লাভের উপায় ৬৫:১১। আমলে সালাহ্ ক্ষমা লাভের শর্ত ৪৮:২৯। ২৯:৭। আমলে সালাহ্ করলে আল্লাহ রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেন ২৪:৫৫।

যারা আমলে সালাহ্ করে তারা সন্তোষী নয় ৩৮:২৮। আমল ওজন করা হবে ৭:৮-৯। ১০১:৬-৯। ১৮:১০৫। ২১:৪৭। ২৩:১০২-১০৩।

আমলনামা: আমলনামা কেমন রেকর্ড ১৮:৪৯। আমলনামা সত্য ও বাস্তব রেকর্ড ২৩:৬২। অণুপরিমাণ আমলও দেখা যাবে ৯৯:৭-৮। আমলনামা সত্য কথা বলবে ৪৫:২৯। আমলনামা দান হাতে দেয়া হলে সফল ৮৪:৮।

আল্লাহ্: আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই ৩:১৮। আল্লাহ্‌র সন্তান নেই ৫:১৭-১৮। আল্লাহ্‌র গুণাবলি এবং মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহরাজি ৬:৯৫-১০৫। ১৩:২-৪। ১৪:৩২-৩৪। ১৬:৪-২১, ৭৮-৮৩। ৩০:১৭-৩০, ৪৬-৫৪। আল্লাহ্‌কে যিকির করার পদ্ধতি ৭:২০৫। মহাকাশ ও পৃথিবীর সবাই ও সবকিছু তাঁকে সাজদা করে: ১৬:৪৯-৫০। ১৭:৪৪। আল্লাহ্‌র গুণাবলি সীমাহীন ১৮:১০৯। আল্লাহ এক ১১২:১-২। আল্লাহ্‌র একত্বের যুক্তি ২৭:৫৯-৭৫। পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছে ৩১:৩৪। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সীমাহীন ৩১:২৭-৩৩। ৭৮:৬-১৬। ৫৬:৫৭-৯৬। আল্লাহ্‌র কোনো আত্মীয় এবং সমকক্ষ নেই ১১২:৩-৪। আল্লাহ্‌র কোনো উপমা নেই ৩০:২৭। ৪২:১১-১২। আল্লাহ্‌ই ইহকাল এবং পরকালের মালিক ৫৩:২৫।

আল্লাহ্‌র কিতাব: মুমিনরা আল্লাহ্‌র সব কিতাবের প্রতি ঈমান আনবে ২:২৮৫, ৪। ৪:১৩৬। আল্লাহ্‌র কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য ২:২১৩। ৩:৩-৪। ৫৭:২৫। কিতাব আর্থশিক নয়, পূর্ণ মানতে হবে ২:৮৫। কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে কারা ২:২২১। আল্লাহ্‌র কিতাব গোপন করার পরিণতি ২:১৫৯, ১৭৪।

আল্লাহ্‌র সাহায্য: মুমিনদের সাহায্য করা আল্লাহ্‌র দায়িত্ব ৩০:৪৭। আল্লাহ অবশ্যি প্রকৃত মুমিনদের সাহায্য করেন ৪০:৫১। আল্লাহ্‌কে সাহায্য করলে তিনিও সাহায্য করবেন ৪৭:৭। ২২:৪০। আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে ২:২১৪। তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হও ৬১:১৪। আল্লাহ্‌র সাহায্য মুমিনদের প্রিয় ৬১:১৩।

আরশ: মহান আরশের মালিক আল্লাহ ৯:১২৯। ২১:২২। ২৩:৮৬-৮৭। ৪০:১৫। ৮৫:১৫। আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন ২৫:৫৯। ৭:৫৪। ১০:৩। ২০:৫। ৫৭:৪। মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্‌র আরশ ছিলো পানির উপর ১১:৭। কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতা আল্লাহ্‌র আরশ বহন করবে ৬৯:১৭।

আসহাবুল কাহাফ: প্রকৃত ঘটনাবলি ১৮:৯-২৭

আহযাব যুদ্ধ: এ যুদ্ধের পর্যালোচনা ৩৩:৯-২৫।

আয়াত: আয়াতুল কুরসি ২:২৫৫।

ইউনুস আ.: ইউনুস আ.-এর ঘটনাবলি ২১:৮৭-৮৮। ৩৭:১৩৯-১৪৮। মাছের পেটে ইউনুস আ. ৩৭:১৪২-১৪৬। ২১:৮৭। মাছের পেটে ইউনুস আ.-এর প্রার্থনা ৬৮:৪৮। ২১:৮৭-৮৮। ইউনুসের কণ্ঠ যখন ঈমান আনে ১০:৯৮।

ইউসুফ: ইউসুফ আ.-এর ইতিহাস ১২:৩-১০৪

ইকামতে দীন: দীন কায়েম করো ৪২:১৩। দীন বিজয়ী করার জন্যে আল্লাহ তার রসূলকে পাঠিয়েছেন ৯:৩৩। ৪৮:২৮। ৬১:৯। দীন কায়েমের অর্থ ৩:১০৩, ১০৪, ১১০, ১১৩-১১৪। ২:১৪৩, ১৫১, ১৫৯-১৬০, ১৭৭। ২২:৪১। ৫৭:২৫।

ইন্দত: তালাক প্রাপ্তির ইন্দতকাল ২:২২৮। স্বামীর মৃত্যুর পর ইন্দতকাল ২:২৩৪। মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়া নারীর ইন্দতকাল ৬৫:৪। মাসিক শুরু হয়নি এমন নারীর ইন্দতকাল ৬৫:৪। গর্ভবতীর ইন্দতকাল ৬৫:৪।

ইদরিস আ.: তাঁর উচ্চ মর্যাদা ১৯:৫৬-৫৭। ২১:৮৫-৮৬।

ইনজিল: ইনজিল নাখিল করা হয় মানুষকে হিদায়াতের উদ্দেশ্যে ৩:৩-৪। ৫:৪৬। ইনজিল দেয়া হয়েছিল ঈসা আ.-কে ৫৮:২৭। ইনজিল ও তাওরাতে মুহাম্মদ সা.-এর উল্লেখ ছিলো ৭:১৫৭। ৬১:৬। ইনজিলে মুহাম্মদ সা.-এর সাথিদের উপমা ৪৮:২৯। ইনজিল, তাওরাত ও কুরআনে মুমিনদের একই গুণাবলী উল্লেখ ৯:১১১।

ইফকের ঘটনা: উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনা ২৪:১১-২৬।

ইবাদত: মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদতের জন্যে ৫১:৫৬। এক আল্লাহর ইবাদতই 'সিরাতুল মুস্তাকিম' ৩৬:৬০-৬১। ইবাদত করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর ১:৪। ২:২১। ৩:৬৪। ৪:৩৬। ৫:৭৬। ৬:১০২। ৭:৫৯, ৬৫, ৮৫। ৯:৩১। ২১:৯২। ২৩:২৩, ৩২। ৪৬:২১। ৫৩:৬২। ৯৮:৫।

ইবরাহিম আ.: ইবরাহিম কিভাবে সত্যে উপনীত হন ৬:৭৪-৮৪। তাঁর পিতা ও জাতির সাথে বিরোধের কারণ ১৯:৪১-৫০। ২১:৫১-৭৩। ২৬:৬৯-৮৯। তাঁর কাছে ফেরেশতার আগমন ও সুসংবাদ দান ১৫:৫১-৬০। মক্কা নগরীতে বসতি স্থাপনের সূচনা ১৪:২৫-৪১। ইবরাহিম আ.-এর ইতিহাস ৩৭:৮৩-১১৩।

ইবলিস: ইবলিস আদম আ.-কে সাজদা করতে অস্বীকার করে ২:৩৪। ৭:১১। ২০:১১৬। ১৫:৩১-৩২। ১৭:৬১। ১৮:৫০। ইবলিস অহংকার করে আল্লাহর অবাধ্য হয় ২:৩৪। ১৫:৩২। ৩৮:৭৪-৭৫। মানুষের উপর জোর খাটানোর শক্তি ইবলিসের নেই ৩৪:২১।

ইলম (জ্ঞান): জ্ঞানের উৎস মহান আল্লাহ ৪৬:২৩। ৬৭:২৬। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ৫৯:২২। ৬৫:১২। ৭:৮৯। ৯:৭৮। ৬:৮০। ২:২৬৮। ২৭:৬। জ্ঞান ও মেধা আল্লাহ প্রদত্ত ২:২৬৮-৬৯। ৯৬:৫। মানুষের ইল্ম সীমিত ১৭:৮৫।

জ্ঞানীরা আর অজ্ঞরা সমান নয় ৩৯:৯। জ্ঞানীরা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ৫৮:১১। জ্ঞানীরা আল্লাহভীরু হয় ৩৫:২৮। জ্ঞানীরা ন্যায্যবান হয় ৩:১৮। জ্ঞানীরা শুভ পরিণতির কথা ভাবে ২৮:৮০। জ্ঞানীরাই বিজ্ঞানী হয় ২৭:৪০। জ্ঞানীরা সত্য উপলব্ধি করে ২৯:৪৯। শাসকদের জ্ঞান থাকতে হবে ২:২৪৭। যে বিষয়ের জ্ঞান নেই তা সমর্থন করোনা ১৭:৩৬। জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া ২০:১১৪। জ্ঞানীরাই ঈমান আনে ৩:৭-৯। জ্ঞানীদের থেকে জ্ঞানার্জন করো ১৬:৪৩।

ইলাহ: আল্লাহই একমাত্র ইলাহ এবং তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই ২:১৬৩, ২৫৫। ৩:২, ৬, ১৮, ৬২। ৪:১৭১। ৫:৭৩। ৬:১৯, ১০২, ১০৬। ৭:৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫, ১৫৮। ৯:৩১। ১১:১৪, ৫০, ৬১, ৮৪। ২০:৮, ১৪, ৯৮। ২১:২৫, ২৯, ৮৭, ১০৮। ২৩:৯১, ১১৬।

ইসলাম: ইসলাম আল্লাহর দীন ৩:১৯। ৫:৩। ইসলাম ছাড়া অন্য দীন গ্রহণযোগ্য নয় ৩:৮৫। ৬১:৭। ইসলাম গ্রহণের জন্যে প্রয়োজন উন্মুক্ত হৃদয় ৬:১২৫। ৩৯:২২। ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ ২:১১২। ৩:৮৩। ৪:১২৫। ৩৭:১০৩। ২:১৩১। ৩:২০। ৪০: ৬৬। ১৬:৮১। ৩১:২২। ৩৯:৪৫।

ইসলামে নারীর মর্যাদা: ২:৮৩, ২২৮, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৬, ২৩৭, ২৪০, ২৪১, ৪:১, ৪, ৭, ১১, ১৯-২০, ২২-২৫, ৩২, ৩৪, ৩৫। ৩৩:২৯, ৩১-৩৫, ৫৩, ৫৮, ৫৯। ৪০:৪০। ৬৬:১১-১২। ৯:৭১।

ইসলামি সমাজ: ইসলামি সমাজের আদর্শ রীতিনীতি ৪৯:১১-১২। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আদর্শিক ও সামাজিক নীতিমালা: ১৭:২২-৪০

ইসলামি রাষ্ট্র: ইসলামি রাষ্ট্রের কর্মসূচি ২২:৪১। ৫৭:২৫।

ইসহাক আলাইহিস সালাম: কুরআনে তাঁর উল্লেখ, তাঁর জীবনাদর্শ ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য ১২:৬, ৩৭-৩৮। ১৪:৩৯-৪০। ২১:৭২। ৩৮:৪৫-৪৮। ৩৭:১১২-১১৩। ৫১:২৮।

ইহ্রাম: ইহ্রাম অবস্থায় শিকার ও জীব হত্যার বিধান ৫:৯৫-৯৬।

ইহসান: ইহসান করার নির্দেশ ১৬:৯০। ২:১৯৫। ২৮:৭৭। ৫৫:৬০। যাদের প্রতি সর্বাধিক ইহসান করতে হবে ৪:৩৬-৪০। ১৭:২৩। ৪৬:১৫।

ইয়াকুব আ.: তাঁর ইতিহাস, পরিবার ও আদর্শ ২:১৩২-১৪০। ৩:১৮৪। ৪:১৬৩। ৬:৮৪। ১১:৭১। ১২:৩-১০৪। ১৯:৬।

ইয়াজুজ মা'জুজ: কিয়ামতের আগে তাদের আবির্ভাব ঘটবে ২১:৯৬-৯৭।

ইয়াহুইয়া আ.: কুরআনে তাঁর জন্ম ও গুণাবলির উল্লেখ ১৯:১-১৫। ২১:৮৯-৯০। ৩:৩৯।

ঈমান: ঈমানের বিষয়বস্তু ২:৩-৫, ১৭৭, ২৮৫। ৪:১৩৬-১৩৭। ঈমানের পার্থিব সুফল ৭:৯৬। ঈমানের পরীক্ষা দিতে হবে ২:২১৪, ২৯:২-১৩। ঈমানের ভিত্তিতে চললে সন্তানরা পিতা-মাতার সাথে জান্নাতে থাকবে ৫২:২১, ১৩:২৩। ঈমান ও আমলে সালেহর শুভ পরিণাম ৪:১২২-১২৫।

ঈসা আ.: তাঁকে হত্যাও করা হয়নি ক্রশবিদ্ধও করা হয়নি ৪:১৫৭। আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন ৪:১৫৮। ঈসার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ৫:১১০-১১৮। জন্ম বৃত্তান্ত ও নবুয়্যতি জীবন ৩:৪৮-৬২। ১৯:১৬-৩৭। উপদেশ ১৯:৩৬।

উসিলা: ভ্রাতৃ উসিলা ১৭:৫৬-৫৭। সঠিক উসিলা আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর পথে জিহাদ ৫:৩৫।

এতিম: তাদের অধিকার এবং তাদের প্রতি কর্তব্য ৪:২-৬, ৮-১০, ১২৭। ১৭:৩৪। ৮৯:১৮। ১০৭-২।

ওয়ায়ের: কুরআনে তাঁর উল্লেখ ৯:৩০।

ওয়ারিশি: ওয়ারিশি কারা পাবে ৪:৭। কে কতটুকু পাবে ৪:১১-১৪, ১৭৬।

কদর: কদর রাতের মর্যাদা, সূরা ৯৭।

কবি: মন্দ কবি, ভালো কবি ২৬:২২৪-২২৭।

কলব (অন্তর, হৃদয়): কলবে সালিম (বিশুদ্ধ প্রশান্ত হৃদয়) ২৬:৮৯, ৩৭:৮৪। কঠোর হৃদয় ৩:১৫৯, ৩৯:২২, ২২:৫৩, ২:৭৪, ৬:৪৩, ৫৭:১৬। বিনয়ী হৃদয় ৫০:৩৩। কুরআন বুঝবে সে, যার কলব (হৃদয়) আছে ৫০:৩৭। অপরাধী অন্তর ২:২৮৩। ঈমানের উপর অটল হৃদয় ১৬:১০৬। গাফিল হৃদয় ১৮:২৮। রোগাক্রান্ত অন্তর ২:১০। ৩৩:৩২। ৫:৫২। ৯:১২৫। ২২:৫৩। ৩৩:৬০। ৭৪:৩১। হিদায়াতলাভকারী হৃদয় ৬৪:১১। হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে কিভাবে? ১৩:২৮। ৩:১২৬। ৮:১০। অন্তরের তাকওয়া ২২:৩২। অন্তরের অন্ধতা ২২:৪৬। তালাবদ্ধ অন্তর কুরআন বুঝেনা ৪৭:২৪। মুমিনদের অন্তরে আল্লাহ প্রশান্তি নাযিল করেন ৪৮:৪। অন্তরের সৌন্দর্য হলো ঈমান ৪৯:৭। ৫৮:২২। অন্তরের বক্রতা ৩:৭, ৮। ৬১:৫। মৌখিক ঈমান, অন্তরের ঈমান ৫:৪১। আল্লাহর স্মরণে মুমিনদের হৃদয় কেঁপে উঠে ৮:২। ২২:৩৫। ৫৭:১৬।

কলেমা: কলেমা তাইয়েবা ও কলেমা খবিছার উপমা ১৪:২৪-২৭।

কাবা: কাবার চারপাশ হারাম (মর্যাদাপূর্ণ) ও নিরাপদ ২৯:৬৭। কাবা আক্রমণের ঘটনা সূরা ১০৫।

কাফ্ফারা: ভুল বশত মুমিন হত্যার কাফ্ফারা ৪:৯২। কাফ্ফারা হিসেবে সাদাকা ৫:৪৫। ইহরাম অবস্থায় শিকার করার কাফ্ফারা ৫:৯৫। যিহারের কাফ্ফারা ৫৮:৩-৪।

কারুণ: অহংকার তাকে এবং তার সম্পদকে দাবিয়ে দিলো: ২৮:৭৬-৮২। ২৯:৩৯।

কিবলা: মসজিদুল হারাম মুসলিমদের কিবলা ২:১১৪, ১৪৯, ১৫০। মুসলিমদের কিবলা কা'বা-মসজিদুল হারাম ২:১৪৪। ১৫০।

কিয়ামত: কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? ৭:১৮৭। কিয়ামতের দৃশ্য ৫৬:১-৭।

কিসাস: কিসাসের বিধান ২:১৭৮-১৭৯।

কুকুর: কুকুরের চরিত্র ৭:১৭৬। পাহারাদার কুকুর ১৮:১৮। শিকারী কুকুর ৫:৪।

কুরআন: কুরআন নাযিল হয়েছে জীবন্ত লোকদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে: ৩৬:৬৯-৭০। কুরআনের বৈশিষ্ট্য ৩৯:২৩, ২৭-২৮। কুরআন নাযিল হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্যে ৩৯:৪১। কুরআনের অনুসরণ করো ৩৯:৫৫-৫৯। কুরআন প্রচারে কাফিররা বাধা দেয় ৪১:২৬-২৮। বিশ্ববাসীর কাছে কুরআনের সত্যতা ক্রমেই স্পষ্ট হবে ৪১:৫৩। কুরআন কেন আরবি ভাষায় নাযিল করা হয়েছে? ১৪:৪। ৪১:৪৪। ৪২:৭৪৩:৩। ৪৪:৫৮। কুরআন উন্মুল কিভাবে সংরক্ষিত আছে ৪৩:৪। কুরআন নাযিলের রাতের মর্যাদা ৪৪:২-৫। ৯৭:১-৫। কুরআন বুঝার ও মানার জন্যে সহজ ৪৪:৫৮। ৫৪:১৭, ২২, ৩২, ৪০। কুরআন সঠিক পথের দিশারি ৪৫:১১, ২০। কুরআন ম্যাজিকও নয়, নবীর রচিত ও নয় ৪৬:৭-৯। কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করো ৪৭:২৪। কুরআনের তিলাওয়াত ঈমান বৃদ্ধি করে ৮:২। কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দাও ৫০:৪৫। তারতিলের সাথে কুরআন পাঠ করো ৭৩:৪। সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পাঁচ আয়াত ৯৬:১-৫। সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ২:২৮১। কুরআন নাযিলের রাতের মর্যাদা সূরা ৯৭। কুরআন অনুধাবন করা ৪:৮২। আয়াত দুই প্রকার ৩:৭। কাদের জন্যে এবং কী উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে? ২:১৮৫। কুরআন গোপন করার মন্দ পরিণতি ২:১৪০, ১৫৯-১৬০। কুরআন কেমন কিভাবে? ৬:৯২। ২০:২-৮। 'তোমরা এর অনুসরণ করো' ৬:১৫৫-১৫৭। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য ৪:১০৫। ৬:২-৩। ১৪:১। ১৬:৬৪।

কুরআন পাঠের আদব ৭:২০৪। ১৬:৯৮। এটি রচনা করার ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া কারো নেই ৯:৩৭-৪০। ১১:১৩-১৪। কুরআন (আয্ যিক্‌র) হিফযত করার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র ১৫:৯। কুরআন মুমিনদের জন্যে শেফা ও রহমত ১৭:৮২। কুরআন সঠিক পথ দেখায় ১৭:৯। কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ১৭:৮৮-৮৯। কুরআন আস্তে আস্তে নাযিলের কারণ ১৭:১০৬-১০৭। কুরআনকে কেন সহজ করা হয়েছে? ১৯:৯৭।

এক কল্যাণময় কিতাব ২১:৫০। কুরআন পরিত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন রসূলের অভিযোগ ২৫:৩০। কুরআন একবারে নাযিল হয়নি কেন? ২৫:৩২-৩৩। কুরআনের সত্যতার যৌক্তিকতা প্রমাণ ২৬:১৯৬-২০১, ২১০-২১২। ২৭:৬। ২৯:৪৭-৫১। কুরআনে সবকিছুর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে ৩০:৫৮।

খতমে নবুয়্যত: মুহাম্মদ সা. শেষ নবী ৩৩:৪০।

ক্ষতিগ্রস্ত: আমলের দিক থেকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোক কারা? ১৮:১০৩-১০৬।

গণীমত: গণীমতের মাল কারা পাবে? ৮:৪১।

গীবত: গীবত নিষিদ্ধ ৪৯:১২

গুনাহ্: কবিরী গুনাহ্ বর্জন করতে পারলে সগিরী গুনাহ্ মাফ ৪: ৩১। ৫৩:৩২। গুনাহ্ ক্ষমা লাভের উপায় ৪:১১০-১১২। ২:২৫।

গোপন পরামর্শ: ৫৮:৭-১০।

গোসল: গোসল ও অযু ফরয হলে পানির বিকল্প তাইয়ামুম ৪:৪৩। ৫:৬।

ঘুম: ঘুম নিষিদ্ধ ২:১৮৮।

জান্নাত ও জাহান্নাম: জান্নাতি লোকদের গুণাবলি ৩:১৩২-১৩৬। ২৩:১-১১। ২৫:৬৩-৭৬। ৭৬:৫-১২। ৭০:২২-৩৫। ৩৩:৩৫। জান্নাতের বিশালত্ব এবং উত্তরাধিকারী ৫৭:২১। জান্নাত ও জাহান্নামে কারা যাবে ৭৯:৩৭-৪১। জান্নাত ও জাহান্নামের পার্থক্য ৪৭:১৫। জান্নাতে যেতে হলে পরীক্ষা দিতে হবে ২:২১৪।

জিন: একদল জিন নবীর কাছে কুরআন শুনে তাদের জাতির কাছে গিয়ে দাওয়াত দিয়েছিল ৪৬:২৯-৩১। ৭২:১-১৫।

জিনা: জিনার প্রাথমিক বিধান ৪:১৫-১৬। জিনার দণ্ড (অবিবাহিতদের) ২৪:২-৩। জিনার অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি ২৪:৪।

স্বামী স্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে জিনার অভিযোগ উত্থাপন করলে তার বিধান ২৪:৬-৯।

জিবরিল: জিবরিল সম্মানিত ও বিশ্বস্ত বার্তাবাহক ৬৯:৪০। ৮১:১৯-২১। জিবরিলের অন্যান্য নাম রুহ, রুহুল কুদুস এবং রুহুল আমিন ৭৮:৩৮। ২:৮৭,২৫৩। ৭৯:৪। ৫:১১০। ১৬:২, ১০২। ২৬:১৯৩। ৪০:১৫। ৭০:৪। জিবরিলের গুণাবলি ৫৩:৫-৬। জিবরিল কুরআন বহন করে এনেছেন ২:৯৭। ১৬:১০২। জিবরিল রসূল সা.-এর নিকটবর্তী হন ৫৩:৭-১৪। রসূল জিবরিলকে তার আসল আকৃতিতে দেখেছেন ৮১:২৩। ৫৩:১৩-১৪।

জিহাদ: জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা ৯:১৯-২৪।

জীবন: জীবন সম্পর্কে কালবাদীদের ভ্রান্ত ধারণা ৪৫:২৪। জীবনের উপমা ৫৭:২০। ১৮:৪৫-৪৬। জীবন সম্পর্কে কাফিরদের ধারণা ২৩:৩৩-৪১।

জীবিকা: জীবিকা ও জীবনোপকরণ আল্লাহ্ কাউকে বেশি এবং কাউকেও কম দিয়েছেন এবং তার কারণ ৪৩:৩২।

জুমা: জুমার সালাত আদায়ের নির্দেশ ৬:৯-১০।

জুলকিফল আ.: ২১:৮৫। ৩৮:৪৮।

জুয়া: জুয়া সম্পর্কে প্রাথমিক নির্দেশ ২:২১৯। জুয়াকে হারাম ঘোষণা ৫:৯০। জুয়া হারাম করার কারণ ৫:৯১।

জোড়া: আল্লাহ্ সবকিছু জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন ৩৬:৩৬। ৪৩:১২। ৫১:৪৯। ৫৩:৪৫। ১৩:৩। ২০:৫৩।

জ্ঞান: প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ্র কাছে ৪৬:২৩।

তাওয়াক্কুল: আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করা ঈমানের দাবি ৮:২। ১০:৮৪। ২৫:৫৮। ৩৩:৪৮। ৪২: ৩৬। যে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ্ই তাঁর জন্যে যথেষ্ট ৬৫:৩। তাওয়াক্কুলের সুফল ৭:৮৯। ৮:৬৬। ১০:৭১। ১১:৮৮, ১২৩। ১৩:৩০। ৯:৫১, ১২৯। ১৬:৯৮-৯৯। ৩৯:৩৮। ৪০:২৮, ৪৪, ৫৫। ৪১:৩৬।

তাওবা: আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন ৯:১০৪। ৪২:২৫-২৬। তাওবার নিয়ম: ৪:১৭-১৮। ৬৬:৮। ২:১৬০।

তাকওয়া: তাকওয়ার সুফল ৮:২৯। ৬৫:২-৫। ৭৮:৩১।

তায়কিয়ায়ে নাফস (আত্মশুদ্ধি): ৮৭:১৪। ৯১:৯-১০। ২:১২৯।

তালাক সংক্রান্ত বিধান: তালাক, ইদত, তালাকের ধরন ২:২২৭-২৩২। তালাক প্রাপ্তার ইদত ৬৫:৪। যাদের স্বামী মারা যায় তাদের ইদতকাল ২:২৩৪। স্পর্শের আগেই তালাক দিলে তার বিধান ২:২৩৬-২৩৭। তালাক প্রাপ্তার খোরপোষ ২:২৪১। যে তালাক প্রাপ্তার ইদত নেই ৩৩:৪৯। তালাক দেয়ার পদ্ধতি ৬৫:১-২। তালাক প্রাপ্তার আবাস ও খোরপোষ ৬৫:৬-৭।

তায়াম্মুম: তায়াম্মুমের বিধান ৪:৪৩। ৫:৬।

দণ্ড: হত্যার দণ্ড ২:১৭৮-৭৯। অঙ্গহানি ও আহত করার দণ্ড ৫:৪৫। আল্লাহ ও রসুলের (বিধানের) বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের দণ্ড ৫:৩৩। দেশে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদের দণ্ড ৫:৩৩। ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দণ্ড (অবিবাহিত হলে) ২৪:২-৩। চুরির দণ্ড ৫:৩৮-৩৯।

দাউদ ও সুলাইমান: তাঁদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ৩৪:১০-১৪। ৩৮:১৭-৪০।

দাওয়াত: দাওয়াতের পদ্ধতি ১৬:১২৫-১২৮। দাওয়াত দানকারীর বৈশিষ্ট্য ৩৩:৪৫-৪৮। ৪১:৩৩-৩৬।

দান: দান লাভের হকদার কারা ২:২১৫। ৪:৩৬। আল্লাহ্র পথে দানের মর্যাদা ২:১৭৭। ৫৭:১০-১১, ১৮। ৬৪:১৭-১৮। দানের মর্যাদা ও দানের হিফাযত ২:২৬১-২৭৪। ৪:৩৬-৪০।

দাম্পত্য জীবন: পুরুষ হবে কর্তা ৪:৩৪। স্ত্রী অবাধ্য হলে করণীয় ৪:৩৪। দাম্পত্য কলহ দেখা দিলে করণীয় ৪:৩৫। স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর সাথে আপোস করা ৪:১২৮। একাধিক স্ত্রী থাকলে কাউকেও ঝুলিয়ে রাখা এবং কারো দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়া যাবেনা ৪:১২৯। স্বামী

স্ত্রীর মিলনের নিয়ম পদ্ধতি ২:২২২-২২৩। ঈলা, ঈলার বিধান ২:২২৬। যিহারের বিধান ৫৮:১-৪।

দুধপান: বাচ্চাদের বুকের দুধ পান করানোর বিধান ২:২৩৩। ৪৬:১৫-১৭। ৬৫:০৬-০৭।

দুনিয়া ও আখিরাত: তুলনা ২৯:৬৪।

দীন: সব নবীর দীন ছিলো একটাই ৪২:১৩। দীন-এর মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করা নিষেধ ৪২:১৩-১৪। দীন পাঠানোর উদ্দেশ্য ৬১:৯। ৪২:১৩। ইসলামই একমাত্র দীন ৩:১৯। ২:২৩৩। ৪৬:১৫-১৭।

দোয়া: দোয়ার পদ্ধতি ৭:৫৫-৫৬। আল্লাহ দোয়ায় সাড়া দেন ৪০:৬০। ২:১৮৬। ৩:৩৮। ১৪:৩৯।

নফস: নফসে লাওয়ামাহ ৭৫:২। নফসে আম্মারা ১২:৫৩। নফসে মুতমায়িন্নাহ ৮৯:২৭-৩০।

নারী: জাহেলি যুগের নারীর অমর্যাদা ১৬:৫৮-৫৯। ৪৩:১৭। ৮১:৮-৯।

নেকি: নেকি অর্জনের পথ ২:১৭৭। প্রতিটি নেকির জন্যে দশগুণ পাওয়া যাবে ৬:১৬০।

নেতা: নেতার পাথেয় ৮:৬৪। আদর্শ নেতার গুণাবলি: ৯:১২৭-১২৮। ২৬:২১৩-২২০। ২৭:৯১-৯২। জাগতিক নেতার নেতৃত্বে মানুষের হাশর হবে ১৭:৭১।

নাসারা (খৃষ্টান): ঈসা আ.-এর অনুসারীরা ছিলেন মুসলিম এবং আনসারুল্লাহ (আল্লাহর সাহায্যকারী) ৩:৫২। পরবর্তীতে তারা নাসারা হয় ২:১৩৫। ৫:১৪। তাদের ত্রীত্ববাদ শিরক এবং কুফরি ৫:৭৩। আল্লাহর একত্বের বিশ্বাস থেকে তাদের বিচ্যুতি ৯:৩০-৩১। তাদের পাদ্রীরা বৈরাগ্যবাদ আবিষ্কার করে ৫৭:২৭। ঈসা আ. তাদেরকে কী দাওয়াত দিয়েছিলেন ৩:৫১। ১৯:৩৬। ৪৩:৬৪। ৫:১১৭। প্রথমদিকে তাদের মধ্যে ঈমানদার লোকও ছিলেন ৫:২৭। মুমিনদের সাথে খৃষ্টানদের সং লোকদের আচরণ ৫:৮২।

নূহ আ.: নূহ আ. এর দাওয়াত ও তাঁর কওমের আচরণ: ৭:৫৯-৬৪। ১০:৭১-৭৩। ১১:২৫-৪৯। ২৩:২৩-৩০। ২৬:১০৫-১২২। ৭১:১-২৮

নৈতিক চরিত্র: মুমিনদের প্রশংসনীয় গুণাবলী ২:১৭৭, ১০৯-১১০। ৯:১১-১২, ৭১। ১৩:২০-২৪। ১৬:৯০। ১৮:২৩-২৪। ২০:৮১-৮২। ২৩:১-১০, ৫৭-৬১। ২৫:৬৩-৭৬। ৩৩:৩৫। ২৮:১৭, ৫৪-৫৫, ৭৭, ৮৩-৮৪। ২৯:৭, ৪৫, ৫৬-৫৯। ৭০:২৩-৩৫। ৭৯:৪০-৪১। ৯১:৯। ৭৩:৭-১১। ৭৪:২-৭। ৭৬:৭-১২। ৮৯:২৭। ৯০:১০-১৮। ৮৭:১৪-১৭। ৯১:৯। ৯২:৫-৭, ১৮-২১। ৯৩:৯-১১। ৯৮:৫। ১০৩:১-৩।

ন্যায়বিচার: ন্যায়বিচার করা ৪:১৩৫। ১৬:৯০।

পোশাক: পোশাক হবে শরীর আচ্ছাদনকারী শোভাবর্ধক ও নৈতিক মান সম্পন্ন ৭:২৬। নগ্নতা ও উলঙ্গপনা শয়তানি কাজ ৭:২৭। পোশাক শিল্পের সূচনা ২১:৮০। জান্নাতের পোশাক ২২:২৩। ৩৫:৩৩। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের পোশাক ২:১৮৭।

পোষ্য পুত্র: পোষ্য পুত্ররা পুত্র নয় ৩৩:৫। পোষ্য পুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করা বৈধ ৩৩:৩৭।

পৃথিবী: পৃথিবীর সবকিছু কেন সৃষ্টি করা হয়েছে ১৮:৭-৮। পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে নেক লোকেরা ২১:১০৫। পৃথিবী বিপর্যস্ত হবার কারণ মানুষের অপকর্ম ৩০:৪১। হাশর ও বিচার অনুষ্ঠিত হবে পরিবর্তিত পৃথিবীতে ১৪:৪৮-৫১।

ফাসিক: ফাসিকি মানে অবাধ্যতা ও সীমালংঘন ১৭:১৬। ৪৬:২০। ৬:৪৯। ৭:১৬৫। ২:৫৯। ফাসিকদের বৈশিষ্ট্য ২:২৬-২৭। যারা আল্লাহ্র আয়াত অস্বীকার করে ২:৯৯। যারা মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে ৪৯:৬। যারা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করেনা ৫:৪৭। মুনাফিকরা ফাসিক ৯:৬৭। ফাসিক সাক্ষী হতে পারবেনা ২৪:৪। আল্লাহ মুমিনদের জন্যে ফাসিকি পছন্দ করেননা ৯৯:৭।

ফেরাউন: কুরআনে তার উল্লেখ হয়েছে ৭৪ বার। মুসা আ.-এর সাথে ফেরাউনের সংঘাত ৭:১০৩-১৪১। ১০:৭৫-৯২। ১১:৯৬-৯৯। ১৭: ১০১-১০৩। ২০:২৪-৭৯। ২৬:১০-৬৭। ২৮:৩-৪২। ৪০:২৩-৫০।

ফেরেশতা: ফেরেশতারা আল্লাহ্র দাস ৪৩:১৯। তারা নারীও নয়, পুরুষও নয় ৪৩:১৯। তারা আল্লাহ্র তসবীহ করছে ১৩:১৩। ৪০:৭। ৪১:৩৮। ৪২:৫। তারা অহি বহন করে ১৬:২। ২২:৭৫। ৪২:৫১। তারা নিখুতভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করে ১৬:৫০। ৬৬:৬। তারা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থাকে ১৬:৫০। তারা জান কবজ করে ৪:৯৭। ৬:৬১। ৭:৩৭। ৮:৫০।

বদর যুদ্ধ: বদর যুদ্ধের বিস্তারিত আলোচনা ৮:৫-৭৫।

বন্ধু ও শত্রু: অসৎ বন্ধু গ্রহণের ভয়াবহ পরিণতি ২৫:২৬-২৯। ৩:২৮। মুত্তাকিরা ছাড়া দুনিয়ার সব বন্ধু পরকালে শত্রু হয়ে যাবে ৪৩:৬৭-৮২। শত্রুদের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাতে সাফল্য অর্জনের উপায় ৮:৪৫-৪৬।

বরযখ: বরযখ জীবনের দলিল ২৩:১০০।

বায়াত: হুদাইবিয়ায় সাহাবীগণের বায়াতে রিদওয়ান ৪৮:১০, ১৮।

বিধবা: স্বামীর মৃত্যুর কারণে বিধবা হলে তার প্রসঙ্গ ২:২৪০।

বিয়ে: যাদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ ২:২২১। ৪:২২-২৪। বিয়ের প্রস্তাব প্রসঙ্গ ২:২৩৪-২৩৫। বিয়ের সংখ্যা ৪:৩। মোহরানা ৪:৪। নবীর জন্যে চার-এর অধিক বিয়ে বৈধ ৩৩:৫০-৫১।

বোঝা: কেউ কারো পাপের বোঝা বইবেনা ৩৫:১৮। ৫৩:৩৮।

মক্কা: কুরআনে মক্কার উল্লেখ ৪৮:২৪। মক্কার পূর্বের নাম ছিলো বক্কা ৩:৯৬।

মজলিস : মজলিসের আদব ২৪:৬২। ৫৮:১১।

মন্দ চরিত্র: ১৩:২৫। ২৪:১৯। ২:৮-২০, ৮৪-৮৫, ৮৬, ৯৩, ৯৬, ১০১, ১১৪, ১৩৯, ১৫৯, ১৭৪-১৭৫, ২১২। ৯:৩১-৩২, ৬৭, ৮১। ৬৯:২৫-৩৭। ৭৪:৪১-৫৩। ৭৫:৩১-৩২। ৭৯:৩৭-৩৯। ৮৩:১-৬। ৮৪:১০-১৫। ৮৫:৪-১০। ৮৭:১৬-১৭। ৮৯:১৫-২০। ৯১:১০।

মরিয়ম: জন্ম ও প্রতিপালন ৩:৩৫-৩৭, ৪২-৪৪। মরিয়মের পুত্র জন্মদান ১৯:১৬-৩৪। মরিয়ম মুমিনদের আদর্শ ৬৬:১১-১২।

মসজিদ: মসজিদের তত্ত্বাবধান করবে কারা? ৯:১৮। মসজিদুল হারাম মুসলিমদের কিবলা ২:১১৪, ১৪৯, ১৫০।

মসিবত: মসিবত আসে মানুষের কর্মের ফলে ৪২:৩০। মসিবত পূর্বলিখিত এবং মসিবত দেয়ার কারণ ৫৭:২২-২৩। ৬৪:১১।

মহাকাশ ও মহাবিশ্ব: মহাকাশ বিজ্ঞান ৩৬:৩৭-৪০। আল্লাহ্ মহাবিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি করেছেন ৪১:৯-১২। ৬৭:৩-৫। মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে ৫১:৪৭। আল্লাহ্ মহাবিশ্ব পরিচালন পদ্ধতি ৬৫:১২। সাত আকাশ ও তাদের দায়িত্ব বন্টন ৪১:১২। মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ছয়কালে ১১:৭। মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনা কিভাবে হয়? ২১:৩০-৩৩। ২৫:৬১-৬২। মহাবিশ্ব আল্লাহ্ কর্তৃত্বাধীন ২:২৫৫। ৫:১৭। মহাবিশ্বের সবাই এবং সবকিছু আল্লাহ্ র অনুগত ৩:৮৩।

মা: সন্তানের জন্যে মায়ের কষ্ট: ৩১:১৪। ৪৬:১৫-১৭।

মা-বাবা: মা-বাবার সাথে কেমন আচরণ করবে ৪:৩৬। ৩১:১৪। ৪৬:১৫। ১৭:২৩-২৪।

মান্না সালওয়া: মান্না সালওয়া ছিলো পবিত্র খাদ্য ২:৫৭। ২০:৮০-৮১।

মানুষ: মানুষ সৃষ্টির উপাদান: ৬:২। ২২:৫। ২৩:১২-১৬। ৪০:৬৭-৬৮। ৭৬:২। ৭৭:২০-২৩। মানুষের প্রতি আল্লাহ্ র অনুগ্রহ ২৩:১৭-২২। সব মানুষ আল্লাহ্ র মুখাপেক্ষী ৩৫:১৫-১৭। মানুষ ও জিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য ৫১:৫৬। সুন্দরতম সৃষ্টি ৯৫:৪-৫। ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার উপায় ১০৩:১-৩। মানুষের মাঝে মর্যাদার ভিত্তি ৪৯:১৩। মানুষের সাথে শয়তানের চিরন্তন শত্রুতা ৭:১১-৩০। ১৫:২৬-৫০। পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস ২:৩০-৩৯। ৭:১০-৩৬।

মুত্তাকি: মুত্তাকিদের মৃত্যুকালীন অবস্থা ১৬:৩০-৩২। মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য ৫১:১৫-১৯। মুত্তাকিরা সাফল্যের স্থানে পৌঁছে যাবে ৭৮:৩১-৩৬।

মুনাফিকি: মুনাফিকদের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি ২:৮-২০। ৪:১৩৮-১৪৫। মুনাফিকদের মুজির উপায় ৪:১৪৬-১৪৭। ৬১:২-৩। ৬৩:১-৮। মুনাফিক পুরুষ নারী এবং তাদের কর্মনীতি ৯:৬৭-৬৮, ৭৩-৮৭।

মুসলিম: মুসলিম নামকরণ করেছেন আল্লাহ ২২:৭৮। ইবরাহিম আ. ছিলেন মুসলিম ২:১২৮। ৩:৬৭। নবীগণ এবং তাদের অনুসারীরা মুসলিম ৩:৫২, ৬৪, ৮০, ৮৪। ২:১৩২, ১৩৩, ১৩৬। ১২:১০১। ৫:১১১। ২৯:৪৬। জিনদের মধ্যেও মুসলিম রয়েছে ৭২:১৪। মুসলিমদের জন্যে সুসংবাদ ১৬:৮৯। ৩৩:৩৫। ৪১:৩৩। ৪৩:৬৯। ৬৮:৩৫। মুসলিম হয়ে মৃত্যুর নির্দেশ এবং প্রার্থনা ২:১৩২। ৩:১০২। ১২:১০১। ৭:১২৬। মুসলিমের মৃত্যু দিও ১২:১০১। ৭:১২৬। আমি প্রথম মুসলিম ৬:১৬৩। মুসলিম হবার নির্দেশ ১০:৭২। ২৭:৯১। ৩৯:১২। সর্বোত্তম কথা: 'আমি মুসলিম' ৪১:৩৩। মুসলিম নারী পুরুষের পুরস্কার ৩৩:৩৫।

মুহাম্মদ সা.: তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ৯:৩৩। ৪৮:২৮। ৬১:৯। তিনি একজন রসূল, তাঁর মৃত্যু হবে ৩:১৪৪-১৪৫। ৩৯:৩০। তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য ৩:১৫৯। নবুয়্যতি মিশনের কর্মসূচি ২:১৫১। ৩:১৬৪। ৬২:২। ৩৩:৪৫-৪৮। মুহাম্মদ সা. সর্বশেষ নবী ৩৩:৪০। মুহাম্মদ সা. বিশ্বনবী ৩৪:২৮। মুহাম্মদ আল্লাহ্ র দাস ৭২:১৯। মুহাম্মদ সা. শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী ৬৮:২-৪।

মুমিন: প্রকৃত মুমিনদের গুণাবলি ৮:২-৪। ৭৪-৭৫। ৪২:৩৬-৪৩। ৫৮:২২। তাদের প্রতি আল্লাহ্ র সাহায্য এবং আশ্রয় দান ৮:২৬। মুমিন পুরুষ নারী এবং তাদের কর্মনীতি ৯:৭১-৭২। মুমিনদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি ৯:১১১-১১২, ১১৯। ১৩:১৯-২৪। মুমিনদের অর্জনীয় গুণাবলি ১৬:৯০-৯৮। মুমিনদের সাফল্য অর্জনের গুণাবলি ২৩:১-১১, ৯৬। ২৫:৬৩-৭৬। ৩৩:৭০-৭১। মুমিনদের বৈশিষ্ট্য ও পুরস্কার ৩২:১৫-১৯। মুমিনদের গুণাবলি ও কর্তব্য

৩৩:৩৫-৩৬। নিরপরাধ মুমিনদের কষ্ট দেয়া পাপ ৩৩:৫৮। ফেরাউন পারিষদের এক বীর মুমিন ৪০:২৮-৪৫। আল্লাহ্ দুনিয়া এবং আখিরাতে মুমিনদের সাহায্য করবেন ৪০:৫১-৫২। ৫৭:৪-৬। মুমিনদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা ৪৯:৯-১০। মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই ৪৯:১০। প্রকৃত মুমিন ৪৯:১৫। ৮:২-৪। মুমিনদের মৃত্যুকালীন সুখবর ১৬:৩২। ৪১:৩০-৩২। ৮৯:২৭-৩০। মুমিনরা কিয়ামতের দিন নূর লাভ করবে ৫৭:১২-১৭। মুমিন নারীদের জন্যে উপমা ৬৬:১১-১২।

মুমিন ও কাফির: তাদের পরিণাম পরিণতি ও উপমা ১১:১৯-২৪।

মুশরিক: তাদের দেবদেবীকে গালি দিওনা ৬:১০৮। মুশরিকদের বিয়ে করোনা ২:২১১। মুশরিকরা অপবিত্র ৯:২৮। ঈমানদার হয়েও অনেকে মুশরিক ১২:১০৬।

মুসল্লি: মুসল্লিদের বৈশিষ্ট্য ৭০:২২-৩৫।

মূসা আ.: মূসা আ.-এর দাওয়াত ও ফেরাউনের বাধার ইতিহাস: ৭:১০৩-১৩৬। ১০:৭৫-৯২। ২০:৯-৭৯। ২৬:১০-৬৮। ২৭:৭-১৪। ২৮:৩-৪৬। ৪০:২৩-২৭। মূসা ও তাঁর জ্ঞানী সাথি ১৮:৬০-৮২।

মৃত্যু: প্রত্যেকের মৃত্যু অবধারিত ৩:১৮৫। ২৯:৫৭। ২১:৩৫। মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবেনা কেউ ৪:৭৮। ৬২:৮। মালাকুল মউত জান কবজ করে ৩২:১১। মৃত্যু যন্ত্রণা ৫০:১৯। মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য ৬৭:২।

মেরাজ: মুহাম্মদ সা.-কে রাত্রে ভ্রমণ করানো হয়েছে ১৭:১।

মৌমাছি: মধুমাছি বাসা বানায় ১৬:৬৮। মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে ১৬:৬৯। মধু বের হয় মৌমাছির পেট থেকে ১৬:৬৯। মধুতে রয়েছে মানুষের জন্যে নিরাময় ১৬:৬৯।

যাকাত: যাকাত (সাদাকা) কারা পাবে ৯:৬০।

যাকাত অর্থনৈতিক পবিত্রতা ও সমৃদ্ধি দান করে ৯:১০৩-১০৪।

যাকারিয়া: তাঁর পুত্র ইয়াহিয়ার জন্ম কথা ১৯:২-১৫।

যালিম: যালিমদের মৃত্যুকালীন অবস্থা ১৬:২৮-২৯।

যুদ্ধ: বদর যুদ্ধের পর্যালোচনা ৮:৫-১৯। উহুদ যুদ্ধের পর্যালোচনা ৩: ১২১-২০০। তবুক যুদ্ধের পর্যালোচনা ৯: ৮১-১২৯।

যুলকারনাইন: যুলকারনাইনের ইতিহাস ১৮:৮৩-৯৮।

রসূল: প্রত্যেক জাতির কাছেই রসূল এসেছিল ৯:৪৭, ১৬:৩৬। রসূল মুহাম্মদ সা. ছিলেন একজন মানুষ ১৮:১১০। ৪১:৬। রসূলুল্লাহর মধ্যে মুমিনদের জন্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ ৩৩:২১। তাঁর স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠত্ব ৩৩:৩২-৩৪। রসূল মরণশীল অন্য লোকদের মতোই ৩৯:৩০-৩১। সব রসূলের কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি ৪০:৭৮। রসূলের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৪৮:৮-৯। রসূলের প্রটোকল ৪৯:১-৫। রসূল সা. মনগড়া কথা বলেননি ৫৩:২-১৮। রসূল ও কিতাব পাঠানোর উদ্দেশ্য ৫৭:২৫।

রাষ্ট্র ও সরকার: সরকারের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি ১৬:৯০। ৩৮:২৬। ৫:৪৪, ৪৮। ২২:৪১। ৫৭:২৫। আল্লাহর অনুগত সরকারের আনুগত্য ৪:৫৯। জনমতের গুরুত্ব ৪২:৩৮। ৩:১৫৯। আদর্শ প্রতিষ্ঠা ৪২:১৩। ৪৮:২৮। ২৪:৫৫। ১১০:১-২। সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ২৬:১৫০-৫২।

রূহ: রূহ কী? ১৭:৮৫।

রেকর্ড: ছোট বড় সবকিছু রেকর্ড করা হয় ৫৪:৫৩।

লুত আ.: লুত আ. এর দাওয়াত ও তাঁর কওমের আচরণ ৭:৮০-৮৪। ১১:৭৭-৮৩। ১৫:৬১-৭৭। ২৬:১৬০-১৭৫। ২৭:৫৪-৫৮

লেনদেন: ঋণ ও লেনদেনের সঠিক পদ্ধতি ২:২৮২-২৮৩।

লোকমান: ছেলের প্রতি লোকমান হাকিমের উপদেশ ৩১:১২-১৯।

লোহা: ৫৭:২৫।

শপথ: শপথের কাফফারা ৫:৮৯।

শয়তান: সে মানুষকে কিসের নির্দেশ দেয়? ২:২৬৮-২৬৯। শয়তান ও মানুষের চিরন্তন দ্বন্দ্ব ১৭:৬১-৬৫। শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুভব করলে করণীয় ৭:২০০-২০১। কিয়ামতের দিন বিচারের পর শয়তানের বজ্রতা ১৪:২২।

শিরক: শিরকের পাপের ক্ষমা নেই ৪:৪৮। শিরক মহাযুলুম ৩১:১৩। ইবাদতে শিরক করোনা ৪:৩৬।

শহীদ: শহীদরা জীবিত ২:১৫৪। ৩:১৬৯। শহীদরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হন ৩:১৫৭।

শাফায়াত: আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ শাফায়াত করতে পারবেনা ২:২৫৫। ২০:১০৯। ২১:২৮। ৯৮:৩৯।

শিক্ষা: পড়ো ৯৬:১। পড়া আরম্ভ করো মহান স্রষ্টা আল্লাহর নামে ৯৬:১। রসুলের অন্যতম দায়িত্ব ছিলো শিক্ষাদান ২:১২৯, ১৫১। ৩:১৬৪। ৬২:২। প্রথম মানুষকে শিক্ষিত করেই পাঠানো হয়েছে ২:৩১। মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ ৯৬:৫। লেখা শিখিয়েছেন আল্লাহ ৯৬:৪। পড়তে শিখিয়েছেন আল্লাহ ৫৫:২। কথা বলতে শিখিয়েছেন আল্লাহ ৫৫:৪। দীনি শিক্ষা অর্জন করা জরুরি ৯:১২২। প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট শিক্ষা অর্জন করো ১৮:৬৬। শেখার জন্যে প্রয়োজন ধৈর্য ও আনুগত্য ১৮:৬৯। শিক্ষার্জন পদ্ধতি ৭৫:১৮। ৩৮:২৯। ৭:২০৪। ১৬:৪৩। ২৭:৯৮। শিক্ষাদান পদ্ধতি ৮৭:৮৯। ৩৩:৪৫-৪৬। ১৭:১০৬। শিক্ষার উদ্দেশ্য ৯:১২২। ৩:৭৯। ৩:২৮। ৭৬:২৫। ২৮:৮০।

শুয়াইব আ.: শুয়াইব আ.-এর দাওয়াত ও তাঁর কওমের আচরণ: ৭:৮৫-৯৩। ১১:৮৪-৯৫। ২৬:১৭৬-১৯১।

শূরা: ৪২:৩৮।

শৌকর: ২৭:১৯, ৪০। ১৪:৭। ৪৬:১৫। ৩৯:৭। ৩১:১২। ২:১৫২, ১৭২। ১৬:১১৪। ২৯:১৭। ৪:১৪৭। ২১:৮০। ৩:১৪৪-১৪৫। ৬:৫৩। ৩৯:৬৬।

সবর: ২:৪৫, ১৫৩, ২৫০, ১৫৫, ১৭৭, ২৪৯। ১৬:১২৭। ১৮:২৮। ৩৮:১৭। ৩:২০০। ৮:৪৬। ৩৯:১০। ৪৭:৩১। ১২:১৮, ৮৩।

সম্পদ ও সন্তান: সম্পদ ও সন্তান পরীক্ষার বিষয় ৮:২৮। ৬৪:১৫। ৩:১৪-১৫। ৬৩:৯।

সংবাদ: ফাসিকের সংবাদ ৪৯:৬।

সাক্ষ্য: ন্যায়্য সাক্ষ্য দেবে ৫:৮। ২:২৮২।

সার্বভৌমত্ব: সার্বভৌম কর্তৃত্ব আল্লাহর ২:২৫৫, ২২৯। ৩:২৬, ১৮০, ১৮৯। ৬৭:১। ৩:৬২। ৪:১২৬। ৫:১৭, ১৬০। ২৩:১১৬। ৬:৫৭। ১২:৪০, ৬৭। ৬:৬২। ১১:১২৩। ১৩:১৫। ৩১:২৬। ৪৫:২৭, ৩৬। ৪২:৪৯। ৪৮:১৪। ৫৭:৫, ১০।

সালাত: সময় মতো সালাত আদায় করা ফরয ৪:১০৩। সালাতের সময় ১৭:৭৮। সালাত সং মানুষ বানায় ২৯:৪৫।

সালাত (দরদ): নবীর প্রতি সালাত প্রেরণের নির্দেশ ৩৩:৫৬।

সালাম: মুসলিমদের সম্বোধন পদ্ধতি হলো সালাম ৬:৫৪। সালামের জবাবও হবে সালাম ৪:৮৬। সালামের জবাব হতে হবে অধিকতর উত্তম ৪:৮৬। অমুসলিমদেরকেও সালাম বলেই সম্বোধন করবে ১৯:৪৬-৪৭। অপরিচিতদের মধ্যেও সালাম বিনিময় করবে ৫১:২৫। কারো ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে সালাম বলবে ২৪:২৭। জান্নাতের সম্বোধনও হবে সালাম ৩৩:৪৪। ৭:৪৬। ১০:১০। ১৩:২৪। ১৬:৩২। ৫০:৩৪। ১৪:২৩। ২৫:৭৫। ৩৯:৭৩।

সালেহ্ আ.: সালেহ্ আ. এর দাওয়াত ও তাঁর কওমের আচরণ ৭:৭৩-৭৯। ১১:৬১-৬৮। ২৬:১৪১-১৫৯। ২৭:৪৫-৫৩।

সিয়াম: সিয়ামের বিধান ২:১৮৩-১৮৭।

সুদ: সুদ হারাম, সুদের অপকারিতা ২:২৭৫-২৮০। ৩০:৩৯। সুদ সংক্রান্ত প্রাথমিক নির্দেশনা ৩:১৩০-১৩২।

সুবিচার: সুবিচারের নির্দেশ ১৬:৯০। সুবিচার থেকে বিচ্যুত হয়োনা ৫:৮

সুলাইমান: সুলাইমান ও রাণী বিলকিসের ঘটনা ২৭:১৫-৪৪।

হত্যা: ভুলবশত কোনো মুমিনকে হত্যা করলে তার বিধান ৪:৯২। ইচ্ছাকৃত কোনো মুমিন হত্যা করার শাস্তি ৪:৯৩

হজ্জ: হজ্জের সূচনা কখন এবং কিভাবে হয় ২২:২৬-৩৭। হজ্জের বিধান ২:১৯৬-২০৩

হালাল হারাম: কি কি হালাল ৫:৪-৫। হালাল ও হারাম: ৭:৩২-৩৩। কি কি হারাম করা হয়েছে?: ৬:১৫১-১৫৩। ১৬:১১৪-১১৬। ২:১৭৩। ৫:৩, ৯০-৯১। হারাম উপার্জন ৪:২৯।

হায়াত মউত: দুটোই আল্লাহ্র হাতে ৫৩:৪৪। কাফিরদের মউতের সময়কার অবস্থা ৪৭:২৭-২৮। ৮:৫০-৫১। ১৬:২৮-২৯। মউত নিশ্চিত এবং সময় মতো আসবেই ৪:৭৮।

হিজাব: হিজাবের কিছু বিধান ৩৩:৫৩-৫৪, ৫৯। হিজাবের বিস্তারিত বিধান ২৪:২৭-৩১, ৫৮-৬০।

হুদ আ.: হুদ আ.-এর দাওয়াত ও তাঁর কওমের আচরণ ৭:৬৫-৭২। ১১:৫০-৬০। ২৬:১২৩-১৪০।



কুরআন তিলাওয়াতের আদব

কুরআন তিলাওয়াত করা তথা কুরআন পড়া, কুরআন অধ্যয়ন করা, কুরআনের কথা শুন্য এবং কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আদব মেনে চলা আবশ্যিক :

এক. শয়তানের ধোকা প্রতারণা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চেয়ে আরম্ভ করণ। মহান আল্লাহ বলেন: ‘যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে নাও।’ (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ৯৮)

সূতরাং, কুরআন পাঠ করার শুরুতে বলুন: আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। অর্থাৎ ‘আমি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই অভিশপ্ত শয়তান থেকে।’

দুই. দয়াময় সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করণ। মহান আল্লাহ বলেন: ‘পড়ে তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।’ (সূরা ৯৬ আলাক: আয়াত ১)

সুতরাং ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ বলে কুরআন পড়া আরম্ভ করণ।

তিন. পূর্ণ মনোযোগী হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করণ। মহান আল্লাহ বলেন: ‘যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন মনোযোগের সাথে শুনবে এবং নিরবতা অবলম্বন করবে, যাতে করে তোমরা রহমত লাভ করো।’ (সূরা ৭ আরাফ: আয়াত ২০৪)

চার. তারতিলের সাথে বুঝে বুঝে ভাব প্রকাশ করে পাঠ করণ। মহান আল্লাহ বলেন: ‘ধীরস্থিরভাবে বুঝে বুঝে ভাব প্রকাশের ভঙ্গিতে কুরআন পাঠ করো।’ (সূরা ৭৩ মুযাম্মিল: আয়াত ৪)

পাঁচ. কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করে এবং চিন্তাভাবনা করে কুরআন পাঠ করণ।

ছয়. চিন্তাভাবনা করার এবং উপদেশ গ্রহণ করার সংকল্প নিয়ে পাঠ করণ। মহান আল্লাহ বলেন: ‘আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক কল্যাণময় কিতাব, যাতে করে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা যেনো তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।’ (সূরা ৩৮ সোয়াদ: আয়াত ২৯)

সাত. অনুসরণ ও মেনে চলার সংকল্প নিয়ে পাঠ করণ। মহান আল্লাহ বলেন: ‘আমরা অবতীর্ণ করেছি এক কল্যাণময় কিতাব, সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো।’ (সূরা ৬ আনআম: আয়াত ১৫৫)

আট. অল্প অল্প করে অধ্যয়ন করণ এবং শিক্ষাদান করণ। মহান আল্লাহ বলেন: ‘এ কুরআন আমরা অল্প অল্প করে নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি তা মানুষকে পাঠ দিতে পারো বিরতি দিয়ে দিয়ে। এ উদ্দেশ্যে আমরা এটাকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।’ (সূরা ১৭ ইসরা: আয়াত ১০৬)

নয়. পাঠকালে হৃদয় বিগলিত হওয়া এবং হৃদয়ে আল্লাহ্র ভয় জাগ্রত হওয়া দরকার। কুরআন বলছে: ‘ঈমানদারদের কি এখনো হৃদয় বিগলিত হবার সময় হয়নি আল্লাহ্র স্মরণে এবং তিনি যে সত্য নাযিল করেছেন তার পাঠে?’ (সূরা ৫৭ আল হাদিদ: আয়াত ১৬)

দশ. কুরআন অধ্যয়ন ও অনুধাবনের মাধ্যমে ঈমান তাজা করণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন: ‘আর যখন তাদের প্রতি তিলাওয়াত করা হয় আল্লাহ্র আয়াত, তখন তা বৃদ্ধি করে দেয় তাদের ঈমান।’ (সূরা ৮ আনফাল: আয়াত ২)

এগারো. দয়াময় প্রভুর দরবারে কালামে পাকের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে দোয়া করণ:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا “প্রভু! আমাকে জ্ঞানের উন্নতি দান করো।”

আল কুরআন

সহজ বাংলা অনুবাদ

অনুবাদ

মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

এই কিতাব আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি মানব সমাজকে বের করে আনো অন্ধকাররাশি থেকে আলোতে, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে মহাপরাক্রমশালী সপ্রশংসিত আল্লাহর পথে।

সূরা ১৪ ইবরাহিম: আয়াত ১

আল কুরআন

সহজ বাংলা অনুবাদ

সূরা ১ আল ফাতিহা (ভূমিকা)

মক্কায় অবতীর্ণ ॥ আয়াত সংখ্যা: ৭, রুকু সংখ্যা: ১

প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা

সূরা আল ফাতিহা অহি নাযিলের প্রাথমিককালে অবতীর্ণ হয়। এ সূরাটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে নাযিল হয়। এর আগে নাযিল হয় কেবল কিছু বিচ্ছিন্ন আয়াত।

সূরা ফাতিহার কয়েকটি নাম

সূরাটি ‘আল ফাতিহা’ নামেই পরিচিত। তবে হাদিসে আরো কয়েকটি নাম রয়েছে:

০১. ফাতিহাতুল কিতাব। অর্থ: আল কিতাব বা আল কুরআনের মুখবন্ধ, ভূমিকা, সূচনা।
০২. উম্মুল কিতাব। অর্থ: আল কিতাব বা আল কুরআনের মূল বা মূল ভিত্তি।
০৩. উম্মুল কুরআন। অর্থ: আল কুরআনের ভিত্তি বা মূল।
০৪. আস্ সাবউল মাছানি। অর্থ: বার বার পঠিত সাত (আয়াত)।
০৫. আল কুরআনুল আযিম। অর্থ: মহাপঠিত, মহাপাঠ্য, শ্রেষ্ঠ পাঠ।
০৬. সূরাতুল হামদ। অর্থ: আল্লাহর প্রশংসার সূরা।
০৭. সূরাতুস সালাত। অর্থ: সালাতে পাঠ্য সূরা।

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৪: আল্লাহর মহোত্তম গুণাবলির বর্ণনা।

০৫: আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক কিসের?

০৬-০৭: আল্লাহর কাছে মানুষের সর্বোত্তম প্রার্থনা (কী হওয়া উচিত?)

সূরা আল ফাতিহা	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ
১. পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
২. সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা শুধুমাত্র আল্লাহর, যিনি গোটা সৃষ্টি জগতের রব।	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ②
৩. যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াবান,	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③
৪. (যিনি) প্রতিফল দিবসের মালিক।	مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④
৫. আমরা শুধুমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য চাই।	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤
৬. তুমি আমাদের পরিচালিত করো সরল, সোজা, সঠিক পথের দিকে।	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥
৭. তাদের পথে, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছো। তাদের পথে নয়, যারা তোমার গজবে (ক্রোধে) পড়েছে। আর তাদের পথেও নয়, যারা হয়ে গেছে পথভ্রষ্ট।	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ⑦ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑧

রুকু
০১

সূরা ২ আল বাকারা (গরু/গাভি)

মদিনায় অবতীর্ণ ৥ আয়াত সংখ্যা: ২৮৬, রুকু সংখ্যা: ৪০

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০২: কুরআন কাদেরকে সঠিক পথ দেখায়?
- ০৩-০৫: সঠিক পথের পথিক সফল লোক কারা?
- ০৬-০৭: সঠিক পথ লাভ করবেনা কারা? তাদের পরিণতি।
- ০৮-২০: মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।
- ২১-২২: মানব জাতিকে এক আল্লাহর দাসত্ব করার আহ্বান।
- ২৩-২৪: কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ।
- ২৫: ঈমান ও ইবাদতের পথ অবলম্বনকারীদের জন্য সুসংবাদ।
- ২৬-২৯: অবিশ্বাসীদের প্রতি উপদেশ।
- ৩০-৩৯: মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ইতিহাস।
- ৪০-১৪১: বনি ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর বিপুল অনুগ্রহ এবং তাদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতার ইতিহাস।
- ১৪২-১৫০: বায়তুল মাকদাস এর পরিবর্তে কাবাকে কিবলা নির্ধারণ।
- ১৫১-১৬৭: মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহর প্রতি মানুষের কর্তব্য।
- ১৬৮-১৭৩: হালাল খাদ্য গ্রহণ ও হারাম খাদ্য বর্জনের নির্দেশ।
- ১৭৪-১৭৬: আল্লাহর কিতাব ও কিতাবের বিধান গোপন করার কঠিন পরিণতি।
- ১৭৭: মুত্তাকি কারা?
- ১৭৮-১৭৯: কিসাসের আইন।
- ১৮০-১৮২: অসিয়ত ও অসিয়তের বিধান।
- ১৮৩-১৮৭: রমযান মাসের সিয়াম ও ইতিকারের বিধান।
- ১৮৮-১৮৯: অন্যায়ভাবে পরের সম্পদ ভক্ষণের নিষেধাজ্ঞা। নতুন চাঁদের বিধান।
- ১৯০-১৯৫: যুদ্ধের বিধান।
- ১৯৬-২০৩: হজ্জের বিধান।
- ২০৪-২০৬: মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।
- ২০৭-২১০: মুমিনদের বৈশিষ্ট্য।
- ২১১-২২০: মুমিনদের জন্যে উপদেশ ও বিধান।
- ২২১-২৪২: বিয়ে, তালাক, বৃকের দুধপান, খোরপোষ ও ইদ্দতের বিধান।
- ২৪৩-২৫২: আল্লাহর পথে সংগ্রাম ও ত্যাগ তিতিক্ষার দৃষ্টান্ত।
- ২৫৩-২৬০: মুমিনদের প্রতি আল্লাহর উপদেশ। আয়াতুল কুরসি। আল্লাহ মৃতকে কিভাবে জীবিত করেন?
- ২৬১-২৭৪: আল্লাহর পথে দানের মর্যাদা। দান কিভাবে নষ্ট হয়ে যায়?
- ২৭৫-২৮১: সুদ নিষিদ্ধের ঘোষণা। যাকাত প্রদানের নির্দেশ।
- ২৮২-২৮৩: ঋণ আদান প্রদানের নিয়ম ও বিধান।
- ২৮৪-২৮৬: মহাবিশ্বের সবকিছু আল্লাহর। ঈমানের বিষয়বস্তু। দোয়া।

এই সূরার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

- ০১. এটি কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ২৮৬।
- ০২. কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত এ সূরার ২৮২ নম্বর আয়াত।
- ০৩. কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত এই সূরার ২৮১ নম্বর আয়াত।

০৪. রসূল সা. এই সূরার শেষ দুই আয়াতকে অতীব মর্যাদাবান বলেছেন।
০৫. এই সূরাতেই রয়েছে আয়াতুল কুরসি। আয়াত নম্বর ২৫৫।

সূরা আল বাকারা পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْبَقَرَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
১. আলিফ লাম মিম।	الْم ۞
২. এটি একমাত্র কিতাব, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই, মুত্তাকিদের জন্যে জীবন যাপন পদ্ধতি।	ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۞
৩. যারা ঈমান আনে গায়েব-এর প্রতি, সালাত কালেম করে এবং আমরা যে রিযিক তাদের দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে (নিজের এবং অন্যদের জন্যে এবং যাকাত প্রদান করে);	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞
৪. যারা ঈমান রাখে তোমার প্রতি নাযিলকৃত কিতাব (আল কুরআন)-এর প্রতি এবং তোমার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি, আর যারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে আখিরাতের প্রতি;	وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۖ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞
৫. তারাই তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর তারাই হবে সফলকাম।	أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞
৬. যেসব লোক (একথাগুলো মেনে নিতে) অস্বীকার করে, তাদের তুমি সতর্ক করো আর নাই করো, তাদের জন্যে উভয়টাই সমান, তারা ঈমান আনবেনা।	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞
৭. আল্লাহ সীলমোহর মেরে দিয়েছেন তাদের কলবসমূহের উপর এবং তাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের উপর, আর তাদের চক্ষুরাজির উপর পড়ে আছে আবরণ। তাই তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট আযাব।	خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞
৮. মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে (মুনাফিক), যারা বলে: আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের (বিচার দিবসের) প্রতি, অথচ তারা মুমিন নয়।	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۞
৯. তারা (মনে করে তারা) ধোকাবাজি করছে আল্লাহর সাথে এবং মুমিনদের সাথেও। অথচ তারা যে নিজেদের ছাড়া আর কাউকেও ধোকা দিচ্ছেনা, একথাটা তারা উপলব্ধি করেনা।	يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞
১০. তাদের কলব (অন্তর) সমূহে রয়েছে (সন্দেহ ও মুনাফিকির) রোগ। তাই, আল্লাহ তাদের (এ) রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, কারণ তারা মিথ্যা বলে।	فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۞

রকু
০১

১১. আর যখন তাদের বলা হয়: দেশে অশান্তি সৃষ্টি করোনা, তখন তারা বলে: আমরাই তো কেবল সংস্কার সংশোধন করে চলেছি।	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾
১২. সতর্ক থাকো, এরাই আসল ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করেনা।	أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾
১৩. যখন তাদের বলা হয়: তোমরা (সেভাবে) ঈমান আনো, অন্য লোকেরা যে রকম (নিষ্ঠার সাথে) ঈমান এনেছে। তখন তারা বলে: ‘আমরা কি (সে রকম) ঈমান আনবো, যে রকম ঈমান এনেছে বোকা লোকেরা?’ -আসলে তারা নিজেরাই যে বোকা তা তারা জানেনা।	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾
১৪. তারা যখন মুমিনদের সাথে সাক্ষাত করে, তখন তাদের বলে: ‘আমরা তো ঈমান এনেছি।’ আর যখন তারা তাদের শয়তানদের কাছে একান্তে থাকে, তখন তাদের বলে: আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি, ওদের কাছে গিয়ে তো আমরা কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে আসি।	وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ ﴿١٤﴾
১৫. আল্লাহ তাদের সাথে বিদ্রূপ করেন এবং তাদেরকে তাদের বিদ্রোহী ভূমিকায় অন্ধভাবে ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।	اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾
১৬. এরা সওদা করছে হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহির। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা হিদায়াতও লাভ করেনি।	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾
১৭. তাদের উপমা হলো এরকম, যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো। আগুন যখন তার চারপাশ আলোকিত করে তুললো, তখন আল্লাহ তাদের (চোখের) জ্যোতি নিয়ে নিলেন এবং তাদের ছেড়ে দিলেন অন্ধকার রাশিতে, তাই কিছুই দেখতে পায়না তাদের দৃষ্টি।	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ﴿١٧﴾
১৮. তারা বধির, বোবা, অন্ধ, তাই তারা (হিদায়াতের পথে) ফিরে আসবেনা।	صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾
১৯. অথবা (তাদের উপমা হচ্ছে) আকাশ থেকে বর্ষণমুখী মেঘ। তার মধ্যে রয়েছে ঘনঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি আর বিদ্যুতের চমকানি। বজ্রপাতের মৃত্যুভয়ে তারা তাদের কানে আংগুল ঢুকিয়ে রাখে। (এভাবেই) আল্লাহ সব দিক থেকে ঘিরে রেখেছেন কাফিরদের।	أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾
২০. বিদ্যুতের চমকানি তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার মতো অবস্থা। (বিদ্যুতের চমকে) যখন তারা আলোর বিলিক দেখতে পায়, তখন কিছুটা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার ছেয়ে	يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ

যায় তখন দাঁড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ চাইলে তাদের শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নিতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠﴾

রুকু
০২

২১. হে মানবজাতি! তোমরা ইবাদত করো তোমাদের রবের, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্বের লোকদেরও। এভাবেই তোমরা রক্ষা পেতে পারো।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١١﴾

২২. (তিনি তোমাদের সেই মহান রব) যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বানিয়ে দিয়েছেন বিছানা আর আকাশকে বানিয়েছেন ছাদ এবং তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন আর তার সাহায্যে উৎপন্ন করেছেন নানা রকম ফলফলারি, যা তোমাদের জন্যে জীবিকা। সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্যে কাউকেও প্রতিপক্ষ (সমকক্ষ) সাব্যস্ত করোনা। কারণ, তোমরা তো জানো (তিনি এক এবং একক)।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾

২৩. আমরা আমাদের দাস (মুহাম্মদ)-এর প্রতি যা নাযিল করেছে সে বিষয়ে যদি তোমরা সন্দেহে থেকে থাকো, তবে সেটির অনুরূপ একটি সূরা তোমরা তৈরি করে আনো; এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষী-সমর্থকদেরকেও ডেকে আনো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾

২৪. যদি তোমরা (কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা) তৈরি করে আনতে না পারো, আর বাস্তব ব্যাপার হলো, তোমরা তা কখনো পারবেনা, তবে নিজেদের রক্ষা করো সেই আগুন থেকে যার জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর। সে আগুন তৈরি করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্যে।

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِالنَّارِ الَّتِي وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٤﴾

২৫. শুভ সংবাদ দাও তাদেরকে, যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে: তাদের জন্যে রয়েছে বাগান আর উদ্যানসমূহ, যেগুলোর নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর। যখনই সেসব বাগানের ফলফলারি তাদের খেতে দেয়া হবে, তারা বলবে: এ ধরণের ফলই ইতোপূর্বে আমাদের দেয়া হয়েছে। সেসব ফলফলারি দেখতে হবে দুনিয়ার ফলের মতোই। সেখানে থাকবে তাদের জন্যে পবিত্র জুড়ি এবং সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۚ وَلَهُمْ فِيهَا أَنْوَاعٌ مَطَّهَّرَةٌ ۚ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٥﴾

২৬. আল্লাহ লজ্জাবোধ করেননা মশা বা তার চাইতেও ক্ষুদ্র কোনো প্রাণীর উপমা দিতে। তবে যারা ঈমান এনেছে তারা জানে, নিঃসন্দেহে এটা তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আসা মহাসত্য। আর যারা কুফুরির পথ অবলম্বন করেছে তারা বলে:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مِمَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا

‘এ উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কী?’ এভাবে আল্লাহ একটি উপমা দ্বারা অনেককে বিপথগামী করেন, আবার অনেককে প্রদর্শন করেন সঠিক পথ। মূলত এর দ্বারা তিনি ফাসিকদের ছাড়া আর কাউকে বিপথগামী করেননা।

الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ٥

২৭. যারা আল্লাহর সাথে শক্ত অংগীকার করার পরও তা ভেঙ্গে ফেলে এবং যেসব সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন, সেগুলো ছিন্ন করে, আর দেশে সৃষ্টি করে অশান্তি, বিশৃংখলা, তারাই আসল ব্যর্থ-ক্ষতিগ্রস্ত।

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٥

২৮. তোমরা কী করে আল্লাহর প্রতি কুফুরি করছো, অথচ তোমরা ছিলে মৃত, তারপর তিনিই তোমাদের হায়াত দান করেছেন। পুনরায় তিনিই তোমাদের মউত দেবেন, তারপর আবার তোমাদের হায়াত দান করবেন এবং সবশেষে তোমাদের ফিরিয়ে নেবেন তাঁর কাছে।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٦

২৯. তিনিই তো তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সবকিছু। তারপর তিনি উপরের দিকে নজর দেন এবং সেগুলোকে বানিয়ে দেন সম্ভাশা। আর প্রতিটি বিষয়ে তিনি অতীব জ্ঞানী।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٦

৩০. আর (স্মরণ করো), যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বলেছিলেন: ‘আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে যাচ্ছি।’ তারা বলেছিল: ‘আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও নিয়োগ করবেন, যারা সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাসবিহ করছি আর আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।’ (তাদের একথার জবাবে) তিনি বলেছিলেন: ‘আমি জানি যা তোমরা জানেনা।’

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٧

৩১. আর তিনি শিক্ষা দিলেন আদমকে সব কিছুর নাম। আর সেগুলো উপস্থাপন করলেন ফেরেশতাদের সামনে। তাদের বললেন: এই জিনিসগুলোর নাম (পরিচয়) আমাকে বলো যদি তোমরা সত্য বলে থাকো।

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٧

৩২. তারা (ফেরেশতারা) বললো: আপনি মহান, আমাদের তো কোনো এলেম নেই আপনি যা তালিম দিয়েছেন-তা ছাড়া। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী এবং মহা প্রজ্ঞাময়।

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٨

৩৩. তিনি বললেন: ‘হে আদম! এদের নাম (পরিচয়) সম্পর্কে তাদের অবহিত করো।’

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ

তারপর সে যখন তাদের নাম সম্পর্কে তাদের অবহিত করলো, তখন তিনি বললেন: ‘আমি কি তোমাদের বলিনি, আমি জানি মহাকাশ এবং পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহ, আর যা কিছু তোমরা ব্যক্ত করো এবং যা কিছু রাখো অব্যক্ত?’

أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۚ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৪. (আরো স্মরণ করো) যখন আমরা ফেরেশতাদের বলেছিলাম: ‘সাজদা করো আদমকে’, তখন তারা সবাই সাজদা করলো ইবলিস্ ছাড়া। সে (সাজদা করতে) অস্বীকার করলো, অহংকার করলো এবং সে অন্তরভুক্ত হয়ে গেলো কাফিরদের।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ۖ اِلَّا اِبْلٰٓيسَ ۖ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৫. আর তখন আমরা আদমকে বললাম: হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী বসবাস করো জান্নাতে এবং সেখান থেকে যা খুশি আনন্দের সাথে খাও; তবে নিকটেও যেয়োনা এই গাছটির, তাহলে অন্তরভুক্ত হয়ে পড়বে যালিমদের।

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৩৬. তারপর শয়তান তাদের দুজনকেই (আমার হুকুম পালন থেকে) পদস্থলন ঘটায় এবং যে অবস্থার মধ্যে তারা ছিলো তা থেকে বের করে ছাড়ে। তখন আমরা (আদম এবং শয়তানকে) বললাম: তোমরা সবাই বেরিয়ে যাও। (জেনে রাখবে) তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে একটা সময় পর্যন্ত অবস্থান এবং জীবনোপকরণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۚ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤١﴾

৩৭. সে সময় আদম তার রবের কাছ থেকে কয়েকটি কথা (ক্ষমা চাওয়া ও তওবা কবুল করার জন্যে) লাভ করেছিল। তখন তিনি তার তওবা কবুল করে নেন। কারণ তিনিই তো তওবা কবুলকারী অতীব দয়াময়।

فَتَلَقٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾

৩৮. আমরা বললাম: ‘তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও, তারপর যখনই আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে ‘হুদা’ (নবী ও কিতাব) আসবে, তখন যারাই আমার ‘হুদার’ অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয়ও থাকবেনা, দুশ্চিন্তাও থাকবেনা।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جٰٓئِعًا ۚ فَمِمَّا يٰٓأْتِيَنَّكُمْ مِّمَّنِّىْ هٰدًى فَمَنْ تَبِعَ هٰذَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٤٣﴾

৩৯. আর যারা (আমার হুদার প্রতি) কুফুরি করবে এবং অস্বীকার করবে আমার আয়াত (নিদর্শন)সমূহ, তারা হবে আগুনের অধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا ۖ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪০. হে বনি ইসরাঈল! স্মরণ করো আমার নিয়ামত-এর (অনুগ্রহের) কথা, যা আমি দান করেছিলাম তোমাদের, আর পূর্ণ করো আমার সাথে করা তোমাদের অঙ্গীকার, তাহলে আমিও

يٰٓبَنِيْٓ اِسْرٰٓءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىْ الَّتِيْۤ اٰنْعَمْتُ عَلٰٓيْكُمْ وَ اَوْفُوا بِعَهْدِىْٓ اَوْفِ

তোমাদের সাথে আমার অংগীকার পূর্ণ করবো। আর শুধুমাত্র আমাকেই ভয় করো।	بِعَهْدِكُمْ ۚ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿١﴾
৪১. তোমরা ঈমান আনো আমার নাযিল করা এ কিতাবের (কুরআনের) প্রতি, যা তোমাদের সাথে থাকা (তাওরাত ও ইনজিল) কিতাবের সত্যায়নকারী। এর প্রতি তোমরাই প্রথম কাফির (অস্বীকারকারী) হয়েনো। আর আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করোনা। আর আমাকে এবং কেবল আমাকেই ভয় করো।	وَأْمِنُوا بِمَا آتَيْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۚ وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيَّتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾
৪২. মিশিয়ে ফেলোনা হক (সত্য)কে বাতিলের সাথে এবং সত্য কথা গোপন করোনা। অথচ তোমরা জানো (সত্য বিষয়টি কী)?	وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ۚ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ ۚ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾
৪৩. তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দিয়ে দাও এবং রুকু করো রুকুকারীদের সাথে।	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤﴾
৪৪. তোমরা মানুষকে ভালো ও ন্যায় কাজের আদেশ দেবে আর ভুলে যাবে নিজেদের কথা? অথচ তোমরা তিলাওয়াত করছো কিতাব। তোমাদের কি আকল-বিবেক বলতে কিছুই নেই?	أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥﴾
৪৫. তোমরা সাহায্য চাও সবর ও সালাতের মাধ্যমে। কিন্তু এটা বড়ই কঠিন কাজ; তবে তাদের জন্যে (কঠিন) নয়, যারা আল্লাহর প্রতি বিনীত-অনুগত,	وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٦﴾
৪৬. যারা বিশ্বাস করে, তাদের প্রভুর সাথে তাদের অবশিষ্ট মোলাকাত (সাক্ষাত) হবে এবং তারা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে।	الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ ۚ وَآتَتْهُمْ إِلَهُهُ رِجْعُونَ ﴿٧﴾
৪৭. হে বনি ইসরাঈল! স্মরণ করো আমার নিয়ামতের কথা, যা আমি দান করেছিলাম তোমাদের, আর সেই (কথাটাও স্মরণ করো) যে, আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম বিশ্ববাসীর উপর।	يَبْنَئِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾
৪৮. আর সতর্ক হও সেই দিনটির ব্যাপারে, যেদিন কেউ কারো কিছুমাত্র কাজে আসবেনা, যেদিন কারো শাফায়াত কবুল করা হবেনা, যেদিন কারো কাছ থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা এবং যেদিন (পাপিষ্ঠদের) কোনো প্রকার সাহায্যও করা হবেনা।	وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ۚ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ۚ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٩﴾
৪৯. আরো স্মরণ করো, আমি যখন তোমাদের নাজাত দিয়েছিলাম ফেরাউনের লোকদের (দাসত্বের কবল) থেকে। যারা তোমাদের নিমজ্জিত করে রেখেছিল কঠিন আযাবে, জবাই করে ফেলছিল তোমাদের পুত্র সন্তানদের, আর জীবিত রাখছিল তোমাদের কন্যা সন্তানদের।	وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ۚ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي

তোমাদের এই অবস্থাটা ছিলো তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে একটা বড় পরীক্ষা।	ذِكْمُ بَلَاءٍ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٍ ﴿٣٩﴾
৫০. আরো স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আমরা ফারাক (ভাগ) করে দিয়েছিলাম তোমাদের জন্যে সাগরকে এবং এভাবেই নাজাত (মুক্ত) করে এনেছিলাম তোমাদের, আর ডুবিয়ে দিয়েছিলাম ফেরাউনের লোকদের তোমাদের চোখের সামনেই।	وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٤٠﴾
৫১. আরো স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আমি মূসাকে চল্লিশ রাতের (দিবা-রাতের) জন্যে ডেকে নিয়েছিলাম, তখন তোমরা তার ওখানে চলে যাবার পর গো-বাহুরকে নিজেদের উপাস্য বানিয়ে নিলে, তখন তোমরা হয়ে পড়েছিলে যালিম।	وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٤١﴾
৫২. এতো বড় অপরাধ করার পরও আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলাম, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞ হয়ে চলা।	ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٢﴾
৫৩. স্মরণ করো, (তোমরা যখন গো-বাহুর পূজার যুলুমে লিপ্ত ছিলে) ঠিক সেসময় আমি মূসাকে কিতাব (তাওরাত) এবং ফুরকান (দীন ও শরীয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশাবলি) দিয়ে পাঠালাম, যাতে করে তোমরা হিদায়াতের পথে আসো।	وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٤٣﴾
৫৪. স্মরণ করো, মূসা (ফিরে এসে) যখন তোমাদের বলেছিল: 'হে আমার কওম (জাতি)! নিঃসন্দেহে গো-বাহুরকে উপাস্য বানিয়ে তোমরা নিজেদের প্রতি বিরাট যুলুম করেছো, তাই তোমরা তোমাদের স্রষ্টার কাছে অনুতাপ হয়ে ক্ষমা চাও এবং নিজেদের হত্যা করো। এরি মধ্যে তোমাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে তোমাদের স্রষ্টার কাছে। তখন তিনি তোমাদের তওবা কবুল করে নিয়েছিলেন। কারণ তিনি তো তওবা কবুলকারী-ক্ষমাশীল দয়াময়।	وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٤٤﴾
৫৫. স্মরণ করো, তোমরা যখন বলেছিলে: 'হে মূসা! আমরা আল্লাহকে সচক্ষে (তোমার সাথে কথা বলতে) না দেখলে বিশ্বাস করবোনা (যে, তিনি তোমার সাথে কথা বলেন।)' তখন আকস্মিক বজ্রপাত তোমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দিয়েছিল-তোমাদের চোখের সামনেই।	وَإِذْ قُلْتُمْ يُمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعْقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٤٥﴾
৫৬. তোমাদের সেই মৃত্যুর পর পুনরায় আমরা তোমাদের বে'হত (পুনর্জীবন) দান করি, যাতে করে তোমরা শোকরগুজার হও।	ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾
৫৭. তাছাড়া, আমরা তোমাদের ছায়ার ব্যবস্থা	وَوَضَعْنَا عَلَىٰكُمْ الْعِمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمْ

করে দিয়েছিলাম মেঘমালা দিয়ে এবং তোমাদের জন্যে নাযিল করেছিলাম মান্না আর সালওয়া। বলেছিলাম: আমরা যে উত্তম পবিত্র জীবিকা তোমাদের দিয়েছি, তা থেকে খাও। তবে তারা আমাদের প্রতি যুলুম করেনি, বরং যুলুম তারা নিজেদের প্রতিই করেছে।

الْمَنِّ وَالسَّلَوىٰ ط كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ط وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. স্মরণ করো, আমরা যখন বলেছিলাম: তোমরা এই জনপদে (জেরুজালেম-এ) প্রবেশ করো, আর সেখানকার যেখান থেকে ইচ্ছে খাও আনন্দটিতে। তবে শহরের মূলগেইট দিয়ে ঢুকবে সাজদা করে এবং (চোকার সময়) বলবে: ‘হিতাতুন হিতাতুন’। তাহলেই আমরা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবো এবং কল্যাণকামীদের প্রতি আমাদের অনুগ্রহের মাত্রা বাড়িয়ে দেবো।

وَإِذ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَتَرِيزِدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯. কিন্তু যারা (সেখানে ঢুকে) যুলুম (অত্যাচার)-এ লিপ্ত হয়, তারা তাদেরকে শিখিয়ে দেয়া কথাটি বদল করে তার স্থলে অন্যকথা বলছিল। ফলে যারা যুলুম করলো, আমরা আকাশ থেকে তাদের উপর নাযিল করলাম আযাব, কারণ তারা করেছিল সীমালংঘন।

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. আরো স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন মূসা (তীহের মরু প্রান্তরে) তার কণ্ডমের জন্যে পানি প্রার্থনা করেছিল, তখন আমরা তাকে বলেছিলাম: ‘তোমার লাঠি দিয়ে এই পাথরটিতে আঘাত করো।’ (মূসার আঘাতের) ফলে তা (পাথরটি) থেকে প্রবাহিত হয়ে পড়ে বারটি বর্ণাধারা। প্রত্যেক (গোত্রের) লোকেরা চিনে নেয় নিজেদের পানি গ্রহণের স্থান (নিজস্ব বর্ণা)। আমি তাদের বললাম: ‘পানাহার করো আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করোনা দুষ্কৃতকারীদের মতো।’

وَإِذ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ط فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ط كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿٦١﴾

৬১. আর (স্মরণ করো) যখন তোমরা বলেছিলে: ‘হে মূসা! আমরা তো (দীর্ঘদিন) এক ধরনের খাদ্যের উপর সবর করে থাকতে পারিনা। সুতরাং, তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের জন্যে দোয়া করো, তিনি যেনো আমাদের জন্যে জমিন থেকে উৎপন্ন শাক-সবজি, শশা, গম (বা রসুন), পেয়াজ ও ডালের ব্যবস্থা করে দেন।’ (তখন মূসা তোমাদের) বলেছিল: ‘তোমরা কি একটা উত্তম খাদ্যকে নিম্ন মানের খাদ্যের সাথে বদল করতে চাও? তবে কোনো শহরে চলে যাও, তোমরা যা চাইছো, সেখানে গেলে সেগুলো পাবে।’ শেষ পর্যন্ত তারা হীনতা ও দারিদ্রে

وَإِذ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا ط قَالَ أَسْتَسْبِدُّونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ط اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِن لَّكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا

নিমজ্জিত হলো এবং কামাই করলো আল্লাহর গজব। তাদের এই (লাঞ্ছনার) কারণ ছিলো এটা, তারা কুফুরি করেছিল আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি এবং নবীদের কতল করছিল না হকভাবে। এই ধরনের অবাধ্যতা আর সীমালংঘনের কারণেই তারা পতিত হয়েছিল এই অবস্থায়।

يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ ﴿١١﴾

ককু
০৭

৬২. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, আর যারা ইহুদি হয়েছে এবং যারা নাসারা ও সাবি, তাদের মধ্য থেকে যারাই ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি এবং আমলে সালেহ করবে, তাদের জন্যে পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা মনোকষ্টও পাবেনা।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى
وَالصَّبِيَّانَ مِنْ أَمَنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٢﴾

৬৩. আরো স্মরণ করো, আমরা যখন তোমাদের উপর তুরপাহাড় তুলে ধরে তোমাদের থেকে পাকা অংগীকার গ্রহণ করেছিলাম, বলেছিলাম: আমরা তোমাদের যে কিতাব দিয়েছি তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং তাতে যেসব বিধি বিধান রয়েছে সেগুলো আলোচনা, অনুশীলন ও অনুবর্তন করো, তবেই তোমরা রক্ষা পাবে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا
مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٣﴾

৬৪. কিন্তু এরপরও তোমরা তোমাদের অংগীকার ভংগ করলে। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর ফযল এবং রহমত না হতো, তাহলে অবশ্যি তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤﴾

৬৫. তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করেছিল, তাদের বিষয়টা তোমরা অবশ্যি জানো। আমরা তাদের বলেছিলাম: ‘তোমরা হীন-ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।’

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْكُمْ فِي
السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٥﴾

৬৬. এই ঘটনাকে আমরা একটা উদাহরণ বানিয়ে দিয়েছি তাদের সমকালীন এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে এবং এটাকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের বিষয় বানিয়ে দিয়েছি সচেতন লোকদের জন্যে।

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَ مَا
خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٦﴾

৬৭. স্মরণ করো, যখন মূসা তার কণ্ঠমকে বলেছিল: ‘আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন একটি গরু যবেহ করতে।’ তারা বললো: ‘তুমি কি আমাদের সাথে বিদ্রূপ করছো?’ সে বললো: ‘আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই জাহিলদের মতো কথা বলা থেকে।’

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تَذْبَحُوا بَقْرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ
أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿١٧﴾

৬৮. তারা বললো: ‘তোমার প্রভুর কাছে আমাদের জন্যে দোয়া করো, তিনি যেনো পরিস্কার করে বলে দেন গরুটা কেমন হবে?’ সে বললো: ‘তিনি (আল্লাহ) বলেছেন, সেটি হবে এমন একটি গরু যা বুড়াও নয়, কচি

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ قَالَ
إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۚ

বাছুরও নয়, বরং এ উভয়ের মাঝামাঝি মধ্য বয়সের। সুতরাং তোমাদের যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করো।’

عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٥٩﴾

৬৯. তারা বললো: ‘(হে মূসা!) তোমার প্রভুর কাছে আমাদের জন্যে দোয়া করো, তিনি যেনো বলে দেন, গরুটির রঙ কি হবে?’ সে (মূসা) বললো: ‘তিনি বলেছেন সেটি হতে হবে হলুদ রঙের গাঢ় উজ্জ্বল বর্ণের যা মুশ্ফক করবে দর্শকদের।’

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٠﴾

৭০. তারা বললো: ‘আমাদের জন্যে দোয়া করো তোমার প্রভুর কাছে, তিনি যেনো বলে দেন-আসলে গরুটি কেমন হবে? আমরা গরুটির ধরণ সম্পর্কে সংশয়ে আছি। তবে ইনশাআল্লাহ আমরা সঠিক (গরু) টির সন্ধান অবশ্যি পেয়ে যাবো।’

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٦١﴾

৭১. সে বললো: ‘তিনি (আল্লাহ) বলেছেন, সেটি হবে এমন একটি গরু যেটি কোনো কাজে ব্যবহৃত হয়নি, না জমি চাষে, আর না পানি সেচে, সুস্থ-সবল নিখুঁত গরু।’ তারা বললো: ‘এবার তুমি সঠিক বর্ণনা নিয়ে এসেছো।’ অতপর তারা সেটি যবেহ করলো, যদিও তারা তা (গরু যবেহ) করতে সহজে প্রস্তুত ছিলোনা।

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئْنَةٌ فِيهَا قَالُوا الشَّنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٢﴾

৭২. আরো স্মরণ করো, তোমরা যখন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতপর পরস্পরের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ করছিলে। অথচ আল্লাহ (তা) বের করে আনার (প্রকাশ করার) সিদ্ধান্ত নেন, তোমরা যা গোপন করছিলে।

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٦٣﴾

৭৩. তখন আমরা বলেছিলাম: ‘ওকে (মৃত ব্যক্তির লাশকে) আঘাত করো এটির (যবেহ করা গরুটির) কোনো অংশ দিয়ে।’ এভাবেই আল্লাহ জীবিত করবেন মৃতকে এবং তোমাদের দেখাবেন তাঁর নিদর্শন যাতে করে তোমরা আকল খাটিয়ে চলতে পারো।

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾

৭৪. এর পরেও কঠিন হয়ে গেলো তোমাদের হৃদয়গুলো। সেগুলো কঠিন হয়ে গেলো পাথরের মতো, কিংবা তার চাইতেও কঠিন। আর নিশ্চয়ই এমন অনেক পাথর আছে, যেগুলো থেকে প্রবাহিত হয় নহর। এমনও অনেক পাথর আছে, যেগুলো ফেটে যায় এবং সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসে পানি। এমন পাথরও আছে যেগুলো আল্লাহর ভয়ে (কাঁপতে কাঁপতে) নিচের দিকে ধসে পড়ে। আল্লাহ মোটেও গাফিল নন তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٦٥﴾

৭৫. (হে মুসলিম উম্মাহ!) এখন বলো, এই লোকদের ব্যাপারেই কি তোমরা আশা করো যে, তারা তোমাদের দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে? অথচ এদের অবস্থা হলো, এদেরই একটি গ্রুপ আল্লাহর কালাম শুনতো, তারপর বুঝে শুনে তা তাহরিফ (বিকৃত) করতো। অথচ তারা জানতো (এটা আল্লাহর কালাম)।

أَفَتَتَّبِعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. তারা (ইহুদিরা) যখন মোলাকাত করে মুমিনদের সাথে, তখন বলে: ‘আমরা ঈমান এনেছি।’ আবার যখন তারা একে অপরের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে: ‘যে বিষয়গুলো আল্লাহ তোমাদের কাছে উন্মুক্ত করেছেন সেগুলো কি তোমরা ওদের (মুসলিমদের) বলে দিচ্ছে? - এতে করে তো ওরা তোমাদের প্রভুর সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে হুজ্জত (প্রমাণ) দাঁড় করাবে, তোমরা কি আকল খাটাওনা?’

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِغُضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا لَا تَحْدِثْوهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭. তারা কি জানেনা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, যা তারা গোপন করে এবং যা তারা এলান (ঘোষণা) করে?

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮. তাদের মধ্যে আরেকদল লোক আছে, যারা উম্মি (নিরক্ষর), তারা কিতাবের এলেম রাখেনা, ভিত্তিহীন আশা ভরসা নিয়ে তারা চলে। নিছক ধারণা অনুমানই তাদের পথ প্রদর্শক।

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

৭৯. তাই, এসব লোকদের জন্যে ধ্বংস-দুর্ভোগ অবধারিত, যারা নিজেদের হাতে কিতাব লেখে, তারপর লোকদের বলে: ‘এ (বিধান) আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে।’ সামান্য মূল্যের স্বার্থ ক্রয়ের জন্যে তারা একাজ করে। সুতরাং তাদের জন্যে ‘ওয়াইল’ তারা নিজেদের হাতে যা রচনা করেছে সেটার জন্যে এবং তাদের জন্যে ‘ওয়াইল’ এর মাধ্যমে তারা যা কামাই করে সেটার জন্যে।

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْفَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وََيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

৮০. তারা বলে: ‘আগুন (জাহান্নাম) কখনো আমাদের স্পর্শ করবেনা, করলেও তা করবে মাত্র কয়েক দিনের জন্যে।’ (হে নবী) এদের জিজ্ঞাসা করো: ‘তোমরা কি (এব্যাপারে) আল্লাহর কাছ থেকে কোনো অংগীকার আদায় করে নিয়েছো, যে অংগীকারের আল্লাহ কখনো খেলাফ করবেন না? নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি আরোপ করছো এমন কথা (অপবাদ), যার এলেম তোমাদের নেই?’

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

৮১. হ্যা, যারাই কামাই করে পাপকর্ম এবং তাদের ঘেরাও করে ফেলে তাদের পাপরাশি,

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ

তরাই হবে আগুনের অধিবাসী, সেখানে (আগুনের মধ্যে) থাকবে তারা চিরকাল।

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النََّّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

৮২. অন্যদিকে, যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, তারা হবে জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٢﴾

৮৩. আরো স্মরণ করো, (এ কথাগুলোর উপর) আমরা যখন বনি ইসরাঈল থেকে পাকা অংগীকার নিয়েছিলাম যে: ‘তোমরা আল্লাহ হাড়া আর কারো ইবাদত করবেনা; পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন এবং এতিম ও মিসকিনদের সাথে উত্তম ও সদয় আচরণ করবে; মানুষের সাথে ভালো কথা বলবে; সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে,’ তখনো অল্প কিছু লোক হাড়া তোমরা সবাই সেই অংগীকার ভংগ করেছিলে এবং এখনো তা থেকে মুখ ফিরিয়েই চলেছো।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿١٣﴾

৮৪. আরো স্মরণ করো, যখন আমরা তোমাদের থেকে পাকা অংগীকার নিয়েছিলাম: ‘তোমরা নিজেদের ভেতর রক্তপাত করবেনা এবং নিজেদের লোকজনদের স্বদেশ থেকে বের করে দেবেনা।’ এই (অংগীকারের) কথাগুলো তোমরা স্বীকার করে নিয়েছিলে এবং এর সাক্ষী তোমরা নিজেরাই।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿١٤﴾

৮৫. এই পাকা অংগীকার করার পরও সেই তোমরাই তো আজ নিজেদের পরস্পরকে হত্যা করছো, একদল আরেকদলকে তাদের ঘর বাড়ি-স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করছো, তাদের বিরুদ্ধে (তাদের শত্রুদের) সাহায্য করছো পাপকর্ম এবং সীমালংঘনের মাধ্যমে। তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তাদের মুক্তির জন্যে মুক্তিপণ লেনদেন করছো, অথচ তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করাটাই ছিলো তোমাদের জন্যে হারাম। তবে কি তোমরা (আল্লাহর) কিতাবের কিছু অংশের প্রতি বিশ্বাস রাখো আর কিছু অংশ করো অস্বীকার-অমান্য? তোমাদের মধ্যে যারাই এমনটি করে, তাদের প্রতিদান এছাড়া আর কিছুই নয় যে, দুনিয়ার জীবনে তাদের গ্রাস করবে হীনতা-লাঞ্ছনা-গঞ্জন, আর কিয়ামতের দিন তাদের নিক্ষেপ করা হবে কঠিনতম আযাবে। আল্লাহ মোটেও গাফিল নন তোমাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে।

ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِآلَاتِهِم ۖ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أُسْرَىٰ تُمْسِكُوهُمْ وَهَٰؤُلَاءِ يَأْتُوكُمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

৮৬. এরাই সেইসব লোক, যারা ক্রয় করেছে দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের (সাফল্যের) বিনিময়ে। সুতরাং তাদের থেকে মোটেও হালকা (লাঘব) করা হবেনা আযাব এবং কোনো প্রকার সাহায্যও করা হবেনা তাদের।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يَخَفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾

৮৭. আমরা মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, তার পরে পর্যায়ক্রমে রসূলদের পাঠিয়েছি আর মরিয়মের পূত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ দিয়েছি এবং তাকে সাহায্য করেছে রুহুল কুদুস-কে দিয়ে। তোমরা তো এমনটিই করে এসেছো, যখনই কোনো রসূল তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কোনো বিধান নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, তোমরা তার সাথে দাঙ্কিতা প্রদর্শন করেছো, তাদের কিছু (রসূল)-কে তোমরা অস্বীকার করেছো, আর কিছু (রসূল)-কে করেছো কতল।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮. তারা বলে: ‘আমাদের কলবসমূহ সংরক্ষিত।’ না (ব্যাপার তা নয়), বরং আল্লাহ তাদের লানত করেছেন তাদের কুফুরির কারণে। সুতরাং, অতি অল্পই তারা ঈমান আনে।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯. যখন তাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে এমন একটি কিতাব (আল কুরআন) আসলো, যেটি সত্যায়িত করে সেই কিতাবকে যেটি পূর্ব থেকেই রয়েছে তাদের কাছে। যদিও ইতোপূর্বে তারা কাফিরদের উপর বিজয়ের জন্যে শেষ (নবীর) আগমনের প্রার্থনা করতো; কিন্তু যখনই সে আসলো, যার পরিচয় তাদের কাছে জানা ছিলো পরিকারভাবে, তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং এই কাফিরদের উপর আল্লাহর লানত।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

৯০. কতোইনা মন্দ সেই জিনিসটি যার বিনিময়ে তারা বিক্রয় করছে নিজেদেরকে। তাহলো, আল্লাহ যা (যে কুরআন) নাযিল করেছেন, শুধু এই জিনদের বশবর্তী হয়ে তারা তার প্রতি কুফুরি করছে যে, আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে (মুহাম্মদকে) চেয়েছেন তার প্রতি সেই অনুগ্রহ নাযিল করেছেন। ফলে তারা অর্জন করলো গজবের উপর গজব। আর কাফিরদের জন্যে তো অপমানকর আযাব রয়েছেই।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا آتَاهُ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَرْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾

৯১. আর যখন তাদের বলা হয়: ‘তোমরা ঈমান আনো সেই জিনিসের (কুরআনের) প্রতি যা আল্লাহ নাযিল করেছেন’, তখন তারা বলে: ‘আমরা তো শুধু ঈমান রাখি সেই জিনিসের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমাদের উপর।’ -এর বাইরে যা (যে কুরআন) নাযিল হয়েছে তা তারা প্রত্যাখ্যান করছে। অথচ তা মহাসত্য কিতাব, তাদের কাছে যা (তাওরাত) আছে, সেটাকেও এ কিতাব আল্লাহর কিতাব বলে সত্যায়ন করে। (হে মুহাম্মদ) তাদের জিজ্ঞেস করো: ‘তোমরা যদি মুমিনই হয়ে থাকো তবে কেন ইতোপূর্বে আল্লাহর নবীগণকে কতল করেছিলে?’

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا آتَاهُ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

৯২. অবশ্যই মূসা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, তারপরেও তোমরা গো-বাছুর বানিয়ে সেটাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলে। এতো বড় যালিম ছিলে তোমরা।

ظَلِمُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩. স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আমরা তোমাদের মাথার উপর তুর পাহাড় উঠিয়ে ধরে তোমাদের থেকে পাকা অংগীকার গ্রহণ করেছিলাম, বলেছিলাম: ‘আমরা তোমাদের যা (যে কিতাব ও বিধান) দিলাম তা মজবুতভাবে ধারণ করো এবং (আমার বাণী) শোনো।’ তারা বলেছিল: ‘আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম।’ আসলে তাদের কুফুরির কারণে তাদের অন্তরে গো-বাছুর পূজার শরাবই প্রবেশ করেছিল। বলো (হে মুহাম্মদ): ‘তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো, তবে তোমাদের ঈমান যার নির্দেশ তোমাদের দেয়, তা কতোইনা নিকৃষ্ট।’

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعُجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

৯৪. (হে মুহাম্মদ) বলো: ‘আল্লাহর কাছে আখিরাতের ঘর যদি গোটা মানবজাতিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তোমাদের জন্যেই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে তোমরা দ্রুত সেখানে যাওয়ার জন্যে মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।’

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫. কিম্ব কখনো তারা তা (মৃত্যু) কামনা করবেনা, কারণ তাদের দুহাত যা কামাই করে সেখানে (আখিরাতের জন্যে) পাঠিয়েছে (তা খুবই ভয়ানক)। আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন এই যালিমদের অবস্থা।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾

৯৬. তুমি তাদেরকে পাবে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষের চাইতে অধিক লোভী, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকেরই আকাংখা, তাকে যদি হাজার বছর বয়েস দেয়া হতো! কিম্ব দীর্ঘ বয়েস তাকে কিছুতেই আযাব থেকে দূরে রাখতে পারবেনা। তারা যা যেসব কর্মকাণ্ড করছে, তা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَّزِحٍ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭. বলো (হে মুহাম্মদ): যে কেউ শত্রুতা করবে জিবরিলের সাথে, তার জেনে রাখা উচিত, জিবরিল তা (এই কুরআন) আল্লাহর হুকুমেই তোমার কলবে নাযিল করছে। এ গ্রন্থ তোমার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাব সমূহের সত্যায়নকারী এবং সত্যপথ প্রদর্শক ও সুসংবাদ মুমিনদের জন্যে।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾

৯৮. যে কেউ শত্রু হবে আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রসুলদের এবং জিবরিল ও

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ

মিকালের, অবশ্যি আল্লাহ্‌ও হবেন সেই কাফিরদের শত্রু।	وَمِنْ كُلِّ قَبِيلٍ اللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝
৯৯. নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ। ফাসিকরা ছাড়া আর কেউই এগুলোকে অস্বীকার করেনা।	وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝
১০০. ব্যাপার কি এ নয় যে, তারা যখনই কোনো বিষয়ে অংগীকার করেছে, তাদের একদল লোক অবশ্যি তা ভংগ করেছে? বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান রাখেনা।	أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝
১০১. আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল এলো, যে তাদের কাছে থাকা কিতাবের সত্যায়নকারী, তখন পূর্বে কিতাব দেয়া লোকদের একটি দল আল্লাহর এ কিতাবটিকে তাদের পেছনে নিক্ষেপ করলো, যেনো তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানতেনা!	وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝
১০২. পক্ষান্তরে, তারা অনুকরণ করতে থাকলো সেইসব জিনিসের, সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যেসব (ম্যাজিক-মন্ত্র) পাঠ করতো। সুলাইমান কুফুরি করেনি, কুফুরি করেছিল শয়তানরা। তারা মানুষকে ম্যাজিক শিক্ষা দিতো এবং বেবিলনে দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা (হারুত ও মারুত) কোনো ব্যক্তিকে কিছুই শিক্ষা দিতেনা একথা পরিষ্কার করে বলে দেয়া ছাড়া যে: ‘দেখো, আমরা কিছ্র অবশ্যি পরীক্ষা স্বরূপ, সুতরাং তুমি কুফুরিতে নিমজ্জিত হয়েনা।’ তা সত্ত্বেও তারা তাদের দুজন থেকে এমন জিনিস শিখতো, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো। অথচ এর দ্বারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তারা কারো কোনো ক্ষতি করতে পারতেনা। তারা যা শিখতো তা তাদেরই ক্ষতি করতো, কোনো উপকার করতেনা। তারা এ কথা ভালো করেই জানতো, এর ক্রেতাদের জন্যে আখিরাতে কোনো অংশ নেই। ওটা কতোইনা নিকট জিনিস, যার বিনিময়ে তারা বিক্রি করে দিয়েছে নিজেদের জীবন। হায়, এ বিষয়টা যদি তারা জানতো!	وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلِكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانِ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۖ وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝
১০৩. হায়, তারা যদি ঈমানের পথে চলতো এবং এসব মন্দ কাজ থেকে নিজেদের রক্ষা করতো, তবে আল্লাহর কাছে কতো উত্তম প্রতিফলই না তারা লাভ করতো; হায় যদি তারা এলেম রাখতো!	وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝
১০৪. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা (আল্লাহর রসূলকে) ‘রায়েনা’ বলোনা, বরং	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا ۖ

<p>‘উনযুরনা’ (আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন) বলো এবং মনোযোগ সহকারে (নবীর কথা) শোনো। যারা (এটা) অমান্য করবে, তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।</p>	<p>قُولُوا انظُرْنَا وَاسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝</p>
<p>১০৫. আহলে কিতাবের (ইহুদি-খৃষ্টানদের) মধ্যে যারা কুফুরি করেছে, তারা এবং মুশরিকরা চায়না তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে কোনো কল্যাণ নাযিল হোক। অথচ (এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর বিষয়), আল্লাহ যাকে চান, নিজের রহমত প্রদানের জন্যে মনোনীত করেন এবং আল্লাহই মহানুগ্রহের মালিক।</p>	<p>مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝</p>
<p>১০৬. আমরা যে আয়াতকে নসখ করি, কিংবা ভুলিয়ে দিই, তার স্থলে তার চাইতে উত্তম কিংবা অনুরূপ (আয়াত) নিয়ে আসি। তুমি কি জানোনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম?</p>	<p>مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝</p>
<p>১০৭. তুমি কি জানোনা, মহাকাশ এবং পৃথিবীর রাজত্ব-কর্তৃত্ব শুধুমাত্র আল্লাহর? এবং তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অলিও নেই, সাহায্যকারী নেই।</p>	<p>أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝</p>
<p>১০৮. তোমরা কি এরা দা (ইচ্ছা) করেছে, তোমাদের রসূলকে সেরকম সওয়াল করতে, যেরকম সওয়াল করা হয়েছিল ইতোপূর্বে মূসাকে? আর যে কেউ ঈমান বদল করে কুফুরি গ্রহণ করবে, সে অবশিষ্ট সঠিক সোজা পথ হারিয়ে ফেলবে।</p>	<p>أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝</p>
<p>১০৯. আহলে কিতাবের অনেকেই তোমরা ঈমান আনার পর তোমাদের পুনরায় কুফুরিতে ফিরিয়ে নিতে চায়। হক (সত্য) তাদের কাছে পরিস্কার হয়ে যাবার পরও শুধু তাদের মনের ভেতরের বিদ্বেষের কারণে তারা এমনটি কামনা করে। তবে তোমরা তাদের সাথে ক্ষমা সুন্দর আচরণ করো এবং তাদের (এসব অপরাধ) উপেক্ষা (overlook) করে চলো, যতোক্ষণ না আল্লাহ কোনো নির্দেশ প্রদান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে শক্তিমান।</p>	<p>وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ۚ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ۚ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝</p>
<p>১১০. এবং সালাত কয়েম করো আর যাকাত পরিশোধ করো। তোমাদের নিজেদের (আখিরাতের) জন্যে যে কোনো ভালো কাজই অগ্রিম পাঠাবে, তা অবশিষ্ট ওখানে গিয়ে আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যে আমলই করোনা কেন, অবশিষ্ট তা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।</p>	<p>وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝</p>

১১১. তারা আরো বলে: ‘কখনো দাখিল হবেনা জান্নাতে ইহুদি বা খৃষ্টান ছাড়া অন্য কেউ।’ আসলে এটা তাদের কামনা মাত্র। তুমি তাদের বলে: ‘এ দাবির ব্যাপারে তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে দাবির পক্ষে প্রমাণ দেখাও।’

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

১১২. হ্যাঁ (জেনে রাখো, জান্নাতে কেবল সে-ই যাবে) যে নিজেকে পূর্ণরূপে সঁপে দিয়েছে আল্লাহর জন্যে এবং বাস্তবেও অবলম্বন করেছে সুন্দর ও কল্যাণের পথ। তার প্রভুর কাছে অবশ্য রয়েছে তার পুরস্কার। তাছাড়া এ ধরনের লোকদের কোনো ভয়ও থাকবেনা এবং তারা দুঃখও পাবেনা।

بَلَىٰ ۚ مَنْ أَشْكَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

রুকু
১৩

১১৩. ইহুদিরা বলে: ‘নাসারাদের (খৃষ্টানদের) কোনো ভিত্তি নাই।’ আর নাসারারা বলে: ‘ইহুদিদের কোনো ভিত্তি নেই।’ অথচ তারা (উভয়েই) তিলাওয়াত করে আল কিতাব। একইভাবে যাদের কাছে (কিতাবের) এলেমই নেই, তারাও (সেই মুশরিকরাও) বলে এদের অনুরূপ কথা। আল্লাহ তাদের মাঝে ফায়সালা প্রদান করবেন কিয়ামতের দিন, যে বিষয়ে (পৃথিবীতে) তারা এখতেলাফ করছে।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

১১৪. ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে, যে মানুষকে আল্লাহর মসজিদ সমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ-আলোচনা করতে বাধা প্রদান করে এবং সেগুলোর ধ্বংসের কাজে তৎপর হয়? এসব লোকেরা সেগুলোতে (আল্লাহর মসজিদসমূহে) প্রবেশ করার অধিকার রাখেনা ভীত ও বিনয়ী হওয়া ছাড়া। দুনিয়াতে তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনা-অমর্যাদা, আর আখিরাতেও তাদের জন্যে রয়েছে বড় আযাব।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

১১৫. আল্লাহই মালিক পূর্ব এবং পশ্চিমের। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাওনা কেন, সেদিকই আল্লাহর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী বিরাজমান এবং সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী।

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

১১৬. তারা বলে: ‘আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ তিনি পবিত্র (এসব অপবাদ থেকে)। বরং মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর, এবং সবাই তাঁর অনুগত।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلُّ لَّهُ قُنُوتٌ ۝

১১৭. তিনিই মহাকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্বদানকারী। তিনি যখন কোনো কিছু সূচনা করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু সেটার উদ্দেশ্যে বলেন: ‘হও’, আর সংগে সংগে তা হয়ে যায়।

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

১১৮. আর যাদের কোনো এলেম নেই, তারা বলে: ‘আল্লাহ (সরাসরি) আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? অথবা আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসেনা কেন?’ এই একই ধরনের কথা বলতো এদের পূর্বকার (অজ্ঞ-পথভ্রষ্ট) লোকেরা। তাদের সকলের কলবসমূহ (মানসিকতা) একই রকম। আমরা নিদর্শনসমূহ পরিস্কারভাবে বয়ান করে দিয়েছি সেইসব লোকদের জন্যে যারা একিন রাখে।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

১১৯. (হে মুহাম্মদ! এটাও তাদের জন্যে একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন যে,) আমরা তোমাকে মহাসত্য (আল কুরআন ও ইসলাম) দিয়ে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে। জাহিমের (প্রজ্জ্বলিত আগুনের) অধিবাসীদের ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেনা।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ الْجَحِيمِ ۝

১২০. ইহুদি এবং খৃষ্টানরা তোমার প্রতি কখনো রাজি খুশি হবেনা, যতোক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম পথের অনুসরণ করো। তুমি তাদের বলো: ‘আল্লাহর দেয়া জীবন যাপন পদ্ধতিই একমাত্র সঠিক হুদা।’ তোমার কাছে মহাসত্য জ্ঞান আল কুরআন আসার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশির এত্তোবা করো, তবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে তুমি কোনো অলিও পাবেনা, আর কোনো সাহায্যকারীও পাবেনা।

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آتِيتُكُمْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

১২১. আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তা তিলাওয়াত করে তিলাওয়াতের হক আদায় করে। এরাই তার (অর্থাৎ কিতাবের) প্রতি ঈমান রাখে। আর যারা এটির (কুরআনের) প্রতি কুফুরি করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

১২২. হে বনি ইসরাঈল! স্মরণ করো আমার সেই নিয়ামতের কথা, যার দ্বারা আমি তোমাদের অনুগৃহীত করেছিলাম এবং (একসময়) তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম বিশ্ববাসীর উপর।

يَبْنَئِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

১২৩. আর সতর্ক হও সেই দিনটির ব্যাপারে, যেদিন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির কোনো কাজে আসবেনা, যেদিন কোনো বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবেনা এবং কোনো শাফায়াতও কিছুমাত্র কাজে লাগবেনা এবং যেদিন কাউকেও কোনো প্রকার সাহায্যও করা হবেনা।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

১২৪. স্মরণ করো, যখন ইবরাহিমকে তার প্রভু কয়েকটি নির্দেশের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেগুলো সে পরিপূর্ণ করেছিল, তখন তার প্রভু তাকে বলছিলেন: ‘আমি তোমাকে

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ

মানবজাতির একজন নেতা মনোনীত করছি।’
সে বললো: ‘আমার সন্তানদের ব্যাপারেও কি
এই সিদ্ধান্ত?’ তিনি বললেন: ‘আমার প্রতিশ্রুতি
যালিমদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।’

ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝

১২৫. আর সেই সময়কার কথা স্মরণ করো,
যখন আমরা এই (কাবা) ঘরকে মানবজাতির
মিলনক্ষেত্র এবং নিরাপত্তার স্থল বানিয়ে
দিয়েছিলাম, আর (মানুষকে বলেছিলাম:)
‘তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে নামাযের স্থান
বানাও।’ ইবরাহিম আর ইসমাঈলকে নির্দেশ
দিয়েছিলাম: ‘তোমরা আমার (কাবা) ঘরকে
পবিত্র করো তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং
রুকু সাজদাকারীদের জন্যে।’

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَ
عَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا
بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ ۝

১২৬. আরো স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম (দোয়া
করে) বলেছিল: ‘আমার প্রভু! এই মক্কা নগরকে
নিরাপদ নগর বানিয়ে দাও এবং এর
অধিবাসীদের যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি
ঈমান আনবে, ফল ফলারি দিয়ে তাদের জীবন
ধারণের উপকরণ সরবরাহ করো।’ তিনি
বললেন: আর যে কুফরি করবে তাকেও অল্প
কিছুকাল জীবন সামগ্রী সরবরাহ করবো, তারপর
আমি তাকে বাধ্য করবো আগুনের আযাব ভোগ
করতে, আর খুবই নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল সেটা।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا
أَمِنًا ۖ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ۖ مِنْ أَمْنٍ
مِّنْهُم بِأَلَّهِ ۖ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَ مَنْ
كَفَرَ فَأَمَتُّهُ قَلِيلًا ۖ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ
النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

১২৭. আর স্মরণ করো, ইবরাহিম এবং (তার
পুত্র) ইসমাঈল যখন এই ঘরের ভিত উঠাচ্ছিল,
তখন তারা (দোয়া করে) বলেছিল: ‘আমাদের
প্রভু! আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের এ কাজ
কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছু শোনো,
সবকিছু জানো।’

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَإِسْمَاعِيلُ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

১২৮. আমাদের প্রভু! আমাদের দু’জনকেই
তোমার প্রতি ‘মুসলিম’ (অনুগত-আত্মসমর্পিত)
বানাও, আর আমাদের বংশধরদের থেকেও
তোমার প্রতি একটি ‘মুসলিম উম্মাহ’ (অনুগত
জাতি) বানাও। আমাদেরকে আমাদের ইবাদত
পদ্ধতি শিখিয়ে দাও এবং আমাদের অনুশোচনা
গ্রহণ করে আমাদের ক্ষমা করো। নিশ্চয়ই তুমি
অনুশোচনা গ্রহণকারী অতীব ক্ষমাশীল, দয়াময়।

رَبَّنَا ۖ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ۖ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا
وَ تُبَّ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ۝

১২৯. আমাদের প্রভু! এদের (আমাদের
বংশধরদের) কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন
রসূল পাঠিয়ো, যিনি তাদের কাছে তোমার
আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে
(তোমার) কিতাব এবং হিকমাহ শিক্ষা দেবেন
আর তাদেরকে তাযকিয়া করবেন। নিশ্চয়ই
তুমি সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞানী।”

رَبَّنَا ۖ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝

১৩০. যে নিজেকে বোকা-নির্বোধ বানিয়েছে, সে ছাড়া ‘মিল্লাতে ইবরাহিম’ (ইবরাহিমের আদর্শ ও জীবন পদ্ধতি) থেকে মুখ ফিরাবে কে? দুনিয়াতে আমি তাকে বাছাই করেছি আর আখিরাতে সে হবে ন্যায়পরায়ণদের অন্তরভুক্ত।

وَمَنْ يَّزْعَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾

১৩১. যখন তার প্রভু তাকে বলেছিল: ‘আত্মসমর্পণ করো।’ সে বলেছিল: ‘আমি আত্মসমর্পণ করলাম রাক্বুল আলামিনের উদ্দেশ্যে।’

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾

১৩২. এই একই বিষয়ের অসিয়ত করেছিল ইবরাহিম তার সন্তানদের এবং (তার নাতি) ইয়াকুব (নিজের সন্তানদের)। (তারা বলেছিল:) ‘হে আমার সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন ‘আদ দীন’। সুতরাং আমৃত্যু তোমরা আল্লাহর অনুগত হয়ে থাকবে।’

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بِنِيهِ وَيَعْقُوبَ لِيَبْنِيَ لِلَّهِ الصَّلَاتِ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩. তোমরা কি সাক্ষী (উপস্থিত) ছিলে, যখন হাজির হয়েছিল ইয়াকুবের মৃত্যু (সময়)? যখন সে তার সন্তানদের বলেছিল: ‘আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে?’ তারা বলেছিল: ‘আমরা ইবাদত করবো আপনার ইলাহর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাঈল আর ইসহাকের ইলাহর। তিনিই একমাত্র ইলাহ। আমরা তাঁর প্রতি ‘মুসলিম’ (অনুগত-আত্মসমর্পিত) হয়ে থাকবো।’

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِلَّهِ أَبَاطُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪. সেটি ছিলো একটি উম্মাহ, তারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা উপার্জন (আমল) করেছে তা-ই (তার প্রতিফলই) তারা পাবে। আর তোমরা পাবে তোমাদের উপার্জনের প্রতিফল। তারা যা আমল করে গেছে সে সম্পর্কে তোমাদের সওয়াল (জিজ্ঞাসাবাদ) করা হবেনা।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫. আর তারা বলে: ‘ইহুদি হয়ে যাও, কিংবা খৃষ্টান হয়ে যাও, তবেই হিদায়াত (ঠিক পথ) লাভ করবে।’ (হে মুহাম্মদ) তুমি বলো: ‘বরং, তোমরা সব কিছু ত্যাগ করে ইবরাহিমের আদর্শ গ্রহণ করো। আর তিনি মুশরিকদের অন্তরভুক্ত ছিলেন না।’

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬. (হে মুসলিমরা!) তোমরা বলো: ‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি। তাছাড়া আমরা ঈমান রাখি তার প্রতি, যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল হয়েছিল ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক এবং ইয়াকুব ও তার সন্তানদের প্রতি; আর যা নাযিল হয়েছিল

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَ

মুসা আর ঈসার প্রতি; আর যা প্রদান করা হয়েছিল অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে। আমরা তাদের (নবী-রসূলগণের) কারো মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য করিনা। আমরা তো শুধু তাঁরই (আল্লাহরই) জন্যে মুসলিম।’

عِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٩﴾

১৩৭. তোমরা যে যে বিষয়ে ঈমান এনেছো, তারা যদি তোমাদের মতো সেরকম ঈমান আনে, তাহলেই তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে তারা অবশিষ্ট বিরুদ্ধবাদী। তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহই তোমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ فَسَبِّحْهُمْ اللَّهُ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٠﴾

১৩৮. (বলো:) ‘আমাদের রঙ (ধর্ম) হলো আল্লাহর রঙ (ইসলাম)। এবং রঙের দিক থেকে আল্লাহর চেয়ে সুন্দর আর কে? আমরা তাঁরই ইবাদতকারী (অনুগত ও হুকুমপালনকারী)।’

صِبْغَةَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۚ وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ﴿٢١﴾

১৩৯. বলো (হে মুহাম্মদ!): ‘তোমরা কি আমাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হতে চাও আল্লাহর ব্যাপারে? অথচ তিনি আমাদেরও রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের আমল (-এর প্রতিফল) আমাদের, আর তোমাদের আমল (-এর প্রতিফল) তোমাদের। আর আমরা তাঁর (আল্লাহর) জন্যে নিষ্ঠাবান।’

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿٢٢﴾

১৪০. নাকি তোমরা বলতে চাও যে, ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক এবং ইয়াকুব ও তার বংশধররা ইহুদি কিংবা নাসারা ছিলো? (হে মুহাম্মদ! তাদের) বলো: ‘তোমরাই কি বেশি জানো, নাকি আল্লাহ? ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যার কাছে আল্লাহর নিকট থেকে আসা প্রমাণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সে তা গোপন করে? আল্লাহ মোটেও গাফিল নন তোমাদের আমল (কর্মকাণ্ড)-এর ব্যাপারে।

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۚ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

১৪১. সেটি ছিলো একটি উম্মাহ, তারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা উপার্জন করেছে তার প্রতিফলই তারা পাবে। আর তোমরা পাবে তোমাদের উপার্জন-এর প্রতিফল। তোমাদের সওয়ালা (জিজ্ঞাসাবাদ) করা হবেনা তাদের আমল সম্পর্কে।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

পারা
২

১৪২. বোকা নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলবে: 'কী জিনিস তাদের (মুসলিমদের) ফিরিয়ে

নিয়েছে তাদের সেই কিবলা (বায়তুল মাকদাস) থেকে, যার দিকে ফিরে তারা সালাত আদায় করে আসছিল?' বলো (হে মুহাম্মদ!): পূর্ব পশ্চিম উভয়টার মালিকই আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা সোজা পথ প্রদর্শন করেন।

১৪৩. এভাবে আমরা তোমাদের বানিয়েছি একটি 'মধ্যপন্থী উম্মাহ'- যাতে করে তোমরা বিশ্ববাসীর জন্যে সাক্ষী হতে পারো এবং রসূল হতে পারে তোমাদের জন্যে সাক্ষী। তুমি এ যাবত যেটিকে কিবলা বানিয়ে সালাত আদায় করে আসছিলে, সেটিকে তো আমরা এজন্যে কিবলা নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, যাতে করে আমরা জানতে পারি, কে আমার রসূলের অনুসরণ করে, আর কে তার থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে? নি:সন্দেহে এটা (পরিবর্তিত কিবলা মেনে নেয়া) ছিলো একটা বড় কঠিন কাজ; কিন্তু তাদের জন্যে (মোটোও কঠিন) ছিলনা, আল্লাহ যাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। অবশ্যি আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম স্নেহপরায়ণ, পরম দয়ালু।

১৪৪. বার বার তোমার আকাশের দিকে (কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ পাওয়ার জন্যে) তাকানোর বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করছি। আমরা অবশ্যি তোমাকে এমন একটি কিবলার (কাবার) দিকে ফিরিয়ে দেবো, যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে। হ্যাঁ, 'মসজিদুল হারামের' দিকে মুখ ফিরিয়ে নাও। তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন সেটির দিকে মুখ ফিরিয়ে নাও। আর যাদেরকে ইতোপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে, তারা নিশ্চিতভাবেই জানে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এটা সঠিক নির্দেশ। তারা যা করছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফিল নন।

১৪৫. যাদেরকে ইতোপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে, তুমি যদি তাদেরকে সমস্ত দলিল-প্রমাণ নিদর্শনও দেখাও, তবু তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবেনা (কাবাকে কিবলা মেনে নেবেনা)। আর তুমিও তাদের কিবলার অনুসারী নও এবং তারাও তাদের পরস্পরের কিবলার অনুসারী নয়। তোমার কাছে 'আল এলেম' (সত্যজ্ঞান) এসে যাবার পরও যদি তুমি তাদের ইচ্ছা-আকাংখার অনুসরণ করো, তবে অবশ্যি তুমি যালিমদের অন্তরভুক্ত হবে।

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ

عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٤٢

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ١٤٣

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٤٤

وَلَيْنَ أَتَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ١٤٥

১৪৬. যাদেরকে আমরা ইতোপূর্বে কিতাব দিয়েছি তারা এটিকে (কাবাকে) ঠিক সেরকমই চেনে, যেমন চেনে নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে। কিন্তু তাদের একটি দল জেনে বুঝে সত্য গোপন করে চলেছে।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭. এটাই তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে আসা অনিবার্য সত্য। সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তরভুক্ত হয়েনা।

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمَتَرِّينَ ﴿١٤٧﴾

রফু
১৭

১৪৮. প্রত্যেকেরই (প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীরই) একটি দিক (কিবলা) আছে, যে দিকে সে ফিরে (প্রার্থনা করে)। সুতরাং প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও সকল কল্যাণকর কাজে। যেখানেই তোমরা থাকোনা কেন, আল্লাহ অবশ্য তোমাদের সবাইকে একত্র করবেন। অবশ্য আল্লাহ সকল বিষয়ে শক্তিমান।

وَ لِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِنَّ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

১৪৯. যেখান থেকেই তুমি যাত্রা করোনা কেন, সেখান থেকেই (সালাত আদায়ের সময়) তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমার রবের পক্ষ থেকে এ (কিবলা) অবশ্য সত্য ও বাস্তব ভিত্তিক ফায়সালা। তোমাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ গাফিল নন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

১৫০. আর যেখান থেকেই তুমি যাত্রা শুরু করোনা কেন (সালাত আদায়ের সময়) মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। আর তোমরাও যে যেখানেই থাকো তার (মসজিদুল হারামের) দিকে মুখ ফিরাও, যাতে করে লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ দাঁড় করাতে না পারে। তবে যালিমদের কথা ভিন্ন (তারা সর্বাবস্থায়ই কুতর্কে লিপ্ত হয়)। সুতরাং তাদেরকে ভয় পেয়োনা, ভয় করো শুধু আমাকে -আর (আমার ফায়সালা মতো চলো), যাতে করে আমি তোমাদের প্রতি পূর্ণ করে দিতে পারি আমার নিয়ামত (দীন ও কিতাব) এবং যাতে করে তোমরা পরিচালিত হতে পারো সঠিক পথে।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اَخْشَوْنِي وَ لَا تِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

১৫১. এমনভাবে (তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে) আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তোমাদের সংশোধন ও উন্নত করে, তোমাদের আল কিতাব (কুরআন) ও হিকমা শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা কিছু জানতে না, সেগুলো তোমাদের শিখায়।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

১৮

১৫২. অতএব, তোমরা আমার যিকির করো (আমার নিয়ামতের কথা আলোচনা করো), তাহলে আমি তোমাদের যিকির করবো। আর তোমরা আমার শোকরগুজার হয়ে থাকো এবং (আমার নিয়ামতসমূহ) অস্বীকার করোনা।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَ لَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

১৫৩. হে ঐ সমস্ত লোকেরা, যারা ঈমান এনেছো! তোমরা সবর এবং সালাত দ্বারা সাহায্য (শক্তি) অর্জন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে থাকেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তোমরা তাদের মৃত বলোনা; প্রকৃত পক্ষে তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা (তা) বুঝতে পারোনা।

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫. আর অবশ্য অবশিষ্ট আমি তোমাদের পরীক্ষা নেবো ভয়-ভীতি দিয়ে, ক্ষুধা-অনাহার দিয়ে এবং অর্থ-সম্পদ, জান-প্রাণ ও ফল ফসলের ক্ষয় ক্ষতি দিয়ে। তবে সুসংবাদ দাও 'সবর' অবলম্বনকারীদের,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬. যারা বিপদ-মসিবতে আক্রান্ত হলে বলে: 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবো।'

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

১৫৭. এরাই সেইসব লোক, যাদের প্রতি তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে বর্ষিত হয় সালাত (ক্ষমা ও করুণা) এবং রহমত। আর তারাই (তাঁর পক্ষ থেকে) হিদায়াত প্রাপ্ত।

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তরভুক্ত। সুতরাং যে কেউ আল্লাহর ঘরে হজ্জ করবে, কিংবা উমরা করবে, তার জন্যে এই দুই (পাহাড়ের) মাঝে সা'রী করাতে কোনো দোষ নাই। আর যে কেউ স্বেচ্ছায় কল্যাণকর কাজ করবে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ অবশিষ্ট স্বেচ্ছা-কল্যাণ কাজের স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

১৫৯. আমাদের নাযিল করা সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ এবং 'হুদা' (কিতাব ও জীবন বিধান) যারা গোপন করে, যেগুলো মানবজাতিকে সত্যের সন্ধান দেয়ার জন্যে আমরা কিতাবে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, তাদের প্রতি লান'ত (অভিশাপ) বর্ষণ করেন স্বয়ং আল্লাহ এবং সকল লান'ত বর্ষণকারীরা (যারা এর উপকার ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত)।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾

১৬০. তবে যারা অনুতপ্ত হয়ে (আমার কিতাব ও কিতাবে প্রদত্ত বিধান গোপন করার কাজ পরিত্যাগ করে) ফিরে আসে এবং নিজেদেরকে

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا

সংশোধন করে নেয়, আর (যা গোপন করে আসছিল তা) প্রচার-প্রকাশ করার কাজে আত্মনিয়োগ করে, আমি তাদের তওবা কবুল করি, আর একমাত্র আমিই তো তওবা কবুলকারী, পরম দয়াবান।

فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۖ وَ أَنَا التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ٢٠

১৬১. কিন্তু যারা কুফুরি করবে (সত্যকে গোপন করার কাজ অব্যাহত রাখবে) এবং সত্য গোপনকারী অবস্থাতেই মারা যাবে, তাদের প্রতি আল্লাহর লানত এবং ফেরেশতাকুল ও সমস্ত মানুষের লানত।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَا تُوُوا وَ هُمْ كَفَّارُ
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ
النَّاسِ أَجْمَعِينَ ٢١

১৬২. তাতেই (জাহান্নামে) থাকবে তারা চিরকাল। তাদের থেকে আযাবকে কখনো হালকা করা হবেনা এবং কোনো প্রকার অবকাশও তাদের দেয়া হবেনা।

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٢٢

১৬৩. তোমাদের ইলাহ এক ও একক ইলাহ। কোনো ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। তিনি রহমানুর রহিম (মহা দয়াবান-পরমকরণাময়)।

وَ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ٢٣

রুকু
১৯

১৬৪. মহাকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত আর দিনের আবর্তনের মধ্যে, মানুষের ব্যবহার্য ও উপকারী পণ্য সামগ্রী নিয়ে সমূদ্রে চলমান নৌযানসমূহের মধ্যে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করেন আর তা দ্বারা যে মৃত্যুর পর জমিনকে জীবিত করেন তার মধ্যে, তিনি যে পৃথিবীতে সব ধরণের জীব জন্তুর বিস্তার সাধন করছেন তার মধ্যে, বায়ু প্রবাহের মধ্যে এবং আসমান ও জমিনের মাঝখানে আল্লাহর নির্দেশের অধীন চলাচলকারী (ছায়াদার) মেঘমালার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য প্রমাণ আর নিদর্শন সেইসব লোকদের জন্যে, যারা বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগায়।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ
الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ
تَضْرِبُفِ الرِّيحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ٢٤

১৬৫. একদল লোক আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে। তারা তাদেরকে এমনভাবে ভালোবাসে যেমন ভালোবাসা উচিত শুধুমাত্র আল্লাহকে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর জন্যে তাদের ভালোবাসা সবার এবং সবকিছুর উপরে অতি মজবুত-অবিচল। হায়, আযাব সচক্ষে দেখার পর এইসব যালিমরা যেভাবে বুঝবে, এখনই যদি সেভাবে অনুধাবন করতো যে, সমস্ত ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর এবং অবশ্যি আল্লাহ সাংঘাতিক আযাব দাতা!

وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَ الَّذِينَ
أَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۖ وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ
جَمِيعًا ۖ وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ٢٥

১৬৬. যখন (পথভ্রষ্ট) আনুগত্যলাভকারী নেতারা তাদের অনুসারী-আনুগত্যকারীদের সাথে

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ

সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করবে এবং সম্মুখীন হয়ে পড়বে আযাবের, আর ছিল হয়ে যাবে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক,

اتَّبِعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ
الْأَسْبَابُ ۝

১৬৭. (পৃথিবীতে) যারা তাদের অনুসরণ-আনুগত্য করতো, তখন তারা বলবে: 'হায়, একবার যদি আমাদের পৃথিবীর জীবনে ফেরত পাঠানো হতো, তবে আমরাও এদের সাথে ঠিক তেমনি সম্পর্ক ছিল করতাম, যেভাবে তারা আজ আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিল করেছে। এভাবেই আল্লাহ তাদের (উভয় গ্রুপকে) তাদের আমল দেখাবেন হতাশা নিরাশা আর দুঃখের কারণ হিসেবে। আর তারা কখনো বের হতে পারবেনা আগুন থেকে।

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً
فَنَنْتَبِهَا مِنْهُمْ كَمَا تَنْتَبِئُونَ مِمَّا كَذَبْتُمْ
يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَاءَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَ
مَأْتُهُمْ بِخُرُجَيْنِ مِنَ النَّارِ ۝

১৬৮. হে মানবকুল! তোমরা পৃথিবীর সেসব খাদ্য আহার করো, যেগুলো হালাল এবং ভালো। তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। কারণ, সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا
طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

১৬৯. সে তো তোমাদের নির্দেশ দেয় কেবল নিকৃষ্ট-নোংরা এবং ফাহেশা কাজ করার। সে আরো নির্দেশ দেয়, তোমরা যেনো আল্লাহ্র প্রতি এমন সব কথা আরোপ করো, যেগুলোর জ্ঞান তোমাদের নেই।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ ۖ وَأَن
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

১৭০. যখন তাদের বলা হয়: 'অনুসরণ-আনুগত্য করো আল্লাহ্র নাযিল করা বিধানের, তখন তারা বলে: 'না, বরং আমরা চলবো সে পথে, যে পথে চলেছেন আমাদের বাপ-দাদারা।' (এ কেমন ব্যাপার!) তাদের বাপ-দাদারা যদি কোনো প্রকার আকল খাটিয়ে না থাকে এবং হিদায়াতের পথে চলে না থাকে, তারপরও কি তারা তাদেরই অনুসরণ করবে?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ
قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ ۝

১৭১. যারা আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাদের উপমা হলো ঠিক তেমনি, যেমন একজন রাখাল (তার পশুদের কিছু নির্দেশ দিয়ে) ডাকে, অথচ তারা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায়না। আসলে এরা বধির, বোবা, অন্ধ, তাই তাদের আকল-বুদ্ধি কাজ করেনা।

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ
بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ
بُكْمٌ عُيٌّ فَهُمْ لَا يَعْْقِلُونَ ۝

১৭২. হে লোকেরা! যারা ঈমান এনেছো! আমি তোমাদের যেসব ভালো-পবিত্র রিযিক দিয়েছি তোমরা (শুধুমাত্র) সেগুলো থেকেই খাও এবং আল্লাহ্র শোকার আদায় করো, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে থাকো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ ۝

১৭৩. তিনি তোমাদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন: মৃত (পশুপাখি), (প্রবাহিত) রক্ত, শুয়োরের মাংস এবং যেসব (পশু-পাখি) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ্ (বলি) করা হয়েছে সেগুলো। তবে কেউ যদি (প্রয়োজনের তাকিদে) বাধ্য হয়ে (এ ধরনের কিছু খায়) ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা ছাড়া এবং সীমালংঘন না করে, তবে তার পাপ হবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল অতীব দয়াবান।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعْنِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَلَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১৭৪. আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং তার বিনিময়ে সামান্য (পার্থিব) স্বার্থ ক্রয় করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ভক্ষণ করেনা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথাও বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১৭৫. এরাই তারা, যারা সঠিক জীবন পদ্ধতির বিনিময়ে ক্রয় করেছে ভ্রান্ত জীবন পদ্ধতি এবং মাগফিরাতের বিনিময়ে আযাব। আগুনের আযাব সইবার ব্যাপারে কতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারা!

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْغَفْوَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝

১৭৬. এসব কিছুর কারণ হলো, আল্লাহ সত্য ও বাস্তবতা সহকারে আল কিতাব পাঠিয়েছেন, আর সেই কিতাব নিয়ে যারা মতভেদ সৃষ্টি করেছে, তারা কিতাবের সাথে বিরোধে লিপ্ত হয়ে অনেক দূরে সরে গেছে (সত্য থেকে)।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

ককু
২১

১৭৭. পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে (প্রকৃত পক্ষে) কোনো পুণ্য নেই। বরং পুণ্য তো হলো: মানুষ ঈমান আনবে এক আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের (আখিরাতের) প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহর কিতাব এবং নবীদের প্রতি; আর তাঁর (আল্লাহর) ভালোবাসায় মাল-সম্পদ দান করবে আত্মীয়-স্বজনদের, এতিমদের, মিসকিনদের, পথিক-পর্যটকদের, সাহায্যপ্রার্থীদের এবং মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তির কাজে; আর সালাত কয়েম করবে, যাকাত প্রদান (পরিশোধ) করবে; তাহাড়া প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণকারী হবে এবং অর্ধসংকট, দুঃখ-কষ্ট ও সত্য মিথ্যার সংগ্রামে সবার অবলম্বনকারী হবে। -মূলত এরাই (তাদের ঈমান ও ইসলামের দিক থেকে) সত্যবাদী এবং এরাই (প্রকৃত) মুতাকি।

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

১৭৮. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের জন্যে হত্যা (মামলার) বিধান লিখে দেয়া হলো কিসাস। স্বাধীন ব্যক্তি হত্যা করে থাকলে সেই ব্যক্তিরই মৃত্যুদণ্ড হবে। কোনো দাস হত্যাকারী (প্রমাণিত) হলে মৃত্যুদণ্ড সেই দাসেরই হবে। কোনো নারী হত্যাকারী (প্রমাণিত) হলে মৃত্যুদণ্ড সেই নারীকেই দিতে হবে। তবে কোনো (হত্যাকারী) ব্যক্তির সাথে তার ভাইয়ের (নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর) পক্ষ থেকে কোমল ব্যবহার (মৃত্যুদণ্ড ক্ষমা) করা হলে তার (হত্যাকারীর) জন্যে অপরিহার্য হবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী (ধার্যকৃত/দাবিকৃত) রক্তপণ সততার সাথে তাকে প্রদান করা। তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এটা একটা লাঘব এবং অনুকম্পা। কিন্তু এরপরও যদি কেউ সীমালংঘন করে, তার জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ ۖ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُتِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১৭৯. তোমাদের জন্যে কিসাস (বিধান)-এর মধ্যেই রয়েছে জীবন (-এর নিরাপত্তা) হে বুদ্ধি বিবেক ওয়ালা লোকেরা! আশা করা যায়, তোমরা (এ আইনের প্রতি অবজ্ঞা করা থেকে) বিরত থাকবে।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

১৮০. তোমাদের কোনো ব্যক্তির যখন মৃত্যুর সময় হাজির হয় এবং সে যদি অর্থ-সম্পদ রেখে যেতে থাকে, তাহলে বাবা-মা এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্যে অসিয়ত করে যাবার বিধান তোমাদের জন্যে লিখে (ফরয করে) দেয়া হলো প্রচলিত যুক্তিসংগত নিয়মে। এটা মুত্তাকিদের একটা কর্তব্য।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

১৮১. কোনো ব্যক্তি তা শ্রবণ করার পর যদি তাতে রদবদল করে, তবে যারা রদবদল করবে, এর পাপ তাদের উপরই বর্তাবে। আল্লাহ অবশ্য সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী।

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

১৮২. তবে কেউ যদি অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায়ের আশংকা করে এবং সে কারণে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে সমঝোতা ও মীমাংসা করে দেয়, তাতে তার কোনো পাপ হবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوَصِّ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১৮৩. হে ঈমান আনা লোকেরা! তোমাদের জন্যে লিখে (ফরয করে) দেয়া হয়েছে সওম (রোযা), যেভাবে লিখে দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্বকাল লোকদের জন্যে, যাতে করে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

১৮৪. (সওম হলো) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের (বিধান)। তোমাদের কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয়, অথবা সফরে-ভ্রমণে থাকে, তাহলে সে যেনো অন্য সময় সেগুলো পূর্ণ করে দেয়। তবে এটা (সওম) যাদের অতিশয় কষ্ট দেয় (যেমন-বার্ধক্য, গর্ভাবস্থা বা চির রোগের কারণে), তাদের জন্যে (অবকাশ রয়েছে সওম পালন করার অথবা) সওমের পরিবর্তে 'ফিদিয়া' হিসেবে একজন মিসকিনকে আহার করানোর। তবে যে কেউ স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত কল্যাণের কাজ করবে, তা তার জন্যে কল্যাণকর। আর তোমরা যদি সওম পালন করো, সেটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, তোমরা যদি বিষয়টি অনুধাবন করতে!

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

১৮৫. রমযান মাস হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন, যা মানবজাতির জন্যে 'জীবন যাপনের ব্যবস্থা' এবং জীবন যাপন ব্যবস্থা হিসেবে সুস্পষ্ট, আর অকাটা মানদণ্ড। সুতরাং তোমাদের যে কেউ এ মাসের সাক্ষাত লাভ করবে, তাকে অবশ্য পুরো (রমযান) মাসটিতে সওম পালন করতে হবে। তবে কেউ রোগাক্রান্ত হলে, অথবা সফরে-ভ্রমণে থাকলে তাকে অন্য সময় সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যে (তাঁর বিধান) সহজ করে দিতে চান এবং তিনি তোমাদের জন্যে (তাঁর বিধান) কঠিন-কষ্টকর করতে চান না। (তিনি চান) তোমরা যেনো (সওমের) সংখ্যা পূর্ণ করো এবং তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করো আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

১৮৬. আমার দাসেরা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে সওয়াল (জিজ্ঞাসা) করে, (হে মুহাম্মদ! তুমি তখন তাদের বলো:) আমি তাদের নিকটেই আছি। কোনো আহবানকারী (বা) দোয়া-প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাক ও দোয়া-প্রার্থনা শুনি এবং তাতে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও যেনো আমার আহবানে সাড়া দেয় (আমার হুকুম পালন করে) এবং আমার প্রতি ঈমান রাখে-যাতে করে তারা সঠিক পথে পরিচালিত হয়।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

১৮৭. সওম পালনের রাত্রে স্ত্রী সহবাস করা তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হলো। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানেন, তোমরা নিজেরা নিজেদের সাথে থিয়ানত করেছিলে। এখন তিনি

أَحَلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثَ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ

তোমাদের তওবা কবুল করে নিয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে (সওমের রাত্রে) তোমরা তাদের সাথে সহবাস করো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্যে যা বিধিবদ্ধ করেছেন তার সন্ধান করো। আর পানাহার করতে থাকো যতোক্ষণ না তোমাদের কাছে রাতের কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে। তারপর সওম পূর্ণ করো রাতের আগমন পর্যন্ত। আর মসজিদে ইতেকাফ অবস্থায় থাকাকালে তোমরা স্ত্রী সহবাস করোনা। এগুলো হলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং (লংঘনের উদ্দেশ্যে) এগুলোর কাছেও যেওনা। এভাবেই আল্লাহ তাঁর তাঁর আইন-বিধান ও হালাল-হারামের সীমারেখা বয়ান করেন মানুষের জন্যে, যাতে করে তারা সতর্কতা অবলম্বন করে।

أَنفُسُكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُمْ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

১৮৮. তোমরা নিজেদের একে অপরের মাল-সম্পদ খেয়োনা বাতিল (অন্যায়-অবৈধ) প্রক্রিয়ায় এবং জেনে বুঝে মানুষের মাল সম্পদের কিছু অংশ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে শাসকদের সামনে উপস্থাপন করোনা।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾

১৮৯. তারা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে সওয়াল (প্রশ্ন) করছে। তুমি বলো: 'এগুলো (চাঁদের ছোট বড় হওয়া এবং নতুন করে উদিত হওয়া) সময়ের মেয়াদ নির্ধারক চিহ্ন মানুষের জন্যে এবং হজ্জের জন্যে।' আর তোমরা যে ঘরের পেছন দিয়ে ঘরে প্রবেশ করছো তাতে কোনো পুণ্য বা কল্যাণ নেই। বরং পুণ্য আর কল্যাণ তো রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্যে যে তাকওয়া অবলম্বন করে। সুতরাং তোমরা ঘরসমূহে প্রবেশ করো সেগুলোর (সদর) দরজা দিয়ে এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে করে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٩﴾

১৯০. আর তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো এসব লোকদের বিরুদ্ধে, যারা যুদ্ধ করছে তোমাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তোমরা সীমালংঘন করোনা। কারণ, আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٦٠﴾

১৯১. যেখানেই তাদের সাথে মোকাবেলা হয় তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাও এবং তাদের বহিষ্কার করো যেখান থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কার করেছে। ফেতনা সৃষ্টি করা হত্যার চাইতেও গুরুতর অপরাধ। মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করোনা, যতোক্ষণ না

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ

তারা সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। হ্যাঁ, তারা যদি (সেখানে) তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদের হত্যা করো। এভাবেই কফিরদের যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে হয়।

فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝

১৯২. কিন্তু তারা যদি বিরত থাকে, তবে অবশ্যি আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

১৯৩. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যতোদিন না ‘ফিতনা’ বিলুপ্ত হয় এবং দীন (ইবাদত ও আনুগত্য) আল্লাহর জন্যে (একক ও নিরঙ্কুশভাবে) নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তবে তারা যদি বিরত হয়, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র যালিমদের ছাড়া আর কারো বিরুদ্ধে হাত বাড়ানো সংগত নয়।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

১৯৪. হারাম মাসের বিনিময় হারাম মাস এবং নিষিদ্ধ কাজের বিধান হলো কিসাস। সুতরাং কেউ যদি হারাম মাসসমূহের পবিত্রতা লংঘন করে তোমাদের আক্রমণ করে, তবে তোমরাও অনুরূপ আক্রমণ করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকিদের পক্ষেই আছেন।

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝

১৯৫. তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করোনা। ভালো কাজ করো, যারা ভালো কাজ করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

১৯৬. তোমরা যথাযথভাবে হজ্জ ও উমরা পালন করো আল্লাহর উদ্দেশ্যে। কিন্তু তোমরা যদি বাধাগ্রস্ত হও, তবে কুরবানি করো সহজ লভ্য পশু। কুরবানির পশু যথাস্থানে পৌঁছার আগ পর্যন্ত মাথা মুন্ডণ করোনা। তোমাদের কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয়, কিংবা মাথায় কষ্ট অনুভব করে, তার কর্তব্য হলো সাওম, সাদকা বা কুরবানি দ্বারা ফিদিয়া প্রদান করা। অতপর তোমরা যখন নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের কেউ যদি হজ্জের পূর্বে উমরা করতে চায়, সে যেনো সামর্থ অনুযায়ী কুরবানি করে। কিন্তু যদি সে কুরবানির ব্যবস্থা করতে না পারে, তবে সে হজ্জের সময় তিনদিন সাওম পালন করবে এবং হজ্জ থেকে ফেরার পর সাতদিন -এই দশটি সে পূর্ণ করবে। এই বিধান ঐ ব্যক্তির জন্যে যার পরিবার পরিজন মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। অবশ্যি আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۖ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِأَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ۖ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۖ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

১৯৭. হজ্জের মাসগুলো সবারই জানা আছে। এ সময় যে ব্যক্তি হজ্জ করার ফায়সালা করবে, সে

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ

যেনো হজ্জের সময় জী সহবাস করা, পাপ কর্ম করা এবং ঝগড়া বিবাদ করা থেকে বিরত থাকে। তোমরা যা কিছু কল্যাণের কাজই করো, আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিও, নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। আর হে বুদ্ধি বিবেকের অধিকারী লোকেরা! তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো।

فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۝

১৯৮. তোমাদের কোনো দোষ হবেনা (হজ্জের সময়) যদি তোমরা তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ (ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকার) সন্ধান করো। আরাফাত থেকে যখন তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে, তখন (পথিমধ্যে) মাশআরুল হারামের কাছে যাত্রা বিরতি করে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং যেভাবে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। যদিও ইতোপূর্বে তোমরা ছিলে বিপথগামীদের অন্তরভুক্ত।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ۝

১৯৯. তারপর সেখান থেকে ফিরে আসো, যেখান থেকে ফিরে আসে অন্য সবমানুষ এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

২০০. এরপর যখন (হজ্জের) অনুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন করবে, তখন আল্লাহর কথা যিকির করো, যেভাবে যিকির করে আসছিলে তোমাদের পূর্ব পুরষদের কথা, বরং তার চাইতে অধিকতর যিকির করো। মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা বলে: ‘প্রভু! আমাদেরকে এই দুনিয়াতেই (আমাদের যা প্রাপ্য) দিয়ে যাও।’ -এ ধরনের লোকদের জন্যে আখিরাতে কোনো অংশ নেই।

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝

২০১. তাদের মধ্যে আবার এমন লোকেরাও আছে, যারা বলে (প্রার্থনা করে): ‘প্রভু! আমাদেরকে এই দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো, আর আমাদের রক্ষা করো আগুনের আযাব থেকে।’

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

২০২. এরাই হলো সেই সব (উত্তম) মানুষ, যাদের জন্যে তাদের উপার্জনের (কর্মের) ভিত্তিতে (উভয় স্থানেই) যথাযথ অংশ (প্রাপ্য) রয়েছে। আর আল্লাহ তো দ্রুত হিসাব সম্পন্নকারী।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

২০৩. আল্লাহকে যিকির করো নির্ধারিত দিনগুলোতে। তবে কেউ যদি তাড়াহুড়া করে (মিনা থেকে) দুইদিনের মধ্যে (মক্কায়) ফিরে আসে, তাতে তার পাপ হবেনা। আর যে বিলম্ব করবে তারও পাপ হবেনা। -এ অবকাশ তার জন্যে যে (আল্লাহর ভয়ে) নিজেকে মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করে চলবে। তোমরা আল্লাহকে ভয়

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا

করো। জেনে রাখো, তাঁরই কাছে করা হবে তোমাদের হাশর (সমবেত)।	اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١﴾
২০৪. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার কথাবর্তী তোমাকে চমৎকৃত করে এই দুনিয়ার জীবনে, আর (কথা বলার সময়) সে নিজের আন্তরিকতার ব্যাপারে বারবার আল্লাহকে সাক্ষী বানায়, অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো, সে (তোমার) সব শত্রুর বড় শত্রু।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢﴾
২০৫. সে যখন (তোমার নিকট থেকে) ফিরে যায়, জমিনে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং শস্য ক্ষেত আর মানুষ ও জীবজন্তুর বংশ নিপাতে তৎপর হয়। অথচ আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকে মোটেও পছন্দ করেন না।	وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٣﴾
২০৬. তাকে যখন বলা হয়: ‘আল্লাহকে ভয় করো’, তখন তার আত্মভ্রমিতা তাকে (অধিকতর) অপরাধে লিপ্ত করে। সুতরাং তার জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট এবং অতি নিকৃষ্ট বিশ্রামাগার সেটা।	وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَئِئِنْ لَبِثَ إِلَّا يَنْظُرُونَ ﴿٤﴾
২০৭. মানুষের মধ্যে এমন মানুষও আছে, যারা আল্লাহ সন্তুষ্টি কামনায় নিজের জান-প্রাণ বিক্রয় (সমর্পণ) করে দেয়। আল্লাহ তাঁর এই (ধরনের) দাসদের প্রতি অতিশয় কোমল-দয়াবান।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٥﴾
২০৮. হে ঈমান আনা লোকেরা! তোমরা (আত্মসমর্পণের মাধ্যমে) পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো ইসলামে এবং (জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই) শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। কারণ, সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦﴾
২০৯. তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ (রসূল এবং কিতাব) আসার পরও যদি (ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশের ক্ষেত্রে) তোমাদের ব্যত্যয় ঘটে, তবে জেনে রাখো, অবশ্যি আল্লাহ মহাশক্তিমান, মহাজ্ঞানী।	فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧﴾
২১০. তারা কি এই অপেক্ষায় আছে যে, আল্লাহ মেঘমালায় ছায়ায় ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে তাদের কাছে আসবেন এবং তখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে? অথচ সকল বিষয় (সিদ্ধান্তের জন্যে) ফিরে আসবে আল্লাহর কাছেই।	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالنَّارِ ۚ وَقَدْ فُضِيَ الْأَمْرُ ۖ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ جَعَلَ الْأُمُورَ ﴿٨﴾
২১১. বনি ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করো, কতো যে সুস্পষ্ট প্রমাণ-নিদর্শন আমি তাদের দিয়েছিলাম! আল্লাহর নিয়ামত আসার পর যে (জাতি) তা বদল করে (কুফুরি গ্রহণ করে) তাকে আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান করে থাকেন।	سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمْ آتَيْنَهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۚ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٩﴾
২১২. যারা কুফুরির পথ অবলম্বন করে, তাদের	زَيَّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ

কাছে দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর-মুগ্ধকর বানিয়ে দেয়া হয়। তারা মুমিনদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ-তিরস্কার করে থাকে। কিন্তু যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, কিয়ামতের দিন তারাই এদের মোকাবেলায় উঁচু ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করবে। আল্লাহ যাকে চান অগণিত রিযিক দান করেন।

يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

২১৩. প্রথমে সব মানুষ ছিলো একই আদর্শের অনুসারী। অতপর আল্লাহ নবীদের পাঠাতে থাকেন সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে। তাদের সাথে সত্য ও বাস্তবতাসহ কিতাব নাযিল করেন, যাতে করে মানুষের মাঝে ফায়সালা করে দেয়া যায়, যেসব বিষয়ে তারা লিপ্ত হয়েছে মতভেদে। যাদেরকে তা (কিতাব) দেয়া হয়েছিল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ-নিদর্শন আসার পর কেবল পারস্পারিক বিদ্বেষ বশতই তারা সে বিষয়ে এখতেলাফ করেছে। তারপর তারা যে বিষয়ে এখতেলাফ (মতভেদ) করতো, সে বিষয়ে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে সঠিক পথ দেখিয়েছেন তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে। আল্লাহ যাকে চান, সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنْزِلَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِيُخَكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

২১৪. নাকি তোমরা ধরে নিয়েছো, তোমরা (অতি সহজেই) জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের পূর্বে যারা ঈমানের পথে চলেছিল, তাদের উপর দিয়ে যে অবস্থা অতিবাহিত হয়েছিল, সে অবস্থা এখনো তোমাদের উপর আসেনি। তাদের উপর নেমে এসেছিল ক্ষুধা-দারিদ্র, দুঃখ কষ্ট এবং তারা প্রকম্পিত ও বিচলিত হয়ে উঠেছিল। এমনকি রসূল এবং তাঁর ঈমানদার সাথিরা বলে উঠেছিল: ‘মাতা নাসরুল্লাহ’ -কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? (তখন তাদের বলা হয়েছিল:)- ‘জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য খুবই নিকটে।’

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ النِّبَاسُ وَالْضَّرَآءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝

২১৫. তারা তোমার কাছে জানতে চায়, তারা কী-ব্যয় করবে? তুমি বলো: তোমরা উত্তম যা কিছুই ব্যয় করবে, তা করো বাবা-মার জন্যে, আত্মীয়-স্বজনের জন্যে এবং এতিম, মিসকিন ও পথিক-পর্যটকদের জন্যে। আর তোমরা জনকল্যাণের যে কাজই করোনা কেন, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْآقَرِبِينَ وَلِالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

২১৬. তোমাদের অপ্রিয় হলেও তোমাদের জন্যে যুদ্ধের বিধান লিখে (ফরয করে) দেয়া হলো। হতে পারে, তোমরা কোনো বিষয় অপছন্দ করো, অথচ (প্রকৃত পক্ষে) সেটা তোমাদের জন্যে

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

কল্যাণকর। আবার এমনো হতে পারে, তোমরা কোনো কিছু পছন্দ করছো, অথচ (মূলত) সেটা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর। ব্যাপার হলো আল্লাহ তো সবকিছু জানেন, কিন্তু তোমরা জানানো।

وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٧﴾

২১৭. হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা তোমার কাছে জানতে চায়। তুমি বলো: তাতে যুদ্ধ করা গুরুতর (অপরাধ)। কিন্তু আল্লাহর কাছে তার চাইতেও বড় অপরাধ হলো: মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দেয়া, আল্লাহর সাথে কুফুরি করা, (মুমিনদেরকে) মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া এবং হারামের (মস্কার) অধিবাসীদেরকে (তাদের ভূমি ও আবাস থেকে) বহিস্কার করা। আর জেনে রাখো, ফিতনা হত্যার চাইতেও গুরুতর অপরাধ। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে লড়াই চালিয়ে যাবেই, যতোদিন না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হয়। আর তোমাদের যে কেউ নিজের দীন (ইসলাম) ত্যাগ করে (কুফুরিতে) ফিরে যাবে এবং কাফির অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়া এবং আখিরাতে তার সমস্ত আমল হয়ে যাবে নিষ্ফল। তারা হবে আগুনের অধিবাসী, তাতেই থাকবে তারা চিরকাল।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَزِدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَزِدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَنْ فَتِنَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٨﴾

২১৮. (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে, এরাই আশা করে (করতে পারে) আল্লাহর রহমত। আল্লাহ (তাদের ব্যাপারে) অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালব।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٩﴾

২১৯. তারা তোমার কাছে জানতে চায় মদ এবং জুয়া সম্পর্কে। তুমি বলো: ‘এ দুটোতেই রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্যে (কিছু) উপকার। তবে এগুলোর উপকারের চাইতে পাপ গুরুতর। তারা তোমার কাছে আরো জানতে চায়, তারা (আল্লাহর পথে) কী ব্যয় করবে? তুমি বলো: ‘প্রয়োজনের অতিরিক্তটা।’ এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তাঁর বিধানসমূহ, যাতে করে তোমরা চিন্তাভাবনা করো-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢٠﴾

২২০. দুনিয়া এবং আখিরাতে নিয়ে। তারা তোমার কাছে আরো জানতে চাইছে এতিমদের ব্যাপারে। তুমি বলো: তাদের অর্থ সম্পদের ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করাই উত্তম। তোমরা যদি তোমাদের সহায়-সম্পদের সাথে তাদের সহায়-সম্পদ যৌথ ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসো, তাতেও দোষ নেই। কারণ, তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন কে কল্যাণকামী আর কে

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

অনিষ্টকারী। আল্লাহ চাইলে এ ব্যাপারে তোমাদের অবশ্য কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

لَاَعْتَنَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

২২১. তোমরা নিকাহ (বিয়ে) করোনা মুশরিক নারীদের যতোক্ণ না তারা ঈমান আনে। তোমাদের মুখ্কারী সম্ভ্রান্ত মুশরিক নারীর চাইতে একজন মুমিন দাসীও অনেক উত্তম। আর মুশরিক পুরুষদের কাছে তোমাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়োনা যতোক্ণ না তারা ঈমান আনে। তোমাদের মুখ্কারী সম্ভ্রান্ত মুশরিক পুরুষের চাইতে একজন মুমিন দাসও অনেক উত্তম। তারা (মুশরিকরা) তোমাদের আহবান জানায় আঙনের দিকে। আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদের আহবান জানাচ্ছেন জান্নাত আর মাগফিরাতের (ক্ষমার) দিকে। আর তিনি নিজের আয়াত সমূহ মানুষের জন্যে পরিষ্কার করে বয়ান (বর্ণনা) করেন, যাতে করে তারা উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۚ وَلَآ مَآءَ مُؤْمِنَةٍ حَتَّىٰ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْبَبْتُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْبَبَكُمْ ۚ وَلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَ يُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

২২২. তারা তোমার কাছে জানতে চায়, হয়েয (নারীদের মাসিক ঋতুস্রাব) সম্পর্কে। তুমি বলো: এটা একটা অশুচি ও অহিতকর অবস্থা। সুতরাং হয়েয চলাকালে স্ত্রী সহবাস থেকে দূরে থাকো এবং যতোক্ণ না তারা পবিত্র হয়, ততোক্ণ পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাস করোনা। অতপর তারা যখন পবিত্র-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদের কাছে আসবে ঠিক সেভাবে, যেভাবে আসতে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন, ভালোবাসেন পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনকারীদের।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ قُلْ هُوَ أَذَىٰ ۚ فَاعْتَزِلُوا الدِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۚ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত, সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যাও যেভাবে ইচ্ছা। তোমরা অগ্রিম পাঠাও নিজেদের জন্যে (ভালো কাজ)। আর আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে বেঁচে থাকো। জেনে রাখো, অবশ্য তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে। (হে নবী!) মুমিনদের সুসংবাদ দাও।

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۚ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَالْعَمَلُ الَّذِي أَتَاكُمْ مِّنْ لَّدُنْهُ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

২২৪. ভালো কাজ না করা, মন্দ কাজ থেকে আত্মরক্ষা না করা এবং মানুষের মাঝে সন্ধি-সমঝোতা না করে দেয়ার শপথ করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম ব্যবহার করোনা। আল্লাহ সবই শোনেন এবং সবই জানেন।

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

২২৫. তোমাদের (অনিচ্ছাকৃত) নিরর্থক শপথের জন্যে আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না।

لَا يُوْأْخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ۚ

কিন্তু তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্যে (ইচ্ছাকৃত শপথের জন্যে) তোমাদের দায়ী করবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল।

لَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

২২৬. যেসব লোক নিজ স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখবেনা বলে শপথ করে, তাদের অবকাশ চার মাস। কিন্তু (এর মধ্যে) যদি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়, তবে অবশ্যি আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়াদান।

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

২২৭. আর যদি তারা তালাক দেয়ার সিদ্ধান্তই নেয়, তবে (তারা জেনে রাখুক) অবশ্যি আল্লাহ সবকিছু শোনে এবং সবকিছু জানেন।

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

২২৮. তালাকপ্রাপ্ত নারী নিজেকে তিনটি মাসিক অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত (বিয়ে থেকে) বিরত রাখবে। তারা যদি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তবে তাদের গর্ভে আল্লাহ কোনো কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা গোপন করা তাদের জন্যে হালাল (বৈধ) নয়। তাদের স্বামীরাই বেশি অধিকার রাখে এই অবকাশ (ইদত) কালে তাদের ফিরিয়ে নিতে, যদি তারা পুন সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। (স্বামীর) উপর নারীর তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে, যেমন আছে তার উপর (তার স্বামীর)। তবে (দায়িত্ব-কর্তব্যের দিক থেকে) তাদের উপর পুরুষদের একটি মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ সর্বময় শক্তিমান মহাপ্রজ্ঞাময়।

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَبَعَثُنَّ بِحُرْمَتِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ جَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٩﴾

রুকু
২৮

২২৯. তালাক দুইবার। তারপর হয় স্ত্রীকে প্রচলিত ন্যায়সংগত নিয়মে রাখবে, নতুবা বিদায় করলে সদয় পদ্ধতিতে বিদায় করবে। তোমরা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো, বিদায়কালে সেখান থেকে কোনো কিছু ফেরত গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে বৈধ নয়, তবে তারা দুজনই যদি আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর আইন মেনে একত্রে জীবন যাপন করতে পারবেনা। আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আশংকা করে তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবেনা, সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি কিছু বিনিময় দিয়ে স্বামীর থেকে বিচ্ছেদ লাভ করতে চায়, তাতে কোনো দোষ নেই। এগুলো আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমারেখা। তোমরা এগুলো লঙ্ঘন করোনা। যারা আল্লাহর নির্ধারণ করে দেয়া সীমারেখা লংঘন করে, তারা যালিম।

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣٠﴾

২৩০. তারপর স্বামী যদি তার স্ত্রীকে (তৃতীয় বারও) তালাক দেয়, তবে ঐ স্ত্রী আর তার জন্যে হালাল হবেনা। অবশ্য সে (তালাকপ্রাপ্ত)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

যদি অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করে এবং সে (পুরুষ) যদি তাকে তালাক দেয়, সেক্ষেত্রে তাদের পুন বিয়েতে দোষ নেই, যদি তারা মনে করে তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, তিনি এগুলো বর্ণনা করছেন সেইসব লোকদের জন্যে যারা জ্ঞান রাখে।

عَلَيْهِنَّ أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٠١﴾

২৩১. তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, তারপর তারা যখন ইদত পূর্ণ করার কাছাকাছি পৌঁছুবে, তখন হয় ন্যায়সংগতভাবে তাদের (স্ত্রী হিসেবে) রেখে দাও, নয়তো ন্যায়সংগতভাবে মুক্ত করে দাও। কিন্তু ক্ষতি করা ও কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের আটকে রেখোনা। এমনটি করলে সেটা হবে তোমাদের সীমালংঘন। এমনটি যে করে সে নিজের প্রতিই যুলুম করে। তোমরা আল্লাহর আয়াত (বিধান) কে বিদ্রোপের বস্তু বানিয়োনা। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। তিনি তোমাদের প্রতি যে কিতাব এবং হিকমা নাযিল করেছেন, তিনি তোমাদের তা মেনে চলার উপদেশ দিচ্ছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞাত।

وَ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
وَ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٠٢﴾

২৩২. তোমরা স্ত্রীদের (দুই) তালাক দেয়ার পর যখন তারা ইদত পূর্ণ করে নেয়, তখন তাদেরকে তাদের স্বামীদের পুনরায় বিয়ে করতে বাধা দিয়োনা, যদি তারা ন্যায়সংগত পদ্ধতিতে পরস্পরকে বিয়ে করতে রাজি হয়। এগুলো সেই ব্যক্তির জন্যে উপদেশ, যে আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে। এটাই তোমাদের জন্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও পবিত্র পন্থা। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানোনা।

وَ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا
تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ
بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْوَاجُكُمْ وَ أَظْهَرُ اللَّهُ
يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠٣﴾

২৩৩. মায়েরা তাদের বাচ্চাদের বুকের দুধ পান করাতে পূর্ণ দুই বছর। এই বিধান তার জন্যে যে পিতা দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। এক্ষেত্রে বাচ্চাদের পিতার দায়িত্ব হবে বাচ্চাদের মায়ের খাওয়া পরার ব্যয় ভার বহন করা ন্যায়সংগত পরিমাণে। কারো উপর তার সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপানো ঠিক নয়। কোনো মাকে তার বাচ্চার কারণে কষ্ট দেয়া যাবেনা, কোনো পিতাকেও তার বাচ্চার কারণে কষ্ট দেয়া যাবেনা। (বাচ্চার পিতার অবর্তমানে স্তন্যদানকারী মায়ের প্রতি) ওয়ারিশদের দায়িত্ব কর্তব্য তার (পিতার)

وَ الْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ
عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَ لَا مَوْلُودٌ لَهُ
بَوْلُهَا وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ

অনুরূপ। কিন্তু তারা উভয় পক্ষ যদি পারস্পারিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ করতে চায়, তবে তাতে তাদের কোনো অপরাধ হবেনা। আর তোমরা যদি দুধ মা দ্বারা তোমাদের বাচ্চাদের দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোনো দোষ হবেনা। তবে শর্ত হলো, পরস্পর সম্মত বিনিময় ন্যায়সংগতভাবে তাকে পরিশোধ করতে হবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, অবশ্যি আল্লাহ তোমাদের কর্মের উপর দৃষ্টি রাখেন।

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿৩০৮﴾

২৩৪. তোমাদের যারা স্ত্রী রেখে মারা যাবে, তাদের স্ত্রীরা (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যে) চারমাস দশদিন অপেক্ষা করবে। তারপর যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন তারা প্রচলিত ন্যায়সংগত পন্থায় নিজেদের ব্যাপারে (বিয়ে করা বা না করার) যে সিদ্ধান্তই নিতে চায় নিতে পারবে, তাতে তোমাদের কোনো দোষ (দায়দায়িত্ব) নেই। আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে খবর রাখেন।

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿৩০৯﴾

২৩৫. (ইদ্দত চলাকালে বিধবা) নারীদের তোমরা ইশারা-ইংগিতে বিয়ের প্রস্তাব প্রদান করলে, কিংবা মনের ভেতরে তাদের বিয়ে করার কথা গোপন করে রাখলে তোমাদের কোনো দোষ হবেনা। আল্লাহ জানেন, তাদের কথা তোমাদের মনে উদয় হবেই। কিন্তু গোপনে তাদেরকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়োনা। তবে প্রচলিত সমর্থিত পন্থায় কথাবার্তা বলতে পারবে। নির্দিষ্ট সময় (ইদ্দতকাল) পার না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের আক্দ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়োনা। জেনে রাখো, তোমাদের অন্তরে কী আছে তা আল্লাহ জানেন। তাই তাঁকে ভয় করে চলো। একথাও জেনে রাখো, কেউ ভুল করার পর ক্ষমা চাইলে অবশ্যি আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤْأَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاخْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿৩১০﴾

রুকু
৩০

২৩৬. সহবাস করার পূর্বে এবং মোহরানা ধার্য না করা অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে তোমাদের কোনো পাপ হবে না। কিন্তু (এ ধরণের তালাকের ক্ষেত্রে) অবশ্যি তাদেরকে কিছু অর্থ-সামগ্রী দেবে। সচ্ছল ব্যক্তি দেবে তার (আর্থিক) সচ্ছলতা অনুযায়ী, আর দরিদ্র ব্যক্তি দেবে তার সামর্থ অনুযায়ী প্রচলিত নিয়ম ও যুক্তি সংগত পরিমাণ। এটা কল্যাণপরায়নদের উপর আরোপিত একটা কর্তব্য।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿৩১১﴾

২৩৭. স্ত্রীর মোহরানা ধার্য করা হয়েছে, কিন্তু

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

যদি সহবাস করার পূর্বেই তালাক দিয়ে ফেলে থাকো, সেক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহরানার অর্ধেক তাকে দিতে হবে যদি না স্ত্রী দয়াপরবশ হয় (ক্ষমা করে দেয়), কিংবা যার হাতে বিবাহের রশি সে (স্বামী) দয়াপরবশ হয় (অর্থাৎ পুরো মোহরানা দিয়ে দেয়)। তোমরা দয়াপরবশ হও, এটাই তাকওয়ার জন্যে নিকটতম। তোমরা পরস্পরের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ ও সহৃদয়তার কথা ভুলে থেকোনা। আল্লাহ অবশ্য তোমাদের কার্যক্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي
بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٦

২৩৮. তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যম সালাত (আদায়)-এর প্রতি, এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাঁড়াও বিনীত হয়ে।

حُفُّوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَ
قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٢٧

২৩৯. তোমরা যদি ভয় ও আতংকের মধ্যে থাকো, সেক্ষেত্রে তোমরা পায়ে হাঁটা কিংবা যানবাহনে আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করো। আর যখন নিরাপদ অবস্থায় থাকবে, তখন আল্লাহকে যিকির (সালাত আদায়) করবে সেভাবে, যেভাবে করতে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং যে পদ্ধতি ইতোপূর্বে তোমাদের জানা ছিলনা।

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا
أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢٨

২৪০. তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে যাচ্ছে অবস্থায় নিজের মৃত্যু আসন্ন অনুভব করবে, স্ত্রীদের জন্যে এক বছরের খোরপোষ ও বাসস্থানের অসিয়ত করে যাওয়া তাদের কর্তব্য তাদেরকে বের করে না দিয়ে। তবে তারা (স্ত্রীরা) নিজেরাই যদি চলে যায়, সেক্ষেত্রে তারা প্রচলিত বিধি মোতাবেক নিজেদের ব্যাপারে যা কিছু করুক, তাতে তোমাদের কোনো দোষ হবেনা। আল্লাহ সর্বময় কর্তৃত্বশালী, মহাবিজ্ঞ।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٩

২৪১. আর যেসব নারীকে তালাক দেয়া হয়, তাদেরকেও প্রচলিত সংগত পরিমাণ অর্থ-সামগ্রী দেয়া উচিত। এটা মুত্তাকিদের একটা কর্তব্য।

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ ٣٠

রুকু
৩১

২৪২. এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াত (আইন-বিধান) পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন, যাতে করে তোমরা অনুধাবন করো।

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ٣١

২৪৩. ঐ লোকদের ব্যাপারে কি ভেবে দেখেছো, যারা হাজার হাজার লোক মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল? তারপর আল্লাহ তাদের বলেছিলেন: ‘মরে যাও।’ এর পর তিনি আবার তাদের জীবিত করেন। মূলত, আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহপরায়াণ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাঁর শোকর আদায় করেনা।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ
هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ
مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٢

২৪৪. তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো আর জেনে রাখো, অবশ্য আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

২৪৫. কে আছে আল্লাহকে ‘করযে হাসানা’ (উত্তম নি:স্বার্থ ঋণ) প্রদান করবে, তারপর তিনি তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে তাকে ফেরত দেবেন? আল্লাহই (কারো অর্থনৈতিক অবস্থা) সম্প্রসারিত করেন আর (কারো অবস্থা) সংকুচিত করেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

২৪৬. তুমি কি মূসার পরবর্তী বনি ইসরাঈল সরদারদের আচরণটা ভেবে দেখেছো? তারা যখন তাদের একজন নবীকে বলেছিল: ‘আমাদের জন্যে একজন রাজা নিযুক্ত করুন যাতে করে আমরা (তার নেতৃত্বে) আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি।’ সে বললো: ‘এমনটি তো হবেনা যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধ ফরয হলো, অথচ তোমরা যুদ্ধে গেলেনা?’ তারা বললো: ‘কেন আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধে যাবোনা, অথচ আমাদেরকে আমাদের ঘরবাড়ি এবং সন্তান সন্ততি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে?’ তারপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ ফরয করে দেয়া হলো, তখন তাদের অল্প কিছু লোক ছাড়া বাকি সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। আল্লাহ যালিমদের অবস্থা বিশেষভাবে অবহিত।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ لَهُمْ ائْتِنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

২৪৭. তাদের নবী (শামাবিল) তাদের বলেছিল: ‘আল্লাহ তালুতকে তোমাদের নবী নিযুক্ত করেছেন।’ তারা বললো: ‘আমাদের উপর সে কিভাবে রাজত্ব লাভ করবে? তার চাইতে রাজত্ব লাভের অধিক হকদার তো আমরা। তাছাড়া সেতো অর্থনৈতিক ভাবেও সামর্থবান নয়।’ সে (শামাবিল) বললো: ‘আল্লাহ তোমাদের উপর তাকেই (রাজা) মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানগত ও দৈহিকভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ যাকে চান তাকে তাঁর রাজত্ব প্রদান করেন। আর আল্লাহ নিজ সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণের জন্যে যথেষ্ট ও সর্বজ্ঞানী।’

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

২৪৮. তাদের নবী (শামাবিল) তাদের আরো বলেছিল: তার (তালুতের) রাজত্ব লাভের নিদর্শন হলো: ‘তার রাজত্বকালে তোমরা সেই সিঁধুকটি ফেরত পাবে, যাতে রয়েছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে প্রশান্তি, রয়েছে মূসা ও হারুণের পরিবারের পরিত্যক্ত

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

রুকু
৩২

বরকতময় আসবাব পত্র। সেটি বহন করে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা মুমিন হয়ে থাকলে এটা তোমাদের জন্যে অবশ্যি নিদর্শন।’

২৪৯. তারপর তালুত যখন সেনাবাহিনী নিয়ে (জেরুজালেম বিজয়ের উদ্দেশ্যে) বের হলো, তাদের বললো: ‘আল্লাহ (সামনেই) একটি নদীতে তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে তার পানি পান করবে, সে আমার দলভুক্ত থাকবেনা; আর যে তার পানি দিয়ে পিপাসা নিবৃত্ত করবেনা, সে-ই থাকবে আমার দলভুক্ত; তবে কেউ শুধু এক আধ আঁজলা পান করলে সেও থাকতে পারবে আমার দলভুক্ত।’ কিন্তু তাদের অল্প কিছু লোক ছাড়া বাকিরা আকণ্ঠ পান করলো নদীর পানি। তারপর সে এবং তার ঈমানের দাবিদার সাথিরা যখন নদী পার হয়ে এলো, তারা (তালুতকে) বললো: ‘আজ জালুত এবং তার সেনাদলের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই।’ কিন্তু আল্লাহর সাথে একদিন তো সাক্ষাত হবেই- এ বিশ্বাস যাদের ছিলো, তারা বললো: ‘আল্লাহর হুকুমে ক্ষুদ্র সেনাদল শক্তিশালী বৃহৎ সেনাদলকে পরাজিত করেছে - এমন ঘটনা বহুবারই ঘটেছে।’ আল্লাহ সবার (দৃঢ়তা) অবলম্বনকারীদের সাথেই থাকেন।

২৫০. আর তারা যখন যুদ্ধের জন্যে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হলো, দোয়া করলো: ‘আমাদের প্রভু! আমাদের দৃঢ়তা দান করো, আমাদের কদমকে মজবুত রাখো এবং এই কাফির লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।’

২৫১. অতএব, তারা আল্লাহর হুকুমে তাদের পরাস্ত করলো এবং দাউদ হত্যা করলো জালুতকে। আর আল্লাহ তাকে (দাউদকে) দান করলেন রাজত্ব আর হিকমা (প্রজ্ঞা) এবং তাকে শিক্ষা দিলেন যা ইচ্ছা করলেন। আল্লাহ যদি মানব জাতির একটি দলকে আরেকটি দলের হাতে দমন না করতেন, তাহলে তো পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটে যেতো। কিন্তু আল্লাহ জগতবাসীর প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল।

২৫২. এগুলো আল্লাহর আয়াত (বাণী) আমরা তিলাওয়াত করছি যথাযথভাবে তোমার প্রতি এবং অবশ্যি তুমি রসূলদের একজন।

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٩﴾

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّقِمْوْا اللَّهَ كَمْ مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةً غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّثْ أَقْدَامَنَا وَ انصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥١﴾

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥٢﴾

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٣﴾

পারা
০৩

২৫৩. সেইসব রসূল, তাদের কিছু রসূলকে অন্য কিছু রসূলের উপর আমরা মর্যাদা দিয়েছি।

তাদের মধ্যে এমন (রসূল)ও আছে, যে আল্লাহর সাথে কথা বলেছে, আবার কাউকেও তিনি মর্যাদার দিক থেকে উপরে উঠিয়েছেন। এছাড়া মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আমরা প্রদান করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং তাকে সাহায্য করেছি ‘রুহুল কুদুস’ (জিবরাঈল) এর মাধ্যমে। আল্লাহ চাইলে রসূলদের পরের লোকেরা সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতোনা। কিন্তু (আল্লাহ জোরপূর্বক মানুষের মত এবং বিশ্বাস পরিবর্তন করেননা, তাই) তারা মতভেদে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের কিছু লোক ঈমান আনে, আর কিছু লোক কুফুরির পথ অবলম্বন করে। আল্লাহ চাইলে তারা পারস্পারিক লড়াইতে লিপ্ত হতোনা। কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা তিনি চান।

২৫৪. হে ঐ সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছো! তোমরা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো সেই সম্পদ থেকে, যা আমরা তোমাদের দান করেছি, (ব্যয় করো) সেই দিনটি আসার আগেই যেদিন অর্থের কোনো আদান-প্রদান থাকবেনা, বন্ধুতা থাকবেনা এবং থাকবেনা সুপারিশও। মূলত কাকিররাই হলো যালিম।

২৫৫. আল্লাহ, নাই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি অনন্তকাল সর্বসৃষ্টির ধারক ও রক্ষক। ঘুম কিংবা তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করেনা কখনো। মহাকাশ এবং এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। এমন কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সম্মুখে শাফায়াত করার সাধ্য রাখে? তিনি জানেন তাদের (মানুষের) সামনে-পেছনে (গোচরে-অগোচরে কিংবা ইহকালে-পরকালে) যা কিছু ঘটে এবং ঘটবে। তারা তিনি যতোটুকু চান তাছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত্ব করতে পারেনা। তাঁর কুরসি পরিব্যাপ্ত মহাকাশ এবং পৃথিবীতে। এগুলোর হিফাযত (ধারণ ও রক্ষণ) তাকে ক্লাস্ত করেনা। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বমহান।

২৫৬. দীন গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা ও বল প্রয়োগ নেই। সঠিক পথকে উজ্জ্বল-পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে সবচে মজবুত বিশ্বস্ত হাতলটিই আঁকড়ে ধরবে, যা কখনো ভেঙ্গে যাবার নয়। আর আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى

بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ
مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَ آيَدْنَاهُ بِرُوحِ
الْقُدُسِ ۚ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَ
الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَ لَكِنْ اخْتَلَفُوا
فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۚ وَ
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَلُوا ۚ وَ لَكِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

ককু
৩৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَ لَا
خُلَّةَ وَ لَا شَفَاعَةَ ۚ وَ الْكُفْرُونَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ۝

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا
تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَ لَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ
مَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا
خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضَ ۚ وَ لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ ۝

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ۚ لَا
انْفِصَامَ لَهَا ۚ وَ اللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ۝

কুরু
৩৪

২৫৭. যারা ঈমান আনে তাদের অলি হলেন আল্লাহ। তিনি তাদের বের করে আনেন অন্ধকাররাশি থেকে আলোতে। আর যারা কুফরির পথ অবলম্বন করে, তাগুতরা হলো তাদের অলি। তারা তাদেরকে টেনে নিয়ে আসে আলো থেকে অন্ধকাররাশিতে। মূলত এরাই হবে আসহাবুন নার (আগুনের অধিবাসী), সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

২৫৮. তুমি কি ঐ ব্যক্তির বিষয়টি লক্ষ্য করোনি, যে ইবরাহিমের সাথে বিতর্ক করছিল সে (ইবরাহিম) কাকে প্রভু মানে, তা নিয়ে? আর আল্লাহ তাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দিয়েছিলেন বলেই সে এ বিতর্কে লিপ্ত হয়। (ইবরাহিম কাকে প্রভু মানে -এ প্রশ্নের জবাবে) ইবরাহিম যখন বলেছিল: ‘আমার প্রভু তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।’ সে (নমরুদ) বললো: ‘(আমার রাজ্যে তো) আমিই জীবন (ভিক্ষা) দেই এবং মৃত্যু (দন্ড) দেই।’ ইবরাহিম বললো: ‘(আমার প্রভু) আল্লাহ সূর্যকে (ইরাকের) পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি সেটিকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো দেখি।’ একথা শুনে কাফিরটি হতভম্ব হয়ে গেলো। আল্লাহ সঠিক পথ দেখান না যালিম লোকদের।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

২৫৯. কিংবা ঐ ব্যক্তির বিষয়টি কি তুমি লক্ষ্য করোনি, যে অতিক্রম করছিল এমন একটি শহর যা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়ে পড়েছিল? (শহরটি দেখে) সে বললো: ‘হায়, এমন ধ্বংসের পর আল্লাহ কীভাবে এ (শহর) কে জীবিত করবেন?’ সুতরাং আল্লাহ তার মৃত্যু ঘটান এবং একশ বছর অতিবাহিত হবার পর তাকে পুনর্জীবিত করেন। তিনি (আল্লাহ) তাকে জিজ্ঞেস করেন: ‘বলতো কতো বছর (মৃত) পড়েছিলে?’ সে বললো: ‘একদিন বা একদিনের কিছু অংশ।’ তিনি বললেন: ‘না, বরং তুমি (এখানে মৃত) পড়েছিলে একশ বছর! তাকিয়ে দেখো, তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে, সেগুলো বিকৃত হয়নি আর তোমার গাধাটির প্রতিও তাকিয়ে দেখো। আমি এটা এজন্যে করেছি যে, আমি তোমাকে মানুষের পুনর্জীবন সম্পর্কে একটি নিদর্শন বানাতে চাই। আর হাড়গুলোর প্রতি তাকিয়ে দেখো, কিভাবে আমরা সেগুলোকে (পুন:) সংযোজিত করি এবং মাংস দিয়ে ঢেকে দেই?’ তারপর তার কাছে যখন সবকিছু স্পষ্ট হলো, তখন সে বলে উঠলো: ‘আমি জানি, অবশ্যি আল্লাহ সবকিছু করতেই সক্ষম সর্বশক্তিমান।

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى جِمَاركَ وَانْجَعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِئُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

২৬০. আর স্মরণ করো, ইবরাহিম যখন বলেছিল: ‘আমার প্রভু! তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করো, তা আমাকে দেখাও।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন: ‘তুমি কি বিশ্বাস করোনা?’ সে বললো: ‘জী হ্যাঁ, তবে (তা বাস্তবে দেখতে চাই) আমার মনের প্রশান্তি অর্জনের জন্যে।’ তিনি বললেন: ‘তাহলে চারটি পাখি সংগ্রহ করে নাও এবং সেগুলোকে (পোষ মানিয়ে) তোমার প্রতি অনুরক্ত বানিয়ে নাও। (তারপর সেগুলোকে টুকরা টুকরা করে কেটে) একেকটি অংশ একেক পাহাড়ে রেখে আসো। এবার তাদের ডাক দাও, দেখবে, তারা দ্রুত তোমার কাছে (উড়ে) আসবে। আর জেনে রাখো, অবশিষ্ট আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী।

وَ إِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِى الْمَوْتٰى ۖ قَالَ اَوْ لَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلٰى وَّ لٰكِنْ لَّيَظُنِّنَنَّ قَلْبِيْ ۖ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يٰٓاَتِيْنَكَ سَعْيًا ۚ وَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝۳

রুকু
৩৫

২৬১. যারা আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা হলো এরকম, যেমন, একটি (শস্য) বীজ (বপন করা হলো), সেটি বের করলো সাতটি শীষ, আর প্রতিটা শীষে উৎপন্ন হলো শত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে চান এমনি করে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণে একাই যথেষ্ট, সর্বজ্ঞানী।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَآءٍ ۚ فِى كُلِّ سَنَآءٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ ۚ وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝۴

২৬২. যারা আল্লাহর পথে তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তারপর সে ব্যয়ের (অনুগ্রহের) কথা বলে বেড়াইনা এবং এর দ্বারা কারো মনেও কষ্ট দেয়না, তাদের পুরস্কার (সংরক্ষিত) রয়েছে তাদের প্রভুর কাছে। তাদের কোনো ভয়ও থাকবেনা এবং দুঃখ-বেদনাও থাকবেনা।

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مِّنْآ وَّلَا اَدٰى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝۵

২৬৩. একটি সুন্দর কথা এবং ক্ষমা, দান করে দুঃখ দেয়ার চাইতে উত্তম। আল্লাহ সম্পদশালী এবং সহনশীল।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَّدَقَةٍ يَّتَّبَعُهَا اَدٰى ۚ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۝۶

২৬৪. হে ঈমানওয়ালা লোকেরা! দান করার পর খোটা দিয়ে এবং দুঃখ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির মতো নষ্ট নিষ্ফল করোনা, যে দান করে লোক দেখানোর জন্যে এবং আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখেনা। এ ধরনের দানকারীর উপমা হলো মসূন পাথর, যার উপর সামান্য মাটির আস্তর জমে, তারপর প্রবল বৃষ্টিপাত পাথরটিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখে যায়। এধরনের লোকেরা (দান খয়রাত করে) যে নেকি উপার্জন করে তার কিছুই ধরে রাখতে পারেনা। আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ লোকদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِاَلْمَنِّ وَ الْاَدٰى ۚ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَاِبِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۚ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۝۷

২৬৫. পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁর পুরস্কার লাভের আত্মবিশ্বাস নিয়ে তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা হলো এরকম, যেমন কোনো উঁচু ভূমিতে অবস্থিত একটি বাগান! তাতে বৃষ্টি হলো মৃষলধারে এবং তার ফলে তার ফলন হলো দ্বিগুণ। আর মৃষলধারে বৃষ্টিপাত না হলেও হালকা বৃষ্টিপাতই (তার ভালো ফলনের জন্যে) যথেষ্ট। আল্লাহ তোমাদের কর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيئًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْهُ أَكْثُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

২৬৬. তোমাদের কেউ কি এমনটি পছন্দ করবে যে তার থাকবে একটি সুফলা বাগান, সেটি পরিপূর্ণ থাকবে খেজুর আর আংগুরে, তাতে প্রবাহিত থাকবে অনেকগুলো বর্ণাধারা, থাকবে সব রকমের ফল ফ্রুট। তারপর এমন এক সময়ে অগ্নিবায়ু প্রবাহিত হয়ে বাগানটি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, যখন সে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত আর তার সন্তানগুলো দুর্বল-অপ্রাপ্ত বয়স্ক? আল্লাহ এভাবেই তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াত সমূহ বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা চিন্তা ফিকির করে উপলব্ধি করতে পারো।

أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

২৬৭. হে ঈমানওয়াল! লোকেরা! তোমরা ভালোটা ব্যয় করো তা থেকে, যা তোমরা উপার্জন করো এবং তা থেকেও যা আমরা ভূমি থেকে তোমাদের উৎপন্ন করে দেই। তোমরা তা থেকে নিকৃষ্ট অংশ ব্যয় করার সংকল্প করোনা। অথচ (নিকৃষ্ট অংশ) তোমাদের দেয়া হলেও তোমরা তা গ্রহণ করবেনা, তবে (নেয়ার সময়) তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকলে ভিন্ন কথা। জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রাচুর্যময় সপ্রশংসিত।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَسُّوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

২৬৮. শয়তান তোমাদের অভাব ও দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং ফাহেশা কাজ করার নির্দেশ দেয়। অথচ আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের। আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির অভাব পূরণকারী, সর্বজ্ঞানী।

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

২৬৯. তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন যাকে ইচ্ছা; আর যাকে হিকমা প্রদান করা হয়, তাকে দান করা হয় অব্যাহত কল্যাণ। তবে বুঝ-বুদ্ধিওয়াল লোকেরা ছাড়া উপদেশ গ্রহণ করেনা।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

২৭০. তোমরা যা কিছু ব্যয় করো এবং যা কিছু মানত করো (কী উদ্দেশ্যে করো), আল্লাহ অবশ্যি তা জানেন। আর (জেনে রাখো) যালিমদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী নেই।

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

২৭১. তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তবে তা ভালো। কিন্তু যদি দান করো গোপনে আর তা যদি দাও অভাবী লোকদের, তবে তা তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণকর। আর তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করে দেবেন। তোমরা যা করো, তিনি তার খবর রাখেন।

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

২৭২. মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব তোমার নয়; বরং আল্লাহ যাকে চান, সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তোমরা যে অর্থসম্পদ দান করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণকর। আর তোমরা তো আল্লাহর সম্ভ্রুতি কামনা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে দান করোনা। তোমরা (আল্লাহর সম্ভ্রুতি কামনায়) যে অর্থ-সম্পদই ব্যয় করোনা কেন, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি কোনো প্রকার অবিচার করা হবেনা।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝

২৭৩. সেইসব নিঃস্ব-অভাবী লোকেরা তোমাদের দান পাওয়ার অধিকারী, যারা আল্লাহর পথে নিজেদের পুরোপুরি ব্যাপ্ত করে রেখেছে, জমিনে ঘুরাঘুরি করে অর্থ উপার্জন করার সুযোগ পায়না। তাদের আত্মসম্মানবোধ দেখে অঙ্গ লোকেরা মনে করে তারা সচ্ছল। তাদের চেহারা দেখলেই তুমি তাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারবে। তারা কিছুতেই মানুষের কাছে হাত পাতেনা। মানব কল্যাণে তোমরা যা কিছুই ব্যয় করবে, তা অবশ্যি আল্লাহর এলোমে থাকবে।

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَبِيلِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

রক্কু
৩৭

২৭৪. যারা ব্যয় করে নিজেদের মাল সম্পদ (আল্লাহর পথে) রাত্রি এবং দিনে, গোপনে এবং প্রকাশ্যে, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রভুর কাছে। তাদের কোনো ভয়ও থাকবেনা, দুঃখ-বেদনাও থাকবেনা।

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

২৭৫. যারা সুদ (usury) খায়, (কিয়ামতের দিন) তারা দাঁড়াতে পারবেনা, তবে দাঁড়াতে ঐ ব্যক্তির মতো যে শয়তানের থাবায় পাগলামিতে উন্মত্ত। তাদের অবস্থা এরকম হবার কারণ, তারা বলে: ‘ব্যবসাও তো রিবার মতোই।’ অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল, আর রিবাকে করেছেন হারাম। যার কাছে তার প্রভুর (সুদ থেকে বিরত হবার) উপদেশ পৌঁছেছে এবং সে (সুদ থেকে) বিরত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে সে অতীতে যা খেয়েছে, তাতো খেয়েছেই। তার বিষয়টি দেখার দায়িত্ব আল্লাহর। কিন্তু যারা (সুদের) পুনরাবৃত্তি করবে, তারা হবে আগুনের অধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

২৭৬. আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং বৃদ্ধি ও বিকাশ করেন সাদাকা কে। আল্লাহ পছন্দ করেননা কোনো অকৃতজ্ঞ দুর্নীতিবাজ পাপিষ্ঠকে।

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

২৭৭. যারা ঈমান আনে, আমলে সালেহ করে, সালাত কয়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রভুর কাছে। তাদের কোনো ভয়ও থাকবেনা, দুঃখ বেদনাও থাকবেনা।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

২৭৮. হে ঈমানওয়ালা লোকেরা! আল্লাহকে ভয় করো এবং মানুষের কাছে তোমাদের যে সুদ পাওনা (বাকি) রয়ে গেছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা (সত্যিকার) মুমিন হয়ে থাকো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

২৭৯. তোমরা যদি তা (পরিত্যাগ) না করো, তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ করো। আর যদি অনুতপ্ত হয়ে (সুদ) পরিত্যাগ করো, তবে মূলধন ফেরত নেয়া তোমাদের জন্যে বৈধ। তোমরা যুলুম করোনা এবং যুলুমের শিকারও হয়োনা।

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُعُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَغْلِبُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

২৮০. ঋণগ্রহীতা যদি অভাবে থাকে, তবে সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে সময় দাও। কিন্তু অভাবী ঋণ গ্রহীতাকে যদি দান করে দাও, তবে সেটা তোমাদের জন্যেই কল্যাণকর, প্রকৃত ব্যাপার যদি তোমরা জানতে!

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

২৮১. তোমরা সেই দিনটিকে ভয় করো, যেদিন তোমাদের আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে এবং প্রত্যেককেই তার উপার্জনের (কৃতকর্মের) প্রতিদান পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তাদের প্রতি করা হবেনা কোনো প্রকার অবিচার!

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

২৮২. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে পরস্পরের মধ্যে ঋণ লেনদেন (চুক্তি) করবে, তা লিখিত করবে। তোমাদের কোনো লেখক যেনো তোমাদের মাঝে ন্যায্যসংগত ভাবে তা লিখে দেয়। কোনো লেখক যেনো তা লিখতে অস্বীকার না করে, যেমন আল্লাহ তাকে (লিখতে) শিখিয়েছেন। সুতরাং সে যেনো লিখে দেয়। লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে ঋণের দায়িত্ব বহনকারী (ঋণগ্রহীতা)। সে যেনো তার প্রভু আল্লাহকে ভয় করে এবং স্থিরকৃত কোনো কিছুই যেনো কমবেশি (কারচুপি) না করে। তবে ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয়ে থাকে এবং লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়ার যোগ্যতা না রাখে, তবে যেনো তার অভিভাবক ন্যায্যসংগতভাবে বিষয়বস্তু বলে দেয়। আর (এই লেনদেন চুক্তিতে) তোমাদের মধ্য থেকে দুজন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَمَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَمْنَحْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمْلِكَهُ فَلْيُمْلِكْهُ وَلْيُبَئِذٍ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن

পুরুষকে সাক্ষী রাখো। দুইজন পুরুষ পাওয়া না গেলে (সাক্ষী রাখো) একজন পুরুষ আর দুইজন নারীকে -যাতে (নারীদের) একজন ভুলে গেলে আরেকজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। সাক্ষী রাখবে এমন লোকদের, যাদের সাক্ষ্য তোমাদের (উভয় পক্ষের) নিকট গ্রহণযোগ্য। সাক্ষীদের যখন (সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে) ডাকা হবে, তখন তারা যেনো (সাক্ষ্য দিতে) অস্বীকার না করে। এই ঋণ ছোট বা বড় (পরিমাণের) হোক, তোমরা মেয়াদসহ তার (চুক্তিপত্র) লিখে রাখতে ক্লাস্ত-বিরক্ত হয়োনা। আল্লাহর কাছে (ধার এবং বাকি ক্রয়বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের) এটাই সবচেয়ে ন্যায্যসংগত পদ্ধতি, প্রমাণের দিক থেকেও এ পদ্ধতি সবচেয়ে নিখাদ, আর (পরস্পরের ব্যাপারে) সন্দেহ-সংশয় উদ্বেক না হবার ক্ষেত্রেও সবচেয়ে সহায়ক। তবে তোমরা পরস্পরের মধ্যে নগদ যে বেচাকেনা বা ব্যবসা করো, তা লিখে না রাখলে তোমাদের পাপ হবেনা। তোমাদের কেনা বেচার ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখো, আর চুক্তি (বা দলিল) লেখক এবং সাক্ষীকে যেনো কোনো ক্ষতি বা কষ্ট ভোগ করতে না হয়। যদি তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করো তবে এটা হবে তোমাদের জন্যে সীমালংঘন-পাপ। আল্লাহকে ভয় করো। জেনে রাখো, তিনি তোমাদের (কর্মপদ্ধতি) শিক্ষা দিচ্ছেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞানী।

رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَهُمَا
الْأُخْرَى ۖ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ ۚ وَ أَذْنَىٰ ۚ أَلَا تَتَذَكَّرُونَ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَ
يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৮৩. তবে তোমরা যদি সফর অবস্থায় থাকো এবং (চুক্তি বা দলিল) লেখক (scribe) না পাও, সেক্ষেত্রে বন্ধক হস্তান্তর করে কার্য সম্পাদন করো। তোমরা যদি একে অপরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, তবে যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা (যার কাছে আমানত রাখা) হয়, সে যেনো (বিশ্বস্ততার সাথে) আমানত ফেরত দেয় এবং যেনো তার প্রভু আল্লাহকে ভয় করে। (হে সাক্ষীরা!) তোমরা সাক্ষ্য গোপন করোনা। যে সাক্ষ্য গোপন করে তার অন্তর অবশ্য পাপী। তোমরা যা-ই করোনা কেন, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।

وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا
كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَحَّ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الْاُؤْتِنَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ
قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

ককু
৩৯

২৮৪. একমাত্র আল্লাহই মালিক যা কিছু রয়েছে মহাকাশে আর যা কিছু রয়েছে এই পৃথিবীতে। তোমাদের মনে যা কিছু আছে তা তোমরা প্রকাশ করো কিংবা গোপন রাখো, আল্লাহ অবশ্য তোমাদের থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন। তারপর যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করে দেবেন, যাকে ইচ্ছে আযাবে নিষ্পেক্ষ করবেন। আর আল্লাহ সকল কাজে সর্বশক্তিমান।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَ إِنْ
تُبَدَّلُوا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يَحْسِبْكُمُ
بِهٖ ٱللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَيُعَذِّبُ مَنْ
يَّشَآءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٠﴾

২৮৫. এই রসূল (মুহাম্মদ) ঈমান এনেছে তাতে, যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি তার প্রভুর পক্ষ থেকে এবং মুমিনরাও (ঈমান এনেছে)। তাদের প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রসূলদের প্রতি। (তারা বলে:) ‘আমরা তাঁর রসূলদের মধ্যে কোনো প্রকার তারতম্য করিনা।’ তারা আরো বলে: ‘আমরা নির্দেশ শুনি এবং আনুগত্য করি। হে প্রভু! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে (সবাইকে)।’

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

২৮৬. আল্লাহ কোনো ব্যক্তির উপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপাননা। তার ভালো উপার্জনের (কৃতকর্মের) প্রতিফল সে-ই পাবে, আর তার মন্দ উপার্জনের (কৃতকর্মের) প্রতিফলও তাকেই ভোগ করতে হবে। (তোমরা এভাবে দোয়া করো:) ‘আমাদের প্রভু! আমাদের শাস্তি দিওনা যদি আমরা ভুল করি, কিংবা করে ফেলি যদি অন্যায়! আমাদের প্রভু! আমাদের প্রতি এমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করোনা যেমনটি অর্পণ করেছিলে আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। আমাদের প্রভু! আমাদের উপর এমন বোঝা অর্পণ করোনা যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের গুনাহ-খাতা মুছে দাও, আমাদের ক্ষমা করে দাও, আমাদের প্রতি রহম করো, তুমিই তো আমাদের মাওলা (অভিভাবক, সাহায্যকারী), তাই তুমি আমাদের বিজয় দান করো অবিশ্বাসীদের উপর।’

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

রুকু
৪০

সূরা ৩ আলে ইমরান

মদিনায় অবতীর্ণ ৥ আয়াত সংখ্যা: ২০০, রুকু সংখ্যা: ২০

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০৬ : চিরঞ্জীব আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব নাযিলের ঘোষণা।
- ০৭-০৯: কুরআনের আয়াতের প্রকারভেদ। কুরআন থেকে কারা উপদেশ লাভ করবে এবং কারা করবে না।
- ১০-১২: অস্বীকারকারীদের পরিণতি।
- ১৩-১৮: আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী, মুত্তাকি ও জ্ঞানীদের গুণাবলি।
- ১৯-২০: সব নবীর দীনই ছিলো ইসলাম।
- ২১-২৫: ইহুদিদের সীমালঙ্ঘন ও ভ্রান্ত ধারণা।
- ২৬-৩২: আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব। মুমিনদের চলার পথ।
- ৩৩-৬৩: মরিয়মের জন্ম ও লালন পালন। ইসার জন্ম, আহ্বান, মুজিয়া এবং বনি ইসরাঈলিদের হঠকারিতা।
- ৬৪-৮০: ইহুদি-খৃষ্টানদের প্রতি নসিহত, তাদের বিচ্যুতিসমূহ।

৮১-৮৪: নবীদের থেকে আল্লাহর অঙ্গীকার গ্রহণ।

৮৫-৯১: ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন (মতবাদ) আল্লাহ গ্রহণ করবেন না।

৯২: কোন্ ধরনের দান থেকে পুণ্য লাভ করা যাবে।

৯৩-১০১: আহলে কিতাবদের প্রতি উপদেশ। ইহুদিদের অনুসরণ না করতে মুমিনদের প্রতি উপদেশ।

১০২-১১৫: মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১১৬-১২০: কাফিরদের সাথে মুমিনদের আচরণের ধরণ কি হবে?

১২১-১২৯: বদর যুদ্ধে আল্লাহ মুমিনদের সাহায্য করেছেন।

১৩০-১৩২: মুমিনদের প্রতি সুদ গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা।

১৩৩-১৩৮: মুমিনদের অর্জনীয় মহোত্তম গুণাবলি।

১৩৯-১৮৯: উহুদ যুদ্ধের পর্যালোচনা।

১৯০-২০০: বিশ্ব প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার আহ্বান। মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। মুমিনদের সাফল্যের পথ।

সূরা আলে ইমরান (ইমরানের বংশধর) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. আলিফ লাম মিম।	الْم ۝
০২. আল্লাহ! নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া, তিনি চিরঞ্জীব, সমগ্র সৃষ্টির ধারক।	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝
০৩. তিনি নাযিল করেছেন তোমার প্রতি আল কিতাব, যা মহাসত্য এবং তার পূর্বের (কিতাবের) সত্যায়নকারী। আর তিনিই নাযিল করেছেন তাওরাত এবং ইনজিল-	نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝
০৪. ইতোপূর্বে, মানুষের জন্যে পথ প্রদর্শনকারী হিসেবে। অতপর তিনি নাযিল করলেন আল ফুরকান (আল কুরআন)। নিশ্চয়ই যারা অমান্য করে আল্লাহর আয়াত (এই কুরআন), তাদের জন্যে রয়েছে শক্ত আযাব। আল্লাহ অসীম ক্ষমতামালী, (অপরাধের) দণ্ডদাতা।	مِّن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝
০৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ (এমন সত্তা যে), তাঁর কাছে গোপন থাকেনা কিছুই, না পাতালে, না আকাশে।	إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝
০৬. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সুরত গঠন করেন রেহেমে (মাতৃগর্ভে) যেভাবে তিনি চান। নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া, অসীম ক্ষমতাদার মহা প্রজ্ঞাবান তিনি।	هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
০৭. তিনি সেই সত্তা, যিনি নাযিল করেছেন তোমার প্রতি আল কিতাব, যার কিছু আয়াত মুহকাম, সেগুলোই এ কিতাবের মূল; বাকিগুলো মুতাশাবিহ্। যাদের অন্তরে বক্রতা আছে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা পিছু নেয় মুতাশাবিহ্ আয়াত সমূহের এবং সেগুলোর তা'বিল (ব্যাখ্যা) সন্ধানের কাজে নিয়োজিত হয়। অথচ	هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ

কেউ জানেনা সেগুলোর তা'বিল আল্লাহ ছাড়া।
যারা জ্ঞানের গভীরতা রাখে, তারা বলে:
“আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, সবগুলোই
আমাদের রব -এর নিকট থেকে (অবতীর্ণ)।
আসলে বুকের লোকেরা ছাড়া কেউ উপদেশ
গ্রহণ করেনা।

الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرُّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ
يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا
وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ⑥

০৮. আমাদের রব! বক্র করোনা আমাদের
হৃদয়গুলোকে আমাদেরকে হিদায়াত দান করার
পর, আর আমাদের দান করো তোমার নিকট
থেকে রহমত। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা।

رَبَّنَا لَا تَرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ⑦

০৯. আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি জমা করবে
সকল মানুষকে সেদিন, যে দিনটির (আগমনের
ব্যাপারে) কোনো সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ
খেলাফ করেননা ওয়াদা।”

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ
فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ⑧

রুকু
০১

১০. যারা কুফুরি করে তাদের মাল সম্পদ ও
সন্তান সন্ততি আল্লাহর কাছে (তাদের) কোনোই
কাজে আসবে না। তারা হবে জাহান্নামের
জ্বালানি।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ
أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ⑨

১১. তাদের স্বভাব চরিত্র ফেরাউন সম্প্রদায় এবং
তাদের পূর্ববর্তীদের স্বভাব চরিত্রেরই মতো। তারা
প্রত্যাখ্যান করেছিল আমাদের আয়াত। ফলে
তাদের পাপের কারণে আল্লাহ তাদের পাকড়াও
করেন এবং শাস্তি প্রদানে আল্লাহ খুবই কঠোর।

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ
وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑩

১২. যারা কুফুরি করে তাদের বলো: তোমরা
অচিরেই পরাজিত হবে এবং তোমাদের হাশর
করা হবে জাহান্নামে, আর তা কতো যে নিকৃষ্ট
আবাস!

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ
إِلَى جَهَنَّمَ ۖ وَبُئْسَ الْمِهَادُ ⑪

১৩. (বদর যুদ্ধে) দুই বাহিনীর সম্মুখীন হবার
মধ্যে তোমাদের জন্যে রয়েছে একটি নিদর্শন।
একটি দল লড়াই করছিল আল্লাহর পথে আর
অপর দল ছিলো কাফির, তারা তাদেরকে
(মুসলিম বাহিনীকে) চোখের দেখায় দেখছিল
দ্বিগুণ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শক্তিশালী করেন
তাঁর সাহায্য দিয়ে। নিশ্চয়ই এতে শিক্ষণীয়
রয়েছে অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্যে।

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِ الَّذِينَ اتَّخَذَتْ
فِئَةً تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ
يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنُ ۖ وَاللَّهُ
يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ⑫

১৪. নারী (স্ত্রী), সন্তান, সোনা-রূপার স্তূপ,
চিহ্নধারী ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত
খামারের প্রতি ভালোবাসা ও আসক্তি মানুষের
জন্যে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। এসবই
দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর উত্তম
আশ্রয়স্থল তো রয়েছে আল্লাহর কাছেই।

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ
الْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ ⑬

১৫. তাদের বলো: “আমি কি তোমাদের এসব জিনিস থেকে উত্তম জিনিসের সংবাদ দেবো? তাহলো, যারা তাকওয়ার পথ অবলম্বন করবে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতসমূহ। যেগুলোর নিচে দিয়ে বহমান রয়েছে নদ-নদী-নহর। সেখানে থাকবে তারা চিরকাল। সেখানে তাদের জন্যে মওজুদ রয়েছে পবিত্র জীবন-সাথিরা, আরো রয়েছে আল্লাহর রেজামন্দি। আর আল্লাহ তো তাঁর দাসদের প্রতি দৃষ্টি রাখবেনই।”

قُلْ أُوْتَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ وَلِلّٰزِيْنِ اَتَّقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِصٰدِقٍ بِاِلْعٰبَادِ ۝

১৬. যারা বলে: ‘আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, ক্ষমা করে দাও আমাদের সমস্ত পাপ আর রক্ষা করো আমাদের আঙনের আযাব থেকে।’

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَفِرْنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

১৭. তাদের বৈশিষ্ট্য হলো: তারা ধৈর্যশীল, সত্যপন্থী, বিনত, (আল্লাহর পথে) দানকারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

الصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحٰرِ ۝

১৮. আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই কোনো ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। ফেরেশতা এবং জ্ঞানীরাও এই সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। তিনি মহাশক্তিমান মহাবিজ্ঞানী।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১৯. নিশ্চয়ই দীন আল্লাহর কাছে একমাত্র ইসলাম। ইতোপূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তাদের পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের কাছে এলেম আসার পর ইখতেলাফে লিপ্ত হয়। যারাই কুফুরি করবে আল্লাহর আয়াতের প্রতি, তাদের জেনে রাখা উচিত আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুতগামী।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِآيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

২০. যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চায়, তবে তাদের বলে দাও: ‘আমি আল্লাহর জন্যে আত্মসমর্পণ করেছি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারাও।’ যাদের ইতোপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের এবং উম্মদের জিজ্ঞেস করো: ‘তোমরা কি ইসলাম কবুল (আত্মসমর্পণ) করবে?’ যদি তারা ইসলাম কবুল (আত্মসমর্পণ) করে তবেই হিদায়াত (সঠিক পথ) লাভ করবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার দায়িত্ব তো কেবল (আমার বার্তা) পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখছেনই।

فَاِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ مَنِ اتَّبَعْتُ وَقُلْ لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَاْلَامِيْنَ ؕ اَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَاللّٰهُ بِصٰدِقٍ بِاِلْعٰبَادِ ۝

২১. যারা কুফুরি করে আল্লাহর আয়াতের প্রতি, নবীদের কতল করে নাহকভাবে এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায় ও ইনসাফের আদেশ করে তাদেরকেও হত্যা করে, তুমি এসব লোকদের

اِنَّ الَّذِيْنَ يَّكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَآمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ

সংবাদ দাও বেদনাদায়ক আযাবের।

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ①

২২. দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে, আর তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবেনা।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ②

২৩. তুমি কি এসব লোকদের দেখোনি, যাদের কিতাবের অংশ বিশেষ দেয়া হয়েছিল? তাদের আহবান করা হয়েছিল আল্লাহর কিতাবের দিকে, যাতে করে তা তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেয়। তারপর তাদের একটি পক্ষ মুখ ফিরিয়ে নেয়, মূলত তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়ারই লোক।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ
الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ
مُّعْرِضُونَ ③

২৪. এর কারণ হলো, তারা বলে বেড়ায়: ‘মাত্র কয়েকটা দিন ছাড়া আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শই করবেনা।’ তাদের দীন সম্পর্কে তাদের প্রতারণা করে রেখেছে তাদের এই মিথ্যা রচনা।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا
أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ④

২৫. ঐ দিন তাদের কী অবস্থা হবে, যে সন্দেহাতীত দিনে আমরা তাদের জমা করবো এবং প্রত্যেককেই তার উপার্জিত কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার যুলুম (অবিচার) করা হবেনা?

فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ
وَوُيِّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ⑤

২৬. (হে নবী!) বলো: ‘হে আল্লাহ! সমস্ত কর্তৃত্বের মালিক তুমি। যাকে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা তুমি ইযযত দাও এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করো। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।’

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن
تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ
مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۚ بِيَدِكَ
الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥

২৭. তুমিই রাতকে দিনে রূপান্তরিত করো এবং দিনকে রূপান্তরিত করো রাতে। তুমি জীবন্তকে বের করে আনো মৃত থেকে এবং মৃতকে বের করে আনো জীবন্তের থেকে। আর যাকে ইচ্ছা তুমি রিযিক দান করো বেহিসাব।

تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ
مِنَ الْحَيِّ ۚ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑦

২৮. মুমিনরা মুমিনদের ছাড়া কাফিরদের অলি (বন্ধু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক) হিসেবে গ্রহণ করবেনা। যে কেউ তা করবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক থাকার কোনো ভিত্তি তার থাকবেনা। তবে ব্যতিক্রম হলো, যদি তোমরা তাদের থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন করো, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তোমাদের সতর্ক করছেন তাঁর নিজের সম্পর্কে আর আল্লাহর কাছেই (হবে সবার) প্রত্যাবর্তন।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
مِّن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا
مِنْهُمْ ثَقَنَةٌ ۖ وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ
وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ ⑧

২৯. (হে নবী!) তাদের বলো: ‘তোমাদের মনে

قُلْ إِن تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوا

যা আছে, তা যদি গোপন রাখো, অথবা যদি প্রকাশ করো (সর্ববিস্তারি) আল্লাহ তা জানেন। তিনি জানেন যা কিছু আছে মহাকাশে আর যা কিছু আছে এই পৃথিবীতে। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।’

يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٥﴾

৩০. যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি হাজির পাবে সে যা ভালো কাজ করেছে তা, এবং সে যা মন্দ করেছে তাও। সেদিন সে (যে মন্দ কাজ করেছে) তার ও তার মন্দ কাজের মধ্যে দূর ব্যবধান কামনা করবে। আল্লাহ তোমাদের সাবধান করছেন তাঁর নিজের সম্পর্কে। আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি পরম কোমল- দয়া পরবশ।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٥٦﴾

রুকু
০৩

৩১. (হে নবী!) তাদের বলা: ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়াবান।’

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٧﴾

৩২. তাদের বলা: ‘তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর রসূলের।’ যদি তারা (এ কথা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ কাফিরদের পছন্দ করেন না।

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٥٨﴾

৩৩. আল্লাহ বিশ্ববাসীর মধ্যে বাছাই করেছেন আদম, নূহ, ইবরাহিমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে।

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٥٩﴾

৩৪. তারা পরম্পরের বংশধর। আল্লাহ সব শুনে, সব দেখেন।

ذُرِّيَّتَهُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

৩৫. স্মরণ করো, ইমরানের স্ত্রী বলেছিল: ‘আমার প্রভু! আমার গর্ভে যা (যে সন্তান) আছে, তাকে একান্তভাবে তোমার জন্যে উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার পক্ষ থেকে তাকে কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি সব শুনো, সব জানো।’

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

৩৬. পরে যখন সে তাকে প্রসব করলো, বললো: ‘আমার প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি।’ সে যা প্রসব করেছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ সর্বাধিক জানতেন। (সে আরো বললো:) ‘আর ছেলে তো এই মেয়ের মতো নয়, আমি তার নাম রেখেছি মরিয়ম এবং তাকে ও তার বংশধরদেরকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি অভিশপ্ত শয়তান থেকে।’

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٦٢﴾

৩৭. ফলে তার প্রভু তাকে কবুল করে নিলেন উত্তম কবুল, আর তাকে গড়ে তুললেন উত্তমভাবে এবং তার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ

করলেন যাকারিয়াকে। যাকারিয়া যখনই তার কাছে মেহরাবে প্রবেশ করতো তার কাছে খাবার সামগ্রী দেখতে পেতো। সে বলতো: ‘মরিয়ম! এসব তুমি কোথায় পেলে?’ সে বলতো: ‘তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান রিযিক দেন বেহিসাব।’

عَلَيْهَا زَكْرِيَّا الْمِحْرَابَ ۖ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَمْزِيْمُ أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩৮. ওখানেই যাকারিয়া তার প্রভুর কাছে দোয়া করলো: ‘আমার প্রভু! তোমার পক্ষ থেকে তুমি আমাকে একটি উত্তম বংশধর দাও। নিশ্চয়ই তুমি দোয়া শুনে (কবুল করে) থাকো।’

هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

৩৯. ফলে যাকারিয়া যখন মেহরাবে সালাতে দাঁড়িয়েছিল, তখন ফেরেশতারা এসে তাকে ডেকে বললো: ‘আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহিয়ার, তিনি হবেন আল্লাহর ‘কালেমার’ সত্যায়নকারী, সাইয়েদ, নারী বিরাগী এবং সালাহ নবীদের একজন।’

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ۖ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

৪০. সে বললো: ‘হে আমার প্রভু! কী করে ছেলে হবে আমার? আমার তো বার্ধক্য এসেছে, তাছাড়া আমার স্ত্রী বন্ধ্যা।’ তিনি বললেন: ‘এভাবেই আল্লাহ যা চান করে থাকেন।’

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ امْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝

৪১. সে বললো: ‘আমার প্রভু! আমাকে (এর) একটা নিদর্শন দাও।’ তিনি বললেন: ‘তোমার নিদর্শন হলো, তুমি তিনদিন আকারে ইংগিতে ছাড়া কথা বলবেনা এবং তোমার প্রভুর বেশি বেশি যিকির করবে, আর তাসবিহ করবে সকাল ও সন্ধ্যায়।’

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرَءًا وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝

৪২. স্মরণ করো, ফেরেশতারা বলেছিল: ‘হে মরিয়ম! আল্লাহ আপনাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বনারীদের মধ্যে আপনাকে বাছাই করেছেন।

وَ اذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْزِيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ۝

৪৩. হে মরিয়ম! আপনার প্রভুর প্রতি অনুগত ও বিনয়ী হোন, সাজদা করুন এবং যারা রুকু করে, তাদের সাথে রুকু করুন।”

يَمْزِيْمُ اقْنِطِي لِوَرِّكِ وَ اسْجُدِي وَ اِرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

৪৪. এগুলো গায়েব-এর সংবাদ আমরা অহি করছি তোমার প্রতি। তুমি তখন তাদের কাছে উপস্থিত ছিলেনা যখন তাদের মধ্যে মরিয়মের কফিল (তত্ত্বাবধায়ক) কে হবে তা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে তারা কলম নিষ্ক্ষেপ করেছিল, আর তখনো তুমি তাদের কাছে ছিলেনা যখন তারা এ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল।

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۚ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝

৪৫. স্মরণ করো, ফেরেশতারা বলেছিল: ‘হে

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْزِيْمُ إِنَّ اللَّهَ

মরিয়ম! আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর পক্ষ থেকে একটি কলেমার, তার নাম হবে মসিহ্ দীসা ইবনে মরিয়ম, সে হবে দুনিয়া এবং আখিরাতে সম্মানিত এবং নৈকট্য লাভকারীদের একজন।

يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيحُ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٥٧﴾

৪৬. দোলনায় থাকা অবস্থায় সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং পরিণত বয়সেও এবং সে হবে ন্যায়বানদের একজন।”

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ
الضَّالِّحِينَ ﴿٥٨﴾

৪৭. সে বললো: ‘আমার প্রভু! কেমন করে ছেলে হবে আমার, আমাকে তো স্পর্শ করেনি কোনো পুরুষ?’ তিনি বললেন: “এভাবেই আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন: ‘হও’ এবং তা হয়ে যায়।

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي
بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا
قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

৪৮. এবং তিনি তাকে তালিম দেবেন আল কিতাব, হিকমাহ, তাওরাত ও ইনজিল।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ ﴿٦٠﴾

৪৯. আর তাকে রসূল হিসেবে পাঠাবেন বনি ইসরাঈলের কাছে।” সে তাদের বলবে: “আমি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। (তাহলো) আমি কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করবো, তারপর তাতে ফুঁ দেবো, সাথে সাথে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তা হয়ে যাবে পাখি। আমি জন্মান্ত ও কুষ্ঠ রোগীদের নিরাময় করবো। আমি মৃতকে জীবিত করবো আল্লাহর অনুমতিক্রমে। তাছাড়া তোমরা তোমাদের ঘরে যা খাও এবং যা সঞ্চয় করো তা তোমাদের বলে দেবো। এতে তোমাদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ أَنِّي قَدْ
جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ
لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ
فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَ أُبْرِئُ
الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَ أُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ
اللَّهِ ۚ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا
تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾

৫০. আর আমার সামনে তাওরাতের যা রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী, আর তোমাদের জন্যে যেসব জিনিস হারাম করা হয়েছিল আমি তার কিছু হালাল করবো। আমি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ
لِأَحَدٍ لَّكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاطِيعُونَ ﴿٦٢﴾

৫১. আল্লাহই আমার রব এবং তোমাদেরও রব, সুতরাং কেবল তাঁরই ইবাদত করো- এটাই সরল সঠিক পথ।”

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا
صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٣﴾

৫২. অতপর দীসা যখন তাদের থেকে কুফুরি অনুভব করলো, তখন তাদের বললো: ‘আল্লাহর পথে কারা হবে আমার সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারীরা বললো: “আমরা হবো আল্লাহর পথে

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ
مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ

সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। তুমি সাক্ষী থাকো, আমরা আত্মসমর্পণকারী- মুসলিম।

نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আমাদের প্রভু! তুমি যা নাযিল করেছো আমরা তার (সেই কিতাবের) প্রতি ঈমান এনেছি এবং তোমার এই রসূলের ইত্তেবা (অনুসরণ) করেছি, তাই তুমি আমাদের (নাম) লিখে নাও সাক্ষ্যদানকারীদের সাথে।”

رَبَّنَا أَمَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٤﴾

৫৪. ওরা যড়যন্ত্র করেছিল আর আল্লাহুও কৌশল করেছিলেন। আল্লাহই সর্বোত্তম কৌশলী।

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٥٥﴾

৫৫. স্মরণ করো, আল্লাহ বলেছিলেন: “হে ঈসা! আমি তোমার সময়কাল পূর্ণ করছি, তোমাকে আমার কাছে উঠিয়ে নিচ্ছি, যারা কুফুরিতে লিপ্ত হয়েছে তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র করছি এবং তোমার অনুসারীদের কাফিরদের উপর কিয়ামতকাল পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব দিচ্ছি। অতপর আমার কাছেই হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবো যে বিষয়ে তোমরা ইখতেলাফ করছিলে।

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيُحْيِيَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَخَذُكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তবে, যারা কুফুরিতে লিপ্ত হবে, তাদেরকে আমি আযাব দেবো কঠিন আযাব দুনিয়ায় এবং আখিরাতে এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।”

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭. আর যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে, তিনি তাদের পুরোপুরি দিয়ে দেবেন তাদের প্রতিফল। আল্লাহ যালিমদের পছন্দ করেননা।

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. এগুলো হলো আয়াত এবং বিজ্ঞানময় উপদেশ, যা আমরা তোমার প্রতি তিলাওয়াত করছি।

ذَلِكَ تَنْزِيلُهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٩﴾

৫৯. আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ। আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর তাকে বলেছেন: ‘হও’ ফলে সে হয়ে গেলো।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٠﴾

৬০. সত্য (এসেছে) তোমার প্রভুর নিকট থেকে, সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْتَرِينَ ﴿٦١﴾

৬১. তোমার কাছে (সত্য) এলেম আসার পর যারা তোমার সাথে বিতর্ক করে, তুমি তাদের বলা: “এসো আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ

এবং তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজেদের এবং তোমাদের নিজেদের, তারপর বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহর লা'নত।”

أَنفُسَنَا وَ أَنفُسَكُمْ ۖ ثُمَّ تَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝

৬২. এ এক অতীব সত্য বিবরণ। কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান মহা বিজ্ঞানী।

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৬৩. তারপরও তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ভালোভাবেই জানেন।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ۝

রফু
০৬

৬৪. হে নবী! তুমি তাদের বলো: ‘হে আহলে কিতাব! এসো, এই কথাটিতে আমরা একমত হয়ে যাই, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই রকম। তাহলো: আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবোনা। আমরা তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরিক করবোনা এবং আমরা আল্লাহ ছাড়া আমাদের পরস্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ করবোনা।’ যদি তারা (এ প্রস্তাব) গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের বলো: ‘তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম।’

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

৬৫. হে আহলে কিতাব! তোমরা ইবরাহিমকে নিয়ে কেন তর্ক করো? অথচ তাওরাত এবং ইনজিল তো তার পরে নাযিল হয়েছে। তোমরা কি আকল রাখোনা?

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

৬৬. হাঁ, তোমরা তো এসব লোক, যারা তর্ক করেছো যে বিষয়ে তোমাদের একটুখানি জ্ঞান আছে, কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞানই নেই, সে বিষয়ে কেন তোমরা তর্ক করছো? আল্লাহ জানেন, তোমরা জানোনা।

هَآأُنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَآجُّنَا فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ۖ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

৬৭. ইবরাহিম ইহুদিও ছিলনা নাসারাও (খৃষ্টান) ছিলনা, বরং সে ছিলো একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَ لَا نَصْرَانِيًّا وَ لَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ۖ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ ۝

৬৮. জেনে রাখো, মানুষের মাঝে ইবরাহিমের নিকটতম লোক হলো তারা, যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নবী (মুহাম্মদ), আর যারা ঈমান এনেছে তারা। আল্লাহই মুমিনদের অলি।

إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلْذِّينِ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَ اللَّهُ وَ لِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۝

৬৯. আহলে কিতাবদের একদল লোক চায় যেনো তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে পারে। আসলে তারা কেবল নিজেদেরই পথভ্রষ্ট করে, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারেনা।

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ ۝

৭০. হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র আয়াতকে (আল কুরআন ও শেষ নবীকে) অস্বীকার করছো, অথচ (তা সত্য হবার ব্যাপারে) তোমরাই সাক্ষী।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ
أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ⑥

৭১. হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন সত্যের গায়ে মিথ্যা লেপে দিচ্ছে আরা জেনে শুনে সত্যকে করছো গোপন?

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑦

৭২. আহলে কিতাবদের মধ্যে একদল লোক বলছিল: ‘মুমিনদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি দিনের শুরুতে ঈমান আনো, আর দিনের শেষে কুফরি করো, তাতে হয়তো তারা (তাদের ঈমান থেকে) ফিরে আসবে।’

وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا
بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ
النَّهَارِ وَ الْكُفْرَ وَ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ⑧

৭৩. (তারা নিজেদের মধ্যে আরো বলাবলি করে:) ‘আর কাউকেও বিশ্বাস করবেনা তাকে ছাড়া, যে তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে।’ হে নবী! তাদের বলো: ‘আল্লাহ্‌র দেখানো পথই একমাত্র হিদায়াতের পথ।’ এটা এজন্যে যে, এক সময় তোমাদের যা দেয়া হয়েছে অনুরূপ অন্য কাউকেও দেয়া হবে, অথবা তোমাদের প্রভুর সামনে তারা তোমাদের যুক্তিতে পরাস্ত করবে। বলো: অনুগ্রহ অবশি আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ অতীব উদার, অতীব জ্ঞানী।

وَ لَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ
إِنِ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ
مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ
رَبِّكُمْ قُلْ إِنِ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ⑨

৭৪. নিজ রহমতের জন্যে যাকে ইচ্ছা তিনি খাস করে বেছে নেন। মহা অনুগ্রহের মালিক আল্লাহ।

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو
الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ⑩

৭৫. আহলে কিতাবদের (ইহুদি খৃষ্টানদের) মধ্যে এমন লোকও আছে, যার কাছে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ আমানত রাখলেও সে তোমাকে ফেরত দেবে, আবার এমন লোকও আছে যার কাছে একটি দিনার আমানত রাখলেও তার পিছে লেগে না থাকলে সে ফেরত দেবেনা। এর কারণ হলো, তারা বলে: ‘উম্মিদের প্রতি আমাদের কোনো দায় দায়িত্ব নেই।’ তারা জেনে শুনেই আল্লাহ্‌র সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ
بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِن
تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ
عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ
عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ⑪

৭৬. হ্যাঁ, কেউ যদি তার অংগীকার পূরণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তারা জেনে রাখুক, আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَ اتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ⑫

৭৭. যারা বিক্রয় করে আল্লাহ্‌র সাথে করা অংগীকার এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে, আখিরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ
أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ
لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لَا

বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেনও না, আর তাদের পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

يَنْظُرُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥٩

৭৮. অবশ্যি তাদের মধ্যে এমন একদল লোক আছে যারা আল্লাহর কিতাবকে জিহ্বা দিয়ে বিকৃত করে, যাতে করে তোমরা সেটাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে করো। অথচ তা কিতাবের অংশ নয়। তারা বলে: ‘ওটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে।’ অথচ সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। তারা জেনে বুঝে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলে।

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُمْ
بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٦٠

৭৯. কোনো ব্যক্তির জন্যে এটা সংগত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমাহ ও নবুয়্যাত দেবেন, অতপর সে মানুষকে বলবে: ‘তোমরা আল্লাহর বদলে আমার দাস হয়ে যাও।’ বরং সে বলবে: ‘তোমরা আল্লাহওয়াল্লা হয়ে যাও।’ এর কারণ, তোমরা তো কিতাব শিক্ষাদান করতে এবং তা অধ্যয়ন করতে।

مَا كَانَ لِمُشْرِكٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَ
الْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ
كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ
الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ٦١

৮০. ফেরেশতা এবং নবীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ সে তোমাদের দিতে পারেনা। তোমরা মুসলিম হবার পর সে কি তোমাদের কুফুরির নির্দেশ দেবে?

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَ
النَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ
إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٦٢

রুকু
০৮

৮১. স্মরণ করো, আল্লাহ একথার উপর নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে: আমি তোমাদের যে কিতাব ও হিকমাহ দিয়েছি তোমরা তা গ্রহণ করো, তারপর তোমাদের কাছে একজন রসূল (মুহাম্মদ) আসবে, তোমাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে, তখন তোমরা অবশ্যি তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন: ‘তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এ ব্যাপারে আমার প্রতিশ্রুতি কি গ্রহণ করলে?’ তারা বলেছিল: ‘আমরা স্বীকার করলাম।’ তিনি বললেন: ‘তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।’

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا
آتَيْنَكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مِّمَّنْ لَّمْ يَأْتِكُمْ مِّمَّنْ لَّمْ يَأْتِكُمْ
لَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى
ذَلِكَمْ إِصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ
فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ٦٣

৮২. এরপর যারা (প্রতিশ্রুতি থেকে) সরে যাবে, তারা ফাসিক (সত্যত্যাগী) বলে গণ্য হবে।

فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٦٤

৮৩. তারা কি আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন সন্ধান করছে? অথচ মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যারাই আছে সবাই ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে। আর তাদের ফেরত নেয়া হবে তাঁরই কাছে।

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ
فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ
يُرْجَعُونَ ٦٥

৮৪. হে নবী বলো: “আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের প্রতি যা (যে কিতাব) নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের কাছে তার প্রতি, আর যা দেয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তার প্রতিও। আমরা তাদের কারো মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য করিনা। আমরা আল্লাহর প্রতি মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)।”

قُلْ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا
أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَ
عِيسَىٰ وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫. যে কেউ ইসলাম ছাড়া কোনো দীন (ধর্ম, মতাদর্শ) গ্রহণ করতে চাইবে, তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবেনা। আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন।

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَكَانَ يُقْبَلُ
مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬. আল্লাহ কেমন করে এমন লোকদের হিদায়াত করবেন, যারা ঈমান আনার পর, আল্লাহর রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শনাদি আসার পরও কুফুরিতে নিমজ্জিত থাকে? আল্লাহ যালিম লোকদের হিদায়াত করেন না।

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ
إِيمَانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ
وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. আসলে এরা হলো সেইসব লোক যাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সমস্ত মানুষের লানত বর্ষিত হচ্ছে, এটাই তাদের কর্মের পরিণাম ফল।

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ
الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮. চিরকাল থাকবে তারা এরি মধ্যে, তাদের উপর থেকে আযাব হালকা করা হবেনা এবং তাদেরকে কোনো বিরতিও দেয়া হবেনা।

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯. তবে, এরপরও যারা তাওবা করবে এবং নিজেদের ইস্লাহ (সংশোধন) করে নেবে, তারা জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়াবান।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَ
أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾

৯০. কিন্তু, যারা ঈমান আনার পর কুফুরিতে লিপ্ত হয়, তারপর তাদের কুফুরি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাদের তাওবা কখনো কবুল করা হবেনা। তারা চরম বিপথগামী।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ
ازْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ نُّقَبِّلَ تَوْبَتَهُمْ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾

৯১. যারা কুফুরি করে এবং কাফির অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়, কিছুতেই তাদের কারো (তাওবা) কবুল করা হবেনা, এর বিনিময়ে পূর্ণ পৃথিবী সমান সোনা মুক্তিপণ হিসেবে দিলেও নয়। এদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবেনা।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ
فَلَن يُّقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِّلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ
ذَهَبًا وَ لَوْ اقْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٩١﴾

৯২. তোমাদের ভালোবাসার সম্পদ থেকে ব্যয় (দান) না করলে তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবেনা। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো আল্লাহ সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

৯৩. তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে বনি ইসরাঈলের জন্যে প্রতিটি খাবারই হালাল ছিলো, তবে ইসরাঈল (ইয়াকুব) নিজের জন্যে যা হারাম করে নিয়েছিল সেটা ভিন্ন বিষয়। (হে নবী!) বলো: ‘তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা তিলাওয়াত করে দেখো।’

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۚ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوا بِالنُّورَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

৯৪. এর পরও যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করবে, তারা যালিম।

فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

৯৫. হে নবী! বলো: আল্লাহ সত্য বলেছেন, সুতরাং তোমরা নিষ্ঠাবান ইবরাহিমের মিল্লাতের অনুসরণ করো। সে মুশরিক ছিলনা।

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۖ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

৯৬. জেনে রাখো, মানবজাতির জন্যে প্রথম যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল, সেটি বাক্বায় (মক্কায়)। সেটি একটি মুবারক (কল্যাণময়) ঘর এবং বিশ্ববাসীর জন্যে দিশারি।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۝

৯৭. তাতে রয়েছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন। তন্মধ্যে একটি হলো ‘মাকামে ইবরাহিম।’ যে কেউ সে ঘরে দাখিল হবে সে নিরাপদ। যে কোনো ব্যক্তির (পথ পাড়ি দিয়ে) সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য আছে, সে ঘরে আল্লাহর জন্যে হজ্জ করা তার কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে মুখাপেক্ষাহীন।

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

৯৮. (হে নবী!) বলো: ‘হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন কুফুরি করছো আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি? অথচ আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী।’

قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۝

৯৯. (হে নবী!) বলো: ‘হে আহলে কিতাব! তোমরা বক্তৃতা সন্ধান করে কেন ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিচ্ছে, যে ঈমান এনেছে? অথচ তোমরা (তার সত্যতার) সাক্ষী। তোমাদের কর্মকাণ্ড থেকে আল্লাহ গাফিল নন।

قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

১০০. হে ঈমানদার লোকেরা! যাদের ইতোপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল তোমরা যদি তাদের একটি দলেরও আনুগত্য করো, তারা তোমাদের ঈমানের পথ থেকে বিচ্যুত করে কাফির বানিয়ে ছাড়বে।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَرِينَ ۝

১০১. কী করে তোমরা কুফুরিতে নিমজ্জিত হতে পারো, যখন তোমাদের প্রতি আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হচ্ছে এবং তোমাদের মাঝে

وَكَيفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ

রুকু
১০

বর্তমান রয়েছে আল্লাহর রসূল? যে শক্ত করে ধরবে আল্লাহকে, তাকে অবশ্যি পরিচালিত করা হবে সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর।

فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

১০২. হে এসব লোক যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তাঁকে ভয় করার হক আদায় করে এবং মুসলিম (আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে মরোনা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

১০৩. তোমরা সবাই মিলে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো আল্লাহর রজ্জকে (কুরআনকে) এবং বিচ্ছিন্ন- ভাগ ভাগ হয়ে থেকোনা। স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা! তোমরা ছিলে পরস্পরের দুশমন, আর তিনিই তোমাদের অন্তরে তোমাদের পরস্পরের জন্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা তাঁরই অনুগ্রহে পরস্পরের ভাই হয়ে গিয়েছো। (আরো স্মরণ করো,) তোমরা ছিলে অগ্নিকুণ্ডের কিনারে, তারপর সেখান থেকেও তিনিই তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে বয়ান করেন তাঁর আয়াত, যাতে করে তোমরা পরিচালিত হও হিদায়াতের পথে।

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

১০৪. তোমাদের মধ্যে অবশ্যি এমন একদল লোক থাকা উচিত, যারা (মানুষকে) আহবান করবে কল্যাণের দিকে, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং নিষেধ করবে মন্দ কাজ থেকে। আর তারা হইবে সফলকাম।

وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

১০৫. তোমরা ওদের মতো হয়েনো, যাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং লিপ্ত হয়েছিল ইখতিলাফে। এরা হলো সেইসব লোক যাদের জন্যে রয়েছে বিরাট আযাব।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

১০৬. সেদিন কিছু চেহারা হবে উজ্জ্বল আর কিছু চেহারা হবে কালো। যাদের চেহারা হবে কালো, তাদের বলা হবে: ‘তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফুরিতে লিপ্ত হয়েছিলে? সুতরাং তোমাদের কুফুরির কারণে সাদ গ্রহণ করো আযাবের।’

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

১০৭. পক্ষান্তরে যাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল, তারা থাকবে আল্লাহর রহমতের (জান্নাতের) মধ্যে। সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

১০৮. এগুলো আল্লাহর আয়াত, আমরা তোমার প্রতি তিলাওয়াত করছি, যা মহাসত্য। আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি যুলুম করতে চান না।

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ۝

১০৯. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর, আর আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে সব বিষয়।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِلٰى
اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ﴿١٠٩﴾

রুকু
১১

১১০. তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির (কল্যাণের) উদ্দেশ্যে। (তোমাদের দায়িত্ব হলো:) তোমরা ভালো কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে এবং আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা রাখবে। আহলে কিতাব যদি ঈমান আনে তবে সেটা হবে তাদের জন্যে কল্যাণকর। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন আছে বটে, তবে তাদের অধিকাংশই ফাসিক (সত্য বিচ্যুত, সীমালংঘনকারী)।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اَمَّنْ اَهْلُ
الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهٖمْ مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾

১১১. তারা কখনো তোমাদের ক্ষতি করতে পারবেনা, তবে (সাময়িক) কিছু কষ্ট দিতে পারবে মাত্র। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে পিছে ফিরে পালাবে। তারপর তারা আর সাহায্য লাভ করবেনা।

لَنْ يَضُرَّوْكُمْ اِلَّا اَذًى ۚ وَاِنْ يُقَاتِلُوْكُمْ
يُؤْلُوْكُمْ اِلَّا ذَبَارًا ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١١١﴾

১১২. আল্লাহর প্রতিশ্রুতির বাইরে এবং মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে যেখানেই তাদের পাওয়া গেছে, তারা লাঞ্চিত হয়েছে। তারা আল্লাহর গজব কামাই করেছে এবং তাদের গ্রাস করেছে হীনতা ও দীনতা। এর কারণ তারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি কুফুরি করে আসছিল এবং হত্যা করে আসছিল আল্লাহর নবীদের না হকভাবে। তাছাড়া তারা অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করছিল এবং সীমালংঘন করে আসছিল।

ضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةَ اَلَيْسَ مَا تُفْقَوْنَ اِلَّا
بِحَبْلِ مِنَ اللّٰهِ وَ حَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَ
بَاْءٌ وَبَغْضٍ مِنَ اللّٰهِ وَ ضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ
الْمُسْكَنَةَ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ
بَاٰيَاتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاَّ بِغَيْرِ
حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَاَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩. তাদের সবার অবস্থা এক রকম নয়। আহলে কিতাবদের মধ্যে একদল লোক (সত্যের উপর) কায়ম আছে, যারা রাতে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে এবং সাজদারত থাকে।

لَيْسُوْا سَوَآءٌ ۚ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ
قَّآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اَنْۡۤاءَ الْلَيْلِ وَهُمْ
يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৪. তারা ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং তারা ভালো কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করে এবং মানব কল্যাণে তৎপর থাকে। এরা সালেহ লোকদের অন্তরভুক্ত।

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ
فِي الْخَيْرٰتِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৫. তারা ভালো কাজ যা কিছুই করে তার প্রতিদান থেকে তাদের কখনো বঞ্চিত করা হবেনা। আল্লাহ মুত্তাকিদের ব্যাপারে ভালোভাবে জানেন।

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ ۗ وَ
اللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৬. যারা কুফুরির পথ অবলম্বন করেছে তাদের মাল-সম্পদ এবং আওলাদ ফরযন্দ আল্লাহর

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ

কাছে (তাদের) কোনোই কাজে আসবেনা। তারা হবে আগুনের অধিবাসী, সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল।

أَمْ أُلْهِمُ لَكُمْ لَوْلَا دُهُمُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَلَوْلَا أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

১১৭. তারা দুনিয়ার জীবনে যা ব্যয় করে তার উপমা হলো চরম ঠান্ডা বায়ু। তা ঐ লোকদের ফসলের উপর দিয়ে বয়ে গেলো এবং তা ধ্বংস করে রেখে গেলো যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে। তাদের প্রতি আল্লাহ যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে।

مَثَلٌ مَّا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

১১৮. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেদের লোক ছাড়া অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। তারা তোমাদের ক্ষতি করতে চেষ্টা করবেনা। তারা তাই কামনা করে যা তোমাদের কষ্ট দেয়। তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষ প্রকাশ হয়েছে, আর তারা মনের মধ্যে যা লুকিয়ে রেখেছে তা এর চাইতেও গুরুতর। আমরা তোমাদের জন্যে আয়াত সমূহ বর্ণনা করলাম যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِلَهَائِهِمْ دُونَكُمْ وَلَا يَأْلُوَنَكُمْ خَبَالًا ۖ وَذُؤُوا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝

১১৯. হ্যাঁ, তোমরা তাদের ভালোবাসো বটে, কিন্তু তারা তোমাদের ভালোবাসেনা। তাছাড়া তোমরা তো সবগুলো (আসমানি) কিতাবের প্রতিই ঈমান রাখো। তারা যখন তোমাদের সাথে মোলাকাত করে তখন বলে: আমরা তো ঈমান এনেছি, কিন্তু যখন তারা (নিজেরা) একান্তে মিলিত হয়, তখন তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশে নিজেদের আংগুল কামড়ায়। তাদের বলা: ‘তোমাদের ক্রোধের আগুনে তোমরা জ্বলে পুড়ে মরো।’ অবশ্যি আল্লাহ (মানুষের) মনের খবর অবহিত।

هَآئِنْتُمْ أَوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۚ وَإِذَا لَفَّظُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُؤْمِنُوا بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

১২০. তোমাদের ভালো কিছু হলে তা তাদের মনে কষ্ট দেয়, আর তোমাদের মন্দ কিছু হলে তা তাদের আনন্দিত করে। হ্যাঁ, তোমরা যদি সবার অবলম্বন করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ড পরিবেষ্টন করে আছেন।

إِن تَسْسِسْكُمْ حَسَنَةً تَنْسُوهُمْ ۖ وَإِن تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۚ وَإِن تُضْهِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يُضْهِرْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

১২১. স্মরণ করো, তুমি ভোর বেলা তোমার পরিবার পরিজনের কাছ থেকে বের হয়ে যুদ্ধের জন্যে ঘাটিতে মুমিনদের বিন্যাস করছিলে। আল্লাহ সব শুনে, সব জানেন।

وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

১২২. তখন তোমাদের মধ্যকার দুটি উপদল সাহস হারিয়ে ফেলেছিল, অথচ তাদের অলি (অভিভাবক) ছিলেন আল্লাহ, আর মুমিনরা তো তাওয়াক্কুল করে আল্লাহর উপরই।

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

১২৩. এই তো বদর (প্রান্তরেই তো) আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, যখন তোমরা ছিলে দুর্বল। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা শোকর আদায় করতে পারো।	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾
১২৪. স্মরণ করো, তখন তুমি মুমিনদের বলছিলে: এটা কি তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রভু তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন?	إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبْعِدَ كُفْرُكُمْ بِثَلَاثَةِ آلِفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿١٢٤﴾
১২৫. হ্যাঁ, তোমরা যদি সবার করো (অটল থাকো) এবং সতর্ক থাকো, তবে তারা আকস্মিক তোমাদের উপর হামলা করলে আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন।	بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُبْعِدْ كُفْرُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلِفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾
১২৬. আল্লাহ এ ব্যবস্থা করেছেন কেবল তোমাদের জন্যে সুসংবাদ হিসেবে এবং তোমাদের মনের প্রশান্তির জন্যে। সাহায্য তো কেবল মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর কাছ থেকেই আসে,	وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾
১২৭. কাফিরদের এক অংশকে নিশিহ্ন কিংবা লাক্ষিত করার জন্যে, যাতে করে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।	لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾
১২৮. এ ব্যাপারে তোমার কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নেই আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন কিংবা শাস্তি প্রদান করুন, কারণ তারা যালিম।	لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾
১২৯. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন এবং যাকে চান শাস্তি দিয়ে থাকেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল দয়াময়।	وَاللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾
১৩০. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সুদ খেয়োনা ক্রমবর্ধমান হারে। আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾
১৩১. তোমরা ভয় করো সেই আগুনকে যা তৈরি করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্যে।	وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾
১৩২. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং এই রসূলের, অবশ্যি তোমাদের রহম (অনুকম্পা) করা হবে।	وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾
১৩৩. তোমরা দৌড়ে এসো তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা মহাকাশ এবং পৃথিবীর মতো। তা প্রশস্ত রাখা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্যে,	وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪. যারা ব্যয় (দান) করে সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায়, যারা রাগ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল-কোমল। আর আল্লাহ তো কল্যাণকামীদেরই ভালোবাসেন,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكُفَّيْنِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫. এবং তারা যখনই কোনো ফাহেশা কাজ করে ফেলে, কিংবা নিজেদের প্রতি যুলুম করে বসে, সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর আল্লাহ ছাড়া কে আছে গুনাহ মার্ফ করার? এবং তারা যা করে ফেলেছে জেনে শুনে পুনরায় আর তাতে লিপ্ত হয়না।

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬. এরা সেইসব লোক, যাদের পুরস্কার তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা, আর সেইসব জান্নাত যেগুলোর নিচে দিয়ে জারি রয়েছে নদ নদী নহর। চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। পুণ্য আমলকারীদের পুরস্কার কতোইনা উত্তম!

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭. তোমাদের পূর্বে বহু সূন্নত (নিয়ম পন্থা) বিগত হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখো (আল্লাহর নিয়ম বিধানকে) অস্বীকারকারীদের পরিণতি কী হয়েছে?

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮. এই (কুরআন) মানবজাতির জন্যে একটি সুস্পষ্ট বার্তা এবং সতর্ক লোকদের জন্যে জীবন পদ্ধতি ও উপদেশ।

هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯. তোমরা দুর্বল হয়েনা এবং দুঃখ করোনা, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

১৪০. তোমরা যদি আঘাত পেয়ে থাকো, তবে অনুরূপ আঘাত তো তোমাদের (প্রতিপক্ষ) লোকেরাও পেয়েছে। মানুষের মাঝে সেই (ভালো মন্দ) দিনগুলোর আমরা আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ সাচ্চা ঈমানদারদের জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে শহীদ (সাক্ষী) হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ যালিমদের পছন্দ করেন না।

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

১৪১. আর এ কারণেও যে, আল্লাহ মুমিনদের পরিশুদ্ধ করতে চান এবং কাফিরদের চান নিশ্চিহ্ন করতে।

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكُفْرِينَ ﴿١٤١﴾

১৪২. তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা জান্নাতে দাখিল হয়ে যাবে, অথচ আল্লাহ এখনো বাস্তবে দেখে নেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে আর কারা অটল অবিচল থেকেছে।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٢﴾

১৪৩. মউতের সাথে সাক্ষাত হবার আগেই তোমরা তা তামান্না (কামনা) করছিলে। এখন তো বাস্তবেই তা দেখে নিলে।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

রকু
১৪

১৪৪. মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়, তার আগেও অনেক রসূল অতীত হয়েছে। সুতরাং সে যদি মরে যায়, কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা (ইসলাম ত্যাগ করে) পেছনে ফিরে যাবে? যে কেউ পেছনে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করবেনা। আল্লাহ অচিরেই শোকরগুজার লোকদের পুরস্কার প্রদান করবেন।

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

১৪৫. আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিই মরতে পারেনা। কারণ মৃত্যুর সময় নির্ধারিত। যে দুনিয়ার সওয়াব (পুরস্কার) চায়, আমরা তাকে তা থেকে কিছু দিই, আর যে আখিরাতের সওয়াব চায় আমরা তাকে সেখান থেকে দেবো আর শোকরগুজারদের আমরা অচিরেই পুরস্কার প্রদান করবো।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬. বহু নবী কিতাল (যুদ্ধ) করেছে, তাদের সাথে ছিলো অনেক আল্লাহওয়ালা লোক। আল্লাহর পথে তাদের যেসব বিপদ মসিবত ঘটেছিল তাতে তাদের মন ভেঙ্গে পড়েনি তারা দুর্বলতাও দেখায়নি এবং নতিও স্বীকার করেনি। আর আল্লাহ (ঈমানের উপর) অটল অবিচল থাকা লোকদেরই ভালোবাসেন।

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭. তাদের একটিই কথা ছিলো: ‘আমাদের প্রভু! আমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দাও, আমাদের কার্যক্রমের সীমালংঘন তুমি ক্ষমা করে দাও, আমাদের কদমকে মজবুত রাখো এবং কাফির কওমের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।’

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮. ফলে আল্লাহ তাদের দান করেন দুনিয়ার সওয়াব (পুরস্কার) এবং আখিরাতের উত্তম সওয়াব। আর আল্লাহ তো মুহসিন (কল্যাণকামী) লোকদেরই ভালোবাসেন।

فَاتَّخَذَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

রকু
১৫

১৪৯. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা কাফিরদের আনুগত্য করলে তারা তোমাদের পেছনে (কুফুরিতে) ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَزِدُّوْكُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

১৫০. বরং, আল্লাহই তোমাদের একমাত্র মাওলা (অভিভাবক) এবং তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

১৫১. আমরা অচিরেই কাফিরদের মনে ভয় ও আতংক সৃষ্টি করে দেবো, কারণ তারা আল্লাহর

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا

সাথে শিরক করেছে, যার সপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। আশুনিই হবে তাদের আবাস। যালিমদের আবাসস্থল কতো যে নিকৃষ্ট!

أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانٌ ۚ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾

১৫২. আল্লাহ তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছিলেন যখন তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে ওদের নিপাত করছিলে- যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারিয়েছিলে এবং নির্দেশ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলে এবং যা তোমরা চাইছিলে তা তোমাদের দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হয়েছিলে। তোমাদের কিছুলোক দুনিয়া চাইছিল আর কিছু লোক চাইছিল আখিরাত। তারপর আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তোমাদের ফিরিয়ে দিলেন তাদের থেকে। অবশ্য আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِآذِنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَاكُمْ مَّا تُحِبُّونَ ۖ مِّنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَّفَكُمُ عَنْهُم لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٠﴾

১৫৩. স্মরণ করো, তোমরা দৌড়ে উপরে উঠছিলে এবং পেছনে ফিরে কারো দিকে লক্ষ্য করছিলে না, অথচ আল্লাহর রসূল তোমাদের পেছন থেকে ডাকছিল। ফলে তিনি তোমাদের বিপদের উপর বিপদ চাপিয়ে দিলেন, যাতে করে তোমরা যা হারিয়েছো কিংবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্যে দুঃখিত না হও। তোমাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ বিশেষভাবে খবর রাখেন।

إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ ۖ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَابِكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۖ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾

১৫৪. তারপর দুঃখ দুশ্চিন্তার পর তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করলেন প্রশান্তি তন্দ্রা আকারে, যা তোমাদের একদল লোককে আচ্ছন্ন করে নিয়েছিল। কিন্তু আরেকদল জাহেলি যুগের অজ্ঞদের মতো আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা করে নিজেসাই নিজেদের এই বলে উদ্ধিগ্ন করছিল: ‘আমাদের কি (ক্ষমতায়) কোনো অধিকার আছে?’ (হে নবী!) তাদের বলা: ‘হুকুম দানের ক্ষমতা পুরোটাই আল্লাহর।’ তারা এমন বিষয় তাদের অন্তরে গোপন রাখে যা তোমার কাছে প্রকাশ করেনা। তারা বলে: ‘নির্দেশ প্রদানে যদি আমাদের অধিকার থাকতো, তবে আমাদের (লোকদের) এখানে নিহত হতে হতোনা।’ হে নবী! তাদের বলা: ‘তোমরা যদি তোমাদের ঘরেও অবস্থান করতে, তারপরও নিহত হওয়া যাদের জন্যে নির্ধারিত ছিলো তারা অবশ্য নিজেদের মরণের জায়গায় বেরিয়ে আসতো।’ এর কারণ হলো, আল্লাহ তোমাদের মনে যা আছে তা পরীক্ষা করতে চান এবং তোমাদের সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করতে চান। আল্লাহ অন্তরের খবর বিশেষভাবে জানেন।

ثُمَّ أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةٌ نَّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنْكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۚ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۖ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا ۚ قُلْ لَّو كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَ لِيَبَيِّنَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ۚ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦٢﴾

১৫৫. তোমাদের মধ্য থেকে যারা দুই দলের পরস্পর সম্মুখীন হবার দিন পলায়ন করে চলে গিয়েছিল, নিশ্চয়ই শয়তান তাদের কোনো কৃতকর্মের জন্যে তাদের পদস্থলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও সহনশীল।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

রফু
১৬

১৫৬. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা এসব লোকদের মতো হয়োনা যারা কুফুরি করে এবং তাদের ভাইদের বলে যখন তারা বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে কিংবা যুদ্ধরত থাকে: “তারা যদি আমাদের কাছে থাকতো, তাহলে মরতোওনা এবং নিহতও হতোনা।” আল্লাহ এসব কথাকে তাদের মনস্তাপের কারণ বানিয়ে দেন। আল্লাহই তো জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তোমরা যা করো সে বিষয়ে আল্লাহ দৃষ্টি রাখছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۖ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ يُخَيِّ وَيُيَسِّتُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

১৫৭. তোমরা যদি আল্লাহ্র পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ করো, তবে জেনে রেখো, ওরা যা জমা করে তা থেকে আল্লাহ্র ক্ষমা এবং রহমত অনেক ভালো।

وَلَسَنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮. তোমরা যদি আল্লাহ্র পথে মৃত্যুবরণ করো কিংবা নিহত হও, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ্র কাছেই তোমাদের হাশর করা হবে।

وَلَسَنَ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَأَنَّى إِلَهِ تُخْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯. (হে মুহাম্মদ!) এটা আল্লাহ্রই রহমত যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল! তুমি যদি তাদের প্রতি কঠোর-হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে পড়তো। সুতরাং তাদের ক্ষমা করে দাও এবং তাদের জন্যে (আল্লাহ্র কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো, আর কার্য পরিচালনায় তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতপর যখন সংকল্প (সিদ্ধান্ত) গ্রহণ করবে আল্লাহ্র উপর তাওয়াঙ্কুল করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াঙ্কুলকারীদের পছন্দ করেন।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَسْتُ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتُ قَطًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

১৬০. আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী হবার কেউই থাকবেনা, আর তিনি যদি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে তিনি ছাড়া কে আছে তোমাদের সাহায্য করবে? মুমিনরা কেবল আল্লাহ্র উপরই তাওয়াঙ্কুল করুক।

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

১৬১. কোনো নবীর পক্ষে অন্যায়ভাবে কোনো কিছু গোপন করা অসম্ভব। যে কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করবে সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে উপস্থিত হবে। অতপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা উপার্জন করেছে তার প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার যুলুম করা হবেনা।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْتُمَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْ يَكْتُمْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

১৬২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অনুসরণ করে সে কি ঐ ব্যক্তির মতো যে আল্লাহ্র ত্রোদ ও অসন্তুষ্টির পাত্র হয়েছে এবং যার আবাস হবে জাহান্নাম? -যা খুবই নিকৃষ্ট ফিরে আসার জায়গা।

أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَيُسِسُ الْمَصِيرَ ۝

১৬৩. আল্লাহ্র কাছে তাদের স্তর বিভিন্ন। তারা যা করে তা আল্লাহ্র দৃষ্টিতেই রয়েছে।

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

১৬৪. আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছেন, সে তাদের প্রতি তিলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের তায়কিয়া (পবিত্র ও পরিশুদ্ধ) করে, তাদের শিক্ষা দান করে আল কিতাব (আল কুরআন) এবং হিকমাহ, যদিও ইতোপূর্বে তারা নিমজ্জিত ছিলো সুস্পষ্ট গোমরাহিতে।

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَ إِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

১৬৫. তোমাদের উপর যখন বিপদ এসেছিল তখন তোমরা বলেছিলে: ‘কোথেকে এলো এ বিপদ?’ অথচ তোমরা তো (উহুদের দিন) দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। হে নবী তাদের বলো: এটা তোমাদের নিজেদের থেকেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

أَوْ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১৬৬. দুই দলের মোকাবেলার দিন তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই ঘটেছিল যাতে করে তিনি মুমিনদের অবস্থা জেনে নেন।

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَقَى الْجَمْعَيْنِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১৬৭. এটা এ জন্যও যে, তিনি যেনো মুনাফিকদের (বাস্তবে) জেনে নেন। তাদের বলা হয়েছিল, এসো আল্লাহ্র পথে লড়াই করো অথবা প্রতিরোধ করো। তারা বললো: ‘যুদ্ধ হবে যদি জানতাম তবে অবশ্য তোমাদের অনুসরণ করতাম।’ সেদিন তারা ছিলো ঈমানের চাইতে কুফুরির অধিকতর নিকটে। তারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। আল্লাহ ভালো করেই জানেন যা তারা গোপন করে।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعُنْكُمُ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝

১৬৮. যারা (যুদ্ধে না গিয়ে) তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলেছিল, তারা যদি আমাদের কথা শুনতো তবে নিহত হতোনা। তাদের বলো: ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে নিজেদেরকে মরণ থেকে রক্ষা করো।’

الَّذِينَ قَالُوا لِأَخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

১৬৯. যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত বলোনা; বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রভুর নিকট থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝

১৭০. আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পেছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের সুসংবাদ প্রদান করছে যে: ‘তাদের কোনো ভয় নেই এবং কোনো দুঃখও তাদের থাকবেনা।’

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۖ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭১. আল্লাহর নিয়ামত ও ফজল করমের (অনুগ্রহের) জন্যে তারা খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা জেনে যে, আল্লাহ মুমিনদের কর্মফল বিনষ্ট করেননা।

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ ۖ وَ فَضْلِهِ ۚ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُلْغِي أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

ককু
১৭

১৭২. যারা আহত হবার পরও আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, যারা ইহসান এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট পুরস্কার।

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

১৭৩. লোকেরা তাদের বলেছিল: ‘তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট বাহিনী সমবেত হয়েছে তাদের ভয় করো।’ -একথা শুনে তাদের ঈমান বেড়ে গিয়েছিল এবং তারা বলেছিল: ‘হাসবুনা ল্লাহ অনি’মাল অকিল- আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম কর্মসম্পাদনকারী।’

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

১৭৪. ফলে তারা আল্লাহর নিয়ামত ও ফজল-করম সহ (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসে। তাদের স্পর্শ করেনি কোনো মন্দ। তারা অনুসরণ করেছিল আল্লাহর রেজামন্দির। আর আল্লাহ বড় ফজল-করম ওয়ালা।

فَاتَّقَبُّوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ ۖ وَ فَضْلِهِ ۚ لَمْ يَمَسِّنْهُمْ سُوْءٌ ۚ وَ اتَّبَعُوا رِضْوَانِ اللَّهِ ۖ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. এটা ছিলো শয়তানেরই কাজ, সে ভয় দেখায় তার বন্ধুদের। কখনো তাদের ভয় করোনা। মুমিন হয়ে থাকলে তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো।

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۚ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَ خَافُوا اللَّهَ ۚ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

১৭৬. তোমরা দুঃখিত হয়োনা ওদের আচরণে, যারা দ্রুত ধাবিত হয় কুফুরির দিকে। তারা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবেনা। আখিরাতে আল্লাহ ওদের কোনো অংশ দেয়ার এরাদা করেন না। সেখানে তাদের জন্যে থাকবে বিশাল আযাব।

وَلَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ يُرِيدُ اللَّهُ ۖ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَقًّا فِي الْآخِرَةِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾

১৭৭. যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফুরি ক্রয় করেছে, তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

১৭৮. কাফিররা যেনো এ ধারণা না করে যে, আমরা অবকাশ দিচ্ছি তাদের কল্যাণের জন্যে, বরং আমরা অবকাশ দিচ্ছি এজন্যে, যেনো তারা

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّكُمْ تُبْلَىٰ لَهُمْ ۚ خَيْرٌ لَّأَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُبْلَىٰ لَهُمْ

তাদের পাপ বাড়িয়ে নেয়। আর তাদের জন্যে রয়েছে অপমানকর আযাব।

لِيَرْدَادُوا إِلَيْنَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

১৭৯. তোমরা এখন যে অবস্থায় আছো আল্লাহ মুমিনদের এ অবস্থায় রেখে দেবেন না, তিনি খবিহ লোকদেরকে ভালো লোকদের থেকে আলাদা করেই ছাড়বেন। তোমাদের কাছে গায়েব প্রকাশ করা আল্লাহর কাজ নয়, তবে (এ জন্যে) আল্লাহ তাঁর রসূলদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসূলদের প্রতি। তোমরা যদি ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তোমাদের জন্যে রয়েছে বিশাল পুরস্কার।

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تَوَمَّنُوا ۖ فَتَقَفُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

১৮০. যারা বখিল করে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদের যা দিয়েছেন তার ব্যাপারে, তারা যেনো মনে না করে যে এটা তাদের জন্যে ভালো। বরং এতে রয়েছে তাদের জন্যে অনিষ্ট। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করে, কিয়ামতের দিন তাই হবে তাদের গলার বেড়ি। মহাকাশ এবং এই পৃথিবীর স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহর। তোমাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ বিশেষভাবে খবর রাখেন।

وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ يَمَٰنُونَ بِمَا أَنْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ هُوَ خَيْرٌ أَلَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

ককু
১৮

১৮১. আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে: ‘আল্লাহ হলেন ফকির আর আমরা ধনী।’ তারা যা বলে এবং তাদের না হকভাবে নবীদের হত্যার বিষয়টি আমরা লিখে রাখবো। (কিয়ামতের দিন) আমরা তাদের বলবো: ‘স্বাদ গ্রহণ করো দক্ষ হবার আযাবের।’

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

১৮২. এটা তোমাদেরই কৃতকর্মের প্রতিফল। এর কারণ এটাও যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি যালিম (অবিচারক) নন।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعٰبِدِیۡنَ ۝

১৮৩. যারা বলে: ‘আল্লাহ আমাদের আদেশ দিয়েছেন, আমরা যেনো ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো রসূলের প্রতি ঈমান না আনি, যতোক্ষণ না সে আমাদের কাছে এমন এক কুরবানি হাজির করবে যাকে আগুন গ্রাস করে নেবে।’ (হে মুহাম্মদ!) তাদের বলা: আমার আগে তো তোমাদের কাছে অনেক রসূল এসেছিলেন সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন সমূহ নিয়ে এবং তোমরা যা বলছো তা নিয়ে, তারপরও কেন তোমরা তাদের হত্যা করেছিলে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো?

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا ۖ لَا نُؤْمِنُ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبٰنٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۚ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنٰتِ ۚ وَبِالذِّیۡ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ صٰدِقِیۡنَ ۝

১৮৪. (হে মুহাম্মদ!) তারা যদি তোমাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে অস্বীকার করেই, তবে তোমার পূর্বেও তারা বহু রসূলকে অস্বীকার করেছিল

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ

যারা সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ, যবুর (ছোট কিতাব) এবং আলো বিতরণকারী কিতাব নিয়ে (তাদের কাছে) এসেছিল।

جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝

১৮৫. প্রত্যেক ব্যক্তিই মউতের স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতকালে তোমাদের কাজের প্রতিদান তোমাদের পুরোপুরি দেয়া হবে। তখন যাকে রক্ষা করা হবে জাহান্নাম থেকে এবং দাখিল করা হবে জান্নাতে, সে-ই হবে সফলকাম। দুনিয়ার হায়াতটা প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝

১৮৬. তোমাদের মাল-সম্পদ এবং তোমাদের জীবন সম্পর্কে অবশ্য অবশ্য তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হবে। তাছাড়া তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের থেকে এবং মুশরিকদের থেকে তোমরা অবশ্য অবশ্য অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনেবে। তবে তোমরা যদি (তোমাদের আদর্শের উপর) অটল থাকো এবং সতর্কতা অবলম্বন করো তবে এটাই হবে মজবুত সংকল্পের কাজ।

لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

১৮৭. স্মরণ করো, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের থেকে এই অংগীকার নিয়েছিলেন: ‘তোমরা তা (তোমাদেরকে প্রদত্ত কিতাব) মানুষের জন্যে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবেনা।’ কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তা অগ্রাহ্য করে এবং এর বিনিময়ে তারা ক্রয় করে নগণ্য স্বার্থ। তারা যা ক্রয় করে তা কতো যে নিকুষ্ট!

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُنُوهُمْ فَتَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ شَيْئًا قَلِيلًا فَبُخِيسَ مَا يَشْتَرُونَ ۝

১৮৮. তারা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে, আর যা করেনি তার জন্যে প্রশংসার পাত্র হতে চায়। তারা আযাব থেকে রক্ষা পাবে- এমন ধারণা করোনা। তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُجِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১৮৯. মহাকাশ এবং এই পৃথিবীর কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর, আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে শক্তিমান।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ককু
১৯

১৯০. মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে রয়েছে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

১৯১. যারা আল্লাহকে ফিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে এবং যারা চিন্তা ফিকির করে মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে আর বলে: “আমাদের প্রভু! তুমি এসব অকারণে সৃষ্টি করোনি, তুমি সব

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ

কিছুর ণ্টিমুক্ত নিখুঁত পরিচালক। অতএব তুমি আমাদের রক্ষা করো আগুনের আযাব থেকে।

سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

১৯২. আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি যাকে দাখিল করবে আগুনে, তাকে অবশ্যি লাঞ্ছিত করে ছাড়বে, আর যালিমদের জন্যে থাকবেনা কোনোই সাহায্যকারী।

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

১৯৩. আমাদের প্রভু! আমরা শুনেছি একজন আহবায়ককে আহবান করছেন ঈমানের দিকে (এই বলে:) ‘তোমরা ঈমান আনো তোমাদের প্রভুর প্রতি’। (তঁর আহবানে সাড়া দিয়ে) আমরা ঈমান এনেছি। আমাদের প্রভু! অতএব তুমি ক্ষমা করে দাও আমাদের সমস্ত পাপ, আমাদের থেকে ঢেকে মুছে দাও আমাদের সমস্ত মন্দকর্ম ও ণ্টি বিচ্যুতি, আর আমাদের ওফাত দান করো পুণ্যবানদের সাথে।

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبِرَارِ ۝

১৯৪. আমাদের প্রভু! তোমার রসূলদের মাধ্যমে আমাদের যা দেবে বলে ওয়াদা দিয়েছে তা আমাদের দাও আর কিয়ামতের দিন আমাদের অপমানিত করোনা। নিশ্চয়ই তুমি খেলাফ করোনা ওয়াদা।”

رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ۝

১৯৫. ফলে তাদের প্রভু তাদের দোয়ার জওয়াব দিয়েছেন এই বলে: ‘আমি তোমাদের কোনো পুরুষ বা নারী আমলকারীর আমল বিনষ্ট করিনা। তোমরা একই দলের সদস্য। তাই যারাই আমার জন্যে হিজরত করেছে এবং যাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, আমার পথে কষ্ট দেয়া হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে এবং যারা যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি অবশ্য অবশ্যি তাদের থেকে মুছে দেবো তাদের পাপ ও দোষণ্টি এবং অবশ্য অবশ্যি তাদের দাখিল করবো সেইসব জান্নাতে, যেগুলোর নিচে দিয়ে জারি থাকবে নদ-নদী-নহর। এগুলো তারা পাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসেবে আর উত্তম পুরস্কার তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে।’

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أُودُوا فِي سَبِيلِي ۖ قَتَلُوا وَ قُتِلُوا ۖ الْأَكْثَرُونَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۖ وَلَا دُخْلَ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝

১৯৬. যারা কুফুরি করেছে, বিশ্বের বুকে তাদের অবাধ বিচরণ যেনো তোমাদের প্রতারিত না করে।

لَا يَعْزُبُ عَنْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝

১৯৭. এ তো স্বল্পকালীন ভোগমাত্র। তারপরই তাদের আবাস হবে জাহান্নাম, আর তা যে কতো নিকৃষ্ট ঠিকানা!

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَ بئْسَ الْمِهَادُ ۝

১৯৮. তবে যারা তাদের প্রভুকে ভয় করবে, তাদের জন্যে থাকবে জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ নদী নহর। চিরকাল

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

থাকবে তারা সেখানে। এ হবে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে মেহমানদারি। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে পুণ্যবানদের জন্যে তাই সর্বোত্তম।

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلَّابْرَارِ ۝

১৯৯. আহলে কিতাবদের মধ্যে অবশ্যি এমন লোকও আছে যারা আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হয়ে ঈমান আনে, এবং ঈমান আনে তোমাদের কাছে যা (যে কিতাব) নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং তাদের কাছে যা (যে কিতাব) নাযিল হয়েছে তার প্রতি; আর তারা নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করেনা আল্লাহর আয়াত। এরা সেইসব লোক যাদের জন্যে তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে তাদের পুরস্কার। অবশ্যি আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ ۚ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

২০০. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সবর অবলম্বন করো, সবরের প্রতিযোগিতা করো এবং ঐক্যবদ্ধ থাকো, আর ভয় করো আল্লাহকে, অবশ্যি তোমরা সফলকাম হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

রুকু
২০

সূরা ৪ আন নিসা

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১৭৬, রুকু সংখ্যা: ২৪

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০০১ : একটি আত্মা থেকে মানব বংশের সূচনা ও বিস্তার হয়েছে। রক্ত সম্পর্কের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।
- ০২-১০ : এতিম এবং এতিমদের সম্পদ তত্ত্বাবধানের বিষয়ে উপদেশ ও নির্দেশাবলি। একত্রে কতজন স্ত্রী রাখা যাবে?
- ১১-১৪ : ওয়ারিশি পাবে কারা এবং কে কতটুকু পাবে? আল্লাহর দেয়া ওয়ারিশি আইন না মানার বেদনাদায়ক পরিণতি।
- ১৫-১৮ : কারো স্ত্রী ব্যভিচার করলে তার বিধান। তাওবার নিয়ম।
- ১৯-২১ : স্ত্রী গ্রহণ ও বর্জন সংক্রান্ত বিধান।
- ২২-২৮ : কাদেরকে বিয়ে করা হারাম? বিয়ের পছন্দ।
- ২৯-৩৩ : মুমিনদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলি।
- ৩৪-৩৫ : পারিবারিক জীবনে পুরুষের কর্তৃত্ব।
- ৩৬-৪২ : মুমিনদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলি।
- ৪৩ : সালাতের জন্যে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি।
- ৪৪-৫৭ : ইহুদিদের সীমালঙ্ঘন। শিরকের গুণাহ মাফ করা হবেনা।
- ৫৮-৭৬ : মুমিনদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলি।
- ৭৭-৯১ : মুনাফিকি আচরণ। মুমিনদের প্রতি উপদেশ।
- ৯২-৯৩ : মুমিনকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। ভুলবশত হত্যা করলে তার বিধান।
- ৯৪-১০০ : যুদ্ধ, জিহাদ ও হিজরত।
- ১০১-১০৪ : কসর ও ভয়কালীন সালাত।
- ১০৫-১১৫ : নবীর প্রতি কিতাবের বিধান অনুযায়ী ফায়সালা দেয়ার নির্দেশ। নবীর বিরোধিতাকারীরা জাহান্নামি।

- ১১৬-১২৬ : শিরকমুক্ত ঈমানের পথে আমল করার আহ্বান।
 ১২৭-১৩০ : কতিপয় দাম্পত্য বিধান।
 ১৩১-১৪১ : মুমিনদের প্রতি উপদেশ ও নির্দেশাবলি।
 ১৪২-১৫২ : মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।
 ১৫৩-১৬২ : ইহুদি-খৃষ্টানদের হঠকারিতা ও বাহুল্য দাবি-দাওয়া।
 ১৬৩-১৭৫ : মুহাম্মদ সা. তাঁর পূর্ববর্তী রসুলদের মতোই অহি লাভ করেছেন। সব নবীরা একই দীন প্রচার করেছেন।
 ১৭৬ : ওয়ারিশি সংক্রান্ত অবশিষ্ট বিধান।

সূরা আন নিসা (নারী) পরম করুণাময় পরম দয়ালবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ النِّسَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. হে মানুষ! তোমরা সতর্ক হও তোমাদের রবের প্রতি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি আত্মা থেকে। আর তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি। অতঃপর তাদের দু'জন থেকে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী। তোমরা ভয় করো আল্লাহকে, যার দোহাই দিয়ে তোমরা (পরস্পর থেকে) তোমাদের অধিকার দাবি করো। আর সতর্ক হও রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়দের (অধিকারের) ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তত্ত্বাবধানকারী পাহারাদার।	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝
০২. দিয়ে দাও এতিমদেরকে তাদের মাল-সম্পদ। ভালো সম্পদের সাথে মন্দ সম্পদ বদল করোনা। তোমরা গ্রাস করোনা তাদের মাল-সম্পদ তোমাদের মাল-সম্পদের সাথে মিশিয়ে নিয়ে। কারণ, এটা একটা কবিরী গুনাহ।	وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝
০৩. আর তোমরা যদি আশংকা করো, এতিম-মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে যেসব নারীদের তোমরা পছন্দ করো, তাদের মধ্য থেকে বিয়ে করে নাও দুই, তিন, বা চারজনকে। কিন্তু, যদি আশংকা করো (একাধিক বিয়ে করলে) স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ করতে পারবেনা, সে ক্ষেত্রে একটি বিয়ে করো, অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত মেয়ে। বেইনসাফি থেকে বাঁচার জন্যে এ ব্যবস্থাই অধিকতর সঠিক।	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝
০৪. আর তোমরা (যাদের বিয়ে করবে তাদের অর্থাৎ) স্ত্রীদের মোহর খোলামনে আনন্দচিন্তে দিয়ে দাও। তবে তারা নিজেরাই যদি সম্বলচিন্তে (মোহরানার) কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তবে তোমরাও সানন্দে তা গ্রহণ করতে পারো।	وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُوْهُ هُنَيْئًا مَّرِيَّاتًا ۝
০৫. তোমরা নিবোধদের হাতে তোমাদের মাল-সম্পদ তুলে দিওনা, যা আল্লাহ তোমাদের জীবন	وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي

ধারণের মাধ্যম বানিয়েছেন। তবে তা থেকে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সাথে উত্তম-উপদেশমূলক কথা বলবে।

جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ
اَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ①

০৬. আর তোমরা এতিমদের যাচাই-পরীক্ষা করতে থাকো, যতোদিন তারা বিবাহযোগ্য-বালগ না হয়। অতঃপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে ভালোমন্দ যাচাই করার মতো যোগ্যতার সন্ধান পাও, তখন তাদের মাল-সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করে দাও। তারা বড় হয়ে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এই ভয়ে অপচয় করে তাদের সম্পদ তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলোনা। যে (এতিমের যে তত্ত্বাবধানকারী) সম্পদশালী, সে যেনো (এতিমদের সম্পদ থেকে তত্ত্বাবধানের খরচ নেয়া থেকে) বিরত থাকে। তবে অভাবী হলে প্রচলিত সঙ্গত পরিমাণ গ্রহণ করবে। যখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করবে, তখন তাতে সাক্ষী রাখবে। আর হিসাব নেয়ার জন্যে আল্লাহই কাফী (যথেষ্ট)।

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ
يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَ
مَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ②

০৭. বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদে পুরুষ (ওয়ারিশদের) অংশ রয়েছে, আর আর বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া অর্থ সম্পদে নারী (ওয়ারিশদের)ও অংশ রয়েছে, তা কমই হোক কিংবা বেশি। (উভয়ের) প্রাপ্য নির্ধারিত ও বিধিবদ্ধ।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ
الْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرٌ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ③

০৮. (ওয়ারিশ অর্থ-সম্পদ) বন্টনকালে (ওয়ারিশ নয় এমন) আত্মীয় এবং এতিম ও অভাবী লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা থেকে কিছু দেবে এবং তাদের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে।

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ
قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ④

০৯. একথা ভেবে সবারই ভয় করা উচিত যে, তারাও যদি অসহায় সন্তান রেখে (মারা) যেতো, তবে (মৃত্যুর সময়) তারা কতো যে উদ্ভিগ্ন হতো! সুতরাং তারা যেনো আল্লাহকে ভয় করে এবং সরল-সঠিক কথা বলে।

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۚ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ⑤

১০. নিশ্চয়ই যারা যত্নমূল করে (অন্যায়ভাবে) এতিমদের মাল-সম্পদ গ্রাস করে, তারা ভক্ষণ করে তাদের উদরে আগুন এবং তাদেরকে দক্ষ করা হবে জ্বলন্ত আগুনে।

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا
إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَ
سَيُصْلَوْنَ سَعِيرًا ⑥

১১. আল্লাহ তোমাদের অসিয়ত (নির্দেশ) করছেন তোমাদের সন্তানদের (উত্তরাধিকার) সম্পর্কে: এক ছেলে সন্তান পাবে দুই মেয়ে সন্তানের সমান। কিন্তু তারা (ওয়ারিশরা) যদি শুধু মেয়ে সন্তান হয় এবং তারা যদি দুয়ের অধিক হয়, তবে তারা পরিত্যক্ত

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي
كَرَّ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ

অর্থ-সম্পদের তিনভাগের দুইভাগ পাবে। কিন্তু কেউ যদি একমাত্র কন্যা রেখে যায়, তবে সে (পরিত্যক্ত সম্পদের) অর্ধেক পাবে। কেউ যদি সন্তান (এবং পিতা-মাতা) রেখে মারা যায়, তাহলে তার বাবা-মা প্রত্যেকেই ছয় ভাগের একভাগ করে পাবে। কিন্তু সে যদি নিঃসন্তান হয় এবং ওয়ারিশ হিসেবে বাবা-মা দু'জনকেই রেখে যায়, তবে তার মা পাবে তিনভাগের একভাগ। তবে সে যদি ভাইবোনও রেখে যায়, তবে তার মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। এভাবে ওয়ারিশ বণ্টন করতে হবে মৃত ব্যক্তি যদি কোনো অসিয়ত করে যায় কিংবা কোনো দেনা রেখে যায়, সেগুলো পরিশোধ করার পর। তোমরা তো জানো না, তোমাদের বাবা-মা এবং সন্তানের মধ্যে তোমাদের জন্য লাভের দিক থেকে কে বেশি নিকটবর্তী? (উত্তরাধিকার বণ্টন এবং বণ্টনের এই হার) আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত আইন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী এবং পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অধিকারী।

كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُوْثِرُ لِهٖ
لِكَوْنِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُّؤْتِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَ
أَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۚ فَرِیْضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

১২. তোমাদের স্ত্রীরা যদি সন্তান না রেখে মারা যায়, তবে তাদের পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদের অর্ধেক তোমরা (স্বামীরা) পাবে। কিন্তু তারা যদি সন্তান রেখে যায়, তবে তাদের পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদের চার ভাগের এক ভাগ তোমরা (স্বামীরা) পাবে, অসিয়ত এবং দেনা পরিশোধ করার পর। তোমাদের (স্বামীদের) পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদের চার ভাগের এক ভাগ তারা (স্ত্রীরা) পাবে, যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। কিন্তু তোমাদের সন্তান থাকলে তোমাদের পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদের আট ভাগের এক ভাগ তারা পাবে, তোমাদের অসিয়ত এবং দেনা পরিশোধের পর। যদি এমন কোনো পুরুষ বা নারী মারা যায়, যার (ওয়ারিশি পাওয়ার জন্যে) সন্তান নেই, বাবা-মাও বেঁচে নেই, তবে একজন ভাই এবং একজন বোন আছে, সে ক্ষেত্রে উভয়ের প্রত্যেকেই ছয় ভাগের একভাগ পাবে। কিন্তু (তার ওয়ারিশি) এর চাইতে বেশি হলে তারা প্রত্যেকেই এক তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের এক ভাগে) সমান অংশীদার হবে। এসব বণ্টনই অসিয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর করতে হবে, যদি তা ক্ষতিকর না হয়। (ওয়ারিশি বণ্টন বিষয়ে) এগুলো হলো আল্লাহর অসিয়ত (নির্দেশ, আইন, বিধান)। আর আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, মহাধৈর্যশীল।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ
يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ
وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً
أَوْ امْرَأَةً وَكَانَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُّؤْتَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مَضَآءٍ
وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

১৩. এগুলো (ওয়ারিশি বিষয়ে) আল্লাহর নির্ধারিত সীমানা। যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে দাখিল করবেন

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

জান্নাতসমূহের মধ্যে, যেগুলোর নিচে দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে নদ-নদী নহর। সেগুলোর মধ্যে তারা থাকবে চিরকাল। আর এটাই মহাসাফল্য।

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٧﴾

১৪. কিন্তু যে কেউ অমান্য করবে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ এবং লংঘন করবে তাঁর (আল্লাহর নির্ধারিত) সীমানা, তিনি তাকে দাখিল করবেন আগুনে (জাহান্নামে)। সেখানেই সে থাকবে চিরকাল। তা ছাড়া তার জন্যে রয়েছে অপমানকর আযাব।

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٨﴾

বাকু
০২

১৫. তোমাদের যেসব নারী ফাহেশা কাজে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয় (বলে অভিযোগ উঠে), তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করাও। তারা (চারজনই) যদি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাকে গৃহবন্দী করে রাখো যতোদিন না তার মৃত্যু হয়, অথবা আল্লাহ্ এ ধরনের নারীদের বিষয়ে কোনো বিধান নাযিল করেন।

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٩﴾

১৬. তোমাদের মধ্যে যে দুইজন ঐ কর্মে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হবে, (প্রমাণিত হলে) তাদের দণ্ড দাও। আর তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের ইসলাহ করে নেয়, তবে তাদের (শাস্তি) উপেক্ষা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী পরম দয়াবান।

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادَّوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٢٠﴾

১৭. জেনে রাখো, আল্লাহ্ সেই সব লোকদের তওবাই কবুল করেন, যারা অজ্ঞতা বা ভুলবশত মন্দ কর্ম করে ফেলে এবং পরক্ষণেই ভীষণ অনুতপ্ত হয় ও তওবা করে। এরাই সেইসব লোক আল্লাহ্ যাদের তওবা কবুল করেন। আর আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢١﴾

১৮. ঐসব লোকদের অনুতপ্ত হওয়া বা তওবা করা নিষ্ফল, যারা মন্দ কর্ম চালিয়ে যেতেই থাকে। অতঃপর যখন তাদের কারো মউত এসে হাজির হয়, তখন সে বলে: ‘আমি এখন তওবা করছি’। আর ঐসব লোকদের তওবাও নিষ্ফল, যাদের মউত হয় কুফুরিতে নিমজ্জিত থাকা অবস্থায়। ঐসব লোকদের জন্যেই আমরা প্রস্তুত রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব (Painful torment)।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِثْمَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٢﴾

১৯. হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের জন্যে হালাল নয় নারীদের ওয়ারিশ হয়ে বসা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আর তোমরা তাদের হয়রানি করো না তাদেরকে দেয়া সম্পদের

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا

(মোহরানার) কিছু অংশ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে। তবে তারা প্রমাণিত ফাহেশা কাজে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়ে থাকলে ভিন্ন কথা। তাদের সাথে ভদ্রাচিত ও সম্মানজনকভাবে বাস করো। তোমরা যদি তাদের (স্ত্রীদের) অপছন্দ করো, তবে এমনো হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ করছো, অথচ আল্লাহ তাতে দান করবেন প্রভূত কল্যাণ।

بَعْضُ مَا اتَيْنُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ⑩

২০. তোমরা যদি একজন স্ত্রী বাদ দিয়ে তার জায়গায় আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ করার এরাদা করো, এবং (যাকে বাদ দেবে) তাকে যদি প্রচুর অর্থ-সম্পদও দিয়ে থাকো, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিওনা। তোমরা কি অপবাদ দিয়ে এবং সুস্পষ্ট পাপ কাজ করে তা ফেরত নেবে?

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ
وَأْتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِذَا
مُسِينًا ⑪

২১. তোমরা কী করে তা ফেরত নিতে পারো, অথচ তোমরা একজন আরেকজনের থেকে স্বাদ গ্রহণ করেছো এবং তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের থেকে পাকা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে?

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ
إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَنَّ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا ⑪

২২. তোমরা তাদের নিকাহ (বিয়ে) করোনা, যাদের নিকাহ করেছে তোমাদের পিতা ও পিতামহ। তবে অতীতে যা হবার হয়েছে। কারণ এ কাজ একটি ফাহেশা ও ঘৃণ্য কাজ এবং চরম নিকৃষ্ট পন্থা।

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ⑫

২৩. তোমাদের জন্যে (বিয়ে করা) হারাম করা হলো: তোমাদের মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, দুধ-মা, দুধ বোন, শাশুড়ী। আর তোমাদের স্ত্রীদের যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছো তাদের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে। তবে যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করোনি (অর্থাৎ সহবাস করার পূর্বেই যাদের তালাক দিয়েছো) তাদের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করতে বাধা নেই। এছাড়া তোমাদের জন্যে হারাম তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের (তালাক দেয়া) স্ত্রী। হারাম দুই বোনকে একত্রে বিবাহাধীন করা, তবে পূর্বে (জাহেলি যুগে) যা হবার হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَآَخُوْكُمْ وَعَوْنُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْآَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِيِّ
أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ
أُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الْمَنِيِّ فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ⑬

২৪. তাছাড়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ সব নারীই তোমাদের জন্যে হারাম। তবে তোমাদের

অধিকারভুক্ত দাসীদের বিয়ে করতে পারো। এগুলো তোমাদের জন্যে আল্লাহর দেয়া অবশ্য মান্য বিধান। উল্লেখিত নারীদের বাইরে যতো নারী আছে নিজেদের অর্থ-সম্পদের (মোহরানার) বিনিময়ে তাদের (যাকে চাও) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হলো। তবে বিবাহ বহির্ভূত যৌন লালসা তৃপ্ত করার জন্যে কিছুতেই নয়। (বিয়ে করে) তাদের থেকে তোমরা যে যৌন স্বাদ আশ্বাদন করো, তার বিনিময়ে তাদের মোহরানা ফরয হিসেবে পরিশোধ করে দাও। মোহরানা নির্ধারণের পর তোমরা যদি কোনো বিষয়ে (নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে বেশি প্রদান করতে) রাজি হয়ে যাও, তাতে তোমাদের কোনো দোষ হবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

২৫. তোমাদের মধ্যে যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুমিন নারীদের বিয়ে করার সামর্থ রাখেনা, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুমিন দাসীদের কাউকেও বিয়ে করবে। তোমাদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত। তোমরা একজন আরেকজন থেকে (অর্থাৎ তোমরা একই আদর্শ ও একই উম্মতভুক্ত)। সুতরাং তাদের বিয়ে করো তাদের অভিভাবকদের অনুমতি সাপেক্ষে এবং পরিশোধ করে দাও তাদের মোহরানা প্রচলিত ন্যায্য নিয়মে। তারা হবে সতী-সুরক্ষিত, অবৈধ যৌন নিবেদিতা নয় এবং ছেলে-বন্ধু গ্রহণকারিণীও নয়। তারা যখন বিবাহের দূর্পে আবদ্ধ হবে, তখন যদি ফাহেশা কাজে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়, তখন তাদের দণ্ড হবে স্বাধীন সম্ভ্রান্ত নারীদের দণ্ডের অর্ধেক। (বিয়ের) এই বিধানটি দেয়া হলো তোমাদের মধ্যকার সেসব লোকদের জন্যে যারা (বিয়ে না করলে) দীনের বিধান লংঘন এবং স্বাস্থ্যহানির আশংকা করে। তবে সবর অবলম্বন করা তোমাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়াবান।

২৬. আল্লাহ তোমাদের জন্যে বয়ান করে দেয়ার এরাদা করেছেন (হালাল এবং হারামের বিধান) এবং তোমাদের পরিচালিত করতে চাইছেন তোমাদের পূর্ববর্তী ভালো লোকদের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে। আর তিনি কবুল করে নিতে চাইছেন তোমাদের তওবা-অনুশোচনা। আল্লাহ তো আলিমুল হাকিম (সর্বজ্ঞানী সর্বপ্রজ্ঞানী)।

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَ أَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ فَتَيْتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ الْمُحْصَنَاتُ غَيْرُ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّخَذَاتٍ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ ۖ فَانْكِحُوا بِفَاحِشَةٍ ۚ فَاعْلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

২৭. আল্লাহ্ এরাদা করেছেন তোমাদের তওবা ও অনুশোচনা কবুল করতে। অপরদিকে যারা কুপ্রবৃত্তির এত্তেবা (অনুসরণ) করে, তারা চায় তোমরা যেনো সত্যের পথ থেকে চরমভাবে বিচ্যুত হও।

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا
مِيلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾

২৮. আল্লাহ্ এরাদা করেছেন তোমাদের উপর থেকে (বিধি নিষেধের) বোঝা হালকা করতে। কারণ, মানুষকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে জয়ীফ (দুর্বল) করে।

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ
الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

২৯. হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছো! তোমরা তোমাদের পরস্পরের মাল-সম্পদ গ্রাস করোনা বাতিল পন্থায়। তবে পরস্পরের রাজি খুশির ভিত্তিতে তেজারত (ব্যবসা) করার মধ্যে দোষ নেই। তোমরা নিজেদের হত্যা করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াবান।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

৩০. যে কেউ সীমা লঙ্ঘনের মাধ্যমে এবং যুলুম করে তা করবে, আমরা তাকে নিক্ষেপ করবো আগুনে। আর এ কাজ করা আল্লাহ্র জন্যে একেবারেই সহজ।

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدْوًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ
نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

৩১. তোমরা যদি কবিরা গুনাহসমূহ পরিহার করে চলো, যেগুলো করতে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমরা তোমাদের ছোট খাটো সব গুনাহখাতা মুছে (expiate) দেবো এবং তোমাদের দাখিল করবো অতীব সম্মান ও মর্যাদার জায়গায় (জান্নাতে)।

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ
نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ
مُدْخَلَ كَرِيمٍ ﴿٣١﴾

৩২. আল্লাহ্ তার যেসব (অনুগ্রহ) দান করে তোমাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন, তোমরা সেগুলোর লালসা করোনা। পুরুষ যা উপার্জন করে, তার অংশ হবে সে অনুযায়ী, আর নারী যা উপার্জন করে তার অংশ সে অনুযায়ী। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করো তাঁর অনুগ্রহ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে অবহিত।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ
عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا
اِكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا
اِكْتَسَبْنَ وَسَلَّوْا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

৩৩. পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের রেখে যাওয়া প্রতিটি অর্থ-সম্পদের জন্যে আমরা উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ের সাক্ষী।

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَأَتْوَهُمْ لَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

৩৪. পুরুষরা নারীদের অভিভাবক ও ব্যবস্থাপক। কারণ, আল্লাহ্ তাদের একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া পুরুষরা তাদের (নারীদের) জন্যে নিজেদের মাল-সম্পদ

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ
اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمَّا إِلَهُهُ ۖ فَالْصَّلَاحُ قَبْلَتْ قَبْلَتْ حَفِظَتْ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِي تَخَافُونَ
نُشُورَهُنَّ فَحِطُّوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَكْثَرْتُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٥﴾

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعِثُوا
حُكَمَاءَ مِنْ أَهْلِهِ وَ حُكَمَاءَ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ
اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٥﴾

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَفُورًا ﴿٥٦﴾

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَنهَاهُمْ اللَّهُ مِنْ
قَضَائِهِ ۖ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُهِينًا ﴿٢٥﴾

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ
يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٥٥﴾

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ

থেকে ব্যয় করতো? আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন।	اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝
৪০. আল্লাহ্ কারো প্রতি অণু পরিমাণ যুলুম করেন না। আর কেউ যদি একটি পুণ্যের কাজও করে, তিনি সেটাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝
৪১. ভেবে দেখো, সে সময় ব্যাপারটা কী গুরুতর হবে, যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করাবো এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে হাজির করবো?	فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝
৪২. যারা কুফুরির পথ অবলম্বন করেছে এবং এই রসূলের অব্যাহা হয়েছে, সেদিন তারা কামনা করবে, হায়, মাটি যদি তাদেরকে তার গর্ভে ঢুকিয়ে নিতো! সেদিন তারা আল্লাহ্র নিকট থেকে কোনো কথাই গোপন করতে পারবে না।	يَوْمَئِذٍ يَبُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَعَصَا الرَّسُولُ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ ۚ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۝
৪৩. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সালাতের নিকটবর্তীও হয়োনা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যতোক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো। অনুরূপ জ্বুবি (গোসল ফরয) অবস্থায়ও গোসল না করা পর্যন্ত সালাতের কাছে যেয়ো না; তবে ভ্রমণরত (মুসাফির অবস্থায়) থাকলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা যদি পীড়িত-অসুস্থ হও, অথবা সফরে থাকো, কিংবা তোমাদের কেউ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে এসে থাকে, অথবা যদি তোমরা নারী সহবাস করে থাকো এবং এসব অবস্থায় পানি না পাও, তবে পাক মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করে নিও, (এভাবে যারা) মাসেহ করবে নিজেদের মুখমণ্ডল এবং হাত, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (তাদের ব্যাপারে) অতীব পাপমোচনকারী এবং পরম ক্ষমাশীল।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لُمَسَّتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝
৪৪. তুমি কি তাদের দেখোনি, যাদের আল কিতাবের অংশ বিশেষ দেয়া হয়েছে? তারা ক্রয় করে ভ্রাতৃ পথ এবং এরাদা করে: তোমরাও যেয়ো হও বিপথগামী।	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۝
৪৫. আল্লাহ্ তোমাদের দুশমনদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন। তোমাদের অলি হিসেবে আল্লাহ্ই কাফী (যথেষ্ট) এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহ্ই কাফী।	وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝
৪৬. যারা ইহুদি হয়েছে তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা কথাকে স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে। তারা বলে: ‘আমরা তোমার কথা শুনলাম এবং	مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۚ

অমান্য করলাম'; আর শুনে, না শুনার মতো; নিজেদের জিহ্বা কুণ্ঠিত করে দীনের প্রতি তাক্ষিল্য প্রকাশ করে তারা আরো বলে: 'রায়েনা'। অথচ তারা যদি বলতো: 'আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম', 'শুনুন' এবং 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন', তবে সেটাই তাদের জন্যে উত্তম ও সঙ্গত হতো। কিন্তু আল্লাহ তাদের অবিশ্বাসের জন্যে তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। সুতরাং স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তারা ঈমান আনবেনা।

اسْمَعَ غَيْرِ مُسْمِعٍ وَرَاعِنًا لَّيًّا بِالسِّنْتِهِمْ
وَ طَعْنًا فِي الدِّينِ ۖ وَ لَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنَا لَكَانَ
خَيْرًا لَّهُمْ وَ أَقْوَمٌ ۚ وَ لَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٠﴾

৪৭. হে এসব লোক, যাদেরকে ইতোপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে! তোমাদের কাছে যা আছে (অর্থাৎ তাওরাত ও ইনজিল) তার সত্যায়নকারী যে কিতাব আমরা (মুহাম্মদের প্রতি) নাযিল করেছি, তোমরা তার প্রতি ঈমান আনো আমরা চেহারাগুলোকে বিকৃত করে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার পূর্বেই, অথবা শনিবার ওয়ালাদের যেমন অভিশপ্ত করেছি, সেরকম অভিশপ্ত করার পূর্বেই। আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا
نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلُ ۚ
نُظِيسُ وَجُوهَهَا فَتَرُدُّهَا عَلَىٰ آدْبَارِهَا
أَوْ نَلْعَنُهَا كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَ كَانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٩﴾

৪৮. আল্লাহর সাথে শিরক করা হলে (সে পাপ) আল্লাহ ক্ষমা করবেননা। এছাড়া অন্য পাপসমূহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেবেন। যে আল্লাহর সাথে শিরক করে, সে তো উদ্ভাবন করে নেয় এক মহাপাপ।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا
دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَ مَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٥٠﴾

৪৯. তুমি কি তাদের (ইহুদি ও খৃস্টানদের) দেখোনি, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে পুত-পবিত্রতার সার্টিফিকেট দেয়? বরং আল্লাহ যাকে চান, শুদ্ধ ও পবিত্র করে দেন। তিনি কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ যুলুম করেন না।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ
بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَ لَا يُظْلَمُونَ
فَتِيلًا ﴿٥١﴾

৫০. দেখো তাদের ওদ্ধত্য, তারা স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে। সুস্পষ্ট পাপ হিসেবে এটাই যথেষ্ট।

أُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ
كَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٢﴾

৫১. তুমি কি তাদের দেখোনি যাদের কিতাবের অংশ বিশেষ দেয়া হয়েছে? তারা জিবত ও তাগুতের প্রতি বিশ্বাস রাখে। তারা কাফিরদের সম্পর্কে বলে: 'যারা ঈমানের পথে চলে তাদের চাইতে এদের পথই অধিকতর সঠিক।'

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ
الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ
يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥٣﴾

৫২. এরাই সেসব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন। আর আল্লাহ যাকে লানত বর্ষণ করেন, তুমি কখনো তার জন্যে কোনো সাহায্যকারী পাবেনা।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۚ وَ مَنْ يَلْعَنِ
اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٤﴾

৫৩. নাকি (আল্লাহর) সাম্রাজ্যে তাদের কোনো অংশ আছে? তেমনটি হলেও তারা মানুষকে একটি কানাকড়িও দেবেনা।

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝

৫৪. নাকি আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ-ভাণ্ডার থেকে মানুষকে (মুহাম্মদ সা. ও তার অনুসারীদেরকে) যা দিয়েছেন, সে কারণে তারা তাদের প্রতি হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে? যদি তাই হয়, তবে তো আমরা ইবরাহিমের বংশধরদের (বনি ইসরাঈলকেও) কিতাব এবং হিকমাহ দিয়েছিলাম। আরো দিয়েছিলাম এক বিশাল সাম্রাজ্য।

أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَهُمْ مَّا كَانُوا يُحْسَدُونَ عَلَيْهِمْ ۝

৫৫. কিন্তু (সে ক্ষেত্রেও তো তাদের সবাই ঈমান আনেনি) তাদের কিছু লোক ঈমান এনেছিল আর কিছু লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তাদের দক্ষ করার জন্যে তো জাহান্নামই যথেষ্ট।

فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكُفِيَٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝

৫৬. যারা আমার আয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করে, অচিরেই আমরা তাদের দক্ষ করবো আগুনে। যখনই তাদের চামড়া দক্ষ হয়ে যাবে, তখনই নতুন চামড়া দিয়ে তা বদল করে দেবো, যাতে করে তারা (লাগাতার) আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلَّمًا نَضْجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْلِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا يَبْدُونَ فَوَالْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

৫৭. যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ (উত্তম, ন্যায় ও পুণ্যের কাজ) করে, অচিরেই আমরা তাদের দাখিল করবো জান্নাতে, যার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর। চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। তাছাড়া সেখানে তারা পাবে পবিত্র স্বামী এবং স্ত্রী। আর আমরা তাদের দাখিল করবো সুবিস্তৃত চিরস্নিগ্ধ ছায়ায়।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا شُرَٰرِبٌ أَثَرٌ ۝

৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমানত তার হকদারকে দিয়ে দিতে। তিনি আরো নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে, ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সুবিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের অতি উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদপ্তর।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

৫৯. হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো এই রসূলের, আর তোমাদের (মুসলিমদের) মধ্যকার সেইসব লোকদের যারা দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত। আর তোমরা যখনই কোনো বিষয়ে মতভেদ ও মতবিরোধ করবে, তা (ফায়সালার জন্যে) উপস্থাপন করো আল্লাহ ও রসূলের নিকট,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো। এটিই কল্যাণকর পন্থা এবং পরিণতির দিক থেকেও সর্বোত্তম।

৬০. তুমি কি তাদের দেখোনি, যারা (অর্থাৎ মুনাফিকরা) দাবি করে, তারা তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে, সে সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে; কিন্তু তারা বিচার ফায়সালায় জন্যে তাগুতের দ্বারস্থ হয়, অথচ তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করতে। মূলত শয়তান তাদের বিপথগামী করে নিয়ে যেতে চায় বহুদূর।

৬১. যখন তাদের বলা হয়: ‘আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব এবং রসূলের দিকে আসো,’ তখন তুমি দেখতে পাও, মুনাফিকরা তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে পেছনে হটে যায়।

৬২. তাদের কৃতকর্মের জন্যে যখন তাদের উপর কোনো মসিবত আপতিত হবে, তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে? তখন তারা তোমার কাছে এসে হলফ করে বলবে: আল্লাহর কসম, আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ছাড়া আর অন্য কিছু চাইনি।’

৬৩. তারা (মুনাফিক), তাদের মনের খবর আল্লাহ ভালো করেই জানেন। সুতরাং তাদের উপেক্ষা করো, আর তাদের ওয়ায (উপদেশ দান) করো এবং তাদের উদ্দেশ্যে এমনভাবে কথা বলো, যেনো তাদের মর্ম স্পর্শ করে।

৬৪. আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হবে- এ উদ্দেশ্য ছাড়া আমরা একজন রসূলও পাঠাইনি। তারা (মুনাফিকরা) নিজেদের প্রতি কোনো যুলুম করার পর যদি এ পন্থা অবলম্বন করতো যে, তোমার কাছে ছুটে আসতো, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং রসূলও তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতো, তাহলে অবশ্যি তারা আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দায়াবান পেতো।

৬৫. কিন্তু না (তাদের অবস্থা তা নয়), তোমার প্রভুর শপথ, এরা কখনো ঈমানদার হতে পারবেনা, যতোক্ষণনা তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদে তোমাকে হাকিম (Judge) নিযুক্ত করে, অতঃপর তোমার ফায়সালা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং বিনীতভাবে তোমার ফায়সালা তসলিম (গ্রহণ) করে নেয়।

الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٦٠﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦١﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦٢﴾

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ ۖ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٣﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عَظْمُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٤﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٥﴾

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٦﴾

৬৬. (এমন কি স্বয়ং) আমরাও যদি তাদের নির্দেশ দিতাম: ‘তোমার নিজেদের হত্যা করো অথবা নিজেদের গৃহ ত্যাগ করো’, তবে অল্প কিছু লোক ছাড়া তারা তা করতো না। তাদেরকে যে ওয়ায (উপদেশ দান) করা হয়েছে তারা যদি তা পালন করতো, তবে তা হতো তাদের জন্যে কল্যাণকর এবং তাদের ঈমানের দৃঢ়তা সাধনকারী।

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۝

৬৭. আর তখন অবশ্যি আমরা আমাদের পক্ষ থেকে তাদের দান করতাম মহাপুরস্কার।

وَإِذَا لَا تَأْتِيهِمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۝

৬৮. এবং অবশ্যি আমরা তাদের পরিচালিত করতাম সিরাতুল মুসতাকিমে।

وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

৬৯. আর যে কেউ আনুগত্য করবে আল্লাহর এবং এই রসূলের, তারা সঙ্গি হবে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং পুণ্যবানদের। সঙ্গি হিসেবে এরা কতোইনা উত্তম!

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝

রুকু
০৯

৭০. এটা (এমনটি লাভ করা) আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ। সর্বজ্ঞানী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ۝

৭১. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সতর্কতা গ্রহণ করো, তারপর দলে দলে ভাগ হয়ে সামনে অগ্রসর হও, অথবা একত্রে অগ্রসর হও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ وَفْدًا جَمِيعًا ۝

৭২. তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে (যুদ্ধে যেতে) গড়িমসি করে। তারপর তোমাদের কোনো মসিবত স্পর্শ করলে সে বলে: ‘আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি।’

وَأَنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۝

৭৩. আর তোমরা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অনুগ্রহ লাভ করো, তখন তোমাদের ও তার মধ্যে যেনো কোনো সম্পর্ক নেই এমন ভাব দেখিয়ে সে অবশ্যি বলবে: ‘হায়, আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।’

وَلَمَنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

৭৪. সুতরাং যারা আখিরাতের (সাফল্যের) বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রয় করে দেয়ার সাহস রাখে, তারাই আল্লাহর পথে লড়াই করুক। যে কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে, সে নিহত হোক, কিংবা বিজয়ী হোক, আমরা অচিরেই তাকে প্রদান করবো মহাপুরস্কার।

فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

৭৫. তোমাদের কী হয়েছে, কেন তোমরা লড়াই করছোনা আল্লাহর পথে! সেইসব দুর্বল অসহায় নর, নারী ও শিশুদের জন্যে, যারা ফরিয়াদ করে

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

বলছে: ‘আমাদের প্রভু! আমাদের বের করে নাও এই জনপদ থেকে। এর অধিবাসীরা যালিম। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে একজন অলির (অভিভাবকের) ব্যবস্থা করে দাও এবং ব্যবস্থা করে দাও একজন সাহায্যকারীর।’

الْوَلَدَانِ الذِّينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

৭৬. যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে, আর যারা কুফুরি করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই করো শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। অবশ্যই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

৭৭. তুমি কি তাদের অবস্থা দেখছোনা, যাদের বলা হয়েছিল: ‘তোমাদের হাত সংবরণ করো, সালাত কয়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো।’ তারপর যখন তাদের জন্যে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হলো, তখন তাদেরই একটি দল মানুষকে ভয় করতে থাকলো আল্লাহকে ভয় করার মতো, কিংবা তার চেয়েও বেশি ভয়। তারা বলতে থাকলো: ‘আমাদের প্রভু! আমাদের কেন যুদ্ধের নির্দেশ দিলে? প্রভু! আমাদেরকে কিছুকালের অবকাশ দাও।’ হে নবী! বলো: ‘পার্থিব ভোগ-সম্ভার তো সামান্য। মুত্তাকিদের জন্যে আখিরাতই সর্বোত্তম। তোমাদের প্রতি বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।’

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقْبِلُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْ لَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝

৭৮. তোমরা যেখানেই অবস্থান করো না কেন, মউত তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি তোমরা উঁচু মজবুত দুর্গে অবস্থান করলেও। তাদের কোনো কল্যাণ হলে তারা বলে: ‘এটা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর কোনো অকল্যাণ হলে বলে: এটা হয়েছে তোমার কারণে।’ তুমি বলো: ‘সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।’ এই লোকদের কী হলো, তারা যে কোনো কথাই বুঝে না!

أَيِّن مَّا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۝

৭৯. তুমি যা কিছু কল্যাণ লাভ করো তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই, আর তোমার যা কিছু অকল্যাণ হয়, তা হয় তোমার নিজের কারণে। আমরা তোমাকে মানুষের জন্যে পাঠিয়েছি একজন রসূল হিসেবে। আল্লাহই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে।

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَا لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

৮০. যে রসূলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় আমরা তোমাকে তাদের উপর রক্ষক নিযুক্ত করিনি।

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝

৮১. তারা বলে: ‘আমরা আনুগত্য করি।’ তারপর তোমার কাছ থেকে চলে গেলে রাতে তাদের একদল লোক তাদের কথার বিপরীত পরামর্শ করে। তারা রাতে যা সলাপরামর্শ করে আল্লাহ্ তা লিখে রাখেন। সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা করো এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করো। উকিল হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

৮২. তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেনা? এ কুরআন যদি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো পক্ষ থেকে আসতো, তবে অবশ্যি তারা এতে পেতো অনেক সাংঘর্ষিক কথা।

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنُ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝

৮৩. যখনই তাদের কাছে শান্তি বা ত্রাসের কোনো সংবাদ আসে, তারা তা প্রচার করে বেড়ায়। তারা যদি (তা না করে) সেটা রসূল বা তাদের দায়িত্বশীলদের গোচরে আনতো, তবে তাদের মাঝে যারা উদ্ভাবনী যোগ্যতার অধিকারী তারা এর যথার্থতা অনুধাবন করতে পারতো। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং রহমত না থাকলে তোমাদের স্বল্প সংখ্যক ছাড়া বাকিরা শয়তানের অনুসরণ করতো।

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

৮৪. সুতরাং তোমরা লড়াই করো আল্লাহ্র পথে। তোমাকে দায়ী করা হবে শুধু তোমার নিজের জন্যে। মুমিনদের উৎসাহ দিয়ে যাও। হয়তো আল্লাহ্ কাফিরদের শক্তি নিবারণ করবেন। আল্লাহ্ই প্রবল শক্তিদ্বার এবং কঠোরতর শাস্তিদাতা।

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِكَ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۝

৮৫. যে কেউ ভালো কাজের সুপারিশ করবে, তার পুরস্কারে তার অংশ থাকবে। আর যে কেউ মন্দ কাজের সুপারিশ করবে, তাতেও তার অংশ থাকবে। প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্ দৃষ্টি রাখেন।

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ۝

৮৬. যখন তোমাদের অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তার চাইতে উত্তম অভিবাদনে তার জবাব দাও, অথবা অন্তত অনুরূপ জবাব দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ের হিসাব গ্রহণ করবেন।

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝

৮৭. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের অবশ্যি জমা করবেন, এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। আল্লাহ্র চেয়ে বড় সত্যবাদী আর কে?

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝

৮৮. তোমাদের কী হলো, মুনাফিকদের ব্যাপারে যে তোমরা দুই দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদেরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ করেছেন, তোমরা কি তাকে হিদায়াতের পথে চালাতে চাও? আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ করে দেন, তুমি তার জন্যে কখনো কোনো পথ পাবে না।

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَ اللَّهُ
أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ
تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝

৮৯. তারা কামনা করে তোমরা যেনো কুফুরি করো, যেমন তারা কুফুরি করেছে, যাতে করে তোমরা তাদের বরাবর হয়ে যাও। সুতরাং আল্লাহ্র পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের কাউকেও অলি (বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা যদি অস্বীকার করে, তবে তাদের যেখানে পাবে, গ্রেফতার করবে এবং হত্যা করবে। আর তাদের কাউকেও বন্ধু এবং সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না।

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ
سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ
أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ
يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَحُذُّوهُمْ ۖ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ
وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ
وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

৯০. তবে তাদেরকে নয়, যারা এমন জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক রাখে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অথবা যারা তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আসে যখন তাদের মন থাকে তোমাদের সাথে, কিংবা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে তারা সংকোচ বোধ করে। আল্লাহ্ চাইলে তিনি তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতাবান করে দিতেন এবং তারা অবশ্যি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। এখন যদি তারা তোমাদের থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তির প্রস্তাব দেয়, তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো পথ রাখেননি।

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ
بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ
صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَقَاتِلُوا
قَوْمَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ
فَلَقَاتِلُوكُمْ ۚ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۖ فَمَا
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

৯১. তোমরা অপর এমন কিছু লোক পাবে, যারা তোমাদের সাথে এবং তাদের সম্প্রদায়ের সাথে শান্তি চাইবে। যখন তাদেরকে ফিতনার দিকে আহ্বান করা হয়, তখনই তারা এ ব্যাপারে তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। যদি তারা তোমাদের কাছ থেকে চলে না যায় এবং তোমাদের কাছে শান্তির প্রস্তাব না দেয় এবং তাদের হাত গুটিয়ে না রাখে, তবে তাদের যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে এবং হত্যা করবে। আমরা তোমাদেরকে এদের বিরুদ্ধে অবস্থানের সুস্পষ্ট অধিকার দিলাম।

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ
يَأْمَنُواكُمْ وَيَأْمِنُوا قَوْمَهُمْ ۚ كُلَّمَا رُدُّوا
إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ لَمْ
يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ
يَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ فَحُذُّوهُمْ ۖ وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝

৯২. কোনো মুমিনের জন্যে অপর মুমিনকে হত্যা করা বৈধ নয়, তবে ভুলবশত করলে ভিন্ন কথা।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا

কেউ যদি ভুলবশত কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তাহলে এর বিধান হলো, একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করা এবং নিহতের পরিবারবর্গকে গ্রহণযোগ্য মুক্তিপণ প্রদান করা, যদি তারা ক্ষমা করে না দেয়। আর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করবে। আর যদি সে এমন কোনো সম্প্রদায়ের লোক হয় যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, তবে তাদের পরিবারবর্গকে গ্রহণযোগ্য মুক্তিপণ প্রদান করবে এবং একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে। কিন্তু কারো যদি সঙ্গতি না থাকে তবে লাগাতার দুইমাস রোযা রাখবে। এটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে তওবা করার ব্যবস্থা, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান।

حَطًا ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٧﴾

৯৩. আর কেউ যদি কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে, তবে তার শাস্তি হলো জাহান্নাম, সে চিরকাল সেখানেই থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট এবং তিনি তাকে অভিশাপ দেন, আর তার জন্যে তিনি প্রস্তুত রেখেছেন বিশাল আযাব।

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلْدًا ۖ فِينَهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَلَعَتْهُ ۖ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٥٨﴾

৯৪. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন আল্লাহর পথে রওয়ানা করবে, তখন পরীক্ষা করে নেবে (কে বন্ধু, কে শত্রু)। কেউ তোমাদের সালাম করলে দুনিয়ার স্বার্থ কামনায় তাকে বলো না: ‘তুমি মুমিন নও।’ তোমরা যদি পার্থিব জীবনের স্বার্থ হাসিল করতে চাও, তবে আল্লাহর কাছে রয়েছে অনেক গনিমত। তোমরাও তো আগে এরকমই ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নেবে। তোমরা যা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۖ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَايِمٌ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ ۖ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

৯৫. মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও ঘরে বসে থাকে, তারা আর যারা নিজেদের ধনমাল এবং জান প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা নিজেদের ধনমাল এবং জানপ্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ ঘরে বসে থাকাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। তবে আল্লাহ প্রত্যেককেই কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে, তাদের উপর আল্লাহ মুজাহিদদের মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَلَىٰ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعْدِينَ دَرَجَةً ۖ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقُعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٠﴾

৯৬. তাঁর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমত। আর আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান।

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦١﴾

৯৭. নিজেদের প্রতি যুলুম করতে থাকা লোকদের যখন ফেরেশতারা ওফাত ঘটাতে আসে, তারা বলে: ‘তোমরা কী অবস্থার মধ্যে ছিলে?’ তখন তারা বলে: ‘আমরা দেশে দুর্বল অসহায় ছিলাম।’ তখন তারা বলে: ‘কেন আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা যেখানে তোমরা হিজরত করতে পারতে?’ এরাই সেইসব লোক যাদের আবাস হবে জাহান্নাম আর সেটা কতো যে নিকৃষ্ট আবাস!

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَائِفَةٌ أَنفُسُهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾

৯৮. তবে সেসব লোকেরা নয়, যেসব দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা কোনো উপায় অবলম্বনের সামর্থ্য রাখেনা এবং কোনো পথও খুঁজে পায়না।

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾

৯৯. তারা সেসব লোক, শীঘ্রি আল্লাহ যাদের পাপ মুছে দেবেন, কারণ আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

১০০. যে হিজরত করবে আল্লাহর পথে সে জগতে বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে। যে কেউ নিজের ঘর থেকে আল্লাহর ও তার রসুলের দিকে মুহাজির হিসেবে বের হবে, এ পথে তার মৃত্যু হলে তার পুরস্কারের দায়িত্ব আল্লাহর। আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

১৪

১০১. তোমরা যখন ভ্রমণে বের হও, তখন যদি তোমরা আশংকা করো যে, কাফিররা তোমাদের জন্যে ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে সালাত কসর করলে তোমাদের কোনো দোষ হবেনা। নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের সুস্পষ্ট দুষমন।

وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا أَعْدَاؤُكُمْ مُبِينًا ﴿١٠١﴾

১০২. (হে নবী!) যখন তুমি তাদের মাঝে থাকো এবং (যুদ্ধ ও ত্রাস চলাকালে) তাদের সাথে নিয়ে সালাতে দাঁড়াও, তখন তাদের মধ্য থেকে একটি গ্রুপ তোমার সাথে সালাতে দাঁড়াবে এবং তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সাথে রাখবে। তারপর তারা সাজদা করে নিলে পেছনে গিয়ে অবস্থান নেবে এবং অপর গ্রুপ-যারা এখনো সালাতে অংশ নেয়নি এসে তোমার সাথে সালাতে অংশ নেবে। তারাও সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র সাথে রাখবে। কারণ, কাফিররা তো চায়, তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং মাল সামানের ব্যাপারে সামান্য গাফিল হলেই তারা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ

তবে, তোমরা যদি বৃষ্টির কারণে অসুবিধা বোধ করো, কিংবা অসুস্থ থাকো, তবে অস্ত্র রেখে দিলে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু সতর্ক থাকবে। জেনে রাখো, আল্লাহ্ কাফিরদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন অপমানকর আযাব।

مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ أَنْ تَضَعُوا
أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝

১০৩. তারপর যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্র যিকির করবে। তারপর যখন নিরাপদ বোধ করবে, তখন যথা নিয়মে সালাত আদায় করবে। নির্ধারিত সময়ে সালাত কালেম করা মুমিনদের জন্যে এক লিখিত বিধান।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۝

১০৪. শত্রু কণ্ঠের সন্ধানে তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করোনা, যদি তোমরা যন্ত্রণা ভোগ করে থাকো তবে তারাও তোমাদের মতোই যন্ত্রণা পায়। আল্লাহ্র কাছে তোমরা এমন জিনিস আশা করো, যা তারা আশা করেনা। আল্লাহ্ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান।

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا
تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَ
تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

১০৫. আমরা তোমার প্রতি সত্যতা ও বাস্তবতার নিরিখে নাযিল করেছি এই কিতাব, যাতে আল্লাহ্ তোমাকে যে সঠিক পথ জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করে দিতে পারো। তুমি কখনো খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ক করোনা।

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا
تَكُنْ لِلْخَائِثِينَ خَصِيمًا ۝

১০৬. আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, কারণ আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান।

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

১০৭. যারা নিজেদের সাথে খিয়ানত করে, তুমি তাদের পক্ষে বিবাদে লিপ্ত হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোনো খিয়ানতকারী পাপীকে পছন্দ করেন না।

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَالُونَ أَنفُسَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَافًا أَثِيمًا ۝

১০৮. তারা মানুষ থেকে তাদের দুষ্কর্ম গোপন করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্র থেকে গোপন করতে পারেনা, তিনি তাদের সাথেই থাকেন রাতে যখন তারা তাঁর অপছন্দনীয় সলাপরামর্শ করে। তারা যা করে আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ
مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا
يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝

১০৯. হ্যাঁ, তোমরা ইহজীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছো, কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে কে বিতর্ক করবে তাদের পক্ষে? কিংবা কে হবে তাদের পক্ষে উকিল?

هَآأَنْتُمْ هَآؤَآءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝

১১০. যে কেউ পাপ কাজ করে, কিংবা নিজের প্রতি যুলুম করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, সে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল দয়াবানই পাবে।

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ
يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

১১১. যে কেউ কামাই করবে পাপ, সে তা কামাই করবে নিজেরই বিরুদ্ধে। আল্লাহ তো মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাবান।

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

১১২. যে কেউ উপার্জন করবে অপরাধ বা পাপ, পরে তা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করবে, সে তো বহন করবে মিথ্যা অপবাদ এবং সুস্পষ্ট পাপের বোঝা।

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَزِرْ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۝

রকু
১৬

১১৩. তোমার প্রতি যদি আল্লাহর ফজল (অনুগ্রহ) এবং রহমত (দয়া) না হতো, তাহলে তাদের একটি দল তোমাকে বিপথগামী করতে চাইতো। আসলে তারা তো নিজেদের ছাড়া আর কাউকেও পথভ্রষ্ট করেনা। তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তো তোমার প্রতি নাযিল করেছেন আল কিতাব (আল কুরআন) এবং হিকমাহ (কর্মকৌশল ও কার্যনির্বাহী জ্ঞান) আর তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। তোমার প্রতি আল্লাহর ফজল বিরাট।

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ۚ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۚ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

১১৪. তাদের অধিকাংশ গোপন সলাপরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই। তবে কল্যাণ থাকে (সেই ব্যক্তির গোপন পরামর্শে) যে নির্দেশ দেয় দান করার, ভালো কাজ করার কিংবা মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপন করার। আল্লাহর সন্তোষ কামনায় কেউ যদি এসব কাজ করে, আমরা শীঘ্রি তাকে দান করবো মহা পুরস্কার।

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

১১৫. কারো কাছে হিদায়াত (সত্যপথ) সুস্পষ্ট হবার পরও যদি সে রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করে, তাহলে সে যেদিকে মুখ ফিরিয়েছে আমরা তাকে সে দিকেই ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে প্রবেশ করাবো জাহান্নামে, যা চরম নিকৃষ্ট আবাস।

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

রকু
১৭

১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার পাপ ক্ষমা করবেন না, এ ছাড়া অন্যগুলো ক্ষমা করে দেবেন যাকে ইচ্ছা করবেন। যে কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করে সে তো পথহারা হয়ে চলে যায় বহু দূরে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

১১৭. তারা তো আল্লাহর পরিবর্তে দেবীর এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে।

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثَاءً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ۝

১১৮. তার প্রতি আল্লাহর লানত। সে বলে: “আমি অবশ্যি তোমার বান্দাদের একটি নির্দিষ্ট অংশকে আমার তাবেদার বানিয়ে নেবো।

لَعَنَهُ اللَّهُ ۖ وَقَالَ لَا اخَذَنَّ مِنْ عَبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

১১৯. আমি অবশ্যি তাদের পথভ্রষ্ট করবো, তাদের মনে মিথ্যা আকাংখা সৃষ্টি করবো, তারা

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا لَأْمَنِيْنَهُمْ وَلَا أَمْرًا لَهُمْ ۝

আমার নির্দেশ মতো পশুর কান ছিদ্র করবে এবং আমি তাদের নির্দেশ দিয়ে যাবোই এবং তারা অবশ্যি আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করতে থাকবে।” যে কেউ আল্লাহর পরিবর্তে এই শয়তানকে অলি (বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক) হিসেবে গ্রহণ করবে, সে অবশ্যি নিমজ্জিত হবে সুস্পষ্ট ক্ষতির মধ্যে।	فَلْيَتَّبِعْكُمُ أَذَانُ الْأَنْعَامِ وَلَا مِرَّةٌ لَهُمْ فَلْيَتَّبِعُوا خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا ۝
১২০. সে তাদের ওয়াদা দেয় এবং তাদের মনে মিথ্যা বাসনা সৃষ্টি করে দেয়। আর শয়তানের ওয়াদা তো প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।	يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝
১২১. এদের (শয়তানের অনুসারীদের) আবাস হবে জাহান্নাম এবং সেখান থেকে নিষ্কৃতির কোনো পথ তারা পাবে না।	أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَخْرِجًا ۝
১২২. পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে, আমরা অবশ্যি তাদের দাখিল করবো জান্নাতে, যার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ নদী নহর। চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কথার দিক থেকে আল্লাহর চাইতে সত্যবাদী আর কে?	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝
১২৩. তোমাদের খেয়াল খুশি কিংবা আহলে কিতাবের খেয়াল খুশি মতো কাজ হবেনা। যে মন্দ কাজ করবে, তার প্রতিফল সে পাবেই এবং সে আল্লাহর পরিবর্তে কোনো অলি বা সাহায্যকারী পাবে না।	لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝
১২৪. যে কোনো পুরুষ বা নারী মুমিন অবস্থায় আমলে সালেহ করবে, তারা অবশ্যি দাখিল হবে জান্নাতে এবং তাদের প্রতি কণা পরিমাণও অবিচার করা হবেনা।	وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝
১২৫. দীনের দিক থেকে ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কে আছে, যে মুহসিন (পুণ্যবান) অবস্থায় আল্লাহর বাধ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহিমের মিল্লাত (আদর্শ) অনুসরণ করেছে? আর আল্লাহ তো ইবরাহিমকে নিজের বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।	وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝
১২৬. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর, আর আল্লাহ প্রতিটি বস্তুকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।	وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ۝
১২৭. নারীদের ব্যাপারে তারা তোমার কাছে জানতে চাইছে। তুমি বলো আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন, আর এতিম নারীদের ব্যাপারে, যাদের প্রাপ্য তোমরা পরিশোধ করোনা, অথচ তোমরা তাদের বিয়ে করতে চাও এবং অসহায় শিশুদের ব্যাপারে	وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتْلَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ

আর এতিমদের ব্যাপারে তোমাদের সুবিচার সম্পর্কে যা তোমাদের এই কিতাবে তিলাওয়াত করে শুনানো হয়, তা আল্লাহ পরিকারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর তোমরা যে কোনো কল্যাণকর কাজই করোনা কেন, আল্লাহ তা বিশেষভাবে জ্ঞাত।

الْمُسْتَظْفِينَ مِنَ الْوَلَدَانِ ۖ وَ أَنْ تَقُولُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۝

১২৮. কোনো নারী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে তারা আপোস মীমাংসা করতে চাইলে তাদের কোনো দোষ হবেনা। তাছাড়া আপোস-মীমাংসাই উত্তম। লোভের কারণে মানুষ স্বভাবত কুপণ। তোমরা যদি ইহসান করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে জেনে রাখো, তোমরা যা করো আল্লাহ তার খবর রাখেন।

وَ إِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

১২৯. তোমরা যতোই আকাংখা করোনা কেন, তোমরা কিছুতেই স্ত্রীদের মাঝে সমান ব্যবহার করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা কোনো একজনের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়োনা এবং অন্যকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিওনা। তোমরা যদি সংশোধন করে নাও এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল দয়াবান।

وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ۚ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْبُعْلَقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

১৩০. আর যদি তারা (স্বামী স্ত্রী) পরস্পর পৃথক হয়েই যায়, তবে আল্লাহ তাঁর অসীম ভাণ্ডার থেকে দান করে তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন। আর আল্লাহ তো প্রাচুর্যশালী প্রজ্ঞাবান।

وَ إِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَ كَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝

১৩১. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। ইতোপূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং বিশেষভাবে তোমাদেরকে আমরা অসিয়ত (নির্দেশ) করছি: 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।' তোমরা যদি এটা অস্বীকার করো, তবে জেনে রাখো, নিশ্চয়ই মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর এবং আল্লাহ মুখাপেক্ষাহীন সপ্রশংসিত।

وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَ كَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۝

১৩২. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর, আর উকিল (কর্মসম্পাদক) হিসেবে আল্লাহই কাফী (যথেষ্ট)।

وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

১৩৩. হে মানুষ! তিনি চাইলে তোমাদের অপসারিত করে অন্যদের নিয়ে আসতে পারেন। একাজ করতে আল্লাহ সম্পূর্ণ সক্ষম।

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ قَدِيرًا ۝

১৩৪. কেউ যদি (শুধু) দুনিয়ার সওয়াব (পুরস্কার) চায়, তবে সে জেনে রাখুক, আল্লাহর কাছে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় স্থানের সওয়াবই (পুরস্কারই) রয়েছে। আল্লাহ সব কিছু শুনেন, সব কিছু দেখেন।

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ۚ وَ كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

১৩৫. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সুবিচারের উপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে, তা যদি তোমাদের নিজেদের, কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা বা নিকটজনের বিরুদ্ধেও যায়। সে বিভবান হোক কিংবা অভাবী, আল্লাহ তাদের উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা সুবিচার করতে গিয়ে খেয়াল খুশির অনুগামী হয়োনা। তোমরা যদি পেঁচালো কথা বলো, কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রাখো, তোমরা যা করো আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ
تَلَوْا أَوْ نَعَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

১৩৬. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি, আর সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি নাযিল করেছেন তাঁর রসূলের কাছে এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা তিনি নাযিল করেছেন তার পূর্বে। যে কেউ কুফুরি করবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রসূলদের প্রতি এবং পরকালের প্রতি, সে তো বিপথগামী হয়ে চলে যাবে বহু দূর।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَ الْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَ
الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ
يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رَسُولِهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

১৩৭. যারা ঈমান এনেছে, তারপর কুফুরি করেছে, তারপর ঈমান এনেছে, তারপরও কুফুরি করেছে, তারপর কুফুরিতে অগ্রসর হয়েছে। আল্লাহ কিছুতেই তাদের ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে সঠিক পথও দেখাবেন না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا
ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَدُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنْ
اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾
بَشَرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾

১৩৮. মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও, তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

১৩৯. যারা মুমিনদের পরিবর্তে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে কাফিরদের, তারা কি তাদের কাছে ইজ্জত চায়? অথচ ইজ্জত তো পুরোটাই আল্লাহর।

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْنَبْتَعُونَ عَنْهُمْ
الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

১৪০. তিনি তো তোমাদের জন্যে কিতাবে একথা আগেই নাযিল করেছেন যে, তোমরা যখন শুনবে আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্‌প করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবেনা যতোক্ণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাবে। তা না হলে তোমরাও তাদের অনুরূপ বলে গণ্য হবে। আল্লাহ মুনাফিক এবং কাফিরদের জাহান্নামে একত্র করবেন।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا
سَأَلْتُمْ آلِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ
بِهَا فَلَا تَتَّبِعُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي
حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي
جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

১৪১. যারা তোমাদের অকল্যাণের অপেক্ষায়

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ

থাকে, তারপর যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় অর্জিত হয়, তখন তারা বলে: ‘আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?’ আর যদি কাফিরদের আংশিক বিজয় হয়, তখন তারা বলে: ‘আমরা কি তোমাদের পরিবেষ্টন করে রাখিনি এবং মুমিনদের হাত থেকে রক্ষা করিনি?’ কিয়ামতের দিনই আল্লাহ তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ কখনো মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের কোনো পথ করে দেবেন না।

فَتَحَّ مِنْ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ ۖ وَ
إِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ
نَسْتَحْذِمْ عَلَيْهِمْ وَ نَمْنَعُكُمْ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ۖ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۖ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝

রুকু
২০

১৪২. মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে। আসলে তিনিই তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। তারা যখন সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ায়, তখন আলস্যের সাথে দাঁড়ায়। তারা সালাতে আসে লোক দেখানোর জন্যে এবং খুব কমই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ
خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا
كَسَالَى ۖ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُونَ
اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

১৪৩. তারা দেটানায় দোদুল্যমান থাকে, না এদের দিকে, না ওদের দিকে। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করে দেন, তুমি তার জন্যে কোনো পথ পাবেনা।

مَذِيدَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَ لَا
إِلَى هَؤُلَاءِ ۖ وَ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ
لَهُ سَبِيلًا ۝

১৪৪. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদের অলি হিসেবে গ্রহণ করোনা। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ
سُلْطَانًا مُبِينًا ۝

১৪৫. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। তুমি তাদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী পাবেনা।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ مِنَ
النَّارِ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝

১৪৬. তবে যারা তওবা করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর জন্যে নিজেদের দীনকে একনিষ্ঠ করে নেয়, তারা মুমিনদের সাথে থাকবে। আল্লাহ শীঘ্রি মুমিনদের দান করবেন মহাপুরস্কার।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا
بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَ سَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
أَجْرًا عَظِيمًا ۝

১৪৭. তোমরা যদি শোকর আদায় করো এবং ঈমান রাখো, তাহলে তোমাদের শান্তি দিয়ে আল্লাহর কী কাজ? আল্লাহ তো কৃতজ্ঞতার মর্যাদাদানকারী সর্বজ্ঞানী।

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ
أَمَنْتُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۝

পাঠা
০৬

১৪৮. মন্দ ও পাপের কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, তবে যার প্রতি যুলুম করা হয়েছে, তার কথা ভিন্ন। আল্লাহ্ সব শুনে, সব জানেন।

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ
إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝

১৪৯. তোমরা যদি কল্যাণের কাজ প্রকাশ করো, কিংবা তা গোপন করো, অথবা যদি দোষ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ্ পাপ ক্ষমাকারী শক্তিমান।

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْهُ
سَوْءٌ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ۝

১৫০. যারা কুফুরি করে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রসূলদের প্রতি আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের মধ্যে ফারাক সৃষ্টি করে দিতে চায় এবং বলে: ‘আমরা কিছু মানি, আর কিছু মানি না’ আর তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝

১৫১. তারাই আসল কাফির। আর আমরা কাফিরদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি অপমানকর আযাব।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَآَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝

১৫২. আর যারা ঈমান আনে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রসূলদের প্রতি এবং তাদের কারো মধ্যে কোনো ফারাক করেনা, অচিরেই এদের তিনি পুরস্কার দেবেন তাদের প্রাপ্য পুরস্কার, এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াময়।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا
بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ
أُجُورُهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

১৫৩. আহলে কিতাবের লোকেরা তোমার কাছে দাবি করে, তুমি যেহেতু আসমান থেকে তাদের জন্যে একটি কিতাব নাযিল করো। মূসার কাছে তারা এর চাইতেও বড় জিনিস দাবি করেছিল। তারা (মূসাকে) বলেছিল: ‘আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্কে দেখাও’। তাদের এই সীমালংঘনের কারণে বজ্রাঘাতে তারা মারা পড়েছিল। তারপরেও তারা গরুর বাছুরকে দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর। তারপরেও আমরা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং মূসাকে প্রদান করেছিলাম সুস্পষ্ট প্রমাণ।

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُثَنِّلَ عَلَيْهِمْ
كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى
أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً
فَأَخَذْتَهُمُ الصَّعِقَةُ بَظُلُمِهِمْ ۖ ثُمَّ
اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ۚ وَآتَيْنَا
مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝

১৫৪. আমরা তাদের থেকে অঙ্গীকার নেয়ার জন্যে তুর পাহাড়কে তাদের উপরে তুলে ধরেছিলাম এবং তাদের বলেছিলাম: ‘অবনত শিরে এই গেইট দিয়ে প্রবেশ করো।’ আমরা তাদের আরো বলেছিলাম: ‘শনিবারে বাড়াবাড়ি করোনা’। তাদের থেকে আমরা মজবুত অঙ্গীকার আদায় করেছিলাম।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ
وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا
لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ ۚ وَأَخَذْنَا
مِنْهُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا ۝

১৫৫. তারা অভিশপ্ত হয়েছে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে, আল্লাহ্র আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করার কারণে, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করার কারণে এবং তাদের এই কথার কারণে যে:

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغْيٍ حَتَّى وَقَوْلِهِمْ

‘আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত’। বরং তাদের কুফুরির কারণে আল্লাহ তাদের অন্তর সীলমোহর করে দিয়েছেন। ফলে তারা আর ঈমান আনবে না, স্বল্প সংখ্যক ছাড়া।	قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝
১৫৬. তারা অভিশপ্ত হয়েছে তাদের কুফুরির কারণে এবং মরিয়মের উপর গুরুতর অপবাদ আরোপের কারণে।	وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝
১৫৭. আর তাদের এ কথার কারণেও যে, ‘আমরা আল্লাহর রসূল মরিয়মের পুত্র ঈসা মসিহকে হত্যা করেছি।’ অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, জুশবিদ্ধও করেনি, বরং তাদের এ রকম বিদ্রম হয়েছিল। যারা তার সম্পর্কে মতভেদ করেছিল, তারা অবশ্যি এ বিষয়ে সংশয়ের মধ্যে ছিলো। অনুমানের অনুগামী হওয়া ছাড়া এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞানই ছিলনা। তারা যে তাকে হত্যা করেনি, তা নিশ্চিত।	وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝
১৫৮. বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং আল্লাহ মহাশক্তিধর, প্রজ্ঞাবান।	بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝
১৫৯. আহলে কিতাবের প্রতিটি মানুষ অবশ্যি তার (ঈসার) প্রতি ঈমান আনবে তার মৃত্যুর আগে এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে।	وَإِنَّ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝
১৬০. ইহুদিদের যুলুমের কারণে আমরা তাদের জন্যে হারাম করে দিয়েছি ভালো ভালো সেসব জিনিস, যা তাদের জন্যে হালাল ছিলো এবং আল্লাহর পথে যে তারা অনেককে বাধা দেয় সে কারণে।	فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۝
১৬১. তাছাড়া তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল। আর অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থসম্পদ গ্রাস করার কারণে। আমরা কাফিরদের জন্যে তৈরি করে রেখেছি বেদানাদায়ক আযাব।	وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝
১৬২. তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে গভীরতা রাখে তারা এবং মুমিনরা ঈমান রাখে যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি সেটার প্রতি এবং যা আমরা তোমার আগে নাযিল করেছি তার প্রতিও। তারা সালাত কয়েমকারী, যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণকারী। আমরা এদের শীঘ্রি প্রদান করবো মহাপুরস্কার।	لَكِنَّ الرِّسْحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝
১৬৩. আমরা তোমার কাছে অহি পাঠিয়েছি, যেমন পাঠিয়েছিলাম নূহের কাছে এবং তার	إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ

পরের নবীদের কাছে, ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের কাছে এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুণ ও সুলাইমানের কাছে, আর আমরা দাঁড়কে দিয়েছিলাম যবুর।

وَالَّتِيَّاتِ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ
الْأَسْبَاطَ ۚ وَعِيسَىٰ وَ يُوسُفَ وَ
هُوْنَ وَ سُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُدَ رِزْقًا ۝

১৬৪. এছাড়া আরো অনেক রসূল। তাদের কথা আমরা আগেই তোমাকে জানিয়েছি আর অনেক রসূলের কথা আমরা তোমাকে বলিনি। এছাড়া আল্লাহ্ মূসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ
مُوسَىٰ تَكْوِينًا ۝

১৬৫. তারা ছিলো সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রসূল, যাতে করে রসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ করার সুযোগ না থাকে। আর আল্লাহ্ তো মহাশক্তিমান ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ
اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

১৬৬. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যে, তিনি তা নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে, ফেরেশতারাও এ সাক্ষ্য দেয়। আর সাক্ষী হিসেবে তো আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ
بِعِلْمِهِ ۚ وَالْمَلَكُ الْكَاشِفُ ۚ وَسُئِلَ
بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

১৬৭. নিশ্চয়ই যারা কুফুরি করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয়, তারা বিপথগামী হয়ে চলে গেছে বহু দূর।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

১৬৮. নিশ্চয়ই যারা কুফুরি করেছে এবং যুলুম করেছে, আল্লাহ্ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না, আর তাদেরকে কোনো পথও দেখাবেন না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ
لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۝

১৬৯. তবে জাহান্নামের পথ। সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল। এটা আল্লাহর জন্যে খুবই সহজ।

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ
وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

১৭০. হে মানুষ! এই রসূল তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে মহাসত্য নিয়ে। সুতরাং তোমরা তার প্রতি ঈমান আনো, এটাই হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণবহ। কিন্তু তোমরা যদি অস্বীকার করো, তবে জেনে রাখো, মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাবান।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ
بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَآمِنُوا ۚ خَيْرًا لَّكُمْ
وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

১৭১. হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা এবং আল্লাহর সম্পর্কে সত্য ছাড়া বলোনা। নিশ্চয়ই মরিয়মের পুত্র ঈসা মসিহ আল্লাহর একজন রসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি নিক্ষেপ করেছিলেন মরিয়মের প্রতি, আর সে আল্লাহর একটি আদেশ। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمَتْهُ
أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۚ فَآمِنُوا

রসূলদের প্রতি, আর তোমরা তিন খোদা বলো না। তোমরা এ থেকে বিরত হও, এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। নিশ্চয়ই আল্লাহ একমাত্র ইলাহ। তাঁর সন্তান থাকবে- এমন বিষয় থেকে তিনি পবিত্র। মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তো তাঁর। উকিল হিসেবে আল্লাহই কাফী (যথেষ্ট)।

بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۝

রুকু
২৩

১৭২. মসিহ (ঈসা) আল্লাহর বান্দা হওয়াকে কখনো ছোট করে দেখেনি, নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতারাও নয়। যে কেউ আল্লাহর দাসত্ব করাকে হয় জ্ঞান করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে অবশ্যি তাঁর কাছে জমা করবেন।

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمُ رَبُّهُ جَمِيعًا ۝

১৭৩. তবে যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে, তিনি তাদের পুরোপুরি দান করবেন তাদের পুরস্কার এবং নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদের আরো বেশি করে দেবেন। কিন্তু যারা হয় জ্ঞান করবে এবং অহংকার করবে তাদের তিনি আযাব দেবেন বেদনাদায়ক আযাব। তারা আল্লাহর পরিবর্তে কোনো পৃষ্ঠপোষক কিংবা সাহায্যকারী পাবেনা।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنَكَفُوا فَاسْتَكَبُوا ۚ وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

১৭৪. হে মানুষ! অবশ্যি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে একটি প্রমাণ, (মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ) আর আমরা তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি একটি সুস্পষ্ট নূর (আল কুরআন)।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۝

১৭৫. তাই যারা ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি এবং মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে তাঁকে, তিনি তাদের দাখিল করবেন তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে এবং তাদের পরিচালিত করবেন তাঁর দিকে সিরাতুল মুসতাকিমে (সরল সঠিক পথে)।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۚ وَ يَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

১৭৬. লোকেরা তোমার কাছে ফতোয়া চাইছে। তুমি বলো: আল্লাহ তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন নিঃসন্তান পিতা-মাতাহীন ব্যক্তির ব্যাপারে: কোনো পুরুষ মারা গেলে তার যদি সন্তান না থাকে এবং থাকে যদি শুধু একজন বোন, তবে সে পাবে পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক। আর তার ঐ একক বোনটি যদি (তার আগে) মারা যায় তবে সে হবে তার ওয়ারিশ যদি তার কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি দুই বোন থাকে, তবে তারা পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ। কিন্তু যদি তারা একাধিক ভাই-বোন থাকে সে ক্ষেত্রে এক পুরুষের অংশ হবে দুই নারীর সমান। আল্লাহ তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট বিধান দিচ্ছেন, যাতে করে তোমরা বিভ্রান্ত না হও। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞানী।

يَسْتَفْتُونَكَ ۚ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِيْهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُّسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

রুকু
২৪

সূরা ৫ আল মায়েদা (দস্তুরখান)

মদিনার অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১২০, রুকু সংখ্যা: ১৬

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০৫ : অঙ্গীকার পূর্ণ করো। ইহরাম অবস্থায় শিকার নিষেধ। যেসব প্রাণী খাওয়া নিষিদ্ধ। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ। সব পবিত্র জিনিস হালাল। আহলে কিতাবের খাবার হালাল। আহলে কিতাবের সতী মেয়েদের বিয়ে করা হালাল। শিকারের বিধান।
- ০৬: সালাতের জন্য অযু ও তায়াম্মুমের বিধান।
- ০৭-১১: মুমিনদের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বনের নির্দেশ।
- ১২-২৬: বনি ইসরাঈলের প্রতি উপদেশ এবং তাদের সীমালঙ্ঘনের ইতিহাস।
- ২৭-৩১: আদমের এক পুত্র কর্তৃক আরেক পুত্র হত্যার ঘটনা।
- ৩২: বনি ইসরাঈলিদের জন্যে হত্যার বিধান।
- ৩৩-৩৪: বিদোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের জন্যে বিধান।
- ৩৫-৩৭: তাকওয়া, উসিলা ও জিহাদের নির্দেশ।
- ৩৮-৪০: চোরের দণ্ড।
- ৪১-৫০: আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করার নির্দেশ।
- ৫১-৮৬: ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদেরকে অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে মুমিনদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা। তারা তাওরাত ও ইঞ্জিল প্রতিষ্ঠিত করেনি। খ্রিষ্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে শিরকে নিমজ্জিত হয়েছে। ইসরাঈলিদেরকে তাদের নবীরাও অভিশাপ দিয়েছেন। মুমিনদের জঘন্য শত্রু ইহুদি ও মুশরিকরা, খ্রিষ্টানরা কিছুটা বন্ধুভাবাপন্ন, কারণ তাদের মধ্যে কিছু বিনয়ী ও সত্য সন্ধানী পাদ্রী আছে।
- ৮৭-১০৮: মুমিনদের জন্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান।
- ১০৯-১২০: ঈসা আ. এর রিসালাত, মুজিয়া ও দাওয়াত। কিয়ামতের দিন তাঁকে আল্লাহর প্রশ্ন।

সূরা ৫ আল মায়েদা পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْمَائِدَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো। তোমাদের জন্যে হালাল করা হলো গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু, সেগুলো ছাড়া যেগুলো (সামনে) তিলাওয়াত করা হচ্ছে; তবে ইহরাম অবস্থায় তোমাদের জন্যে শিকার করা বৈধ নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ হুকুম প্রদান করেন যা তিনি চান।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①
০২. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে, হারাম মাসকে, কাবায় প্রেরিত কুরবানির পশুকে, (কুরবানির) উদ্দেশ্যে গলায় চিহ্ন পরানো পশুকে এবং নিজেদের প্রভুর রেজামন্দি ও অনুগ্রহ সন্ধান বয়তুল হারাম অভিযুক্ত যাত্রীদের অবমাননা করাকে হালাল করে নিয়োনা। যখন তোমরা ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে, তখন শিকার করো। মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে তোমাদের বাধা দিয়েছে বলে কোনো কওমের প্রতি বিদ্বেষ যেনো তোমাদেরকে কিছুতেই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। আর	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِّيْنَ الْمَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ

পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো, তবে পাপও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করোনা। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

০৩. হারাম করে দেয়া হলো তোমাদের জন্যে মৃত পশু, রক্ত, গুয়ারের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা পশু। দমবন্ধ হয়ে মরে যাওয়া পশু, আঘাতে মৃত পশু, উপর থেকে পড়ে মরা পশু, সিং-এর গুতোয় মরা পশু এবং সেই পশু যাকে হিংস্র জানোয়ার ছিন্ন ভিন্ন করে খেয়েছে। তবে এর মধ্যে যেগুলোকে তোমরা যবেহ করার সুযোগ পাও (সেগুলো হালাল)। আর যেগুলো আস্তানা বা বেদিতে যবাই করা হয়েছে সেগুলোও হারাম। আরো হারাম করা হয়েছে জুয়ার তীরের (অর্থাৎ জুয়াবাজির) মাধ্যমে ভাগ্য নির্ণয় করা। এগুলো সবই ফাসেকি কাজ। আজ কাফিররা তোমাদের দীনের বিরোধিতার কাজে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাদের ভয় পেয়োনা, কেবল আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্যে পূর্ণ করে দিলাম তোমাদের দীন, পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত (আল কুরআন) এবং তোমাদের জন্যে দীন (জীবন ব্যবস্থা) মনোনীত করলাম ইসলামকে। কেউ পাপের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে ক্ষুধার তাড়নায় যদি বাধ্য হয়ে (হারামকৃত) জিনিসগুলো থেকে কিছু খায়) তবে অবশ্যি আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَ النُّطِيقَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۚ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ۚ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْآزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فَنسَى ۖ أَلْيَوْمَ يَيْئَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

০৪. তারা তোমার কাছে জানতে চাইছে, তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে? তুমি তাদের বলো: তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সব ভালো জিনিস। আল্লাহ তোমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তার আলোকে তোমরা শিকারী পশু পাখিদের যা প্রশিক্ষণ দাও, তারা তোমাদের জন্য যা শিকার করে আনে সেগুলো খাও। তবে সেগুলোতে আল্লাহর নাম নেবে, আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا أَحَلَّ لَهُمْ ۚ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۚ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

০৫. আজ তোমাদের জন্য হালাল করা হলো সব ভালো-পবিত্র জিনিস। পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্য দ্রব্য (যবাই করা পশু) তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য দ্রব্যও তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্য (বিয়ে করা হালাল) সতী সাধ্বী মুমিন নারীদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সতী সাধ্বী নারীদেরকে যদি

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۚ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ

রুকু
০১

তোমরা তাদের মোহরানা প্রদান করো বিয়ে করার উদ্দেশ্যে, ব্যভিচার এবং গোপন প্রণয়িনী হিসেবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নয়। যে কেউ ঈমানের পথে আসতে অস্বীকার করবে, নিষ্ফল হয়ে যাবে তার আমল এবং আখিরাতে সে অন্তরভুক্ত হবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের।

أُجُورُهُنَّ مُحْصَيْنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا
مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ⑥

০৬. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন সালাতের জন্য উঠবে তখন ধুয়ে নেবে তোমাদের মুখমন্ডল এবং তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত, আর মাসেহ করে নেবে তোমাদের মাথা এবং ধুয়ে নেবে তোমাদের পা টাকনু পর্যন্ত। কিন্তু তোমরা যদি অপবিত্র থাকো তাহলে (আগেই) পবিত্র হয়ে নেবে। তবে যদি রোগাক্রান্ত হয়ে থাকো, কিংবা সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানায় গিয়ে আসো, কিংবা স্ত্রীর সাথে সংগম করে থাকো, অতঃপর যদি পানি না পাও, তবে তাইয়াম্মুম করে নাও ভালো মাটি দিয়ে। তা দিয়ে মাসেহ করে নেবে তোমাদের মুখমন্ডল এবং হাত। আল্লাহ তোমাদের কষ্টে ফেলতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে, যাতে করে তোমরা হতে পারো শোকরগুজার।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ
أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَاظْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَسْتُمْ
النِّسَاءَ فَكُمُ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑥

০৭. তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো আর সেই অংগীকারের কথা যার সাথে তিনি তোমাদের শক্তভাবে আবদ্ধ করেছিলেন, যখন তোমরা বলেছিলে: ‘আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।’ আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোভাবে জানেন অন্তরের খবর।

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ
الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ
أَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
بِدَاتِ الصُّدُورِ ⑦

০৮. হে ঈমান আনা লোকেরা! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদাতা হিসেবে অটল অবিচল থাকো। কোনো কওমের প্রতি বিদ্বেষ যেনো তোমাদেরকে ন্যায়নীতি বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা আদল ও ইনসাফের নীতি গ্রহণ করো। এটাই তাকওয়ার জন্যে নিকটতর। আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আমল (কর্মকাণ্ড) সম্পর্কে বিশেষভাবে খবর রাখেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآلَاءِ تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑧

০৯. আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন: যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে তাদের জন্যে রয়েছে মাগফিরাত এবং বিশাল পুরস্কার।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ⑨

১০. আর যারা কুফুরির পথ অবলম্বন করে এবং প্রত্যাখ্যান করে আমাদের আয়াত, তারা হবে জাহিমের (জ্বলন্ত আগুনের) অধিবাসী।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ⑩

১১. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের প্রতি আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যখন একদল লোক তোমাদের উপর হাত উঠাতে চেয়েছিল, তখন তিনিই তোমাদের থেকে তাদের হাত গুটিয়ে রেখেছিলেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর মুমিনরা তাওয়াক্কুল করুক আল্লাহরই উপর।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

১২. (দেখো), আল্লাহ বনি ইসরাঈলের অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা তাদের মধ্য থেকে বারোজন নকিব (নেতা) নিয়োগ করেছিলাম। আল্লাহ তাদের বলেছিলেন: আমি তোমাদের সাথে আছি তোমরা যদি সালাত কয়েম করো, যাকাত প্রদান করো, আমার রসূলদের প্রতি ঈমান রাখো, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং আল্লাহকে করযে হাসানা দাও। তাহলে অবশ্য তোমাদের থেকে মুছে দেবো তোমাদের পাপসমূহ এবং অবশ্য অবশ্য তোমাদের দাখিল করবো জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নিচে দিয়ে জারি থাকবে নদ নদী নহর। এরপরও যদি (তোমাদের) কেউ কুফুরিতে নিমজ্জিত হয়, সে বিপথগামী হয়ে যাবে সোজা পথ থেকে।

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

১৩. অংগীকার ভংগের কারণে আমরা তাদেরকে (বনি ইসরাঈলকে) লানত করেছি এবং তাদের অন্তরগুলোকে করে দিয়েছি কঠিন। তারা বিকৃত করতো কথাকে আসল অর্থ থেকে এবং তাদের যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার একাংশ তারা ভুলে গিয়েছিল। সব সময় তুমি তাদের অল্প কিছু লোক ছাড়া বাকিদেরকে খিয়ানতকারী দেখতে পাবে। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণকামীদের মহব্বত করেন।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۖ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

১৪. আমরা তাদের থেকেও অংগীকার গ্রহণ করেছিলাম যারা বলে আমরা নাসারা (খৃষ্টান)। কিন্তু তাদের যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার একাংশ তারা ভুলে থেকেছিল। সুতরাং আমরা কিয়ামতকাল পর্যন্ত তাদের মধ্যে দূশমনি ও বিদ্বেষ জাগিয়ে রেখেছি। অচিরেই (বিচারের দিন) আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অবহিত করবেন।

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۖ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

১৫. হে আহলে কিতাব! এখন তো তোমাদের কাছে আমাদের রসূল (মুহাম্মদ) এসে গেছে। সে আল কিতাবের এমন অনেক বিষয়ই তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছে, যা তোমরা গোপন করে রাখছিলে, আর অনেক বিষয় সে ক্ষমার চোখেও দেখছে। তোমাদের কাছে তো এসে গেছে আল্লাহর

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ

পক্ষ থেকে একটি আলো (অর্থাৎ রসূল মুহাম্মদ) এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব (আল কুরআন)।

১৬. এর মাধ্যমে আল্লাহ সেইসব লোকদের সালামের (শান্তি ও নিরাপত্তার) পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তোষ লাভের আকাংখী, আর নিজ অনুমতিক্রমে তিনি তাদেরকে অন্ধকারাশি থেকে বের করে নিয়ে আসেন আলোতে এবং তাদের পরিচালিত করেন সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে।

১৭. যারা বলে, ‘মসিহ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ’, তারা কুফরি করেছে। বলাও, আল্লাহ যদি মসিহ ইবনে মরিয়মকে, তার মাকে এবং বিশ্বের সব মানুষকে হলাক করে দিতে চান, তাহলে তাঁকে তাঁর এই এরাদা থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা কার আছে? মহাকাশ, পৃথিবী এবং এদুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর মালিক তো আল্লাহ। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৮. ইহুদি এবং নাসারারা বলে: ‘আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়পাত্র।’ বলাও: তাহলে তোমাদের অপরাধের জন্যে তিনি তোমাদের শাস্তি দেন কেন? বরং তোমরা তো সে রকমই মানুষ, যেমন তিনি অন্যান্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি ক্ষমা করে দেন যাকে ইচ্ছা এবং আযাব দেন যাকে ইচ্ছা। মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। সবাইকে ফিরে যেতে হবে তাঁরই কাছে।

১৯. হে আহলে কিতাব! এখন তো তোমাদের কাছে এসে গেছে আমার রসূল (মুহাম্মদ) দীনের সমস্ত বিষয় তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট করার জন্যে দীর্ঘকাল রসূলদের আসা বন্ধ থাকার পর, যাতে করে তোমরা বলতে না পারো যে: ‘আমাদের কাছে তো কোনো সুসংবাদদাতা কিংবা সতর্ককারী আসেনি।’ এখন তো তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী এসে গেছে। আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২০. (স্মরণ করো) যখন মূসা তার কওমকে বলেছিলেন: “হে আমার কওম! তোমাদের প্রতি আল্লাহর সেই নিয়ামত-এর কথা স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে অনেক নবী প্রেরণ করেছিলেন, তোমাদের বানিয়েছিলেন শাসক এবং তোমাদের দিয়েছিলেন (এতোসব) যা বিশ্বজগতের আর কাউকেও দেয়া হয়নি।

২১. হে আমার কওম, দাখিল হও পবিত্র ভূমিতে (জেরুশালেমে) যা লিখে দিয়েছেন আল্লাহ

مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٦﴾

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٧﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفَن فِي الْأَرْضِ جَبِينًا ۖ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٩﴾

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ۖ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾

يُقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي

তোমাদের জন্যে, পেছনে হটে যেয়োনো, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।”

كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ لَا تَزِدُّوا عَلَى
أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ①

২২. তারা বললো: ‘হে মুসা! সেখানে যে রয়েছে একটি দুর্ধর্ষ জাতি! আমরা কিছুতেই সেখানে দাখিল হবোনা, যদি না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তবেই আমরা দাখিল হবো সেখানে।’

قَالُوا يُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۖ
إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا
فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخُلُونَ ②

২৩. তবে (তাদের মধ্য থেকে) দুইজন লোক যারা ভয় করছিল এবং যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন তারা বললো: ‘তোমরা (তাদের সাথে লড়াই করে) দরজা দিয়ে দাখিল হয়ে যাও। যখনই তোমরা দাখিল হয়ে যাবে তোমরাই গালিব (জয়ী) হবে। আর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।’

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۖ فَإِذَا
دَخَلْتُمُوهُ فَآتِكُمْ مِنْهُ ۖ وَ عَلَى اللَّهِ
فَتْوَكُلُّوْا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ③

২৪. কিন্তু তারা একইভাবে বললো: ‘হে মুসা! আমরা ততোদিন সেখানে কিছুতেই দাখিল হবোনা যতোদিন তারা সেখানে অবস্থান করবে। সুতরাং তুমি আর তোমার রব গিয়ে (তাদের সাথে) যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকবো।’

قَالُوا يُمُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا
دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا
إِنَّا لَهُنَا قُعْدُونَ ④

২৫. সে (মুসা) বললো: ‘আমার রব! আমার তো আমার নিজের এবং আমার ভাই (হারুণ)-এর ছাড়া আর কারো উপর কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং তুমি আমাদের এবং এই ফাসিক (সীমালংঘনকারী) লোকদের মধ্যে ফায়সালা করে দাও।’

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي
فَأَفْرِقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ⑤

২৬. আল্লাহ বললেন: ‘যাও এখন থেকে চল্লিশ বছর তাদের জন্যে এই ভূ-খন্ড নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। তারা (মরু) ভূমিতে উদ্ভাস্তের মতো বেড়াবে। সুতরাং তুমি এই ফাসিকদের জন্যে ব্যথিত হয়েনো।’

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً
يَتَيَهُونَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى
الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ⑥

০৪

২৭. তুমি তাদের প্রতি হকভাবে তিলাওয়াত করো আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিলের) সংবাদ। তারা যখন কুরবানি করেছিল, তখন একজনের (হাবিলের) কুরবানি কবুল করা হয়, আর অপর জনের (কাবিলের) কুরবানি কবুল করা হয়নি। সে বললো: ‘আমি অবশ্য অবশ্য তোমাকে কতল করবো।’ অপরজন বললো: ‘আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকিদের থেকেই (কুরবানি) কবুল করেন।’

وَ اٰثِلٌ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ ۖ اِذْ
قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ
يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۖ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ
إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ⑦

২৮. তুমি যদি আমাকে কতল করার জন্যে হাত বাড়ায়, আমি কিন্তু তোমাকে কতল করার জন্যে হাত বাড়াবোনা। আমি আল্লাহ রাক্বুল আলামিনকে ভয় করি।

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىٰ يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا
بِبَاسِطٍ يِّدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ ۚ إِنِّي أَخَافُ
اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ⑧

২৯. আমি চাই তুমি আমার এবং তোমার পাপের ভার বহন করো এবং জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে যাও, আর এটাই যালিমদের (সঠিক) জাযা (কর্মফল)।”

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۖ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. অতঃপর তার নফস্ তার ভাইকে কতল করার কাজে তাকে প্ররোচিত করলো এবং সে তাকে কতল করলো আর ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তরভুক্ত হয়ে গেলো।

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾

৩১. তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে ঢাকবে তা দেখানোর জন্যে আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। সে এসে মাটি খুঁড়তে থাকলো। এটা দেখে সে (হত্যাকারী কাবিল) বললো: হায়, আমার ভাইয়ের লাশ ঢাকার ব্যাপারে আমি কি এই কাকটির মতো হতেও অক্ষম। অতঃপর সে লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়।

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِئُ سَوْءَ أَخِيهِ ۖ قَالَ يُوزِلُنِي أَحْجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِئُ سَوْءَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾

৩২. এ প্রেক্ষিতে আমরা বনি ইসরাঈলের জন্যে বিধান লিখে দিলাম: কাউকেও কতল করা বা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করার মতো ঘটনা ঘটানো ছাড়াই যদি কেউ কাউকেও কতল করে, তবে সে যেনো সমস্ত মানুষকে কতল করলো। আর কেউ যদি কারো প্রাণ রক্ষা করে, তবে সে যেনো সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো। তাদের কাছে তো আমাদের রসুলরা স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারপরও তাদের অনেকেই পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই থেকে গেলো।

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের এই কাজের শাস্তি হলো: তাদের হত্যা করা হবে, অথবা শূলবিদ্ধ করা হবে, কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে, নতুবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এ হলো তাদের দুনিয়ার লাঞ্ছনা, আর আখিরাতে তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট আযাব।

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۚ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

৩৪. অবশ্য, যারা তোমাদের আয়ত্বে আসার আগেই তওবা করবে, (তাদের জন্যে এ শাস্তি প্রযোজ্য হবেনা)। জেনে রাখো, আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ تُقَدِّرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

৩৫. হে ঈমান আনা লোকেরা! আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহর দিকে উসিলা তালাশ করো আর জিহাদ করো তাঁর পথে, অবশ্য তোমরা সফলকাম হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. যারা কুফুরিকে আঁকড়ে ধরবে, পৃথিবীর সব কিছু যদি তাদের হয় এবং সমপরিমাণ যদি আরো থাকে, কিয়ামত কালের আযাব থেকে মুক্তির জন্যে (তারা সবই মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে দিতে চাইবে, কিন্তু) তাদের থেকে তা কবুল করা হবেনা। তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

৩৭. তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা তা থেকে বেরুতে পারবেনা এবং তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আযাব।

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝

৩৮. চোর পুরুষ হোক আর নারী হোক, তাদের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের জাযা (শাস্তি), আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক দণ্ড, আল্লাহ দুর্জয় শক্তিমান মহাপ্রজ্ঞাময়।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

৩৯. তবে যুলুম করার পর কেউ যদি তওবা করে এবং নিজেকে ইসলামে করে নেয়, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৪০. তুমি কি জানোনা যে, মহাকাশ এবং পৃথিবীর কর্তৃত্ব আল্লাহর? তিনি যাকে চান শাস্তি দেন এবং যাকে চান ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে শক্তিমান।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৪১. হে রসূল! তুমি মনে কষ্ট পেয়োনা এসব লোকদের কর্মকাণ্ডে, যারা দ্রুতবেগে কুফুরির দিকে অগ্রসর হয়, তারা সেইসব লোকদের অন্তরভুক্ত, যারা মুখে বলে: ‘আমরা ঈমান এনেছি’ অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনেনি; আর সেইসব ইহুদির কর্মকাণ্ডে যারা অন্য এমন লোকদের মিথ্যা কথা শুনতে তৎপর যারা তোমার কাছে আসেনা। তারা সুবিন্যস্ত কথাকে তার সঠিক অর্থ থেকে সরিয়ে বিকৃত অর্থ করে। তারা বলে: ‘এরকম বিধান দিলে গ্রহণ করো, সেরকম না দিলে বর্জন করো।’ আল্লাহ যাকে ফিতনায় ফেলতে চান, তার জন্যে তোমার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। এরা সেসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরগুলোকে পবিত্র করতে চাননা। তাদের জন্যে দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট আযাব।

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَامِهِمْ وَكَمُ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

৪২. তারা মিথ্যা কথা শুনতে খুবই উৎসাহী, তারা হারাম (সুদ ঘুষ) খেতে আসক্ত। তারা (বিচার চাইতে) তোমার কাছে এলে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিও, অথবা তাদের উপেক্ষা

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلشَّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَ

করবে। তুমি তাদের উপেক্ষা করলে তারা তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারবেনা। আর যদি তাদের মধ্যে ফায়সালা করো ন্যায় বিচার করবে। কারণ আল্লাহ ন্যায় বিচারকদের পছন্দ করেন।

إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٣٧﴾

৪৩. তারা কী করে তোমার উপর তাদের বিচার ফায়সালার দায়িত্ব অর্পণ করবে, কারণ তাদের কাছে তো তাওরাত রয়েছে আর তাতেই আল্লাহর আইন বিদ্যমান রয়েছে? তা সত্ত্বেও তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আসলে তারা মুমিনই নয়।

وَكَيفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

৪৪. আমরা তাওরাত নাযিল করেছিলাম, তাতে ছিলো হিদায়াত এবং নূর (জ্ঞান)। নবীরা, যারা ছিলো আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পিত তার ভিত্তিতে ইহুদিদের ফায়সালা দিতো, রাবিব এবং জ্ঞানীরাও তার ভিত্তিতে তাদের ফায়সালা দিতো, কারণ তাদের বানানো হয়েছিল আল্লাহর কিতাবের হিফাযতকারী এবং তার (কিতাবের) সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় পেয়োনা, আমাকে ভয় করো আর বিক্রয় করোনা আমার আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে। যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করেনা, তারা কাফির।

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّابِّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٣٩﴾

৪৫. আমরা তাতে (তাওরাতে এই বিধান) লিখে দিয়েছিলাম: জীবনের বদলে জীবন, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে কিসাস (অনুরূপ যখম)। আর কেউ যদি ক্ষমা করে দেয় তা তারই জন্যে কাফফারা (হবে)। যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করেনা, তারা যালিম।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٠﴾

৪৬. অতপর তাদেরই আদর্শের উপর আমরা পাঠিয়েছিলাম ঈসা ইবনে মরিয়মকে তার পূর্বে নাযিল করা তাওরাতের সত্যায়নকারী হিসেবে। আর আমরা তাকে দিয়েছিলাম ইনজিল, তাতে ছিলো হিদায়াত এবং নূর (জ্ঞান)। আর এ (ইনজিল) ছিলো তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থক এবং মুত্তাকিদের জন্যে হিদায়াত ও উপদেশ।

وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤١﴾

৪৭. ইনজিলের বাহকরা যেনো ফায়সালা করে সে বিধান অনুযায়ী যা আল্লাহ তাতে নাযিল করেছেন। যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করেনা তারা ফাসিক।

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٢﴾

৪৮. আর আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি আল কিতাব (আল কুরআন) বাস্তব সত্য বিধান দিয়ে ইতোপূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের সত্যায়নকারী এবং সত্যের সংরক্ষণকারী হিসেবে। অতএব তাদের মাঝে ফায়সালা করো আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী। তোমার কাছে যে সত্য বিধান এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করোনা। আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে একটি (পৃথক) শরিয়ত ও একটি আলোকিত চলার পথ দিয়েছি। আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে একটি উম্মতই বানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান তোমাদেরকে প্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে। সুতরাং কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা করো। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করছিলে সেখানে তিনি তোমাদের সেগুলো অবহিত করবেন।

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَهُدًى مُّهِمًّا عَلَيْهِ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٨﴾

৪৯. তাদের মাঝে ফায়সালা করো সেই বিধান দিয়ে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করোনা। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো, তোমার প্রতি আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তার কোনো অংশ থেকে যেনো তারা তোমাকে বিচ্যুত না করে। তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ তাদের কোনো কোনো পাপের জন্যে তাদের শাস্তি দিতে চান। নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে অনেকেই নিশ্চিত ফাসিক।

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُذُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٥٩﴾

৫০. তবে কি তারা জাহেলি যুগের বিধান চায়? যারা আল্লাহর প্রতি একীণ রাখে, তাদের কাছে বিধানদাতা হিসেবে আল্লাহর চাইতে অধিকতর কল্যাণকামী আর কে?

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُؤْفِكُونَ ﴿٦٠﴾

রুকু
০৭

৫১. হে ঈমান ওয়ালা লোকেরা! তোমরা ইহুদি ও নাসারাদের অলি (বন্ধু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক) হিসেবে গ্রহণ করোনা। তারা নিজেরা পরস্পরের অলি। তোমাদের কেউ যদি তাদের অলি হিসেবে গ্রহণ করে, তবে সে হবে তাদেরই লোক। আল্লাহ যালিম লোকদের সঠিক পথ দেখান না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٦١﴾

৫২. তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে রোগ

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ

আছে তারা (মুনাফিকরা) অচিরেই তাদের (ইহুদি, খৃষ্টান ও মুশরিকদের) সাথে মিলবে-বন্ধুতা করবে। তারা বলবে: ‘আমাদের আশংকা হয় আমাদের দুরাবস্থা সৃষ্টি হবে।’ অচিরেই আল্লাহ হয়তো বিজয়, নয়তো এমন কিছু দেবেন যার ফলে তারা মনের মধ্যে যা গোপন করে রেখেছিল তার জন্যে লজ্জিত-অনুতপ্ত হবে।

يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ لَدَمِينٍ ﴿٥٦﴾

৫৩. যারা ঈমান এনেছে তারা বলবে: এরাই কি তারা? যারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ গ্রহণ করেছিল যে, তারা তোমাদের সাথেই আছে? তাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে, ফলে তারা হয়ে পড়েছে ক্ষতিগ্রস্ত।

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَكُمْ مُحَرَّمُونَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خَيْرَ لَكُمْ ﴿٥٧﴾

৫৪. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ (বা কোনো গোষ্ঠী) তার দীন থেকে ফিরে গেলে অচিরেই আল্লাহ এমন একদল লোককে (দীনের মধ্যে) নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা হবে মুমিনদের প্রতি কোমল, কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারা জিহাদ করবে আল্লাহর পথে এবং ভয় করবেনা কোনো নিন্দুকের নিন্দা। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ- যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আল্লাহ বড়ই প্রশস্ত-উদার ও মহাজ্ঞানী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

৫৫. (জেনে রাখো) তোমাদের অলি (বন্ধু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক) তো আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আর সেইসব লোক যারা ঈমান এনেছে, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং যারা (আল্লাহর প্রতি) সদা বিনত।

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٩﴾

রুকু
০৮

৫৬. যারা আল্লাহকে এবং তাঁর রসূলকে আর ঈমানদার লোকদেরকে অলি হিসেবে গ্রহণ করে, তারা জেনে রাখুক, আল্লাহর দলই হবে বিজয়ী।

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٦٠﴾

৫৭. হে ঈমানদার লোকেরা! ইতোপূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে খেল তামাশার বস্তু বানিয়ে নিয়েছে, তাদেরকে এবং কাফিরদেরকে অলি হিসেবে গ্রহণ করোনা। আল্লাহকে ভয় করো যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنُتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾

৫৮. তোমরা যখন সালাতের আহবান করো তখন তারা সেটাকে খেল তামাশা হিসেবে গ্রহণ করে।

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا

<p>এর কারণ তারা বে-আকল।</p> <p>৫৯. বলো: হে আহলে কিতাব! আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি বলে এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি আর পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছি বলে কি তোমরা আমাদের থেকে প্রতিশোধ নেবে? আসলে তোমাদের অধিকাংশ লোকই সীমালংঘনকারী।</p>	<p>وَلَعِبَاءٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾</p> <p>قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُضُونَ مِيثَاقَ اللَّهِ أَمْ لَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَاتَّخَذْنَا مِنْكُمْ خُلَفَاءَ فَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ الرِّسَالَةَ وَفَصَّلْنَا فِيهَا الْبَيِّنَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾</p>
<p>৬০. (হে নবী! তাদের) বলো: আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে এর চাইতেও নিকৃষ্ট পরিণতির সংবাদ জানাবো কি? (তা হলো) আল্লাহ যাদের লানত করেছেন, যাদের উপর গজব আপতিত করেছেন এবং যাদের কিছু লোককে বানর ও শূয়র বানিয়েছেন আর যারা তাগুতের ইবাদত করে, মর্যাদার দিক থেকে তারা ই নিকৃষ্ট এবং সরল সঠিক পথ থেকে তারা ই অধিকতর বিপথগামী।</p>	<p>قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَوْسَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦١﴾</p>
<p>৬১. তারা তোমার কাছে এলে বলে: ‘আমরা ঈমান এনেছি’, অথচ তারা কুফুরি সাথে নিয়েই (তোমার কাছে) দাখিল হয় এবং তা নিয়েই খারিজ (বের) হয়। তারা যা গোপন করে তা আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন।</p>	<p>وَإِذَا جَاءَهُمْ قَوْلُ اللَّهِ أَمْثَلًا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦٢﴾</p>
<p>৬২. তুমি দেখবে, তাদের অনেকেই পাপ, সীমালংঘন ও হারামখুরিতে তৎপর। তাদের এই আমল বড়ই নিকৃষ্ট।</p>	<p>وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٣﴾</p>
<p>৬৩. তাদের রিকবি ও যাজকরা তাদেরকে তাদের পাপ কথা এবং হারাম খুরি থেকে কেন নিষেধ করেনা? আসলে তাদের কর্ম বড়ই নিকৃষ্ট।</p>	<p>لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٤﴾</p>
<p>৬৪. ইহুদিরা বলে: ‘আল্লাহর হাত বাঁধা (অর্থাৎ তিনি কুপণ)।’ মূলত তাদের হাতই আবদ্ধ এবং তারা যা বলে সে জন্যে তারা অভিশপ্ত। বরং আল্লাহর দুই হাত অবাধ প্রসারিত, তিনি যেভাবে চান দান করেন। তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা তাদের অনেকেরই আল্লাহদ্রোহীতা ও কুফুরি বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কিয়ামতকাল পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে</p>	<p>وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَنُفْرًا وَاللَّيْنَتَا بَيْنَهُمُ الْعُدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا</p>

দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন উস্কায়, তখনই আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। তারা বিশ্বে ফাসাদ সৃষ্টির কাজে তৎপর। অথচ আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।

لَّيَحْزَبَ أَظْفَاكَ اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

৬৫. আহলে কিতাবরা যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, আমরা তাদের থেকে মুছে দিতাম তাদের পাপ এবং তাদের দাখিল করতাম জান্নাতুন নায়ীমে।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَآ ذَخْلُنَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝

৬৬. তারা যদি তাওরাত, ইনজিল এবং (এখন) তাদের কাছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে যা (যে কুরআন) নাযিল হয়েছে তা কায়েম ও প্রবর্তন করতো, তাহলে তারা তাদের উপর থেকে এবং নিচে থেকে আহার লাভ করতো। তাদের মধ্যে কিছু মধ্যপন্থী লোক আছে বটে, তবে তাদের অনেকেই যা করে তা নেহাতই নিকৃষ্ট।

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۖ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ۝

৬৭. হে রসূল! তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা নাযিল হয়েছে তা (মানুষের কাছে) পৌঁছে দাও। যদি তা না করো, তবে তুমি তাঁর বার্তা পৌঁছালেনা। আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন মানুষের অনিষ্ট থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিদায়াত করেন না কাফির লোকদেরকে।

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

৬৮. হে নবী! বলো: হে আহলে কিতাব! তোমরা তাওরাত, ইনজিল এবং তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে যা (যে কুরআন) নাযিল হয়েছে তা কায়েম ও প্রবর্তন না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো (ধর্মীয়) ভিত্তি নেই। তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা তাদের অনেকের মধ্যেই আল্লাহদ্রোহীতা ও কুফুরি বাড়িয়ে দেয়ার কারণ হয়েছে। সুতরাং এই কাফির কওমের জন্যে দুঃখিত হয়োনা।

قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُتْقِنُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

৬৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে তাদের মধ্যে, যারা ইহুদি হয়েছে তাদের মধ্যে এবং সাবি ও নাসারাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং দুশ্চিন্তাও নেই।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالتَّصَوُّرِيُّونَ وَالْأَسْوَثِيُّونَ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

৭০. আমরা বনি ইসরাঈলের অংগীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তাদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম অনেক

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَ

রসূল। যখনই তাদের কাছে কোনো রসূল এসেছিল এমন কিছু (বিধান) নিয়ে যা তাদের মনপূত হয়নি, তখনই তারা কিছু রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং হত্যা করেছে কিছু রসূলকে।

أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كَلَّمَآ جَاءَهُمْ
رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ ۖ فَرِيقًا
كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٥﴾

৭১. অথচ তারা ধরে নিয়েছিল তাদের কোনো ফিতনা (শাস্তি) হবেনা। ফলে তারা (তাদের বদ্ধমূল নীতি ও ধারণায়) অন্ধ ও বধির হয়ে পড়েছিল। তারপরও আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল দৃষ্টি প্রদান করেন। কিন্তু এর পরেও তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। তারা যা করছে আল্লাহ তার প্রতি দৃষ্টি রেখে চলেছেন।

وَ حَسِبُوا أَنَّا لَنَكُونُ فِتْنَةً فَعَمُوا وَ صَمُوا
ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَ صَمُوا
كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٥﴾

৭২. ওরা তো কুফুরি করেছেই যারা বলে: ‘মসিহ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ।’ অথচ মসিহ তাদের বলেছিল: ‘হে বনি ইসরাঈল! তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো। জেনে রাখো, যে কেউ আল্লাহর সাথে (কাউকেও) শরিক বানাবে, আল্লাহ তার জন্যে হারাম করে দেবেন জান্নাত এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্যে থাকবেনা কোনো সাহায্যকারী।’

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ
يَبْنَئِي إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي
وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصَارٍ ﴿٥﴾

৭৩. ওরাও কুফুরি করেছে যারা বলে: ‘আল্লাহ হলেন তিন জনের একজন।’ অথচ এক ইলাহ (আল্লাহ) ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তারা যা বলে তা থেকে যদি বিরত না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফুরি করবে, অবশ্যি তাদের স্পর্শ করবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ
ثَلَاثَةٌ ۖ وَمَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن
لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾

৭৪. তারা কি ফিরে আসবেনা আল্লাহর দিকে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবেনা তাঁর কাছে? আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল দয়াময়।

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ ۗ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

৭৫. মসিহ ইবনে মরিয়ম একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। তার আগেও (তার মতো) বহু রসূল বিগত হয়েছে। তার মা ছিলো এক সত্যনিষ্ঠ নারী। তারা দুজনেই খাবার খেতো। দেখো কতো পরিষ্কার করে আমরা তাদের জন্যে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করছি। তারপর এটাও দেখো, কিভাবে তারা সত্যের প্রতি মিথ্যারোপ করছে।

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ
خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ
كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ ۖ أَنْظُرْ كَيْفَ بُدِّلَ
لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٥﴾

৭৬. (হে নবী!) তাদের বলো: তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কারো ইবাদত করবে যার

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ

কোনো ক্ষমতাই নেই তোমাদের কোনো ক্ষতি কিংবা উপকার করার? একমাত্র আল্লাহই সবকিছু শুনেন এবং সব কিছু জানেন।

لَكُمْ صَرًا وَلَا نَفْعًا ۚ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٠﴾

৭৭. বলো: হে আহলে কিতাব! তোমরা সত্যের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করোনা এবং তোমরা এমন লোকদের মনগড়া বিষয়ের অনুসরণ করোনা ইতোপূর্বে যারা নিজেরাও হয়েছে বিপথগামী আর অনেক মানুষকেও করেছে পথভ্রষ্ট। আসলে তারা সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথে চলে গেছে।

قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٥١﴾

৭৮. বনি ইসরাঈলের যারা কুফুরি করেছিল, তাদের উপর লা'নত বর্ষিত হয়েছিল দাউদ এবং ঈসা ইবনে মরিয়মের যবানে। এর কারণ, তারা ছিলো নাফরমান এবং সীমালংঘনকারী।

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٥٢﴾

৭৯. তারা যেসব মুনকার-মন্দ কাজ করতো, তা থেকে তারা পরস্পরকে নিষেধ করতোনা। তাদের কার্যক্রম ছিলো খুবই মন্দ-নিকৃষ্ট।

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥٣﴾

৮০. তুমি দেখবে, তাদের অনেকেই কাফিরদের অলি (বন্ধু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক) বানিয়ে নিয়েছে। তাদের কর্মকাণ্ড এতোই নিকৃষ্ট, যার কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি বিরূপ হয়েছেন আর আযাবের মধ্যেই থাকবে তারা চিরকাল।

تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٥٤﴾

৮১. তারা আল্লাহর প্রতি, এই নবীর প্রতি এবং তার প্রতি যা নাযিল হয়েছে সেটার প্রতি যদি ঈমান আনতো তাহলে ওদেরকে অলি হিসেবে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের অনেকেই ফাসিক-সীমালংঘনকারী।

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ النَّبِيِّ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا هُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٥﴾

৮২. অবশ্যি তুমি মানুষের মাঝে মুমিনদের প্রতি শত্রুতার ক্ষেত্রে সবচে' শক্ত অবস্থানে পাবে ইহুদিদের, আর যারা শিরক করে তাদের। আর তাদের সাথে বন্ধুতার ক্ষেত্রে সবচে' নিকটে পাবে ঐ লোকদের যারা বলে আমরা নাসারা (খৃষ্টান)। এর কারণ, তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক (সত্যনিষ্ঠ) পাদ্রী আর দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তি এবং তারা অহংকার করে বেড়ায় না।

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيصِينَ وَ رُحَبَاءٌ وَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٦﴾

৮৩. এই রসূলের কাছে যে কিতাব নাযিল হয়েছে তারা যখন তা শুনে, তুমি দেখবে তখন সত্য উপলব্ধির কারণে তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত। তারা বলে: “আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান আনলাম, আমাদেরকে সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত করো।

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ
أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا
مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا
مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. আমাদের জন্যে আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের কাছে যে মহাসত্য এসেছে তার প্রতি ঈমান না আনার কোনো কারণ নেই; যেহেতু আমাদের তীব্র আকাংখা তো হলো আমাদের প্রভু যেনো আমাদেরকে সালেহ লোকদের মধ্যে দাখিল করেন।”

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ
الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ
الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾

৮৫. তাদের একথার জন্যে আল্লাহ তাদের পুরস্কার দিয়েছেন জান্নাতসমূহ, সেগুলোর নিচে দিয়ে বহমান রয়েছে নদ-নদী-নহর। চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। কল্যাণকামীদের এটাই পুরস্কার।

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ
ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬. অন্যদিকে যারা কুফুরি করে এবং অস্বীকার করে আমাদের আয়াতসমূহকে, তারা হবে জাহিমের (জাহান্নামের) অধিবাসী।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾

রুকু
১১

৮৭. হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্যে যেসব ভালো জিনিস হালাল করেছেন, তোমরা সেগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করোনা এবং সীমালংঘন করোনা; কারণ আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ
مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮. আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল উত্তম জীবিকা দিয়েছেন সেগুলো থেকে খাও এবং সেই মহান আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর প্রতি তোমরা মুমিন (বিশ্বাসী)।

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَ
اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯. তোমাদের অযথা শপথের জন্যে আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তোমাদের ইচ্ছাকৃত শপথের জন্যে তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন। এর কাফ্ফারা হলো দশজন মিসকিনকে আহার করানো মধ্যম ধরণের আহার, যে রকম তোমরা তোমাদের পরিবারকে খাইয়ে থাকো। অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান করা, নতুবা একজন দাসমুক্ত করা। যে এগুলো করতে পারবেনা সে তিন দিন রোযা রাখবে। তোমরা যদি শপথ করো তবে এটাই তার কাফ্ফারা। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে ব্যাখ্যা করেন তাঁর আয়াত, যাতে করে তোমরা শোকর আদায় করো।

لَا يُؤْخَذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَ
لَكِنْ يُؤْخَذُكُم بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ
أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

৯০. হে ঈমানদার লোকেরা! জেনে রাখো, মদ, জুরা, আস্তানা এবং ভাগ্য নির্ণয়ের শর-এগুলো সবই নোংরা শয়তানি কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলো বর্জন করো, তবেই সফলকাম হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

৯১. শয়তান তো চায় মদ ও জুরার মাধ্যমে সে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে এবং তোমাদের বাধা দেবে আল্লাহর যিকুর ও সালাত থেকে। তারপরও কি তোমরা তা থেকে বিরত হবেনা?

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

৯২. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং এই রসুলের আনুগত্য করো আর সতর্ক-সাবধান থাকো। কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখো, আমাদের রসুলের দায়িত্ব তো কেবল পরিষ্কারভাবে বার্তা পৌঁছে দেয়া।

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
اخْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى
رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

৯৩. যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে তারা পূর্বে যা-ই খেয়েছে তার গুনাহ ধরা হবেনা যদি তারা তাকওয়া অবলম্বন করে, ঈমানের উপর অটল থাকে এবং আমলে সালেহ করে। যদি তারা সতর্ক থাকে এবং ঈমানদার থাকে, তারপরও সতর্ক থাকে এবং কল্যাণের পথ অবলম্বন করে, আর আল্লাহ তো কল্যাণের পথ অবলম্বনকারীদেরই পছন্দ করেন।

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا
اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ
اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

৯৪. হে ঈমানদার লোকেরা! (ইহরাম অবস্থায়) তোমাদের হাত ও বর্শা যা শিকার করে সে বিষয়ে অবশ্যি আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করবেন। কারণ, তিনি জানতে চান, না দেখেও কে আল্লাহকে ভয় করে চলে। এরপর থেকে যে কেউ সীমালংঘন করবে, তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْلُغُوا اللَّهَ بِشَيْءٍ
مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ
لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن
اِغْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَاِنَّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

৯৫. হে ঈমানদার লোকেরা! ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকার (করে প্রাণী) হত্যা করোনা। তোমাদের কেউ যদি (এ অবস্থায়) ইচ্ছাকৃত তা হত্যা করে তবে তার বিনিময় হবে সমসংখ্যক গৃহপালিত জন্তু, যা কাবার উদ্দেশ্যে কুরবানির জন্যে পাঠাতে হবে, এ বিষয়টির ফায়সালা করে দেবে তোমাদের মধ্যকার দুইজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি। অথবা এর কাফফারা হবে মিসকিনদের খাবার দেয়া, অথবা সমসংখ্যক রোযা রাখা। (এই কাফফারা নির্ধারণ করা হলো) যাতে করে সে তার কাজের ফল ভোগ করে। পূর্বে যা কিছু হয়েছে তা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। এরপরও যদি কেউ অনুরূপ কাজ করে, তবে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
أَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَدِّيًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ
بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بِلِغِ الْكَعْبَةِ
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ
صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ طَعَا اللَّهُ عَمَّا
سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ط

আল্লাহ তাকে দণ্ড প্রদান করবেন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, কঠোর শাস্তিদাতা।	اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ٥
৯৬. তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার এবং সেই শিকার খাওয়া হালাল করে দেয়া হলো- তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগ্যসামগ্রী হিসেবে। আর তোমাদের জন্যে স্থলভাগের শিকার হারাম করে দেয়া হলো যতোদিন যতো সময় তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে। আল্লাহকে ভয় করো, তিনি তোমাদের সমবেত করবেন তাঁর কাছে।	أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥٦
৯৭. আল্লাহ তায়ালা মর্যাদাপূর্ণ কাবা ঘরকে, হারাম মাসকে, কুরবানির পশুকে এবং কুরবানি করার উদ্দেশ্যে মালা পরানো পশুকে মানুষের জন্যে কল্যাণকর নির্ধারণ করেছেন। এর কারণ হলো, যাতে করে তোমরা জানতে পারো মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ সবই জানেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।	جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَمِينَتِ الْحَرَامَ قِيلًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥٧
৯৮. জেনে রাখো, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা এবং তিনি পরম ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।	اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥٨
৯৯. আল্লাহর রসূলের উপর বার্তা পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই। তোমরা যা প্রকাশ করো আর যা গোপন করো, আল্লাহ সবই জানেন।	مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٥٩
১০০. হে নবী! তাদের বলো: মন্দ আর ভালো এক নয়, যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে তাজ্জব করে। অতএব, আল্লাহকে ভয় করো হে বুঝা বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা, অবশ্যি তোমরা সফলকাম হবে।	قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّهُ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٦٠
১০১. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করোনা, যেগুলো তোমাদের কাছে প্রকাশ হলে সেগুলো তোমাদের কষ্ট দেবে। কুরআন নাযিল হবার সময়কালেই যদি তোমরা এসব প্রশ্ন করো, তবে সেগুলো তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়া হবে। আল্লাহ সেগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল পরম সহনশীল।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلِ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٦١
১০২. তোমাদের আগে একটি কওম সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, পরে তারা হয়ে যায় সেগুলো অস্বীকারকারী।	قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ٦٢
১০৩. বাহিরা, সায়িবা, অসিলা এবং হাম আল্লাহর নির্ধারিত নয়। তবে যারা কুফুরি করে তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। তাদের অধিকাংশই বে-আক্কেল।	مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٦٣

১০৪. তাদের যখন বলা হয়: ‘এসো আল্লাহর নায়িল করা কিতাবের দিকে এবং রসূলের দিকে (ফায়সালা গ্রহণ করার জন্যে)’, তখন তারা বলে: ‘আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যেসব নিয়ম-আচারের উপর পেয়েছি সেগুলোই আমাদের জন্যে যথেষ্ট।’ তাদের বাপ-দাদারা যদিও কিছুই জানতেনা এবং হিদায়াত প্রাপ্ত ও ছিলনা, তারপরও কি তারা তাদেরই অনুসরণ করবে?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ
وَإِلَىٰ الرُّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝

১০৫. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের দায় দায়িত্ব তোমাদেরই উপর। যারা বিপথগামী হয়েছে তারা তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবেনা যদি তোমরা হিদায়াতের (সঠিক পথের) উপর অটল থাকো। আল্লাহর কাছে তোমাদের সবারই ফিরে আসতে হবে। তারপর তিনি তোমাদের সংবাদ দেবেন তোমাদের আমল সম্পর্কে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ
لَا يَصُرُّكُمْ مَن صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۖ إِلَىٰ
اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

১০৬. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের কারো যখন মউতের সময় হাজির হয়, তখন অসিয়ত করার সময় দুইজন সুবিচারক লোককে সাক্ষী রাখবে। আর তোমরা যদি সফরে থাকা অবস্থায় মউতের মসিবতে পড়ো, তাহলে অন্য লোকদের মধ্য থেকে দুইজন সাক্ষী রাখো। তোমাদের সন্দেহ হলে সালাতের পর তাদেরকে অপেক্ষমান রাখবে, তারপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে: ‘আমরা এর বিনিময়ে কোনো মূল্য গ্রহণ করবোনা যদি সে নিকটাত্তায়িও হয় এবং আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন রাখবোনা, রাখলে অবশ্যি আমরা পাপীদের মধ্যে গণ্য হবো।’

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا
حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اثنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَيْنِ مِنْ
غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ الْمَوْتُ
تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا تَشْتَرِي
بِهِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا تَكُنْتُمْ
شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ۝

১০৭. তারা দুজন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে বলে যদি প্রকাশ পায়, তবে যাদের স্বার্থহানি ঘটে তাদের মধ্য থেকে নিকটতম দু’জন ওদের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে: ‘আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যি তাদের দু’জনের সাক্ষ্য থেকে অধিকতর হক এবং আমরা সীমালংঘন করিনি। সীমালংঘন করলে অবশ্যি আমরা যালিম বলে গণ্য হবো।’

فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا
فَآخَرَيْنِ يَقُومُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ
اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَيْنِ فَيُقْسِمُنَّ
بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا
مَا اعْتَدَيْنَا ۖ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

১০৮. এ পদ্ধতিতেই সঠিক সাক্ষ্যদানের, অথবা শপথের পর তোমাদেরকে পুনরায় শপথ করানো হবে- এ ভয় থেকে বাঁচার অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহকে ভয় করো এবং (আল্লাহর বাণী) শুনো। আল্লাহ ফাসিকদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

ذَٰلِكَ أَذِّنُ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ
وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تَرُدَّ آيَاتُنَا بَعْدَ
أَيْمَانِهِمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْعَوْا لِلَّهِ
لَا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

১০৯. মনে রেখো, আল্লাহ যেদিন সব রসূলকে একত্র করবেন এবং তাদের জিজ্ঞেস করবেন: ‘(তোমরা আমার বাণী ও বিধান পৌঁছানোর পর) কী জবাব পেয়েছিলে?’ তারা বলবে: ‘এ বিষয়ে আমাদের কোনো এলেম নেই। সমস্ত গায়েব-এর ব্যাপারে কেবল তুমিই মহাজ্ঞানী।’

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا
أَجَبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ
عَلَامُ الْغُيُوبِ ۝

১১০. স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বলবেন: হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তোমার প্রতি এবং তোমার মায়ের প্রতি আমার নিয়ামতের কথা মনে করো: যখন আমি তোমাকে সহযোগিতা করেছিলাম রহুল কুদুসকে (জিবরিলকে) দিয়ে, দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে তুমি কথা বলেছো, এবং আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম আল কিতাব, আল হিক্মাহ, তাওরাত ও ইনজিল। তুমি আমার অনুমতিক্রমে কাদামাটি দিয়ে পাখির মতো আকৃতি তৈরি করতে এবং তাতে ফুঁ দিতে আর সাথে সাথে তা পাখি হয়ে যেতো। আমার অনুমতিক্রমে তুমি কুঠরোগী ও জন্মান্বকে নিরাময় করতে, আর আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করতে। আরো স্মরণ করো, আমিই তো বনি ইসরাঈলকে তোমার থেকে নিবৃত রেখেছিলাম যখন তুমি তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলে, তখন তাদের মধ্যে যারা কুফুরিতে লিপ্ত ছিলো তারা বলেছিল: ‘এ তো এক স্পষ্ট ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়।’

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اذْكُرْ
نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ
أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ تَكَلَّمَ النَّاسُ
فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ
وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ ۖ وَ إِذْ
تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي
فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَ
تُخْرِجُ الْأَكْمَةَ وَ الْآبَرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَ إِذْ
كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا
سِحْرٌ مُبِينٌ ۝

১১১. আরো স্মরণ করো, যখন আমি হাওয়ারীদের অহি (আদেশ) করেছিলাম: ‘তোমরা আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি ঈমান আনো,’ তখন তারা বলেছিল: ‘আমরা ঈমান আনলাম এবং তুমি সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম (অনুগত, আত্মসমর্পিত)।’

وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي
وَ بِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَ أَشْهَدُ بِأَنَّنَا
مُسْلِمُونَ ۝

১১২. স্মরণ করো যখন হাওয়ারীরা বলেছিল: ‘হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তোমার প্রভু কি আমাদের জন্যে আসমান থেকে খাবারে পূর্ণ একটি মায়দা (খাঞ্চা) পাঠাতে পারবেন?’ তখন সে বলেছিল: ‘তোমরা মুমিন হয়ে থাকলে আল্লাহকে ভয় করো।’

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِيَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا
مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

১১৩. তারা বললো: ‘আমাদের বাসনা, আমরা সেই মায়দা (খাঞ্চা) থেকে খাবো এবং তাতে আমাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করবে আর আমরা জানতে পারবো, আপনি আমাদের সত্য বলেছেন এবং আমরা এর সাক্ষী হয়ে থাকবো।’

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَّ
قُلُوبُنَا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَ
نَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝

১১৪. তখন ঈসা ইবনে মরিয়ম বললো: ‘হে আল্লাহ আমাদের প্রভু! তুমি আসমান থেকে আমাদের জন্যে একটি খাবারে পূর্ণ মায়দা (খাণ্ড) নাযিল করো। এটা আমাদের জন্যে এবং আমাদের পূর্ব ও পরবর্তী লোকদের জন্যে হবে আনন্দের কারণ এবং তোমার পক্ষ থেকে হবে একটি নিদর্শন। আর আমাদের রিযিক দান করো, কারণ তুমিই তো সর্বোত্তম রিযিক দাতা।’

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

রুকু
১৫

১১৫. তখন আল্লাহ বললেন: ‘আমি অবশ্য তোমাদের জন্যে তা নাযিল করবো বটে, কিন্তু এরপর যদি তোমাদের কেউ কুফুরিতে নিমজ্জিত হয়, আমি তাকে আযাব দেবো এমন আযাব যা জগদ্ধাসীর আর কাউকেও দিইনি।’

قَالَ اللَّهُ إِنَّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أَعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ۝

১১৬. যখন আল্লাহ বললেন: ‘হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে: তোমরা আল্লাহ ছাড়াও আমাকে এবং আমার মাকে দু’জন ইলাহ (উপাস্য) হিসেবে গ্রহণ করো?’ সে বলবে: “তুমি মহামহিম, যা বলার অধিকার আমার নেই আমি তা বলতে পারিনা। আমি যদি তা বলতাম তবে অবশ্য তুমি তা জানতে। আমার অন্তরে যা আছে তুমি তা জানো, কিন্তু তোমার অন্তরে যা আছে তা আমি জানিনা। নিশ্চয়ই তুমি গায়েব সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ الْهَيْئِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ؕ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۖ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَ لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

১১৭. তুমি আমাকে যা আদেশ করেছো তা ছাড়া আমি তাদের আর কিছুই বলিনি এবং তাহলো: তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো যিনি আমার প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। যতোদিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম ততোদিন আমি তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী ছিলাম। আর যখন তুমি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছো তখন তো তুমিই ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক আর তুমিই সব বিষয়ের সাক্ষী।

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَّا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

১১৮. তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই দাস, আর তুমি যদি তাদের ক্ষমা করে দাও, তবে নিশ্চয়ই তুমি মহাশক্তিমান প্রজ্ঞাবান।”

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

১১৯. আল্লাহ বললেন: আজ হলো সেইদিন যেদিন কেবল সত্যপন্থীরাই তাদের সত্যপন্থার জন্যে উপকৃত হবে। তাদের জন্যে রয়েছে জন্মান্তরসমূহ, যেগুলোর নিচে দিয়ে জারি থাকবে নদ-নদী-নহর। সেখানে থাকবে তারা চিরকাল চিরদিন। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, আর এটাই মহাসাফল্য।

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

১২০. মহাকাশ, পৃথিবী এবং এগুলোতে যা কিছু আছে সব কিছুর কর্তৃত্ব আল্লাহর এবং তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

لَهُ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢٠﴾

রুকু
১৬

সূরা ৬ আল আন'আম

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ১৬৫, রুকু সংখ্যা: ২০

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-৭৩: তাওহীদ, রিসালাত, কুরআন ও আখিরাতের সত্যতার পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ।

৭৪-৯০: ইবরাহিম কিভাবে শিরক থেকে মুক্ত হলেন এবং সত্যে উপনীত হলেন। নবীগণের পথই সিরাতুল মুস্তাকিম।

৯১-৯৪: আল্লাহর কিতাবের প্রতি অবিশ্বাসী ও সন্দেহপোষণকারীদের জন্যে সতর্কবার্তা।

৯৫-১১৭: তাওহীদের যুক্তি, মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহরাজি। অহির অনুসরণ করার নির্দেশ। কাফিরদের অন্ধতা ও হঠকারিতা।

১১৮-১২১: খাদ্য সম্পর্কে কতিপয় বিধান।

১২২-১২৯: আল্লাহ্ কাদেরকে সঠিক পথ দেখান?

১৩০-১৫০: জিন ও ইনসানের প্রতি তাওহীদের যুক্তি। প্রচলিত শিরকসমূহের খণ্ডন। মনগড়া হালাল হারামের বাতুলতা।

১৫১-১৫৩: হারাম বিষয়সমূহের বিবরণ।

১৫৪-১৫৯: আল্লাহর কিতাব অনুসরণ করার আহ্বান। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের অশুভ পরিণতি।

১৬০-১৬৫: ভালো কাজের সুফল, সিরাতুল মুস্তাকিমের পরিচয়।

সূরা আল আন'আম (গবাদি পশু)

পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

০১. সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ এবং এই পৃথিবী, যিনি তৈরি করেছেন অন্ধকাররাশি আর আলো। এরপরও কাফিররা তাদের রবের সাথে (তার সৃষ্টিকে) তুলনা করে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۚ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَغْدِرُوْنَ ﴿١﴾

০২. তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন একটি মেয়াদকাল, আর ঠিক করেছেন একটি নির্দিষ্ট সময় (কিয়ামত) যা কেবল তিনিই জানেন। তারপরও তোমরা সন্দেহ করছো।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا وَّ اَجَلَ مُّسَيِّ عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ﴿٢﴾

০৩. মহাকাশে এবং পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন। তোমরা যা কামাই করছো তাও তিনি জানেন।

وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ۚ يَخْلَعُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ﴿٣﴾

০৪. তাদের প্রভুর আয়াতসমূহের এমন কোনো আয়াত তাদের কাছে আসেনি, যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।

وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِّنْ اٰیَةٍ مِّنْ اٰیٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤﴾

০৫. তাদের কাছে মহাসত্য আসার পর তারা তা মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা যা নিয়ে

فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ فَسَوْفَ

বিদ্রূপ করেছে, অচিরেই তার আসল সংবাদ তাদের কাছে এসে যাবে।

يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑤

০৬. তারা কি দেখেনা, আমরা তাদের আগে কতো জনপদকে হালাক করে দিয়েছি। জমিনে তাদের এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, যে রকম প্রতিষ্ঠা তোমাদেরকেও দেইনি। তাদের প্রতি আমরা মুঘলধারে বৃষ্টিপাত করেছিলাম, তাদের জমিনে নদ নদী প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম। তারপর তাদের পাপের কারণে আমরা তাদের হালাক করে দিয়েছি এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অপর একটি প্রজন্ম।

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنْهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِنْ لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَانْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ⑥

০৭. আমরা যদি তোমার কাছে কাগজে লেখা একটি কিতাব পাঠিয়ে দিতাম, আর তারা যদি তা নিজেদের হাতেও স্পর্শ করতো, তবু কাফিররা বলতো, এ তো এক সুস্পষ্ট ম্যাজিক ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَ لَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَال الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑦

০৮. তারা বলে: 'তার কাছে কোনো ফেরেশতা পাঠানো হলোনা কেন?' -আমরা যদি ফেরেশতা পাঠাতাম তবে তো চূড়ান্ত ফায়সালাই হয়ে যেতো, তারপর তাদেরকে আর কোনো অবকাশই দেয়া হতোনা।

وَ قَالُوْا لَوْ لَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَ لَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّفُتِنَیْ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُوْنَ ⑧

০৯. তাকে যদি আমরা ফেরেশতাও বানাতাম, তারপরও তো তাকে একজন মানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম। তখনো তো তাদের সেরকম বিভ্রান্তিতেই ফেলতাম, যেরকম বিভ্রান্তিতে এখন তারা আছে।

وَ لَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّ لَكِبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُوْنَ ⑨

রুকু
০১

১০. তোমার আগেও বহু রসূলকেই বিদ্রূপ করা হয়েছে। তারা যা নিয়ে বিদ্রূপ করছিল, অবশেষে তা-ই বিদ্রূপকারীদের পরিবেষ্টন করে নেয়।

وَ لَقَدْ اَسْتَهْزِئُوْا بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑩

১১. হে নবী! বলো: 'পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখো, (রসূলদের প্রত্যাখ্যানকারীদের) কী পরিণতি হয়েছিল?'

قُلْ سِيرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ اَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِيْنَ ⑪

১২. তাদের জিজ্ঞেস করো: 'মহাকাশ আর এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেগুলো কার?' বলো: 'আল্লাহর।' রহম (দয়া) করা তিনি তাঁর দায়িত্ব হিসেবে লিখে নিয়েছেন। অবশ্য অবশ্য তিনি তোমাদের জমা করবেন কিয়ামতের দিন, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারা আর ঈমান আনবেনা।

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهٖ الرَّحْمَۃُ لِيَجْعَلَ كُمْ اِلٰی يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑫

১৩. রাতে এবং দিনে যা কিছু বিরাজ করে সবই তাঁর। তিনি সর্বশোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَ لَهُ مَا سَكَنَ فِي الْاَيْلِ وَ النَّهَارِ ۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑬

১৪. হে নবী! বলো: 'আমি কি মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকেও অলি হিসেবে গ্রহণ করবো? অথচ তিনিই আহার যোগান, কিন্তু তাকে তো কেউ আহার দেয়না।' হে নবী! বলো: 'আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই যেনো প্রথম ব্যক্তি হই।' আমাকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে: 'তুমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল হয়েনা।'

قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ اتَّخِذْ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ
إِنِّي أَمِزْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٤

১৫. তুমি বলো: 'আমি যদি আমার প্রভুর নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমি ভয় করি এক মহাদিনের আযাবের।'

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٥

১৬. যাকে সেদিনের আযাব থেকে রক্ষা করা হবে, তার প্রতি অবশ্যি তিনি রহম করবেন আর এটাই হবে সুস্পষ্ট সাফল্য।

مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ١٦

১৭. আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্টে ফেলেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেউই নেই। আর তিনি যদি তোমাকে কোনো কল্যাণ দান করেন, তবে অবশ্যি তিনি সব বিষয়ে শক্তিমান।

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٧

১৮. তিনি নিজ বান্দাদের উপর প্রচণ্ড ক্ষমতামালী। তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান, সব বিষয়ে খবর রাখেন।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْخَبِيرُ ١٨

১৯. ওদের জিজ্ঞেস করো: 'সাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?' বলো: 'আল্লাহ'। তিনিই আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী। আর এ কুরআন আমার কাছে অহি করা হয়েছে যেনো আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে তা পৌঁছে তাদেরকে এর মাধ্যমে সতর্ক করি। তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে আরো ইলাহ আছে?' বলো: 'আমি এ সাক্ষ্য দেইনা।' বলো: 'অবশ্যি তিনি একমাত্র ইলাহ; আর তোমরা (তাঁর সাথে) যে শরিক করছো আমি তা থেকে একেবারেই নিঃসম্পর্ক।'

قُلْ أَتَى شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ
شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا
الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ
أَيْتَكُمْ لِتُشْهَدُوا أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةٌ
أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ
وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ١٩

২০. আমরা ইতোপূর্বে, যাদের কিতাব দিয়েছি, তারা (ইহুদি খৃষ্টানরা) তাকে (শেষ নবী মুহাম্মদকে) ঠিক সেরকমই চিনে যেমন চিনে তাদের নিজেদের সন্তানদের। যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবেনা।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا
يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٠

২১. ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রচনা করে, অথবা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে? নিশ্চয়ই যালিমরা সফল হয়না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ ٢١

২২. যেদিন আমরা তাদের সবাইকে হাশর করবো, তারপর মুশরিকদের বলবো: 'তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরিক বলে ধারণা করতে তারা এখন কোথায়?	وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيُنُ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. তখন তাদের এছাড়া বলার মতো আর কোনো অজুহাতই থাকবেনা যে: 'আমাদের প্রভু আল্লাহর শপথ, আমরা মুশরিক ছিলামনা।'	ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾
২৪. দেখো, তারা নিজেদের প্রতি কিভাবে মিথ্যারোপ করছে, আর তারা যে মিথ্যা রচনা করতো, তা (সেসব উপাস্যরা) কিভাবে তাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে।	أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾
২৫. তাদের কিছু লোক তোমার দিকে কান পেতে রাখে আর আমি কিন্তু তাদের অন্তরের উপর আবরণ ফেলে রেখেছি, যেনো তারা তা বুঝতে না পারে, এছাড়া তাদের কানেও পর্দা লাগিয়ে দিয়েছি। সব নিদর্শন দেখলেও তারা ঈমান আনবেনা। তারা যখন তোমার কাছে আসে, তোমার সাথে তর্কে লিপ্ত হয়। যারা কুফুরি করেছে তারা বলে: এতো পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী ছাড়া কিছুই নয়।	وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾
২৬. তারা অন্যদেরকেও তা (কুরআন) শুনতে বাধা দেয় এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে। তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে, অথচ তারা তা বুঝতে পারছেননা।	وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾
২৭. তুমি যদি দেখতে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারে দাঁড় করানো হবে আর তারা বলবে: 'হায়, যদি আমাদের পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হতো, তাহলে আমরা আর আমাদের প্রভুর আয়াতকে অস্বীকার করতামনা এবং আমরা মুমিনদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেতাম।'	وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْسَتْ نَارُ نُرْدُ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾
২৮. না, বরং তারা ইতোপূর্বে যা গোপন করতো তা প্রকাশ হয়ে গেছে। তাদেরকে যদি ফেরতও পাঠানো হয়, পুনরায় তারা তাই করবে, যা করতে তাদের নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্যি তারা মিথ্যাবাদী।	بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾
২৯. তারা বলে: 'আমাদের দুনিয়ার হায়াতটাই একমাত্র হায়াত, মরনের পর আর আমাদের উঠানো হবেনা।'	وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾
৩০. তুমি যদি দেখতে তাদেরকে যখন তাদের প্রভুর সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তিনি যখন তাদের বলবেন: 'এটা (পুনরুত্থান) কি সত্য নয়?' তারা	وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا

বলবে: 'নিশ্চয়ই আমাদের প্রভুর শপথ!' তখন তিনি তাদের বলবেন: 'তোমরা যে কুফুরি করতে তার কারণে এখন স্বাদ গ্রহণ করো আযাবের।'

قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٠﴾

৩১. অবশিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা, যারা আল্লাহ্র সাথে মোলাকাত হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করেছে। হঠাৎ যখন তাদের সামনে কিয়ামত উপস্থিত হয়ে যাবে তখন তারা বলবে: 'হায় আক্ষেপ, আমরা কেন এ জিনিসকে অবহেলা করেছিলাম।' তারা তাদের পিঠে করে পাপের বোঝা বহন করবে। তারা যা বহন করবে তা যে কতো নিকৃষ্ট!

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرُنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٦١﴾

৩২. এই দুনিয়ার হায়াতটা খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যে আখিরাতের ঘরই উত্তম। তারপরও তোমরা কি আকল খাটাবেনা?

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾

৩৩. আমরা জানি, ওরা যা বলে তা অবশিষ্ট তোমাকে কষ্ট দেয়। আসলে তারা তো তোমাকে মিথ্যা বলছেন, বরং এই যালিমরা আল্লাহ্র আয়াতকেই অস্বীকার করছে।

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾

৩৪. তোমার আগে অনেক রসূলকেই মিথ্যাবাদী বলে অস্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে অস্বীকার এবং কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তারা সবর অবলম্বন করেছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে পৌঁছে। আল্লাহ্র আদেশ বদল হবার নয়। (অতীত) রসূলদের সংবাদ তো তোমার কাছে এসেছেই।

وَلَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَ أُوذُوا حَتَّىٰ أَنهَمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدَل لِّكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٤﴾

৩৫. (তোমার প্রতি) তাদের উপেক্ষা যদি তোমার কাছে অসহনীয় হয়, তবে যদি তোমার ক্ষমতা থাকে মাটির ভেতরে সুড়ঙ্গ খুঁজে নাও, কিংবা আকাশে উঠার মই খুঁজে নাও এবং তাদের জন্যে কোনো নিদর্শন নিয়ে এসো। আসলে আল্লাহ চাইলে অবশিষ্ট তাদের সবাইকে হিদায়াতের উপর একত্র করে দিতেন। সুতরাং তুমি অজ্ঞদের মধ্যে শামিল হয়েনা।

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَ لَا شَاءَ اللَّهُ لَجَمْعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٥﴾

৩৬. তোমার আহবানে সাড়া দেয় তো তারা যারা তা (মনোযোগ সহকারে) শুনে। আর মৃতদের আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন এবং তাঁর কাছেই তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٦٦﴾

৩৭. তারা বলে: 'তার প্রভুর পক্ষ থেকে তার কাছে কোনো নিদর্শন নাযিল করা হলোনা কেন? তুমি বলো: 'নিদর্শন নাযিল করতে আল্লাহ অবশিষ্ট

وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَ

<p>সক্ষম, তবে তাদের অধিকাংশ লোকই জানেনা।’</p> <p>৩৮. পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই এবং ডানার সাহায্যে উড়ে এমন কোনো পাখি নেই, যারা তোমাদের মতোই বিভিন্ন সম্প্রদায় ছাড়া কিছু নয়। আমরা আল কিভাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি। অবশেষে তাদেরকে তাদের প্রভুর কাছে হাশর করা হবে।</p> <p>৩৯. যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে তারা অন্ধকাররাশিতে বধির ও বোবা। আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন, আর যাকে চান তিনি সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।</p> <p>৪০. হে নবী! বলো: ‘তোমরা চিন্তা করে দেখো, তোমাদের উপর যদি (হঠাৎ) আল্লাহর আযাব এসে পড়ে, কিংবা এসে পড়ে কিয়ামত, তখন কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ডাকবে? সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলো।’</p> <p>৪১. ‘না, বরং তোমরা তখন কেবল তাঁকেই ডাকবে। তারপর তোমরা যে কষ্টের জন্যে তাঁকে ডাকো তিনি চাইলে তা দূর করে দেন; আর তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর সাথে) শরিক করো তখন তাদের কথা ভুলে থাকো।’</p> <p>৪২. তোমাদের আগে বহু উম্মতের কাছে আমরা রসুল পাঠিয়েছি, তারপর তাদেরকে আমরা দুর্ভিক্ষ ও দুঃখ কষ্ট দিয়ে সাজা দিয়েছি যাতে করে তারা বিনয়ী হয়।</p> <p>৪৩. আমাদের সাজা তাদের উপর এসে পড়ার প্রাক্কালে কেন তারা বিনয়ী হলেনা? বরঞ্চ তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিল আর শয়তান তাদের কর্মকান্ডকে তাদের কাছে মনোহরী করে তুলে ধরেছিল।</p> <p>৪৪. তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গিয়েছিল, তখন আমরা তাদের জন্যে সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম। তাদের যা দেয়া হয়েছিল সেগুলোতে যখন তারা মত্ত হয়ে পড়েছিল, তখন আমরা আকস্মিক তাদের পাকড়াও করেছি, ফলে তারা হতাশ হয়ে পড়েছিল।</p> <p>৪৫. অতপর যালিম কওমের শিকড় কেটে দেয়া হয়েছিল। মূলত, সব প্রশংসা আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের।</p>	<p>لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾</p> <p>وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٩﴾</p> <p>وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَاءِ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٠﴾</p> <p>قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرِ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤١﴾</p> <p>بَلْ إِلَٰهَهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤٢﴾</p> <p>وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٣﴾</p> <p>فَلَوْ لَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾</p> <p>فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٥﴾</p> <p>فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾</p>
---	--

৪৬. হে নবী! বলো: 'তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে সীলগালা করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া কোন্ ইলাহ আছে তোমাদের এগুলো ফিরিয়ে দেবে?' দেখো, কিভাবে আমরা নিদর্শনসমূহ বিশদ বর্ণনা করছি। তা সত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَابْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذَبُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭. বলো: 'তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহর আযাব যদি হঠাৎ, কিংবা প্রকাশ্যে এসে পড়ে, তখন যালিম কওম ছাড়া আর কেউ হালাক হবে কি?

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আমরা রসূলদের পাঠাই তো সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। অতপর যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে, তাদের কোনো ভয়ও থাকবেনা, দুঃখও থাকবেনা।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. আর যারা আমাদের আযাতকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের সীমালংঘনের কারণে তারা নিমজ্জিত হবে আযাবে।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. বলো: 'আমি তোমাদের বলছিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার রয়েছে! গায়েবের এলেমও আমার নেই। তাছাড়া আমি তোমাদের একথাও বলছিনা যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা অহি করা হয় আমার প্রতি।' বলো: অন্ধ আর চক্ষুন্মান কি সমান?' তোমরা কি চিন্তা করে দেখবেনা?

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

রুকু
০৫

৫১. তুমি তা (কুরআন) দিয়ে সেইসব লোকদের সতর্ক করো যারা তাদের প্রভুর কাছে হাশর হবার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। তিনি ছাড়া তাদের কোনো অলি কিংবা শাফায়াতকারী নেই। হয়তো তারা সতর্ক হবে।

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

৫২. যারা তাদের প্রভুকে ডাকে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায়, তাদের তুমি তাড়িয়ে দিয়োনা। তাদের কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয়, আর তোমার কোনো কাজের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে। তা করলে তুমি যালিমদের মধ্যে शामिल হয়ে যাবে।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

৫৩. এভাবেই আমরা তাদের একদল লোককে দিয়ে আরেক দলকে পরীক্ষা করেছি যাতে করে তারা বলে: 'আমাদের মধ্যে কি এদেরকেই আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন?' শোকরগুজার লোক কারা, তা কি আল্লাহ অধিক জানেন না?

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪. আমাদের আয়াতের প্রতি যারা ঈমান আনে তারা যখন তোমার কাছে আসে, তুমি তাদের বলবে: 'সালামুন আলাইকুম- তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।' তোমাদের প্রভু দয়া করাকে নিজের কর্তব্য বলে লিখে নিয়েছেন। তোমাদের কেউ যদি অজ্ঞতাভরত বদ আমল করে, তারপর তওবা করে এবং নিজেকে এসলাহ্ (সংশোধন) করে নেয়, তবে আল্লাহ (তার প্রতি) পরম ক্ষমাশীল দয়াময়।

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾

রুকু
০৬

৫৫. এভাবেই আমরা তফসিল সহকারে বর্ণনা করি আয়াত, যাতে করে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ ও প্রমাণ হয়ে যায় অপরাধীদের পথ।

وَكَذَلِكَ نَقُصُّكَ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَضِيءَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬. হে নবী! বলো: 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর যাদের ডাকো, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তাদের ইবাদত করতে।' বলো 'আমি অনুসরণ করিনা তোমাদের খেয়াল খুশির, তা করলে তো আমি গোমরাহ হয়ে পড়বো এবং আমি হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে शामिल থাকবোনা।'

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا اتَّبِعْ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭. বলো: 'অবশ্যি আমি আমার প্রভুর সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করছো। তোমরা যা নগদ চাইছো তা আমার কাছে নেই। কারোই কোনো কর্তৃত্ব নেই আল্লাহর ছাড়া। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।'

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮. তোমরা যে জিনিসটা নগদ চাইছো তা যদি আমার হাতে থাকতো, তাহলে আমার এবং তোমাদের মধ্যকার বিষয়টি ফায়সালাই হয়ে যেতো। আল্লাহই অধিক জানেন যালিমদের।

قُلْ لَوْ أَنَّنِي عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯. গায়েব-এর চাবি তো তাঁরই কাছে। তিনি ছাড়া তা আর কেউই জানেনা। তিনি জানেন যা কিছু আছে স্থলে এবং সমুদ্রে। গাছের একটি পাতাও পড়েনা তাঁর অবগতি ছাড়া। একটি বীজও অংকুরিত হয়না অন্ধকার ভূ-গর্ভে, অথবা রসযুক্ত বা শুকনো কোনো বস্তু নেই যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নয়।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

৬০. তিনিই রাতের কালে তোমাদের মৃত্যু দেন এবং তিনি জানেন দিনের বেলায় তোমরা যা করো। তারপর তিনি তোমাদের জাগিয়ে তোলেন যাতে করে নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়। এরপর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে এবং তিনি তোমাদের অবগত করবেন তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

রুকু
০৭

৬১. নিজ বান্দাদের উপর তিনি দুর্জয় ক্ষমতাধর। তিনি তোমাদের উপর রক্ষক পাঠান। অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় হয়, তখন আমার প্রেরিত (ফেরেশতারা) তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনোই ত্রুটি করেনা।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾

৬২. তারপর তাদের ফেরত পাঠানো হয় তাদের প্রকৃত মাওলা আল্লাহর কাছে। জেনে রাখো, সমস্ত কর্তৃত্ব কেবল তাঁরই। আর হিসাব গ্রহণে তিনি সবচেয়ে দ্রুততর।

ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۗ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۖ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٢﴾

৬৩. বলো: 'কে তোমাদের নাজাত দেয় ভূ-খণ্ড ও সমুদ্রের অন্ধকার (বিপদ) থেকে, যখন তোমরা কেবল তাঁকেই ডাকো বিনত হয়ে এবং গোপনে?' যখন তোমরা বলো: 'তিনি যদি এ থেকে আমাদের নাজাত দেন, তবে অবশ্যি আমরা শোকর গোজার হবো।'

قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرِينَ ﴿٦٣﴾

৬৪. বলো: 'আল্লাহই তোমাদের নাজাত দেন তা থেকে এবং সব দুঃখ কষ্ট থেকেই। তারপরও তোমরা তাঁর সাথে শরিক করো।'

قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُّشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫. বলো: 'তিনি সক্ষম উপর থেকে তোমাদের প্রতি আযাব পাঠাতে, অথবা তোমাদের পদতল থেকে, কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়ার স্বাদ আশ্বাদন করতে। দেখো, আমরা কিভাবে আয়াত সমূহ বর্ণনা করছি যাতে করে তারা বুঝে।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُزَيِّقَ بَعْضَكُمْ بِأَسْ بَعْضٍ ۚ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬. অথচ মহাসত্য হওয়া সত্ত্বেও তোমার কওম তা অস্বীকার করছে। বলো: আমি তোমাদের উকিল নই।

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾

৬৭. প্রতিটি সংবাদেই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

لِكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. তুমি যখন দেখবে, তারা আমার আয়াত সমূহ নিয়ে বিদ্‌পাত্মক আলোচনায় লিপ্ত, তখন তুমি তাদের থেকে সরে যাও, যতোক্ষণ না তারা কথার প্রসঙ্গ পাল্টায়। শয়তান যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হবার পর যালিমদের সাথে আর বসবেনা।

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯. তাদের কোনো কাজের হিসাব দেয়া তাকওয়া অবলম্বনকারীদের দায়িত্ব নয়। তবে তাদের কর্তব্য উপদেশ দেয়া, যাতে করে ওরাও তাকওয়া অবলম্বন করে।

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. যারা তাদের দীনকে খেল তামাশা হিসেবে

وَدَرَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَ

গ্রহণ করে এবং যাদেরকে প্রতারণিত করে রাখে দুনিয়ার জীবন, তুমি তাদের সংগ ত্যাগ করো এবং এ (কুরআন) নিয়ে তাদের উপদেশ দিতে থাকো, যাতে করে কেউ নিজ কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস হয়ে না যায়। তার জন্যে তো আল্লাহ ছাড়া কোনো অলি এবং সুপারিশকারী নেই। আর তারা মুজির বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গ্রহণ করা হবেনা। এরা হলো সেইসব লোক যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে ধ্বংস হবে। তাদের জন্যে রয়েছে প্রচণ্ড গরম পানি আর বেদনাদায়ক আযাব তাদের কুফুরির কারণে।

وَعَرَّيْنَاهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَذَكَّرْنَاهُ أَنْ
تُبْسَلْ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ
كُلَّ عَدْلٍ لَا يُوْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ
أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ
حَرِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ ۝

৭১. বলো: আমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে (ইলাহ হিসেবে) ডাকবো, যেগুলো আমাদের না কোনো লাভ করতে পারে, আর না ক্ষতি? আল্লাহ আমাদের হিদায়াত করার পর আমরা কি আবার ঐ ব্যক্তির মতো পেছনে ফিরে যাবো যাকে শয়তান পৃথিবীতে পথ ভুলিয়ে হয়রান করে ফেলেছে? অথচ তার সাথিরা তাকে সঠিক পথের দিকে ডেকে বলে: 'এসো আমাদের কাছে।' বলো: 'আল্লাহর হিদায়াতই একমাত্র হিদায়াত এবং আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমরা যেনো রাসুল আলামিনের প্রতি আত্মসমর্পণ করি।'

قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا
وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ
هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ
فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ
إِلَى الْهُدَى أَتَيْنَاهُ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ
الْهُدَى وَ أُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝

৭২. আমাদের আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে: 'সালাত কামেম করো এবং তাঁর অবাধ্য হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করো। আর তাঁরই কাছে তোমাদের হাশর করা হবে।'

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

৭৩. তিনিই সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ আর পৃথিবী, এ এক মহাসত্য। যখন তিনি বলেন: 'হও', সাথে সাথে হয়ে যায়। তাঁর কথা মহাসত্য। সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব থাকবে তাঁরই হাতে, যেদিন ফু দেয়া হবে শিঙায়। তিনি গায়েবের জ্ঞানী এবং হাজিরেরও। তিনি বিজ্ঞানময় ও সব বিষয়ে অবহিত।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ
الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

৭৪. স্মরণ করো, ইবরাহিম তার বাপ আযরকে বলেছিল: 'আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ মানেন? আমার মতে আপনি এবং আপনার কণ্ঠ সুস্পষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত।'

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِزْرَ أَتَتَّخِذُ
أَصْنَامًا مِمَّا إِلَهَةٌ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي
ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

৭৫. এভাবেই আমরা ইবরাহিমকে মহাকাশ এবং পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা দেখিয়েছি, যাতে করে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের একজন হয়।

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَكُوتَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۝

৭৬. তারপর যখন তার উপর ছেয়ে এলো রাতের আঁধার, সে একটি নক্ষত্র দেখে বললো: 'এই

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا

আমার রব।' কিন্তু সেটি যখন অন্ত গেলো, সে বললো: 'অন্ত যাওয়ারের আমি পছন্দ করিনা।'

৭৭. পরে যখন সে দেখলো উজ্জ্বল চাঁদ উদয় হয়েছে, সে বললো: 'এ-ই আমার রব।' অতপর চাঁদও যখন অন্ত গেলো, সে বললো: 'আমার রবই যদি আমাকে সঠিক পথ না দেখান, তাহলে অবশ্যি আমি বিপথগামী লোকদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবো।'

৭৮. অতপর যখন সে দীপ্ত সূর্যকে উদয় হতে দেখলো, বললো: 'এই হবে আমার রব। এতো সবার বড়।' কিন্তু যখন সেও অন্ত গেলো, এবার সে (ইবরাহিম) বললো: 'হে আমার কওম! তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর সাথে) শরিক করছো আমি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।

৭৯. আমি নিষ্ঠার সাথে আমার মুখ ফিরলাম সেই মহান সত্তার জন্যে যিনি সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ এবং পৃথিবী। আমি মুশরিকদের অন্তরভুক্ত নই।'

৮০. তখন তার কওম তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। সে তাদের বলেছিল: 'তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে তর্ক করছো? অথচ তিনি আমাকে হিদায়াত দান করেছেন। তোমরা তাঁর সাথে যাদের শরিক করছো আমি তাদের ভয় করিনা, তবে আমার প্রভুই যদি কিছু চান সেটা ভিন্ন কথা। সব কিছুর উপর আমার প্রভুর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত। তোমরা কি বুঝার চেষ্টা করবেনা?'

৮১. তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর সাথে) শরিক করছো আমি কী করে তাদের ভয় করতে পারি! তোমরা তো মহান আল্লাহর সাথে শরিক করতে ভয় করছোনা, অথচ তাদেরকে আল্লাহর শরিক বানানোর ব্যাপারে তোমাদেরকে কোনো সার্টিফিকেট দেয়া হয়নি। সুতরাং তোমাদের যদি বুঝ-জ্ঞান থাকে তবে বলো: 'কোন পক্ষ নিরাপত্তা লাভের বেশি হকদার?'

৮২. যারা ঈমান আনে এবং ঈমানকে যুলুম (শিরক) মিশ্রিত করে কলুষিত করেনা, তাদের জন্যেই রয়েছে নিরাপত্তা, আর তারা হিদায়াত প্রাপ্ত।

৮৩. আমরা ইবরাহিমকে তার কওমের মোকাবেলায় এসব যুক্তি প্রমাণ প্রদান করেছিলাম। আমরা যাকে চাই অনেক উঁচু মর্যাদা দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী।

৮৪. আর আমরা তাকে দান করেছিলাম (পুত্র) ইসহাক এবং (নাতি) ইয়াকুবকে। তাদের প্রত্যেককেই আমরা হিদায়াতের উপর পরিচালিত

رَبِّيْ فَلَئِمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلِيْنَ ۝

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّيْ فَلَئِمَّا أَقْبَلَ قَالَ لِّئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَا كُؤُنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ۝

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّيْ هَذَا أَكْبَرُ فَلَئِمَّا أَفْلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝

إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

وَحَاجَّةٌ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّوْنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۖ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۖ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۖ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرٰهِيْمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ تَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مِّنْ نَّشَأٍ ۖ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ

ককু
০৯

করেছি। এর আগে আমরা নূহকেও হিদায়াতের উপর পরিচালিত করেছি আর তার বংশধর দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ এবং মুসা আর হারুনকেও। এভাবেই আমরা পুরস্কার দিয়ে থাকি কল্যাণ পরায়ণদের।

دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٧﴾

৮৫. আর যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা ও ইলিয়াস-এরা প্রত্যেকেই ছিলো ন্যায় পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٨﴾

৮৬. আর ইসমাইল, আলইয়াসা এবং ইউনুস এবং লুতও। এদের প্রত্যেককেই আমরা শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছিলাম জগতবাসীর উপর।

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوشَعَ وَثَمَارًا وَنُوحًا ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾

৮৭. তাহাড়া এদের পূর্ব পুরুষ, উত্তর পুরুষ এবং ভাইদের অনেককেও। আমরা তাদের সবাইকে মনোনীত করেছিলাম এবং পরিচালিত করেছিলাম সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর।

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٠﴾

৮৮. এ হলো আল্লাহর হিদায়াত, তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে চান এর ভিত্তিতে পরিচালিত করেন। তারা যদি শিরক করতো, অবশিষ্ট নিশ্চল হয়ে যেতো তাদের সমস্ত আমল।

ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ مِّنْ عِبَادِهِ ۖ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾

৮৯. এরা ছিলো সেইসব লোক, যাদেরকে আমরা দান করেছিলাম কিতাব, প্রজ্ঞা এবং নবুয়্যত। এখন যদি এরা এগুলোর প্রতি কুফুরিও করে, তবে আমরা তো এগুলোর দায়িত্ব এমন একদল লোকের উপর অর্পণ করেছি যারা এগুলোর প্রতি কাফির নয়।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْبَةَ ۚ فَإِنْ يُكَفِّرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكُنَّا بِهَا قَوْمًا لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٦٢﴾

৯০. তাদেরকে আল্লাহ হিদায়াতের উপর পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমিও তাদের পথের অনুসরণ করো। তুমি বলো: ‘আমি তো একাজের জন্যে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা। এটা (কুরআন) তো জগতবাসীর জন্যে উপদেশ ছাড়া কিছুই নয়।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۚ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٦٣﴾

৯১. তারা আল্লাহকে তাঁর প্রকৃত মর্যাদাই প্রদান করেনি, যখন তারা বলে: ‘আল্লাহ একজন মানুষের কাছে কিছুই নাযিল করেননি।’ তুমি বলো: ‘তাহলে মুসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিল তা কে নাযিল করেছে? যা ছিলো আলো এবং মানুষের জন্যে হিদায়াত। তোমরা যার কিছু অংশ কাগজে লিখে প্রকাশ করো আর অনেকাংশই করো গোপন। আর তোমাদেরকে (সেই কিতাবের মাধ্যমে) তাও শিক্ষা দেয়া হয়েছিল যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরা জানতেনা?’ বলো ‘আল্লাহই’ (তা নাযিল

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۚ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعَالِمُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۚ قُلِ اللَّهُ

করেছেন। ব্যাস্, এখন তাদেরকে তাদের অর্থহীন কথাবার্তার খেলায় নিমগ্ন থাকতে দাও।

৯২. আর এই মুবারক কিতাব (আল কুরআন) আমরা নাযিল করেছি। এটি তার পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী আর এর ভিত্তিতে যেনো তুমি উম্মুল কোরা (মক্কা) এবং তার আশ্ পাশের লোকদের সতর্ক করো। যারা আখিরাতে বিশ্বাসী তারা এর প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা তাদের সালাতের হিফায়ত করে।

৯৩. ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে, যে মিথ্যা রচনা করে আল্লাহর উপর আরোপ করে, কিংবা বলে, ‘আমার কাছে অহি আসে’, অথচ তার কাছে কোনো অহিই আসেনা, আর ঐ ব্যক্তিও, যে বলে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন আমিও তা নাযিল করবো?’ তুমি যদি দেখতে এই যালিমরা যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাবে আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে: ‘বের করো তোমাদের প্রাণ। আজ প্রয়োগ করা হবে তোমাদের উপর অপমানকর আযাব, কারণ তোমরা আল্লাহর উপর আরোপ করতে না হক কথা আর আল্লাহর আয়াত নিয়ে প্রকাশ করতে ঔদ্ধত্য।’

৯৪. তোমরা তো আমাদের কাছে একা একাই এসেছো যেমন আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম প্রথমবার, আর তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম সবই তো পেছনে ফেলে এসেছো! কই তোমাদের সাথে তো তোমাদের শাফায়াতকারীদের দেখছিনা, যাদেরকে তোমাদের ব্যাপারে (আল্লাহর) শরিকদার মনে করতে? তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যা ধারণা করছিলে সবই হয়ে গেছে উধাও।

৯৫. আল্লাহই অংকুরিত করেন শস্য-বীজ এবং আঁটি। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনেন এবং মৃতকে বের করে আনেন জীবন্তের থেকে। তিনিই আল্লাহ। সুতরাং কোথায় ফিরে যাচ্ছে তোমরা?

৯৬. তিনিই (রাতের বুক চিরে) ভোরের উন্মেষ ঘটান। তিনিই বানিয়েছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্যে রাত আর হিসাবের জন্যে সূর্য আর চাঁদ। এসবই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানীর নির্ধারিত।

ثُمَّ دَرَّاهُمْ فِي خَوْضِهِمْ لِيَعْبُونَ ﴿٩١﴾

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتِذْكَرَ أَمْرَ الْقُرَى
وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى
صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ
وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ
تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ
وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا
أَنْفُسَهُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ
الْهُنُوتِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرِ
الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُنتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ
ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ
الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ
لَقَدْ ثَقَّطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا
كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ
النَّجَى مِنَ النَّبْتِ وَمُخْرِجُ النَّبْتِ مِنَ
النَّجَى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَآتَى يُؤْتِكُونَ ﴿٩٥﴾

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

৯৭. তিনিই তোমাদের জন্যে নক্ষত্রকে বানিয়েছেন স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ প্রদর্শক। যেসব লোক জ্ঞান রাখে তাদের জন্যে আমরা নিদর্শন বর্ণনা করেছি বিশদভাবে।

وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ
لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

৯৮. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। তারপর তোমাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী ও সাময়িক ঠিকানা। যারা বুঝ ও বোধের অধিকারী তাদের জন্যে আমরা নিদর্শন বর্ণনা করেছি বিশদভাবে।

وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾

৯৯. তিনিই আসমান থেকে নাযিল করেন পানি। তা দিয়ে আমরা সব ধরণের উদ্ভিদ উদগত করি। তা থেকে আমরা সবুজ পাতা বের করে আনি। তা থেকে উৎপন্ন করি ঘন নিবিড় শস্যদানা। খেজুর গাছের মাথা থেকে বের করে আনি বুলন্ত কাঁদি। উৎপন্ন করি আংগুরের বাগান, যয়তুন ও আনার, একই রকম ও বিভিন্ন রকম। লক্ষ্য করে দেখো, এর ফলের প্রতি, যখন তা ফলবান হয় এবং যখন তা পাকে। যারা ঈমান রাখে তাদের জন্যে এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন।

وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
مِنْهُ خَضِرًا مُتَجَرِّجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَ
مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَ
جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَ الزَّيْتُونُ وَ الرُّمَّانُ
مُشْتَبِهًا وَ غَيْرِ مُتَشَابِهٍ أَنْظَرُوا إِلَى
ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ يَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

১০০. তারা জিনকে আল্লাহর শরিক বানায়, অথচ তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন। আর না জেনেই তারা আল্লাহর প্রতি পুত্র কন্যা আরোপ করে। তারা যা আরোপ করে তা থেকে তিনি মুক্ত-পবিত্র এবং অনেক উর্ধ্বে।

وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ
خَرَفُوا لَهُ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ
سُبْحَنَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. তিনি তো মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীর স্রষ্টা। কী করে থাকতে পারে তাঁর সন্তান? তাঁর তো স্ত্রীও থাকতে পারেনা। কারণ, সব কিছু তো তিনিই সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি বিষয়ে তিনি জ্ঞাত।

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ
وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَ خَلَقَ كُلَّ
شَيْءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

১০২. তিনি আল্লাহ, তোমাদের প্রভু। কোনো ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। প্রতিটি জিনিসের তিনি স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো। প্রতিটি জিনিসের উপর তিনি উকিল-তত্ত্বাবধায়ক।

ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ
شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾

১০৩. কোনো দৃষ্টি তাঁকে ধারণ করতে পারেনা, কিন্তু তিনি ধারণ করেন সব দৃষ্টি। আর তিনি সুস্বদর্শী, সব বিষয়ের খবর রাখেন।

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ
الْأَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

১০৪. তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে সুস্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং যে দেখবে, সে নিজেরই কল্যাণ করবে, আর যে অন্ধতার পথ বেছে নেবে সে নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। (হে নবী! তাদের বলো:) ‘আমি তোমাদের উপর হিফাযতকারী নই।’

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَ مَنْ عَمِيَٰ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝

১০৫. এমনি করে আমরা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি আয়াত। তারা বলে: ‘তুমি কারো কাছ থেকে পড়ে নিয়েছো।’ আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্যে এই কুরআন বর্ণনা করি স্পষ্টভাবে।

وَ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ۖ لِيَقُولُوا ۖ دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

১০৬. তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা অহি করা হয় তুমি কেবল তারই অনুসরণ করো, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ (হুকুমকর্তা) নেই। মুশরিকদের উপেক্ষা করে চলো।

إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

১০৭. আল্লাহ চাইলে তারা শিরক করতোনা। আমরা তোমাকে তাদের উপর রক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং তাদের উপর তোমাকে উকিলও নিয়োগ করিনি।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۚ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝

১০৮. তারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকে তোমরা তাদের গালি দিওনা, তাহলে তারাও না জেনে সীমালংঘন করে আল্লাহকে গালি দিয়ে বসবে। এভাবেই আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্যে সুশোভিত করে দিয়েছি তাদের কর্মকাণ্ডকে। তারপর তাদের প্রভুর কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন হবে, তখন তিনি তাদের সংবাদ দেবেন- তারা কী আমল করতো।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

১০৯. তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে বলে, তাদের জন্যে যদি কোনো নিদর্শন আসতো, তবে অবশ্যি তারা ঈমান আনতো। বলো: নিদর্শন পাঠানো তো আল্লাহর ব্যাপার। তোমাদের কিভাবে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন এলেও তারা ঈমান আনতোনা।

وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُشْعُرُكُمْ أَنَّتْهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

১১০. আমরা তাদের অন্তর এবং দৃষ্টি পরিবর্তন করে দেবো, যেভাবে তারা প্রথমবারেই ঈমান আনেনি এবং তাদেরকে অবাধ্যতার মধ্যে বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেবো।

وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ ۖ وَ أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَ نَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

পারা
০৮

১১১. আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতাও নাযিল করি, যদি মৃত লোকেরা এসেও তাদের সাথে কথা বলে এবং তাদের সামনে সব বস্তু এনেও যদি হাজির করি, তবু তারা ঈমান আনবেনা, তবে আল্লাহ চাইলে ভিন্ন কথা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জাহেল।

وَلَوْ أَنَّمَا تَزَلَّاتُ إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ۝

১১২. এভাবে আমরা প্রত্যেক নবীর জন্যে মানুষ ও জিন শয়তানদের শত্রু বানিয়ে দিয়েছি। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরের কাছে মুখরোচক কথা ইংগিত করে। আল্লাহ চাইলে তারা এমনটি করতেনা। সুতরাং তুমি ত্যাগ করো তাদেরকে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করে সেটাকে।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلَهُ فَبَدَّرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝

১১৩. তারা এ উদ্দেশ্যে (পরস্পরের কাছে অহি করে) যে, যারা আখিরাতে ঈমান রাখেনা, তাদের মন যেনো সেদিকে অনুরাগী হয় এবং এতে করে যেনো তারা খুশি হয়। আর তারা যে দুষ্কর্ম করে তাই যেনো তারা করতে থাকে।

وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ۝

১১৪. (তুমি বলো:) ‘আমি কি আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কাউকেও সালিস মানবো অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন আল কিতাব (আল কুরআন) তফসিল সহকারে!’ আর ইতোপূর্বে আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি তারা ভালোভাবেই জানে এটি (কুরআন) নিষ্যাত তোমার প্রভুর পক্ষ থেকেই নাযিল হয়েছে। সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তরভুক্ত হয়োনা।

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

১১৫. তোমার প্রভুর বাণী সত্য ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ। তাঁর বাণী বদল করার কেউ নেই। তিনি সব শুনেন, সব জানেন।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

১১৬. তুমি বিশ্বের অধিকাংশ লোকের কথা শুনতে গেলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে ফেলবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং আন্দাজ অনুমানে কথা বলে।

وَإِنْ تُطِيعِ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝

১১৭. তোমার প্রভু ভালো করেই জানেন কারা বিপথগামী হয় তাঁর পথ থেকে, আর সঠিক পথের অনুসারীদেরও তিনি ভালোভাবে জানেন।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

১১৮. যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাও যদি তোমরা তাঁর আয়াতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো।

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۝

১১৯. তোমাদের কী হয়েছে, যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে কেন তোমরা তা থেকে খাবেনা? অথচ তোমাদের জন্যে যা যা হারাম করা হয়েছে

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

তা তোমাদেরকে বিশদভাবেই বলে দেয়া হয়েছে। তবে তা থেকে কিছু গ্রহণ করতে তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়লে ভিন্ন কথা। অনেকেই না জেনে নিজেদের খেয়াল খুশির ভিত্তিতে অন্যদের বিপথগামী করে। তোমার প্রভু সীমালংঘনকারীদের ভালোভাবেই জানেন।

إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ ۖ وَإِنْ كَثِيرٌ لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝

১২০. তোমরা বর্জন করো যাহারি (প্রকাশ্য) পাপ এবং বাতেনি (গোপন) পাপ। যারা পাপ কামাই করে, অচিরেই তাদেরকে তাদের পাপের উচিত শাস্তি দেয়া হবে।

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ۝

১২১. যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা খেয়ানো, কারণ তা ফাসেকি (পাপ)। শয়তানরা তাদের অলিদের অহি করে (প্ররোচনা দেয়) তোমাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হতে। তোমরা যদি তাদের কথামতো চলো তবে অবশ্যি মুশরিক হয়ে যাবে।

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَكَيُودُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۝

ককু
১৪

১২২. যে ছিলো মৃত, তারপর তাকে আমরা জীবন দান করেছি এবং মানুষের মধ্যে চলার জন্যে দিয়েছি আলো, সে কি ঐ ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে রয়েছে অন্ধকাররাশিতে এবং সেখান থেকে সে বের হবার নয়? এভাবেই কাফিরদের জন্যে তাদের কর্মকাণ্ডকে করে দেয়া হয়েছে চাকচিক্যময়।

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

১২৩. এভাবেই আমরা প্রত্যেক জনপদে সেখানকার অপরাধীদের প্রধানকে চক্রান্ত করার সুযোগ দিয়েছি। তাদের চক্রান্ত যে তাদেরই বিরুদ্ধে যাবে তা তারা বুঝতে পারেনা।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِينَهَا لِيَمْنَكُروا فِيهَا ۚ وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

১২৪. যখনই তাদের কাছে কোনো নিদর্শন এসেছিল তারা বলেছিল: ‘আমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই ঈমান আনবোনা যতোক্ষণ না আল্লাহর রসূলদের যা দেয়া হয়েছে আমাদেরকেও তা দেয়া হয়।’ আল্লাহই ভালো জানেন তিনি তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন। যারা অপরাধ করেছে, তাদের চক্রান্তের জন্যে আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে রয়েছে অপমান আর কঠোর আযাব।

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَنْكُرُونَ ۝

১২৫. আল্লাহ কাউকেও হিদায়াত দান করতে চাইলে ইসলামের জন্যে তার হৃদয়কে উদার করে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহ করতে চান তার অন্তরকে করে দেন অতিশয় সংকীর্ণ। তখন তার কাছে ইসলামে প্রবেশ করাটা সিঁড়ি বেয়ে আকাশে

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَصْغُرْ صَدْرَهُ ۚ صَبِيحًا حَرَجًا ۚ كَانُوا يَصْعَدُونَ فِي

উঠার মতোই কষ্ট সাধ্য মনে হয়। যারা ঈমান আনেনা আল্লাহ্ এভাবেই তাদের উপর সত্যবিমুখ হবার অবিলতা চাপিয়ে দেন।	الْأَسْمَاءُ ۖ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾
১২৬. এটাই তোমার প্রভুর সিরাতুল মুস্তাকিম। উপদেশ গ্রহণকারী লোকদের জন্যে আমরা নিদর্শন বর্ণনা করে দিলাম বিশদভাবে।	وَ هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٠﴾
১২৭. তাদের জন্যে তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে দারুস্ সালাম (শান্তির ঘর) এবং তিনিই তাদের অলি (অভিভাবক) তাদের আমলের কারণে।	لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾
১২৮. যেদিন তিনি তাদের সবাইকে হাশর করবেন সেদিন তাদের বলবেন: ‘হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষের মধ্যে অনেককেই তোমাদের অনুগামী করেছিলে।’ আর মানুষের মধ্যকার তাদের অলিরা বলবে: ‘আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের একে অপরের মাধ্যমে লাভবান হয়েছি, আর তুমি আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিলে, এখন তো আমরা তাতে এসে উপনীত হয়েছি।’ আল্লাহ বলবেন: জাহান্নামই তোমাদের আবাস, চিরদিন তোমরা সেখানেই থাকবে, তবে আল্লাহ অন্য কিছু চাইলে সেটা ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী।	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ۚ يَمْشُرُ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ۚ وَ قَالَ أُولَئِكَ هُم مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَ بَاغَيْنَاَ آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾
১২৯. এভাবেই আমরা যালিমদের একদলকে আরেকদলের অলি বানিয়ে দেই তাদের কৃতকর্মের কারণে।	وَ كَذَلِكَ نُؤَيِّنُ بِبَعْضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٢٣﴾
১৩০. (সেদিন আল্লাহ বলবেন:) ‘হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে কি তোমাদের কাছে রসূলরা আসেনি? তারা কি আমার আয়াত তোমাদের কাছে বয়ান করেনি? তারা কি এই দিনটির সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমাদের সতর্ক করেনি?’ তারা বলবে: ‘আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি।’ মূলত দুনিয়ার জীবনটাই তাদের প্রতারণার করে রেখেছিল। তারা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে আরো সাক্ষ্য দেবে যে, বাস্তবিকই তারা ছিলো কাফির।	يَمْشُرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَ غَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ شَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٢٤﴾
১৩১. এর কারণ হলো, কোনো জনপদকে সতর্ক না করা পর্যন্ত অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেয়া তোমার প্রভুর নীতি নয়।	ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ۖ وَ أَهْلَهَا غُفْلُونَ ﴿٢٥﴾
১৩২. প্রত্যেক ব্যক্তি যে আমল করে, সে অনুযায়ী তার অবস্থান নির্ধারিত হবে। তারা যে আমল করে সে সম্পর্কে তোমার প্রভু গাফিল নন।	وَ لِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾
১৩৩. তোমার প্রভু অভাবমুক্ত রহমতওয়ালা দয়াময়। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সরিয়ে	وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِنَّ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ

<p>দিতে পারেন এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অপর একটি কওমের বংশধারা থেকে।</p>	<p>وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٠﴾</p>
<p>১৩৪. তোমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অবশ্যি আসবে। তোমরা সেটার আগমন ঠেকাতে পারবেনা।</p>	<p>إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأَتِيٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١١﴾</p>
<p>১৩৫. বলো 'হে আমার কওম! তোমরা যেখানে আমল করছো করতে থাকো, আমি আমার কাজ করে যাবো। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার পরিণাম হবে কল্যাণময়। যালিমরা কিছুতেই সফল হবেনা।'</p>	<p>قُلْ لِّقَوْمٍ يَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٢﴾</p>
<p>১৩৬. আল্লাহ যে শস্য এবং গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে তারা আল্লাহর জন্যে একটি অংশ নির্ধারণ করে এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী বলে: 'এই অংশ আল্লাহর জন্যে এবং এই অংশ আমাদের শরিকদের (দেবতাদের) জন্যে। তারপর দেবতাদের অংশ আল্লাহর কাছে পৌঁছায়না, অথচ আল্লাহর অংশ দেবতাদের কাছে পৌঁছায়। তাদের ফায়সালা কতো যে নিকৃষ্ট!</p>	<p>وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرْغَبِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣﴾</p>
<p>১৩৭. এভাবে তাদের দেবতারার অনেক মুশরিকদের দৃষ্টিতে তাদের সন্তানদের হত্যাকে সুশোভিত করে রেখেছে তাদের ধ্বংসের উদ্দেশ্যে এবং তাদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যে। আল্লাহ চাইলে তারা এটা করতেনা। সুতরাং তাদেরকে তাদের বানানো মিথ্যার উপর ছেড়ে দাও।</p>	<p>وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُذْهِبُوا وَيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٤﴾</p>
<p>১৩৮. তারা (তাদের ভ্রাতা ধারণার ভিত্তিতে) বলে: 'এসব গবাদি পশু এবং এসব শস্যক্ষেত নিষিদ্ধ। আমরা যাকে চাইবো সে ছাড়া আর কেউ এগুলো খেতে পারবেনা।' তাছাড়া কিছু কিছু গবাদি পশুর পিঠে আরোহণ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে আর কিছু কিছু গবাদি পশু যবেহ করার সময় তারা আল্লাহর নাম নেয়না। এসব (বিধি নিষেধ মূলত তাদের) আল্লাহর নামে মিথ্যারোপ। তিনি অবশ্যি তাদেরকে তাদের এসব মিথ্যা রচনার শাস্তি প্রদান করবেন।</p>	<p>وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرْغَبِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٥﴾</p>
<p>১৩৯. তারা আরো বলে: 'এসব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্যে নিষিদ্ধ এবং আমাদের নারীদের জন্যে হারাম। তবে মরা পশু হলে তারা উভয়েই তাতে শরিকদার।' এসব বিধিনিষেধ আরোপের শাস্তি তিনি তাদের প্রদান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী।</p>	<p>وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَبِيتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾</p>

কুরু
১৬

১৪০. যারা না জেনে বোকামি করে তাদের সন্তানদের হত্যা করে এবং আল্লাহর উপর মিথ্যারোপের মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া রিযিক হারাম করে, তারা অবশিষ্ট বিপথগামী হয়ে গেছে এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত নয়।

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

১৪১. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন নানা রকম গুল্ম-লতা এবং গাছের জান্নাত (বাগান), খেজুর গাছ, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের খাদ্য শস্য, যয়তুন ও আনার- সদৃশ্য ও অসদৃশ্য। ফলন ঘটার পর তোমরা এগুলোর ফল খাও এবং ফল-ফসল সংগ্রহের দিন সেগুলোর হক (যাকাত) দিয়ে দাও। অপচয় করোনা। কারণ, তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

১৪২. গবাদি পশুর মধ্যে (তিনি সৃষ্টি করেছেন) কিছু ভারবাহী আর কিছু ছোট পশু। আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। কারণ, সে তোমাদের সুস্পষ্ট দূশমন।

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَوْلَةٌ وَفَرَسًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

১৪৩. (তারা নিজেদের খেয়াল খুশি মতো যেগুলো হারাম করেছে) সেগুলো আট প্রকার। মেষের দুটি এবং ছাগলের দুটি। তাদের জিজ্ঞাসা করো: 'তিনি নর দুটি হারাম করেছেন নাকি মাদি দুটি? নাকি মাদি দুটির গর্ভে যা আছে তা? তোমরা সত্যবাদী হলে এলেমের ভিত্তিতে অবহিত করো।'

ثَلَاثِينَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

১৪৪. আর উটের দুটি এবং গরুর দুটি। তাদের জিজ্ঞাসা করো: 'তিনি কি নর দুটি হারাম করেছেন নাকি মাদি দুটি? নাকি মাদি দুটির গর্ভে যা আছে তা? নাকি তিনি যখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন তোমরা উপস্থিত ছিলে?' ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে, যে মানুষকে বিপথগামী করার জন্যে এলেম ছাড়াই আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম লোকদের হিদায়াত করেন না।

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُشْرِكِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

কুরু
১৭

১৪৫. হে নবী! বলো: 'কেউ যা খেতে চায়, আমার প্রতি প্রেরিত অহিতে তার মধ্যে মৃত (প্রাণী), কিংবা প্রবাহিত রক্ত, অথবা শুয়োরের গোশত ছাড়া আর কিছুই হারাম পাইনা। এগুলো নোংরা এবং (খাওয়া) পাপ। আর যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়েছে তাও হারাম। কেউ যদি বিদ্রোহ এবং সীমালংঘন না

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ

করে নিরুপায় হয়ে পড়ার কারণে এগুলো থেকে কিছু খেয়ে নেয়, (তার ব্যাপারে) অবশ্যি তোমার প্রভু পরম ক্ষমাশীল দয়াময়।’

بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٧﴾

১৪৬. আমরা ইহুদিদের জন্যে নখরধারী সব পশুই হারাম করে দিয়েছিলাম। গরু এবং ছাগলের চর্বিও তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম, তবে পিঠের, অস্ত্রের কিংবা হাড়ের সাথে চর্বি ছাড়া। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমরা তাদের এই শাস্তি দিয়েছিলাম। অবশ্যি আমরা সত্যবাদী।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿٣٨﴾

১৪৭. তারপরও যদি তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তুমি বলো: তোমাদের প্রভু অসীম দয়ার মালিক এবং অপরাধী লোকদের উপর থেকে তাঁর শাস্তি রদ করা হয়না।

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٣٩﴾

১৪৮. শিরকে লিপ্ত লোকেরা অচিরেই তোমাকে বলবে: ‘আল্লাহ চাইলে আমরা শিরক করতামনা এবং আমাদের পূর্ব পুরুষরাও, আর আমরা কিছু হারামও করতামনা।’ এভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের আগের লোকেরাও, অবশেষে তারা ভোগ করেছিল আমার শাস্তি। হে নবী! বলো: ‘তোমাদের কাছে কোনো এলেম আছে কি? থাকলে বের করো আমাদের সামনে। আসলে তোমরা অনুমান ছাড়া আর কিছুরই অনুসরণ করোনা, আর মনগড়া কথা ছাড়া কোনো কথা বলোনা।’

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۖ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذُاقُوا بَأْسَنَا ۖ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿٤٠﴾

১৪৯. হে নবী! বলো: চূড়ান্ত প্রমাণের মালিক হলেন আল্লাহ। তিনি চাইলে অবশ্যি তোমাদের সবাইকে হিদায়াত করতেন।

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤١﴾

১৫০. হে নবী! তাদের বলো এগুলো হারাম হবার ব্যাপারে যারা সাক্ষ্য দেবে তোমাদের সেসব সাক্ষীদের হাজির করো।’ তারপর তারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাদের সাথে স্বীকার করোনা। যারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে, যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখেনা এবং যারা তাদের প্রভুর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে, তুমি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করোনা।

قُلْ هَلَمْ شَهِدَ آءَ كُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿٤٢﴾

রুকু
১৮

১৫১. হে নবী! বলো: ‘এসো, তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্যে যা হারাম করেছেন তা তোমাদের তিলাওয়াত করে শুনাই। সেগুলো হলো: তোমরা তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরিক করবেনা, পিতা-মাতার প্রতি ইহসান করবে, দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সম্ভানদের হত্যা করবেনা, কারণ আমরাই তাদের এবং তোমাদেরও রিয়িক দেই, প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে অশ্লীল কাজের কাছেও

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا

যেয়োন। আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তোমরা তাকে হত্যা করোনা, তবে যথার্থ কারণ ও হক পছায় হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ তোমাদের এসব অসিয়ত (নির্দেশ) করছেন যাতে করে তোমরা আকল খাটাও।

بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥﴾

১৫২. এতিমরা বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম পছায় ছাড়া তাদের মাল সম্পদের কাছেও যেয়োন। পরিমাণ ও ওজন নায্যভাবে পূর্ণ করে দাও। আমরা কোনো ব্যক্তির উপর তার সাধের বেশি বোঝা চাপাই না। তোমরা যখন কথা বলবে, নায্য কথা বলবে নিকটজনের বিপক্ষে গেলেও। আল্লাহকে দেয়া অংগীকার পূর্ণ করো। আল্লাহ এসব অসিয়ত (নির্দেশ) তোমাদের প্রদান করছেন যাতে করে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْيَمِينَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

১৫৩. এটাই আমার সিরাতুল মুস্তাকিম (সরল সঠিক পথ), সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করো। তোমরা বিভিন্ন পথের অনুসরণ করোনা, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। আল্লাহ তোমাদের এসব নির্দেশ প্রদান করছেন যাতে করে তোমরা সতর্ক হও।

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧﴾

১৫৪. তারপর আমরা মুসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, যা ছিলো কল্যাণ পরায়ণদের জন্যে পরিপূর্ণ, সবকিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত এবং রহমত, যাতে করে তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের প্রতি ঈমান আনে।

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تِبَاءًا عَلَىٰ الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨﴾

১৫৫. আর এই কিতাব (আল কুরআন) আমরা নাযিল করেছি একটি মুবারক (কল্যাণময়) কিতাব হিসেবে। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো এবং সতর্ক হও, অবশ্যি তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٩﴾

১৫৬. যাতে তোমরা একথা বলতে না পারো যে, কিতাব তো আমাদের আগে দুটি (ইহুদি খৃষ্টান) সম্প্রদায়ের কাছে নাযিল হয়েছিল। আমরা তো তাদের দরস (পাঠ) সম্পর্কে গাফিল ছিলাম!

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۚ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ﴿٢٠﴾

১৫৭. অথবা একথাও যেনো বলতে না পারো যে, যদি আমাদের কাছে কিতাব নাযিল করা হতো তাহলে আমরা তাদের চাইতে বেশি হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম। এখন তো তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে গেছে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হিদায়াত এবং রহমত। সুতরাং ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে হবে, যে আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। যারা আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তাদের এই মুখ ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে অচিরেই আমরা তাদের

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۖ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۚ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿٢١﴾

নিকৃষ্ট আযাব প্রদান করবো।

১৫৮. তারা তো শুধু এ জন্যেই অপেক্ষা করেছে যেহেতু তাদের কাছে ফেরেশতা আসে, অথবা স্বয়ং তোমার প্রভু আসেন, অথবা তোমার প্রভুর কোনো নিদর্শন আসে। শুনো, যেদিন তোমার প্রভুর নিদর্শন আসবে সেদিন ঐ ব্যক্তি ঈমান আনলে তাতে তার কোনো ফায়দা হবেনা, যে ব্যক্তি আগে ঈমান আনেনি; কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের ভিত্তিতে কল্যাণ অর্জন করেনি। বলো: ‘তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষায় থাকলাম।’

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿٥٨﴾

১৫৯. নিশ্চয়ই যারা তাদের দীনকে নানা মতে বিভক্ত করেছে এবং তারাও বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোনো দায় দায়িত্ব তোমার নেই। তাদের বিষয়ে ফায়সালার দায়িত্ব আল্লাহর, তিনিই তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন।

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥٩﴾

১৬০. যে কেউ একটি কল্যাণকর কাজ করবে, সে তার দশগুণ পাবে, আর যে কেউ একটি পাপ কাজ করবে, তাকে কেবল সেটারই প্রতিফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার যুলুম করা হবেনা।’

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍ هِيَ إِلَّا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

১৬১. হে নবী! বলো: ‘আমার প্রভু আমাকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। সেটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। সেটা ইবরাহিমের মিল্লাত (আদর্শ)।’ ইবরাহিম ছিলো নিষ্ঠাবান। সে মুশরিকদের অন্তরভুক্ত ছিলনা।

قُلْ إِنِّي هَدَيْتُنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَبِيماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦١﴾

১৬২. বলো: ‘আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের জন্যে।’

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٢﴾

১৬৩. তাঁর কোনো শরিক নেই। এরই নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে এবং আমিই প্রথম মুসলিম।’

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿٦٣﴾

১৬৪. বলো: ‘আমি কি আল্লাহকে ছাড়া অন্য কোনো রব খুঁজবো? অথচ তিনিই তো সব কিছুর রব।’ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী। কেউই অপর কারো বোঝা বহন করবেনা। অতপর তোমাদের প্রভুর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে। তখন তিনি তোমাদের অবহিত করবেন যেসব বিষয়ে

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ

তোমরা মতভেদ করছিলে।

تَخْتَلِفُونَ ﴿١٣﴾

১৬৫. তিনিই তোমাদেরকে এই পৃথিবীর প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন সে বিষয়ে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতক লোককে অপর কতক লোকের উপর উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। তোমার প্রভু শাস্তিদানে দ্রুত, আবার তিনি অবশিষ্ট ক্ষমাশীল দয়াময়ও।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

রুকু
২০

সূরা ৭ আল আ'রাফ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ২০৬, রুকু সংখ্যা: ২৪

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-১০: কুরআন অনুসরণের নির্দেশ। যারা আল্লাহর রসূলদের অনুসরণ করেনি তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।
- ১১-২৫: মানুষের সাথে শয়তানের দ্বন্দ্ব ও শত্রুতার ইতিহাস।
- ২৬-৫৮: বনি আদমকে শয়তানের চক্রান্তের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। সৌন্দর্য হালাল। কি কি বিষয় হারাম? ঈমানের পথ প্রত্যাখ্যানকারীদের করুণ পরিণতি। মুমিনদের শুভ পরিণতি। আরাফবাসীদের কথা। আল্লাহর মহাবিশ্ব সৃষ্টি। দোয়া করার পদ্ধতি। মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ।
- ৫৯-৬৪: নিজ জাতির প্রতি নূহের দাওয়াত। তাদের প্রত্যাখ্যান ও করুণ পরিণতি।
- ৬৫-৭২: আদ জাতির কাছে হুদ আ. এর দাওয়াত। আল্লাহর রসূলকে প্রত্যাখ্যান করায় আদ জাতির করুণ পরিণতি।
- ৭৩-৭৯: সামুদ জাতির কাছে সালেহ আ. এর দাওয়াত। আল্লাহর রসূলের প্রতি তাদের অস্বীকৃতি এবং তাদের করুণ পরিণতি।
- ৮০-৮৪: লুত আ. এর দাওয়াত ও উপদেশ প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাঁর জাতির করুণ পরিণতি।
- ৮৫-৯৩: শূয়াইব আ. কর্তৃক মাদিয়ানবাসীদের সংশোধন করার আশ্রয় চেষ্টা। শূয়াইবকে তাদের প্রত্যাখ্যান এবং তাদের করুণ পরিণতি।
- ৯৪-১০২: নবীদের আগমণ ছিলো বিভিন্ন জাতির জন্য পরীক্ষা। রসূল এবং রসূলদের আনীত বার্তা গ্রহণ করার মধ্যেই ছিলো জাতিসমূহের কল্যাণ।
- ১০৩-১৩৭: মূসা আ. এর সাথে ফেরাউনের দ্বন্দ্ব ও তার ধ্বংসের ইতিহাস।
- ১৩৮-১৫৭: বনি ইসরাঈলিদের সংশোধন করার জন্যে মূসা আ. এর আশ্রয় চেষ্টা ও তাদের হঠকারিতা। তাদের মুক্তির পথ।
- ১৫৮: সমগ্র মানবজাতির প্রতি মুহাম্মদ সা. এর রিসালত মেনে নেয়ার আহ্বান।
- ১৫৯-১৭১: বনি ইসরাঈলিদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের বিবরণ এবং তাদের অবাধ্যতার ইতিহাস।
- ১৭২-২০৬: মানবাত্মাসমূহ থেকে আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতি গ্রহণ। দুনিয়ার জীবনে মানুষের বিপথগামিতা। কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? শিরকের অসারতা। কুরআনই সত্য জ্ঞানের আলো।

সূরা আল আ'রাফ পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْأَعْرَافِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. আলিফ লাম মিম সোয়াদ।	الْبَقِصَ ١

০২. এটি একটি কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করা হচ্ছে। সুতরাং এর ব্যাপারে যেনো তোমার মনে কোনো প্রকার সংকোচ না থাকে। এটি নাযিল করার উদ্দেশ্য হলো, তুমি এর মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করবে আর এটি একটি উপদেশ মুমিনদের জন্যে।	كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِمُؤْمِنِينَ ①
০৩. তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা নাযিল করা হচ্ছে তোমরা কেবল তারই ইত্তেবা (অনুসরণ) করো। তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া অন্য অলিদের অনুসরণ করোনা। তবে তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।	اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ②
০৪. কতো যে জনপদ আমরা হালাক করে দিয়েছি। আমাদের শাস্তি সে জনপদে এসে পড়েছিল রাতের বেলা অথবা দুপুরে যখন তারা ছিলো বিশ্রামরত।	وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ③
০৫. আমাদের শাস্তি যখন তাদের উপর এসে পড়েছিল, তখন তাদের মুখে শুধু একটি কথাই ছিলো: ‘অবশ্য আমরা যালিম।’	فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ④
০৬. যাদের কাছে রসূল পাঠানো হয়েছে তাদেরকে অবশ্য আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করবো এবং জিজ্ঞাসাবাদ করবো রসূলদেরও।	فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ⑤
০৭. তারপর পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের কর্মকাণ্ডের বিবরণ তাদের সামনে তুলে ধরবো, আমরা তো (তাদের থেকে) গায়ের ছিলাম না।	فَلَنَقْصُصَنَ عَلَيْهِمْ بَعْلَهُمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ⑥
০৮. সেদিনকার ওজন (ন্যায্যবিচার) মহাসত্য ও বাস্তব। তারপর যাদের (নেক আমলের) পাল্লা ভারি হবে তারাই হবে সফলকাম।	وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑦
০৯. আর যাদের (ভালো কাজের) পাল্লা হবে হালকা, তারা হবে ঐসব লোক যারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আমাদের আয়াতের প্রতি যুলুম করার মাধ্যমে।	وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ⑧
১০. আমরা তোমাদের এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি আর এখানেই তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়েছি জীবিকার। খুব কমই তোমরা শোকর আদায় করো।	وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُم فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ⑨
১১. আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদের আকৃতি দান করেছি, তারপর ফেরেশতাদের বলেছি, সাজদা করো আদমের প্রতি। তখন তারা সবাই সাজদা করেছিল ইবলিস	وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ

<p>ছাড়া। সে সাজদাকারীদের সাথে शामिल হয়নি।</p> <p>১২. আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: ‘আমার নির্দেশ সত্ত্বেও কোন্ জিনিস তোমাকে বিরত রাখলো সাজদা করা থেকে?’ সে জবাব দেয়: ‘আমি তার (আদমের) চাইতে উত্তম। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আগুন থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে।’</p> <p>১৩. তিনি বললেন: ‘বেরিয়ে যা এখান থেকে। এখানে থেকে অহংকার করার কোনো অধিকার তোমার নেই। বেরিয়ে যা, নিশ্চয়ই তুমি নিচু ও হীনদের একজন।’</p> <p>১৪. সে বললো: ‘আমাকে পুনরাবস্থানকাল পর্যন্ত অবকাশ দিন।’</p> <p>১৫. তিনি বললেন: ‘যা, তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তরভুক্ত।’</p> <p>১৬. তখন সে বললো: “যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী করলে, তাই আমি তাদের (আদম সন্তানদের বিপথগামী করার) জন্যে তোমার সরল সঠিক পথে ওঁৎ পেতে থাকবো।</p> <p>১৭. তারপর আমি আসবো তাদের সামনে থেকে, তাদের পেছন থেকে, তাদের ডানে থেকে এবং তাদের বামে থেকে। ফলে তুমি তাদের অধিকাংশকেই পাবে না শোকর গুজার।”</p> <p>১৮. তিনি বললেন: “তুমি বেরিয়ে যা ওখান থেকে শিকৃত ও বিতাড়িত হয়ে। তাদের যে কেউ তোমার অনুসরণ করবে, আমি অবশ্যি তাদের সবাইকে দিয়ে পূর্ণ করবো জাহান্নাম।</p> <p>১৯. আর হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী বসবাস করো জান্নাতে। খাও যেখান থেকে ইচ্ছা। তবে তোমরা এই গাছটির কাছেও যেয়োনা, গেলে তোমরা যালিমদের মধ্যে शामिल হয়ে পড়বে।”</p> <p>২০. তারপর শয়তান অসুঅসা দিলো তাদের দুজনকে যাতে করে তাদের লজ্জাস্থান যা গোপন রাখা হয়েছিল তাদের কাছে, তা তাদের জন্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সে তাদের বললো: ‘তোমাদের প্রভু যে তোমাদেরকে এই গাছের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন তার কারণ, পাছে তোমরা ফেরেশতা হয়ে না পড়ো, কিংবা তোমরা (এখানে) স্থায়ী হয়ে না যাও।’</p>	<p>إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝</p> <p>قَالَ مَا مَنَّكَ عَلَىٰ أَن تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝</p> <p>قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصُّغَرِيِّينَ ۝</p> <p>قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۝</p> <p>قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝</p> <p>قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝</p> <p>ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝</p> <p>قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُومًا مَّدْحُورًا ۚ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلِكَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝</p> <p>وَيَادْرُسْكَ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝</p> <p>فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِحِهِمَا وَ قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝</p>
---	--

২১. সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বললো: 'অবশ্যি আমি তোমাদের একজন কল্যাণকামী।'	وَقَالَتْ لَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَوِينُ النَّصِيحِينَ ۝
২২. এভাবে সে তাদের প্রতারিত করে অধপতিত করলো। তারপর যখন তারা সেই গাছের (ফল) আশ্বাদন করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং জান্নাতের পাতা দিয়ে তারা নিজেদের ঢেকে নিতে থাকলো। এসময় তাদের প্রভু তাদের ডেকে বললেন: 'আমি কি তোমাদেরকে এই গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি? আমি কি বলিনি শয়তান তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন?'	فَدَلُّهُمَا يَغُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ۖ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝
২৩. তখন তারা ফরিয়াদ করলো: 'আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের দয়া না করো, তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে शामिल হয়ে পড়বো।'	قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ۖ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝
২৪. তিনি বললেন: 'নেমে যাও, তোমরা পরস্পরের শত্রু। পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্টকাল তোমরা অবস্থান করবে এবং ওখানেই তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা থাকবে।'	قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝
২৫. তিনি আরো বললেন: 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে আর সেখান থেকেই তোমাদের খারিজ (বের) করে আনা হবে।'	قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ ۝
২৬. হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের জন্যে এক ধরণের পোশাক নাযিল করেছি তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্যে আচ্ছাদন হিসেবে এবং শোভাবর্ধক হিসেবে, আর রয়েছে 'তাকওয়ার পোশাক', এ পোশাকই উত্তম। এ হলো আল্লাহর আয়াত, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।	يَبْنِيْٓ أَدَمَ ۖ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَ رِيْشًا ۖ وَ لِبَاسَ التَّقْوَىٰ ۖ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۖ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝
২৭. হে বনি আদম! শয়তান যেনো তোমাদের ফিতনায় না ফেলে যেভাবে (ফিতনায় ফেলে) তোমাদের (আদি) পিতা মাতাকে বের করে দিয়েছিল জান্নাত থেকে। সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্যে তাদের লেবাস খসিয়ে দিয়েছিল। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে, যেভাবে তোমরা তাদের দেখোনা। যারা ঈমান আনেনা তাদের জন্যে আমরা অলি বানিয়ে দিয়েছি শয়তানদের।	يَبْنِيْٓ أَدَمَ ۖ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِيَهُمَا ۖ إِنَّهُ يَرُكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ ۖ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

২৮. তারা যখন কোনো ফাহেশা কাজ করে, তখন বলে: ‘আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের এরকম করতে দেখেছি। আল্লাহ্‌ই আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন।’ বলে: ‘আল্লাহ ফাহেশা কাজের নির্দেশ দেননা। কেন তোমরা আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করছো যা তোমরা জানোনা?’

لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. বলে: আমার প্রভু ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক মসজিদে তোমরা তোমাদের লক্ষ্য স্থির করবে এবং আল্লাহর জন্যে আনুগত্য একনিষ্ঠ করে তাঁকে ডাকবে। তিনি তোমাদের প্রথম যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা ঠিক সেভাবেই ফিরে আসবে।

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

৩০. একদলকে তিনি হিদায়াত দান করেছেন, আরেক দলের উপর গোমরাহি নির্ধারিত হয়ে গেছে। কারণ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদের অলি বানিয়ে নিয়েছে এবং ধারণা করছে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. হে আদম সন্তান! প্রত্যেক মসজিদে তোমরা তোমাদের সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়ে যাবে। আর আহার করবে, পান করবে, কিন্তু অপচয় করবেনা, কারণ তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেননা।

يَبْنَئِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

৩২. হে নবী! বলে: ‘আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে যেসব সুন্দর বস্ত্র আর উত্তম জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো হারাম করলো কে?’ বলে: ‘সেগুলো তো মুমিনদেরই জন্যে এই দুনিয়ার জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামত কালে।’ এভাবেই আমরা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি আয়াত যারা জ্ঞান রাখে তাদের জন্যে।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. বলে: ‘আমার প্রভু হারাম করে দিয়েছেন গোপন ও প্রকাশ্য ফাহেশা (অশ্লীল) কাজ, পাপকাজ, না হক বিদ্রোহ, তোমাদের আল্লাহর সাথে শিরক করা যার সপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি, এবং না জেনে বুঝে তোমাদের আল্লাহর সম্পর্কে কথা বলা।

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطْنٌ وَ الرَّثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. প্রত্যেক উম্মতের একটি কাল-সীমা রয়েছে, যখন তাদের সেই সময়টি এসে পড়বে, তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্বও করতে পারবেনা এবং তার পূর্বেও সে কালটি শেষ করতে পারবেনা।

وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. হে বনি আদম! যখন তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে রসূলরা এসে আমার আয়াত পেশ করবে, তখন যারা সতর্ক হবে এবং নিজেদের এসলাহ (সংশোধন) করে নেবে, তাদের কোনো ভয় ভীতিও থাকবেনা, দুঃখ দৃশ্টিতাও থাকবেনা।

يَخْرُونَ ۝

৩৬. আর যারা প্রত্যাখ্যান করবে আমার আয়াত এবং তার বিরুদ্ধে প্রকাশ করবে দাঙ্কিতা, তারা হবে আগুনের অধিবাসী এবং চিরকাল থাকবে তারা সেখানে।

خُلْدُونَ ۝

৩৭. ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে, যে মিথ্যা রচনা করে আল্লাহর উপর আরোপ করে, কিংবা মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর আয়াতকে? তাদের নসিবে যা লেখা আছে তা তাদের কাছে পৌঁছবেই। অবশেষে তাদের কাছে পৌঁছে যাবে আমাদের নির্দেশ বাহকরা (ফেরেশতারা) তাদেরকে ওফাত (মৃত্যু) দেয়ার জন্যে। তারা তাদের জিজ্ঞাসা করবে: ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকতে তারা কোথায়? তারা বলবে: ‘ওরা আমাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে।’ তখন তারা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা সত্যি কাফির ছিলো।

يَبْنَىٰ أَدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ أَلْيَقًا ۖ فَسِنِ اتَّقَىٰ وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۖ قَالُوا آيِنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَ شَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝

৩৮. আল্লাহ বলবেন: ‘তোমাদের আগে যেসব জিন ও মানব সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের সাথে জাহান্নামে দাখিল হও।’ যখনই একটি দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা লানত দেবে। যখন সবাই তাতে একত্র হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের বলবে: ‘আমাদের প্রভু! এরাই আমাদের গোমরাহ করেছিল, সুতরাং তাদের আগুনের আযাব দ্বিগুণ করে দাও।’ তিনি বলবেন: ‘প্রত্যেকের জন্যেই রয়েছে দ্বিগুণ, তবে তোমরা তা জানোনা।’

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ۖ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَاتِهِمْ عَذَابًا ۖ ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

৩৯. পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের বলবে: ‘আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সুতরাং তোমরা তোমাদের অর্জনের জন্যে স্বাদ গ্রহণ করো আযাবের।’

وَقَالَتْ أُولَهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ۖ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝

৪০. যারা আমাদের আয়াতের প্রতি মিথ্যারোপ করে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তার বিরুদ্ধে

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوا

<p>অহংকার করেছে, তাদের জন্যে আসমানের দুয়ার খোলা হবেনা এবং সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ না করা পর্যন্ত তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। এরকম প্রতিফলই আমরা অপরাধীদের দিয়ে থাকি।</p>	<p>عَنْهَا لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ٥</p>
<p>৪১. জাহান্নামই হবে তাদের নিচের শয্যা এবং তাদের উপরের আচ্ছাদন। এভাবেই আমরা শাস্তি দিয়ে থাকি যালিমদের।</p>	<p>لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ٦</p>
<p>৪২. পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে, তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী, চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। আমরা কাউকেও তার সাধ্যের বাইরে বোঝা অর্পণ করিনা।</p>	<p>وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧</p>
<p>৪৩. আমরা দূর করে দেবো তাদের অন্তরের সব ঈর্ষা। তাদের নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ নদী নহর। তারা বলবে: ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের এই জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনো (জান্নাতের) পথ পেতাম না। আমাদের কাছে আমাদের প্রভুর রসূলরা সত্য নিয়ে এসেছিলেন।’ তখন তাদের ডেকে বলা হবে: ‘তোমাদের আমলের কারণেই তোমাদের এই জান্নাতের ওয়ারিশ বানানো হয়েছে।</p>	<p>وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رُبَّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تَتَكَّبُوا الْجَنَّةَ أَوْ رُتِبُوهُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨</p>
<p>৪৪. জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদের ডেকে বলবে: ‘আমাদের প্রভু আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রভু তোমাদের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তোমরা কি তা সত্য পেয়েছো?’ তারা বলবে: ‘হ্যাঁ।’ তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মাঝে ঘোষণা করবে: “যালিমদের উপর আল্লাহর লানত,</p>	<p>وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ٩</p>
<p>৪৫. যারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করতো এবং তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়াতো এবং তারা আখিরাতের প্রতি ছিলো অবিশ্বাসী-কাফির।”</p>	<p>الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ١٠</p>
<p>৪৬. (জান্নাত ও জাহান্নাম) উভয়ের মাঝে থাকবে একটি হিজাব (পর্দা), আর কিছু লোক থাকবে আ'রাফে। তারা সবাইকে চিনবে তাদের লক্ষণ দেখেই। তারা জান্নাতবাসীদের ডেকে বলে: আপনাদের প্রতি সালাম। তারা তখনো জান্নাতে দাখিল হয়নি, তবে প্রত্যাশা করবে।</p>	<p>وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ١١</p>
<p>৪৭. আর যখন তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে জাহান্নামবাসীদের প্রতি, তখন তারা বলবে:</p>	<p>وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ</p>

<p>‘আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই যালিম লোকদের সাথি করোনা।’</p>	<p>النَّارِ ۚ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٧﴾</p>
<p>৪৮. আরাফাবাসী (জাহান্নামের) যেসব লোককে লক্ষণ দেখে চিনবে তাদের ডেকে বলবে: ‘তোমাদের দল এবং তোমাদের অহংকার তোমাদের কোনো কাজে এলোনা।’</p>	<p>وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَّعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جُوعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٨﴾</p>
<p>৪৯. এরা কি তারা নয় যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে, আল্লাহ এদের প্রতি দয়া করবেন না। অথচ তাদেরকেই বলা হয়েছে: ‘তোমরা দাখিল হও জান্নাতে, তোমাদের কোনো ভয়ভীতিও নেই আর দুঃখ দুশ্চিন্তাও নেই।’</p>	<p>أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٢٩﴾</p>
<p>৫০. জাহান্নামবাসী জান্নাতবাসীকে ডেকে বলবে: ‘আমাদের দিকে কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ তোমাদের যে রিয়ক দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও।’ তখন তারা বলবে: “আল্লাহ এদুটি জিনিসই হারাম করে দিয়েছেন কাফিরদের জন্যে,</p>	<p>وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٣٠﴾</p>
<p>৫১. যারা তাদের দীনকে খেল তামাশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারণা করে রেখেছিল।” সুতরাং আজ আমরা তাদের ভুলে থাকবো, যেভাবে তারা (দুনিয়ার জীবনে) তাদের এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলে থেকেছিল এবং যেভাবে তারা আমাদের আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।</p>	<p>الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَ لَعِبًا وَ غَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنسُوهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٣١﴾</p>
<p>৫২. আমরা তাদের এমন একটি কিতাব পৌঁছেয়েছিলাম, যা ছিলো পূর্ণ জ্ঞানের বিশদ ব্যাখ্যা এবং হিদায়াত ও রহমত বিশ্বাসীদের জন্যে।</p>	<p>وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٢﴾</p>
<p>৫৩. তারা কি এর পরিণামের অপেক্ষায় আছে? যেদিন তার পরিণামকাল এসে উপস্থিত হবে সেদিন সেটিকে ভুলে থাকা লোকেরা বলবে: ‘আমাদের কাছে আমাদের প্রভুর রসূলরা সত্যবর্তা নিয়ে এসেছিলেন, এখন শাফায়াতকারী পাওয়া যাবে কি, যারা আমাদের জন্যে শাফায়াত করবে? অথবা আমাদের দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হোক। আমরা অবশ্যি এতোদিন যা আমল করতাম তার চাইতে ভিন্নতর আমল করবো।’ এরা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করে এসেছে এবং তারা যেসব মিথ্যা রচনা করেছিল সবই উধাও হয়ে গেছে।</p>	<p>هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٣﴾</p>

রুকু
০৫রুকু
০৬

৫৪. তোমাদের প্রভু তো তিনি, যিনি মহাকাশ এবং এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয়টি কালে, অতপর সমাসীন হয়েছেন আরশের উপর। তিনি দিনকে ঢেকে দেন রাত দিয়ে। তারা পরস্পরকে অবিরামভাবে দ্রুত অনুসরণ করে। সূর্য, চাঁদ এবং তারকারাজি তাঁরই নির্দেশের অধীন। সাবধান, সৃষ্টিও তাঁর, নির্দেশও তাঁর। মহাকল্যাণের মালিক আল্লাহ্‌ই মহাজগতের প্রভু।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫. তোমাদের প্রভুকে ডাকো বিনয়ের সাথে এবং গোপনে। সীমালংঘনকারীদের তিনি পছন্দ করেন না।

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬. এস্লামের পর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করোনা। তাঁকে ডাকো ভয় এবং আশা নিয়ে। অবশ্যি আল্লাহ্র রহমত কল্যাণপরায়ণদের খুব নিকটে।

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭. তিনি তাঁর রহমত বর্ষণের আগে সুসংবাদ বাহক হিসেবে বাতাস পাঠান, অতপর তা যখন ঘন মেঘ বইয়ে আনে, তখন আমরা তা মরা শুকনো জমিনের দিকে পাঠাই এবং সেখানে আমরা নাযিল করি (আমাদের রহমতের) পানি (বৃষ্টি)। অতপর তা থেকে আমরা উৎপন্ন করি সব ধরনের ফল-ফসল। এভাবেই আমরা জীবন দান করে বের করে আনবো মৃতদেরকে। আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَغْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُفِّنَهُ لِبَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. উত্তম ভূমি থেকে তার প্রভুর অনুমতিক্রমে ফসল উৎপন্ন হয়, আর নিকৃষ্ট ভূমিতে প্রচণ্ড পরিশ্রম ছাড়া কিছুই জন্মায়না। এভাবেই আল্লাহ শোকরগুজার লোকদের জন্যে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেন তাঁর আয়াত।

وَالْبَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِأَذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯. আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কওমের কাছে। সে তাদের বলেছিল: হে আমার কওম! তোমরা এক আল্লাহ্র দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমাদের উপর এক মহাদিনের আযাবের আশংকা করছি।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾

৬০. তখন তার কওমের নেতারা বলেছিল: 'আমরা দেখতে পাচ্ছি, তুমি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।'

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾

৬১. সে বলেছিল: “হে আমার কওম! আমার মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি নেই, বরং আমি রাক্বুল আলামিনের একজন রসূল।	قَالَ يَقُومُ لَيْسَ بِي ضَلَالٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝
৬২. আমি তো তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি আমার প্রভুর বার্তা। আমি তোমাদের কল্যাণকামী। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সেসব বিষয় জানি, যা তোমরা জানোনা।	أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝
৬৩. তোমরা কি তাজ্জব হচ্ছেো যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে একটি উপদেশ এসেছে- যাতে করে সে তোমাদের সতর্ক করতে পারে এবং যেনো তোমরা সতর্ক হও আর যেনো তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও?”	أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝
৬৪. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে আমরা তাকে আর তার সাথে যারা নৌযানে উঠেছিল তাদেরকে নাজাত দেই, আর ডুবিয়ে দেই তাদেরকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমাদের আয়াত। মূলত, তারা ছিলো একটি অন্ধ কওম।	فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَاعْرِفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَصِينَ ۝
৬৫. আমরা আদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদেরই ভাই হুদকে। সে তাদের বলেছিল: ‘হে আমার কওম! তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত-আনুগত্য করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি সতর্ক হবেনা?’	وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝
৬৬. তার জাতির প্রধানরা যারা ছিলো কাফির তারা বলেছিল: ‘আমাদের মতে তুমি অবশ্যি বোকামিতে নিমজ্জিত রয়েছো এবং আমাদের ধারণা, তুমি একজন মিথ্যাবাদী।’	قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُوكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظَنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۝
৬৭. সে বলেছিল: “হে আমার কওম! আমার মধ্যে কোনো বোকামি নেই, বরং আমি রাক্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে একজন রসূল।	قَالَ يَقُومُ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝
৬৮. আমি তো তোমাদের কাছে আমার প্রভুর বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি, আর আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত কল্যাণকামী।	أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۝
৬৯. তোমরা কি তাজ্জব হচ্ছেো যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে একটি উপদেশ এসেছে- যাতে করে সে তোমাদের সতর্ক করতে পারে? স্মরণ	أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۖ وَادْكُرُوا

করো যখন নূহের কওমকে (ধ্বংস করার) পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং দৈহিক গঠনে তোমাদেরকে অধিক হস্তপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের কথা স্মরণ করো, যাতে করে তোমরা সফলতা অর্জন করো।”

৭০. তারা বলেছিল: ‘তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছো যে, আমরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত-আনুগত্য করবো আর আমাদের পূর্ব পুরুষরা যাদের ইবাদত করতো তাদের পরিত্যাগ করবো? সুতরাং তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে আমাদেরকে যে জিনিসের ওয়াদা দিচ্ছে তা এনে দেখাও।’

৭১. সে বলেছিল: ‘তোমাদের উপর তোমাদের প্রভুর শাস্তি এবং গজব আপতিত হবেই। তোমরা কি আমার সাথে এমন কতগুলো নাম সম্পর্কে বিবাদ করছো, যে নামগুলো রেখেছো তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরা? আল্লাহ তো সেগুলোর পক্ষে কোনো প্রমাণ পাঠাননি। সুতরাং অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম।’

৭২. অবশেষে আমরা তাকে (হুদকে) এবং তার সাথীদেরকে আমাদের রহমতে নাজাত দিয়েছি, আর শেকড় কেটে দিয়েছি তাদের, যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমাদের আয়াত এবং যারা মুমিন ছিলনা।

৭৩. আর আমরা সামুদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালেহকে। সে তাদের বলেছিল: “হে আমার কওম! তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত (আনুগত্য, দাসত্ব ও উপাসনা) করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। আল্লাহর এই উটনি তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন। এটিকে আল্লাহর জমিনে চরে খেতে দাও। কোনো বদ নিয়্যতে এটিকে স্পর্শও করোনা, করলে তোমাদের পাকড়াও করবে বেদনাদায়ক আযাব।

৭৪. স্মরণ করো, আদ জাতির পরে তিনি তোমাদেরকে (তাদের) স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং এমনভাবে তোমাদেরকে ভূ-খন্ডে প্রতিষ্ঠিত

إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَاطَةً فَأَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٠﴾

قَالُوا أَاجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿٧١﴾

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ أَنْتُمْ تَدِينُونِي فِيْ أَسْمَاءِ سَيِّئَتِكُمْ هَآأَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ فَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٧٢﴾

فَأَنْجَيْنَاهُ وَ الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ مَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٣﴾

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِيْ أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٧٤﴾

وَإِذْ ذُكِّرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ

করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছো। আর পাহাড় কেটে বানাচ্ছে ঘর। অতএব তোমরা (তোমাদের প্রতি) আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং ভূ-খন্ডে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়োনা।”

سَهُولِهَا قُصُورًا ۖ وَ تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

৭৫. তার কওমের দাস্তিক নেতারা দুর্বল করে রাখা ঈমানদারদের বলেছিল: ‘তোমরা কি এটা জানো যে, সালেহ তার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রেরিত?’ তারা বলেছিল: ‘হ্যাঁ, তাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, আমরা তাতে বিশ্বাসী।’

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

৭৬. তখন দাস্তিকরা বলেছিল: ‘তোমরা যা বিশ্বাস করো, আমরা তা অস্বীকার করি।’

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝

৭৭. অতপর তারা সেই উটনিকে হত্যা করে, আর অবাধ্য হয় আল্লাহর আদেশের এবং বলে: ‘হে সালেহ! তুমি যদি একজন রসূলই হয়ে থাকো, তবে যে শাস্তির ভয় আমাদের দেখিয়েছে তা নিয়ে আসো।’

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ۚ قَالُوا يَصْلِحِ اثْنَانَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

৭৮. তারপর তাদের পাকড়াও করে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প। ফলে তাদের সকাল হয় নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায়।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَيَيْنَ ۝

৭৯. তখন সে (সালেহ) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিল: ‘হে আমার কওম! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রভুর বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের জন্যে কল্যাণকর নসিহত করেছিলাম, কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদের পছন্দ করোনা।’

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ ۖ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ۝

৮০. আর লুতকেও (আমরা পাঠিয়েছিলাম একটি জাতির কাছে)। সে তার কওমকে বলেছিল: “তোমরা কি এমন কুকর্মেই লিপ্ত থাকবে, যে কর্মে তোমাদের আগে জগতের কোনো লোকই লিপ্ত হয়নি?”

وَلَوْ كُنَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مِمَّا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝

৮১. তোমরা যৌন তৃষ্ণার জন্যে নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাচ্ছে। তোমরা তো এক চরম সীমালংঘনকারী জাতি।”

إِن كُنتُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝

৮২. জবাবে তার কওম কেবল একথাই বলেছিল: ‘এদেরকে তোমাদের জনবসতি থেকে বের করে দাও, এরা বড় পাক পবিত্র থাকতে চায়।’

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۝

৮৩. পরিণতিতে আমরা তাকে (লুতকে) এবং তার পরিবার পরিজনকে নাজাত দেই তার স্ত্রীকে ছাড়া, কারণ সে (মহিলা) ছিলো পেছনে থাকাদেরই একজন।

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. আর তাদের উপর আমরা (পাথর) বর্ষণ করেছিলাম ভীষণ বর্ষণ। ফলে অপরাধীদের পরিণতি কী রকম হয়েছিল লক্ষ্য করে দেখো।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

৮৫. আর মাদায়ানের অধিবাসীদের কাছে আমরা পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই শুয়াইবকে। সে তাদের বলেছিল: “হে আমার কওম! তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করো, তোমাদের জন্যে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে, অতএব মাপ ও ওজন ঠিকঠিকভাবে পূর্ণ করে দেবে। মানুষকে তাদের প্রাপ্য জিনিস কম দেবেনা এবং শাস্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবার পর দেশে ফাসাদ (বিশৃংখলা) সৃষ্টি করবেনা। এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণের পথ যদি তোমরা মুমিন হও।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬. যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যে তোমরা পথে পথে বসে থেকোনা, তাদেরকে আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করোনা এবং তাতে বক্রতা সন্ধান করোনা। স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে গুটি কয়েক, তারপর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। আরো লক্ষ্য করে দেখো, অতীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কী পরিণতি হয়েছিল?

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ مَن أَمَنَ بِهِ وَتَبْغُؤْنَهَا وَجْهًا وَ اذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ ۚ وَ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি যদি তোমাদের একটি দল ঈমান আনে এবং আরেকটি দল যদি ঈমান না এনে থাকে, তবে অপেক্ষা করো আমাদের মাঝে আল্লাহ ফায়সালা করে না দেয়া পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।”

وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ أَمَنُوا بِآلِدِيَّ أَرْسَلْتُ بِهِ وَ طَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮. (তার বজবোরে জবাবে) তার কওমের অহংকারী নেতারা বলেছিল: ‘হে শুয়াইব! আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবো, অথবা তোমাদের ফিরিয়ে আনবো আমাদের আদর্শে।’ সে (শুয়াইব) বলেছিল: “আমরা যদি এটাকে ঘৃণা করি, তবু?

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَ الَّذِينَ أَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ۝

৮৯. তোমাদের ধর্মের আদর্শ থেকে আল্লাহ আমাদের নাজাত দেয়ার পর আবার যদি আমরা তাতে ফিরে যাই, তবে তো আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করবো। আমরা তাতে ফিরে যেতে পারিনি, তবে আমাদের প্রভু চাইলে ভিন্ন কথা। আমাদের প্রভুর জ্ঞান সব কিছু পরিব্যাপ্ত। আমরা তাওয়াক্কুল করেছি আল্লাহর উপর। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ও আমাদের কওমের মাঝে হকভাবে ফায়সালা করে দাও, তুমিই সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।”

قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفُتَحِينَ ۝

৯০. তার কওমের কাফির নেতারা (জনগণকে) বলেছিল: ‘তোমরা যদি শুয়াইবের অনুসরণ করো, তবে অবশ্যি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا الْخٰسِرُونَ ۝

৯১. অতএব তাদের পাকড়াও করে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প। ফলে তাদের সকাল হয় নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায়।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ۝

৯২. যারা শুয়াইবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা যেনো কখনো সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শুয়াইবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা ই হয় ক্ষতিগ্রস্ত।

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۝
الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ ۝

৯৩. ফলে সে (শুয়াইব) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে: ‘হে আমার কওম! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রভুর বার্তা পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্যে কল্যাণের নসিহত করেছি। সুতরাং এখন আমি কেমন করে কুফরিকে আঁকড়ে ধরে থাকা লোকদের জন্যে আক্ষেপ করি?’

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝

রাকু
১১

৯৪. আমরা যখনই কোনো জনপদে কোনো নবী পাঠিয়েছি, সেখানকার অধিবাসীদের দারিদ্র ও দুঃখ কষ্টে ফেলেছি, যাতে করে তারা বিনয়ানত হয়।

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالنَّبَاسِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۝

৯৫. তারপর আমরা দুরাবস্থাকে ভালো অবস্থায় বদল করে দেই, এমনকি তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে: ‘আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক কষ্ট ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেছিল।’ তখন আকস্মিক আমরা তাদের পাকড়াও করি এবং তারা টেরও পায়না।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَآءُ وَالسَّرَآءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

<p>৯৬. জনপদবাসী যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে অবশ্যি আমরা তাদের জন্যে খুলে দিতাম আসমান ও জমিনের বরকতের দ্বার। কিন্তু তারা (নবীদের শিক্ষা) প্রত্যাখ্যান করে এবং আমরাও তাদের কর্মকাণ্ডের জন্যে তাদের পাকড়াও করি।</p>	<p>وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾</p>
<p>৯৭. জনপদের অধিবাসীরা কি এই ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর এসে পড়তে পারে রাত্রে যখন তারা থাকবে ঘুমন্ত?</p>	<p>أَفَأَمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾</p>
<p>৯৮. অথবা শহরবাসীরা কি এই ভয়ও রাখেনা যে, তাদের উপর আমার শাস্তি এসে পড়বে সকাল বেলা আর তারা থাকবে খেলায় নিরত?</p>	<p>أَوْ آمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾</p>
<p>৯৯. তারা কি ভয় পায়না আল্লাহর কৌশলকে? আল্লাহর কৌশলকে কেউই নিরাপদ মনে করেনা ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা ছাড়া।</p>	<p>أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾</p>
<p>১০০. কোনো জনপদে তার অধিবাসীদের ধ্বংস হবার পর যারা তার উত্তরাধিকারী হয়, তারা কি এই দিশাটাও পায়না যে, আমরা চাইলে তাদের পাপের জন্যে তাদের শাস্তি দিতে পারি? অথবা মোহর মেরে দিতে পারি তাদের অন্তরে, যার ফলে তারা আর শুনবেনা?</p>	<p>أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾</p>
<p>১০১. সেই সব জনপদের কিছু সংবাদ আমরা তোমার কাছে বর্ণনা করেছি। মূলত, তাদের কাছে এসেছিল তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে, কিন্তু যা তারা আগে প্রত্যাখ্যান করেছিল তার প্রতি আর তারা ঈমান আনার ছিলনা। এভাবেই আল্লাহ মোহর মেরে দেন কাফিরদের হৃদয়ে।</p>	<p>تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾</p>
<p>১০২. আমরা অধিকাংশকেই অংগীকার পালনকারী পাইনি। আমরা তাদের অধিকাংশকেই পেয়েছি ফাসিক (সীমালংঘনকারী পাপাচারী)।</p>	<p>وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۚ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾</p>
<p>১০৩. তাদের পরে আমরা মূসাকে পাঠিয়েছিলাম আমাদের নিদর্শনসমূহ নিয়ে ফেরাউন এবং তার পারিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে। এখন দেখো, সেসব ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কী হয়েছিল?</p>	<p>ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَآئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾</p>
<p>১০৪. মূসা বলেছিল: “হে ফেরাউন! আমি মাহাজগতের প্রভুর পক্ষ থেকে একজন রসূল।</p>	<p>وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ (إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) ﴿١٠٤﴾</p>
<p>১০৫. সত্যকথা হলো, আমি আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া বলবোনা। আমি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে</p>	<p>حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ</p>

এসেছি, সুতরাং বনি ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দাও।”	مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ
১০৬. তখন সে বলেছিল: ‘তুমি কোনো নিদর্শন যদি এনেই থাকো, সত্যবাদী হলে তা প্রমাণ করো।’	قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝
১০৭. সে (মুসা) তখন তার লাঠি নিক্ষেপ করে, আর সাথে সাথে তা জাজ্জল্যমান অজগর হয়ে যায়।	فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۖ
১০৮. আর সে তার (বগলে হাত ঢুকিয়ে) হাত বের করলো, তক্ষুনি তা দর্শকদের জন্যে ধবধবে সাদা হয়ে গেলো।	وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظَرِیْنَ ۖ
১০৯. ফেরাউনের কওম প্রধানরা বললো: “এতো অবশ্যি এক পণ্ডিত ম্যাজেসিয়ান।	قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ عَلَیْمٌ ۖ
১১০. সে চায় তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে খারিজ করে (তাড়িয়ে) দিতে। এখন বলো, তোমরা কী পরামর্শ দিচ্ছে?”	يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۖ
১১১. তারা বললো: “তাকে এবং তার ভাইকে সামান্য অবকাশ দিন আর এদিকে (ম্যাজেসিয়ানদের ডেকে আনতে) শহর গুলোতে লোক পাঠিয়ে দিন।	قَالُوا أَزِجْهُ وَآخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِیْنَ ۖ
১১২. তারা দক্ষ ম্যাজেসিয়ানদের আপনার কাছে এনে হাজির করবে।”	يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلَیْمٍ ۖ
১১৩. ম্যাজেসিয়ানরা ফেরাউনের কাছে এসেই বললো: ‘আমরা যদি জয়ী হই আমাদের জন্যে পুরস্কার থাকবে তো?’	وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَٰلِبِیْنَ ۖ
১১৪. সে বললো: হ্যাঁ (অবশ্যি থাকবে) তাছাড়া তোমরা আমার নিকটের লোকদের অন্তরভুক্ত হবে।	قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِیْنَ ۖ
১১৫. তারা বললো: ‘মুসা! আপনি আগে নিক্ষেপ করবেন, নাকি আমরাই হবো পয়লা নিক্ষেপকারী?’	قَالُوا يُبْوَئِىَ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِیْنَ ۖ
১১৬. সে বললো: ‘তোমরাই (আগে) নিক্ষেপ করো।’ তারপর তারা (দড়ি এবং লাঠি) নিক্ষেপ করলো, লোকদের চোখে ধাঁধা সৃষ্টি করলো এবং তাদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে দিলো। আসলেই তারা বড় রকমের ম্যাজিক দেখিয়েছিল।	قَالَ الْفُقَرَاءُ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَزْهَبَهُمْ وَ جَاءُوا بِسِحْرِ عَظِیْمٍ ۖ
১১৭. তখন আমরা মুসার কাছে অহি করলাম: ‘তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো।’ সাথে সাথে সেটি তাদের মিথ্যা সৃষ্টিগুলো গিলে ফেলতে থাকলো।	وَ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۖ

১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো এবং বাতিল প্রমাণিত হয়ে গেলো তাদের কর্মকাণ্ড।	فَوَقَّعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾
১১৯. সেখানেই তারা পরাস্ত হয়ে গেলো এবং হয়ে গেলো অধঃপতিত লাঞ্চিত।	فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١١٩﴾
১২০. তখন ম্যাজেসিয়ানরা সাজদায় লুটিয়ে পড়লো।	وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾
১২১. তারা বললো: আমরা ঈমান আনলাম রাক্বুল আলামিনের প্রতি,	قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾
১২২. যিনি মুসা এবং হারুণের রব।	رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾
১২৩. ফেরাউন বললো: “আমার অনুমতি ছাড়াই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? আসলে এটা একটা ষড়যন্ত্র। তোমরা (উভয় পক্ষ মিলে) এই ষড়যন্ত্র এঁটেছো নগরবাসীকে তাদের নগর থেকে বের করে দেয়ার জন্যে। অচিরেই তোমরা এ কাজের পরিণাম দেখতে পাবে।	قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكْرَتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَاۙ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾
১২৪. আমি বিপরীত দিক থেকে তোমাদের হাত ও পা কেটে দেবো, তারপর তোমাদের সবাইকে করবো শূলবিদ্ধ।”	لَا قِطْعَنَ اَيْدِيكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صَلْبَتَكُمْ اٰجَمِعِينَ ﴿١٢٤﴾
১২৫. তখন তারা বলেছিল: “আমরা অবশ্যি ফিরে যাবো আমাদের প্রভুর কাছে।	قَالُوا اِنَّا اِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾
১২৬. তুমি তো কেবল একারণেই আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছেো যে, আমরা আমাদের প্রভুর নিদর্শনের প্রতি ঈমান এনেছি, যখন তা আমাদের সামনে প্রমাণিত হয়েছে।” (তারা দোয়া করেছিল:) ‘হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে সবার করার শক্তি দাও এবং আমাদের ওফাত দান করো মুসলিম হিসেবে।’	وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَاۙ رَبِّنَاۙ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ تَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾
১২৭. ফেরাউন কওমের প্রধানরা বললো: ‘(হে ফেরাউন!) আপনি কি মুসা এবং তার কওমকে দেশে ফাসাদ সৃষ্টির আর আপনাকে ও আপনার ইলাহদের ত্যাগ করার জন্যে সুযোগ দিয়ে রাখবেন?’ সে বললো: ‘অচিরেই আমরা কতল করবো তাদের পুত্রদেরকে আর জীবিত রাখবো কন্যা সন্তানদের। আমরা তাদের উপর প্রবল শক্তিদ্বার।’	وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَذَرُ مُوسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآٰلِهَتَكَۙ قَالَ سَنَقْتُلُهٗ اَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْجِ نِسَاءَهُمْ ؕ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾
১২৮. মুসা তার কওমকে বললো: ‘তোমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো এবং সবার করো। নিশ্চয়ই এ বিশ্বের মালিক আল্লাহই। তিনি তাঁর দাসদের যাকে চাইবেন এর উত্তরাধিকারী করবেন। শুভ পরিণাম তো মুভাকিদদের জন্যেই।’	قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْاۙ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنۢ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٨﴾
১২৯. তারা বললো: ‘তুমি আমাদের কাছে আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং	قَالُوا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلُ اَنْ تَاْتِيْنَا وَ مِّنْ

তুমি আসার পরেও।' সে বললো: 'অচিরেই তোমাদের প্রভু তোমাদের দুশমনকে হালাক করে দেবেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন আমল করো।'

بَعْدَ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَن
يُهِلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

রাকু
১৫

১৩০. আমরা ফেরাউনের অনুসারীদের কয়েক বছর ধরে দুর্ভিক্ষ আর ফসল হানির মাধ্যমে শাস্তি দিয়েছি যাতে করে তারা উপলব্ধি করে।

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ
نَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٨﴾

১৩১. যখনই তাদের কল্যাণ হতো তারা বলতো, আমরা এরই হকদার। আর যখনই তাদের স্পর্শ করতো কোনো অকল্যাণ, তখনই মুসা ও তার সাথীদেরকে তারা অলক্ষ্যে গণ্য করতো। তাদের অকল্যাণ তো আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝ-জ্ঞান রাখেনা।

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ
وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ
مَعَهُ إِلَّا إِنَّمَا يَطَّيَّرُ عَنْهُمْ عَذَابُ اللَّهِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

১৩২. তারা বলতো, আমাদের জাদু করার জন্যে তুমি যে নিদর্শনই দেখাওনা কেন, আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো না।

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا
بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

১৩৩. আমরা তাদের প্রতি (নিদর্শন হিসেবে) পাঠিয়েছিলাম তুফান (প্লাবন), পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত। এগুলো ছিলো বিস্তারিত ও স্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু তারা অহংকার করে। মূলত তারা ছিলো এক অপরাধী কণ্ঠ।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ
وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٢١﴾

১৩৪. যখনই তাদের উপর এর কোনো একটি শাস্তি আসতো, তারা বলতো: 'হে মুসা! তোমার প্রভুর কাছে আমাদের জন্যে দোয়া করো, তিনি তোমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (ঈমান আনলে আমাদের থেকে আযাব অপসারণ করার), এখন যদি সে অনুযায়ী তিনি আমাদের থেকে আযাব অপসারণ করেন, তবে অবশ্যি আমরা ঈমান আনবো এবং বনি ইসরাঈলকে তোমার সাথে যেতে দেবো।'

وَلَنَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يُمُوسَىٰ
ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ
كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ
لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٢﴾

১৩৫. যখনই আমরা তাদেরকে তাদের জন্যে নির্ধারিত কোনো একটি আযাব দূরীভূত করে দিয়েছি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে, তখনই তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَلٍ هُمْ
بِلُغْوِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٢٣﴾

১৩৬. ফলে, আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তাদের ডুবিয়ে দিয়েছি গভীর সমুদ্রে। কারণ, তারা আমাদের নিদর্শন সমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তা থেকে তারা ছিলো গাফিল।

فَأَنزَلْنَاهُمْ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا
غَافِلِينَ ﴿٢٤﴾

১৩৭. তারপর সেই লোকদেরকে আমরা আমাদের বরকতপ্রাপ্ত ভূমির পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম, যাদেরকে রাখা

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ
مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا

হয়েছিল দূর্বল করে। আর এভাবেই বনি ইসরাঈল সম্পর্কে তোমার প্রভুর শুভ বাণী পূর্ণতা লাভ করে, কারণ তারা সবর অবলম্বন করেছিল। পক্ষান্তরে ফেরাউন ও তার কওম যেসব শিল্প ও স্থাপত্য নির্মাণ করেছিল, সেগুলো আমরা করে দিয়েছিলাম ধ্বংস।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿٥٥﴾

১৩৮. বনি ইসরাঈলকে আমরা সমুদ্র পার করিয়ে দেই। পশ্চিমধ্যে মূর্তিপূজায় নিরত একটি জাতির কাছে এসে তারা উপনীত হয়। তখন তারা মূসাকে বলে: ‘হে মূসা! আমাদেরকেও এদের ইলাহর (দেবতার) মতো ইলাহ বানিয়ে দাও।’ সে বললো: ‘তোমরা একটি জাহিল কওম।’

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَىٰ اجْعَلْ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٦﴾

১৩৯. (মূসা আরো বললো:) ‘এসব লোক যেসব কাজে জড়িত রয়েছে তা তো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেই আর তারা যা করছে সবই বাতিল।’

إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُمْ فِيهِ وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٧﴾

১৪০. সে আরো বলেছিল: ‘আমি কি তোমাদের জন্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ খুঁজবো, অথচ তিনি তোমাদের মর্যাদাবান করেছেন জগতবাসীর উপর?’

قَالَ أَكْفِرُ اللَّهَ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٥٨﴾

১৪১. স্মরণ করো, আমরা তোমাদের নাজাত দিয়েছিলাম ফেরাউনের অনুসারীদের থেকে। তারা তোমাদের নির্যাতন করতো নিকৃষ্ট আযাব দিয়ে। তারা হত্যা করতো তোমাদের পুত্র সন্তানদের, আর জীবিত রাখতো তোমাদের নারীদের। তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এতে তোমাদের জন্যে ছিলো এক বিরাট পরীক্ষা।

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكَ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ ۖ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٥٩﴾

১৪২. স্মরণ করো, আমরা মূসাকে ত্রিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছিলাম এবং আরো দশ বাড়িয়ে দিয়ে তা পূর্ণ করেছিলাম। এভাবে তোমার প্রভুর নির্ধারিত সময়কাল তিনি চল্লিশ রাতে পূর্ণ করেন। মূসা বলেছিল তার ভাই হারুণকে: ‘আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আমার কওমে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং সঠিকভাবে করবে আর ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেনা।’

وَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَا فِي عَشْرِ فَنَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

১৪৩. মূসা যখন আমার মিকাতে (নির্ধারিত সময় ও স্থানে) উপস্থিত হয়েছিল, এবং তার প্রভু তার সাথে কথা বলেছিলেন, তখন সে বললো: ‘আমার প্রভু! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখবো।’ তিনি বললেন: ‘তুমি কখনো আমাকে দেখতে পাবেনা। তবে তুমি পাহাড়ের প্রতি তাকাও, পাহাড় যদি তার স্বস্থানে অটল থাকে, তাহলেই তুমি আমাকে দেখবে।’ তারপর তোমার প্রভু যখন পাহাড়ের দিকে তাজাল্লি (জ্যোতি) প্রকাশ করলেন, তখন তা পাহাড়কে

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ ۖ قَالَ لَنْ تَرِنِي ۚ وَلَكِنْ إِنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ

চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ করে দিলো এবং মূসা পড়ে গেলো সংজ্ঞাহীন হয়ে। তারপর যখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেলো, তখন বললো: 'মহাপবিত্র ত্রুটিমুক্ত তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমিই বিশ্বাসীদের প্রথম।'

صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১৪৪. তিনি বললেন: 'হে মুসা! আমি তোমাকে মানব সমাজের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি আমার রিসালাত প্রদান করে এবং তোমার সাথে আমার কথা বলার মাধ্যমে। সুতরাং আমি তোমাকে যা দিয়েছি তা আঁকড়ে ধরো এবং শোকরগুজারদের অন্তরভুক্ত হও।

قَالَ يٰمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي ۖ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ۝

১৪৫. আমরা তার জন্যে ফলকে সব বিষয়ের উপদেশ এবং সব বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি। সুতরাং এগুলো শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং তোমার কওমকে এগুলোর উত্তম নির্দেশাবলি গ্রহণ করার নির্দেশ দাও। আমি অচিরেই তোমাদেরকে ফাসিকদের আবাস দেখাবো।

وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۖ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ۝

১৪৬. যারা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করে বেড়ায় আমি অচিরেই আমার আয়াত থেকে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবো। তারা প্রতিটি নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস করবেনা, তারা সঠিক পথ দেখলেও সেটিকে (নিজেদের পথ) হিসেবে গ্রহণ করবেনা। কিন্তু ভ্রান্ত পথ দেখলেই সেটাকে চলার পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। এর কারণ তারা আমাদের আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সে ব্যাপারে তারা গাফিল।

سَاصِرُونَ عَنِ الْبَيْتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوهَا ۖ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝

১৪৭. যারা আমাদের আয়াত এবং আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে, নিষ্ফল হয়ে গেছে তাদের সমস্ত আমল। তারা যা করে তার বাইরে তাদেরকে কোনো প্রতিফল (শাস্তি) দেয়া হবেনা।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

১৪৮. মূসার কওম তার অনুপস্থিতিতে তাদের অলংকার দিয়ে একটি গো-বাছুরের দেহাবয়ব তৈরি করে, যার থেকে হাঙ্গা ধ্বনি বের হতো। তারা কি দেখেনি যে, সেটি তাদের সাথে কথা বলেনা এবং তাদের পথও দেখায়না? তারা সেটিকে (দেবতা হিসেবে) গ্রহণ করে। আসলে তারা ছিলো যালিম।

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلَيْهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خَوَارٌ ۖ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۚ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ۝

১৪৯. তারা যখন অনুতপ্ত হলো এবং দেখলো যে, তারা বিপথগামী হয়ে গেছে, তখন তারা বললো: 'আমাদের প্রভু যদি আমাদের প্রতি রহম না করেন এবং আমাদের ক্ষমা করে না দেন, তবে অবশি্য আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বো।'

وَلَمَّا سَقَطَ فِيْ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ۚ قَالُوا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

১৫০. মুসা যখন ক্ষুব্ধ হয়ে তার কওমের কাছে ফিরে এলো, বললো: ‘তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে আমার চরম নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছো। তোমাদের প্রভুর আদেশের আগেই তোমরা তাড়াহুড়া করলে?’ এবং সে ফলকগুলো ফেলে দেয় এবং তার ভাইয়ের চুল ধরে নিজের দিকে টেনে আনে। সে (তার ভাই হারুণ) বললো: ‘হে আমার সহোদর! লোকেরা আমাকে দুর্বল করে রেখেছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যাই করে ফেলেছিল। তুমি আমার সাথে এমন আচরণ করোনা যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে যালিম কওমের অন্তরভুক্ত করোনা।’

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۖ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَ أَلْقَى الْأَوَاحَ ۚ وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمِّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَ كَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تُشْمِثُنِي بِالْأَعْدَاءِ وَ لَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

রুকু
১৮

১৫১. সে (মুসা) বললো: ‘আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার ভাইকেও, আর আমাদের দাখিল করো তোমার রহমতের মধ্যে। তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ রহমওয়ালা।’

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي وَ ادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

১৫২. যারা গো-বাছুরকে দেবতা হিসাবে গ্রহণ করেছে তাদের উপর এই দুনিয়ার জীবনেই তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আপত্তি হবে গজব আর যিল্লাতি। এভাবেই আমরা শাস্তি দিয়ে থাকি মিথ্যা রচনাকারীদের।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝

১৫৩. যারা মন্দ কাজ করার পর অনুতাপ হয়ে ফিরে আসে (তওবা করে) এবং ঈমানের ভিত্তিতে জীবন যাপন করে, নিশ্চয়ই তোমার প্রভু এরপরও পরম ক্ষমাশীল দয়াময়।

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَ آمَنُوا ۖ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১৫৪. যখন থেমে গেলো মুসার রাগ, তখন সে তুলে নিলো ফলকগুলো। যারা তাদের প্রভুর জন্যে একমুখী হয়ে যায় তাদের জন্যে সেই নোস্থাগুলোতে লিখিত ছিলো হিদায়াত ও রহমত।

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَوَاحَ ۚ وَ فِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِأَرْبَابِهِمْ يَرْهُبُونَ ۝

১৫৫. মুসা তার কওম থেকে সত্তর ব্যক্তিকে আমার নির্ধারিত স্থানে নিয়ে আসার জন্যে মনোনীত করে। যখন সেখানে তাদেরকে প্রচণ্ড ভূমিকম্প পাকড়াও করলো, মুসা ফরিয়াদ করলো: “আমার প্রভু! তুমি চাইলে (তো) এখানে আসার আগেই তাদের মেঝে ফেলতে পারতে এবং আমাকেও। আমাদের মধ্যকার নির্বোধ লোকদের কর্মকাণ্ডের জন্যে কি তুমি আমাদের ধ্বংস করে দেবে? এটা তো তোমার একটা পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। এর দ্বারা তুমি যাকে চাও গোমরাহ করে দাও আর যাকে চাও সঠিক পথ দেখাও। তুমিই আমাদের অলি। তাই আমাদের ক্ষমা করে দাও এবং রহম করো আমাদের প্রতি। তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল।

وَ اخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِيَّاي ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ۖ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا ۖ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝

১৫৬. আমাদের জন্যে এই দুনিয়াতে কল্যাণ লিখে দাও এবং আখিরাতেও। আমরা তোমার দিকেই পথ ধরলাম।” তার প্রভু বললেন: আমার শক্তি যাকে আমি চাই দিয়ে থাকি, কিন্তু আমার রহমত সব কিছুর উপর পরিব্যাপ্ত। তা আমি বিশেষভাবে লিখে দেবো সেইসব লোকদের জন্যে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত পরিশোধ করে দেয় এবং যারা ঈমান রাখে আমার আয়াতের প্রতি।

وَ اكْتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ اِنَّا هٰذَا اِلَيْكَ قَالِ عَدَايُ اَصِيبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْ بِهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُوْتُونَ الزَّكٰوةَ وَ الَّذِينَ هُمْ بِآيٰتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

১৫৭. যারা ইত্তেবা (অনুসরণ) করবে আমার এই রসূল উম্মি নবীর, যার উল্লেখ তারা লিপিবদ্ধ পায় তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত এবং ইনজিলে, সে তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বারণ করে, তাদের জন্যে সব ভালো জিনিস হালাল করে, সব নোংরা অপবিত্র জিনিস হারাম করে এবং তাদেরকে মুক্ত করে সেইসব গুরুভার ও শৃংখল থেকে, যেগুলো তাদের উপর বোঝা হয়ে চেপেছিল। অতএব যারা তার প্রতি ঈমান আনবে, তাকে সম্মান প্রদর্শন করবে, তাকে সাহায্য করবে এবং সেই নূর (কুরআন)-এর ইত্তেবা করবে, যা নাখিল করা হয়েছে তার সাথে, তাহাই হবে সফলকাম।

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّوْهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

রাকু
১৯

১৫৮. (হে মুহাম্মদ!) বলো: ‘হে মানুষ! আমি তোমাদের সবার প্রতি সেই মহান আল্লাহর রসূল, যিনি মহাকাশ এবং এই পৃথিবীর কর্তৃত্বের মালিক। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর উম্মি নবীর প্রতি, যে ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর বাণীর প্রতি। তোমরা তাঁর অনুসরণ করো, অবশিষ্ট সঠিক পথ পাবে।’

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جٰمِعًا الَّذِي لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهِ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯. মূসার কওমের মধ্যে এমন একদল লোকও আছে যারা অন্যদেরকে সত্যের ভিত্তিতে পথ দেখায় এবং তার ভিত্তিতেই বিচার করে।

وَ مِنْ قَوْمِ مُوسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَّعْدِلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৬০. আমরা তাদের বিভক্ত করেছি বারো গোত্রে। মূসার কওম যখন তার কাছে পানি সমস্যার সমাধান করার আবেদন করেছিল, আমরা তাকে অহি করে নির্দেশ দিলাম, এই পাথরটিতে তোমার লাঠি দিয়ে আঘাত করো। ফলে (তার আঘাতের সাথে সাথে) তা থেকে বারোটি ঝরণাধারা উৎসারিত হয়ে গেলো। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা তাদের নিজ নিজ পানির জায়গা চিনে নিলো। তাছাড়া আমরা

وَ قَطَعْنَاهُمْ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اِذَا سَأَلْتَهُمْ قَوْمَهُ اَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانَابَحَسَّتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَ كَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَ

মেঘমালা দিয়ে তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম এবং তাদের জন্যে নাযিল করেছিলাম মান্না এবং সালওয়া। (তাদের বলেছিলাম:) আমরা তোমাদের যে ভালো জীবিকা দিয়েছি তা থেকে খাও। কিন্তু, তারা আমাদের প্রতি যুলুম করেনি, যুলুম করেছিল তাদের নিজেদের প্রতিই।

أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَىٰ كُلًّا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٦٠﴾

১৬১. তাদের বলা হয়েছিল: তোমরা এই বসতিতে বসবাস করো, সেখানে যেখান থেকে ইচ্ছা খাও এবং বলো, হিতাতুন (আমাদের ক্ষমা করো) আর নত শিরে দাখিল হও (সদর) গেইট দিয়ে, তাহলে আমরা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবো। কল্যাণপরায়ণদের আমরা অচিরেই আরো অধিক দান করবো।

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ۖ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦١﴾

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যুলুম করেছিল, তাদের যা বলা হয়েছিল সেকথা বদল করে তারা অন্য কথা বললো। ফলে আমরা আসমান থেকে তাদের জন্যে নাযিল করেছিলাম শাস্তি তাদের যুলুমের কারণে।

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿٦٢﴾

১৬৩. তাদের জিজ্ঞাসা করো সেই বসতি সম্পর্কে যাদের অবস্থান ছিলো সাগরের পাড়েই। সেখানে তারা শনিবারে সীমালংঘন করতো। শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানির উপরিভাগে ভেসে তাদের কাছে আসতো। যেদিন তারা শনিবার উদযাপন করতো না, সেদিন তারা তাদের কাছে আসতোনা। এভাবে আমরা তাদের পরীক্ষা করেছিলাম তাদের ফাসেকির কারণে।

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَ يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٦٣﴾

১৬৪. স্মরণ করো, তাদের একদল বলেছিল, তোমরা এমন লোকদের কেন উপদেশ দাও আল্লাহ যাদের ধ্বংস করে দেবেন, কিংবা কঠিন আযাব দেবেন? তারা বলেছিল: ‘তোমাদের প্রভুর কাছে দায়িত্ব মুক্তি লাভের জন্যে এবং যাতে করে তারা সতর্ক হয়।’

وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۚ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُوا مَعَذَرَةَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٤﴾

১৬৫. তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গিয়েছিল, তখন আমরা তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করতো। আর কঠিন আযাব দিয়ে পাকড়াও করেছিলাম তাদেরকে যারা যুলুম করেছিল এবং ফাসেকিতে লিপ্ত ছিলো।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٦٥﴾

১৬৬. তারপর তারা তখন ঔদ্ধত্যের সাথে নিষেধ করা কাজ করতে শুরু করেছিল, তখন আমরা তাদের বলেছিলাম: ‘নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও।’

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٦﴾

১৬৭. স্মরণ করো, তোমার প্রভু তাদের বলেছিলেন, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ

এমন লোকদের পাঠাবেন, যারা তাদের কঠিন আযাব দিতে থাকবে। তোমার প্রভু অবশ্যি শাস্তি প্রদানে তৎপর এবং অবশ্যি তিনি পরম ক্ষমশীল দয়াময়ও।

১৬৮. আমরা তাদেরকে বিশ্বময় বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে ছড়িয়ে রেখেছি। তাদের মধ্যে কিছু ভালো লোকও আছে, আবার ভিন্ন রকমও আছে। আমরা তাদের কল্যাণ এবং অকল্যাণ দুটো দিয়েই পরীক্ষা করেছি, যাতে করে তারা (মন্দ কাজ থেকে) ফিরে আসে।

১৬৯. এরপর অযোগ্য উত্তরসূরীরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কিতাবের ওয়ারিশ হয়। তারা (কিতাবের বিনিময়ে) তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, আমাদের ক্ষমা করা হবে। কিন্তু পরক্ষণে অনুরূপ সামগ্রী তাদের সামনে এলেই তারা তা আবার গ্রহণ করে। তাদের কাছ থেকে কি কিতাবের অংগীকার নেয়া হয়নি যে, তারা সত্য ছাড়া আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলবেনা। কিতাবে যা আছে তারা তা পাঠ করেই। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যে আখিরাতের ঘরই উত্তম, তোমরা কি অনুধাবন করবেনা?

১৭০. যারা কিতাবকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে এবং সালাত কায়েম করবে, আমরা এসব পুন্যবানদের কর্মফল বিনষ্ট করিনা।

১৭১. স্মরণ করো, আমরা তাদের উপর পর্বত তুলে ধরেছিলাম, সেটা ছিলো যেনো একটি ছাতা। তারা মনে করছিল, সেটি তাদের উপর ধপ করে পড়বে। তখন আমরা তাদের বলেছিলাম: আমরা তোমাদের যা (যে কিতাব) দিয়েছি, সেটি মজবুত করে আঁকড়ে ধরো এবং তাতে যা আছে তা চর্চা করো, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়াবান হবে।

১৭২. স্মরণ করো, তোমার প্রভু বনি আদমের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করেছিলেন এবং তাদের নিজেদের উপর নিজেদের সাম্রাজ্য গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন: ‘আমি কি তোমাদের রব নই?’ তারা বলেছিল: ‘হ্যাঁ অবশ্যি, আমরা সাক্ষী থাকলাম।’ এটা এজন্যে করেছিলাম যেনো কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পারো যে ‘আমরা এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম।’

১৭৩. কিংবা যেনো একথা বলতে না পারো যে: ‘আমাদের পূর্ব পুরুষরাই তো আমাদের আগে

الْقَيْمَةِ مَنْ يَسْأَلُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ۖ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهَا يَأْخُذُوهَا ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۚ وَالذَّارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ إِنَّا لَا نَنْصِفُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۝

وَإِذْ تَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۚ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۚ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ۖ وَآشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيْمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ

শিরক করেছে, আমরা তো ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। তুমি কি বাতিল পথ অবলম্বনকারীদের জন্যে আমাদের হালাক করবে?’

وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٦٩﴾

১৭৪. এভাবেই আমরা বিশদভাবে বর্ণনা করি আমাদের আয়াত, যাতে করে তারা (হিদায়াতের পথে) ফিরে আসে।

وَكَذٰلِكَ نَقُصِّلُ الْاٰیٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٠﴾

১৭৫. তাদের প্রতি তিলাওয়াত করো ঐ ব্যক্তির সংবাদ যাকে আমরা দিয়েছিলাম আমাদের আয়াত। কিন্তু সে তা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং শয়তান তার পেছনে লাগে, আর সে হয়ে যায় পথভ্রষ্টদের একজন।

وَاثُلْ عَلَيْهِم نَبَا الَّذِيۓ اٰتَيْنٰهُ اٰیٰتِنَا فَاَنسَلَخْ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿٧١﴾

১৭৬. আমরা চাইলে এ (কিতাব) দিয়ে তাকে অনেক উপরে উঠাতে পারতাম, কিন্তু সে জমিনকে আঁকড়ে ধরে থাকলো এবং অনুসরণ করলো নিজের কামনা বাসনার। ফলে তার উপমা হলো কুকুর, যার উপর বোঝা চাপালেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপায়, আর বোঝা না চাপালেও জিহ্বা বের করে হাঁপায়। এটা হলো ঐ লোকদের উপমা, যারা প্রত্যাখ্যান করে আমাদের আয়াত। তুমি এই কাহিনীটি তাদের শুনো যাতে করে তারা চিন্তাভাবনা করে।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا ۚ وَلَكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ ۚ وَاتَّبَعَ هَوٰهٗ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا ۚ فَاقْصِصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٧٢﴾

১৭৭. ঐ লোকদের উপমা যে কতো নিকৃষ্ট যারা প্রত্যাখ্যান করে আমাদের আয়াত এবং যুলুম করে তাদের নিজেদের প্রতি!

سَآءَ مَثَلًاۙ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا وَاَنفُسُهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٣﴾

১৭৮. আল্লাহ যাকে সঠিক পথ দেখান, সে-ই পায় সঠিক পথ। আর তিনি যাদের বিপথগামী করেন তারাই আসল ক্ষতিগ্রস্ত।

مِّنۢ يَّهْدِیۡهُ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِیۡ ۚ وَ مَنۢ يُضِلِلۡ فَلَا وَلِیَّكَ ۚ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٧٤﴾

১৭৯. আমরা জাহান্নামের জন্যেই তৈরি করেছি জিন ও ইনসানের অনেককে। তাদের অন্তর আছে, তবে তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করেনা। তাদের চোখ আছে, তবে তা দিয়ে তারা দেখেনা। তাদের কান আছে, তবে তা দিয়ে তারা শুনেনা। এরা হলো পশুর মতো, বরং তারা আরো অধিক বিভ্রান্ত এবং তারা অচেতন।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِیْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَاۤ یَفْقَهُوْنَ بِهَا ۚ وَ لَهُمْ اَعْیُنٌ لَاۤ یُبْصِرُوْنَ بِهَا ۚ وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَاۤ یَسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ اُولٰٓئِكَ كَاۡلُ الْاَعْمٰی ۚ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿٧٥﴾

১৮০. সুন্দরতম নামসমূহ আল্লাহর, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামে ডাকো। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, তাদের ত্যাগ করো। অচিরেই তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে।

وَاللّٰهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا ۚ وَ ذَرُوْا الَّذِيْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیۡ اَسْمَآئِهِۦ سَیْجَرُوْنَ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿٧٦﴾

১৮১. আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে এমন লোকেরাও আছে যারা সত্যের ভিত্তিতে (মানুষকে) সঠিক পথ দেখায়, এবং তার ভিত্তিতে ন্যায্যবিচার করে।

وَمِمَّنۢ خَلَقْنَا اُمَّةً یَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَیَبۡ

یَعِدُّوْنَ ﴿٧٧﴾

১৮২. যারা প্রত্যাখ্যান করে আমাদের আয়াত, আমরা ক্রমান্বয়ে তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো যে, তারা তা জানতেও পারবেনা।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٢﴾

১৮৩. আমি তাদের অবকাশ দেই, জেনে রাখো, আমার কৌশল অত্যন্ত মজবুত।

وَأُمْلِي لَهُمْ ۖ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٧٣﴾

১৮৪. তারা কি চিন্তা-ফিকির করে দেখেনা যে, তাদের সাথি (মুহাম্মদ) কোনো উন্মাদ ব্যক্তি নয়। সে তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী!

أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ
جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٤﴾

১৮৫. তারা কি নজর করে দেখেনা মহাকাশ ও পৃথিবীর কর্তৃত্বের প্রতি, আল্লাহর সৃষ্টি করা প্রতিটি বস্তুর প্রতি এবং এটার প্রতি যে, হয়তো তাদের নির্ধারিত সময়টি নিকটবর্তী হয়েছে! এরপরে আর কোন্ কথাটির প্রতি তারা ঈমান আনবে?

أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَ أَنَّ
عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ افْتَرَبَ أَجْلُهُمْ
فَبِآيٍ حٰدِثٍ بَعْدَٰهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾

১৮৬. আল্লাহ যাদের বিপক্ষে পরিচালিত করেন, তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার আর কেউ নেই এবং তিনি তাদেরকে তার অবাধ্যতার মধ্যে উদ্ভাস্তের মতো ঘুরে বেড়াতে সুযোগ দেন।

مِّنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ
فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٦﴾

১৮৭. তারা তোমার কাছে জানতে চাইছে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে কবে? তুমি বলো: 'এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আমার পভুর কাছেই রয়েছে। কেবল তিনিই সময় মতো তা প্রকাশ করবেন। সেটা হবে মহাকাশ এবং পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা। সেটা তোমাদের কাছে আসবে একেবারেই আকস্মিক।' তারা এমনভাবে তোমাকে প্রশ্ন করছে যেনো এ বিষয়ে তুমি জানো। তুমি বলো: এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছে। তবে অধিকাংশ মানুষই জানেনা।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُّرْسَاهَا
قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجَلِّيهَا
لَوْفَتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ
حَفِيٌّ عَنْهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَ
لَكِنِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾

১৮৮. বলো: 'আমার নিজের ভালো মন্দের ব্যাপারেও আমার কোনো হাত নেই, তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। আমি যদি গায়েব জানতামই, তবে তো বেশি বেশি আমার নিজের কল্যাণ করতাম এবং কোনো অনিষ্টই আমাকে স্পর্শ করতেনা। আমি তো বিশ্বাসী লোকদের জন্যে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আর কিছুই নই।'

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا
شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا
سَتَكُنْتُ مِنَ الْخٰسِرِينَ ۚ وَمَا مَسْنِي السُّوءُ
إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ ۚ وَ بَشِيرٌ لِّلْقَوْمِ
يُؤْمِنُونَ ﴿٧٨﴾

ককু
২৩

১৮৯. তিনি তোমাদের একজন মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে যেনো সে তার কাছে শান্তি পায়। অতপর যখন সে তাকে বাপটে ধরে (সংগম করে) তখন সে হালকা গর্ভধারণ করে এবং তা

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ
جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا
تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ

নিয়েই চলা ফেরা করে। গর্ভ যখন ভারি হয়, তখন দুজনেই তাদের প্রভুর কাছে দোয়া করে: প্রভু! যদি আমাদেরকে একটি সালেহ্ (সৎ ও যোগ্য) সন্তান দান করো, তাহলে অবশ্যি আমরা শোকরগুজার হয়ে থাকবো।

فَلَمَّا أَتَقَلَّتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا لَنْ اَتَيْنَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝

১৯০. তারপর তিনি যখন তাদের যোগ্য সন্তান দান করেন, তারা তাদেরকে যা দেয়া হয় সে সম্পর্কে আল্লাহর সাথে শরিক করে। কিন্তু তারা আল্লাহর সাথে যাদের শরিক করে, তিনি তাদের চাইতে অনেক উর্ধ্বে।

فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا أُتِيَهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

১৯১. তারা কি আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরিক করে যারা কিছু সৃষ্টি করেনা, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি?

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلِقُونَ ۝

১৯২. তারা না তাদেরকে সাহায্য করতে পারে, আর না নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে।

و لَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَ لَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝

১৯৩. তোমরা তাদেরকে হিদায়াতের দিকে দাওয়াত দিলে তারা তোমাদের অনুসরণ করেনা। আসলে তাদের দাওয়াত দাও, আর না দিয়ে চুপ থাকো, দুটোই সমান।

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝

১৯৪. তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকো তারা তো তোমাদের মতোই (আল্লাহর) দাস। সুতরাং তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তাদের ডাকো আর তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক তো!

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

১৯৫. তাদের কি পা আছে, যা দিয়ে তারা চলে? নাকি তাদের হাত আছে, যা দিয়ে তারা ধরে? কিংবা তাদের কি চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখে? আর নাকি তাদের কান আছে যা দিয়ে তারা শুনে? বলা: “তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরিকদার বানিয়েছো তাদের ডাকো, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে অবকাশ দিয়োনা।

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْتَطِشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ ۝

১৯৬. জেনে রাখো, আমার অলি হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন আর তিনি তো কেবল পুণ্যবানদের অলি হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেন।”

إِنَّ وَلِيِّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۚ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝

১৯৭. তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকো, তারা তোমাদের সাহায্য করার সামর্থ্য রাখেনা, এমনকি তারা নিজেদেরকেও নিজেরা সাহায্য করতে পারেনা।

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَ لَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝

১৯৮. তুমি যদি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করো, তারা কিছুই শুনবেনা। তুমি দেখবে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা কিছুই দেখেনা।	وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾
১৯৯. ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করো, উত্তম কাজের আদেশ দাও এবং জাহিলদের উপেক্ষা করে চলো।	خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾
২০০. যদি শয়তানের কোনো কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি সব শুনেন, সব জানেন।	وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَفْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾
২০১. তাকওয়া (সতর্কতা) অবলম্বনকারী লোকদের শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং সাথে সাথে তাদের চোখ খুলে যায়।	إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾
২০২. অথচ তাদের সর্গি সাথিরা তাদের টেনে নেয় বিপথগামীতার দিকে এবং তারা কোনো প্রকার কসুর করেনা।	وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾
২০৩. তুমি যখন তাদের সামনে কোনো নিদর্শন পেশ করছোনা, তখন তারা বলে, তুমি নিজেই কেন একটি নিদর্শন বাছাই করে নিছনা? তুমি বলো: আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে অহি করা হয়। এই (কুরআন) তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে একটি অন্তরদৃষ্টির আলো, একটি হিদায়াত এবং একটি রহমত বিশ্বাসী লোকদের জন্যে।	وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَا اجْتَبَيْنَاهَا قُلُومًا أَتَّبِعُ مَا يُحْيِي إِلَىٰ مِن رَّبِّي ۚ هَذَا بَصَائِرُ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾
২০৪. যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তার দিকে মনোযোগ আরোপ করে শুনো এবং নীরবতা অবলম্বন করো, যাতে করে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও।	وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۖ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾
২০৫. তোমার প্রভুকে স্মরণ করো মনে মনে, বিনয়ের সাথে, অন্তরে ভয় নিয়ে, অনুচ্চ স্বরে, সকালে এবং সন্ধ্যায়। আর তুমি (এ ব্যাপারে) উদাসীনদের অন্তরভুক্ত হোনো।	وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾
২০৬. তোমার প্রভুর কাছাকাছি যারা রয়েছে তারা তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব করার ব্যাপারে কোনো প্রকার অহংকার করেনা। তারা তাঁর তসবিহ করে এবং তাঁরই জন্যে সাজদা-অবনত থাকে। (সাজদা)	إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ۖ وَيُسَبِّحُونَهُ ۖ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾ السَّجْدَةُ

সূরা ৮ আল আনফাল

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৭৫, রুকু সংখ্যা: ১০

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

০১-০৪: গণিমতের মাল বন্টন সম্পর্কে প্রাথমিক নির্দেশ। সত্যিকার মুমিনদের পরিচয়।

০৫-৭৫: বদর যুদ্ধের পূর্বাবস্থা এবং বদর যুদ্ধের পর্যালোচনা। বদর যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য প্রসঙ্গ। শত্রু পক্ষের প্রতি আল্লাহর সতর্কবাণী। গণিমতের মাল কারা পাবে? যুদ্ধ বন্দীদের কি করা হবে? জিহাদ ও হিজরতের মর্যাদা।

সূরা আল আনফাল (গণিমতের মাল) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْأَنْفَالِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. লোকেরা তোমার কাছে জানতে চাইছে আনফাল সম্পর্কে। তুমি বলো, আনফাল হলো আল্লাহর এবং রসুলের জন্যে। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সংশোধন করে নাও তোমাদের অবস্থা। আর আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর রসুলের, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ①
০২. জেনে রাখো, প্রকৃত মুমিন হলো তারা, আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে যাদের অন্তর কেঁপে উঠে, আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে শুনানো হলে যাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং যারা তাদের প্রভুর উপর তাওয়াক্কুল করে।	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ②
০৩. তারা হলো সেইসব লোক যারা সালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।	الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ③
০৪. তারাই হক (প্রকৃত) মুমিন। তাদের প্রভুর কাছে তাদের জন্যে রয়েছে অনেক মর্যাদা, মাগফিরাত এবং সম্মানজনক রিযিক।	أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ④
০৫. যেমন, তোমার প্রভু তোমাকে বের করেছেন তোমার ঘর থেকে সত্যের ভিত্তিতে। কিন্তু মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক তা পছন্দ করেনি।	كَأَيَّ آخِرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنْ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرَهُونَ ⑤
০৬. তারা তোমার সাথে বিতর্ক করছিল সত্য বিষয় নিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে যাবার পরও, যেনো তাদেরকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর তারা তা তাকিয়ে দেখছিল।	يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ⑥
০৭. স্মরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ওয়াদা দিয়েছিলেন, দুটি দলের একটি দল তোমাদের আয়ত্তে আসবে, অথচ তোমরা চাইছিলে নিষ্কণ্টক দলটি তোমাদের আয়ত্তে আসুক। কিন্তু আল্লাহ চাইছিলেন তাঁর বাণীর মাধ্যমে সত্যকে	وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ

বাস্তবায়িত করবেন এবং কেটে দেবেন কাফিরদের শেকড়।

بِكَلْبَتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ⑤

০৮. যাতে করে তিনি সত্যকে সত্য হিসেবে আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে প্রমাণিত করে দেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করছিল।

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ⑥

০৯. যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করে বলেছিলেন : 'আমি তোমাদের সাহায্য করবো এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে, তারা যাবে একের পর এক।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ⑦

১০. আল্লাহ এ ব্যবস্থা করেন একটি শুভ সংবাদ হিসেবে এবং এর ফলে যেনো তোমাদের মন প্রশান্তি লাভ করে। আসলে সাহায্য তো আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ⑧

রাব্বু
০৯

১১. স্মরণ করো, আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের স্বস্তির জন্যে তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেছিলেন এবং আসমান থেকে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করেছিলেন, যাতে করে তা দিয়ে তোমাদের পবিত্র করে দেন, তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করে দেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহকে সংহত ও মজবুত করে দেন আর তোমাদের কদমকে করে দেন মজবুত।

إِذْ يُخَشِّصُكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ يُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ⑨

১২. স্মরণ করো, তোমাদের প্রভু ফেরেশতাদের প্রতি অহি করে বলেছিলেন: আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা মুমিনদের অবিচল রাখো। অচিরেই আমি কাফিরদের অন্তরে সঞ্চার করে দেবো ভয় আর আতঙ্ক। অতএব তোমরা আঘাত করো তাদের গর্দানে আর আঘাত করো তাদের জোড়ায় জোড়ায়।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّثُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَالِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ⑩

১৩. এর কারণ, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করেছে, আর যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑪

১৪. তোমরা এরি উপযুক্ত, সুতরাং আশ্বাদন করো। এ ছাড়াও কাফিরদের জন্যে রয়েছে আগুনের আযাব।

ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ⑫

১৫. হে ঈমানদার লোকেরা! যখনই তোমরা কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হবে, তখন কিছুতেই পিছু হটবে না,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ⑬

১৬. যুদ্ধের কৌশল কিংবা নিজেদের দলের সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্য ছাড়া। সেদিন যে কেউ কাফির বাহিনী থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, সে আল্লাহর গজবে নিপতিত হবে এবং তার আশ্রয় হবে জাহান্নাম, আর সেটা খুবই নিকৃষ্ট ধরনের ফিরে যাবার জায়গা।

وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ يَسُئُ الْمَصِيرُ ⑤

১৭. তোমরা তাদের হত্যা করোনি, বরং তাদের হত্যা করেছেন আল্লাহ। আর তুমি যখন (তাদের দিকে কংকর) নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করোনি, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন, যাতে করে মুমিনদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে উত্তমভাবে পরীক্ষা করা যায়। নিশ্চয় আল্লাহ সব শুনে, সব জানেন।

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَ لِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑥

১৮. এটা ছিলো তোমাদেরই জন্যে, আর আল্লাহ অবশ্য কাফিরদের চক্রান্তকে করে দেন অকেজো।

ذِكْرُكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ مُؤَيِّنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ⑦

১৯. (হে কাফিররা!) তোমরা তো ফায়সালা চেয়েছিলে। এখন ফায়সালা তোমরা পেয়ে গেছো। যদি তোমরা (যুদ্ধ সম্বন্ধে ও নির্যাতন করা থেকে) বিরত হও, তবে সেটা তোমাদের জন্যেই উত্তম। কিন্তু তোমরা যদি পুনরায় করো, তাহলে আমরাও পুনরায় শাস্তি দেবো এবং তোমাদের বাহিনী সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও তা তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না। আল্লাহ অবশ্য মুমিনদের সাথে রয়েছেন।

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَ كُفْرُ الْفِتْحِ وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ إِنْ تَعُدُّوا نَعْدٌ وَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَ لَوْ كَثُرَتْ وَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ⑧

২০. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর রসুলের। আর তোমরা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়োনা, অথচ তোমরা তার কথা শুনছো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رُسُلَهُ وَ لَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ⑨

২১. তোমরা ঐসব লোকের মতো হয়েনা, যারা বলে, ‘আমরা শুনেছি’, অথচ তারা শুনেনি।

وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ لَا يَسْمَعُونَ ⑩

২২. আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট জীব হলো সেই বধির ও বোবা লোকেরা-যারা বেআকল।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَاءِ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ⑪

২৩. আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু আছে বলে জানতেন, তাহলে অবশ্য তাদের শুনাতেন। তবে তাদের শুনালেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিতো।

وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ ⑫

২৪. হে ঈমানদার লোকেরা! রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কোনো বিষয়ের দিকে ডাকে, যা তোমাদের প্রাণবন্ত করবে, তখন তোমরা আল্লাহ ও রসুলের আহ্বানে সাড়া দেবে। জেনে রাখো, আল্লাহ ব্যক্তি ও তার অন্তরের মধ্যবর্তী

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ

হয়ে থাকেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদের হাশর করা হবে।

وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٧﴾

২৫. তোমরা সেই ফিতনা থেকে আত্মরক্ষা করো, যা শুধুমাত্র তোমাদের মধ্যকার যালিমদেরই আক্রান্ত করবে না। জেনে রাখো আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা।

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧٨﴾

২৬. স্মরণ করো, তোমরা ছিলে কয়েকজন মাত্র। দেশে তোমাদের দুর্বল করে রাখা হয়েছিল। তোমরা আশংকা করছিলে লোকেরা তোমাদের ছোঁ মেরে ধরে ফেলবে। সে অবস্থা থেকে উদ্ধার করে আল্লাহ্ তোমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, নিজ সাহায্যের মাধ্যমে তোমাদের শক্তিশালী করেছেন এবং উত্তম জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তোমরা শোকের আদায় করো।

وَإِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٩﴾

২৭. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ্ এবং রসূলের খিয়ানত করোনা এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেরও খিয়ানত করোনা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْلَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

২৮. জেনে রাখো, তোমাদের মাল-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি একটি পরীক্ষা, আর বড় পুরস্কার তো মূলত আল্লাহর কাছেই রয়েছে।

وَعَلِمُوا أَنَّ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٨١﴾

২৯. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার একটি মানদণ্ড দেবেন এবং তোমাদের থেকে মুছে দেবেন তোমাদের পাপগুলো আর ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি। আল্লাহ্ তো মহা অনুগ্রহের মালিক।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٨٢﴾

৩০. কাফিররা যখন তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছিল তোমাকে বন্দী করার, কিংবা হত্যা করার, অথবা দেশ থেকে বের করে দেয়ার; তারা চক্রান্ত করছিল আর আল্লাহ্ও কৌশল করছিলেন, আর আল্লাহ্ই সর্বোত্তম কৌশলী।

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيينَ ﴿٨٣﴾

৩১. যখন তাদের কাছে আমাদের আয়াত শুনানো হয়, তারা বলে: ‘আমরা শুনলাম, ইচ্ছা করলে আমরাও এর মতো বলতে পারি। এতো সেকালের লোকদের কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়।’

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِن هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٤﴾

৩২. যখন তারা বলেছিল: ‘হে আল্লাহ্! এ (দীন, এ কুরআন) যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো, অথবা আমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবে নিমজ্জিত করো।’

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨٥﴾

রুকু
০৩

৩৩. (হে নবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকবে আর আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন এমনটি আল্লাহ্ করবেন না। আর যতো দিন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে, ততোদিন তাদের শাস্তি দেয়া আল্লাহ্র নীতি নয়।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. তাদের কী বলার আছে, আল্লাহ্ কেন তাদের শাস্তি দেবেন না, যখন তারা মসজিদুল হারাম থেকে (মুমিনদের) বাধা দেয়। তারা তো এই মসজিদের মুতাওয়াল্লি (তত্ত্বাবধায়ক) নয়, শুধু মুতাকিরাই হতে পারে এর মুতাওয়াল্লি (তত্ত্বাবধায়ক), কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানেনা।

وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَنَفِّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. কা'বা ঘরের ওখানে তাদের সালাত তো হলো শুধু শিস দেয়া আর তালি দেয়া। সুতরাং তোমরা আযাবের স্বাদ ভোগ করো তোমাদের কুফুরির কারণে।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَضْيِئَةٌ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. যারা কুফুরির পথ অবলম্বন করেছে তারা তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে আল্লাহ্র পথে বাধা দেয়ার জন্যে। তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করেই যাবে এবং এটা তাদের হতাশার কারণ হবে। অবশেষে তারা পরাজিত হবে। যারা কুফুরি করে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে হাশর (সমবেত) করা হবে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. এমনটি করার কারণ হলো, আল্লাহ্ মন্দকে ভালো থেকে আলাদা করে দিতে চান এবং মন্দদের কাউকেও কারো উপর স্থান দিতে চান, তারপর তাদের সবাইকে জমা করে নিক্ষেপ করবেন জাহান্নামে। আর তারাই হবে আসল ক্ষতিগ্রস্ত।

لِيُبَيِّنَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. যারা কুফুরি করে তাদের বলো, তারা যদি বিরত হয় তবে অতীতের কর্মের জন্যে তাদের ক্ষমা করা হবে, কিন্তু তারা যদি পুনরাবৃত্তি করে, তবে আগেকার লোকদের (করণ) দৃষ্টান্ত তো তাদের সামনেই রয়েছে।

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يُعْوَدُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯. তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাও, যতোক্ষণ না ফিতনা দূর হয়ে যায় এবং দীন পুরোপুরি আল্লাহ্র জন্যে হয়ে যায়। তারা যদি (ফিতনা থেকে) বিরত হয়, তবে তারা যা করবে আল্লাহ্ তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

৪০. কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখো, তোমাদের মাওলা (অভিভাবক) তো আল্লাহ্। তিনিই উত্তম মাওলা এবং উত্তম সাহায্যকারী।

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾

৪১. জেনে নাও, তোমরা যে গনিমত লাভ করেছো, তার পাঁচ ভাগের একভাগ আল্লাহর, রসূলের, রসূলের নিকটাত্মীদের, এতিমদের, মিসকিনদের এবং পথিকদের জন্যে নির্ধারন করা হলো। যদি তোমরা ঈমান রাখো আল্লাহর প্রতি এবং সেই বিষয়ের প্রতি যা আমরা নাযিল করেছি আমাদের দাসের প্রতি মীমাংসার দিন, যেদিন দুই দল পরস্পরের মোকাবেলা করেছিল। আল্লাহ্ সব বিষয়ে শক্তিমান।

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حُسْصَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَقُّيِ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①

৪২. স্মরণ করো, (বদর প্রান্তরে) তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে, তারা ছিলো দূরপ্রান্তে আর আরোহী কাফেলা দল ছিলো অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলে। তোমরা যদি পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের (অবস্থান) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে চাইতে, তবে সে সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটতো। কিন্তু যা করার আল্লাহ তা করে দিলেন। ফলে যারা হালাক হবার তারা যেনো সত্য প্রকাশের পর হালাক হয়, আর যারা জীবিত থাকবে তারাও যেনো সত্য প্রকাশের পর জীবিত থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শুনেন, সব জানেন।

إِذْ أَنتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خِفْتُمْ فِي الْيَمِينِ وَلَكِنَّ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ②

৪৩. স্মরণ করো, (বদর প্রান্তরে) আল্লাহ তোমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তারা সংখ্যায় অল্প। তিনি যদি তোমাকে দেখাতেন তারা সংখ্যায় অনেক, তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করেছেন। নিশ্চয়ই অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত।

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ③

৪৪. স্মরণ করো, যুদ্ধের ময়দানে তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে অল্প সংখ্যক দেখিয়েছেন এবং তোমাদেরকেও তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছেন, যা ঘটনার ছিলো তা সম্পন্ন করার জন্যে। সব বিষয় শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দিকেই রুজু হয়।

وَأِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي آغْيَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيَقَلِّلُكُمُ فِي آغْيَيْنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ④

৪৫. হে ঈমানদার লোকেরা! যখনই তোমরা কোনো সৈন্যদলের সাথে যুদ্ধের সম্মুখীন হবে, তখন অবশ্য অটল অবচল থাকবে, এবং আল্লাহকে অধিক অধিক স্মরণ করবে, তাহলে অবশ্য তোমরা সফল হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمْ فُئَةً فَابْتَئُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑤

৪৬. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর রসূলের। আর তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হয়োনা। তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এর ফলে তোমাদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং সবর করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবর অবলম্বনকারীদের সাথেই রয়েছেন।

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ⑥

৪৭. তোমরা এসব লোকদের মতো হয়েনা যারা দাঙ্গিকতা প্রদর্শন ও লোক দেখানোর জন্যে ঘর থেকে বের হয়েছিল এবং যারা মানুষকে আল্লাহ্র পথে চলতে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بَطْرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

৪৮. স্মরণ করো, শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ডকে চাকচিক্যময় করে রেখেছিল এবং বলেছিল: ‘আজ কোনো মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, আমি তোমাদের পাশেই আছি।’ তারপর উভয় দল যখন মুখোমুখি হলো, তখন সে পেছন থেকে কেটে পড়লো এবং বললো: ‘তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখছোনা। আমি আল্লাহকে ভয় পাই। আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।’

وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ
لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي
جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآتِ الْفُتَيْنِ نَكَصَ
عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي
أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

৪৯. যখন মুনাফিকরা এবং যাদের মনে রোগ ছিলো তারা বলছিল: ‘এদের দীন এদেরকে বিভ্রান্ত করেছে।’ যে কেউ আল্লাহ্র উপর তাওয়াঙ্কুল করে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

৫০. তুমি যদি দেখতে, ফেরেশতার যখন কাফিরদের ওফাত (মৃত্যু) দিতে আসে তাদের চেহারা ও পিঠে আঘাত করতে থাকে এবং বলে, স্বাদ গ্রহণ করো দহন যন্ত্রণার।

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا
الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ
وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

৫১. এ তো সেই জিনিস যা তোমাদের দুই হাত কামাই করে আগেই পাঠিয়েছে। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করেন না।

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ
لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝

৫২. ফেরাউনের অনুসারীদের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের মতোই এরা অস্বীকার করেছে আল্লাহ্র আয়াত। ফলে তাদের পাপের জন্যে আল্লাহ তাদের শাস্তি প্রদান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, কঠোর শাস্তিদাতা।

كَذَّابٍ أَلْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

৫৩. এর কারণ আল্লাহ্র নীতি হলো, তিনি কোনো জনগোষ্ঠীকে যে নিয়ামত দান করেন, তা ততোক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরাই নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে। আল্লাহ সব শুনে, সব জানেন।

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً
أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَبِيْعٌ عَلِيمٌ ۝

৫৪. ফেরাউনের অনুসারীদের মতো এবং তাদের পূর্ববর্তীদের মতো এরাও আল্লাহ্র আয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে তাদের পাপের জন্যে আমরা তাদের হালাক করেছি আর ফেরাউনের অনুসারীদেরও আমরা ডুবিয়ে মেরেছিলাম। এরা সবাই ছিলো যালিম।

كَذَّابٍ أَلْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
وَأَعْرِضْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَاثِرٍ ظَالِمِينَ ۝

৫৫. আল্লাহর কাছে সবচে' নিকৃষ্ট জীব হলো তারা, যারা কুফুরি করে এবং ঈমান আনেনা।	إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾
৫৬. তাদের মধ্যে তুমি যাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ, তারা চুক্তি করার পর প্রত্যেকবার তাদের চুক্তি ভেঙ্গে ফেলে এবং তারা সতর্ক হয়না।	الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَاهِدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾
৫৭. তোমরা যদি যুদ্ধে তাদেরকে বাগে পাও, তাহলে তাদের উত্তরসূরীদের থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে, যাতে করে তারা শিক্ষা লাভ করে।	فَمَا تَتَّقِفْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِّنْ خَلْقِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿٥٧﴾
৫৮. আর যদি তোমরা কোনো সম্প্রদায় থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করো, সে ক্ষেত্রে তোমার চুক্তি তুমি ঠিক সেভাবেই বাতিল করবে, কারণ আল্লাহ্ খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।	وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِثِينَ ﴿٥٨﴾
৫৯. কাফিররা যেনো মনে করেনা যে, তারা পার পেয়ে গেছে। তারা নিশ্চয়ই মুমিনদের দুর্বল করতে পারবে না।	وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾
৬০. তোমরা তাদের সাথে মোকাবেলার জন্যে সাধ্যমতো শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যা দিয়ে তোমরা আল্লাহর দূশমন ও তোমাদের দূশমনদের আতংকিত করে রাখবে। তাছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জানোনা। আল্লাহ্ তাদের জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা-ই খরচ করো না কেন, তার পুরো প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোনো প্রকার যুলুম করা হবেনা।	وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُزْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِّن دُونِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾
৬১. তারা যদি সন্ধির জন্য হাত বাড়ায়, তুমিও সন্ধির জন্যে হাত বাড়িয়ে দেবে এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে, নিশ্চয়ই তিনি সব শুনে, সব জানেন।	وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾
৬২. তারা যদি তোমাকে ধোকা দিতে চায়, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ই তোমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি তো তোমাকে তাঁর নিজ সাহায্য আর মুমিনদের দিয়ে শক্তিশালী করেছেন।	وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِبَصْرَةٍ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾
৬৩. এবং তাদের অন্তরে সম্প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন। তুমি যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদও ব্যয় করতে, তাদের অন্তরে সম্প্রীতির বন্ধন স্থাপন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের অন্তরে সম্প্রীতির বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছেন, তিনি মহাক্ষমতশালী, বিজ্ঞানময়।	وَ أَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

রুকু
০৮

৬৪. হে নবী! তোমার জন্যে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তারা।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

৬৫. হে নবী! মুমিনদের উদ্ধৃত্ত করো যুদ্ধের জন্যে। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন অবিচল ব্যক্তি থাকে, তারা বিজয়ী হবে দুইশ জনের উপর। আর তোমাদের মধ্যে যদি একশজন থাকে, তারা বিজয়ী হবে এক হাজার কাফিরের উপর। কারণ তারা নির্বোধ লোক।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۖ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬. এখন আল্লাহ তোমাদের ভার লাঘব করেছেন। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। এখন যদি তোমাদের একশ অবিচল ব্যক্তি থাকে, তারা দুইশ জনের উপর বিজয়ী হবে। তোমাদের যদি এক হাজার থাকে তারা বিজয়ী হবে দুই হাজারের উপর আল্লাহর অনুমতিক্রমে। আল্লাহ অবিচল লোকদের সাথেই আছেন।

أَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭. দেশে শত্রুদেরকে ব্যাপকভাবে পরাস্ত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোনো নবীর জন্যে উচিত নয়। তোমরা চাইছো দুনিয়ার সম্পদ, আর আল্লাহ চান আখিরাত। আল্লাহ ক্ষমতাশালী, প্রজ্ঞাবান।

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا ۚ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

৬৮. আল্লাহর পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছো সেটার জন্যে তোমাদের উপর বড় ধরনের আযাব আপতিত হতো।

لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

রুকু
০৯

৬৯. যুদ্ধে তোমরা যে হালাল ও উত্তম গণিমত পেয়েছো, তা খাও আর আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

৭০. হে নবী! তোমার হাতে যেসব বন্দী আছে তাদের বলো, আল্লাহ যদি তোমাদের মধ্যে ভালো কিছু আছে বলে দেখেন, তাহলে তোমাদের থেকে যা কিছু নেয়া হয়েছে, তোমাদেরকে তার চাইতে উত্তম কিছু দান করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, দয়াময়।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ ۖ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيَكُمْ خَيْرًا مِمَّا آخَذَ مِنْكُمْ وَيعْفُو عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٠﴾

৭১. তারা যদি তোমার সাথে খেয়ানত (বিশ্বাস ভঙ্গ) করতে চায়, তবে ইতোপূর্বে তো তারা আল্লাহর সাথেও খেয়ানত করেছে। তারপর তিনি তোমাদেরকে তাদের উপর শক্তিশালী করেছেন। অবশ্যি আল্লাহ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

৭২. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা (তাদেরকে) আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারা পরস্পরের অলি। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমার উপর নেই। তারা যদি দীনের ব্যাপারে তোমাদের কাছে সাহায্য চায়, সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে যদি তোমাদের এবং কোনো কওমের মধ্যে চুক্তি থাকে, সে চুক্তি ভঙ্গ করবে না। তোমরা যা আমল করো তা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ أَوْوَا وَ نَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَ لَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَ إِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥

৭৩. আর যারা কুফরি করে তারা পরস্পরের অলি। তোমরা যদি তা না করো তবে দেশে ফিতনা ও বড় ধরনের ফাসাদ সৃষ্টি হবে।

وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فسادٌ كَبِيرٌ ٦

৭৪. আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্যে রয়েছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিযিক।

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ أَوْوَا وَ نَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ ٧

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে জিহাদে শরিক হয়েছে, তারাও তোমাদের অন্তরভুক্ত। আর আত্মীয়রা আল্লাহর বিধানে একজন অন্যজন অপেক্ষা বেশি হকদার। অবশ্যি আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞানী।

وَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٨

রকু
১০

সূরা ৯ আত তাওবা

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১২৯, রকু সংখ্যা: ১৬

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

০১-৩৭: মক্কা বিজয়ের পর মুশরিকদের সাথে আচরণের বিস্তারিত নীতিমালা।

৩৮-৪২: তবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে মুনাফিকদের ওজর-বাহানা। মুমিনদের প্রতি অংশগ্রহণের নির্দেশ।

৪৩-৫৯: তবুক যুদ্ধে মুনাফিকদের অংশগ্রহণ না করার তীব্র সমালোচনা এবং তাদের প্রতি ভৎসনা।

৬০: যাকাত কারা পাবে?

৬১-৭০: মুনাফিকদের নিকৃষ্ট নীতির সমালোচনা।

৭১-৭২: মুমিন পুরুষ ও নারীরা পরস্পরের অলি এবং তাদের শুভ পরিণাম।

৭৩-১১০: যুদ্ধ ও জিহাদের ব্যাপারে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। মুনাফিকদের

বাড়াবাড়ি।

১১১- মুমিনদের মহোত্তম গুণাবলি। মুশরিকদের জন্য নবীর ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষেধ।

১২৯: মুমিনদের প্রতি আল্লাহর ক্ষমা ও নির্দেশাবলি। আল্লাহর রসূলের অনুপম গুণাবলি।

সূরা আত তাওবা	سُورَةُ التَّوْبَةِ
০১. এটি সম্পর্ক ছিলের ঘোষণা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেইসব মুশরিকদের প্রতি, যাদের সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে।	بَرَآءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ①
০২. অতএব (হে মুশরিকরা) তোমরা এ দেশে আর চারমাস ঘুরে বেড়াতে পারবে, আর জেনে রাখো, আল্লাহকে অতিক্রম করার সাধ্য তোমাদের নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের লাঞ্ছিত করেন।	فَسَيُجِزُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ②
০৩. মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে মানব সমাজের প্রতি ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুশরিকদের ব্যাপারে দায়মুক্ত এবং তাঁর রসূলও। এখন (হে মুশরিকরা) তোমরা যদি তওবা করো, তাতেই রয়েছে তোমাদের কল্যাণ, আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহকে অতিক্রম করতে (পালাতে) পারবে না। আর কাফিরদের সংবাদ দাও বেদনাদায়ক আযাবের।	وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ③
০৪. তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ এবং তারা চুক্তি কোনো প্রকার লংঘন ও ভঙ্গ করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত চুক্তি বহাল রাখবে। কারণ, আল্লাহ মুত্তাকিদের (ন্যায়পরায়ণদের) ভালোবাসেন।	إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ ④ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ⑤
০৫. তারপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো শেষ হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদের (দেশের মধ্যে) যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রতিটি ঘাটিতে তাদের জন্যে ওঁৎ পেতে থাকবে। অবশ্য যদি তারা অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তাদের রাস্তা খোলা রাখো। কারণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।	فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ⑥ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑦
০৬. মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দাও, যাতে করে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। তারপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবে। কারণ তারা এমন লোক, যারা জানেনা।	وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ⑧ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ⑨

০৭. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে কী করে মুশরিকদের চুক্তি বহাল থাকতে পারে, তাদের ছাড়া যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল হারামের কাছে পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে (যদি তারা তোমাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির উপর কায়ম না থাকে)। তবে, তারা যতোদিন তোমাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির উপর কায়ম থাকবে, ততোদিন তোমরাও তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির উপর কায়ম থাকবে। অবশ্যি আল্লাহ মুত্তাকিদের পছন্দ করেন।

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَهِدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٥

০৮. কী করে থাকবে? তারা যদি তোমাদের উপর জরী হয়, তবে তারা তো তোমাদের সাথে আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের কোনোই মর্যাদা দেয়না। তারা মুখে তোমাদের সম্বন্ধ রাখার চেষ্টা করে, অথচ তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশই ফাসিক-সীমালংঘনকারী।

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَّ لَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٥

০৯. তারা তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে আল্লাহর আয়াত এবং বাধা সৃষ্টি করে আল্লাহর পথে। নিশ্চয়ই তাদের কর্মকাণ্ড খুবই নিকৃষ্ট।

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥

১০. তারা কোনো মুমিনের সাথে আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করেনা। তারা আসলেই সীমালংঘনকারী।

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَّ لَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ٥

১১. তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়ম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দীনি ভাই। জ্ঞানী লোকদের জন্যে এভাবেই আমরা আমাদের আয়াত সবিস্তারে বর্ণনা করি।

فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوْا الزَّكَاةَ فَآخَوْا نَكُمْ فِي الدِّينِ وَ نَقْصِلُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥

১২. চুক্তি সম্পাদনের পর তারা যদি তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন নিয়ে বিদ্‌প করে, তবে কুফরের (পতাকাবাহী) নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যাতে তারা বিরত হয়, কারণ তাদের কোনো অঙ্গীকার নেই।

وَإِنْ تَكُونُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعْنُوا فِي دِينِهِمْ فَتَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ٥

১৩. তোমরা কি সেই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেনা, যারা নিজেদের অঙ্গীকার ভেঙ্গে ফেলেছে এবং রসূলকে বহিষ্কারের সংকল্প করেছিল? আর তারাই তো প্রথমে তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় করছো? অথচ আল্লাহই তো সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী যে তোমরা তাঁকে ভয় করবে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَ هُمُ بِآخِرِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٥

১৪. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের

فَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ

লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং মুমিনদের হৃদয়কে নিরাময় করে দেবেন,

يُخْزِيهِمْ وَيُنْصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۝

১৫. আর তিনি তাদের (মুমিনদের) অন্তরের ক্ষোভ দূর করে দেবেন। যাকে ইচ্ছা আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ অতীব জ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۖ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

১৬. তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমাদের এতোটুকুতেই ছেড়ে দেয়া হবে, অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত বাস্তবে জেনে নেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনি? আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন তোমরা যা আমল করো।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

১৭. আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করা মুশরিকদের কাজ নয়, কারণ তারা নিজেরাই নিজেদের কুফুরির সাক্ষী। তারা এমন লোক যাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে। জাহান্নামেই তারা স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۝

১৮. আল্লাহর মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, আখিরাতের প্রতি, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করেনা। আশা করা যায় এরা হিদায়াতের পথে চলবে।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝

১৯. তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো আর মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে ঐসব লোকদের কাজের সমান গণ্য করছো, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে? আল্লাহর কাছে এরা উভয়ে সমতুল্য নয়। আল্লাহ যালিমদের সঠিক পথ দেখান না।

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

২০. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তারা শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী এবং তারাই হবে সফলকাম।

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝

২১. তাদের প্রভু তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর রহমতের, তাঁর রেজামন্দির আর সেই জান্নাতের, যেখানে আছে তাদের জন্যে স্থায়ী নিয়ামত।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۝

২২. সেখানে থাকবে তারা চিরকাল। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

২৩. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের বাবা ও ভাইদের অলি (অভিভাবক ও বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করোনা, যদি তারা ঈমানের উপর কুফুরিকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের অলি বানাবে তারা যালিম হিসেবে গণ্য হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ
وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ
عَلَى الْإِيمَانِ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. হে নবী! তাদের বলো: “যদি তোমাদের কাছে আল্লাহর চাইতে, তাঁর রসুলের চাইতে এবং তাঁর পথে জিহাদের চাইতে বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দাকে তোমরা ভয় পাও এবং তোমাদের প্রিয় বাসস্থান, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ ফাসিক লোকদের সঠিক পথ দেখান না।”

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ آبَاؤُكُمْ وَ
إِخْوَانُكُمْ وَ أَرْوَاحُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ
أَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَ مَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ
وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

রুকু
০৩

২৫. আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন বহু জায়গায় এবং হোনায়েনের (যুদ্ধের) দিনও, যখন তোমাদের আনন্দিত করেছিল তোমাদের সংখ্যার আধিক্য। কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। এমন কি, ভূ-খণ্ড বিস্তৃত থাকা সত্ত্বেও তোমাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে আসছিল, অতঃপর তোমরা পিছু হটে গিয়েছিলে।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَ يَوْمَ
حُجَيْنٍ إِذْ أَخْبَثَكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ
عَنكُمْ شَيْئًا وَ صَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا
رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৬. অবশেষে আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি নাযিল করেন প্রশান্তি, আরো নাযিল করেন এমন এক বাহিনী, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। পক্ষান্তরে তিনি কঠিন শাস্তি প্রদান করেন কাফিরদের। এটাই কাফিরদের কর্মের প্রতিদান।

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

২৭. এরপরও আল্লাহ্ যাকে চান তার তওবা কবুল করবেন। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল দয়াময়।

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَنْ
يَشَاءُ ۖ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾

২৮. হে ঈমানদার লোকেরা! মুশরিকরা অপবিত্র। সুতরাং এবারের পর তারা যেনো আর মসজিদুল হারামের কাছেও না আসে। তোমরা যদি দারিদ্র্যের আশংকা করো, তবে আল্লাহ্ চাইলে তাঁর নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۖ وَ إِنِ خِفْتُمْ عَيْلَةً
فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ إِنِ
شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৯. যাদের প্রতি ইতোপূর্বে কিতাব নাযিল করা হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনেনা

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا

রুকু
০৪

আল্লাহর প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা কিছু হারাম করেছেন, তা হারাম হিসেবে মানে না, আর সত্য দীনের আনুগত্য অনুসরণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতদূর পর্যন্ত তারা নত হয়ে নিজেদের হাতে জিযিয়া (নিরাপত্তা কর) না দেবে।

بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِزُّهُمْ مَنْ حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٥﴾

৩০. ইহুদিরা বলে, ‘উযায়ের আল্লাহর পুত্র’। নাসারারা বলে: ‘মসিহ আল্লাহর পুত্র’। এগুলো তাদের মুখের কথা। এরা তাদের মতোই কথা বলে, যারা ইতোপূর্বে কুফুরি করেছিল। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন! কোন্ দিকে তারা ফিরে যাচ্ছে?

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِيهِمْ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْنَاهُمْ اللَّهُ أَنْ يُوَفُّوْنَ

৩১. তারা আল্লাহ ছাড়া তাদের পণ্ডিত এবং সংসার বিরাগীদেরও রব বানিয়ে নিয়েছে এবং মরিয়মের পুত্র মসিহকেও। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ (আল্লাহকে) ছাড়া আর কারো ইবাদত করতে আদেশ করা হয়নি। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তারা যাদেরকে তাঁর শরিক বানায় তিনি তাদের থেকে অনেক উর্ধ্বে।

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦﴾

৩২. তারা আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায় তাদের মুখের ফুৎকারে। অথচ আল্লাহ আর কিছুই চান না তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান করা ছাড়া, যদিও কাফিররা তা পছন্দ করেনা।

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٧﴾

৩৩. তিনি সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত এবং সত্য দীন নিয়ে অন্যসব দীনের উপর সেটিকে বিজয়ী করার জন্যে, যদিও মুশরিকরা তা পছন্দ করেনা।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٨﴾

৩৪. হে ঈমানদার লোকেরা! জেনে রাখো, পাদ্রী ও সংসার বিরাগীদের অনেকেই অন্যায়ভাবে মানুষের মাল সম্পদ গ্রাস করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। যারা সোনা রূপা (অর্থ সম্পদ) সঞ্চয় করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তাদেরকে সংবাদ দাও বেদনাদায়ক আযাবের।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَكُونُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٩﴾

৩৫. যেদিন সেগুলো জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপালে, পাজরে এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে, সেদিন বলা হবে, এ হলো সেই সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমিয়ে রেখেছিলে, এখন স্বাদ গ্রহণ করো তোমাদের সঞ্চয়ের।

يَوْمَ يُخْلَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُونُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿١٠﴾

৩৬. আল্লাহর কাছে আসমান ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকে গণনায় মাস বারোটি। এর মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ। এটাই প্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এ সময় তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করোনা। আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই করো, যেভাবে তারা সর্বাত্মক লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে রয়েছেন।

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝

৩৭. মাসকে পিছিয়ে দেয়া মূলত কুফুরিকে বৃদ্ধি করা। এর ফলে বিভ্রান্ত করা হয় কাফিরদের। তারা এটাকে কোনো বছর হালাল করে, আবার কোনো বছর করে হারাম। এতে তাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ যা হারাম করেছেন সেগুলোকে হালাল করা এবং যেনো আল্লাহ যেগুলো হারাম করেছেন সেগুলোর গণনা পূর্ণ করতে পারে। তাদের মন্দ কাজ তাদের কাছে লোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ কাফিরদের সঠিক পথ দেখান না।

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُجَلُّونَهُ عَمَّا وَ يَحَرِّمُونَهُ عَمَّا لِيُؤْطُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُجَلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنٌ لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

ককু
০৫

৩৮. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের কী হলো, তোমাদের যখন আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তোমরা জমিনকে আকড়ে ধরে থাকো? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে রাজি হয়ে গেছো? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগের সামগ্রী একেবারেই তুচ্ছ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْخُذْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

৩৯. তোমরা যদি অভিযানে বের না হও, তোমাদের তিনি আযাব দেবেন এক বেদনাদায়ক আযাব। আর তোমাদের বদলে অপর কোনো লোকদের নিয়ে আসবেন এবং তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবেনা। প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ শক্তিমান।

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَ لَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৪০. তোমরা যদি তাকে (নবীকে) সাহায্য না করো, তবে জেনে রাখো, ইতোপূর্বেও আল্লাহই তাকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফিররা তাকে বের করে দিয়েছিল এবং সে ছিলো দুইজনের দ্বিতীয় জন। যখন তারা দু'জনেই গুহার মধ্যে ছিলো এবং সে তার সাথিকে বলেছিল, 'চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।' ফলে আল্লাহ তার উপর নাযিল করলেন নিজের প্রশান্তি এবং তাকে সাহায্য করলেন এমন একটি সৈন্যবাহিনী দিয়ে যাদের তোমরা দেখোনি। এর মাধ্যমে তিনি কাফিরদের কথা হেয় করে দিলেন আর উপরে উঠিয়ে দিলেন আল্লাহর বাণীকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيْدَاهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

রুকু
০৬

৪১. তোমরা অভিযানে বেরিয়ে পড়ো হালকা অবস্থায় এবং ভারি অবস্থায় আর আল্লাহর পথে জিহাদ করো তোমাদের মাল ও জ্ঞান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা জানতে!	إِنْفِرُوا خِفَافًا وَ ثِقَالًا وَ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾
৪২. যদি সম্পদ লাভের আশু সম্ভাবনা থাকতো আর সফর যদি হতো সহজ, তাহলে অবশ্যি তারা তোমার অনুসরণ করতো। কিন্তু তাদের কাছে দীর্ঘ পথের যাত্রা কষ্টকর মনে হলো। তারা অচিরেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, ‘সামর্থ থাকলে অবশ্যি আমরা আপনাদের সাথে বের হতাম।’ তারা নিজেদেরই ধ্বংস করছে। আল্লাহ্ জানেন তারা মিথ্যাবাদী।	لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَ سَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٥٢﴾
৪৩. আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন, তুমি কেন তাদের অব্যাহতি দিলে, যতোক্ষণ না তোমার কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী?	عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿٥٣﴾
৪৪. যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে যাবার ব্যাপারে তোমার কাছে অব্যাহতি চায়না। আল্লাহ্ মুত্তাকিদের সম্পর্কে অবহিত।	لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ لِلَّهِ وَ لِلَّهِ عَلَيْهِمُ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٥٤﴾
৪৫. তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে তো তারা, যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখেনা এবং যাদের অন্তরে বিরাজ করছে সন্দেহ। তারা তাদের সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।	إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ اتَّابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٥٥﴾
৪৬. তারা যদি বের হতে চাইতোই, তাহলে তারা অবশ্যি এর জন্যে প্রস্তুতি নিতো। কিন্তু তাদের (মুনাফিকদের) যুদ্ধ যাত্রা আল্লাহ্ই অপছন্দ করেছেন। ফলে তিনি তাদের বিরত রেখেছেন এবং তাদের বলা হয়েছে, ‘বসে থাকাদের সাথে তোমরাও বসে থাকো।’	وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عِدَّةٌ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٥٦﴾
৪৭. তারা যদি যুদ্ধে বের হতো এবং তোমাদের সাথে থাকতো, তাহলে তোমাদের মধ্যে তারা কেবল বিভ্রান্তি বাড়াতো এবং তোমাদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যেই কেবল ছুটাছুটি করতো। তোমাদের মধ্যেও তাদের কথা শুন্যার কিছু লোক আছে। আল্লাহ্ যালিমদের ভালোভাবেই জানেন।	لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَ لَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾
৪৮. এর আগেও তারা ফিতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং তোমার অনেক কাজ ওলট-পালট করে দিতে চেয়েছিল, যতোক্ষণ না তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য এসেছে এবং আল্লাহর আদেশ বিজয়ী হয়েছে।	لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلْبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَ هُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٨﴾

৪৯. তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে বলে, ‘আমাকে অব্যাহতি দিন আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না।’ সাবধান, তারা আসলে ফিতনার মধ্যেই পড়ে আছে। অবশ্যি জাহান্নাম কাফিরদের পরিবেষ্টন করবে।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي ۗ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ۝۴৯

৫০. তোমার কোনো কল্যাণ হলে তাদের মনে কষ্ট লাগে। আবার তোমার কোনো মসিবত ঘটলে তারা বলে, ‘আমরা আগেই নিজেদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম’ এবং তারা উৎফুল্ল হয়ে কেটে পড়ে।

اِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ اَخَذْنَا اَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ۝۵০

৫১. বলো: ‘আল্লাহ আমাদের জন্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া আমাদের আর কিছুই হবেনা। তিনিই আমাদের মাওলা। আর আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করা উচিত মুমিনদের।’

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۗ هُوَ مَوْلَانَا ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝৫১

৫২. বলো: ‘তোমরা কি আমাদের দুইটি কল্যাণের একটির জন্যে অপেক্ষা করছো? অথচ আমরা অপেক্ষা করছি আল্লাহ যেনো তাঁর পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাতে তোমাদের শাস্তি দেন। ব্যাস্, অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকবো।’

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا اِلَّا اَحَدَى الْحُسْنَيْنِ ۚ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمْ اللّٰهُ بَعْذَابٍ مِنْ عِنْدِهٖ اَوْ بِاَيْدِنَا ۚ فَتَرَبَّصُوا اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ۝৫২

৫৩. বলো : ‘তোমরা ইচ্ছায় ব্যয় (দান) করো কিংবা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কখনো কবুল করা হবেনা। কারণ তোমরা সত্যত্যাগী ফাসিক গোষ্ঠী।’

قُلْ اَنْفِقُوا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ ۚ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ۝৫৩

৫৪. তাদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতে নিষেধ করার কারণ হলো, তারা কুফুরি করেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসুলের প্রতি এবং আলসেমি ছাড়া তারা সালাতে আসেনা, আর অনিচ্ছাকৃত ছাড়া দান করেনা।

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ ۚ اِلَّا اَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى ۚ وَلَا يُنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ۝৫৪

৫৫. তাদের মাল-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেনো তোমাকে তাজ্জব না করে। এগুলো দিয়ে আল্লাহ দুনিয়ার জীবনেই তাদের শাস্তি দিতে চান। তারা কাফির থাকা অবস্থায়ই তাদের আত্মা দেহত্যাগ করবে।

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ ۚ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُونَ ۝৫৫

৫৬. তারা আল্লাহর নামে হলফ করে বলে, তারা তোমাদেরই লোক। আসলে তারা তোমাদের লোক নয়, বরং তারা ভীরা কাপুরুষ।

وَيَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ۚ وَمَا هُمْ بِمِنْكُمْ ۚ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرُقُونَ ۝৫৬

৫৭. তারা কোনো আশ্রয়স্থল, কিংবা গিরিগুহা অথবা প্রবেশস্থল পেলে দৌড়ে গিয়ে সেখানে পালাবে।

لَوْ يَجِدُونَ مَلٰجِآ اَوْ مَغْرَتٍ اَوْ مَدْخَلًا لَّوَلَوْ اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۝৫৭

৫৮. তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা সাদাকা বন্টনের ব্যাপারে তোমাকে দোষারোপ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ

করে। অতঃপর সেখান থেকে তাদের কিছু দিলে তুষ্ট হয়ে যায়, আর সেখান থেকে কিছু না দিলে সাথে সাথে বিক্ষুব্ধ হয়ে যায়।

أَعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. ভালো হতো, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূল তাদের যা দিয়েছেন তাতেই যদি তারা সন্তুষ্ট থাকতো এবং বলতো: ‘আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ্ আমাদের দেবেন তাঁর অনুগ্রহ থেকে এবং তাঁর রসূলও। আমরা আল্লাহ্র প্রতি অনুরাগী।’

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. সাদাকা (যাকাত) পাবে ফকিররা (নিঃস্ব লোকেরা), মিসকিনরা (অভাবীরা), যাকাত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা, যাদের মনজয় করা উদ্দেশ্যে তারা, দাসমুক্তির জন্যে, ঋণ ভারাক্রান্ত-দেউলিয়ারা, আল্লাহ্র পথে এবং পথিকরা। এটা আল্লাহ্র দেয়া বিধান। আল্লাহ্ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

৬১. তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, ‘তিনি তো কর্ণপাতকারী।’ হে নবী! বলো, ‘তার কান তোমাদের জন্য কল্যাণকর, তাই শুনে। সে তো আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে এবং মুমিনদেরকে বিশ্বাস করে। তোমাদের মধ্যে যারা মুমিন সে তাদের জন্যে রহমত।’ যারা আল্লাহ্র রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أذُنٌ قُلُّ أذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

৬২. তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে তোমাদের কাছে আল্লাহ্র নাম নিয়ে হলফ করে। সন্তুষ্ট করার জন্যে তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই অধিক হকদার যদি তারা মুমিন হয়ে থাকে।

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٣﴾

৬৩. তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের যারা বিরোধিতা করে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। চিরকাল সেখানেই থাকবে তারা। এটা হবে এক মহা লাঞ্ছনা।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

৬৪. মুনাফিকরা ভয় পায়, তাদের সম্পর্কে কোনো সূরা নাযিল না হয়, যাতে তাদের মনের খবর প্রকাশ করা হবে। হে নবী! বলো, বিদ্রূপ করতে থাকো। তোমরা যা ভয় পাচ্ছে, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করেই ছাড়বেন।

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزَّؤْا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা অবশি বলবে, ‘আমরা তো খেল তামাশা করছিলাম।’ বলো, ‘তোমরা কি আল্লাহ্র পথে, আল্লাহ্র আয়াতের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে বিদ্রূপ করছিলে?’

وَ لَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَ آيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তোমরা ওয়র পেশ করার চেষ্টা করোনা। তোমরা ঈমান আনার পর কুফুরি করেছো। তোমাদের মধ্যে একটি দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেবো, কারণ তারা অপরাধী।

لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنَّ تَعَفُّبَ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ يُغَدِّبُ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

ককু
০৮

৬৭. মুনাফিক পুরুষ আর মুনাফিক নারী তারা একজন আরেকজনের দোসর। তারা মন্দ কাজের আদেশ করে, ভালো কাজে নিষেধ করে এবং (দান করা থেকে) তাদের হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে তিনিও তাদের উপেক্ষা করে আছেন। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা ফাসিক-পাপাচারী।

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী আর কাফিরদের ওয়াদা দিয়েছেন জাহান্নামের আগুনের, সেখানেই তারা থাকবে চিরকাল। সেটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ তাদের লানত দিয়েছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আযাব।

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

৬৯. (হে মুনাফিকরা!) তোমাদের অবস্থা তোমাদের আগেকার (মুনাফিকদের) মতোই। তবে তারা ছিলো তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর তাদের ধন-সম্পদ এবং সম্ভান-সম্ভতিও ছিলো তোমাদের চাইতে বেশি। তাদের ভাগ্যে যা ছিলো তারা তা ভোগ করেছে। আর তোমাদের ভাগ্যে যা ছিলো তোমরাও তা ভোগ করলে যেমন- তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের ভাগ্যে যা ছিলো তা ভোগ করেছে। তারা যেমন বাহুল্য কথা-বার্তায় লিপ্ত থাকতো, তোমরাও সে রকম বাহুল্য কথা-বার্তায় লিপ্ত রয়েছে। এরাই সেইসব লোক, দুনিয়া ও আখিরাতে যাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে। আর এরাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا ۚ فَاسْتَمْتَعُوا بِخِلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخِلَاقِهِمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخِلَاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ۚ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. এদের কাছে কি তাদের পূর্ববর্তী লোকদের খবর পৌছেনি? নূহ, আদ ও সামুদ জাতির, ইবরাহিমের কওম, মাদায়েনবাসী আর বিধ্বস্ত জাতির সংবাদ কি তাদের কাছে আসেনি? তাদের রসূলরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল। তাদের প্রতি যুলুম করা আল্লাহর নীতি নয়, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল।

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عَادٍ وَ ثَمُودَ ۚ وَ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ ۚ أَصْحَابِ مَدْيَنَ وَ انْمُوتَفَكَتُ ۚ أَتَنَّهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারী পরস্পরের অলি (বন্ধু, অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক)। তারা ভালো কাজে আদেশ করে, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এরাই সেইসব লোক, যাদের প্রতি

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ

অচিরেই আল্লাহ্ রহম করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

سَيَرَحْمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ①

৭২. আল্লাহ্ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ওয়াদা দিয়েছেন সেই জান্নাতের, যার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। সেই চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে মনোরম বাসস্থান। আর তাদের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার থাকবে আল্লাহ্ রেজামন্দি। এটাই প্রকৃতপক্ষে মহাসাফল্য।

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ②

৭৩. হে নবী! জিহাদ করো কাফির এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে আর কঠোর হও তাদের প্রতি। তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম, আর সেটা খুবই নিকৃষ্ট ফিরে যাবার জায়গা।

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ③

৭৪. তারা আল্লাহ্ নামে হলফ করে বলে, তারা কিছু বলেনি। অথচ তারা কুফুরি কালাম উচ্চারণ করেছে এবং ইসলামে প্রবেশ করার পর কুফুরি করেছে। তারা এমন জিনিসের সংকল্প করেছিল যা তারা পায়নি। আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে এবং তাঁর রসূল তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন বলেই তারা বিরোধিতা করেছে। এখন যদি তারা তওবা করে, এটাই হবে তাদের জন্যে উত্তম। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ্ তাদের আযাব দেবেন এক বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখিরাতে। আর পৃথিবীতে তাদের কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না।

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقِبُوا إِلَّا أَنْ أَغْلِبَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُوبُوا يَعَذِّبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ④

৭৫. তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ কাছে এই অঙ্গীকার করেছিল: ‘আল্লাহ্ যদি তাঁর অনুগ্রহ থেকে আমাদের দান করেন, তবে অবশ্য আমরা সাদাকা দেবো এবং সংকর্মশীলদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবো।’

وَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ اللَّهُ لَنْ يَأْتِيَهُمْ قَوْلٌ مِّنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ⑤

৭৬. অতঃপর আল্লাহ্ যখন তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদের দান করলেন, তারা কৃপণতা প্রদর্শন করলো, বিরোধিতা করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো।

فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ⑥

৭৭. ফলে তিনি তাদের অন্তরে মুনাফিকি স্থায়ী করে দিলেন তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাত হবার দিন পর্যন্ত। কারণ তারা আল্লাহ্কে দেয়া তাদের ওয়াদা খেলাফ করেছে এবং মিথ্যাচার করেছে।

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ⑦

৭৮. তারা কি জানেনা, আল্লাহ্ তাদের মনের গোপন কথা এবং গোপন পরামর্শ অবগত আছেন এবং অবশ্য আল্লাহ্ গায়েব জাফা?

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ⑧

৭৯. মুমিনদের মধ্যে যারা সন্তুষ্টচিত্তে সাদাকা (দান ও যাকাত) দেয়, আর যারা শ্রম খাটানো ছাড়া

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِّنَ

কিছুই পায়না, তাদেরকে যারা দোষারোপ ও বিদ্রোপ করে, তাদেরকেও আল্লাহ্ বিদ্রোপ করেন আর তাদের জন্যে রয়েছে যজ্ঞাদায়ক আযাব।

الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥

৮০. তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো, কিংবা তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা না-ই করো, একই কথা। তুমি তাদের জন্যে সন্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ্র এবং তাঁর রসূলের প্রতি কুফুরি করেছে। আল্লাহ্ ফাসিক-পাপাচারী লোকদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٥

ককু
১০

৮১. যারা পেছনে রয়ে গেছে তারা আল্লাহ্র রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে ঘরে বসে থাকার মধ্যেই আনন্দবোধ করে এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করাকে অপছন্দ করে। তারা (তবুক যাত্রার প্রাক্কালে) বলেছিল : ‘গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়োনা।’ তাদের বলো, ‘জাহান্নামের আগুন এর চাইতেও অনেক বেশি গরম’, যদি তারা বুঝতো!

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ٥

৮২. সুতরাং তারা কিছুটা হেসে নিক, তারা তো প্রচুর কাঁদবে তাদের কৃতকর্মের কারণে।

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥

৮৩. আল্লাহ্ যদি তোমাকে তাদের কোনো দলের কাছে ফেরত আনেন এবং তারা যদি তোমার কাছে বের হবার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করে, তুমি তাদের বলবে : ‘তোমরা আমার সাথে কখনো বের হবেনা এবং আমার সাথি হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাকেই পছন্দ করেছিলে, সুতরাং বসে থাকো পেছনে পড়ে থাকাদের সাথে।’

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ ٥

৮৪. তাদের কেউ মরলে তুমি তার জন্যে (জানায়ার) সালাত আদায় করবে না এবং তার কবরেও দাঁড়াবে না। তারা তো কুফুরি করেছে আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি, আর তাদের মরণ হয়েছে ফাসিক-পাপিষ্ঠ অবস্থায়।

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ٥

৮৫. তাদের ধন-মাল আর আওলাদ সংখ্যা যেনো তোমাকে মুগ্ধ না করে। আল্লাহ্ তো এর মাধ্যমে তাদেরকে দুনিয়ায় শাস্তি দিতে চান। তারা কাফির থাকা অবস্থায়ই তাদের আত্মা দেহ ত্যাগ করবে।

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٥

৮৬. যখন আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার এবং তাঁর রসূলের সাথি হয়ে জিহাদ করার নির্দেশ নিয়ে কোনো সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের

وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا

(মুনাফিকদের) মধ্যে যাদের শক্তি-সামর্থ আছে, তারা তোমার কাছে এসে (যুদ্ধে যাওয়া থেকে) অব্যাহতি চায়। তারা বলে, ‘আমাদের অব্যাহতি দিন, যারা (যুদ্ধে না গিয়ে) বসে থাকে আমরা তাদের সাথেই থাকবো।’

الْقَوْلِ مِنْهُمْ وَمَا قَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْفَاعِلِينَ ﴿١٧﴾

৮৭. তারা ঘরবাসিনীদের সাথে অবস্থান করাকেই পছন্দ করেছে এবং তাদের অন্তরে সীল মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা (সত্যকে) বুঝতে পারেনা।

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٨﴾

৮৮. আর রসূল এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তারা নিজেদের মাল ও জান দিয়ে যুদ্ধ করেছে, তাদের জন্যেই রয়েছে সমস্ত কল্যাণ এবং তারাই হবে সফলকাম।

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٩﴾

৮৯. আল্লাহ তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর, চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। এটাই মহাসাফল্য।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٢٠﴾

৯০. বেদুঈনদের মধ্যে কিছু লোক এসেছিল যেনো তাদের অব্যাহতি দেয়া হয়, আর যারা পেছনে বসেছিল তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। তাদের মধ্যে যারা কুফুর করেছে, অচিরেই তাদের স্পর্শ করবে বেদনাদায়ক আযাব।

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

৯১. যারা দুর্বল, যারা রোগাক্রান্ত এবং যারা অর্থ খরচে অসমর্থ (যুদ্ধে না গেলে) তাদের কোনো দোষ হবেনা যদি তারা হয়ে থাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বস্ত ও আন্তরিক। যারা কল্যাণকামী তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তো অতীব ক্ষমাশীল, দয়াময়।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

৯২. তাদেরও কোনো দোষ হবেনা, যারা যুদ্ধে যাবার জন্যে এসেছিল আর তুমি তাদের বলেছিলে, ‘তোমাদের জন্যে আমি কোনো বাহন পাচ্ছি না।’ তারা অর্থ ব্যয়ে অসামর্থের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গিয়েছিল।

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاعْتَمَيْتُمْ تَفْتِنُ مِنَ الدَّمِ حَرَرًا إِلَّا يَجِدُ مَا يُنْفِقُونَ ﴿٢٣﴾

৯৩. যারা অভাবমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অব্যাহতি চেয়েছে, অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ আছে। তারা ঘরবাসিনীদের সাথে ঘরে বসে থাকাকেই পছন্দ করেছে। আল্লাহ তাদের অন্তরে সীল মোহর মেরে দিয়েছেন, ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারেনা।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾

৯৪. তোমরা যখন ফিরে আসবে, তখন এসে তারা তোমাদের কাছে ওজর (অজুহাত) পেশ করবে। তুমি বলবে, ‘অজুহাত পেশ করোনা, আমরা তোমাদের কখনো বিশ্বাস করবোনা, আল্লাহ্ তোমাদের খবর আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহ্ দেখেছেন এবং তাঁর রসূল। তারপর তোমাদের পাঠানো হবে তাঁর কাছে যিনি গায়েব ও দৃশ্য সবকিছু জানেন। তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনিই তোমাদের অবহিত করবেন।

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُدْرُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

৯৫. তোমরা (যুদ্ধ থেকে মদিনায়) তাদের কাছে ফিরে এলে তারা আল্লাহ্র নামে হলফ করবে, যেনো তোমরা তাদের (যুদ্ধে না যাওয়ার) বিষয়টা উপেক্ষা করো। সুতরাং তোমরা তাদের উপেক্ষা করবে। কারণ, তারা অপবিত্র এবং তাদের (মন্দ) অর্জনের কারণে জাহান্নামই হবে তাদের আবাস।

سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬. তারা তোমাদের কাছে হলফ করে, যাতে করে তোমরা তাদের প্রতি রাজি থাকো। তোমরা তাদের প্রতি রাজি হলেও আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

৯৭. বেদুঈনরা কুফুরি এবং মুনাফিকিতে কঠোর। আল্লাহ্ তাঁর রসূলের প্রতি যা নাযিল করেছেন, তার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা তাদের অনেক বেশি। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

৯৮. মরুভাসী বেদুঈনদের কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করাকে অর্থদণ্ড বলে মনে করে এবং তারা তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের অপেক্ষা করে। দুর্ভাগ্য তাদেরই! আল্লাহ্ সব শুনে, সব জানেন।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمْ الدَّوَابُّ عَلَيْهِمْ ذَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَبِيحٌ عَلَيْهِمُ ﴿٩٨﴾

৯৯. মরুভাসী বেদুঈনদের কিছু লোক ঈমান রাখে আল্লাহ্র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি এবং তারা যা ব্যয় করে, সেটাকে আল্লাহ্র নৈকট্য ও রসূলের দয়া লাভের উপায় মনে করে। আসলেই তা তাদের জন্যে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায়। অচিরেই আল্লাহ্ তাদের দাখিল করবেন তাঁর রহমতের মধ্যে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল দয়াময়।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾

১০০. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা (ঈমানের দাওয়াত গ্রহণে) প্রথম ও অগ্রগামী আর যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করছে, তাদের সবার প্রতি আল্লাহ্ রাজি হয়েছেন এবং

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ

তারাও আল্লাহ্ৰ প্রতি রাজি। তিনি তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার নিচে দিয়ে বহমান রয়েছে নদ-নদী-নহর। চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

جَنَّتْ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

১০১. বেদুঈনদের যারা তোমাদের আশপাশে থাকে, তাদের মধ্যে মুনাফিক রয়েছে এবং মদিনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ রয়েছে। তারা মুনাফিকিতে পাকা। তুমি তাদের জানো না। আমরা তাদের জানি। আমরা তাদের দুইবার শাস্তি দেবো। তারপর তাদের ফেরত পাঠানো হবে বড় আযাবের (জাহান্নামের) দিকে।

وَمِنَ حَوْلِكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۖ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝

১০২. এছাড়াও কিছু লোক আছে যারা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে। তাদের আমল শংকর (মিশ্র), কিছু ভালো, কিছু মন্দ। আল্লাহ্ হয়তো তাদের ক্ষমা করবেন। কারণ, আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল দয়াময়।

وَأَخْرَوْنَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১০৩. তাদের মাল-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো। এর ফলে তুমি তাদের পবিত্র পরিশুদ্ধ ও উন্নত করবে। তুমি তাদের জন্যে দোয়া করো। তোমার দোয়া তাদের জন্যে হবে প্রশান্তির কারণ। আল্লাহ্ সব শুনে, সব জানেন।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيَهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

১০৪. তারা কি জানেনা, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের থেকে তওবা কবুল করেন এবং সাদাকা (দান) গ্রহণ করেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী পরম দয়াময়।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

১০৫. বলো, তোমরা আমল করতে থাকো, আল্লাহ্ তোমাদের আমল দেখছেন আর তাঁর রসূল ও মুমিনরা। অচিরেই তোমাদের ফেরত দেয়া হবে গায়েব ও দৃশ্যের জ্ঞানী মহান আল্লাহ্ৰ দিকে, তারপর তিনিই তোমাদের সংবাদ দেবেন তোমাদের কর্মকাণ্ড (কেমন ছিলো সে) সম্পর্কে।

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

১০৬. আর আল্লাহ্ৰ নির্দেশ আসার অপেক্ষায় অপর কিছু লোকের বিষয়ে ফয়সালা স্থগিত রইলো। তিনি হয় তাদের শাস্তি দেবেন, নয়তো তাদের তওবা কবুল করবেন। আল্লাহ্ অতীব জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَأَخْرَوْنَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ ۖ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ ۖ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

১০৭. যারা একটি মসজিদ তৈরি করেছে ক্ষতিসাধন, কুফুরি ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতোপূর্বে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে তার গোপন ঘাটি হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তারা অবশ্যি হালফ করে বলবে, ‘আমরা সং উদ্দেশ্যেই’

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ

<p>এটা করেছি।' আল্লাহ্ সাক্ষী, তারা মিথ্যাবাদী।</p> <p>১০৮. তুমি কখনো ঐ মসজিদে দাঁড়াবে না। প্রথম দিন থেকেই যে মসজিদের ভিত স্থাপন করা হয়েছে তাকওয়ার উপর, সেটাই তোমার সালাতের জন্যে অধিক উপযুক্ত। তাতে এমন লোকেরা আছে যারা পবিত্রতা অর্জন পছন্দ করে আর আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন।</p> <p>১০৯. যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত স্থাপন করে আল্লাহ্ ভীতি ও আল্লাহ্র রেজামন্দির উপর সে উত্তম, নাকি ঐ ব্যক্তি, যে তার ঘরের ভিত স্থাপন করে কোনো গর্তের ধ্বংসোন্মুক্ত কিনারে, ফলে তা সেটাকে নিয়েই পড়ে যায় জাহান্নামের আগুনে। আল্লাহ্ যালিম লোকদের সঠিক পথ দেখান না।</p> <p>১১০. তাদের নির্মিত ঘর তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে, যতোক্ষণ না তাদের অন্তর হিন্মিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ্ অতীব জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।</p> <p>১১১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন, বিনিময়ে তারা লাভ করবে জান্নাত। তারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করবে, মরবে এবং মারবে। তাওরাত, ইনজিল এবং কুরআনে এ সম্পর্কে হক ওয়াদা রয়েছে। প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্র চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছো তার জন্যে সুসংবাদ গ্রহণ করো। এটাই মহাসাফল্য।</p> <p>১১২. তারা হয়ে থাকে তওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহ্র প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী, সাজদাকারী, ভালো কাজের আদেশ দানকারী, মন্দ কাজে বাধাদানকারী এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত হুদুদ (সীমারেখা) হিফায়তকারী। এসব (গুণের অধিকারী) মুমিনদের সুসংবাদ দাও।</p> <p>১১৩. নিকটাত্মীয় হলেও মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মুমিনদের জন্যে সঙ্গত নয়, যখন এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা নিশ্চিতই জাহান্নামি।</p>	<p>وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٨﴾</p> <p>لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٩﴾</p> <p>أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى شَفَا جَوْفٍ هَا ۖ فَتَاهَا رَبِّهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١١٠﴾</p> <p>لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١١﴾</p> <p>إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٢﴾</p> <p>الَّتَائِبُونَ الْعَبْدُونَ الْحِمْدُونَ السَّائِحُونَ الرُّكْعُونَ السُّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٣﴾</p> <p>مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٤﴾</p>
---	--

রুকু
১৩

১১৪. ইবরাহিম যে তার পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল তার কারণ, সে তাকে এর জন্যে বিশেষভাবে ওয়াদা দিয়েছিল। কিন্তু যখন তার কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, সে আল্লাহর দশমন, তখন সে তার (পিতার) সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। ইবরাহিম তো অতিশয় কোমল হৃদয় এবং সহনশীল।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۝

১১৫. আল্লাহর নিয়ম এটা নয় যে, তিনি কোনো জনগোষ্ঠীকে সঠিক পথ দেখানোর পর আবার বিপথগামী করে দেবেন, যতোক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, কী কী বিষয়ে তাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞানী।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

১১৬. মহাকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্যে আর কোনো অলিও নেই, সাহায্যকারীও নেই।

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْطِي وَيُيَبِّسُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

১১৭. আল্লাহ অনুগ্রহের দৃষ্টি দিয়েছেন নবীর প্রতি, মুহাজিরদের প্রতি এবং আনসারদের প্রতি, যারা তার (নবীর) অনুসরণ করেছে কঠিন সংকটকালে, যদিও তাদের কিছু লোকের অন্তর বাঁকা হবার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন। অবশ্যি আল্লাহ তাদের প্রতি অতীব কোমল, পরম দয়াময়।

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

১১৮. তিনি ঐ তিনজনকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের জন্যে প্রশস্ত পৃথিবীও সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের জীবনও তাদের জন্যে দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল, আর তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো আশ্রয়স্থল নেই। তখন তিনি তাদের তওবা কবুল করলেন, যাতে করে তারা ফিরে আসে তাঁর দিকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় তওবা কবুলকারী, পরম দয়াবান।

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

১১৯. হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদী-সত্যপন্থীদের সঙ্গী হয়ে যাও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

১২০. মদিনাবাসী এবং আশেপাশের মরু বেদুঈনদের উচিত হয়নি, আল্লাহর রসূলের সহগামী না হয়ে পেছনে পড়ে থাকা এবং তার জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনের প্রতি অধিক অনুরাগী হওয়া। কারণ, আল্লাহর পথে তাদের

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ

পিপাসা, ক্লান্তি, ক্ষুধা, কাফিরদের ক্রোধ জাগিয়ে তোলে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে কোনো আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া, এসবই তাদের আমলে সালেহ্ (নেক আমল)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কল্যাণপরায়নদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمًا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১২১. আর তারা কম ও বেশি যা-ই ব্যয় করে এবং যে কোনো প্রাপ্তরই অতিক্রম করে, তা তাদের জন্যে পুণ্য হিসাবে লেখা হয়, যাতে করে তারা যা করে আল্লাহ্ তাদেরকে তার চাইতে উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন।

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১২২. সব মুমিনদের একই সাথে অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়। তাদের প্রত্যেক দল বা গোত্র থেকে একটি অংশ বের হয়না কেন, যেনো তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং তাদের জাতিকে সতর্ক করে যখন তারা তাদের কাছে ফিরে যাবে, যাতে করে তারা সতর্ক হয়।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً ۚ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۝

রকু
১৫

১২৩. হে ঈমানদার লোকেরা! কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং তারা যেনো তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা দেখতে পায়। জেনে রাখো, আল্লাহ্ মুত্তাকিদের সাথেই আছেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ يَلُوْكُكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَا جِدْءَ فِيْكُمْ غِلَظَةٌ ۚ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

১২৪. যখন কোনো সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে : ‘এটি তোমাদের কার ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছে?’ যারা মুমিন এটি কেবল তাদেরই ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা ই আনন্দিত হয়।

وَ اِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهِ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَرَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

১২৫. আর যাদের অন্তরে রোগ আছে তাদের কলুষতার সাথে আরো কলুষতা যোগ করে এবং তাদের মরণ হয় কাফির অবস্থায়।

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَ مَا تَوَّا وَهُمْ كَافِرُوْنَ ۝

১২৬. তারা কি দেখেনা, তারা হরেক বছর একবার বা দুইবার ফিতনাগ্রস্ত হয়? তারপরও তারা তওবা করেনা এবং উপদেশ গ্রহণ করেনা।

اَوْ لَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُوْنَ ۝

১২৭. যখনই কোনো সূরা নাযিল হয়, তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং ইশারায় জানতে চায় ‘কেউ তোমাদের দেখছে কি?’ অতঃপর তারা সরে পড়ে। আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে সত্য থেকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন, কারণ তাদের কোনো বুঝ জ্ঞান নেই।

وَ اِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ۖ هَلْ يَرٰكُمْ مِنْ اَحَدٍ ثُمَّ اَنْصَرَفُوْا ۚ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

১২৮. তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই এসেছে একজন রসূল। তোমাদের যা কিছু বিপর্যস্ত করে তা তার জন্যে কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি অতীব দয়ালু, পরম করুণাময়।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৯. তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলো: ‘আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করলাম, তিনিই মহান আরশের প্রভু।’

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

রুকু
১৬

সূরা ১০ ইউনুস

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১০৯, রুকু সংখ্যা: ১১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০৬: কুরআন বিজ্ঞানময় কিতাব। মহাবিশ্ব আল্লাহর বিজ্ঞানময় সৃষ্টি।
০৭-১০: আখিরাত, তাওহীদ ও রিসালাতের ব্যাপারে যুক্তি ও উপদেশ।
১১-১৪: নিজ জাতির কাছে নূহ আ. এর দাওয়াত। তাদের অস্বীকৃতি ও ধ্বংস।
১৫-৯৩: ফিরাউন ও তার জনগণের কাছে মূসা ও হারুন আ.-এর দাওয়াত। তাদের অস্বীকৃতি ও ধ্বংস।
৯৪-১০৯: মানুষ ঈমান না আনলেও নবীগণ হতাশ হবেন না এবং মানুষকে বাধ্যও করবেন না। নবীর চলার পথ সুস্পষ্ট।

সূরা ইউনুস	سُورَةُ يُوسُفَ
পরম করুণাময় পরম দয়ালব আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. আলিফ লাম রা! এগুলো বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত।	الرَّسْمِ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾
০২. এটা কি মানুষের জন্য কোনো তাজ্জবের বিষয় যে, আমি তাদেরই এক ব্যক্তির কাছে এই নির্দেশ দিয়ে অহি পাঠিয়েছি: ‘তুমি মানুষকে সতর্ক করো এবং মুমিনদের এই সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে মর্যাদার আসন।’ কাফিররা বলে: ‘নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি একজন সুস্পষ্ট ম্যাজিসিয়ান।’	أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾
০৩. তোমাদের প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি মহাকাশ ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয়টি কালে। তারপর তিনি সমাসীন হয়েছেন আরশে। সব বিষয় তিনিই পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনো শাফায়াতকারী শাফায়াত করতে পারবেনা। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রভু। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবেনা?	إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾
০৪. তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন হবে তাঁরই কাছে। আল্লাহর ওয়াদা হক। তিনিই সৃষ্টির	إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا

সূচনা করেন এবং তিনিই পুন: সৃষ্টি করবেন যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ্ করেছেন তাদেরকে ইনসাফের সাথে তাদের কর্মফল দেয়ার জন্যে। আর যারা কুফুরি করে, তাদের জন্যে রয়েছে প্রচণ্ড গরম পানির শরবত আর বেদনাদায়ক আযাব, তাদের কুফুরির কারণে।

إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ
وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ①

০৫. তিনিই সূর্যকে বানিয়েছেন আলোদানকারী এবং চাঁদকে করেছেন আলোকিত, আর তার মন্থিল ঠিক করে দিয়েছেন যাতে করে তোমরা বছর গুণতে পারো এবং হিসাব করতে পারো। আল্লাহ্ বাস্তব কারণ ও প্রয়োজন ছাড়া এগুলো সৃষ্টি করেননি। তিনি জ্ঞানীদের জন্যে বিশদভাবে বর্ণনা করেন আয়াত সমূহ।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ
نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ②

০৬. নিশ্চয়ই দিন ও রাতের পরিবর্তন এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে সতর্ক লোকদের জন্যে নিদর্শন।

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَّقُونَ ③

০৭. যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করেনা এবং দুনিয়ার জীবন নিয়েই সম্ভ্রষ্ট আর তাতেই পরিতৃপ্ত এবং যারা আমাদের আয়াত সম্পর্কেও গাফিল,

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَ رَضُوا
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ أَطَاعُوا بِهَا وَالَّذِينَ
هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَفْلُونَ ④

০৮. তাদেরই আবাস হবে জাহান্নাম তাদের (মন্দ) কৃতকর্মের কারণে।

أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑤

০৯. যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, তাদের প্রভু তাদের ঈমানের ভিত্তিতে তাদের পরিচালিত করেন সেই নিয়ামতে ভরা জান্নাতের দিকে, যার নিচে দিয়ে বহমান রয়েছে নদ-নদী-নহর।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِمْ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑥

১০. সেখানে তাদের দোয়া হবে: ‘হে আল্লাহ্! তুমি সকল জাতির উর্ধ্বে, অতীত পবিত্র, অতি মহান!’ আর সেখানে তাদের অভিবাদন হবে ‘সালাম।’ সেখানে তাদের শেষ দোয়া হবে: ‘আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন-সব প্রশংসা মহাজগতের প্রভু আল্লাহ্র।’

دَعَاؤُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ
تَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑦

১১. আল্লাহ্ যদি মানুষের ক্ষতির বিষয়টা দ্রুত করতেন, যেভাবে তারা তাদের কল্যাণের বিষয়টা দ্রুত করে, তাহলে তাদের মরণ হয়ে যেতো। সুতরাং যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করেনা, আমরা তাদেরকে তাদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা নিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দেই।

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ
اسْتَعْجَلْنَاهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ
أَجْلُهُمْ فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑧

১২. মানুষকে যখন দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে, তখন সে আমাদের ডাকে শুয়ে, বসে, কিংবা দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমরা যখনই তার দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলে যেনো তাকে যখন দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করেছিল, তখন সে আমাকে ডাকেনি। এভাবে সীমালংঘনকারীদের কর্মকাণ্ড তাদের কাছে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِحِزْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانُ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِمُتَسِرِّفِينَ مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ﴿١٢﴾

১৩. তোমাদের আগেকার বহু মানব প্রজন্মকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা যুলুম করেছিল। তাদের কাছে তাদের রসূলরা এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে। কিন্তু তারা ঈমান আনার জন্যে এগিয়ে আসেনি। এভাবেই আমরা অপরাধী লোকদেরকে তাদের কাজের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾

১৪. তাদের পরে আমরা পৃথিবীতে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি তোমাদেরকে। কারণ, আমরা দেখতে চাই তোমরা কেমন আমল করো।

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

১৫. যখন তাদেরকে আমাদের সুস্পষ্ট আয়াত শুনানো হয়, তখন যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করেনা তারা বলে: ‘এটির পরিবর্তে অন্য একটি কুরআন আনো, অথবা এটি রদবদল করো।’ হে নবী! বলো: ‘আমার নিজ থেকে এটিতে রদবদল করা আমার কাজ নয়। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার কাছে অহি করা হয়। আমি যদি আমার প্রভুর নির্দেশের অবাধ্য হই, তবে আমি এক মহা ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা করি।’

وَإِذَا تُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۚ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنۢ أُبَدِّلَٰهُ مِنۢ تِلْكَ آيَاتِ نَفْسِي ۚ إِنۢ أَنَّتِغۡ إِلَّا مَا يُؤۡمَىٰ إِلَىٰٓ إِنِّي أَنۢ أَخَافُ إِنۢ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

১৬. হে নবী! বলো: ‘আল্লাহ্ চাইলে আমি এটি তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করতাম না এবং তিনিও এ বিষয়ে তোমাদের অবহিত করতেন না। আমি তো আমার একটা দীর্ঘ বয়সকাল তোমাদেরই মাঝে কাটিয়েছি, তবু কি তোমরা আকল খাটাবে না?’

قُلْ لَّوۡ شَاءَ اللَّهُ مَا تَكُونُ لَهُ عَلَيۡكُمۡ وَلَا أَذۡرُكُمۡ بِهِ ۚ فَكَذَّبُوكُمۡ فِيكُمۡ عُمَرَاۗءُ مِّنۢ قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

১৭. ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে মিথ্যা রচনা করে আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করে, কিংবা প্রত্যাখ্যান করে তাঁর আয়াতকে? নিশ্চয়ই অপরাধিরা সফলকাম হয়না।

فَمَنۢ أَظۡلَمُ مِمَّنۢ افترَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفۡلِحُ الْمُجۡرِمُونَ ﴿١٧﴾

১৮. তারা আল্লাহ্ ছাড়া যে সবার ইবাদত (পূজা, উপাসনা, প্রার্থনা) করে, সেগুলো না তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে, আর না কোনো উপকার। তারা বলে: ‘এরা আল্লাহ্র কাছে

وَيَعۡبُدُونَ مِنۢ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنۡفَعُهُمۡ وَ يَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا

আমাদের 'শাফায়াতকারী।' হে নবী! বলো: 'তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয় অবহিত করতে চাও, মহাকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যে বিষয়ে তিনি জানেন না?' তিনি ঋণটিমুক্ত পবিত্র এবং সেসব থেকে অনেক উর্ধ্বে যাদেরকে তোমরা শরিক করছো তাঁর সাথে।

عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُبَيِّنُونَ لِلَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

১৯. মানুষ তো প্রথমে এক উন্মত্তই ছিলো। পরে তারা ইখতেলাফ (বিভেদ সৃষ্টি) করে। তোমার প্রভুর পূর্ব ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে ইখতেলাফ করছে তার ফায়সালা হয়ে যেতো।

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بِبَيْنِهِمْ فَيَنبَغِي فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾

২০. তারা বলে: 'তার প্রভুর পক্ষ থেকে তার কাছে কোনো নিদর্শন নাখিল হলো না কেন?' তুমি বলো: 'গায়েব তো কেবল আল্লাহই জানেন। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম।'

وَيَقُولُونَ لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾

রুকু
০২

২১. দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর যখনই আমরা মানুষকে আমাদের রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখনই তারা আমাদের আয়াতের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। বলো: 'কৌশল প্রয়োগে আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত।' আমাদের রসূলরা (ফেরেশতারা) রেকর্ড করে রাখছে তোমাদের সব চক্রান্ত।

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾

২২. তিনিই তোমাদের ভ্রমণ করান স্থলভাগে এবং সমুদ্রে। এভাবে তোমরা যখন নৌযানে ভ্রমণ করো এবং সেগুলো আরোহীদের নিয়ে অনুকূল বাতাসে এগিয়ে চলে এবং তাতে তারা আনন্দিত হয়। অতঃপর যখন দমকা হাওয়া এবং সবদিক থেকে আগত উত্তাল তরঙ্গমালা সেগুলোকে আক্রমণ করে এবং তারা মনে করে যে, তারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে, তখন আল্লাহর জন্যে আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে তারা কেবল তাঁকেই ডাকতে থাকে। তারা তখন তাঁকে বলে: 'তুমি যদি আমাদের উদ্ধার করো তাহলে অবশ্যি আমরা শোকরগুজার হবো।'

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَوِيلَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾

২৩. কিন্তু যখন তিনি তাদের বিপদ থেকে নাজাত দেন, তখন তারা না হকভাবে দেশে সীমালংঘন করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের সীমালংঘন তোমাদেরই ধ্বংসের কারণ হয়। দুনিয়ার জীবনে কিছুটা ভোগবিলাস করে নাও, তারপর আমাদের কাছেই হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন আমরা তোমাদের অবহিত করবো তোমরা কী সব কাণ্ড কারবার করছিলে।

فَلَمَّا أَنْجَيْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغِيكُمُ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَتُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. দুনিয়ার জীবনের উপমা হলো (বৃষ্টির) পানি, যা আমরা আকাশ থেকে ন্যযিল করি। তা থেকে গজিয়ে উঠে ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন নিবিড় হয়ে। তা থেকেই আহাৰ করে মানুষ এবং জীব-জানোয়ার। তারপর জমিন যখন তার শোভা ধারণ করে এবং চাকচিক্যময় হয়ে উঠে আর তার অধিবাসীরা মনে করে, সেগুলো তাদের আয়ত্তাধীন, তখন আমাদের নির্দেশ এসে পড়ে রাতে কিংবা দিনে এবং আমরা সেগুলো এমনভাবে ধ্বংস করে দেই, যেনো গতকালও সেখানে কিছু ছিলনা। এভাবেই আমরা বিশদ বিবরণ দেই আমাদের আয়াতের, চিন্তাশীল লোকদের জন্যে।

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْن بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. আল্লাহ দাওয়াত দিচ্ছেন দারুস সালামের (শান্তি নিবাসের) দিকে এবং তিনি যাকে চান পরিচালিত করেন সিরাতুল মুস্তাকিমে (সঠিক সুদৃঢ় পথে)।

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

২৬. যারা কল্যাণের কাজ করে তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ এবং আরো অধিক। তাদের চেহারাকে আচ্ছন্ন করবেনা কালিমা কিংবা জিল্লতি। তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী, সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল।

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. আর যারা কামাই করবে মন্দ কর্ম, তাদের প্রতিফলও হবে অনুরূপ মন্দ। তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে জিল্লতি। তাদেরকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে রক্ষা করার কেউ হবেনা। তাদের চেহারা হবে (কালো) যেনো রাতের অন্ধকার আবরণে আচ্ছন্ন। তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল।

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. যেদিন আমরা তাদের সবাইকে হাশর (সমবেত) করবো এবং মুশরিকদের বলবো: ‘তোমাদের নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান করো, তোমরা নিজেরা এবং তোমরা যাদের শরিক করেছিলে তারা। তারপর আমরা তাদেরকে পরস্পর থেকে আলাদা করে দেবো। তখন তারা যাদের শরিক করেছিল তারা বলবে: “তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না।

وَيَوْمَ نَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. আমাদের এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। (তোমরা যে বলছো তোমরা আমাদের ইবাদত করতে) আমরা তো তোমাদের ইবাদত সম্পর্কে একেবারেই গাফিল ছিলাম।”

فَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. সেখানেই তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কৃতকর্ম পরীক্ষা করে নেবে এবং তাদেরকে ফিরিয়ে

هُنَالِكَ تَبْلُو أ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا

আনা হবে তাদের প্রকৃত মনিব আল্লাহর দিকে, আর তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে তাদের মনগড়া (সুপারিশকারীরা)।

إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥﴾

৩১. হে নবী! তাদের জিজ্ঞেস করো: ‘কে তোমাদের রিযিক দেন আসমান ও জমিন থেকে? কিংবা শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তির কর্তৃক কার? কে বের করেন মৃত থেকে জীবিতকে? কে বের করেন জীবিত থেকে মৃতকে? কে পরিচালনা করেন সমস্ত বিষয়?’ এসব প্রশ্নের জবাবে তারা বলবে: ‘আল্লাহ’। বলো: ‘তাহলে কেন তোমরা সতর্ক হওনা (আল্লাহর আযাব সম্পর্কে)?’

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦﴾

৩২. তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত প্রভু। সত্য ত্যাগ করলে গোমরাহি ছাড়া আর কী থাকে? তাহলে তোমরা ঘুরে ফিরে কোন্ দিকে যাচ্ছে?

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٧﴾

৩৩. এভাবেই ফাসিকদের উপর তোমার প্রভুর বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না।

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨﴾

৩৪. বলো: তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরিক বানাও, তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে সৃষ্টির অস্তিত্ব দেয়, পরে তার পুনরাবৃত্তি ঘটায়? বলো: আল্লাহই সৃষ্টির অস্তিত্ব দেন এবং পরে তার পুনরাবৃত্তি ঘটান। ফলে তোমরা কী করে সত্য ত্যাগ করে দূরে সরে যাচ্ছে?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٩﴾

৩৫. বলো: তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক বানাচ্ছে, তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে সত্যের দিকে পথ দেখায়? বলো: সত্যের দিকে পথ দেখান তো কেবল আল্লাহ। যিনি সত্যের দিকে পথ দেখান তিনি আনুগত্য লাভের অধিক হকদার নাকি সে, যাকে পথ না দেখালে সে নিজেই পথ পায়না? তোমাদের হয়েছে কী? কিভাবে তোমরা ফায়সালা গ্রহণ করো?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ لَيْسَ لِمَنْ يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٠﴾

৩৬. তাদের অধিকাংশই অনুমান ছাড়া আর কিছুই অনুসরণ করেনা। নিশ্চয়ই অনুমান সত্যে উপনীত হবার ব্যাপারে কোনো কাজেই আসেনা। তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ পূর্ণ অবহিত।

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿١١﴾

৩৭. এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। বরং এটি এর পূর্বে যেসব (কিতাব) অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর সত্যায়নকারী এবং বিধানসমূহের বিশদ বিবরণ। এতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই যে, এটি নায়িল হয়েছে মহাজগতের প্রভুর পক্ষ থেকে।

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢﴾

৩৮. নাকি তারা বলে: এটি সে (মুহাম্মাদ) রচনা করে নিয়েছে? তুমি বলো: তাহলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া আর যাদেরকে পারো (সহযোগিতার) জন্যে ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯. বরং তারা এমন বিষয় অস্বীকার করছে, যে বিষয়ে জ্ঞান তারা আয়ত্ত করেনি এবং যার তা'বিলও তাদের কাছে আসেনি। তাদের পূর্ববর্তী (কাফিররাও) এভাবেই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এখন তাকিয়ে দেখো, যালিমদের কী পরিণতি হয়েছিল!

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾

৪০. তাদের মধ্যে কিছু লোক তার প্রতি ঈমান রাখে আর কিছু লোক ঈমান রাখেনা। তোমার প্রভু ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সবচে' ভালো করে জানেন।

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. তারা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে, তুমি তাদের বলো: 'আমার কাজের দায়িত্ব আমার, আর তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যে কাজ করি তোমরা তার দায়মুক্ত। আর তোমরা যে কাজ করছো আমিও তার দায়মুক্ত।'

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٌ وَلكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

৪২. তাদের কিছু লোক তোমার কথা শুনে। কিন্তু তারা বুঝতে না পারলেও তুমি কি বধিরদের শুনাবে?

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাকে দেখে। কিন্তু তুমি কি অন্ধদের পথ দেখাবে তারা না দেখলেও?

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো প্রকার যুলুম করেন না, বরং মানুষই নিজেরা নিজেদের প্রতি যুলুম করে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫. যেদিন তিনি তাদের হাশর করবেন, সেদিন তাদের মনে হবে (পৃথিবীতে) তারা অবস্থান করেছিল দিনের কিছুক্ষণ মাত্র। তারা পরস্পরকে চিনবে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেইসব লোক যারা আল্লাহর সাক্ষাত অস্বীকার করেছে এবং তারা সঠিক পথেও ছিলনা।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আমরা তাদেরকে যে ভয় দেখাচ্ছি, তার কিছুটা যদি তোমার জীবনকালে দেখিয়ে দেই, কিংবা তোমার জীবনকাল যদি পূর্ণ করে দেই, শেষ পর্যন্ত তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমাদের কাছেই হবে। তারপর আল্লাহই তো তাদের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী।

وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই ছিলো একজন রসূল। যখনই তাদের কাছে তাদের রসূল এসেছিল, তখন ইনসাফের সাথে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়া হয়েছে। তাদের প্রতি কোনো প্রকার অবিচার করা হয়নি।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. তারা বলে: ‘তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলো, তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া সেই সময়টি কখন আসবে?’

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯. হে নবী! বলো: আমার নিজের লাভ ক্ষতির উপরও আমার কোনো অধিকার নেই, তবে আল্লাহ কিছু চাইলে ভিন্ন কথা। প্রত্যেক উম্মতেরই একটি নির্ধারিত সময় আছে। যখন তার সেই নির্ধারিত সময়টি আসবে, তখন কিছুক্ষণ সময়ও আগপর হবেনা।

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. হে নবী! বলো: ‘তোমাদের রায় কী; আল্লাহর আযাব তো রাত বা দিনে তোমাদের উপর এসেই পড়তে পারে। তারপরও অপরাধীরা সেটার জন্যে তাড়াহুড়া করে কেন?’

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. সেটা (কিয়ামত) ঘটে যাবার পরই কি তোমরা ঈমান আনবে? এখন (ঈমান আনবেনা)? তোমরাই তো এর জন্যে তাড়াহুড়া করছিলে।

أَتُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنْتُمْ بِهِ أَأَنْتُمْ وَكَدَّ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾

৫২. তারপর যালিমদের বলা হবে, চিরস্থায়ী আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো। তোমরা যা কামাই করে এসেছো সেটার ছাড়া অন্য কিসের প্রতিফল তোমাদের দেয়া হবে?

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. (হে নবী!) তারা তোমার কাছে জানতে চায়, সেটা (পুনরুত্থান দিবস) কি সত্য? বলো: ‘হ্যাঁ, আমার প্রভুর শপথ সেটা অবশ্যি সত্য। তোমরা সেটার আগমন ঠেকাতে পারবে না।’

وَيَسْتَنْبِئُكَ أَهَقَّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾

রাফু
০৫

৫৪. আর যদি অন্যায়কারী প্রতিটি ব্যক্তিই পৃথিবীর সবকিছুর মালিকও হয়, তবে সে (কিয়ামতের দিন) মুক্তির বিনিময়ে সবকিছুই দিয়ে দিতে চাইবে। আযাব দেখতে পেলে সে অনুতাপ লুকাবার চেষ্টা করবে। সেদিন ইনসাফের সাথে তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার অবিচার করা হবেনা।

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫. সাবধান, জেনে রাখো, মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। সাবধান, জেনে রাখো আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানেনা।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. তিনি জীবন দান করেন এবং তিনি মরণ দিয়ে থাকেন এবং সবাইকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭. হে মানুষ! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছ এসেছে একটি উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তার নিরাময়, আর হিদায়াত ও রহমত মুমিনদের জন্যে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮. হে নবী! বলো: ‘এই (কুরআন এসেছে) আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর দয়ায়। সুতরাং এর জন্যে তারা উৎফুল্ল ও আনন্দিত হোক।’ তারা যা জমা করে এটি তার চাইতে উত্তম।

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯. হে নবী! বলো: তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে রিযিক নাযিল করেছেন, তারপর তোমরা যে সেগুলোর কিছু হালাল আর কিছু হারাম বানিয়ে নিয়েছো- হে নবী! তাদের জিজ্ঞাস করো, তোমাদের এ নির্দেশ কি আল্লাহ দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছো?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

রুকু
০৬

৬০. যারা আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, কিয়ামতকাল সম্পর্কে তাদের ধারণা কী? নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহওয়ালা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকর আদায় করেন।

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

৬১. (হে মুহাম্মদ!) তুমি যে অবস্থায়ই থাকো এবং কুরআন থেকে যা-ই তিলাওয়াত করোনা কেন আর (হে মানুষ!) তোমরা যা-ই করোনা কেন, আমরা তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ করো। মহাকাশ এবং পৃথিবীতে একটি অণু পরিমাণ কিছুও তাঁর অগোচরে নেই এবং তার চাইতে ক্ষুদ্রতম কিংবা বৃহত্তর কিছুই নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই।

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾

৬২. জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর অলিদের কোনো ভয় নেই এবং দুঃখ-দুশ্চিন্তাও নেই।

إِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩. (তারা হলো সেইসব লোক) যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে।

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪. তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতে। আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই মহাসাফল্য।

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

৬৫. (হে নবী! এরা তোমাকে যা কিছু বলছে) তাদের কথা যেনো তোমাকে দুঃখ না দেয়। সমস্ত ইয্যত ও শক্তির মালিক তো আল্লাহ। তিনি সব শুনে, সব জানেন।

وَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾

৬৬. সাবধান, মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যারা আছে সবাই আল্লাহর। যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদেরকে আল্লাহর শরিক বানিয়ে ডাকে, তারা কিসের অনুসরণ করে? তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং তারা কেবল মিথ্যাই বলে।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. তিনিই তোমাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন বিশ্রামের জন্যে আর দিন বানিয়েছেন দেখার জন্যে। যারা (উপদেশ) শুনে এতে তাদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. তারা বলে: ‘আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ তিনি (এ থেকে) পবিত্র মহান। তিনি অভাবমুক্ত। মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। (তোমরা যা বলছো) সে বিষয়ে তোমাদের কাছে কোনো সার্টিফিকেট নেই। তোমরা কি আল্লাহর উপর এমন কথা আরোপ করছো, যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই?

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَنَهُ ۚ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. হে নবী! বলো: যারা মিথ্যা রচনা করে আল্লাহর উপর আরোপ করে, তারা সফল হবেনা।

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. পৃথিবীতে তাদের জন্যে রয়েছে কিছু ভোগ বিলাস। তারপর আমাদের কাছেই হবে তাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমরা তাদের স্বাদ গ্রহণ করাবো কঠিন আযাবের, তাদের কুফুরির কারণে।

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. তাদের প্রতি তিলাওয়াত করো নূহের সংবাদ। সে তার কওমকে বলেছিল: “হে আমার কওম! আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতের ভিত্তিতে আমার উপদেশ যদি তোমাদের অসহনীয় হয়, তবে আমি আল্লাহর উপর তাওয়াস্তুল করলাম। তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক করছো তাদেরকে সাথে নিয়ে তোমাদের চক্রান্ত ঠিক করে নাও, পরে যেনো তোমাদের চক্রান্তের বিষয়ে তোমাদের কোনো সংশয় না থাকে। তারপর আমার বিরুদ্ধে তোমাদের ফায়সালা ঠিক করে নাও এবং আমাকে কোনো অবকাশ দিও না।

وَ أَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ۖ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ ۖ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَ تَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجِئُكُمْ بِأَمْرٍ ۚ وَ شُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ لَا تُنْظِرُونِ ﴿٧١﴾

৭২. তারপরও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও নিতে পারো। আমি তো এ কাজের জন্যে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা। আমার প্রতিদানের দায়িত্ব আল্লাহর উপর। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেনো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তরভুক্ত হই।”

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاءَ لَكُمْ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩. শেষ পর্যন্ত তারা তাকে (নূহকে) মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে। তখন আমরা তাকে এবং তার সাথে যারা নৌযানে আরোহণ করেছিল তাদেরকে নাজাত দেই এবং তাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করি আর ডুবিয়ে দেই সেইসব লোকদের যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমাদের আয়াত। চেয়ে দেখো, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, কী করণ পরিণতি হয়েছিল তাদের!

كَذَّبُواهُ فَتَجْنِبْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَ
جَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَ أَعْرِفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُنْذِرِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪. তার (নূহের) পরেও আমরা আরো অনেক রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের কওমের কাছে। তারা তাদের কাছে এসেছিল সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে। কিন্তু তারা আগে যা প্রত্যাখ্যান করেছে তার প্রতি আর ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়নি। এভাবেই আমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর সীলগালা করে দেই।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ
فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يِيُومِنُوا
بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ
عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾

৭৫. তাদের পরে আমরা পাঠিয়েছি মূসা এবং হারুনকে ফেরাউন আর তার নেতৃবৃন্দের কাছে আমাদের নিদর্শন নিয়ে। কিন্তু তারা দাঙ্কিতা প্রকাশ করে। আসলে তারা ছিলো একটি অপরাধী কওম।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَ هَارُونَ
إِلَى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِكِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا
وَ كَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬. অতঃপর তাদের কাছে যখন আমাদের পক্ষ থেকে সত্য প্রকাশ হয়ে যায়, তখন তারা বললো: ‘এতো এক সুস্পষ্ট ম্যাজিক।’

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ
هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ﴿٧٦﴾

৭৭. মূসা বললো: ‘তোমাদের কাছে যখন সত্য এসে গেছে, তখন সে সম্পর্কে তোমরা এমনটি বলছো? এ কি ম্যাজিক? ম্যাজেসিয়ানরা কখনো সফল হয়না।’

قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ
أَسِحْرٌ هَذَا أَوْ لَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮. তারা বললো: ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যে ধর্মের উপর পেয়েছি তুমি কি আমাদেরকে তা থেকে বিচ্যাত করার জন্যে এসেছো এবং দেশে যেনো তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায় সে জন্যে এসেছো? আমরা তোমাদের দু’জনের প্রতি বিশ্বাসী নই।’

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
أَبَاءَنَا وَ تَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي
الْأَرْضِ وَ مَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾

৭৯. ফেরাউন (তার পারিষদকে) বললো: ‘তোমরা সব দক্ষ ম্যাজেসিয়ানদের খুঁজে আমার কাছে নিয়ে আসো।’

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلَيْهِمْ ﴿٧٩﴾

৮০. তারপর ম্যাজেসিয়ানরা সবাই যখন এসে উপস্থিত হলো: মূসা তাদের বললো: ‘তোমরা যা নিষ্কেপ করতে চাও নিষ্কেপ করো।’

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا
مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٨٠﴾

৮১. তারা যখন নিষ্কেপ করলো, মূসা বললো: ‘তোমরা যা নিয়ে এসেছো তা তো ম্যাজিক! আল্লাহ অবশ্যি এ জিনিসকে বাতিল করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সংশোধন করেননা।’

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ
السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُضْلِعُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾

৮২. আল্লাহ তাঁর বাণীর সাহায্যে সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও অপরোধীরা তা পছন্দ করেনা।”

وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩. ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ নির্যাতন করবে এই ভয়ে মুসার কণ্ঠের কিছু যুবক ছাড়া আর কেউই তার প্রতি ঈমান আনেনি। ফেরাউন ছিলো দেশে এক উদ্ধত উচ্চাভিলাষী এবং সে ছিলো সীমালংঘনকারী।

فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِمْ أَن يُقْتِلَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَكَبِيرُ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. মুসা বলেছিল: ‘হে আমার কণ্ঠ! তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকো তাহলে তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করো যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকে।’

وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾

৮৫. তারা বলেছিল: “আমরা আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করলাম, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই যালিম লোকদের নির্যাতনের পাত্র বানিয়োনা।

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬. আর তোমার দয়ায় আমাদেরকে এ কাফির কণ্ঠের কবল থেকে নাজাত দাও।”

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. আমরা মুসা এবং তার ভাইকে অহির মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছিলাম : ‘তোমাদের কণ্ঠের জন্যে মিসরে ঘর নির্মাণ করো আর তোমাদের ঘরগুলোকে কিবলা (ইবাদতের স্থান) বানিয়ে নাও, সালাত কায়েম করো আর মুমিনদের সুসংবাদ দাও।’

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى وَاٰخِيهِ اَنۡ تَبۡنُوا۟ لِقَوۡمِكُمَا بۡيۡتًا مِّمَّ بُنِيَ۟ا وَاجۡعَلُوۡا بۡيُوتَكُمۡ قِبۡلَةً وَّاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿٨٧﴾

৮৮. মুসা বলেছিল: ‘আমাদের প্রভু! তুমি ফেরাউন আর তার পারিষদবর্গকে দুনিয়ার জীবনে চাকচিক্য আর সম্পদ দান করেছে। আমাদের প্রভু! তারা সেগুলো দিয়ে মানুষকে তোমার পথ থেকে বিপথগামী করে। আমাদের প্রভু! তাদের মাল-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের হৃদয়গুলো কঠিন করে দাও। তারা বেদনাদায়ক আযাব দেখার আগ পর্যন্ত ঈমান আনবে না।’

وَقَالَ مُوسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اَتَيْتَ فِرْعَوۡنَ وَاٰخِيۡنَآ زَيۡنَةً وَّاَمۡوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِكَ رَبَّنَا طَهِّرْ عَلٰۤى اَمۡوَالِهِمۡ وَاشۡدُدۡ عَلٰۤى قُلُوۡبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُوۡا حَتّٰى يَرَوُۡا الْعَذَابَ الَّاۤيۡمَ ﴿٨٨﴾

৮৯. তিনি বলেছিলেন: তোমাদের দোয়া কবুল করা হলো, সুতরাং তোমরা অটল অবিচল থাকো, আর তোমরা অঙ্গদের পথের অনুসরণ করোনা।

قَالَ قَدۡ اُجِيبَتۡ دَعۡوَتُكُمَا فَاسۡتَقِيۡمَا وَلَا تَتَّبِعَنِ سَبِيۡلَ الَّذِيۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿٨٩﴾

৯০. আমরা বনি ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিয়েছিলাম আর ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী ঔদ্ধত্যের সাথে সীমালংঘন করে তাদের পিছু ধাওয়া করে। তারপর যখন সে পানিতে ডুবতে থাকলো, বললো: ‘আমি (একথার প্রতি) ঈমান আনলাম যে, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনি ইসরাঈল এবং

وَجُوزُنَا بِبَنِيۡ اِسۡرَآءِيۡلَ الْبَحۡرَ فَاتَّبَعَهُمۡ فِرْعَوۡنُ وَجُنُودُهٗ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتّٰى اِذَا۟ اَدۡرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنۡهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیۡ اٰمَنْتُ بِهٖ بِمُؤَا

রুকু
০৯

আমি মুসলিমদের অন্তরভুক্ত হলাম।'	إِسْرَآءِيلَ وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝
৯১. এখন! অথচ ইতোপূর্বে তুমি অমান্য করেছিলে এবং তুমি ছিলে একজন ফাসাদ সৃষ্টিকারী।	أَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝
৯২. আজ আমরা তোমার দেহটা রক্ষা করবো, যাতে করে তুমি পরবর্তীদের জন্যে নিদর্শন হয়ে থাকো। অনেক মানুষই আমাদের নিদর্শন সম্পর্কে গাফিল।	فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَتِنَا لَغَفُلُونَ ۝
৯৩. আমরা বনি ইসরাঈলকে উৎকৃষ্ট মানের আবাসভূমিতে বসবাস করিয়েছি এবং তাদের দিয়েছি উত্তম জীবন। তারপর তাদের কাছে এলেম আসার পর তারা বিভেদে লিপ্ত হয়। তোমার প্রভু কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন, যে বিষয়ে তারা বিভেদ সৃষ্টি করেছিল।	وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ مَبَآءِ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْقَبْطِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝
৯৪. আমরা তোমার কাছে যা নাখিল করেছি সে বিষয়ে যদি তোমার সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমার পূর্বের কিতাব যারা পাঠ করে তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখো। অবশ্যি তোমার কাছে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য এসেছে, সুতরাং তুমি কোনো অবস্থাতেই সন্দেহে পড়ে থাকা লোকদের অন্তরভুক্ত হয়েনা।	فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝
৯৫. তুমি সেইসব লোকদেরও অন্তরভুক্ত হয়েনা যারা মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর আয়াতকে, তাহলে তুমি শামিল হয়ে পড়বে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে,	وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝
৯৬. যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রভুর বাণী সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না।	إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝
৯৭. এমন কি তাদের কাছে প্রতিটি নিদর্শন এলেও তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখার আগ পর্যন্ত (ঈমান আনবে না)।	وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝
৯৮. তবে ইউনুসের কওমের কথা ভিন্ন। তারা ছাড়া কোনো জনপদের অধিবাসীরা কেন এমন হলো না যে, তারা ঈমান আনতো এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসতো? তারা যখন ঈমান এনেছিল আমরা তাদের থেকে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনাকর আযাব দূর করে দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে কিছুকালের জন্যে ভোগ বিলাসের সামগ্রী সরবরাহ করেছিলাম।	فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَتْ فَتَنْفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ۚ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۝

৯৯. তোমার প্রভু চাইলে বিশ্বে যারা আছে অবশ্য সবাই ঈমান আনতো। তবে কি তুমি মানুষকে ঈমান আনার জন্যে বাধ্য করবে?

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

১০০. আল্লাহর অনুমিত ছাড়া কোনো ব্যক্তির পক্ষে ঈমান আনা সম্ভব নয়। যারা আকল খাটায় না আল্লাহ তাদের কালিমা লিপ্ত করেন।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. বলো: ‘মহাকাশ আর পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করো। যারা ঈমান আনে না, নিদর্শন এবং সতর্কবাণী তাদের কোনো উপকারে আসেনা।

قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيٰتِ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

১০২. তারা কি তাদের আগেকার লোকদের উপর যা ঘটেছিল সেটার অপেক্ষা করছে। বলো: ‘তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম।’

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. তারপর আমরা নাজাত দেবো আমাদের রসূলদেরকে আর ঈমানদারদেরকে। এভাবেই আমাদের দায়িত্ব মুমিনদের নাজাত দেয়া।

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. বলো: ‘হে মানুষ! তোমরা এখনো যদি আমার দীনের ব্যাপারে সন্দেহে থেকে থাকো, তবে জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করো আমি তাদের ইবাদত করিনা। আমি ইবাদত করি একমাত্র আল্লাহর যিনি তোমাদের ওফাত ঘটান। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি যেনো মুমিনদের অন্তরভুক্ত থাকি।’

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾

১০৫. আমাকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে: “তুমি একনিষ্ঠভাবে আদ-দীনের উপর কায়ম থাকো এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়োনা।

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. আর আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ডাকবেনা, যারা তোমার লাভক্ষতি কিছুই করতে পারেনা। তুমি যদি এমনটি করো তাহলে যালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।”

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَئِكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

১০৭. আল্লাহ তোমাকে কোনো অকল্যাণ দিলে তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেউই নেই। তিনি যদি তোমাকে কোনো কল্যাণ দান করেন, তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তিনি তাঁর দাসদের যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করেন। তিনি মহা ক্ষমাশীল মহাদয়াময়।

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

১০৮. হে নবী! বলো: ‘হে মানুষ! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসেছে, সুতরাং যে কেউ সঠিক পথে চলবে, সে তো নিজেরই কল্যাণ করবে, আর যে কেউ বিপথে চলবে সে নিজেরই অকল্যাণ করবে। আমি তোমাদের উকিল (কর্মসম্পাদক) নই।’

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝

১০৯. তোমার প্রতি যে অহি নাখিল হচ্ছে তুমি তারই ইত্তেবা (অনুসরণ) করো, আর সবর অবলম্বন করো যতোক্ষণ না আল্লাহর ফায়সালা আসে। তিনিই সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।

وَ اتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَ اصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُذَ اللَّهُ ۚ وَ هُوَ خَزِيرُ الْحَكِيمِينَ ۝

রুকু
১১

সূরা ১১ হুদ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১২৩, রুকু সংখ্যা: ১০

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০৪: মানবজাতিকে এক আল্লাহর ইবাদত, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাঁর দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দিতে রসূলের প্রতি নির্দেশ।
- ০৫-১১: আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, সকল জীবের রিযিকদাতা, মহাবিশ্বের স্রষ্টা। পরকালের প্রতি মানুষের অস্বীকৃতি। কারা ক্ষমা লাভ করবে?
- ১২-২৪: কুরআনের প্রতি সন্দেহপোষণকারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ। দুনিয়া পূজারীদের জন্য আখিরাতে কোনো অংশ নেই। আল্লাহ্র পথে বাধাদানকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত। যারা ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে তারাই সফল।
- ২৫-৪৯: নূহ আ. এর জাতির প্রতি তাঁর দাওয়াত ও উপদেশ, তাঁর জাতির হঠকারিতা এবং তাদের ধ্বংস ও মুমিনদের মুক্তির ইতিহাস।
- ৫০-৬০: আদ জাতির কাছে হুদ আ. এর দাওয়াত ও উপদেশ। আল্লাহ্র দিকে আসতে তাদের অস্বীকৃতি এবং তাদের ধ্বংসের ইতিহাস।
- ৬১-৬৮: সামুদ জাতির কাছে সালেহ আ. এর দাওয়াত এবং তাদের অবাধ্যতা ও ধ্বংসের ইতিহাস।
- ৬৯-৭৬: ইবরাহিম আ. এর কাছে ফেরেশতাদের আগমন এবং তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ।
- ৭৭-৮৩: লুত জাতির অপকর্ম, তাঁর জাতিকে ধ্বংসের জন্য ফেরেশতাদের আগমন এবং তাদের ধ্বংসের ইতিহাস।
- ৮৪-৯৫: মাদিয়ানবাসীকে শুয়াইব আ. কর্তৃক সংশোধন প্রচেষ্টার ইতিহাস। তাদের অবাধ্যতা ও ধ্বংসের বিবরণ।
- ৯৬-৯৯: ফিরাউন ও তার জাতির কাছে মূসা আ. এর দাওয়াত এবং তাদের অবাধ্যতার বিবরণ।
- ১০০-১২৩: নবীর অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে মানবজাতির প্রতি সতর্কবাণী। নবীর দাওয়াত গ্রহণের মাধ্যমে মানবজাতির ভাগ্যবান ও দুর্ভাগা এই দুভাগে বিভক্তি। বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় নবীর প্রতি অনুসরণীয় নির্দেশাবলি।

<p>সূরা হুদ</p> <p>পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে</p>	<p>سُورَةُ هُودٍ</p> <p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>
<p>০১. আলিফ লাম রা। এটি একটি কিতাব এর আয়াতসমূহ বিজ্ঞানময় সুবিন্যস্ত, বিশদভাবে বর্ণিত, মহাবিজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।</p>	<p>الرَّسُوبُ أَكْبَمَتْ أَيْتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝</p>
<p>০২. (হে নবী! জানিয়ে দাও,) তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত (আনুগত্য, দাসত্ব, পূজা, উপাসনা, প্রার্থনা) করোনা। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।</p>	<p>أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝</p>
<p>০৩. তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর দিকে ফিরে আসো, তাহলে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের উত্তম জীবন সামগ্রী উপভোগ করার সুযোগ দেবেন এবং প্রত্যেক মর্যাদাবানকে দেবেন তার প্রাপ্য মর্যাদা। কিন্তু তোমরা যদি (একথা না মেনে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমাদের জন্যে আশংকা করছি এক গুরুতর দিনের আযাবের।</p>	<p>وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝</p>
<p>০৪. আল্লাহর কাছেই হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।</p>	<p>إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝</p>
<p>০৫. সাবধান! তারা তাঁর কাছ থেকে নিজেদের গোপন করার জন্যে তাদের বন্ধু দ্বিভাজ করে। সাবধান! তারা যখন তাদেরকে বস্ত্র দিয়ে ঢেকে নেয়, তখন তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে তিনি তা জানেন। অবশ্যি তিনি অন্তরের খবর বিশেষভাবে অবহিত।</p>	<p>أَلَا إِنَّهُمْ يَكْتُمُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۖ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝</p>

পারা
১২

০৬. পৃথিবীতে বিচরণকারী সব জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর। তাদের স্থায়ী এবং অস্থায়ী অবস্থান স্থল সম্পর্কে তিনি অবহিত। সবই একটি স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ①

০৭. তিনিই মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয়টি কালে এবং তাঁর আশ্রয় ছিলো পানির উপর তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে কে উত্তম তা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। তুমি যদি তাদের বলো: ‘তোমরা অবশ্যি মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে,’ তখন কাফিররা অবশ্যি বলবে: ‘এতো এক সুস্পষ্ট ম্যাজিক।’

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ②

০৮. আমরা যদি একটা নির্দিষ্ট সময়কাল তাদের উপর আযাব স্থগিত রাখি, তখন তারা অবশ্যি বলবে: ‘কী কারণে আসছে না সে জিনিসটি?’ সাবধান! যেদিন সেটি তাদের কাছে আসবে, তা আর ফেরত নেয়া হবেনা এবং তারা যে বিষয়টাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে তা তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে।

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ③

০৯. আমরা যদি মানুষকে আমাদের রহমতের স্বাদ আশ্বাদন করাই এবং পরে তা তাদের থেকে উঠিয়ে নেই, তখন তারা হতাশ এবং অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

وَلَئِنْ أَدْقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَيُوسٌ كَفُورٌ ④

১০. আর দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর আমরা যদি তাদের সুখ-সম্পদের স্বাদ আশ্বাদন করাই, তখন অবশ্যি তারা বলবে: ‘আমার দুঃখ-দুর্দশা কেটে গেছে।’ তখন সে উল্লসিত ও অহংকারী হয়ে পড়ে।

وَلَئِنْ أَدْقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَهْ ۖ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ⑤

১১. তবে যারা সবার অবলম্বন করে এবং আমলে সালেহ করে তাদের জন্যে রয়েছে মাগফিরাত এবং বিশাল পুরস্কার।

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑥

১২. লোকেরা যে বলে: ‘তার সাথে কোনো ধনভাণ্ডার নাযিল হলো না কেন? কিংবা তার সাথে ফেরেশতা এলোনা কেন?’ এ কারণে কি তুমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ অহির কিছু অংশ বর্জন করবে? এবং এর ফলে কি তোমার মন ছোট হয়ে যাবে? জেনে রাখো, তুমি তো কেবল মাত্র একজন সতর্ককারী। আল্লাহ সব বিষয়ে উকিল-দায়িত্বশীল।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَ ضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ⑦

কক
০১

১৩. নাকি তারা বলে: ‘সে নিজেই এটা (কুরআন) রচনা করে নিয়েছে।’ তুমি বলো: ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে এটির অনুরূপ দশটি সূরা নিজেরা রচনা করে আনো এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর যাদেরকে পারো (সহযোগিতা নেয়ার জন্যে) ডেকে আনো।’

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۱۩

১৪. তারা যদি তোমার এ আহ্বানে এগিয়ে না আসে, তবে জেনে রাখো, এটি (এই কুরআন) তো আল্লাহ্র এলেমের ভিত্তিতে নাযিল করা হয়েছে, আর তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা কি মুসলিম (মান্যকারী) হবে?

فَاَلَمْ يَسْتَجِیْبُوْا لَكُمْ فَاَعْلَمُوْا اَنَّهٗٓ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝۱۪

১৫. যারা দুনিয়ার জীবন এবং তার শোভা সৌন্দর্য কামনা করে, আমরা দুনিয়াতেই তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দিয়ে থাকি এবং সেখানে তাদের কোনো প্রকার কম দেয়া হয়না।

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنٰهَا نُوْفٍ اِلَيْهِمْ اَعْمَالُهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ۝۱۫

১৬. আর আখিরাতে তাদের জন্যে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই থাকেনা। তারা এখানে যা করে আখিরাতে তা নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তাদের সব কাজই অর্থহীন।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبِطُلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝۱۬

১৭. তারা কি ঐ লোকদের সমতুল্য হতে পারে, যারা তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট প্রমাণের (কুরআনের) উপর প্রতিষ্ঠিত, যা তিলাওয়াত করে তাঁর প্রেরিত সাক্ষী (জিবরিল) এবং যার আগে এসেছিল মূসার উপর অবতীর্ণ কিতাব পথ প্রদর্শক ও রহমত হিসাবে? তারা এর প্রতি ঈমান রাখে। মানব দলসমূহের যারাই এটিকে অস্বীকার করে আগুনই হবে তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি এটির সম্পর্কে কোনো প্রকার সন্দেহে থাকোনা। এটি তো তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এক মহাসত্য। তবে অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করেনা।

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شٰهَدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتٰبٌ مُّوسٰٓى اِمَامًا وَّ رَّحْمَةً ۗ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۗ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالْتَّارُ مَوْعِدٌ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ اِنَّهٗ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۱ۭ

১৮. ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে, যে মিথ্যা রচনা করে আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করে। তাদের উপস্থাপন করা হবে তাদের প্রভুর দরবারে এবং সাক্ষীরা বলবে: এরাই তাদের প্রভুর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। সাবধান, যালিমদের প্রতি আল্লাহ্র লানত,

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَ يَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ اِلَّا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝۱ۮ

১৯. যারা বাধা সৃষ্টি করে আল্লাহ্র পথে এবং তাতে সন্ধান করে বক্রতা এবং যারা আখিরাতে প্রতি অবিশ্বাসী।

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝۱ۯ

২০. এরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ছাড়া তো আর তাদের কোনো অলি ছিলনা। তাদের আযাব দ্বিগুণ করা হবে। তাদের শোনারও সামর্থ্য ছিলনা এবং তারা দেখতেও পেতোনা। وَمَا كَانُوا يَنْصُرُونَ ⑩	أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانْ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ⑩
২১. তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তাদের কপ্তিত (শরিকরা) তখন তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে।	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ⑪
২২. কোনো সন্দেহ নেই, আখিরাতে তারা হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।	لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ⑫
২৩. যারা ঈমান আনে, এবং আমলে সালেহ করে এবং তাদের প্রভুর প্রতি বিনীত হয়ে জীবন যাপন করে, তারাই হবে জান্নাতের অধিকারী, সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল।	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ اخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑬
২৪. এই দুই পক্ষের উপমা হলো এ রকম, যেমন একজন হলো অন্ধ ও বধির এবং অপরজন হলো চক্ষুস্পন্দন ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন। এরা দুইজন কি সমতুল্য? কেন তোমরা বুঝার চেষ্টা করোনা? ককু ০২	مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ⑭
২৫. আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কওমের কাছে। (সে তাদের বলেছিল), আমি তোমাদের প্রতি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑮
২৬. তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করোনা। আমি তোমাদের জন্যে এক বেদনাদায়ক দিনের আযাবের আশংকা করছি।	أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ⑯
২৭. তখন তার কওমের প্রধানরা বলেছিল: ‘আমরা তো তোমাকে আমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই দেখছি। আর আমরা বাহ্য দৃষ্টিতেই দেখছি, যারা তোমার অনুসরণ করছে তারা আমাদের মধ্যে একেবারেই নীচু শ্রেণীর। আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্বই দেখছি না। বরং আমরা তো মনে করি তোমরা সবাই মিথ্যাবাদী।’	فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَا إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ⑰
২৮. সে বলেছিল: “হে আমার কওম! তোমরা ভেবে দেখো, আমি যদি আমার প্রভুর প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি তাঁর নিজ অনুগ্রহ থেকে আমাকে দান করে থাকেন আর সে বিষয়ে যদি তোমাদের অন্ধ করে দেয়া হয়ে থাকে, তবে তোমাদের অপছন্দ সত্ত্বেও কি আমি তোমাদের তা গ্রহণে বাধ্য করতে পারি?	قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَ أَتَيْتُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَجَعِلْتُ عَلَيْكُمْ أَلْزِمًا مِّمَّا هَاوَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ ⑱

২৯. হে আমার কওম! এ কাজের জন্যে তো আমি তোমাদের কাছে মাল-সম্পদ চাই না। আমার প্রতিদানের দায়িত্ব তো আল্লাহর। আমি তো মুমিনদেরকে আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যি তাদের প্রভুর সাক্ষাত লাভ করবে। বরং আমি তো দেখছি তোমরাই সবাই জাহিল লোক।

وَيَقُولُ لَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَلَكِنِّي أَرَكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾

৩০. হে আমার কওম! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? তোমরা কি অনুধাবন করার চেষ্টা করবেনা?

وَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. আমি তো তোমাদের বলছি না যে, আমার কাছে আল্লাহর অর্থভাণ্ডার রয়েছে, কিংবা আমি গায়েব জানি। কিংবা আমি তো এ কথাও বলছি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা নিম্নশ্রেণীর তাদের ব্যাপারেও আমি একথা বলি না যে, আল্লাহ কখনো তাদের কল্যাণ করবেন না। তাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহই তা অধিক জানেন। তোমাদের কথা মেনে নিলে তো আমি যালিমদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবো।”

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيَ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۚ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾

৩২. তারা বলেছিল: ‘হে নূহ! তুমি তো আমাদের সাথে বিতণ্ডা করেছো প্রচুর বিতণ্ডা, সুতরাং তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদেরকে তোমার প্রতিশ্রুত ঘটনাটি ঘটিয়ে দেখাও।’

قَالُوا يُونُسُ ۖ قَدْ جَدَلْتَنَا فَكُنتَ مِنْ لَنَا فَأَنِنَّا بِمَا تَعِدُنَا ۚ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. জবাবে সে বলেছিল: ‘সেই ঘটনাটি একমাত্র আল্লাহই ঘটিয়ে তোমাদের দেখাতে পারেন যদি তিনি চান এবং তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না।’

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আল্লাহই যদি তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান তবে আমি নসিহত করতে চাইলেও আমার নসিহত তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না। তিনিই তোমাদের প্রভু। তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ۚ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۖ هُوَ رَبُّكُمْ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. নাকি তারা বলে: ‘সে নিজেই এটি রচনা করে নিয়েছে।’ তুমি বলো: ‘এটি (এ কুরআন) যদি আমি রচনা করে থাকি, তবে আমার অপরাধের জন্যে আমিই দায়ী হবো। আর তোমরা যে অপরাধ করছো তার দায় দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।’

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ ۖ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي ۚ وَأَنَا بِرَبِّي ۚ وَمِمَّا تَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. নূহকে অহির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, তোমার কওমের যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউই ঈমান আনবে না।

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ۚ فَلَا تَبْتَئِسْ

সুতরাং তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে তুমি আর নিরাশ হয়েনা।

بَسَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٧﴾

৩৭. আমাদের তত্ত্বাবধান ও অহির ভিত্তিতে তুমি একটি নৌযান তৈরি করো এবং যারা যুলুম করেছে তাদের বিষয়ে তুমি আমার কাছে কোনো প্রকার সুপারিশ করোনা, তারা পানিতে নিমজ্জিত হবেই।

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٦٨﴾

৩৮. সে নৌযান তৈরি করছিল, তখন তার কণ্ডমের প্রধানরা তার ওখান দিয়ে যাওয়া আসার সময় এ নিয়ে তাকে উপহাস করতো। সে বলেছিল: তোমরা যদি আমাদের নিয়ে উপহাস করো, আমরাও তোমাদের নিয়ে উপহাস করবো যেভাবে তোমরা আমাদের নিয়ে উপহাস করছো।

وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٦٩﴾

৩৯. অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কাদের উপর এসে পড়বে অপমানকর আযাব এবং কাদের উপর হালাল হয়ে যাবে স্থায়ী আযাব।

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٧٠﴾

৪০. অবশেষে এসে পড়ে আমাদের নির্দেশ এবং চুলা থেকে উথলে উঠতে থাকে পানির স্রোত। আমরা বললাম, তাতে উঠিয়ে নাও সব শ্রেণীর যুগলের দুইটি করে আর তোমার পরিবার পরিজনকে আর যারা ঈমান এনেছে, তবে তাদেরকে নয় যাদের ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। আর তার (নূহের) সাথে ঈমান এনেছিল মাত্র কয়েকজনই।

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنٌ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٧١﴾

৪১. সে বলেছিল: ‘তোমরা এতে আরোহণ করো। আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি) এর চলতি এবং এর স্থিতি। আমার প্রভু অবশ্যি পরম ক্ষমালীল দয়াময়।’

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٢﴾

৪২. নৌযানটি তাদের নিয়ে চলছিল তরঙ্গের মধ্যে পর্বতের মতো। আর নূহ তার ছেলেকে ডেকে বলেছিল, যে (নৌযানে আরোহন না করে) পৃথক ছিলো: ‘হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ করো, কাফিরদের সাথি হয়ে থেকে যেয়োনা।’

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَ نَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنَىٰ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٣﴾

৪৩. কিন্তু সে বলেছিল: ‘আমি (উঁচু) পর্বতে আশ্রয় নিচ্ছি, যা আমাকে পানি (প্লাবন) থেকে রক্ষা করবে।’ সে (নূহ) বললো: ‘আজ আল্লাহর ফায়সালা থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, তবে তিনি যাকে দয়া করেন সে ছাড়া। (বলতে বলতে) তরঙ্গ তাদের মাঝখানে ঢুকে গেলো এবং সে ডুবে যাওয়াদের অন্তরভুক্ত হয়ে গেলো।

قَالَ سَاوِيَ إِلَىٰ جِبَلٍ يَّغْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجَمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُهْرَقِينَ ﴿٧٤﴾

৪৪. অবশেষে বলা হলো: ‘হে পৃথিবী, তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও! হে আকাশ, তুমি

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسَّاءِ أَفْلَحِي وَ

বর্ষণ বন্ধ করো।’ অতঃপর প্লাবন শেষ হলো এবং ফায়সালা পূর্ণ হলো এবং নৌযানটি জুদি পাহাড়ের উপর এসে স্থির হলো। আর বলা হলো: ‘নিপাত গেলো যালিম সম্প্রদায়।’

৪৫. নূহ তার প্রভুকে ডেকে বলেছিল: ‘আমার প্রভু! আমার ছেলে তো আমার পরিবারেরই একজন আর তোমার ওয়াদা তো সত্য এবং তুমিই তো সব বিচারকের বড় ন্যায় বিচারক।’

৪৬. তিনি বলেছিলেন: ‘হে নূহ! সে তোমার পরিবারের সদস্য নয়। সে তো এক অসৎকর্ম। ফলে এমন বিষয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করোনা, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি যেনো জাহিলদের মতো কথা না বলো।’

৪৭. তখন সে বললো: ‘আমার প্রভু! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে যেনো তোমার কাছে প্রার্থনা না করি সে জন্যে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো এবং আমার প্রতি রহম না করো, তবে তো আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তরভুক্ত হয়ে পড়বো।’

৪৮. বলা হয়েছিল: ‘হে নূহ! (নৌযান থেকে) নেমে পড়ো। আমাদের পক্ষ থেকে সালাম ও বরকত তোমার প্রতি এবং যেসব প্রজাতি তোমার সাথে রয়েছে তাদের প্রতি। আর অন্যান্য জাতিসমূহকে আমরা কিছুকাল জীবন উপভোগ করতে দেবো, তারপর আমাদের পক্ষ থেকে বেদনাদায়ক আযাব তাদেরকেও স্পর্শ করবে।’

৪৯. এগুলো গায়েবের সংবাদ তোমার প্রতি আমরা অহি করছি। তুমি কিংবা তোমার কওম ইতোপূর্বে এ বিষয়গুলো জানতে না। অতএব সবর অবলম্বন করো, পরিণামে সাফল্য মুস্তাকিদেরই জন্যে।

৫০. আর আমরা আদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদেরই ভাই হুদকে। সে তাদের বলেছিল: ‘হে আমার কওম! তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তবে তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী।

৫১. হে আমার কওম! আমি তো এ কাজের জন্যে তোমাদের কাছে কোনো প্রকার পারিশ্রমিক চাইনা। আমার প্রতিদানের দায়িত্ব তাঁর, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবু কি তোমরা বুঝার চেষ্টা করবেনা?

غِيْضَ الْمَاءِ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَ قِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

وَ نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ۝

قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطِكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَ تَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

قِيلَ يُنُوحُ امْكُثْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَ بَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَ عَلَى أُمَّةٍ مِّنْ مَّعَكَ وَ أُمَّةٍ سَنُنَبِّئُهَا ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۝

يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

৫২. হে আমার কওম! তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমাদের প্রভুর কাছে, অতঃপর ফিরে আসো তাঁর দিকে। তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে প্রচুর পানি বর্ষণ করবেন এবং বর্তমান শক্তির সাথে আরো শক্তি বাড়িয়ে দেবেন। তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়োনা।”

وَيَقُومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾

৫৩. তারা বলেছিল: “হে হুদ! তুমি তো আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসোনি। আমরা তো তোমার কথায় আমাদের ইলাহদের (দেব দেবীদের) পরিত্যাগ করতে পারিনা। তাছাড়া আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসীও নই।

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪. আমরা বলছি, তোমাদের উপর আমাদের দেব-দেবীদের অভিশাপ পড়েছে।” সে বলেছিল: “আমি আল্লাহকে সাক্ষী বানাচ্ছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকো, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক করছো আমি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি।

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدْوَ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫. আল্লাহ ছাড়া তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো, তারপর আমাকে কোনো অবকাশ দিও না।

مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. আমি তো তাওয়াঙ্কুল করেছি আল্লাহর উপর যিনি আমার প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। এমন কোনো জীব নেই, যে তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেই। নিশ্চয়ই আমার প্রভু সঠিক সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَّتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

৫৭. আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখো, আমি তোমাদের কাছে যে বার্তা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি। আমার প্রভু তোমাদের পরিবর্তে ভিন্ন কোনো কওমকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আমার প্রভু সব কিছুই রক্ষক।”

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿٥٧﴾

৫৮. তারপর যখন আমাদের নির্দেশ এসে পৌছে, আমরা হুদকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমাদের দয়াদায়ক নাজাত দিয়েছিলাম এবং তাদের রক্ষা করেছিলাম কঠিন আযাব থেকে।

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾

৫৯. তারা ছিলো আদ জাতি, তারা তাদের প্রভুর আয়াত অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর রসূলদের অমান্য করেছিল এবং প্রত্যেক অহংকারী স্বৈরাচারীর অনুসরণ করেছিল।

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾

৬০. দুনিয়ার জীবনে তাদের অভিশাপগ্রস্ত করা হয়েছিল এবং কিয়ামতের দিনও হবে তারা

وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ

অভিশাপগ্রস্ত। সাবধান, আদ জাতি তাদের প্রভুকে অস্বীকার করেছিল। সাবধান, নিপাত গিয়েছিল আদ জাতি, যারা ছিলো হুদের কওম।

الْقَبِيلَةِ ۚ اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ اَلَا
بَعْدَ الْعَادِ قَوْمُ هُودٍ ۝

৬১. আর আমরা সামুদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদেরই ভাই সালেহকে। সে তাদের বলেছিল: ‘হে আমার কওম! তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন জমিন থেকে এবং তাতেই তোমাদের তামির (প্রতিষ্ঠিত) করেছেন। অতএব, তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁরই দিকে ফিরো আসো। অবশ্যি আমার প্রভু অতি কাছে এবং ডাকে সাড়া দানকারী।’

وَ اِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ طَالِحًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ
اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ
اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ اسْتَعْبَرَكُمْ فِيْهَا
فَاَسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ۚ اِنَّ رَبِّيْ
قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ۝

৬২. তারা বলেছিল: ‘হে সালেহ! ইতোপূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশা-ভরসার স্থল। আর এখন কি তুমি আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের ইবাদত করতো তাদের ইবাদত করতে আমাদের নিষেধ করছো? তুমি আমাদের যেদিকে ডাকছো সে বিষয়ে অবশ্যি আমরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে রয়েছি।

قَالُوْا يٰطَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ
هٰذَا اَتَنْهٰنَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَ
اَتَنَا لِفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝

৬৩. সে বলেছিল: ‘হে আমার কওম! তোমাদের মতামত কী, আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে কোনো অনুগ্রহ দান করেন, তখন আমাকে কে রক্ষা করবে যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই? তোমরা আমার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বাড়াতে পারবে না।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَاۤءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ
مِّنْ رَبِّيْ وَ اَتٰنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يُّنْصِرُنِيْ
مِّنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ ۚ فَمَا تَزِيْدُوْنِيْ غَيْرَ
تُخْسِيْرٍ ۝

৬৪. হে আমার কওম! এটি আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন। তোমরা এটিকে আল্লাহর জমিনে চরে খেতে দাও। তোমরা এটিকে মন্দ (উদ্দেশ্যে) স্পর্শ করোনা, করলে তোমাদের উপর আপত্তি হবে আশু আযাব।

وَ يٰقَوْمِ هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةٌ فَذَرُوْهَا
تَاْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ
فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۝

৬৫. কিন্তু তারা সেটিকে হত্যা করে। তখন সে তাদের বলেছিল: ‘তোমরা তোমাদের ঘরে মাত্র তিনদিন উপভোগ করো। এটি একটি অনিবার্য সত্য ওয়াদা।’

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ
اَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ۝

৬৬. অতঃপর যখন আমাদের নির্দেশ এসে পৌঁছালো আমরা আমাদের অনুগ্রহে সালেহ এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদের রক্ষা করলাম সেদিনের চরম লাঞ্ছনা থেকে। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মহাশক্তিধর পরাক্রমশালী।

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا طَالِحًا وَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ مِنْ خِزْيِ
يَوْمِئِذٍ ۚ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۝

৬৭. আর যারা যুলুম করেছিল তাদের পাকড়াও করলো এক বিকট শব্দ। ফলে তারা তাদের ঘরে ঘরে উণ্ড হয়ে পড়েছিল।

وَ اَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ فَاصْبَحُوْا
فِيْ دِيَارِهِمْ جَثِيْمِيْنَ ۝

রুকু
০৬

৬৮. অবস্থা এমন হয়েছিল যেনো তারা কখনো সেখানে বসবাসই করেনি। সাবধান, সামুদ জাতি তাদের প্রভুকে অস্বীকার করেছিল। সাবধান, সামুদ জাতি সমূলে নিপাত হয়ে গিয়েছিল।

كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الْآلِ إِنَّ تَمُودَ أَكْفَرُوا
رَبَّهُمْ ۚ الْآلِ بَعْدَ الْإِثْمُودَ ۝

৬৯. আমাদের দূত (ফেরেশতারা) সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল ইবরাহিমের কাছে। এসে তারা বলেছিল: ‘সালাম!’ সেও বলেছিল: ‘সালাম।’ অতঃপর সে দেরি না করে ভুনা করা গো-বাছুর নিয়ে এলো (তাদের মেহমানদারির জন্যে)।

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى
قَالُوا سَلَامٌ ۚ قَالَ سَلِمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ
بِعِجْلٍ حَنِينٍ ۝

৭০. সে যখন দেখলো, তারা সে (খাবারের) দিকে হাত বাড়ছে না, তখন সে তাদের আগমনকে অশুভ মনে করলো এবং তাদের ব্যাপারে তার মনে ভয় ঢুকলো। তারা বললো: ‘আপনি ভয় পাবেননা, আমরা তো লুতের কওমের কাছে প্রেরিত হয়েছি।’

فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ
نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا
لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ ۝

৭১. তার স্ত্রী দাঁড়ানো ছিলো, সে (তার স্ত্রী) হেসে ফেললো। তখন আমরা তাকে সুসংবাদ দিলাম (পুত্র) ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে (নাতি) ইয়াকুবের।

وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا
بِإِسْحَقَ ۚ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ۝

৭২. সে (ইবরাহিমের স্ত্রী সারাহ) বললো: ‘হায় হায়, আমি সন্তানের মা হবো, অথচ আমি একজন বৃদ্ধা এবং আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এ-তো এক বিস্ময়কর ব্যাপার!’

قَالَتْ يَوَيْلَكَ أَيُّدٍ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هَذَا
بَعْلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيبٌ ۝

৭৩. তারা বললো: ‘আপনি কি আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করছেন? হে আহলে বাইত (ঘরবাসী)! এটা তো আপনাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত এবং বরকত। নিশ্চয়ই তিনি সপ্রশংসিত ও সম্মানিত।’

قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتِ اللَّهِ
وَ بَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ
حَكِيمٌ مُبِينٌ ۝

৭৪. ইবরাহিমের থেকে যখন আতংক দূর হয়ে গেলো এবং সে সুসংবাদ লাভ করলো, তখন সে লুতের কওমের ব্যাপারে বিতর্ক করতে থাকলো।

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَ جَاءَتْهُ
الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۝

৭৫. নিশ্চয়ই ইবরাহিম ছিলো এক সহনশীল, কোমল হৃদয় এবং আল্লাহমুখী মানুষ।

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۝

৭৬. হে ইবরাহিম! এ (বিতর্ক) থেকে বিরত হও, (তাদের প্রতি তো) তোমার প্রভুর নির্দেশ এসে গেছে। তাদের উপর এক অপ্রতিরোধ্য আযাব এসে যাচ্ছে।

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۚ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ
رَبِّكَ ۚ وَانْهَمْ أَتْيَهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مُرَدُّودٍ ۝

৭৭. অতঃপর আমাদের দূত (ফেরেশতারা) যখন লুতের কাছে এলো, তাদের আগমনে সে বিষন্ন হয়ে পড়লো এবং তাদের (তার জাতিকে) রক্ষায় নিজেকে অক্ষম মনে করলো, আর বললো: ‘এ তো এক শোকাবহ দিন।’

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَ
ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ۚ قَالَ هَذَا يَوْمُ
عَصِيبٍ ۝

৭৮. তখন তার কওম তার দিকে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে এলো এবং আগে থেকে তারা কুকাজে অভ্যস্ত ছিলো। সে বললো: ‘হে আমার কওম! এই যে আমার (কওমের) কন্যারা রয়েছে, তোমাদের জন্যে এরাই পবিত্র (তোমরা তাদের বিয়ে করে নাও)। আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করোনা। তোমাদের মধ্যে কি একজন ভালো মানুষও নেই?’

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ
كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَقُومِرْ
هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَلَا تَخْذَرُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ
رَجُلٌ رَشِيدٌ ⑤

৭৯. তারা বললো: ‘তুমি তো জানো, তোমার কন্যাদের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা কী চাই তুমি তো তা ভালো করেই জানো।’

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ
وَإِنَّكَ لَتَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ⑥

৮০. সে বললো: ‘তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকতো অথবা আমি যদি আশ্রয় পেতাম কোনো সুদৃঢ় স্তম্ভের!’

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ
شَدِيدٍ ⑦

৮১. তারা বললো: হে লুত! আমরা তো আপনার প্রভুর দূত। ওরা কখনো আপনার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। আপনি রাতের কোনো এক সময় আপনার পরিবার পরিজন নিয়ে বের হয়ে পড়ুন এবং আপনাদের কেউই যেনো পেছনে না তাকায়। তবে আপনার স্ত্রীকে সাথে নেবেন না। তাদের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। প্রভাতই তাদের নির্ধারিত সময়। প্রভাত কি ঘনিয়ে আসেনি?

قَالُوا يَلُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا
إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا
يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ إِنَّهُ
مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ
الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ⑧

৮২. তারপর যখন আমাদের নির্দেশ এসে পৌঁছে, তখন আমরা সেই জনপদকে উল্টে দিয়েছি এবং তার উপর অনবরত বর্ষণ করেছি পাথর কঙ্কর।

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِنْ سِجِّيلٍ مُنْضُودٍ ⑨

৮৩. তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সেগুলো ছিলো (তাদের) নাম লেখা কঙ্কর। সেই জনপদ (তোমার প্রতিপক্ষ) এই যালিমদের থেকে দূরে নয়।

مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ
بَبْعِيدٍ ⑩

৮৪. আর আমরা মাদায়ানে পাঠিয়েছিলাম তাদেরই ভাই শুয়াইবকে। সে তাদের বলেছিল: ‘হে আমার কওম! তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা মাপে এবং ওজনে কম করোনা। আমি তো তোমাদের স্বচ্ছল দেখছি। আমি তোমাদের উপর আশংকা করছি এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের।’

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقُومِرْ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا
تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ
بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
مُحِيطٍ ⑪

৮৫. হে আমার কওম! ইনসাফের সাথে পূর্ণ করে দাও মাপ এবং ওজন। মানুষকে তাদের প্রাপ্য সামগ্রী কম দিও না এবং দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িয়োনা।

وَيَقُومِرْ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ⑫

৮৬. আল্লাহর অনুমোদিত বাকিটাই (লাভটাই) তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তুমি মুমিন হও। আমি তোমাদের উপর পাহারাদার নই।”

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝

৮৭. তখন তারা বলেছিল: ‘হে শুয়াইব! তোমার সালাত কি তোমাকে এই নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পূর্ব পুরুষরা যে সবের ইবাদত করতো আমরা যেনো সেগুলোকে ত্যাগ করি? কিংবা আমাদের ধন-সম্পদ নিয়ে আমরা যা ইচ্ছে তাই করি? শুধু তুমি রয়ে গেলে একজন উঁচু মনের ধৈর্যশীল সং মানুষ।’

قَالُوا يَشْعَبُ أَصْلُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ۝

৮৮. তখন সে বলেছিল: “হে আমার কওম! তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম জীবিকা দান করেন (তবে আমি কী করে তাঁর অবাধ্য হই?)। আমি চাইনা, তোমাদেরকে আমি যা নিষেধ করছি, আমি নিজেই তার বিপরীত আচরণ করি। আমি তো আমার সাধ্যমতো সংশোধন করতে চাই। আমি তো ততোটাই করি যতোটা আল্লাহ আমাকে তৌফিক দেন। তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।

قَالَ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

৮৯. হে আমার কওম! আমার বিরুদ্ধাচরণ যেনো তোমাদেরকে এমন অপরাধে লিপ্ত না করে, যার ফলে তোমাদের উপর সে রকম বিপদ এসে পড়ে, যে রকম আপদ আপতিত হয়েছিল নূহের কওম, হুদের কওম, কিংবা সালেহর কওমের উপর। আর লুতের কওমের ঘটনা তো তোমাদের থেকে বেশি দূরের নয়।

وَيَقُومُ لَا يَجْرِمُكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۝

৯০. তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তারপর তাঁরই দিকে ফিরে আসো। নিশ্চয়ই আমার প্রভু পরম দয়াবান, বন্ধুসুলভ।”

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝

৯১. তখন তারা বলেছিল: ‘হে শুয়াইব! তুমি যা বলছো তার অনেক কথাই আমরা বুঝতে পারছি। আমাদের মাঝে তো আমরা তোমাকে দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করতাম আর আমাদের উপর তুমি শক্তিমান নও।’

قَالُوا يَشْعَبُ مَا تَفْقَهُ كَيْدًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝

৯২. সে বলেছিল: “হে আমার কওম! তোমাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্কটা কি আল্লাহর চাইতেও তোমাদের উপর বেশি শক্তিশালী? অথচ তোমরা তাঁকেই সম্পূর্ণ পেছনে ফেলে রেখেছো। জেনে রাখো, তোমরা যা করছো আমার প্রভু তা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।’

قَالَ يَقُومُ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَّ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

৯৩. হে আমার কওম! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে নিজেদের কর্মকাণ্ড করতে থাকো, আমিও আমার কাজ করে যাবো। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার উপর এসে পড়ে অপমানকর আযাব এবং কে মিথ্যাবাদী? তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম।”

وَيَقُومِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ
سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ
يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا إِنِّي
مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾

৯৪. অতঃপর যখন আমাদের নির্দেশ এসে পড়েছিল, আমরা আমাদের রহমতে নাজাত দিয়েছিলাম শুয়াইবকে এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে। আর মহা বিকট শব্দ পাকড়াও করে নিয়েছিল যালিমদেরকে। ফলে তারা তাদের ঘরে ঘরে উপুড় হয়ে পড়েছিল।

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَ الَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ
ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ
جُثَيِّينَ ﴿٩٤﴾

রুকু
০৮

৯৫. অবস্থা এমন হয়েছিল, যেনো তারা কখনো সেখানে বসবাসই করেনি। সাবধান মাদায়েনবাসী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যেমন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সামুদ জাতি।

كَانَ لَمْ يَخِفُوا فِيهَا ۚ إِلَّا بُعْدًا لِّمَدِينٍ
كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

৯৬. আমরা মুসাকে পাঠিয়েছিলাম আমাদের নির্দর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾

৯৭. ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা ফেরাউনের নির্দেশের অনুসরণ করে, অথচ ফেরাউনের নির্দেশ ন্যায্য ছিলনা।

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَآئِئِهِ فَاتَّبَعُوهُ أَمْرٌ فِرْعَوْنَ
وَمَا أَمْرٌ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾

৯৮. কিয়ামতের দিন সে তার (অনুগামী) কওমের সামনে সামনেই থাকবে এবং তাদের নিয়ে প্রবেশ করবে জাহান্নামে। যেখানে তাদের প্রবেশ করানো হবে তা কতো যে নিকৃষ্ট জায়গা!

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ
وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾

৯৯. এই দুনিয়ায় এবং কিয়ামতের দিনেও তাদেরকে লানতের অনুগামী করা হয়েছে। তাদেরকে যে পুরস্কার দেয়া হবে, তা কতো যে নিকৃষ্ট পুরস্কার!

وَ أَتَّبِعُوا فِي هٰذِهِ لَعَنَةً وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾

১০০. এ হলো জনপদসমূহের সংবাদ যা আমরা তোমার কাছে বর্ণনা করছি। সেগুলোর মধ্যে কিছু (জনপদের চিহ্ন) এখনো বিদ্যমান আছে, আর কিছু হয়ে গেছে বিলীন।

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْقُرْآٰنِ نَقَّصْنَاهُ عَلَيْكَ
مِنْهَا قَائِمٌ وَ حَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾

১০১. আমরা তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। তাদের উপর যখন আমাদের শাস্তির ফায়সালা এসেছিল, তখন তারা আল্লাহকে ছাড়া যাদের ডাকতো সেই সব ইলাহরা তাদের কিছু মাত্র কাজে আসেনি। তারা তাদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বাড়ায়নি।

وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا
أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَ
مَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَشَابِهٌ ﴿١٠١﴾

১০২. কোনো জনপদ যখন যুলুম করতে থাকে, তখন তোমার প্রভু তাদেরকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। তাঁর শাস্তি বড়ই কঠিন বেদনাদায়ক।

وَ كَذٰلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآٰنَ وَ هِيَ
ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخَذَهُ أَكْبَرُ شِدِيدٍ ﴿١٠٢﴾

১০৩. এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন তাদের জন্যে, যারা আখিরাতের আযাবকে ভয় পায়। সেদিন সব মানুষকে জমা করা হবে এবং সেটাই হবে উপস্থিতির দিন।	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن كَانَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذُلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۝
১০৪. সেটাকে আমরা একটা নির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত রেখেছি মাত্র।	وَمَا نُوَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ۝
১০৫. সে দিনটি যখন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউই কথা বলতে পারবে না। তাদের মধ্যে কিছু লোক হবে হতভাগ্য আর কিছু লোক হবে ভাগ্যবান।	يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۝
১০৬. হতভাগারা থাকবে জাহান্নামে। সেখানে তাদের জন্যে থাকবে কেবল চীৎকার আর আত্নাদ।	فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝
১০৭. সেখানেই স্থায়ীভাবে পড়ে থাকবে তারা যতোদিন মহাকাশ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রভু অন্য কিছু চান। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু যা চান তাই করেন।	خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝
১০৮. আর যারা হবে ভাগ্যবান, তারা থাকবে জান্নাতে। চিরকাল তারা সেখানে (উপভোগ করতে) থাকবে, যতোদিন বিদ্যমান থাকবে মহাকাশ ও পৃথিবী, যদি না তোমার প্রভু ভিন্ন কিছু চান। এ এক অনন্ত অবিরাম পুরস্কার।	وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُودٍ ۝
১০৯. সুতরাং তারা যে সবার ইবাদত করে সেগুলোর ভ্রান্ত বাতিল হবার ব্যাপারে তুমি মোটেও সংশয়ে থেকেনা। আগে তাদের বাপ-দাদারা যাদের ইবাদত করতো তারাও তাদেরই ইবাদত করে। আমরা অবশ্য তাদের প্রাপ্য অংশ কিছুমাত্র কম না করে পুরোপুরি দেবো।	فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَ إِنَّا لَمُؤَفَّقُوهُمْ لِنَصِيبِهِمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ۝
১১০. আমরা মূসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম এবং তা নিয়েও মতভেদ করা হয়েছিল। তোমার প্রভুর পূর্ব ফায়সালা না থাকলে তাদের মাঝেও মীমাংসা হয়ে যেতো। তারা অবশ্য এ (কিতাব) নিয়ে ভ্রান্তিকর সংশয়ের মধ্যে ছিলো।	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِّ بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مِرْيَبٍ ۝
১১১. যখন নির্ধারিত সময়টি আসবে, তখন অবশ্য তোমার প্রভু তাদের প্রত্যেককে তার আমলের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন। তারা যা আমল করে সে বিষয়ে তিনি পুরোপুরি অবহিত।	وَإِنَّ كُلًّا لِّمَّا لِيُوقِنَهُمْ رَبُّكَ أَحْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝
১১২. সুতরাং তোমাকে যে রকম নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার উপর কয়েম থাকো তুমি এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তারা, আর সীমালংঘন করোনা। তোমরা যা আমল করো সবই তাঁর দৃষ্টিপথে রয়েছে।	فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

১১৩. যারা যুলুম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়োনা, তাহলে তোমাদের স্পর্শ করবে জাহান্নামের আগুন এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের আর কোনো অলি থাকবে না, আর তোমাদেরকে সাহায্যও করা হবেনা।	وَلَا تَزْكُرُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۖ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝
১১৪. সালাত কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে (অর্থাৎ ফজর এবং যোহর, আসর ও মাগরিব) এবং রাতের প্রথমার্শে (অর্থাৎ এশার সালাত)। নিশ্চয়ই পুণ্য মিটিয়ে দেয় পাপকে। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে একটি উপদেশ।	وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرِ ۚ ۝
১১৫. সবর অবলম্বন করো। অবশিষ্ট আল্লাহ্ বিনষ্ট করেন না পুণ্যবানদের কর্মফল।	وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝
১১৬. আমরা তোমাদের পূর্ব প্রজন্মের যাদের রক্ষা করেছিলাম, তাদের স্বল্প সংখ্যক ছাড়া বাকিরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করতো না কেন? যালিমরা সে সময়েরই অনুসরণ করতো যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ পেতো। আসলে তারা ছিলো অপরাধী।	فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝
১১৭. অধিবাসীরা সংশোধনকামী থাকা অবস্থায় তোমার প্রভু অন্যায়ভাবে কোনো জনপদকে ধ্বংস করেন না।	وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ۚ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۝
১১৮. তোমার প্রভু চাইলে সব মানুষকে এক উম্মত বানাতে পারতেন। কিন্তু তারা বিভেদকারীই থেকে যাবে।	وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝
১১৯. তবে তোমার প্রভু যাদের রহম করেন তারা ছাড়া। আর তিনি এ জন্যেই তাদের সৃষ্টি করেছেন। ‘আমি অবশিষ্ট জিন এবং ইনসানকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো’- তোমার প্রভুর এ ঘোষণা পূর্ণ হবেই।	إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝
১২০. (পূর্বের) রসূলদের এসব সংবাদ আমরা তোমার কাছে বর্ণনা করছি এ জন্যে, যেনো এর মাধ্যমে আমরা তোমার হৃদয়কে দৃঢ় করি, আর এর মাধ্যমে তোমার কাছে এসেছে সত্য (ইতিহাস)। তাছাড়া এটি হলো মুমিনদের জন্যে উপদেশ এবং সতর্কবাণী।	وَكَأَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِن أُنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَحْنُ بِهٖ فَوَادِكْ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ ۚ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝
১২১. যারা ঈমান আনেনা, তাদের বলে দাও: “তোমাদের অবস্থানে থেকে তোমরা তোমাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাও, আমরাও করে যাবো আমাদের কাজ।	وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۚ إِنَّا عَمِلُونَ ۝
১২২. আর তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও থাকলাম অপেক্ষায়।”	وَانْتَظِرُوا ۚ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝

রুকু
১০

১২৩. মহাকাশ এবং পৃথিবীর গায়েব তো আল্লাহই জানেন। সকল বিষয় তাঁরই কাছে রহস্য হয়। সুতরাং তুমি তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করো। তোমরা যা করো সে বিষয়ে তোমার প্রভু গাফিল নন।

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٢

সূরা ১২ ইউসুফ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১১১, রুকু সংখ্যা: ১২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০২: কুরআন আরবি ভাষায় নাথিল করা হয়েছে রসূলের শ্রোতাদের বুঝার জন্য।
০৩-০৬: কুরআনের সর্বোত্তম কাহিনী ইউসুফের কাহিনী। ইউসুফের স্বপ্ন ও তাঁর পিতার সতর্কবাণী।
০৭-২০: ইউসুফের বিরুদ্ধে তার ভাইদের ষড়যন্ত্র। তাঁকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ। পিতার কাছে ইউসুফের ভাইদের বানোয়াট বক্তব্য। ব্যবসায়ী দল কর্তৃক ইউসুফকে উদ্ধার এবং মিশরে নিয়ে বিক্রয়।
২১-২২: ইউসুফের জীবনে সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত।
২৩-৩৫: ইউসুফের বিরুদ্ধে নারীদের ষড়যন্ত্র এবং তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ।
৩৬-৪২: কারাগারে ইউসুফের দাওয়াতি কার্যক্রম। দুই বন্দীর স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান।
৪৩-৫৩: ইউসুফ কর্তৃক মিশর সম্রাটের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান। ইউসুফের ব্যাপারে সম্রাটের আশ্রয়। ইউসুফের শর্ত। ইউসুফের বিরুদ্ধে করা অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত।
৫৪-৫৭: মিশর সম্রাট কর্তৃক ইউসুফকে ক্ষমতাধর মন্ত্রী নিয়োগ।
৫৮-৯৩: ইউসুফের ভাইদের মিশরে ইউসুফের কাছে খাদ্য সামগ্রীর জন্য আগমন। তারা ইউসুফকে চিনতে পারেনি, ইউসুফ তাদের চিনতে পারেন।
৯৪-১০১: ইউসুফের ভাইয়েরা ইউসুফের পরিচয় অবগত হয়। ইউসুফ পিতা মাতা ও গোটা পরিবারবর্গকে মিশরে নিয়ে আসেন। ইউসুফের ছোটবেলার স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্র প্রতি ইউসুফের কৃতজ্ঞতা।
১০২- মুহাম্মদ সা. এর প্রতি আল্লাহ্র উপদেশ। নবী চাইলেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান
১১১: আনবেনা। অধিকাংশ ঈমানদার লোকই মুশরিক। নবীর চলার পথ। সকল নবী একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হন।

সূরা ইউসুফ পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহ্র নামে	سُورَةُ يُوسُفَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. আলিফ লাম রা। এগুলো স্পষ্টভাষী আল কিতাবের (আল কুরআনের) আয়াত।	الرَّ ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ١
০২. এটিকে আমরা 'আরবি কুরআন' বানিয়ে পাঠিয়েছি, যাতে করে তোমরা (সহজেই) বুঝতে পারো।	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢
০৩. তোমার কাছে অবতীর্ণ এ কুরআনের সেরা কাহিনী সমূহের একটি এখন তোমাকে বলছি। এর আগে তুমি এ বিষয়ে না জানা লোকদেরই একজন ছিলে।	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ ۚ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ٣

০৪. (ঘটনার শুরু তখন থেকে) যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল: ‘আবু! আমি স্বপ্ন দেখেছি: এগারটি গ্রহ এবং সূর্য আর চাঁদ। আমি দেখলাম, তারা সবাই আমাকে সাজদা করছে (আমার প্রতি অবনত হয়ে আছে)।’

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرَ رَايْتُهُمْ لِي سَجْدِينَ ④

০৫. (স্বপ্নের বিবরণ শুনে তার পিতা ইয়াকুব বললো): “পুত্র আমার! তোমার এ স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের বলোনা। তাহলে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। আর শয়তান তো অবশ্যি মানুষের সুস্পষ্ট দুশমন (হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে)।

قَالَ يَبْنَئِي لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ⑤

০৬. এমনটিই হবে, তোমার প্রভু তোমাকে (নবুয়্যাতের) জন্যে উপযুক্ত করবেন, বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধির শিক্ষা দান করবেন এবং তোমার প্রতি আর ইয়াকুবের উত্তর পুরুষদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তা পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতামহ ইবরাহিম ও ইসহাকের প্রতি। অবশ্যি তোমার প্রভু সব বিষয়ে জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।”

وَ كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑥

ককু
০১

০৭. ইউসুফ আর তার ভাইদের ঘটনাতে প্রশংসকারীদের জন্যে রয়েছে (নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতি উপলব্ধির) প্রমাণ।

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آيَةٌ لِّلْءَالَمِينَ ⑦

০৮. (সেই ঘটনার সূচনা হয় এভাবে যে,) ইউসুফের (সং) ভাইয়েরা নিজেরা নিজেরা বলাবলি করছিল: “আমাদের বাবার কাছে ইউসুফ আর তার সহোদর ভাইটি (বিনইয়ামিন) আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়। অথচ আমরা হলাম (দশ ভাইয়ের) একটি সংঘবদ্ধ (শক্তিশালী) দল। আসলে আমাদের পিতা (ইউসুফ আর তার ভাইকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়ে) সুস্পষ্ট ভুল করছেন।

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ آبَانَا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ ۚ إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑧

০৯. চলো, ইউসুফকে মেরে ফেলো, কিংবা কোথাও ফেলে রেখে আসো। তবেই তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু কেবল তোমাদের প্রতি নিবদ্ধ হবে। এই (অপরাধের) কাজটি সেরে ফেলার পর তোমরা ভালো মানুষ হয়ে যেয়ো।”

ۚ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ⑨

১০. এ সময় তাদের একজন বললো: “ইউসুফকে একেবারে জানে মেরে ফেলোনা, বরং যদি কিছু করতেই হয়, তবে কোনো কুয়ার তলায় ফেলে আসো, তাতে করে কোনো পথিক দল তাকে তুলে (দূর দেশে) নিয়ে যাবে।”

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ⑩

১১. (এই সলা পরামর্শের পর পিতার কাছে) গিয়ে তারা বললো: “বাবা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদের উপর আস্থা রাখেননা কেন? অথচ আমরা তো ইউসুফের কল্যাণই কামনা করি।

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ⑪

১২. আগামিকাল ওকে আমাদের সাথে পাঠান, ফলমূল পেড়ে খাবে, দৌড় দোপ করবে, এভাবে মনটাকে চাংগা করবে। আমরা অবশ্যি তার হিফাযত করবো।”

أَرْسَلَهُ مَعَنَا عَدَا يَوْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿١٢﴾

১৩. তাদের পিতা বললো: ‘আমার আশংকা হয়, তোমরা তাকে নিয়ে গিয়ে তার ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে পড়বে আর সে সুযোগে নেকড়ে এসে তাকে খেয়ে ফেলবে, এই ভাবনাটাই বিষন্ন করে তুলছে আমাকে।’

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَ أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ﴿١٣﴾

১৪. তারা বললো: ‘আমরা একটি শক্তিশালী দল থাকা সত্ত্বেও যদি তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা একেবারেই ব্যর্থ।’

قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخٰسِرُونَ ﴿١٤﴾

১৫. এভাবে (পিতার উপর একটা মানসিক চাপ প্রয়োগ করে) তারা যখন তাকে নিয়ে গেলো এবং তাকে কূপের তলায় নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিলো (এবং নিক্ষেপ করলো)। তখন আমরা তার কাছে অহি (বার্তা) প্রেরণ করলাম: ‘এমন একদিন অবশ্যি আসবে, যখন তুমি তাদের এই অপকর্মের কথা তাদের সামনে তুলে ধরবে, অথচ তারা তোমার পরিচয় বুঝতে পারবেনা।’

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

১৬. তারা এশার সময় কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এসে উপস্থিত হয়।

وَ جَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾

১৭. তারা বলে: ‘বাবা! আমরা তো সত্য বললেও আপনি কখনো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, (আমরা সত্যই বলছি) ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম, এই ফাঁকে নেকড়ে এসে ওকে খেয়ে ফেলেছে।’

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذٰهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِينَ ﴿١٧﴾

১৮. তারা (পিতার কাছে নিজেদেরকে সত্যবাদী প্রমাণ করার জন্যে) ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত মেখে নিয়ে এসেছিল। তাদের পিতা বললো: ‘(না, তা নয়) বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। আর আমার জন্যে ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম। তোমরা যে (মিথ্যা) কাহিনী সাজিয়েছো, তার মোকাবেলায় একমাত্র আল্লাহ্‌ই (আমার) সাহায্যের মালিক।’

وَ جَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَبِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

১৯. এদিকে (কূপের নিকট) এসে থামলো একদল পথিক। তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে (পানির জন্যে কূপের দিকে) পাঠিয়ে দেয়। সে গিয়ে তার বালতি ফেলে কুয়োতে। (ইউসুফকে দেখে) সে বিস্ময়ে বলে উঠে: ‘দারুণ সুখবর, (দেখে যান) এখানে এক বালক!’ তারপর তারা তাকে একটি পণ্য বিক্রয়ের মাল (দাস) হিসেবে লুকিয়ে রাখে। তারা (তাকে নিয়ে) যা কিছু করছিল, সে বিষয়ে আল্লাহ ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন।

وَ جَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبِشْرِي هَذَا غُلْمٌ وَ أَسْرُوهُ بِضَاعَتٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

২০. অবশেষে তারা তাকে বিক্রি করে ফেলে সামান্য দামে, মাত্র কয়েক দিরহামে। আসলে তারা ছিলো তার ব্যাপারে অপ্রত্যাশী।

وَشَرُّهُ يَشْتَرِي بِخَيْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

২১. মিশরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করে নেয়, সে তার স্ত্রীকে বলেছিল: ‘একে সুন্দর ও সম্মানজনকভাবে রাখো, সে আমাদের জন্যে উপকারী হবার সম্ভাবনা আছে, অথবা আমরা তাকে আমাদের ছেলেই বানিয়ে নেবো।’ এভাবে আমরা ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত হবার জায়গা করে দেই এবং যাবতীয় পরিস্থিতি ও ঘটনাবলির তাৎপর্য উপলব্ধি করার ব্যবস্থা করি। আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেই থাকেন। তবে অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۖ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

২২. সে (ইউসুফ) যখন পূর্ণ যৌবনে, পূর্ণ বয়সে উপনীত হয়, আমি তাকে প্রদান করি প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান (নবুয়্যত)। আর এভাবেই আমি উপকারী পুণ্যবান লোকদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

২৩. এদিকে যে মেয়ে লোকটির ঘরে সে (ইউসুফ) অবস্থান করছিল, সে তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার পথ অবলম্বন করে। একদিন তো সে ঘরের সব দরজা বন্ধ করে দিয়েই (ইউসুফকে) আহবান জানায়: ‘ওহে, এসো।’ সে (ইউসুফ) বললো: ‘আমি (এমন কর্ম থেকে) আল্লাহর আশ্রয় চাই। তিনিই আমার প্রভু। অতি উত্তম মর্যাদা তিনি আমাকে দান করেছেন (একাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব)। আর অন্যায়কারীরা তো কিছুতেই সাফল্য অর্জন করেনা।’

وَرَأَوْنَاهُ الْيَتِيمَ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ ۖ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. মেয়েলোকটি তো তার প্রতি আসক্ত হয়েই ছিলো, আর সেও তার প্রতি আসক্তিতে জড়িয়ে পড়তো, যদি তার প্রভুর স্পষ্ট প্রমাণ (evidance) তার দৃষ্টি পথে না থাকতো। এটা করা হয়েছে এজন্যে, যেহেতু এ পন্থায় আমি তার থেকে অন্যায় ও অশ্রীলতা দূর করে দিতে পারি। অবশ্য সে ছিলো আমার নির্বাচিত দাসদের একজন।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَنْ رَأَا بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

২৫. সুতরাং তারা একজন আরেকজনের পেছনে দরজার দিকে দৌড়ায়, আর মেয়েলোকটি পেছন থেকে ইউসুফের জামা টেনে ধরে ছিড়েই ফেলে এবং (দৌড়ে এসে দরজায় পৌঁছতেই) তারা তার কতকে (স্বামীকে) দরজায় দেখতে পায়। তাকে দেখে মেয়েলোকটি বলে উঠে: ‘যে তোমার স্ত্রীর প্রতি অসৎ কর্মের ইচ্ছা পোষণ করে, কারাগারে নিক্ষেপ করা কিংবা কঠিন শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কী প্রতিবিধান হতে পারে?’

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ ۖ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ ۖ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

১৬. তখন ইউসুফ বললো: ‘উনি আমাকে অসৎ কর্মে জড়িত করার চেষ্টা করেছেন।’ (দুইজনের দুই রকম কথার প্রেক্ষিতে) মেয়েলোকটির পরিবারেরই একজন এ বিষয়ে সাক্ষ্য (ফায়সালা) দেয়: “ইউসুফের জামা যদি সামনের দিকে ছিড়ে গিয়ে থাকে তবে আপনার স্ত্রীর কথাই ঠিক এবং ইউসুফের বক্তব্য অসত্য।

قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿١٦﴾

১৭. আর ইউসুফের জামা যদি পেছন দিকে ছিড়ে গিয়ে থাকে, তবে আপনার স্ত্রীর কথা অসত্য এবং ইউসুফের বক্তব্য সঠিক।”

وَ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٧﴾

১৮. তার স্বামী যখন দেখলো, ইউসুফের জামা পেছন দিকে ছেঁড়া, তখন সে বলে উঠলো: “অবশ্য এটা তোমাদের নারীদেরই ষড়যন্ত্র। নিঃসন্দেহে তোমাদের নারীদের ছলনা-চক্রান্ত ভীষণ ব্যাপার।”

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِن كَيْدُكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٨﴾

১৯. হে ইউসুফ! তুমি বিষয়টি উপেক্ষা করো। আর হে আমার স্ত্রী! তুমি তোমার অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাও। কারণ, অবশ্য তুমি অপরাধী।”

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۚ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿١٩﴾

২০. (এ ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়লে) নগরীতে একদল নারী বলাবলি করতে থাকে: ‘আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাসের প্রতি আসক্ত হয়েছে! প্রেম তাকে পাগল করে ছেড়েছে। আমাদের মতে সে পরিস্কার ভুল পথে পা বাড়িয়েছে।’

وَ قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ إِنَّا لَنَرُلُهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾

২১. (আযীযের স্ত্রী) যখন তাদের এই অভিযোগ শুনতে পায়, সে তাদের ডেকে পাঠায় এবং তাদের জন্যে একটি ভোজ উৎসব-এর আয়োজন করে। (খাবার সামগ্রী কেটে খাবার জন্যে) সে প্রত্যেকের সামনে একটি করে ছুরি রেখে দেয়। (অতপর তারা কেটে কেটে খেতে আরম্ভ করলে) সে ইউসুফকে বলে: ‘এদের সামনে বেরিয়ে এসো।’ তারা যখন ইউসুফকে দেখলো, তাকে অতি উচ্চ, মহিমান্বিত পেয়ে অভিভূত ও উত্তেজিত (exalted) হয়ে পড়ে এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলে! তারা বলে উঠে: ‘হায় আল্লাহ, এ-তো মানুষ নয়, এ-তো এক সম্ভ্রান্ত (noble) ফেরেশতা!’

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مَتَكًا ۖ وَ أَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا ۖ وَ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۖ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٢١﴾

২২. (এবার আযীযের স্ত্রী বলে উঠে: ‘এ হলো সেই যুবক, যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে তিরস্কার করছিলে। হ্যাঁ, একেই আমি আমার কামনায় জড়িত করতে চাইছি, কিন্তু সে আমার আহবান প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। এরপরও যদি সে আমি যা করতে বলি তা না করে, তবে অবশ্য তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হবে এবং তখন হবে সে চরম লাঞ্ছিত-অপদস্ত।’

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۚ وَ لَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ ۖ وَ لَيَكُونًا مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٢٢﴾

৩৩. ইউসুফ (মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করে) বললো: ‘আমার প্রভু! এই নারীরা আমাকে যে কাজের দিকে ডাকছে, তা থেকে কারাগারই আমার অধিক প্রিয়। (প্রভু!) তুমি যদি এদের ছলনা-চক্রান্ত আমার থেকে সরিয়ে না নাও, তবে তো আমি এদের ছলনার ফাঁদে ফেলে যাবো আর অন্তরভুক্ত হয়ে পড়বো জাহিলদের!’

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ۖ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾

৩৪. তখন তার প্রভু (মহান আল্লাহ) তার দোয়া কবুল করেন এবং সেই নারীদের ছলনা-ষড়যন্ত্র থেকে তাকে রক্ষা করেন। (কারণ) তিনি তো সবই শুনে, সবই জানেন।

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾

৩৫. (ইউসুফের নিষ্কলুষতা আর নিজেদের নারীদের ছিনালি ও অসতিপনার) পরিস্থিতি ও প্রামাণ্যাদি দেখার পর তারা ভাবে, কিছুকালের জন্যে অবশ্যি ইউসুফকে জেলে রাখতে হবে (এবং তারা তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়)।

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لِيَسْجُنُونَهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾

রাফু
০৪

৩৬. আর তার সাথে কারাগারে প্রবেশ করে দুই যুবক (রাজ কর্মচারি)। একদিন (তারা ইউসুফের কাছে আসে এবং) তাদের একজন বলে: ‘আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমি মদ তৈরি করছি।’ আর অপরজন বলে: ‘আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমার মাথায় রুটি বহন করছি আর তা থেকে (ঠোকর মেরে মেরে) খাচ্ছে পাখিরা।’ (দুজনেই বললো:) ‘আমাদেরকে এর তাৎপর্য বলে দিন। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন অতি উত্তম মানুষ।’

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنٌ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭. ইউসুফ (তাদের কথা শুনে) বললো: “তোমাদের যে খাবার এখানে দেয়া হয়, তা আসার আগেই আমি তোমাদের স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দেবো। (তাই এর মধ্যে তোমরা কয়েকটি জরুরি কথা শুনো), আমি যে কথাগুলো তোমাদের বলবো, সেগুলো আমার প্রভু (আল্লাহ) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বর্জন করেছি সেইসব লোকদের মত ও পথ, যারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী।”

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُزْرَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَوَكُّتٌ مِّلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. “আমি অনুসরণ করছি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসহাক, ও ইয়াকুবের মতাদর্শ। (সেই আদর্শ হলো:) আমরা আল্লাহর সাথে কারো কোনো অংশিদারিত্ব আরোপ করতে পারিনা। আসলে এটা আমাদের এবং গোটা মানবজাতির প্রতি আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ (যে, তিনি মানুষকে একমাত্র তাঁর ছাড়া আর কারো দাস হিসেবে সৃষ্টি করেননি।) তা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষই তাঁর শোকর আদায় করেনা।”

وَاتَّبَعْتُ مِّلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. “হে আমার প্রিয় কারা-সাথিরা! (তোমরাই বলো:) বহু স্বতন্ত্র (দুর্বল-অক্ষম) খোদা ভালো, নাকি এক দুর্জয় অপ্রতিরোধ্য মহান আল্লাহ ভালো?”

يُصَاحِبِي السِّجْنِ عَازِبَاتٍ مُتَفَرِّقُونَ
خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾

৪০. “তাকে ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত-উপাসনা করছো, তারা তো তোমাদের আর তোমাদের পিতৃপুরুষদের আরোপিত কতোগুলো নাম ছাড়া আর কিছু নয়। এদের (খোদা হবার) পক্ষে তো আল্লাহ কোনো অনুমতি-অধিকার প্রদান করেননি। আল্লাহর ছাড়া আর কারো কোনো কর্তৃত্ব নেই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন: তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত (আনুগত্য, দাসত্ব ও উপাসনা) করোনা। এটাই জীবন যাপনের সরল সঠিক পথ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বিষয়টি জানেনা।”

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ
سَمِيتُمْوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أُنْزِلَ
اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ
أَمَرَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

৪১. “হে আমার কারা-সাথিরা! (তোমাদের স্বপ্নের তাৎপর্য হলো:) তোমাদের একজন (চাকুরিতে ফিরে গিয়ে) নিজের মনিবকে মদ্যপান করাবে, আর অপরজনকে গুলবিদ্ধ করা হবে এবং পাখিরা তার মাথা ঠুকরে ঠুকরে খাবে। -তোমরা যা জানতে চেয়েছিলে এ হলো তার ফায়সালা।”

يُصَاحِبِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيَسْقَى
رَبَّهُ خَمْرًا وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيُضَلَّبُ فَتَأْكُلُ
الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ
تَسْتَفْتِينَ ﴿٤١﴾

৪২. দুই কারা সাথির মধ্যে যে মুক্তি পেয়ে যাবে বলে ইউসুফ মনে করলো, সে তাকে বললো: ‘তোমার মনিবের (রাজার) সাথে আমার কথা আলোচনা করো।’ কিন্তু শয়তান তার মনিবের কাছে তার সম্পর্কে বলতে ভুলিয়ে দেয়। ফলে ইউসুফ কারাগারে আরো ক’বছর পড়ে থাকে।

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا
اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَّ الشَّيْطَانُ
ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ
سِنِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩. একদিন রাজা (তার সভাসদদের) বললো: ‘আমি স্বপ্ন দেখেছি, সাতটি মোটাতাজা গরু। তাদের খেয়ে ফেলছে সাতটি শুকনো গরু। (আরো দেখেছি, ফসলের) সবুজ সাতটি শীষ আর শুকনো সাতটি শীষ। -হে আমার সভাসদেরা! তোমরা যদি স্বপ্নের তা’বির জানো, তবে আমার স্বপ্নের তাৎপর্য বলো।’

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ
سَيَانَ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَ سَبْعَ
سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَ آخَرُ يُسَبِّتُ يَأْكُلُهَا
الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ
لِلرُّءْيَا تَعْبِرُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. তারা বললো: ‘এ এক তালগোল পাকানো (mixed up) বাতিল স্বপ্ন। তাছাড়া আমরা স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শী নই।’

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَ مَا نَحْنُ
بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمِينَ ﴿٤٤﴾

৪৫. ইউসুফের কারা সাথিদের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল, দীর্ঘকাল পর এ সময় তার (ইউসুফের) কথা স্মরণ হলো। সে (রাজ সভায়) বললো: ‘আমি এ স্বপ্নের তাৎপর্য আপনাদের বলে দেবো, আমাকে (কারাগারে) পাঠান।’

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَ اذْكُرْ بَعْدَ
أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾

৪৬. (সে কারাগারে এসে ইউসুফকে বললো:) হে ইউসুফ! হে সত্যবাদীতার প্রতীক! এই স্বপ্নের

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ

তাৎপর্য আমাদের বলে দিন: ‘সাতটি মোটাতাজা গরু। তাদের খেয়ে ফেলছে সাতটি শুকনো গরু। আর ফসলের সবুজ সাতটি শীষ এবং শুকনো সাতটি শীষ।’ এর তাৎপর্য বলে দিন, যাতে করে আমি ফিরে গিয়ে লোকদের বলতে পারি এবং তারা যেনো (আপনার সম্পর্কে) জানতে পারে।’

بَقَرَاتٍ سَبْعٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ وَ
سَبْعُ سُنْبُلَاتٍ خَضَرٌ وَأَخَرٌ لَّيْسَتْ لَعْنَى
أَرْجَعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

৪৭. ইউসুফ স্বপ্নের এই তাৎপর্য বলে দিলো: “তোমরা সাত বছর লাগাতার চাষাবাদ করে যাবে। এ (সাত বছর) সময় তোমরা যে ফসল কাটবে সেগুলো শীষ সমেত রেখে দেবে, তবে শুধুমাত্র তোমাদের আহারের জন্যে যে পরিমাণ দরকার, কেবল তাই শীষ থেকে ছাড়িয়ে নেবে।”

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا
حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا
مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٣٨﴾

৪৮. “তারপর আসবে কঠিন (দুর্ভিক্ষের) সাত বছর। এসময় জনগণ তোমাদের পূর্ব মণ্ডুদকৃত ফসল খাবে। তবে এ থেকে তোমরা সঞ্চয়ে রাখলে সামান্যই রাখতে পারবে।”

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ
يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
تُحْصِنُونَ ﴿٣٩﴾

৪৯. “এরপর আসবে এমন একটি বছর, যে বছর মানুষ লাভ করবে প্রচুর বৃষ্টিপাত আর নিংড়াবে প্রচুর ফলের রস।”

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ
النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٠﴾

রুকু
৩৬

৫০. (স্বপ্নের এই তা’বির শোনার পর রাজা ব্যতিব্যস্ত হয়ে) বললো: ‘তোমরা তাকে (ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে আসো।’ রাজার দূত (ইউসুফের কাছে) উপস্থিত হলে সে বললো: ‘ফিরে যাও তোমার মনিবের (রাজার) কাছে। তাকে জিজ্ঞেস করো, যে নারীরা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল, তাদের (চক্রান্তের) ব্যাপারে কী (ফায়সালা) করা হয়েছে? আমার প্রভু (আল্লাহ তায়াল্লা) তো তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত আছেন।’

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَمَا جَاءَهُ
الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا
بَالُ الْمَسْئُورَةِ إِنِّي قَطَعَنُ أَيْدِيَهُمْ إِنْ
رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ ﴿٤١﴾

৫১. তখন রাজা তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলো: ‘হে নারীরা! তোমরা যখন ইউসুফকে অসৎ কর্মে ফাঁসাতে চেয়েছিলে, তোমাদের তখনকার ব্যাপারটা কী ছিলো?’ তারা বললো: ‘আল্লাহর কী মহিমা! আমরা তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অসৎ প্রবণতা দেখিনি।’ (এবার) আযীযের স্ত্রী বলে উঠলো: ‘এখন (সবার কাছে) সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মূলত, আমিই তাকে অসৎ কাজে ফাঁসাতে চেষ্টা করেছিলাম। আর সে অবশ্য অবশ্য সত্যবাদী।’

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ
نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ
 مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّحْصُ
حَصَّ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ
وَإِنَّهُ لَكَايِنُ الصَّادِقِينَ ﴿٤٢﴾

৫২. (সত্য প্রকাশিত হওয়ায় ইউসুফ বললো:) “আমি এ জন্যে বিষয়টি তদন্ত (inquiry) করতে বলেছি, যাতে করে তিনি (আযীয মিশর) জানতে পারেন, আমি তার অনুপস্থিতিতে তার খেয়ানত করিনি। আর আল্লাহ তো কিছুতেই খিয়ানতকারীদের ষড়যন্ত্র সফলতায় পৌঁছান না।”

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٣﴾

পারা
১৩

৫৩. “আমি আমার নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইছিনা, মানুষের নফস তো মন্দ কাজে প্ররোচিত করেই, তবে আমার প্রভু যদি কারো প্রতি দয়া করেন, সে-ই কেবল (এ প্ররোচনা থেকে) বাঁচতে পারে। অবশ্য আমার প্রভু বড় ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।”

وَمَا أُبْرِئِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৫৪. রাজা বললো: ‘এবার ওকে আমার কাছে নিয়ে আসো। আমি তাকে নিজের জন্যে (ব্যক্তিগত সহকারি বা উপদেষ্টা) নিযুক্ত করবো।’ অতপর সে (রাজা) যখন তার সাথে কথা বললো, তখন (তার যোগ্যতায় বিমুগ্ধ হয়ে) বলে উঠলো: ‘(ইউসুফ) আজ থেকে তুমি আমাদের কাছে উচ্চ মর্যাদাশীল (high in rank) এবং পূর্ণ আস্থাভাজন (fully trusted)।’

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أُمِينٌ ۝

৫৫. ইউসুফ বললো: ‘আমাকে দেশের সামগ্রিক ভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন। আমি পূর্ণজ্ঞান ও দক্ষতার সাথে সবকিছু সংরক্ষণ ও পরিচালনা করবো।’

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۝

৫৬. এভাবে আমরা ইউসুফকে সে দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করলাম, যাতে করে সারা দেশের যেখানে যখন ইচ্ছা সে অবস্থান করতে পারে। মূলত যাকে ইচ্ছা আমরা আমার করুণাসিক্ত করে থাকি। আর আমরা উত্তম-পুণ্যবান লোকদের পুরস্কৃত করতে কসুর করিনা।

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

৫৭. তাছাড়া যারা ঈমানের ভিত্তিতে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে, তাদের জন্যে আখিরাতের পুরস্কার অবশ্য অতি উত্তম।

وَلَا جُزْءَ الْأَجْرِ حَتَّىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

৫৮. (পরবর্তী সময়ের কথা,) ইউসুফের ভাইয়েরা (খাদ্য শস্যের জন্যে) মিশরে আসে এবং ইউসুফের কাছে উপস্থিত হয়। ইউসুফ তাদের (দেখেই) চিনে ফেলে, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারেনি।

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝

৫৯. অতপর সে যখন তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সাজিয়ে দিলো, তখন (যাত্রার প্রাক্কালে তাদের) বললো: “তোমরা (আবার আসার সময়) তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাই (বিনইয়ামিন) কে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা দেখছোনা আমি পাত্র ভরে মেপে দিই, আর আমি একজন উত্তম অতিথি পরায়ণ?”

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝

৬০. “(আবার আসার সময়) যদি তাকে না নিয়ে আসো, তবে আমার কাছে তোমাদের জন্যে রসদের কোনো বরাদ্দ থাকবেনা, আর তোমরা আমার কাছেও এসোনা।”

فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۝

৬১. তারা বললো: ‘আমরা তাকে আনার ব্যাপারে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করবো। আর একাজ আমরা করবোই।’

قَالُوا سَنَرَاوُدُّ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾

৬২. ইউসুফ তার কর্মচারীদের বললো: ‘তারা খাদ্য শস্যের যে দাম দিয়েছে, সে অর্থ (গোপনে) তাদের পণ্য সামগ্রীর মধ্যেই রেখে দাও। এতে করে তারা নিজেদের পরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে (যখন পণ্য সামগ্রী খুলবে, তখন আমরা যে দ্রব্যমূল্য ফেরত দিয়েছি, তা) জানতে পারবে এবং আমাদের দানশীলতা সম্পর্কেও জানতে পারবে। ফলে আশা করা যায় তারা আবার ফিরে আসবে।’

وَقَالَ لِفَتِيلِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩. অতপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এলো, তাকে বললো: ‘বাবা! আমাদের জন্যে খাদ্য শস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই আমাদের ভাইকে এবার আমাদের সাথে পাঠান, যাতে করে আমরা খাদ্য শস্যের বরাদ্দ পাই। আমরা অবশ্যি তার হিফায়ত করবো।’

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَ نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪. তাদের বাপ (ইয়াকুব) বললো: ‘ওর ব্যাপারে আমি তোমাদের প্রতি কি সেরকম আস্থা রাখবো, যেরকম আস্থা রেখেছিলাম ইতোপূর্বে ওর ভাইয়ের (ইউসুফের) ব্যাপারে? আল্লাহই সর্বোত্তম হিফায়তকারী এবং তিনিই সব দয়ালুর বড় দয়ালু।’

قَالَ هَلْ أُمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالَ لَهُ خَيْرٌ حَفِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٦٤﴾

৬৫. অতপর তারা যখন তাদের পণ্য সামগ্রীর (বস্তা) খুললো, দেখতে পেলো, তাদের অর্থকড়ি ফেরত দেয়া হয়েছে। তখন তারা (আনন্দে চিৎকার করে) বলে উঠলো: ‘বাবা! আমরা আর কী চাই! এই যে দেখুন, আমাদের অর্থকড়ি ফেরত দেয়া হয়েছে। এখন আমরা আমাদের পরিজনকে (আরো) খাদ্যশস্য এনে দিতে পারবো। আমরা অবশ্যি আমাদের ভাইয়ের হিফায়ত করবো এবং অতিরিক্ত এক উট (বিনইয়ামিনের উট) বোঝাই করে খাদ্য শস্য আনবো। এই পরিমাণ অধিক শস্য দেয়া (মিশর শাসকের জন্যে) খুবই সহজ।’

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۚ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۚ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾

৬৬. তাদের পিতা বললো: ‘আমি ওকে কখনো তোমাদের সাথে পাঠাবোনা, যতোক্ষণ না তোমরা এই মর্মে আল্লাহর কসম খেয়ে আমাকে কথা দেবে যে, তোমরা অবশ্যি তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। তবে তোমরা নিজেরাই আক্রান্ত হয়ে পড়লে ভিন্ন কথা।’ অতপর তারা যখন এই মর্মে শপথ করে তাকে কথা দিলো, তখন সে বললো: ‘দেখো, আমরা যে বিষয়ে কথা স্থির করলাম, তার সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ।’

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

৬৭. সে (তাদের পিতা) আরো বললো: ‘হে আমার সন্তানেরা! তোমরা এক গেইট দিয়ে (এক পথে শহরে) প্রবেশ করোনা, বিভিন্ন প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে। (তোমরা এভাবে সতর্ক হয়ে প্রবেশ করবে) তবে আল্লাহর ইচ্ছা থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারবোনা। সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। আমি নিজেকে তাঁর কাছেই ন্যস্ত করতে চাই, তাঁর কাছেই ন্যস্ত করা উচিত।’

وَقَالَ يُبْنَىٰ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. তারা যখন তাদের পিতার নির্দেশ মতো (বিভিন্ন প্রবেশ পথে শহরে) প্রবেশ করলো, এ (সতর্কতামূলক) ব্যবস্থা আল্লাহর ইচ্ছার মোকাবেলায় তাদের কোনো কাজে আসেনি। তবে ইয়াকুবের মনে এ ব্যবস্থার সুফল সম্পর্কে যে চিন্তার উদ্বেক হয়েছিল, এর ফলে তার সে ভাবনাটা পূর্ণ হয়েছে। অবশ্য সে আমার প্রদত্ত শিক্ষায় জ্ঞানবান ছিলো। তবে অনেক মানুষই এ বিষয়ে অবগত নয়।

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْذُوبُ قَضَاهَا وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلِمْنَاهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. তারা যখন ইউসুফের কাছে (কার্যালয়ে) পৌঁছে, ইউসুফ তার ভাই (বিনইয়ামিন)-কে নিজের কাছে নিয়ে নেয়। সে তাকে বলে: ‘আমি তোমার (হারানো) ভাই ইউসুফ। এরা যা কিছু (আমাদের সাথে) করে আসছে সে জন্যে এখন আর দুঃখ করোনা।’

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. অতপর ইউসুফ যখন তাদের জন্যে পণ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে (করায়) তখন তাদের পণ্যসামগ্রীর মধ্যে পানপাত্র রেখে দেয়। তারপর (তারা যাত্রা করলে) একজন ঘোষক চিৎকার করে ঘোষণা করে: ‘হে কাফেলার লোকেরা! তোমরা চোর।’

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَيْتُهَا الْعِزِّيَّ إِنَّكُمْ لَسِرْقُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. তখন তারা ঘোষণাকারীদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে: ‘আপনাদের কি জিনিস খোয়া গেছে?’

قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾

৭২. তারা বললো: ‘আমরা রাজার পানপাত্র খুঁজে পাচ্ছি না। যে তা এনে দেবে, সে এক উট বোঝাই পণ্য সামগ্রী পাবে। আর এর জিন্মা (দায়িত্ব) নিচ্ছি আমি।’

قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

৭৩. তারা বললো: ‘আল্লাহর কসম, তোমরা তো জানো, আমরা তোমাদের দেশে অনাসৃষ্টি করতে আসিনি, আর চুরির সাথেও আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।’

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سِرَّافِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪. তারা (ইউসুফের লোকেরা) বললো: ‘তার (চোরের) কী শাস্তি হবে যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়?’

قَالُوا فَمَا جَزَاءُكَ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿٧٤﴾

৭৫. তারা জবাব দিলো: ‘(আমাদের আইনে) এর শাস্তি হলো যার পণ্য সামগ্রীর মধ্যে পান পাত্রটি

قَالُوا جَزَاءُكَ مِنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ

পাওয়া যাবে, সে-ই এর বিনিময় (হিসেবে গ্রেফতার) হবে। আমাদের দেশে আমরা অন্যায়কারীদের এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।’

৭৬. তারপর সে ইউসুফের সহোদরের মালপত্রের পূর্বে তার সৎ ভাইদের মালপত্রের তল্লাশি শুরু করে। পরে তার সহোদরের পণ্যসামগ্রীর মধ্য থেকে পাত্রটি বের করে। এভাবে আমি ইউসুফের জন্যে কৌশল ঠিক করেছিলাম। মিশর রাজের প্রচলিত আইনে তার ভাইকে নিজের কাছে রেখে দেয়া সম্ভব ছিলনা। তবে আল্লাহ চাইলে ভিন্ন কথা। যাকে ইচ্ছা আমি মর্যাদা উচু করে দিই। আর প্রত্যেক জ্ঞান ওয়ালার উপরই সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ) আছেন।

৭৭. (ইউসুফের সহোদরের বস্তায় পানপাত্রটি পাওয়ায় তার সৎ ভাইয়েরা) বলে উঠলো: ‘এ যদি আজ চুরি করে থাকে, তবে (এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ) ইতোপূর্বে তার এক সহোদরও (ইউসুফও) চুরি করেছিল।’ ইউসুফ (তাদের এই জঘন্য মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া) নিজের মনের মধ্যে হজম করে নিলো, তাদের সামনে প্রকাশ হতে দিলনা। (শুধু মনে মনে) বললো: ‘একেবারে নিকৃষ্ট পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছো তোমরা। যে জঘন্য দোষ তোমরা আমার প্রতি আরোপ করলে সে বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক অবহিত আছেন।’

৭৮. তারা বললো: ‘হে আযীয! এর একজন অতিশয় বৃদ্ধ পিতা আছেন। তাই আপনি ওর স্থলে আমাদের কোনো একজনকে রেখে দিন। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন মহানুভব-পরোপকারী ব্যক্তি।’

৭৯. সে (ইউসুফ) বললো: যার কাছে আমাদের জিনিস পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্য কাউকেও আটকানোর (মতো অন্যায়) কাজ থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। এমন কাজ করলে তো আমরা যালিম বলে গণ্য হবো।

৮০. অতপর যখন তারা তার (ইউসুফের) কাছ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হলো, তখন নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে বসলো। তাদের বড়জন (বড়ভাই) বললো: “তোমাদের নলেজে কি নেই, তোমাদের পিতা আল্লাহ্র নামে তোমাদের কাছ থেকে একথার অংগীকার আদায় করেছেন (যে, তোমরা বিনইয়ামিনকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নেবে)? ইতোপূর্বে তোমরা ইউসুফের ব্যাপারেও (পিতাকে কথা দিয়ে) কথা রাখতে পারোনি। তাই আমি (সিদ্ধান্ত নিয়েছি) আব্বার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত এ দেশ ত্যাগ করবোনা, যতোক্ষণ

جَزَاءُ ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانٍ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٨﴾

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٩﴾

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مِنْ وَجْدِنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ﴿٨٠﴾

রুকু
০৯

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ أَبِي أَوْ يَحْكَمَ اللَّهُ

<p>না আল্লাহ নিজেই (বিনইয়ামিনকে মুক্ত করে) আমার দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দেন। কারণ, তিনিই তো সর্বোত্তম বিচারক।”</p>	<p>لَيْسَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ ﴿٥٠﴾</p>
<p>৮১. “তোমরা বাবার কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে বলো: বাবা! তোমার ছেলে চুরি করেছে। আমরা (ওকে চুরি করতে) দেখিনি, তবে যা জেনেছি তাই তোমাকে বলছি। আর না দেখা বিষয় তো আমরা হিফাযত করতে পারিনা।”</p>	<p>ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِنُغَيِّبَ حَفِظِينَ ﴿٥١﴾</p>
<p>৮২. “আমরা যে বসতিতে ছিলাম সেখানকার লোকদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, যে কাফেলার সাথে আমরা ফিরে এসেছি তার লোকদের কাছে জেনে দেখুন, আমরা অবশ্য সত্য বলছি।”</p>	<p>وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَجِزِ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿٥٢﴾</p>
<p>৮৩. (তাদের বক্তব্য শুনে তাদের পিতা) ইয়াকুব বললো: ‘না, বরং তোমাদের নফস তোমাদের জন্যে একটা কাজকে সহজ করে দিয়েছে। সুতরাং ধৈর্য ধারণ করাই আমার জন্যে যথোপযুক্ত কাজ। হয়তো আল্লাহ ওদের সবাইকে একত্রে আমার সাথে মিলিত করে দেবেন। অবশ্য তিনি সর্বময় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মালিক।’</p>	<p>قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٥٣﴾</p>
<p>৮৪. সে তাদের সাথে কথা না বাড়িয়ে আত্মগ্ন হয় এবং স্বগতোক্তি করে: ‘ইউসুফের জন্যে আমি শোকাভিভূত!’ এভাবে দুঃখ ও শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে যায়। আর মনোবেদনায় সে পীড়িত হয়ে পড়ে।</p>	<p>وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَعْدَىٰ عَلَىٰ يَوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٤﴾</p>
<p>৮৫. তারা (ছেলেরা) বললো: ‘আল্লাহর কসম, মুম্বু হয়ে পড়া, কিংবা মৃত্যু বরণ করা পর্যন্ত (মনে হয়) আপনি ইউসুফের স্মরণ থেকে বিরত হবেন না।’</p>	<p>قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَنُوا تَذْكُرُ يَوْسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٥٥﴾</p>
<p>৮৬. সে (ইয়াকুব) বললো: “আমি আমার দুঃখ-বেদনা ও মনস্তাপের অভিযোগ তো শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে নিবেদন করছি। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তা জানি, যা তোমরা জানোনা।”</p>	<p>قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾</p>
<p>৮৭. “হে আমার পুত্ররা! তোমরা যাও, গিয়ে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান করো। আল্লাহর রহমত (mercy) থেকে নিরাশ হয়োনা। কাফিররা ছাড়া আর কেউই নিরাশ হয়না আল্লাহর রহমত থেকে।”</p>	<p>يَبْنَىٰ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُّوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رُّوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِئُشُ مِنْ رُّوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴿٥٧﴾</p>
<p>৮৮. পুনরায় যখন তারা তার (ইউসুফের) কাছে উপস্থিত হলো, বললো: ‘হে আশীষ! আমরা এবং আমাদের পরিবার পরিজন যারপর নাই বিপদের মধ্যে পড়েছি, আর সামান্য পূজি আমরা নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের পূর্ণ বরাদ্দ প্রদান করুন এবং আমাদের প্রতি দানের হাত বাড়িয়ে দিন! আল্লাহ অবশ্য দানশীলদের পুরস্কৃত করে থাকেন।’</p>	<p>فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٥٨﴾</p>

৮৯. সে (ইউসুফ) বললো: ‘তোমরা কি জানোনা, তোমরা ইউসুফ আর তার সহোদরের সাথে কী আচরণটা করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে জাহিল?’	قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾
৯০. তারা বললো: ‘তবে কি তুমি-তুমিই ইউসুফ?’ সে বললো: ‘আমিই ইউসুফ আর এ আমার সহোদর! আল্লাহ আমাদের প্রতি ইহুসান করেছেন। যারা তাকওয়া আর সবার অবলম্বন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেইসব মুহসিনদের কর্মফল বৃথা যেতে দেন না।’	قَالُوا عَرَأَيْكَ لَا أَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾
৯১. তারা বললো: ‘আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন আর আমরা অবশ্যি অপরাধ করে আসছি।’	قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَتَرَكْنَا اللَّهَ عَالِينَ وَ إِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩١﴾
৯২. ইউসুফ বললো: “আজ আর তোমাদের বিরুদ্ধে (আমার) কোনো নিন্দা-ভৎসনা নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সবার সেরা দয়ালু।”	قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يُغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾
৯৩. “তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে আব্বাজানের কাছে যাও এবং এটি তাঁর মুখমন্ডলে লাগাও, এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবার পরিজন সবাইকে নিয়ে আমার এখানে চলে আসো।”	إِذْ هَبُوا بَيِّضِينَ هَذَا قَالَ لَقَوْهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَ أَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾
৯৪. তাদের কাফেলা যখন (মিশর থেকে) যাত্রা শুরু করলো, তখন তাদের পিতা পরিবারের লোকদের বলতে লাগলো: ‘তোমরা যদি আমাকে বৃদ্ধ বয়সের মতিভ্রম মনে না করো, তবে শুনো! অবশ্যি আমি ইউসুফের সুবাস পাচ্ছি।’	وَ لَنَا فَصَلْتَ الْعِيِّ قَالَ أَبُوهُمْ إِنَِّّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَنْ تُفْنِدُونِ ﴿٩٤﴾
৯৫. তারা বললো: ‘আল্লাহর কসম, আপনি আপনার পুরোনো (বৃদ্ধ বয়সের) বিভ্রান্তির মধ্যেই নিমজ্জিত আছেন।’	قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٥﴾
৯৬. অতপর যখন আনন্দ সংবাদের বাহক এসে উপস্থিত হয়, সে ইউসুফের জামা ইয়াকুবের মুখমন্ডলে রাখে, আর সাথে সাথে সে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায়। সে বলে: ‘আমি কি তোমাদের বলিনি, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় জানি, যা তোমরা জানোনা?’	فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَِّّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾
৯৭. তারা বললো: ‘বাবা! আপনি আমাদের অপরাধ মাফির জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আমরা অবশ্যি অপরাধে লিপ্ত ছিলাম।’	قَالُوا يَا كَابَنَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٧﴾
৯৮. সে (ইয়াকুব) বললো: ‘হ্যাঁ, আমি আমার প্রভুর কাছে তোমাদের মাফ করে দেয়ার জন্যে অচিরেই আবেদন জানাবো। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমশীল পরম করুণাময়।’	قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾
৯৯. অতপর তারা (মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে)	فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَبَوَاهُ

যখন ইউসুফের কাছে (সীমানায়) এসে পৌঁছে, ইউসুফ (তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এগিয়ে যায়), নিজের আব্বা আম্মাকে নিজের সাথে নিয়ে নেয় এবং (সবাইকে) বলে: ‘ইনশাআল্লাহ, আপনারা নিরাপদ নিশ্চিন্তে মিশরে প্রবেশ করুন।’

وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَمِنِينَ ﴿٥٩﴾

১০০. আর সে নিজের পিতা মাতাকে উচ্চাসনে উঠিয়ে নেয়। তখন তারা সবাই ইউসুফের প্রতি সাজদায় অবনত হয়। আর ইউসুফ তার পিতাকে বলে: ‘আব্বাজান! ইতোপূর্বে (ছোটবেলায়) আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, এটা ই সে স্বপ্নের তাৎপর্য। আমার প্রভু সেই স্বপ্নটিকে সত্যে পরিণত করেছেন। তাছাড়া আমার মহান প্রভু আমাকে কারাগার থেকে বের করে এনে এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দেয়ার পরও আপনাদের সবাইকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে এনে আমার সাথে মিলিত করে দিয়ে আমার প্রতি বিরাট ইহসান করেছেন। আসলে আমার প্রভু যার প্রতি ইচ্ছা করেন, খুবই কোমল-দয়ালু হয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞানী-প্রজ্ঞাময়।’

وَرَفَعَ اَبُو يٰهٖ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰ اٰبَتِ هٰذَا تَاْوِيلُ رُءُوسِىْ مِنْ قَبْلُ ۚ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّىْ حَقًّا ۚ وَ قَدْ اَحْسَنَ بِىْ اِذْ اَخْرَجَنِىْ مِنَ السِّجْنِ ۚ وَ جَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ تَرٰغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ اِخْوَتِىْ ۚ اِنَّ رَبِّىْ لَطِيفٌ لِّمَآ يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِىْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٠﴾

১০১. (ইউসুফ এসময় বিনয়ের সাথে দোয়া করে। দোয়ায়) সে বলে: “আমার প্রভু! তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছো এবং আমাকে সকল কথার (কিংবা সকল বিষয়ের, অথবা স্বপ্নের) তাৎপর্য উপলব্ধি করার শিক্ষা দান করেছো! মহাবিশ্ব আর এই পৃথিবীর (একমাত্র স্রষ্টা তুমি! এই পৃথিবীর জীবনে এবং আখিরাতে তুমিই আমার অভিভাবক! তোমার প্রতি আত্মসমর্পণকারী হিসেবে আমাকে মৃত্যু দান করো, আর আমাকে সাথি বানিয়ে দাও সালেহ লোকদের।”

رَبِّ قَدْ اَتَيْتَنِى مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِى مِنْ تَاْوِيلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ اَنْتَ وِىِّىْ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا ۚ وَ اَلْحَقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿٦١﴾

১০২. (হে মুহাম্মদ! এতোক্ষণ যে ইতিহাস তোমাকে জানানো হলো) সেটা একটা অদৃশ্য সংবাদ, যা অহির মাধ্যমে আমরা তোমাকে জানালাম। নতুবা তুমি তো আর সে সময় তাদের ওখানে উপস্থিত ছিলোনা, যখন তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা ইউসুফের বিরুদ্ধে) একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اُجْمِعُوْا اَمْرَهُمْ ۚ وَ هُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿٦٢﴾

১০৩. তবে তুমি যেতোই উৎসুক হও না কেন, অধিকাংশ মানুষই কিন্তু মুমিন হবেনা।

وَ مَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٣﴾

১০৪. অথচ তুমি তো (আল্লাহর দিকে আহবান করার) একাজের বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার পারিশ্রমিক দাবি করছোনা। এ (কুরআন) তো বিশ্ববাসীর জন্যে (মহাকল্যাণের) এক উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَ مَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٤﴾

১০৫. দিনরাত তারা আসমান জমিনের কতো যে নিদর্শন অতিক্রম করেছে, অথচ সেগুলোর ব্যাপারে তারা একেবারেই উদাসীন (সেগুলো সম্পর্কে মোটেও তারা ভেবে দেখেনা।)

وَكَانَ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝

১০৬. তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না, তবে রাখে মুশরিক অবস্থায়।

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝

১০৭. আল্লাহর আযাব তাদের গ্রাস করে নেবেনা এবং হঠাৎ তাদের অজ্ঞাতে কিয়ামত সম্মুখে উপস্থিত হবেনা বলে কি তারা নিশ্চিত হয়ে গেছে?

أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

১০৮. (হে মুহাম্মদ!) তুমি তাদের বলে দাও: 'এটাই আমার পথ, আমি তোমাদের আল্লাহর দিকে ডাকছি দীপ্ত জ্ঞানের পূর্ণ আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে-আমি এবং আমার সাথিরা। আর আল্লাহ পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তরভুক্ত নই।'

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

১০৯. (হে মুহাম্মদ!) তোমার আগেও আমি মানুষ ছাড়া আর কাউকেও রসূল বানিয়ে পাঠাইনি। তারাও জনপদেরই ছিলো বাসিন্দা, তাদের প্রতি আমি অহি পাঠিয়েছি। এরা কি পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখতে পারেনা, তাদের আগেকার (যারা আমার নবীদের অমান্য করেছিল, সেইসব) লোকদের কী (করণ) পরিণতি হয়েছিল? যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে, তাদের জন্যে আখিরাতের ঘরই উত্তম। এরপরও কি তোমাদের বোধোদয় হবেনা?

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۖ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَ لَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

১১০. (তাদের ধ্বংস করে দেয়ার কাজটি ততোক্ষণ পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়েছিল) যতোক্ষণ না রসুলেরা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছে এবং ফায়সালায় উপনীত হয়েছে যে, তাদেরকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তারপর (যখন সে অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন) রসুলদের পক্ষে আমার সাহায্য গিয়ে হাজির হয়। অতপর আমি যাকে চাই, তাকে বাঁচাই। কিন্তু অপরাধীদের উপর থেকে আমার শাস্তি প্রতিরোধ করার আর কেউই থাকেনা।

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝

১১১. আগেকার লোকদের (এসব করণ) কাহিনীতে বুঝ-বুদ্ধি ওয়ালা লোকদের জন্যে রয়েছে এক বড় শিক্ষা (lesson)। (এই কুরআন) কোনো বানোয়াট বিবৃতি নয়। বরঞ্চ এটা হলো সেই শাস্ত্রত গ্রন্থ যা তার পূর্বে পাঠানো কিতাবের বক্তব্যকে সমর্থন করে এবং সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ প্রদান করে। তাছাড়া যারা (কুফরের পথ ত্যাগ করে) ঈমানের পথে আসে, এ কিতাব তাদের জন্যে পথ প্রদর্শক আর করণাধারা।

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۖ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

সূরা ১৩ আর রা'দ

মকায় মতান্তরে মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৪৩, রুকু সংখ্যা: ০৬

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

- ০১-১৭: কুরআন আল্লাহর কিতাব। সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহর। মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। মানুষের কুফুরি। সবাই এবং সবকিছু আল্লাহর কর্তৃত্বের অধীন। বাতিলপন্থীরা বিলীন হয়ে যাবে, সত্যপন্থীরা টিকে থাকবে।
- ১৮-২৫: সত্যপন্থীদের বৈশিষ্ট্য ও শুভ পরিণাম। বিশ্বাসঘাতক ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণতি।
- ২৬-৩১: আল্লাহর রিযিক বণ্টন ব্যবস্থা। কাফির ও মুমিনদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য।
- ৩২-৪৩: সকল নবীর সাথেই বিদ্রূপ করা হয়েছে। কুফুরির পথ ও তাকওয়ার পথ। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী কাফিরদের অশুভ পরিণতি।

সূরা আর রা'দ (মেঘের গর্জন) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الرَّعْدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. আলিফ লাম মিম রা। এগুলো আল কিতাবের (আল কুরআনের) আয়াত, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এ এক মহাসত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তাতে) ঈমান আনেনা।	الْمُرَّةِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ①
০২. আল্লাহ্, যিনি মহাকাশকে উপরে উঠিয়ে দিয়েছেন স্তম্ভ ছাড়াই, তোমরা তা দেখতে পাচ্ছে। তারপর তিনি সমাসীন হয়েছেন আরশের উপর এবং সূর্যও চাঁদকে (নির্দিষ্ট বিধানের) অধীন করে দিয়েছেন। তারা প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে গতিমান। সমস্ত বিষয়ই তিনি পরিচালনা করেন এবং নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন বিশদভাবে, যাতে তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে একীকৃত থাকো।	اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ①
০৩. তিনি জমিনকে সমতল করে বিছিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে সৃষ্টি করে দিয়েছেন পাহাড়-পর্বত আর নদ-নদী। সেখানে প্রত্যেক প্রকারের ফলফলারি সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনিই দিনকে ঢেকে দেন রাত দিয়ে। এতে অবশ্য নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে।	وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى الْبَيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ①
০৪. এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে পরস্পর কাছাকাছি ভূ-খণ্ডসমূহ, তাতে রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, শস্যক্ষেত, আর একাধিক মাথাওয়ালা এবং এক মাথাওয়ালা খেজুর গাছ। এগুলোকে পান করানো হয় একই পানি। সেগুলোর কিছু ফল ফসলকে কিছু ফল ফসলের	وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٍ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

উপর আমরা স্বাদের দিক থেকে চমৎকার করে দিই। যারা আকল খাটায় তাদের জন্যে এতে রয়েছে নিদর্শন।

لَا يَتْلُوْنَ الْقَوْمُ يَعْقِلُوْنَ ۝

০৫. তুমি যদি বিস্মিত হও, তবে বিস্ময়কর হলো তাদের এই কথা, ‘মাটিতে মিশে যাবার পরও কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?’ এরাই তাদের প্রভুর সাথে কুফুরি করেছে আর তাদের গলায়ই থাকবে লোহার শিকল এবং তারাি হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।

فِيهَا خَالِدُونَ ۝

০৬. কল্যাণের আগেই তারা তোমাকে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে বলে: যদিও তাদের আগে এরকম কথার অনেক দৃষ্টান্ত বিগত হয়েছে। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মানুষের প্রতি তাদের যুলুম-সীমালঙ্ঘন সন্তোষে পরম ক্ষমাশীল। আবার তোমার প্রভু শাস্তি প্রদানেও কঠোর।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

০৭. কাফিররা বলে: ‘তার প্রতি তার প্রভুর পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন নাযিল হলোনা কেন?’ তুমি তো কেবল একজন সতর্ককারী মাত্র আর প্রত্যেক কওমেরই ছিলো একজন সতর্ককারী।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ۚ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

রাফু
০১

০৮. আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী তার গর্ভে যা বহন করে এবং জরায়ুতে যা কমে আর বাড়ে এবং তাঁর কাছে প্রতিটি বস্তুর পরিণামই নির্ধারিত।

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِإِقْدَارٍ ۝

০৯. তিনি গায়েব ও দৃশ্যের জ্ঞানী মহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদার মালিক।

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝

১০. তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কথা গোপন করে এবং যে তা প্রকাশ করে, আর যে রাতে লুকিয়ে থাকে এবং দিনে বিচরণ করে, তারা সবাই আল্লাহর জ্ঞানে সমান।

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝

১১. তার (মানুষের) জন্যে তার সামনে এবং পেছনে একের পর এক পাহারাদার নিযুক্ত থাকে আল্লাহর নির্দেশে। তারা তার হিফায়ত করে। আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেননা, যতোক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেরদের অবস্থা পরিবর্তন করে। যখন আল্লাহ কোনো জাতির অকল্যাণ চান, তখন তা আর রদ হয়না। তাদের জন্যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো অলি নেই।

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ ۚ وَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝

১২. তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুত চমকিয়ে ভয় এবং আশা দেখান। তিনিই সৃষ্টি করেন বর্ষণমুখী ভারি মেঘ।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَ طَمَعًا ۚ وَ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝

১৩. বজ্রধ্বনি প্রশংসার সাথে তাঁর তসবিহ করে এবং ফেরেশতারাও করে তাঁর ভয়ে। তিনি বজ্রপাত ঘটান এবং তা দিয়ে যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন। তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে, অথচ তিনি মহাশক্তিমান।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ۝

১৪. সত্যের দাওয়াত তাঁরই জন্যে (তাঁরই দিকে) হবে। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদের ডাকে, তারা তাদের ডাকে কিছুমাত্র সাড়া দেয়না। তাদের উপমা হলো ঐ ব্যক্তি, যে তার দুই হাত প্রসারিত করেছে যেনো তার মুখে পানি পৌছে, অথচ তা তার মুখে পৌছার নয়। কাফিরদের আত্মনা একেবারেই নিষ্ফল।

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۝ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

১৫. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যারাই আছে, সবাই ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, আল্লাহকে সাজদা করে এবং তাদের ছায়াগুলোও তাঁকে সাজদা করে সকালে এবং বিকেলে। (সাজদা)

وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝

১৬. হে নবী! তাদের জিজ্ঞেস করো: ‘মহাকাশ এবং পৃথিবীর রব কে?’ বলো: ‘আল্লাহ’। বলো: তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন সব অলি গ্রহণ করেছো যারা তাদের নিজেদেরও লাভ কিংবা ক্ষতি করতে সক্ষম নয়? জিজ্ঞেস করো, অন্ধ আর চক্ষুমান কি সমান? নাকি আলো আর অন্ধকার সমান? নাকি তারা যাদের আল্লাহর সাথে শরিক বানিয়েছে তারা আল্লাহর সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করে যে কারণে সৃষ্টি তাদের কাছে সদৃশ মনে হয়? বলো: এক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা।

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَبْلُغُونَ لَأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

১৭. তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ পরিমাণ মতো প্লাবিত হয়। আর প্লাবন তার উপরে আবর্জনা বহন করে বৃদ্ধ আকারে। এছাড়া তোমরা অলংকার কিংবা তৈজসপত্র তৈরির জন্যে যেসব ধাতু আগুনে বিগলিত করো সেগুলোর উপরিভাগেও অনুরূপ আবর্জনা ভেসে উঠে বৃদ্ধ আকারে। এভাবেই আল্লাহ্ হক এবং বাতিলের উপমা দিয়ে থাকেন। অতঃপর আবর্জনা সমেত বৃদ্ধ বিলীন হয়ে যায়, আর যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর তা জমিনে জমে থাকে। আল্লাহ্ এভাবেই উপমা দিয়ে থাকেন।

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاتَّخَذَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ طُولِ الْبَابِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْكَافِرُ وَالْمُؤْمِنُ أَمْ يَتَذَكَّرُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝

১৮. যারা তাদের রবের আত্মানে সাড়া দেয়

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخُسْنَىٰ ۝

তাদের জন্যে রয়েছে হুসনা (কল্যাণ)। আর যারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়না, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই যদি তাদের থাকতো এবং সেই সাথে অনুরূপ আরো থাকতো, তারা (আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার জন্যে) মুক্তিপণ হিসেবে সেই সবই দিয়ে দিতো। তাদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট হিসাব এবং তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। সেটা খুবই নিকৃষ্ট বিশ্রামের জায়গা।

الَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٧﴾

১৯. যে ব্যক্তি জানে তোমার প্রভুর নিকট থেকে তোমার কাছে মহাসত্য নাখিল হয়েছে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য, যে (এ ব্যাপারে) অন্ধ? অনুধাবন করে তো বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই,

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْلَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰؤِ الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

২০. যারা আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেনা,

الَّذِينَ يُفُؤْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ ۖ وَلَا يَنْقُضُونَ الْوَعْدَ ﴿١٩﴾

২১. যারা আল্লাহ্ যেসব সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন সেসব সম্পর্ক বজায় রাখে, তাদের প্রভুকে ভয় করে এবং ভীত থাকে কঠোর হিসাবের দিনের ব্যাপারে,

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢٠﴾

২২. যারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে সবার অবলম্বন করে, সালাত কয়েম করে, আমাদের দেয়া জীবিকা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় (দান) করে এবং ভালো দিয়ে মন্দ দূর করে, তাদেরই জন্যে রয়েছে পরিণামের ঘর।

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَآتَوْا الزَّكَاةَ ۖ وَاتَّقَوْا رَبَّهُمْ ۖ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ۖ وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢١﴾

২৩. তা হলো চিরস্থায়ী জান্নাত, তাতেই তারা দাখিল হবে এবং তাদের বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা নিজেদের এসলাহ (সংশোধন) করেছে তারাও। প্রত্যেক দরজা দিয়ে ফেরেশতারা তাদের কাছে দাখিল হবে।

جَنَّاتٍ عِدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ۖ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ أُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٢﴾

২৪. তারা বলবে: 'সালামুন আলাইকুম-আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আপনাদের সবার অবলম্বনের কারণে কতো উত্তম পরিণাম আপনাদের!'

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۖ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٣﴾

২৫. পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর সাথে মজবুত অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যাদের সাথে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন সেসব সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের প্রতি লানত এবং তাদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۖ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٤﴾

২৬. আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছে জীবিকা বিস্তৃত

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَيَقْدِرُ ۚ

রুকু
০৩

করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সীমিত করে দেন। তারা দুনিয়ার জীবন নিয়েই উৎফুল্ল, অথচ দুনিয়ার জীবন আখিরাতের তুলনায় একটি ক্ষণস্থায়ী ভোগের সময় মাত্র।

২৭. কাফিররা বলে: ‘তার প্রতি তার প্রভুর নিকট থেকে কোনো নিদর্শন নাযিল হলোনা কেন?’ তুমি বলো: “আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করে দেন। আর তার দিকে পথ দেখান তাদেরকেই যারা তাঁর অভিমুখী হয়,

২৮. যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র স্মরণে যাদের কলব (অন্তর) প্রশান্তি লাভ করে।” জেনে রেখো, কেবল আল্লাহ্র স্মরণেই কলব প্রশান্তি লাভ করে থাকে।

২৯. যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে, আনন্দ আর শুভ পরিণাম তাদেরই।

৩০. (পূর্বের রসুলদের মতো) একইভাবে আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি একটি উম্মতের কাছে। তাদের আগেও অতীত হয়েছে অনেক উম্মত। উদ্দেশ্য হলো: তুমি তাদের প্রতি তিলাওয়াত করবে যা আমরা তোমার কাছে নাযিল করেছি অহির মাধ্যমে। অথচ তারা দয়াময় রহমানের প্রতি কুফুরি করছে। তুমি বলো: ‘তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই কাছে হবে আমার প্রত্যাবর্তন।’

৩১. যদি এমন কোনো কুরআন হতো যার স্পর্শে পর্বতমালা চলতো, কিংবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেতো, অথবা তাতে মৃতদের সাথে কথা বলা যেতো (তবু তারা সেই কুরআনের প্রতি ঈমান আনতো না)। বরং সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহ্র। যারা ঈমান এনেছে এখনো কি তাদের হতাশা কাটেনি যে, আল্লাহ্ চাইলে সমস্ত মানুষকেই হিদায়াত করতে পারতেন? যারা কুফুরি করেছে তাদের কর্মকাণ্ডের জন্যে তাদের উপর আপদ আসতেই থাকবে। অথবা আপদ তাদের ঘরের আশে পাশেই ঘটতে থাকবে, যতোক্রম না আল্লাহ্র ওয়াদা (করা সময়টি) এসে পড়বে। আল্লাহ্ কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না।

৩২. তোমার আগেকার বহু রসূলকেই বিদ্রূপ করা হয়েছিল। ফলে যারা কুফুরি করেছিল, আমরা তাদেরকে কিছুটা অবকাশ দিয়েছিলাম, অতঃপর তাদের পাকড়াও করেছি। কেমন ছিলো আমার শাস্তি?

فَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَرَادَ ۝

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ۝

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتْلُوا عَلَيْهِمُ الذِّكْرَ أََوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ۝

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّرَتْ بِهِ الْمَوْتَى بَلَىٰ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَنِينًا ۖ أَفَلَمْ يَأْنَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَنِينًا ۖ وَلَا يَذَّالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

রুকু
০৪

৩৩. তবে কি প্রতিটি মানুষ যা উপার্জন (আমল) করে, যিনি তার পর্যবেক্ষক, তিনি তাদের অক্ষম ইলাহুগ্লোর মতো? তারপরও তারা আল্লাহর সাথে শরিক বানিয়ে নিয়েছে। বলাও: ‘তাদের পরিচয় দাও।’ তোমরা কি পৃথিবীর মধ্যে তাঁকে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও, যা তিনি জানেন না? নাকি তা বাহ্যিক কথা মাত্র? বরং কাফিরদের কাছে তাদের চক্রান্তগুলোকে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বাধা দেয়া হয়েছে সঠিক পথ থেকে। আর আল্লাহ্ যাদের বিপথগামী করে দেন, তাদের কোনো হাদি (সঠিক পথ প্রদর্শক) নেই।

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ
تُنْبِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ
بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

৩৪. দুনিয়ার জীবনেও তাদের জন্যে রয়েছে আযাব, আর আখিরাতের আযাব তো আরো কঠোর। আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর জন্যে তাদের কোনো রক্ষাকারী নেই।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ لَعَذَابُ
الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝

৩৫. মুভাকিদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার উপমা হলো এরকম, যেমন তার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর, তার ফলন ও হায়া হবে চিরস্থায়ী। এটাই মুভাকিদের (শুভ) পরিণাম। আর কাফিরদের পরিণাম হলো জাহান্নাম।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّهَا دَائِمٌ وَ ظِلُّهَا
تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ عُقْبَى
الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝

৩৬. যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে তারা আনন্দ পায়। কিন্তু কোনো কোনো দল সেটার কিছু কিছু অংশ অস্বীকার করে। বলাও: ‘আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি যেনো এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরিক না করি। আমি তাঁরই দিকে আহ্বান জানাই এবং তাঁরই কাছে হবে আমার প্রত্যাবর্তন।

وَ الَّذِينَ أُتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا
أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ
بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ لَا
أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَابٍ ۝

৩৭. এভাবেই আমরা সেটিকে নাযিল করেছি একটি বিধান হিসাবে আরবি ভাষায়। তোমার কাছে এলেম আসার পর তুমি যদি তাদের ইচ্ছা বাসনার ইত্তেবা (অনুসরণ) করো, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কোনো অভিভাবক এবং রক্ষাকারী থাকবে না।

وَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَ لَعِنَ
اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَ لَا
وَاقٍ ۝

৩৮. তোমার আগেও আমরা বহু রসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরও দিয়েছিলাম স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা কোনো রসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক বিষয়েরই নির্ধারিত মেয়াদ লেখা রয়েছে।

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا
لَهُمْ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ
يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ
كِتَابٌ ۝

৩৯. আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা মুছে দেন এবং যা ইচ্ছা করেন তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর তাঁর কাছেই রয়েছে ‘উম্মুল কিতাব’ (মূল কিতাব, Mother Book)।	يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾
৪০. (হে মুহাম্মাদ!) তাদেরকে আমরা যে শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কিছুটা যদি তোমার জীবদ্দশাতেই তোমাকে দেখাই, কিংবা যদি তার আগেই তোমার ওফাত ঘটিয়ে দেই (তাতে কিছু যায় আসেনা, সর্বাবস্থায়ই) তোমার দায়িত্ব তো কেবল (বার্তা) পৌঁছে দেয়া, আর আমাদের দায়িত্ব হিসাব নেয়া।	وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾
৪১. তারা কি দেখেনা, আমরা তাদের ভূ-খণ্ডকে চারদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি? ফায়সালা তো করেন আল্লাহ্। তাঁর ফায়সালা রদ করার কেউ নেই। তিনি হিসাব গ্রহণে দ্রুত।	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۗ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾
৪২. তাদের পূর্বকার কাফিররাও (রসূলদের বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র করেছিল। অথচ সব চক্রান্ত আল্লাহ্র এখতিয়ারে। প্রতিটি মানুষ যা কামাই করে, তা আল্লাহ্ জানেন। অচিরেই কাফিররা জানতে পারবে শুভ পরিণামের ঘর কার?	وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَبِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرِينَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾
৪৩. কাফিররা বলে: তুমি আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল নও। তুমি বলো: ‘আল্লাহ্ই আমার এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট, আর যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে তারা।’	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۖ قُلْ كَفَىٰ بِإِلَهِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

রুকু
০৬

সূরা ১৪ ইবরাহিম

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৫২, রুকু সংখ্যা: ০৭

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

০১-০৩: কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য।

০৪: প্রত্যেক রসূলকে নিজ জাতির ভাষায় দাওয়াত দিতে পাঠানো হয়েছে।

০৫-০৮: মূসাকেও একই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র আয়াত দিয়ে পাঠানো হয়েছিল।

০৯-১৭: অতীত রসূলগণের দাওয়াত এবং তাদের জাতির কুফুরি। রসূলগণের দৃঢ়তা এবং কাফিরদের অশুভ পরিণতি।

১৮-২১: কাফিরদের কর্মকাণ্ডের উপমা। পরকালে দুর্বল ও শক্তিমানদের বিতর্ক।

২২: বিচার ফায়সালার পর হাশর ময়দানে শয়তানের বক্তৃতা।

২৩-৩৪: মুমিনদের শুভ পরিণতি। সত্যবাদী ও মিথ্যা কথার উপমা। বাতিলপন্থীদের পরিণতি। মানুষের প্রতি আল্লাহ্র সীমাহীন অনুগ্রহ।

৩৫-৪১: মূর্তি ও ভাস্কর্য পূজারীদের বিরুদ্ধে ইবরাহিমের আ. প্রার্থনা। ইবরাহিমের সন্তানদের একটি অংশকে মক্কায় প্রতিষ্ঠা এবং এর কারণ।

৪২-৫২: মানুষকে কিয়ামতের ব্যাপারে সতর্ক করার নির্দেশ। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন এই পৃথিবীকে নতুন রূপে গড়া হবে। সেদিন অপরাধীরা থাকবে শৃঙ্খলবদ্ধ।

<p>সূরা ইবরাহিম</p> <p>পরম করণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে</p>	<p>سُورَةُ اِبْرٰهِيْمَ</p> <p>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</p>
<p>০১. আলিফ লাম রা। এই কিতাব আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি মানব সমাজকে বের করে আনো অন্ধকাররাশি থেকে আলোতে, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে মহাপরাক্রমশালী সপ্রশংসিত আল্লাহর পথে।</p>	<p>الرَّٰكِبُ ۚ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝</p>
<p>০২. আল্লাহ্, মহাকাশ এবং এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। আর কাফিরদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাবের দুর্ভোগ।</p>	<p>اللّٰهُ الَّذِيْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۝</p>
<p>০৩. যারা দুনিয়ার জীবনকে বেশি মহব্বত করে আখিরাতের চাইতে, আর আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং তাতে সন্ধান করে বক্রতার, তারা বিপথে চলে গেছে বহুদূর।</p>	<p>الَّذِيْنَ يَسْتَجِيبُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۚ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ اُولٰٓئِكَ فِى ضَلٰلٍ يّعِبدُوْنَ ۝</p>
<p>০৪. আমরা একজন রসূলও পাঠাইনি তার স্বজাতির ভাষায় ছাড়া, যাতে করে সে তাদেরকে স্পষ্ট করে বার্তা পৌছাতে পারে। তারপর আল্লাহ্ যাকে চান বিপথগামী করে দেন আর যাকে চান সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তিনি দুর্জয় ক্ষমতাবান মহাজ্ঞানী।</p>	<p>وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسٰن قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ فَيُضِلَّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝</p>
<p>০৫. আমরা আমাদের এক গুচ্ছ নিদর্শনসহ মূসাকে পাঠিয়েছিলাম এই নির্দেশ দিয়ে : ‘তুমি তোমার কওমকে অন্ধকাররাশি থেকে আলোতে বের করে আনো আর তাদেরকে আল্লাহর দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকো। এতে পরম ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ লোকদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন।’</p>	<p>وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِآيٰتِنَا اَنْ اُخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَذَكِّرْهُمْ بِآيٰتِمْ اللّٰهِ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبّٰرٍ شٰكُوْرٍ ۝</p>
<p>০৬. স্মরণ করো, মূসা তার কওমকে বলেছিল: “তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যখন তিনি তোমাদের নাজাত দিয়েছিলেন ফেরাউন গোষ্ঠীর কবল থেকে। তারা তোমাদের দিয়েছিল নিকৃষ্ট ধরনের আযাব। তারা যবাই করছিল তোমাদের পুত্র সন্তানদের আর জীবিত রাখছিল তোমাদের নারীদের। এতে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে ছিলো এক বিরাট পরীক্ষা।</p>	<p>وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰكُمْ مِنْ اِلٍ فِرْعَوْنَ ۚ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَ فِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝</p>
<p>০৭. স্মরণ করো, তোমাদের প্রভু তোমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, তোমরা যদি শোকর গুজারি করো তাহলে আমি তোমাদের আরো বেশি করে দেবো, আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার আযাব অবশ্য কঠোর।”</p>	<p>وَ اِذْ تَاَذَنَ رَبُّكُمْ لَنْ يُّشْكِرَنَّكُمْ ۚ لَا يَزِيْدَنَّكُمْ ۚ وَلَنْ يُّكَفِّرَنَّ عَنْ عَذَابِ لَّشَدِيْدٍ ۝</p>

০৮. মুসা আরো বলেছিল: ‘তোমরা এবং পৃথিবীর সবাইও যদি আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হও, তবু আল্লাহ্ সবার থেকে প্রয়োজনমুক্ত স্বয়ংস্বর সপ্রশংসিত।

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ①

০৯. তোমাদের কাছে কি তোমাদের আগেকার লোকদের সংবাদ আসেনি, নূহের জাতি, আদ জাতি ও সামুদ জাতির সংবাদ? আর তাদের পরবর্তীদের সংবাদ? তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানেন না। তাদের কাছে তাদের রসূলরা এসেছিল সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, কিন্তু তারা তাদের হাত তাদের মুখে চেপে ধরেছিল এবং বলেছিল: ‘তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছো তার প্রতি আমরা কুফুরি করলাম। তোমরা যার প্রতি আমাদের ডাকছো সে বিষয়ে বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে আমরা রয়েছি।’

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثمودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَزْسَلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَكٰفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ②

১০. তাদের রসূলরা বলেছিল: ‘আল্লাহর সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ? অথচ তিনিই মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তোমাদের ডাকছেন আর একটা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেয়ার জন্যে।’ তারা বলেছিল: ‘তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ। তোমরা তো চাইছো, আমাদের পূর্ব পুরুষরা যে সবার ইবাদত করতো আমাদেরকে সেগুলো থেকে বাধা দিতে। তোমরা আমাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখাও।’

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يُدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخَّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَيٍّ قَالُوا إِن أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَثْبُوا بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ③

১১. তাদের রসূলরা তাদের বলেছিল: ‘‘আমরা অবশ্যি তোমাদের মতো মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের যাকে চান, তার প্রতি অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়। মুমিনরা আল্লাহর উপরই ভরসা করে।

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُم بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ④

১২. আমরা কেন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবো না, অথচ তিনিই তো আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন? তোমরা আমাদের যতো কষ্টই দাও না কেন, আমরা অবশ্যি অটল-সহনশীল থাকবো। যারা নির্ভর করে তারা আল্লাহর উপর নির্ভর করুক।’’

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَدْبَسْتُمْ لَنَا وَ عَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ⑤

১৩. কাফিররা তাদের রসূলের বলেছিল: ‘আমরা অবশ্যি আমাদের দেশ থেকে তোমাদের বের করে দেবো, অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মেই ফিরে আসতে হবে।’ তখন তাদের (রসূলের) প্রভু

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذَنَّ

তাদেরকে অহির মাধ্যমে জানিয়ে দেন: “আমরা অবশ্যি যালিমদের হালাক করে দেবো।	فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾
১৪. তাদের (ধ্বংসের) পরে আমরা তোমাদেরকেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করবো। এটা তাদের জন্যে যারা আমার সামনে উপস্থিত হবার ভয় পোষণ করে এবং ভয় করে আমার ধমককে।”	وَلَنُشْكَرَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٨﴾
১৫. তারা বিজয় কামনা করেছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল প্রত্যেক উদ্ধত সৈরাচারী।	وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٩﴾
১৬. পরবর্তীতে তার জন্যে রয়েছে জাহান্নাম এবং তাকে পান করানো হবে গলিত পূজের পানি।	مِنْ وَّرَآئِهِ جَهَنَّمُ ۖ وَ يُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿٢٠﴾
১৭. সে বহু কষ্টে এক টোক এক টোক করে গিলবে এবং গেলা তার জন্যে মোটেই সহজ হবেনা। চতুর্দিক থেকে মৃত্যু তাকে আচ্ছন্ন করবে, কিন্তু তার মউত হবেনা। এরপর তার উপর চেপে বসবে এক কঠিন আযাব।	يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ۖ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۚ وَمِنْ وَّرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿٢١﴾
১৮. যারা তাদের প্রভুর প্রতি কুফুরি করে তাদের উপমা হলো: তাদের আমলসমূহ হলো ভস্মের মতো, ঝড়ের দিনে বাতাস সেগুলো প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাদের উপার্জনের কিছুই তারা কাজে লাগাতে সক্ষম হয়না। এটাই হলো ঘোরতর বিপথগামিতা।	مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿٢٢﴾
১৯. তোমরা কি দেখছো না যে, আল্লাহ বাস্তবতার সাথে মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তিনি চাইলে তোমাদের বিলুপ্ত করে নতুন সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনতে পারেন।	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّ يَشَاءُ يُدْهِبَكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٢٣﴾
২০. এ কাজ আল্লাহর জন্যে মোটেও কষ্টকর নয়।	وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٤﴾
২১. সবাই যখন উপস্থিত হবে আল্লাহর কাছে। তখন দাঙ্গিক কর্তৃত্বশালীদের উদ্দেশ্যে দুর্বলরা বলবে: ‘আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন তোমরা কি আল্লাহর আযাব থেকে আমাদের কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে?’ তারা বলবে: ‘আল্লাহ যদি আমাদেরকে সঠিক পথে চালাতেন, তাহলে আমরাও তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতাম। এখন আমরা সহ্য করি কিংবা ধৈর্য হারাই একই কথা, এখান থেকে আমাদের নিষ্কৃতি নেই।’	وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْغِوُنَا عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحْصِنٍ ﴿٢٥﴾

২২. যখন বিচার কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে: ‘আল্লাহ্ তোমাদের ওয়াদা দিয়েছিলেন সত্য ওয়াদা। আর আমিও তোমাদের ওয়াদা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিলনা। আমি তো কেবল তোমাদের আহ্বান করেছি। তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং আজ আমাকে তিরস্কার করোনা, নিজেকে নিজে তিরস্কার করো। আমি তোমাদের রক্ষা করতে সক্ষম নই, তোমরাও আমাকে রক্ষা করতে সক্ষম নও। তোমরা যে আমাকে ইতোপূর্বে (পৃথিবীতে) আল্লাহর শরিক বানিয়েছিলে আমি সেটা অস্বীকার করছি। যালিমদের জন্যে তো রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।’

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَا لَوْمُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَكَا بِصُخْرِيكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِصُخْرِيٍّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

২৩. যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে তাদের দাখিল করা হবে জান্নাতে (উদ্যানসমূহে), যেগুলোর নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর। সেখানে থাকবে তারা চিরকাল তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে ‘সালাম’।

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝

২৪. তুমি কি দেখছো না, আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিচ্ছেন: একটি উত্তম কথা যেমন একটি উত্তম গাছ, যার মূল মাটির গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত আর যার শাখা-প্রশাখা উপরে বিস্তীর্ণ।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝

২৫. সেটি তার প্রভুর অনুমতিক্রমে প্রতিনিয়ত ফল দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্যে উপমা দেন যেমন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

تُؤْتِي أَكْثَرَهَا كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

২৬. আর একটি মন্দ কথার উপমা হলো একটি মন্দ গাছ, যার মূল বিচ্ছিন্ন মাটির উপরিভাগে, তার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝

২৭. আল্লাহ্ মুমিনদের মজবুত অটল রাখেন মজবুত অটল কথার ভিত্তিতে দুনিয়ার জীবনেও এবং আখিরাতেও, আর বিভ্রান্ত করে দেন যালিমদের এবং আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন।

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝

২৮. তুমি কি তাদের দেখছো না, যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ (ইসলাম) গ্রহণ করার বদলে কুফুরিকে আঁকড়ে ধরেছে এবং তারা তাদের কণ্ঠমকে নামিয়ে এনেছে ধ্বংসের দুয়ারে?

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝

২৯. জাহান্নামে, আৰ সেখানেই তাৰা প্ৰবেশ
কৰবে। সেটা কতো যে নিকৃষ্ট আবাস!

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيُبْسِ الْقَرَارُ ۝

৩০. তাৰা আল্লাহ্ৰ সমকক্ষ বানায় মানুষকে তাঁৰ
পথ থেকে বিভ্রান্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে। হে নবী!
তাদের বলো: ভোগ করে নাও, আৰ জেনে
রাখো, তোমাদের ফিৰে যাৰাৰ জায়গা হলো
জাহান্নাম।

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ
قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۝

৩১. হে নবী! আমাৰ ঈমানদাৰ দাসদের বলো:
তাৰা যেনো সালাত কায়েম করে এবং আমাৰা
তাদের যে জীৱিকা দিয়েছি তা থেকে যেনো ব্যয়
করে গোপনে ও প্ৰকাশ্যে সেই দিনটি আসাৰ
আগেই, যেদিন কোনো বেচাকেনাও থাকবেনা
আৰ কোনো বন্ধুতাও থাকবেনা।

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ أَمَنُوا يُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ
عَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ
فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ۝

৩২. আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ এবং
এই পৃথিবী আৰ নাযিল করেছেন আসমান থেকে
পানি, তাৰপৰ তা থেকে উৎপন্ন করেছেন ফল
ফসল তোমাদের জন্যে জীৱিকা হিসেবে। আৰ
নৌযানকে তোমাদের নিয়ন্ত্ৰণাধীন করে
দিয়েছেন, যাতে করে তাঁৰ নিৰ্দেশক্ৰমে তা
চলাচল করে সমুদ্রে এবং তিনি তোমাদেরই
কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন নদ-নদীকে।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ
أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمْ
الْفُلُوكَ لِيَتَجَرَّيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ
سَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ۝

৩৩. তিনি তোমাদেরই কল্যাণে নিয়োজিত করে
দিয়েছেন সূৰ্য আৰ চাঁদকে। তাৰা অৱিৰাম একই
নিয়ম মেনে চলে। তিনি তোমাদের কল্যাণে
আৰো নিয়োজিত করেছেন রাত আৰ দিনকে।

وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۚ
وَسَخَّرَ لَكُمْ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ ۝

৩৪. তোমরা তাঁৰ কাছে যা চেয়েছো (অৰ্থাৎ যা
কিছু তোমাদের প্ৰয়োজন) তাৰ প্ৰত্যেকটিই তিনি
তোমাদের দিয়েছেন। তোমরা যদি তোমাদের
প্ৰতি আল্লাহ্ৰ অনুগ্রহ গণনা কৰো, তাহলে তাৰ
সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰতে পাৰবে না। নিশ্চয়ই মানুষ
বড় যালিম, অকৃতজ্ঞ।

وَ أَنْتُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ
تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ
الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝

ৰুকু
০৫

৩৫. স্মরণ কৰো, ইবৰাহিম বলেছিল: “আমাৰ
প্ৰভু! তুমি এই (মক্কা) নগৰীকে নিৰাপদ করে
দাও এবং আমাকে ও আমাৰ সন্তানদেরকে
ভাৰ্ঘৱ-প্ৰতিমা পূজা থেকে দূৰে রেখো।

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ
أَمِنًا وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝

৩৬. আমাৰ প্ৰভু! এসব (প্ৰতিমা) বিপথগামী
করেছে বহু মানুষকে। সুতরাং যে আমাৰ
অনুসরণ কৰবে, সেই হবে আমাৰ লোক, আৰ

رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ
فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَ مَنْ عَصَانِي ۚ

যে আমার অবাধ্য হবে, সে ক্ষেত্রে তুমি তো পরম ক্ষমাশীল দয়াময়।

فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

৩৭. আমাদের প্রভু! আমি তো আমার বংশধরদের একটি অংশের বসবাসের ব্যবস্থা করেছি এই অনূর্বর উপত্যকায় তোমার সম্মানিত ঘরের কাছে। হে আমার প্রভু! এ জন্যে করেছি, যেনো তারা সালাত কয়েম করে। সুতরাং তুমি মানুষের হৃদয় তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিও, আর তাদের জীবিকা দিও ফলফলারি দিয়ে, যাতে করে তারা তোমার শোকর আদায় করে।

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি জানো আমরা যা গোপন করি এবং আমরা যা প্রকাশ করি। আর আসমান ও জমিনের কিছুই গোপন নেই আল্লাহর কাছে।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا تُخْفِي وَ مَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٩﴾

৩৯. সমস্ত শোকরিয়া আল্লাহর, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল এবং ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রভু দোয়া শুনে থাকেন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٤٠﴾

৪০. আমার প্রভু! আমাকে সালাত কয়েমকারী বানাও এবং আমার বংশধরদেরকেও। আমাদের প্রভু! আমার দোয়া কবুল করো।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤١﴾

৪১. আমাদের প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও আর আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে সেইদিন, যেদিন অনুষ্ঠিত হবে হিসাব।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤٢﴾

৪২. যালিমদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আল্লাহকে গাফিল মনে করোনা। তিনি তাদের অবকাশ দিচ্ছেন ঐ দিন পর্যন্ত যেদিন তাদের দৃষ্টি স্থির হয়ে যাবে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٣﴾

৪৩. সেদিন ভীত বিহ্বল হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা ছুটছুটি করবে। নিজেদের দিকে ফিরবে না তাদের দৃষ্টি। তাদের অন্তর থাকবে উদাসীন।

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٤﴾

৪৪. যেদিন আযাব তাদেরকে পাকড়াও করে ফেলবে সেদিনটি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করো। সেদিন যালিমরা বলবে: ‘আমাদের প্রভু! অল্পকালের জন্যে আমাদের অবকাশ দাও, আমরা

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبِ دَعْوَتِكَ وَ تَتَّبِعِ

তোমার আস্থানে সাড়া দেবো এবং তোমার রসূলদের ইত্তেবা (অনুসরণ) করবো।’ (তাদের বলা হবে:) ইতোপূর্বে (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা বলতে না যে, তোমাদের পতন হবেনা?	الرُّسُلُ أَوْ لَمْ تُكُونُوا أَفْسَنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ﴿٦﴾
৪৫. অথচ তোমরা তো বাস করতে সেইসব আবাস ভূমিতেই, যারা (তোমাদের আগে) নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল, আর এটাও তোমাদের কাছে পরিষ্কার ছিলো যে, আমরা তাদের সাথে কী আচরণ করেছিলাম? আমরা তো তোমাদের কাছে তাদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলাম।	وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمِثَالَ ﴿٧﴾
৪৬. তারা চক্রান্ত করেছিল তাদের প্রাণান্তকর চক্রান্ত। তাদের চক্রান্ত আল্লাহ্ রদ করে দিয়েছেন। যদিও তারা এমন চক্রান্ত করেছিল যাতে পাহাড় পর্যন্ত টলে যেতো।	وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٨﴾
৪৭. তুমি কখনো মনে করোনা যে, আল্লাহ্ তাঁর রসূলদের দেয়া ওয়াদা খেলাফ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।	فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ؕ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩﴾
৪৮. যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে যাবে অন্য একটি পৃথিবীতে এবং মহাকাশও, তখন সমস্ত মানুষ উপস্থিত হয়ে যাবে আল্লাহ্র সামনে, যিনি এক এবং মহাপরাক্রমশালী।	يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٠﴾
৪৯. সেদিন তুমি অপরাধীদের দেখবে শিকলে শৃংখলিত।	وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿١١﴾
৫০. তাদের জামা হবে আলকাতরার, আর তাদের চেহারা ঢেকে নেবে আগুন।	سَرَابٍ لَهُمْ مِّنْ قِطْرَانٍ وَ تَغْشَىٰ وَجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿١٢﴾
৫১. এটা এ জন্যে হবে, যাতে করে আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্মফল দিয়ে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।	لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٣﴾
৫২. এটি (এ কুরআন) মানুষের জন্যে একটি বার্তা, যাতে করে এর মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করা যায় এবং মানুষ জানতে পারে যে, নিশ্চয়ই তিনি একমাত্র ইলাহ, আর যেনো বুঝা বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।	هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَ لِيُنذَرُوا بِهِ وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَ لِيَذْكُرُوا أَنَّهُمْ إِلَىٰ بَابِ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ ﴿١٤﴾

সূরা ১৫ আল হিজর

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৯৯, রুকু সংখ্যা: ০৬

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০৮: ইসলাম বিরোধীদের কামনা, ধারণা ও কর্মপন্থা।
 ০৯-১৫: কুরআন হিফায়তের দায়িত্ব আল্লাহর। সব রসূলের সাথেই লোকেরা বিদ্রূপ করেছে।
 ১৬-২৫: আল্লাহর সৃষ্টি ও বিশ্ব ব্যবস্থাপনা।
 ২৬-৫০: মানুষ ও জ্বীন সৃষ্টির উপাদান। মানুষের সাথে শয়তানের শত্রুতার সূচনা ও ইতিহাস। শয়তান কাদেরকে প্রতারিত করতে পারবে এবং কাদেরকে করতে পারবেনা? মুত্তাকিদের শুভ পরিণতি।
 ৫১-৬০: ইবরাহিমের কাছে ফেরেশতাদের আগমন এবং তাকে একটি সুসংবাদ ও একটি দুঃসংবাদ প্রদান।
 ৬১-৭৯: লুত জাতির অপকর্ম এবং তাদের পরিণতির ইতিহাস।
 ৮০-৮৪: আইকাবাসীদের অবাধ্যতা এবং তাদের করণ পরিণতি।
 ৮৫-৯৯: কিয়ামতের আগমন অনিবার্য। নবীকে বারবার পাঠ্য সাত আয়াত এবং আল কুরআনুল আযিম দেয়া হয়েছে। নবীর প্রতি উপদেশ।

পারা
১৪

সূরা আল হিজর	سُورَةُ الْحَجَرِ
পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো আয়াত আল কিতাব এবং সুস্পষ্ট কুরআনের।	الرَّحْمٰنُ الَّذِیْ تِلْكَ الْکِتٰبِ وَفُرٰنٍ مُّبِیْنٍ ۝
০২. কাফিররাও কখনো কখনো আকাঙ্ক্ষা করে, যদি তারা মুসলিম হতো!	رُبَّمَا یَوَدُّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا کَانُوْا مُسْلِمِیْنَ ۝
০৩. তাদের উপেক্ষা করো: তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক। অচিরেই তারা জানতে পারবে।	ذَرٰهُمْ یَاکُلُوْا وَیَسْتَمْتَعُوْا لِیْلِهِمْۭ اَلَا مَلٰٓئِکَةٌ مُّصَوِّرُوْنَ ۝
০৪. আমরা যে কোনো জনপদকেই হলাক করেছি, তার অবশিষ্ট একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল রেকর্ড করা ছিলো।	وَمَا اَهْلٰکُنَا مِنْ قَرْیَةٍ اِلَّا وَلَهَا کِتٰبٌ مُّعْلُوْمٌ ۝
০৫. কোনো উম্মতের (ধ্বংসের) মেয়াদকাল এগিয়েও আসেনা এবং পিছিয়েও যায়না।	مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا یَسْتَاخِرُوْنَ ۝
০৬. তারা বলে: “হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি আয-যিকির (আল-কুরআন) নাযিল করা হয়েছে, তুমি অবশিষ্ট একজন পাগল।	وَ قَالُوْا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْ نَزَّلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ اِنَّکَ لَمَجْنُوْنٌ ۝
০৭. তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের কাছে ফেরেশতা নিয়ে আসেনা কেন?”	لَوْ مَا تَاتٰیْنَا بِاَلْمَلٰٓئِکَةِ اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝
০৮. আমরা তো বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া ছাড়া ফেরেশতা পাঠাইনা; আর যখনই ফেরেশতা পাঠাই তখন আর তাদের অবকাশ দেয়া হয়না।	مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِکَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا کَانُوْا اِذَا مُنْظَرِیْنَ ۝

০৯. আয-যিকির (আল-কুরআন) আমরাই নাযিল করেছি এবং আমরাই সেটির হিফাযতকারী।	إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿٩﴾
১০. তোমার আগেকার অনেক সম্প্রদায়ের কাছেই আমরা রসূল পাঠিয়েছিলাম।	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِبَعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾
১১. যখনই তাদের কাছে কোনো রসূল এসেছে তারা (তাকে নিয়ে) বিদ্রূপ করেছে।	وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾
১২. এভাবে আমরা (সর্বকালের) অপরাধীদের অন্তরে তা (কুফুরি ও হঠকারিতা) সঞ্চার করি।	كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾
১৩. তারা এর (কুরআনের) প্রতি ঈমান আনেনা। আর অতীতের (অপরাধীদের) সুন্যতও ছিলো এটাই।	لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾
১৪. আমরা যদি তাদের জন্যে আসমানের দুয়ারও খুলে দিতাম এবং তারা যদি দিবালোকে তাতে মেরাজ (আরোহণ) করতেও থাকতো,	وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾
১৫. তখনো তারা বলতো, আমাদের চোখকে সম্মোহিত করা হয়েছে, বরং আমরা জাদুগ্রস্ত লোক।	لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿١٥﴾
১৬. আমরা আসমানে বুরূজ (গ্রহ-নক্ষত্র) স্থাপন করেছি এবং সেগুলোকে দর্শকদের জন্যে শোভামণ্ডিত করেছি।	وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾
১৭. এবং প্রতিটি অভিশপ্ত শয়তান থেকে সেটিকে হিফাযত করেছি।	وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾
১৮. তবে কেউ যদি চুরি করে সংবাদ শুনতে চায় তার পশ্চাদধাবন করে উজ্জ্বল শিহাব (শিখা)।	إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾
১৯. আর পৃথিবী, আমরা তাকে সমতল করে বিছিয়ে দিয়েছি, আর তাতে স্থাপন করেছি পাহাড়-পর্বত এবং তাতে উৎপন্ন করেছি প্রতিটি জিনিস ওজন মতো (যথাযথ পরিমাণে)।	وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا وَاسِئًا وَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾
২০. তাতে ব্যবস্থা করে দিয়েছি তোমাদের জীবিকার, এবং তাদের জীবিকারও যাদের জীবিকাদাতা তোমরা নও।	وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾
২১. এমন কোনো জিনিস নেই, আমাদের কাছে যার ভাণ্ডার রক্ষিত নেই। আমরা তা নাযিল করি জ্ঞাত নির্দিষ্ট পরিমাণে।	وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾
২২. আর আমরা বর্ষণমুখী মেঘবাহী বাতাস পাঠাই, তারপর আসমান থেকে নাযিল করি পানি এবং তা তোমাদের পান করাই, অথচ তোমরা তো সেই (পানি) ভাণ্ডারের মালিক নও।	وَ أَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾
২৩. আমরাই হায়াত দেই এবং মউত ঘটাই এবং আমরাই ওয়ারিশ (মালিক)।	وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

রুকু
০১

রুকু
০২

২৪. আমরা তোমাদের বিগতদের জানি এবং যারা আসবে তাদেরও জানি।	وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾
২৫. নিশ্চয়ই তোমার প্রভু তাদের সবার হাশর করবেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী।	وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾
২৬. আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে গন্ধযুক্ত কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে।	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾
২৭. আর তাদের আগে আমরা জিনদের সৃষ্টি করেছি শিখায়ুক্ত আগুন থেকে।	وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ ﴿٢٧﴾
২৮. (স্মরণ করো,) যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি গন্ধযুক্ত কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে।	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾
২৯. আমি যখন তাকে সুগঠিত করবো এবং আমার পক্ষ থেকে তাতে রূহ সঞ্চার করে দেবো, তখন তোমরা তার প্রতি সাজদায় নুয়ে পড়বে।	فَإِذَا سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾
৩০. ফলে ফেরেশতারা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে তাকে সাজদা করে।	فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾
৩১. তবে করেনি শুধু ইবলিস। সে সাজদাকারীদের অন্তরভুক্ত হতে অস্বীকার করে।	إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾
৩২. আল্লাহ বললেন: ‘হে ইবলিস! তোর কী হয়েছে, তুই কেন সাজদাকারীদের অন্তরভুক্ত হইসনি?’	قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾
৩৩. সে বললো: “আমি তো এমন একজনকে সাজদা করতে পারিনা, যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন গন্ধযুক্ত কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে।”	قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. তিনি বললেন: “তুই ওখান থেকে বেরিয়ে যা, কারণ তুই অভিশপ্ত।	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾
৩৫. প্রতিদান দিবস পর্যন্ত বর্ষিত হবে তোর উপর লা’নত।”	وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾
৩৬. সে বললো: ‘প্রভু! আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।’	قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾
৩৭. তিনি বললেন: “যা, তুই তাদের অন্তরভুক্ত যাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে।	قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾
৩৮. অবধারিত সময়টির (কিয়ামত) আগমন পর্যন্ত।”	إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾
৩৯. সে বললো: “প্রভু! যেহেতু আপনি আমাকে বিপথগামী করেছেন, সে জন্যে আমি পৃথিবীতে	قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي

তাদের (মানুষের) জন্যে বিপথগামীতাকে চাকচিক্যময় করে তুলবো এবং তাদের সবাইকে বিপথগামী করে ছাড়বো।	الْأَرْضِ وَلَا غَويْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾
৪০. তবে তাদের মধ্যকার আপনার মুখলেস বান্দাদের কথা ভিন্ন।”	إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٥٦﴾
৪১. আল্লাহ্ বললেন: “এটাই আমার কাছে পৌছার সরল সঠিক পথ।	قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥٧﴾
৪২. আমার দাসদের উপর তোর কোনো কর্তৃত্ব খাটবেনা, তবে বিভ্রান্তদের যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের কথা ভিন্ন।	إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَايِينَ ﴿٥٨﴾
৪৩. অবশ্যি তাদের সবার প্রতিশ্রুত স্থান হলো জাহান্নাম।	وَأِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾
৪৪. তার আছে সাতটি দরজা, প্রত্যেক দরজার জন্যে তাদের একটি অংশ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।	لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٦٠﴾
৪৫. অবশ্যি মুত্তাকিরা থাকবে উদ্যানসমূহ এবং বারগাধারা সমূহের মধ্যে।	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٦١﴾
৪৬. তাদের বলা হবে: ‘দাখিল হও শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে।’	أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ ﴿٦٢﴾
৪৭. তাদের অন্তরে পরস্পরের জন্যে কোনো বিদ্বেষ থাকলে তা আমরা দূর করে দেবো, তারা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসন গ্রহণ করবে ভাই ভাই হিসেবে।	وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٦٣﴾
৪৮. সেখানে তাদের স্পর্শ করবেনা কোনো অবসাদ এবং সেখান থেকে তাদের বের করেও দেয়া হবেনা।	لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٦٤﴾
৪৯. আমার দাসদের সংবাদ দাও, নিশ্চয়ই আমি মহাক্ষমশীল, মহাদয়াময়।	نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٦٥﴾
৫০. আর আমার আযাব, তাও বেদনাদায়ক আযাব।	وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٦٦﴾
৫১. তাদের আরো সংবাদ দাও ইবরাহিমের মেহমানদের সম্পর্কে।	وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٧﴾
৫২. তারা যখন তার কাছে প্রবেশ করেছিল, বলেছিল: ‘সালাম’। সে বলেছিল: ‘আমরা আপনাদের আগমনে আতংকিত।’	إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ ﴿٦٨﴾
৫৩. তখন তারা বলেছিল: ‘আপনি আতংকিত হবেন না, আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এক জ্ঞানী পুত্রের।’	قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٦٩﴾
৫৪. সে বলেছিল: ‘আপনারা আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন আমি বার্ষক্যে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও। আপনারা কীভাবে সুসংবাদ দিচ্ছেন?’	قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَا تَبَشِّرُونَ ﴿٧٠﴾

৫৫. তারা বলেছিল: ‘আমাদের দেয়া সুসংবাদ সত্য। আপনি নিরাশ হবেন না।’

قَالُوا بِبَشْرُوكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَقْطِينِ ۝

৫৬. সে বলেছিল: ‘বিদ্রান্তরা ছাড়া কে নিরাশ হয় তার প্রভুর রহমত থেকে?’

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝

৫৭. তারপর সে বললো: ‘(হে ফেরেশতারা!) আপনাদের আর কী বক্তব্য?’

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝

৫৮. তারা বললো: “আমরা শ্রেণিত হয়েছি এক অপরাধী কওমের প্রতি,

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ۝

৫৯. তবে, লুতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, আমরা তাদের সবাইকে নাজাত দেবো।

إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

রুকু
০৪

৬০. কিন্তু তাঁর (লুতের) স্ত্রীকে নয়। আমরা নিশ্চিত হয়েছি, সে ধ্বংস হবার জন্যে পেছনে পড়ে থাকাদের অন্তরভুক্ত হবে।”

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا إِنَّمَا لَيْسَ الْغَابِرِينَ ۝

৬১. অতঃপর ফেরেশতারা যখন লুত পরিবারে এসে উপস্থিত হলো।

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۝

৬২. সে (লুত) বললো: ‘আপনাদের তো চিনতে পারছিনা?’

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۝

৬৩. তারা বললো: “তারা (আপনার জাতি) যে বিষয়ে সন্দেহ করছে আমরা আপনার কাছে তাই নিয়ে এসেছি।

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝

৬৪. আমরা সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্য আমরা সত্যবাদী।

وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ۝

৬৫. সুতরাং আপনি রাতের কোনো এক সময় আপনার পরিবার-পরিজনকে নিয়ে বের হয়ে পড়ুন। আপনি তাদের পেছনে চলুন এবং আপনাদের কেউই যেমন পেছনে ফিরে না তাকায়। আপনাদেরকে যেখানে বলা হয়েছে সেখানে চলে যান।”

فَاسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُوْمَرُونَ ۝

৬৬. আমরা তাকে ফায়সালা জানিয়ে দিলাম যে, প্রভাতেই তাদের শিকড় কেটে দেয়া হবে (সমূলে বিনাশ করা হবে)।

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ۝

৬৭. নগরবাসীরা (মেহমান নের সংবাদে) উল্লসিত হয়ে (লুতের বাড়িতে) এসে উপস্থিত হয়।

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

৬৮. সে বললো: “এরা আমার মেহমান, তোমরা আমাকে বেইজ্জতি করোনা।

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ۝

৬৯. তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আমাকে অপমানিত করোনা।”

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ۝

৭০. তারা বললো: আমরা কি জগতবাসীকে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করিনি?

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

৭১. লুত বললো: এই যে আমার (জাতির) কন্যারা রয়েছে, তোমরা কিছু করতে চাইলে তাদের বিয়ে করে নাও।	قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۝
৭২. তোমার জীবনের শপথ, তারা তখন উন্মত্ততায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।	لَعَنُوكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝
৭৩. তারপর সূর্যোদয়ের সময় তাদের পাকড়াও করে বিকটধ্বনি।	فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۝
৭৪. তখন আমরা (লুত জাতির) জনপদের উপরের দিক নিচে করে উল্টে দিয়েছি এবং তাদের উপর অবিরাম বর্ষণ করেছি পাথরের কংকর।	فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ۝
৭৫. বিশ্লেষণ শক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্যে এতে রয়েছে নিদর্শন।	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّينَ ۝
৭৬. সেই বিরান জনপদ লোক চলাচলের পথপাশে এখনো বিদ্যমান।	وَأِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ۝
৭৭. মুমিনদের জন্যে তাতে রয়েছে এক নিদর্শন।	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمُؤْمِنِينَ ۝
৭৮. আর আইকাবাসীরাও ছিলো সীমালংঘনকারী।	وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۝
৭৯. তাদের থেকেও আমরা প্রতিশোধ নিয়েছি। উভয় বিরানভূমিই প্রকাশ্য মহাসড়কের পাশে এখনো বিদ্যমান।	فَاتَّقِنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهَا لِبِأَمَامٍ مُّبِينٍ ۝
৮০. হিজরবাসীরাও রসূলদের মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল।	وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ۝
৮১. আমরা তাদের দিয়েছিলাম আমাদের নিদর্শনসমূহ, কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিল।	وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝
৮২. তারা পাহাড় কেটে বাসস্থান নির্মাণ করেছিল নিরাপদ থাকার জন্যে।	وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أُمِّنِينَ ۝
৮৩. তাদেরকেও প্রভাতকালেই আঘাত করেছিল এক মহাবিকট শব্দ।	فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُضْحِينَ ۝
৮৪. তাদের অর্জনসমূহ তাদের কোনো উপকারই করতে পারেনি।	فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝
৮৫. মহাকাশ আর পৃথিবী এবং এই দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবই আমরা সৃষ্টি করেছি বাস্তবতার ভিত্তিতে। কিয়ামত অবশ্য আসবে। তাই তুমি সুন্দর সৌজন্যবোধের সাথে তাদের উপেক্ষা করো।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۝
৮৬. নিশ্চয়ই তোমার রব মহাপ্রাণী, অতীব জ্ঞানী।	إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝
৮৭. আমরা তোমাকে দিয়েছি পুন: পুন: আবৃত্ত সাত (আয়াত) এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআন।	وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝

রুকু
০৫

৮৮. আমরা তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ বিলাসের যেসব উপকরণ দিয়েছি, সেগুলোর প্রতি তুমি কখনো তোমার দুই চোখ মেলে তাকিয়োনা। তাদের জন্যে তুমি দুঃখও করোনা। তুমি মুমিনদের জন্যে তোমার দুই ডানা অবনমিত করে দাও।	لَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾
৮৯. তুমি বলো: ‘আমি তো কেবল সুস্পষ্ট সতর্ককারী।’	وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾
৯০. (এটা ঠিক সেরকম) যেভাবে আমরা নাযিল করেছিলাম সেইসব বিভক্তকারীদের (ইহুদি ও খৃস্টানদের) উপর,	كَمَا أَنزَلْنَاهَا عَلَى الْمُتَفَتِّسِينَ ﴿٩٠﴾
৯১. যারা তাদের কুরআনকে (তাওরাতকে) বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে।	الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾
৯২. তোমার প্রভুর শপথ! আমরা অবশ্যি তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো,	فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾
৯৩. তাদের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে।	عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾
৯৪. তোমাকে যার আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে প্রচার করো এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করে চলো।	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾
৯৫. বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্যে আমরাই কাফী (যথেষ্ট),	إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾
৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অপর ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। অচিরেই তারা জানতে পারবে।	الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾
৯৭. আমরা জানি, তাদের কথায় তোমার মন সংকুচিত হয়ে আসে।	وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾
৯৮. সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসার সাথে তসবিহ করো এবং তুমি সাজদাকারীদের অন্তরভুক্ত।	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾
৯৯. এবং তোমার প্রভুর ইবাদত করো যতোক্ষণ না তোমার কাছে আসে নিশ্চিত জিনিসটি (মৃত্যু)।	وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

রুকু
০৬

সূরা ১৬ আন নহল

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১২৮, রুকু সংখ্যা: ১৬

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

০১-০৩: আল্লাহ শিরক থেকে পবিত্র। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা রসূল নিযুক্ত করেন।

০৪-২১: মানুষ সৃষ্টি এবং মানুষের প্রতি আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহ।

- ২২-৩৫: অহংকারী লোকেরা ঈমান আনেনা। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। যালিমদের মৃত্যুকালীন এবং মৃত্যু পরবর্তীকালীন দুরবস্থা। আল্লাহ্‌ভীরুদের নীতি এবং তাদের মৃত্যুকালীন ও মৃত্যু পরবর্তী সুন্দর অবস্থা।
- ৩৬-৪০: আল্লাহ্‌ সব জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছেন। সব মানুষ হিদায়েতের পথে আসেনা।
- ৪১-৪২: ইসলামের কারণে নিগৃহীত ও নির্যাতিতদের মহাপুরস্কার।
- ৪৩-৬৫: কুরআনের ব্যাখ্যা দেয়ার দায়িত্ব রসূলের। ইসলাম ও নবীর প্রতি ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি সতর্কবাণী। আল্লাহ্র তাওহীদের যুক্তি। সকল মতবিরোধের সমাধান আল কুরআন।
- ৬৬-৮৩: মানুষের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের বিবরণ। শিরকের অসারতা। মানুষের কাছে সত্যের দাওয়াত পৌছে দেয়া নবীর দায়িত্ব।
- ৮৪-৮৯: প্রত্যাখ্যানকারীদের ও মুশরিকদের পরকালীন দুরবস্থা। কুরআনে প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা ও নির্দেশিকা রয়েছে।
- ৯০-৯৬: মানুষের জন্য ন্যায় ও সঠিক নীতিমালা।
- ৯৭: উত্তম আমল সুন্দর জীবনের গ্যারান্টি।
- ৯৮-১১১: কুরআন পাঠের সূচনায় শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য। অবিশ্বাসীদের জন্য দুঃসংবাদ। ইসলামের কারণে নির্যাতিতদের জন্য সুসংবাদ।
- ১১২-১১৩: আল্লাহ্র অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতা ও রসূলের আদর্শ প্রত্যাখ্যানের পরিণতি।
- ১১৪-১১৯: হালাল ও হারামের বিধান।
- ১২০-১২৪: ইবরাহিমের আনুগত্যের প্রতি আল্লাহ্র সম্বৃষ্টি। মুহাম্মদ সা. এর প্রতি ইবরাহিমের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ।
- ১২৫-১২৮: আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানের পস্থা।

সূরা আন নহল (মোমাছি) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহ্র নামে	سُورَةُ النَّحْلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. আল্লাহ্র নির্দেশ আসবেই, সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করোনা। তিনি অবশ্যি পবিত্র এবং তারা তাঁর সাথে যাদের শরিক করে তিনি তাদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে।	أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ①
০২. আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের যাদেরকে চান, তাদের প্রতি ফেরেশতা এবং রূহকে (জিবরাইলকে) পাঠান এই আদেশসহ: তোমরা সতর্ক করো যে, নিশ্চয়ই আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় করো।	يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ②
০৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ এবং এই পৃথিবী বাস্তবতার সাথে। তারা তাঁর সাথে যাদের শরিক করে, তিনি তাদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ③

০৪. তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন নোতফা (শুক্রবিন্দু) থেকে। অথচ সে প্রকাশ্যে বিতর্ক করে।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ
حَصِيمٌ مُبِينٌ ④

০৫. তিনি চারপায়ী পশুদেরও সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের জন্যে সেগুলোতে রয়েছে শীত নিবারক উপকরণ এবং আরো অনেক উপকারী জিনিস এবং সেগুলোর কতক তোমরা খেয়ে থাকো।

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑤

০৬. তোমরা বিকেলে যখন সেগুলোকে চারণভূমি থেকে ফিরিয়ে আনো আর সকালে যখন চারণভূমির দিকে নিয়ে যাও, তখন তোমরা সেগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করে থাকো।

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ⑥

০৭. আর সেগুলো তোমাদের বোঝা বহিয়ে নিয়ে যায় এমন স্থানে যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট করা ছাড়া তোমরা পৌঁছাতে পারতে না। তোমাদের প্রভু অবশ্যি দয়াবান, দয়াশীল।

وَتَحْمِلَ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ⑦

০৮. তোমাদের আরোহণ এবং সৌন্দর্যের জন্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। তিনি (তোমাদের কল্যাণে) আরো এমন সব জিনিস সৃষ্টি করবেন, যা তোমরা জানোনা।

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑧

ককু
০১

০৯. সঠিক পথ দেখানো আল্লাহর দায়িত্ব, যেহেতু অনেক বক্র পথ রয়েছে। তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করতেন।

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ⑨

১০. তিনি তোমাদের জন্যে আসমান থেকে নাযিল করেন পানি। তাতে রয়েছে তোমাদের জন্যে পানীয়, তা থেকেই জন্মায় গাছ-গাছালি উদ্ভিদ যাতে তোমরা চরিয়ে থাকো পশু।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ⑩

১১. তা থেকেই তিনি তোমাদের জন্যে জন্মান শস্য, যয়তুন, খেজুর গাছ, আঙ্গুর এবং সব রকমের ফল ফলারি। চিন্তাশীল লোকদের জন্যে অবশ্যি এতে রয়েছে নিদর্শন।

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⑪

১২. তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন রাত আর দিনকে এবং সূর্য আর চাঁদকে। নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। এতে নিদর্শন রয়েছে আকল খাটানো লোকদের জন্যে।

وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑫

১৩. তিনি যে তোমাদের জন্যে বিভিন্ন রঙের বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তাতেও নিদর্শন রয়েছে সেইসব লোকদের জন্যে যারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

وَمَا ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ⑬

১৪. তিনি সমুদ্রকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তা থেকে আহরণ করতে পারো তাজা গোশত (মাছ) এবং কুড়িয়ে

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً

আনতে পারো বিভিন্ন রকম রস, যা তোমরা তোমাদের ভূষণ হিসেবে পরে থাকো। তোমরা দেখতে পাছো, তার বুক চিরে চলাচল করে নৌযান, তা এজন্যে যেহেতু তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং তাঁর শোকর আদায় করতে পারো।

تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَ
لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٧﴾

১৫. আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে দিয়েছেন যাতে তা তোমাদের নিয়ে কাঁপতে না থাকে। তিনিই জারি করে দিয়েছেন নদ-নদী এবং চালু করে দিয়েছেন চলাচলের পথ, যাতে করে তোমরা সঠিকভাবে পৌঁছতে পারো গন্তব্যে।

وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ
وَأَنْهَارًا وَ سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

১৬. তাছাড়া রয়েছে নির্ণায়ক চিহ্নসমূহ, আর নক্ষত্রের সাহায্যেও তারা পথের নির্দেশনা পায়।

وَعَلَمَاتٍ ۖ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

১৭. যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার সমতুল্য, যে সৃষ্টি করে না? তোমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবেনা?

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾

১৮. তোমরা যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করো তবে সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, দয়াময়।

وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ
اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾

১৯. আল্লাহ জানেন, তোমরা যা গোপন করো আর যা প্রকাশ করো।

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾

২০. যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ডাকে, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরই সৃষ্টি করা হয়।

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا
يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾

২১. তারা মৃত, নির্জীব, তাদের কখন পুনরুত্থিত করা হবে সে বিষয়ে তাদের কোনো চেতনাই নেই।

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ
أَيَّانَ يَبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

রুকু
০২

২২. তোমাদের ইলাহ এক ও একক ইলাহ। সুতরাং যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনেনা, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা দাঙ্কিক।

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ فَالَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ
وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. নিঃসন্দেহে আল্লাহ জানেন, তারা যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে। অবশ্যি তিনি দাঙ্কিকদের পছন্দ করেন না।

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا
يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُجِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾

২৪. যখন তাদের বলা হয়: ‘তোমাদের প্রভু কী নাযিল করেছেন?’ তারা বলে: ‘আগের কালের লোকদের কাহিনী।’

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ
قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

২৫. ফলে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে তাদের পাপের ভার পূর্ণমাত্রায় এবং অজ্ঞতা নিয়ে যাদের বিপথগামী করেছিল তাদের পাপের বোঝাও। তারা যা বহন করবে, তা কতো যে নিকৃষ্ট!

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ
وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ
أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٢٥﴾

রুকু
০৩

২৬. তাদের আগেকার লোকরাও চক্রান্ত করেছিল, ফলে আল্লাহ তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন এবং ইমারতের ছাদ ধ্বংসে পড়েছিল তাদের উপর। আর তাদের উপর আযাব এসে পড়েছিল এমন দিক থেকে, যা তারা টেরও পায়নি।

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. এর পরে কিয়ামতের দিন তিনি তাদের লাঞ্চিত করবেন এবং তাদের জিজ্ঞাস করবেন, ‘কোথায় (তোমাদের মনগড়া) আমার সেইসব শরিকদাররা, যাদের ব্যাপারে তোমরা বিতর্ক করতে?’ যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল, তারা বলবে: আজকের অপমান আর অকল্যাণ কাফিরদের জন্যে,

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. যাদেরকে ফেরেশতারা মুহূর্তে মুহূর্তে নিজেদের প্রতি যুলুম করতে থাকা অবস্থায়। তখন তারা আত্মসমর্পণ করে দিয়ে বলে: ‘আমরা কোনো মন্দ কাজ করতাম না।’ হ্যাঁ, আল্লাহ ভালো ভাবেই জানেন তোমরা কী করতে?’

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ كَالِيٍّ أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. এখন জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে দাখিল হয়ে যাও সেখানে চিরকাল পড়ে থাকার জন্যে। দাঙ্গিকদের আবাসস্থল কতো যে নিকৃষ্ট!

فَاذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. যারা তাকওয়া অবলম্বন করতো তাদের বলা হবে: ‘তোমাদের প্রভু কী নাযিল করেছিলেন?’ তারা বলবে: ‘মহাকল্যাণ।’ যারা এই দুনিয়ায় ইহসান করে তাদের জন্যে রয়েছে হাসানা (কল্যাণ) আর তাদের জন্যে আখিরাতের আবাস আরো উত্তম। মুত্তাকিদের বাসস্থান কতো যে চমৎকার!

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾

৩১. তাহলো চিরস্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা দাখিল হবে। তার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর। সেখানে তাদের জন্যে থাকবে যা তারা চাইবে। আল্লাহ এভাবেই দিয়ে থাকেন মুত্তাকিদের পুরস্কার।

جَنَّاتٌ عِدْنُ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾

৩২. ফেরেশতারা তাদের ওফাত ঘটায় পবিত্র জীবন-যাপন করা অবস্থায়। তারা (তাদের ওফাত ঘটাতে এসে) বলে: ‘সালামুন আলাইকুম-আপনাদের প্রতি বর্ষিত হোক শান্তি, আপনারা দাখিল হোন জান্নাতে আপনাদের উত্তম আমলের বিনিময়ে।’

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. তারা (কাফিররা) কি তাদের কাছে ফেরেশতা আসার অপেক্ষায় রয়েছে, নাকি তাদের প্রভুর নির্দেশ আসার অপেক্ষায়? তাদের আগেকার লোকেরাও এ রকমই করতো। আল্লাহ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا

তাদের প্রতি যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই
নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল।

أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. সুতরাং তাদের উপর আপতিত হয়েছিল
তাদেরই মন্দ কাজের শাস্তি এবং সেই জিনিসই
তাদের পরিবেষ্টন করে নিয়েছিল যা নিয়ে তারা
ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَ حَاقَ بِهِمْ
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٤﴾

রুকু
০৪

৩৫. যারা শিরক করে তারা বলে: ‘আল্লাহ্ ইচ্ছা
করলে আমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত
করতাম না, আমরাও না, আমাদের পূর্ব
পুরুষরাও না এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া আমরা
কোনো কিছুই হারাম করতাম না।’ তাদের
আগেকার লোকেরা এ রকমই (বাহানাবাজি)
করতো। পরিষ্কারভাবে বার্তা পৌঁছে দেয়া ছাড়া
রসূলদের উপর আর কোনো দায়িত্ব আছে কি?

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
عَمَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَ لَا
آبَاؤُنَا وَ لَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ
كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنَ الْقَبْلِهِمْ ۖ فَهَلْ
عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾

৩৬. আমরা প্রতিটি জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি
এই নির্দেশ দেয়ার জন্যে যে: ‘তোমরা এক
আল্লাহর ইবাদত (আনুগত্য, দাসত্ব, প্রার্থনা,
উপাসনা) করো এবং তাগুতকে ত্যাগ করো।’ ফলে
তাদের কিছু লোককে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন
আর কিছু লোকের জন্যে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল
গোমরাহি। সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখো,
সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কী হয়েছিল?

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ
حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭. তুমি তাদের হিদায়াতের আকাংক্ষী হলেও
আল্লাহ্ সেসব লোকদের হিদায়াত করেন না,
যারা ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে। আর তাদের
কোনো সাহায্যকারীও হবেনা।

إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
مَنْ يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮. তারা জোর দিয়ে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে
বলে: ‘যারা মরে যায় আল্লাহ তাদের পুনরুত্থিত
করবেননা।’ হ্যাঁ, অবশ্যি তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ
করবেন। তবে অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।

وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۖ لَا
يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ۖ بَلَى وَعَدَا عَلَيْهِ
حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. (তিনি তাদের পুনরুত্থিত করবেন) যে বিষয়ে
তারা মতানৈক্য করতো তা তাদেরকে পরিষ্কার
করে জানিয়ে দেয়ার জন্যে, এবং কাফিররাও
যেনো জানতে পারে যে, তারা ছিলো মিথ্যাবাদী।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ ۖ وَلِيَعْلَمَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾

৪০. আমরা কোনো কিছু করার ইচ্ছা করলে সে
বিষয়ে শুধু এতোটুকু বলি, ‘হও’ আর সাথে
সাথে তা হয়ে যায়।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

রুকু
০৫

৪১. যারা অত্যাচারিত হবার পর হিজরত করেছে,
আমরা অবশ্যি দুনিয়ায় তাদের উত্তম আবাস
দেবো, আর আখিরাতের পুরস্কার তো অনেক
বড়। হায়, তারা যদি এটা জানতো,

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا
ظَلَمُوا لَنَنْبُوئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَ
لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

৪২. যারা সবার অবলম্বন করে এবং তাদের প্রভুর উপর তাওয়াক্কুল করে।

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. তোমার আগে আমরা যাদের পাঠিয়েছিলাম এবং অহি করেছিলাম, তারা পুরুষ (মানুষই) ছিলো। তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. তাদেরকে আমরা পাঠিয়েছিলাম স্পষ্ট প্রমাণ এবং গ্রন্থাবলি দিয়ে। আর তোমার প্রতি আমরা নাযিল করেছি ‘আয যিকির’ (আল-কুরআন) মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে যা তাদের জন্যে নাযিল করা হয়েছে এবং তারা যেনো চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫. যারা অন্যায় কাজের ষড়যন্ত্র করে তারা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাদের নিয়ে জমিনকে তলিয়ে দেবেন না, কিংবা এমন জায়গা থেকে তাদের উপর আযাব এসে পড়বেনা যার চিন্তাও তারা করেনি?

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. অথবা তাদের চলাফেরা করতে থাকা অবস্থায়ই আল্লাহ তাদের পাকড়াও করবেন না? শান্তি যখন এসে পড়বে তখন তারা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. কিংবা তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তিনি ধরে ফেলবেন না? তোমাদের প্রভু অবশ্যি পরম দয়াশীল, করুণাময়।

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾

৪৮. তারা কি দেখেনা, আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর ছায়া ডানে এবং বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সাজদাবনত হয়?

أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّحُونَ ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دُخْرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. মহাকাশে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যতো জীবজন্তু আছে সবাই আল্লাহর জন্যে সাজদাবনত হয়, আর ফেরেশতারাও তাঁকে সাজদা করে এবং তারা অহংকার করেনা।

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

রুকু
০৬

৫০. তারা তাদের উপর থেকে তাদের প্রভুর ভয়ে ভীত থাকে এবং তারা কেবল তাই করে যা তাদের নির্দেশ দেয়া হয়। (সাজদা)

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ السَّجْدَةُ

৫১. আল্লাহ বলেছেন: ‘তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করোনা। তিনি তো একমাত্র ইলাহ। তাই তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো।’

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥١﴾

৫২. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। আর অবিচ্ছিন্ন আনুগত্য পাওয়ার মালিক

وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ

কেবল তিনিই। তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করবে?

الدِّينِ وَاصْبَا۟ اَفْغَيَّرَ اللّٰهُ تَتَّقُوْنَ ۝

৫৩. তোমাদের সাথে যতো নিয়ামত রয়েছে সবই তো আল্লাহ্র প্রদত্ত। তাছাড়া তোমাদেরকে যখনই কোনো দু:খ-দুর্দশা স্পর্শ করে, তখনো তো তোমরা ব্যাকুল হয়ে কেবল তাঁকেই ডাকো।

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نَّعْمَةٍۢ مِّنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّۙ فَاِلَيْهِ تَجْعُرُوْنَ ۝

৫৪. তারপর তিনি যখন তোমাদের দু:খ-দুর্দশা দূর করে দেন, তখন তোমাদেরই একটি দল তাদের প্রভুর সাথে শরিক করে।

ثُمَّ اِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْۙ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۝

৫৫. ফলে আমরা তাদের যা কিছু দিয়েছি তারা তা অস্বীকার করে। সুতরাং ভোগ করে নাও, অচিরেই জানতে পারবে।

لِيَكْفُرُوْا بِمَاۤ اٰتَيْنَهُمْۙ فَيَتَنَبَّؤُوْاۙ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

৫৬. আর আমরা তাদের যে রিযিক দিয়েছি তারা তার একাংশ নির্ধারণ করে তাদের (বাতিল উপাস্যদের) জন্যে, যাদের ব্যাপারে তারা কিছুই জানেনা। আল্লাহ্র কসম, তোমরা যে মিথ্যা রচনা করছো সে সম্পর্কে অবশ্যি তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمْۙ تَاللّٰهِ لَتَسْتَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتُرُوْنَ ۝

৫৭. তারা আল্লাহ্র জন্যে কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে, যা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র, আর তাদের জন্যে সেই (সন্তান) যা তারা কামনা করে!

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهُۥ وَلَهُمْۙ مَا يَشْتَهُوْنَ ۝

৫৮. কিন্তু তাদের কাউকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তাদের চেহারা কালা হয়ে যায় এবং সে চরম মনোকষ্টে দগ্ধ হয়।

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْۙ بِالْاُنْثٰىۙ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ ۝

৫৯. তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার গ্লানিতে সে সমাজ থেকে আত্মগোপন করে। সে ভাবতে থাকে, গ্লানি সত্ত্বেও সে কি তাকে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুতে ফেলবে? সাবধান, তোমাদের সিদ্ধান্ত চরম নিকৃষ্ট।

يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهٖۙ اَيْمُسِكُهُۥ عَلٰى هُوْنٍۙ اَمْ يَدُسُّهُۥ فِى التُّرَابِۙ اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

৬০. যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনেনা, তারা ভীষণ নিকৃষ্ট স্বভাবের লোক। সর্বশ্রেষ্ঠ মহোত্তম স্বভাব-প্রকৃতি আল্লাহ্র এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَۙ بِالْاٰخِرَةِۙ مَثَلُ السُّوْءِۙ وَ لِلّٰهِ الْمِثْلُ الْاَعْلٰى وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৬১. আল্লাহ্ যদি মানুষকে তার যুলুমের জন্যে পাকড়াও করতেন, তাহলে পৃথিবীর বুকে কোনো জীবকেই রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের নির্ধারিত সময়টি এসে উপস্থিত হয়, তখন তারা কিছুক্ষণও আগপাছ করতে পারে না।

وَ لَوْ يُوَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْۙ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍۙ وَ لٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْۙ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّىۙ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْۙ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةًۙ وَ لَا يَسْتَفْتِدِرْ مُوْنٌ ۝

৬২. আর তারা আল্লাহ্র প্রতি তাই আরোপ করে,

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَ تَصِفُ

যা নিজেদের জন্যে অপছন্দ করে। তাদের যবান মিথ্যা কথা বলে যে: ‘কল্যাণ তাদেরই জন্যে।’ কোনো সন্দেহ নেই যে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নাম এবং সবার আগেই তাদেরকে নিষ্ক্ষেপ করা হবে তাতে।

أَلَسِنْتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَزَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴿١٧﴾

৬৩. আল্লাহর কসম! তোমার আগেও আমরা বহু জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু শয়তান তাদের কার্যকলাপ তাদের কাছে চাকচিক্যময় করে রেখেছিল। সে-ই আজো তাদের অলি। আর তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

ثَالِهَةٌ لِّكَذِّبْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

৬৪. আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদের সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে। তাছাড়া এ কিতাব মুমিনদের জন্যে জীবন যাপনের নির্দেশিকা এবং একটি রহমত।

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾

৬৫. আল্লাহই নাযিল করেন আসমান থেকে পানি, অতঃপর তা দিয়ে পুনর্জীবিত করেন জমিনকে মরে (শুকিয়ে) যাবার পর। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে একটি নিদর্শন সেইসব লোকদের জন্যে যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শুনে।

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

৬৬. গবাদি পশুর মধ্যেও তোমাদের জন্যে রয়েছে একটি শিক্ষা। তাদের পেটের গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে আমরা তোমাদের পান করাই খাঁটি দুধ, যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু।

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا يَّلْبَسُ بَيْنَ ﴿٢١﴾

৬৭. আর খেজুর গাছের ফল এবং আঙ্গুর থেকে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাকো। এতেও সেইসব লোকদের জন্যে রয়েছে একটি নিদর্শন যারা আকল খাটায়।

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾

৬৮. তোমার প্রভু মৌমাছির কাছে অহি করেছেন: “তোমরা মৌচাক নির্মাণ করো পাহাড়ে-পর্বতে, গাছ-গাছালিতে এবং মানুষের নির্মিত উঁচু জায়গাতে।

وَ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٢٣﴾

৬৯. তারপর প্রত্যেক ফল (ফুল) থেকে কিছু কিছু খাও এবং তোমার প্রভুর প্রদর্শিত সহজ পথ অনুসরণ করো।” এভাবে তার পেট থেকে বের হয় বিভিন্ন বর্ণের পানীয় (মধু), যাতে মানুষের জন্যে রয়েছে নিরাময়। অবশিষ্ট চিন্তাশীল লোকদের জন্যে এতে রয়েছে একটি নিদর্শন।

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

৭০. আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনিই তোমাদের ওফাত ঘটাবেন। তোমাদের কাউকেও কাউকেও উপনীত করা

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَ مِنْكُمْ

হবে জরাজীর্ণ বার্ষিক্যে, যাতে করে তারা যা কিছু জানতো তা অজানা হয়ে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জ্ঞানী এবং সক্ষম।

مَنْ يُرِدْ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لَيْسَ لَا يَعْلَمُ
بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٦٠﴾

রুকু
০৯

৭১. জীবিকার দিক থেকে আল্লাহ্ তোমাদের কাউকেও কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থদের এতোটা দেয়না, যাতে তারা এ ক্ষেত্রে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করে?

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي
الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ
رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ
فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦١﴾

৭২. আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্যে জুড়ি এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনি। তাছাড়া তিনি তোমাদের দিয়েছেন জীবিকার উপকরণসমূহ। তারপরও কি তোমরা মিথ্যার প্রতি ঈমান আনবে, আর আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি করবে কুফুরি?

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٦٢﴾

৭৩. তারা কি ইবাদত করবে আল্লাহ্ ছাড়া এমন অক্ষমদের, যারা মহাকাশ এবং পৃথিবী থেকে রিযিক সরবরাহ করার কোনো শক্তিই রাখেনা?

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْلِكُ
لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا
وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٦٣﴾

৭৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোনো মেছাল (সাদৃশ্য ও সমকক্ষ) সাব্যস্ত করোনা। আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানোনা।

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

৭৫. আল্লাহ্ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধীনস্থ এক দাসের, যে কোনো কিছুর উপর সামর্থ রাখেনা। আরো উপমা দিচ্ছেন এমন এক ব্যক্তির যাকে তিনি নিজ থেকে উত্তম রিযিক দিয়েছেন এবং সে তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, এই দুই ব্যক্তি কি সমতুল্য? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, বরং তাদের অধিকাংশই জানেনা।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ
شَيْءٍ وَ مِنْ رَزْقِنَا مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا فَهُوَ
يُتْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾

৭৬. আল্লাহ্ আরো উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির, তাদের একজন বোবা, সে কোনো কিছুরই সামর্থ রাখেনা এবং সে তার মনিবের বোঝা স্বরূপ। তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন, ভালো কিছু করে আসতে পারেনা, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য, যে ন্যায়ের আদেশ করে এবং সিরাতুল মুসতাকিমের উপর চলে?

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا
أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَ هُوَ كُلٌّ عَلَىٰ
مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ
يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ
عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٦﴾

রুকু
১০

৭৭. মহাকাশ এবং পৃথিবীর গায়েবের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই রয়েছে। কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবার ব্যাপারটা তো চোখের পলকের মতো, বরং তার চাইতেও নিকটতর। আল্লাহ্ সব বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ مَا أَمْرُ
السَّاعَةِ إِلَّا كَنفْحِ الْبَصْرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٧﴾

৭৮. তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে আল্লাহ্‌ই তোমাদের বের করে এনেছেন। তখন তোমরা কিছুই জানতে না। আর তিনিই তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এবং হৃদয়, যাতে করে তোমরা (তাঁর) শোকর আদায় করো।

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯. তারা কি শূন্য আকাশে নিয়ন্ত্রণাধীন পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখেনি? আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ তাদের ধরে রাখেনা। এতে অনেকগুলো নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্যে।

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

৮০. আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্যে তোমাদের ঘরকে শান্তির আবাস বানিয়েছেন, তিনিই তোমাদের জন্যে পশুর চামড়া দিয়ে তবুর ব্যবস্থা করেন, সেগুলোকে তোমরা হালকা মনে করো ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে। তিনিই তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেন সেগুলোর পশম, লোম ও কেশ থেকে স্বল্প কালের গৃহসামগ্রী এবং ব্যবহারের উপরকণ।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾

৮১. আর আল্লাহ্‌ যা কিছু সৃষ্টি করেন সেগুলো থেকে তিনি তোমাদের জন্যে ছায়ার ব্যবস্থা করেন, তিনি তোমাদের জন্যে পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন, তিনি তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের যা তোমাদের রক্ষা করে তাপ থেকে এবং তিনি তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেন বর্মের যা তোমাদের রক্ষা করে যুদ্ধে। এভাবেই তিনি তোমাদের জন্যে তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করেন যাতে করে তোমরা তাঁর প্রতি বিনত থাকো।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

৮২. এর পরেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে হে নবী! তোমার উপর স্পষ্টভাবে বার্তা পৌছে দেয়া ছাড়া আর কোনো দায়দায়িত্ব নেই।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾

৮৩. তারা আল্লাহ্র নিয়ামত চিনতে পারে, তারপরেও সেগুলো অস্বীকার করে। আসলে তাদের অধিকাংশই কাকির।

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَ أَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾

৮৪. সেদিন তাদের কী অবস্থা হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেক জাতি থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো, তারপর কাকিরদেরকে (কৈফিয়ত দেয়ার) কোনো অনুমতি দেয়া হবেনা এবং তাদের কোনো ওয়রও গ্রহণ করা হবেনা।

وَيَوْمَ نُبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫. যালিমরা যখন আযাব দেখতে পাবে, তখন তাদের শাস্তি আর হালকা করা হবেনা এবং তাদেরকে কোনো অবকাশও দেয়া হবেনা।

وَ إِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ لَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৬. যারা আল্লাহ্র সাথে শরিকদার বানিয়েছিল, তারা যখন তাদের বানানো শরিকদারদের

وَ إِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا

দেখবে, তখন বলবে: ‘প্রভু! এরাই আমাদের বানানো শরিকদার, তোমার পরিবর্তে আমরা এদেরকেই ডাকতাম।’ উত্তরে তারা বলবে: ‘অবশ্যি তোমরা মিথ্যাবাদী।’

رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا
مِنْ دُونِكَ فَآلَقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ
لَكَاذِبُونَ ﴿٥٧﴾

৮৭. সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং যাদেরকে তারা উদ্ধাবন করে নিয়েছিল তারা সব উধাও হয়ে যাবে।

وَالْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَصَلَ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٨﴾

৮৮. যারা কুফুরি করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমরা তাদের আযাবের উপর আযাব বাড়িয়ে দেবো, কারণ তারা ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল।

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا
يُفْسِدُونَ ﴿٥٩﴾

৮৯. সেদিন আমরা প্রত্যেক জাতি থেকে তাদের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী দাঁড় করাবো আর তোমাকে নিয়ে আসবো তাদের সবার বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে। আর আমরা নাযিল করেছি তোমার প্রতি আল-কিতাব প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত, আর সেটি হলো একটি পথ নির্দেশ, একটি অনুকম্পা এবং একটি সুসংবাদ মুসলিমদের জন্যে।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى
هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا
لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٦٠﴾

রুকু
১২

৯০. আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন আদল (ন্যায়বিচার) ও ইহসান (উপকার) করার, আত্মীয়-স্বজনকে দান করার। আর নিষেধ করছেন ফাহেশা কাজ, অন্যায় কাজ এবং সীমালংঘন থেকে। তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ
إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

৯১. তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে যখন পরস্পর অঙ্গীকার করো। তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করোনা আল্লাহকে জামিন বানিয়ে অঙ্গীকার মজবুত করার পর। তোমরা যা-ই করো না কেন আল্লাহ তা জানেন।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا
تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٦٢﴾

৯২. তোমরা হয়োনা সেই নারীর মতো, যে মজবুত করে সূতা পাকানোর পর পাক খুলে সেগুলো নষ্ট করে দেয়। তোমরা তোমাদের শপথ পরস্পরকে ঠিকানোর জন্যে ব্যবহার করে থাকো, যাতে করে একদল লোক অন্য দল থেকে অধিক লাভবান হয়। এর দ্বারা আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা স্পষ্টভাবে তোমাদের জন্যে প্রকাশ করে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ
بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَخَذُونَ آيْمَانَكُمْ
دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ
مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْتُلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ
وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٣﴾

৯৩. আল্লাহ্ চাইলে তিনি তোমাদের এক উম্মত বানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান সঠিক পথ দেখান। তোমরা যা করছো সে বিষয়ে অবশ্যি তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪. তোমরা পরস্পরকে ঠকানোর জন্যে তোমাদের শপথকে ব্যবহার করোনা, যদি তা করো, তবে পা অবিচল হবার পর তা পিছলে যাবে এবং আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করার কারণে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে, আর তোমাদের জন্যে মহা আযাব তো রয়েছেই।

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشَّوَاءَ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

৯৫. তোমরা আল্লাহ্র সাথে করা অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে সেটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা জানতে।

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬. তোমাদের কাছে যা আছে তা ফুরিয়ে যায় আর আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তা অফুরন্ত। যারা সবার অবলম্বন করে আমরা তাদের আমলের চাইতেও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদের দান করবো (অথবা আমরা তাদের সর্বোত্তম আমলের ভিত্তিতে তাদের পুরস্কার দেবো।)

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭. যে কোনো পুরুষ বা নারী আমলে সালেহ্ করবে মুমিন অবস্থায়, আমরা অবশ্যি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের আমলের চাইতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ هُوَ مُمِّينٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

৯৮. তুমি যখন কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চেয়ে নেবে।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

৯৯. যারা ঈমান আনে এবং তাদের প্রভুর উপর তাওয়াক্কুল করে তাদের উপর তার (শয়তানের) কোনো কর্তৃত্ব নেই।

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾

রুকু
১৩

১০০. সে তো কর্তৃত্ব খাটায় কেবল তাদের উপর, যারা তাকে অলি (অভিভাবক) বানিয়ে নিয়েছে এবং যারা মুশরিক।

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. আমরা যখন একটি আয়াতের বদলে আরেকটি আয়াত উপস্থিত করি, আর আল্লাহ্ই অধিক জানেন তিনি কী নাযিল করেন, তখন তারা বলে: ‘তুমি তো একজন মিথ্যা রচনাকারী।’ বরং তাদেরই অধিকাংশ লোক জানেনা।

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

১০২. তুমি বলো, তোমার প্রভুর কাছ থেকে তা (আল-কুরআন) সত্যসহ নাযিল করে রহুল কুদুস (জিবরিল) ঈমানদারদের বিশ্বাসকে মজবুত করার জন্যে। তাছাড়া এটি একটি পথ নির্দেশ এবং সুসংবাদ মুসলিমদের জন্যে।

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَ
بُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

১০৩. আমরা জানি, তারা (তোমার সম্পর্কে) বলে: 'তাকে শিক্ষা দেয় তো একজন মানুষ।' তারা যার প্রতি একথা আরোপ করে সে তো একজন অনারব, অথচ এ কুরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ
بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ
أَعْجَبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۝

১০৪. যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি ঈমান আনেনা, আল্লাহ তাদের সঠিক পথ দেখাননা। তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا
يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১০৫. মিথ্যা রচনা করে তো তারা, যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি ঈমান আনেনা। তারাই হলো মিথ্যাবাদী।

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

১০৬. যে কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরি করবে এবং কুফরির জন্যে তার হৃদয়কে উদার রাখবে, তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গজব এবং তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট আযাব। তবে ঐ ব্যক্তি নয়, যাকে (কুফরির জন্যে) বাধ্য করা হয়েছে এবং যার হৃদয় ঈমানের উপর অটল।

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ
أُكْرِهَ ۖ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ
مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

১০৭. এর কারণ, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতে উপর প্রাধান্য দেয় এবং আল্লাহ কান্দিরদের সঠিক পথ দেখান না।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
عَلَى الْآخِرَةِ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ ۝

১০৮. এরা সেইসব লোক, আল্লাহ তাদের হৃদয়ে, কানে এবং চোখে সীলমোহর মেয়ে দিয়েছেন। এরাই গাফিল।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
وَسَمِعَهُمْ وَآبَصَارِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْغَافِلُونَ ۝

১০৯. নিশ্চিতই আখিরাতে এরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ۝

১১০. যারা নির্যাতিত হবার পর হিজরত করেছে, তারপর জিহাদ করেছে এবং অটল থেকেছে, তোমার প্রভু এই অটল থাকার পর তাদের প্রতি অবশিষ্ট পরম ক্ষমাশীল দয়াবান।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ
مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ
مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

১১১. স্মরণ করো, সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে আসবে এবং প্রত্যেককেই তার কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার যুলুম করা হবেনা।

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا
وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ۝

<p>১১২. আল্লাহ্ উপমা দিচ্ছেন একটি জনপদের, যেটি ছিলো নিরাপদ নিশ্চিত। সেখানে আসতো সবদিক থেকে প্রচুর জীবনোপকরণ। তারপর সেই জনপদ আল্লাহ্র প্রতি কুফুরি করলো, ফলে তাদের কর্মকাণ্ডের জন্যে আল্লাহ্ তাদের আশ্বাদন করান ক্ষুধা ও ভয়ের পোশাক।</p>	<p>وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾</p>
<p>১১৩. তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল এসেছিল, কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে তাদের পাকড়াও করে আযাব। আর তারা ছিলো যালিম।</p>	<p>وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾</p>
<p>১১৪. আল্লাহ্ তোমাদের যে হালাল ও উত্তম জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে তোমরা খাও এবং তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামতের শোকর আদায় করো যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাকো।</p>	<p>فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾</p>
<p>১১৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন মৃত প্রাণী, (প্রবাহিত) রক্ত, শুয়োরের মাংস এবং যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে জবাই করা হয়েছে তা। তবে কেউ যদি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং সে যদি বিদ্রোহ কিংবা সীমালংঘন না করে কিছু খেয়ে নেয় (তার দোষ হবেনা), নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাক্ষমশীল দয়াময়।</p>	<p>إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾</p>
<p>১১৬. তোমাদের জবান মিথ্যারোপ করে বলে, এটা হালাল আর এটা হারাম, তোমরা এভাবে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করোনা। যারা মিথ্যা রচনা করে আল্লাহ্র উপর আরোপ করে তারা কখনো সফল হবেনা।</p>	<p>وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾</p>
<p>১১৭. তাদের ভোগ বিলাস সামান্য ক'দিনের এবং তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।</p>	<p>مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾</p>
<p>১১৮. ইহুদিদের জন্যে আমরা সে সবই হারাম করেছিলাম, যা তোমার কাছে আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। আমরা তাদের প্রতি কোনো যুলুম করিনি, বরং তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল।</p>	<p>وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾</p>
<p>১১৯. যারা অজ্ঞতাবশত পাপ কাজ করে, তারপরে তওবা করে এবং নিজেদেরকে এস্লাহ (সংশোধন) করে নেয়, নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মহাক্ষমশীল, দয়াময়।</p>	<p>ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾</p>

১২০. ইবরাহিম ছিলো একাই একটি উম্মত, আল্লাহর অনুগত, নিষ্ঠাবান এবং সে মুশরিকদের অন্তরভুক্ত ছিলনা।	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝
১২১. সে ছিলো আল্লাহর নিয়ামতরাজির জন্যে কৃতজ্ঞ। তিনি তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং পরিচালিত করেছিলেন সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর।	شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ ۖ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
১২২. আমরা তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম কল্যাণ এবং নিশ্চয়ই আখিরাতেও সে থাকবে সালেহ লোকদের অন্তরভুক্ত।	وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝
১২৩. তারপর আমরা তোমাকে অহির মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছি: তুমি নিষ্ঠাবান ইবরাহিমের মিল্লাতের (আদর্শের) অনুসরণ করো। সে মুশরিকদের অন্তরভুক্ত ছিলনা।	ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝
১২৪. শনিবার পালন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল তাদের জন্যে, যারা এ নিয়ে মতভেদ করতো। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করতো তোমার প্রভু অবশ্যি সে বিষয়ে কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন।	إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَخْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيُنَازِلُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝
১২৫. তোমার প্রভুর পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দাও হিকমত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করবে উত্তম পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু জানেন, কারা সঠিক পথ থেকে বিপথগামী হয়, আর সঠিক পথ প্রাপ্তদেরও তিনি ভালোভাবে জানেন।	أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ ۖ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ ۖ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝
১২৬. তোমরা যদি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে ঠিক ততোখানি নেবে যতোটা শাস্তি তোমাদের দেয়া হয়েছে। তবে তোমরা যদি সহনশীল হও, সহনশীলদের জন্যে সেটা অবশ্যি উত্তম।	وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۝
১২৭. সহনশীল হও, কারণ তোমার সহনশীলতা তো আল্লাহর সাহায্যেই পেয়েছো। তাদের জন্যে দুঃখ করোনা এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনকেও সংকুচিত করোনা।	وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلٰٓئِلٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝
১২৮. আল্লাহ তাদের সাথেই রয়েছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা কল্যাণপরায়ণ।	إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

সূরা ১৭ ইসরা/বনি ইসরাঈল

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১১১, রুকু সংখ্যা: ১২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১: মুহাম্মদ সা. এর মি'রাজ সংক্রান্ত সফরের সত্যতা ঘোষণা।
 ০২-০৮: বনি ইসরাঈলিদের উত্থান পতনের ভিত্তি।
 ০৯-২১: কুরআন সঠিক পথের দিশারি। মানুষের আমল রেকর্ড করা হয়। কেউ কারো পাপের বোঝা বহিবেনা। কোনো জাতিকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহর মূলনীতি। দুনিয়াপ্রার্থী ও আখিরাত প্রার্থীর পরিণতি।
 ২২-৩৮: ইসলামি সমাজের আদর্শিক ভিত্তি ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ।
 ৩৯-৪৮: শিরকের অসারতা ও তাওহীদের যুক্তি।
 ৪৯-৫২: আখিরাত ও পুনরুত্থানের যুক্তি।
 ৫৩-৬০: মানুষের প্রতি কতিপয় উপদেশ।
 ৬১-৭০: মানুষের প্রতি ইবলিসের শত্রুতা। শয়তান কাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারবেনা। বনি আদমের মর্যাদা।
 ৭১-৭৭: কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানবগোষ্ঠিকে তাদের নেতার নেতৃত্বে হাজির করা হবে। দুনিয়ায় যারা সত্যের ব্যাপারে অন্ধ আখিরাতেও হবে তারা অন্ধ।
 ৭৮-৭৯: সালাতের সময়ের বর্ণনা।
 ৮০-৮৪: রসূল সা. কর্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রার্থনা। বাতিল বিলীন হবে, সত্যের জয় হবে। কুরআন মুমিনদের জন্য নিরাময় ও অনুকম্পা।
 ৮৫-১০০: রূহ কি? জিন ইনসান মিলেও কুরআনের বাণী তৈরি করতে পারবে না। রসূলের কাছে কাফিরদের উদ্ভট দাবি। রিসালাত ও আখিরাতের পক্ষে যুক্তি।

সূরা ইসরা (রাত্রি ভ্রমণ)

পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে

سُورَةُ الْاِسْرٰى

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

০১. মহাবিশ্বের ত্রুটিহীন মহাপরিচালক তিনি, যিনি তাঁর দাস (মুহাম্মদকে) রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসার দিকে, যেটির চারপাশের পরিবেশকে আমরা করে দিয়েছিলাম বরকতময়। এ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিলো তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখানো। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদৃষ্টা।

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بُرُکْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیْهِ مِنْ اٰیٰتِنَا ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ①

০২. আমরা মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং সেটিকে বানিয়েছিলাম বনি ইসরাঈলের জন্যে পথপ্রদর্শক। তাতে আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম: “তোমরা আমাকে ছাড়া আর কাউকেও উকিল (কর্ম সম্পাদক) হিসেবে গ্রহণ করোনা।

وَاَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِیْ اِسْرٰءِیْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَكِیْلًا ②

০৩. তোমরা তো তাদেরই বংশধর, যাদের আমরা নূহের সাথে (নৌযানে) আরোহণ করিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই সে ছিলো আমার এক কৃতজ্ঞ দাস।”

ذُرِّیَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ③

০৪. আমরা বনি ইসরাঈলকে কিতাবের মধ্যে ফায়সালা জানিয়েছিলাম, ‘অবশ্যি তোমরা পৃথিবীতে দুইবার ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং তোমরা চরম অহংকার ও দাষ্টিকতায় মেতে উঠবে।’

عَلَّوْا كِبِيرًا ①

০৫. যখন প্রথমটির সময় উপস্থিত হয়, তখন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম আমাদের একদল বান্দাকে, যারা ছিলো শক্তিশালী যোদ্ধা জাতি। তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সব কিছু ধ্বংস করেছিল। আর এটি ছিলো এমন একটি ওয়াদা যা অবশ্যি কার্যকর হয়েছে।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ②

০৬. তারপর আমরা পুনরায় তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম তাদের উপর আর তোমাদের সাহায্য করেছিলাম ধন-মাল আর সন্তান-সন্ততি দিয়ে এবং তোমাদের করে দিয়েছিলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ③

০৭. (তোমাদের বলেছিলাম): ‘তোমরা যদি কল্যাণকর কাজ করো, তাতে তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে, আর যদি মন্দ কাজ করো, তাতে অমঙ্গল হবে তোমাদের নিজেদেরই।’ তারপর যখন পরবর্তী ওয়াদার সময়কাল এসে উপস্থিত হলো, তখনো আমরা আমাদের আরেক দল বান্দাকে পাঠালাম তোমাদের চেহারা নিরাশাচ্ছন্ন করার জন্যে এবং পুনরায় মসজিদে (বায়তুল মাকদাসে) প্রবেশ করার জন্যে যেভাবে প্রবেশ করেছিল প্রথমবার এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা পুরোপুরি ধ্বংস করার জন্যে।

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ④

০৮. (তোমরা যদি তোমাদের প্রভুর হুকুম পালন করো) হয়তো তোমাদের প্রভু তোমাদের রহম করবেন। কিন্তু তোমরা যদি আবার আগের মতোই আচরণ করো, তবে আমরাও পুনরায় একই আচরণ করবো। আর আমরা জাহান্নামকে তৈরি করেছি কাফিরদের জন্যে কারাগার হিসাবে।

عَلَى رَبِّكُمْ أَنْ يَذَّحَّكُمْ ۚ وَإِنْ عُدْتُمْ عَدُنَا ۖ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ⑤

০৯. নিশ্চয়ই এই কুরআন হিদায়াত করে (পরিচালিত করে) সেই দিকে, যা সঠিক ও সুখম। আর যেসব মুমিন আমলে সালেহ করে তাদের (এ কুরআন) সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ⑥

১০. যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনেনা, অবশ্যি আমরা তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⑦

১১. মানুষ অমঙ্গলের জন্যে দোয়া (কামনা)

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ⑧

করে, যেভাবে দোয়া করা উচিত মঙ্গলের জন্যে। মানুষ খুবই তাড়াহুড়া প্রিয়।

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝

১২. আমরা রাত আর দিনকে দুটি নিদর্শন বানিয়েছি। আমরা রাতের নিদর্শনকে মুছে দেই এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকিত করি, যেনো তোমরা তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো আর যাতে করে তোমরা বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো। আমরা সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَنَاهُ تَفْصِيلًا ۝

১৩. আমরা প্রতিটি মানুষের কর্ম তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি এবং আমরা কিয়ামতের দিন তার জন্যে বের করবো একটি কিতাব (রেকর্ড, আমলমানা), সেটি সে পাবে উন্মুক্ত।

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمْنَاهُ طَبْعَهُ ۖ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝

১৪. (তাকে বলা হবে): ‘পড়ো তোমার কিতাব (রেকর্ড)। আজ তুমি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে হিসাবের জন্যে যথেষ্ট।’

اقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

১৫. যে ব্যক্তি সঠিক পথে চলে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই সঠিক পথে চলে। আর যে ভুল পথে চলে, সে নিজের অমঙ্গলের জন্যেই ভুল পথে চলে। কেউই কারো (পাপের) বোঝা বহন করবেনা। আমরা রসূল না পাঠানো পর্যন্ত কোনো জাতিকে শাস্তি দেইনা।

مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝

১৬. আমরা যখন কোনো জনপদকে (জাতিকে) হলাক (ধ্বংস) করে দেয়ার এরাদা (ইচ্ছা) করি, তখন সেখানকার সীমালংঘনকারীদের ক্ষমতায় বসাই। ফলে তারা সীমালংঘন ও পাপাচার করতে থাকে। তখন তাদের (ধ্বংস করে দেয়ার বিষয়ে) আমাদের ফায়সালা বাস্তব সম্মত হয়ে যায়। ফলে আমরা সেই জনপদকে ধ্বংস ও বিরান করে দেই।

وَ إِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا كَدَمِيرٍ ۝

১৭. নুহের পরে আমরা কতো যে জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি! নিজ বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্যে তোমার প্রভুই কাফী।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

১৮. যারা নগদ (দুনিয়া) পেতে চায়, আমরা এখানেই তাদের যাকে চাই এবং যা চাই নগদ দিয়ে থাকি। পরে তাদের জন্যে নির্ধারণ করি জাহান্নাম, তাতেই তারা প্রবেশ করবে নিন্দিত ও দিকৃত অবস্থায়।

مَن كَانَ يَرْيِدُ الْغَايَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۝

১৯. আর যারা এরাদা (সংকল্প) করে আখিরাত পাওয়ার এবং তার জন্যে প্রচেষ্টা চালায় উপযুক্ত প্রচেষ্টা মুমিন অবস্থায়, তাদের প্রচেষ্টা অবশ্যি কবুল করা হবে।

وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ۝

২০. তোমার প্রভু তাঁর দান দ্বারা অব্যাহত সাহায্য করেন এদেরকেও এবং ওদেরকেও। তোমার প্রভুর দানের দরজা বন্ধ রাখা হয়না।

كَلَّا نُبَدِّلُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝

২১. দেখো, আমরা কিভাবে তাদের একদল লোককে আরেক দলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তবে আখিরাতেই মর্যাদা ও দান লাভের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَآ آخِرَةَ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝

২২. আল্লাহর সাথে আর কাউকেও ইলাহ বানিয়ে নিয়োনো। এমনটি করলে নিন্দিত ও লাঞ্চিত হয়ে পড়বে।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مِنْهُ مَوْمًا مَّخْدُومًا ۝

রুকু
০২

২৩. তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন: তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত (আনুগত্য, দাসত্ব, উপাসনা ও প্রার্থনা) করোনা, ইবাদত করবে কেবল তাঁরই। পিতা-মাতার প্রতি ইহুসান করবে, তাদের একজন কিংবা দু'জনই তোমার জীবদ্দশায় বৃদ্ধ বয়সে এসে পৌঁছালে তাদেরকে 'উহু' পর্যন্ত বলোনা এবং তাদেরকে ধমক দিয়োনা। তাদের সাথে কথা বলবে সম্মানের সাথে।

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَنْبَغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا لَمْ يَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝

২৪. দয়া-অনুকম্পা নিয়ে তাদের প্রতি কোমলতার ডানা অবনমিত করবে এবং তাদের জন্যে দোয়া করবে এভাবে: 'আমার প্রভু! তাদের প্রতি রহম করো, যেভাবে শৈশবে তারা (দয়া, মায়া ও কোমলতার পরশে) আমাকে লালন পালন করেছে।'

وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝

২৫. তোমাদের মনে কী আছে তা তোমাদের প্রভুই অধিক জানেন। তোমরা যদি সংশোধন পরায়ণ হয়ে থাকো, তবে তিনি আল্লাহ্মুখী লোকদের জন্য পরম ক্ষমাপরায়ণ।

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ وَأَبْنَيْهِ غَفُورًا ۝

২৬. আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক প্রদান করবে এবং মিসকিন আর পথিকদেরকেও। কিছুতেই অপব্যয় করবেনা।

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَسِيرِينَ وَالْإِنْفِاقَ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذُّرًا ۝

২৭. অপব্যয়কারীরা অবশ্যি শয়তানের ভাই, আর শয়তান তো তার প্রভুর প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

২৮. আর যদি তাদের থেকে মুখ ফেরাতেই হয় (অর্থাৎ দান করার সামর্থ্য যদি না থাকে), এবং যদি তোমার প্রভুর অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় থেকে থাকো, তাহলে তাদের সাথে সহজ ও কোমলভাবে কথা বলবে।

وَأَمَّا تَعْرِضَنَ عَنْهُمْ فَابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ۝

২৯. তোমার হাত গলায় বেঁধে রেখোনা এবং তা পুরোপুরি মেলেও দিয়োনা। তা করলে তুমি তিরস্কৃত এবং নিঃস্ব হয়ে পড়বে।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝

ককু
৩৩

৩০. তোমার প্রভু যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা করে দেন সীমিত। তিনি অবশ্যি তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে খবর রাখেন এবং দৃষ্টি রাখেন।

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

৩১. অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করোনা। আমরাই তাদের রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। তাদের হত্যা করা এক মহা অপরাধ।

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَزِرُفُهُمْ وَأَيَّاكُمْ إِن كُنَّا لَهُمْ كَافٍ ﴿٣١﴾

৩২. যিনার কাছেও যেয়োনা। এটা একটা ফাহেশা এবং নিকৃষ্ট পস্থা।

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّئَالَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

৩৩. আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন তোমরা তাকে হত্যা করোনা, তবে হক পস্থায় (ন্যায় বিচারের মাধ্যমে) হলে ভিন্ন কথা। কেউ যুলুমের শিকার হয়ে নিহত হলে আমরা তার অলিকে প্রতিকারের (কিসাস গ্রহণের) অধিকার দিয়েছি। কিন্তু সে যেনো হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে। কারণ, সে তো সহযোগিতা লাভ করবেই।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

৩৪. উত্তম পস্থায় ছাড়া এতিমদের মাল সম্পদের কাছেও যেয়োনা যতোদিন না তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, কারণ অঙ্গীকার সম্পর্কে কৈফিয়ত চাওয়া হবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

৩৫. যখন মেপে দেবে মাপ পূর্ণ করবে এবং ওজন করবে সমান-সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়। এটাই উত্তম এবং পরিণামের দিক থেকে কল্যাণকর।

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُم ۚ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الَّتِي قَدِّمْتُمْ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

৩৬. যে বিষয়ে তোমার এলেম নেই তার অনুসরণ করোনা। নিশ্চয়ই কান, চোখ, অন্তর এর প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত চাওয়া হবে।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

৩৭. জমিনে দস্ত ভরে চলাফেরা করোনা, তুমি কখনো পদচাপে জমিনকে বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং উচ্চতায় পাহাড়ের সমানও পৌছাতে পারবেনা।

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

৩৮. এগুলোর মন্দ দিকগুলো তোমার প্রভুর কাছে খুবই ঘৃণ্য।

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

৩৯. তোমার প্রভু অহির মাধ্যমে তোমার কাছে যেসব হিকমাহ্ (জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা) নাযিল করেছেন এগুলো সেগুলোরই অংশ। তোমার

ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۚ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنْقَلِ فِي

প্রভুর সাথে আর কাউকেও ইলাহ্ বানিয়ে নিয়োন। বানাতে তুমি নিষিদ্ধ ও শিক্ত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

جَهَنَّمَ مَكُومًا مَّذْهُورًا ۝

৪০. তোমাদের প্রভু কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য মনোনীত করেছেন, আর তিনি নিজে কি ফেরেশতাদেরকে কন্যা সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছেন? তোমরা তো এক গুরুতর (অন্যায়) কথা বলে বেড়াচ্ছে।

أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝

রকু
০৪

৪১. আমরা এ কুরআনে অনেক বিষয়ই বার বার বর্ণনা করেছি, যাতে করে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। কিন্তু এতে তাদের পালানোই বৃদ্ধি পেয়েছে।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

৪২. হে নবী! বলো: ‘তাঁর সাথে যদি আরো ইলাহ্ থাকতো, যেমন তারা বলে: তবে তো তারা আরশের মালিকের আসন দখল করার জন্যে পথ খুঁজতো।’

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝

৪৩. তারা যা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র এবং অনেক উর্ধ্বে, তিনি মহামর্যাদাবান।

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

৪৪. সপ্তাকাশ, এই পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যারাই আছে, সবাই তাঁরই তসবিহ্ করছে। এমন কোনো বস্তু নেই যা তাঁর প্রশংসাসহ তাঁর তসবিহ্ করছোনা। তবে তোমরা তাদের তসবিহ্ অনুধাবন করতে পারোনা। নিশ্চয়ই তিনি অতীব সহনশীল মহাক্ষমাপরায়ণ।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

৪৫. তুমি যখন কুরআন পাঠ করো, তখন আমরা তোমার আর যারা আখিরাতে প্রতি ঈমান রাখেনা, তাদের মধ্যে একটি গোপন পর্দা লাগিয়ে দেই।

وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ۝

৪৬. আমরা তাদের কলবের উপর আবরণ সৃষ্টি করে দিয়েছি যেহেতু তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে, আর তাদের কানে সৃষ্টি করে দিয়েছি বধিরতা। তুমি যখন কুরআনে তোমার একমাত্র প্রভুর কথা স্মরণ করো: তখন তারা পেছনে ফিরে পালাতে থাকে।

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرَتْ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَنَّ عَلَىٰ أَذْبَارِهِمْ نُفُورًا ۝

৪৭. তারা যখন তোমার কথা কান পেতে শুনে তখন আমরা ভালোভাবেই জানি, তারা কেন কান পেতে শুনে এবং আমরা এটাও জানি, যালিমরা গোপন আলোচনার সময় বলে: ‘তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছো।’

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝

৪৮. লক্ষ্য করে দেখো, তারা তোমার কী উপমা দিচ্ছে? তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, ফলে তারা আর পথ পাবেনা।

أَنْظُرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

৪৯. তারা বলে: ‘আমরা হাড়গোড়ে পরিণত হলেও এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টি হিসেবে পুনরুত্থিত হবো?’

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا
لَنُبْعُثُنَّوْنَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾

৫০. তুমি বলো: “তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা,

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾

৫১. নতুবা এমন কিছুই হওনা কেন যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন (তবু তোমরা পুনরুত্থিত হবে)।” তারা বলে: ‘কে আমাদের পুনরুত্থিত করবে?’ বলো: ‘তিনি পুনরুত্থিত করবেন, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার।’ তখন তারা তোমার সামনে মাথা নাড়ে এবং বলে: ‘সেটা অনুষ্ঠিত হবে কখন?’ বলো: ‘সম্ভবত সেটা খুবই কাছে।’

أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ
فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُّعِيدُنَا قُلِ الَّذِي
فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ
رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى
أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾

৫২. সেদিন তিনি তোমাদের আশ্বাস করবেন এবং তোমরা তাঁর প্রশংসাসহ তাঁর আহবানে সাড়া দেবে। তখন তোমরা মনে করবে, তোমরা সামান্য সময়ই অবস্থান করেছিলে।

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ
وَتَتَذَكَّرُونَ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

৫৩. আমার দাসদের বলো: তারা যেনো সে রকম কথা বলে যা উত্তম। কারণ শয়তান তো তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্যে উস্কানি দিয়ে থাকে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের সুস্পষ্ট দুষ্মান।

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ
كَانَ لِلنَّاسِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿٥٣﴾

৫৪. তোমাদের প্রভুই তোমাদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন। তিনি চাইলে তোমাদের রহম করবেন, কিংবা ইচ্ছা করলে তোমাদের আযাব দেবেন। (হে নবী!) আমরা তোমাকে তাদের উপর উকিল নিযুক্ত করিনি।

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ
إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
وَكِيلًا ﴿٥٤﴾

৫৫. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যারা আছে তোমার প্রভু তাদের ভালোভাবে জানেন। আমরা কিছু নবীকে কিছু নবীর উপর মর্যাদা দিয়েছি এবং দাউদকে দিয়েছি যবুর।

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ
وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾

৫৬. বলো: তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর যাদের ইলাহ বলে ধারণা করছো, তাদের ডাকো, দেখবে তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার এবং তোমাদের অবস্থা পরিবর্তন করার কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই।

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا
يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لَا
تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾

৫৭. তারা যাদের ডাকে তারা নিজেরাই তো তাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের উসিলা সন্ধান করে যে, তাদের কে কতোটা তাঁর নিকটতর হতে পারে। তাই তাঁর রহমত প্রত্যাশা করে এবং তাঁর আযাবের ভয়ে ভীত থাকে। কারণ, তোমার প্রভুর আযাব তো ভয়াবহ।

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى
رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ
رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

৫৮. এমন কোনো জনপদ নেই যাকে আমরা কিয়ামত কালের আগে হালাক করবোনা, কিংবা কঠিন আযাব দেবোনা। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۖ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

৫৯. আগেকার লোকদের নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করাটাই আমাদেরকে (তোমার কাছে) নিদর্শন পাঠানো থেকে বিরত রাখে। আমরা শিক্ষা গ্রহণের জন্যেই সামুদ্র জাতিকে উটনী দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তার প্রতি যুলুম করে। আমরা তো কেবল ভয় দেখানোর জন্যেই নিদর্শন পাঠাই।

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْأَلْيَتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۖ وَاتَّبَعَتْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۖ وَمَا نُرْسِلُ بِالْأَلْيَتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝

৬০. স্মরণ করো, যখন আমরা তোমাকে বলেছিলাম: ‘নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন।’ আমরা (মেরাজ রাতে) তোমাকে যেসব দৃশ্য দেখিয়েছি, সেগুলো এবং কুরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত গাছটি শুধুই মানুষের পরীক্ষার জন্যে। আমরা তাদের ভয় দেখালেও তা কেবল তাদের অবাধ্যতাই বাড়িয়ে দেয়।

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۖ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ۖ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۖ وَنُخَوِّفُهُمْ ۖ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝

রাকু
০৬

৬১. আমরা যখন ফেরেশতাদের বলেছিলাম: ‘সাজদা করো আদমকে।’ তখন তারা সাজদা করেছিল ইবলিস ছাড়া। সে বলেছিল: ‘আমি কি এমন একজনকে সাজদা করবো যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে?’

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ هَٰذَا ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ ۖ فَكَيْفَ يُسَبِّحُونَكَ طِينًا ۝

৬২. সে আরো বলেছিল: ‘আপনি কি ভেবে দেখেছেন, আপনি এই ব্যক্তিকে আমার উপর মর্যাদা দিয়েছেন (সে কি এর যোগ্য ছিলো)? এখন কিয়ামত কাল পর্যন্ত যদি আপনি আমাকে সুযোগ দেন তাহলে তার বংশধরদের অল্প কিছু বাদে বাকিদের আমি বিপথগামী করে ফেলবো।’

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ۖ لَئِنْ آَخَرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا خُتْبَتِكَ ۖ دُرَيْتَةً إِلَّا قَلِيلًا ۝

৬৩. আল্লাহ বললেন: “ঠিক আছে, যা, তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে, জাহান্নামই হবে তাদের সবার প্রতিদান এবং পরিপূর্ণ দণ্ড।

قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ۝

৬৪. চিৎকার করে তাদের যাকে পারিস পথভ্রষ্ট কর, তোর অশ্ববাহিনী এবং পদাতিক বাহিনী দিয়ে তাদের আক্রমণ কর, ধন মাল ও সন্তান-সম্পত্তিতে তাদের শরিক হয়ে যা এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে থাক।” কিন্তু শয়তান তাদের যে ওয়াদা দেয় তা তো প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَاسْتَفْزِرْ مِنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ۖ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ۖ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُم الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝

৬৫. (তিনি তাকে আরো বলেছেন:) ‘আমার দাসদের উপর তোর কোনো কর্তৃত্বই খাটবে না।’ উকিল হিসেব তোমার প্রভুই যথেষ্ট।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۖ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝

৬৬. তোমাদের প্রভু তো তিনি, যিনি সমুদ্রে তোমাদের জন্যে নৌযান পরিচালিত করেন, যাতে করে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি দয়াময়।

رَبُّكُمُ الَّذِي يُرِيكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

৬৭. সমুদ্রে ভ্রমণকালে যখন তোমাদেরকে বিপদ আক্রমণ করে, তখন তোমরা তাঁকে ছাড়া আর যাদের ডেকে থাকো সব উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদের উদ্ধার করে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তোমরা (তাঁর দিক থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ খুবই অকৃতজ্ঞ।

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝

৬৮. তোমরা কি এ বিষয়ে নির্ভর হয়ে গেছো যে, তিনি কোনো অশ্বজ্ঞকে তোমাদেরসহ ধ্বসিয়ে দেবেন না? কিংবা তোমাদের উপর শিলা বর্ষণকারী বাড় পাঠাবেননা? তখন তোমরা তোমাদের জন্যে কোনো উকিলই (উদ্ধারকারীই) পাবেনা।

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكَيلًا ۝

৬৯. নাকি তোমরা এ ব্যাপারে নির্ভর হয়ে গেছো যে, তিনি আবার তোমাদের সমুদ্রে নিয়ে যাবেননা, এবং তোমাদের উপর প্রচণ্ড বাড় পাঠাবেননা, আর তোমাদের সমুদ্রে ভুবিয়ে দেবেননা তোমাদের কুফুরির কারণে? তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারীই পাবেনা।

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۝

৭০. আমরা বনি আদমকে মর্যাদা দিয়েছি এবং স্থলে-সমুদ্রে চলাচলের জন্যে তাদের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম জীবিকা দিয়েছি এবং তাদেরকে আমাদের অনেক সৃষ্টির উপর দিয়েছি শ্রেষ্ঠত্ব।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

৭১. স্মরণ করো, সেদিন আমরা প্রতিটি জনসমষ্টিকে তাদের নেতার নেতৃত্বে ডাকবো। তখন যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে, তারা তাদের আমলনামা পড়ে ফেলবে এবং তাদের প্রতি শস্যের অণুশীষ পরিমাণও যুলুম করা হবেনা।

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْفِيَ كِتَابُهُ بِبَيِّنَاتٍ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝

৭২. যে এখানে (পৃথিবীর জীবনে) থাকে অন্ধ, সে আখিরাতেও থাকবে অন্ধ এবং আরো অধিক পথভ্রান্ত।

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

৭৩. আমরা তোমার প্রতি যে অহি পাঠিয়েছি, তারা তা থেকে তোমার পদস্থলন ঘটানোর চেষ্টায় কোনো ক্রটিই করেনি, যাতে করে তুমি আমার ব্যাপারে অহির বিপরীতে মিথ্যা রচনা করে নাও, তখনই তারা তোমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো।

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الذِّمِّيِّ أَوْ حِينًا إِلَيْكَ لِيَفْتَرُوا عَلَيْنَا غَيْرَةَ ۚ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ۝

৭৪. আমরা যদি তোমাকে অটল অবিচল না রাখতাম, তাহলে তুমি তাদের দিকে কিছুটা হলেও প্রায় ঝুঁকে পড়তে।

وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتُلَنَّا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝

৭৫. সে ক্ষেত্রে আমরা তোমাকে ইহজীবনে এবং মৃত্যুর পরে দ্বিগুণ শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতাম। তখন তুমি তোমার জন্যে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারীই পেতেনা।

إِذَا لَدَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمٰتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝

৭৬. তারা তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল। সেটা করলে তোমার পরে তারাও সেখানে অল্প কদিনই টিকতে পারতো।

وَ اِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذَا لَا يَلْبَثُوْنَ خِلْفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৭৭. আমার রসূলদের মধ্যে আমরা তোমার আগে যাদের পাঠিয়েছিলাম, তাদের ক্ষেত্রেও ছিলো এই একই নিয়ম। তুমি আমাদের নিয়মের মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম পাবেনা।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَ لَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ۝

রুকু
০৮

৭৮. সালাত কায়েম করো সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হওয়া পর্যন্ত এবং ফজরে কুরআন পাঠ করো (অর্থাৎ আদায় করো ফজর সালাত)। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ الْيَلِیْلِ وَ قُرْاٰنِ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝

৭৯. রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করো, এ সালাত তোমার জন্যে অতিরিক্ত কর্তব্য। অচিরেই তোমার প্রভু তোমাকে উঠিয়ে আনবেন প্রশংসিত স্থানে।

وَ مِنَ الْيَلِیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰی اَنْ یَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقٰمًا مَّحْمُوْدًا ۝

৮০. আর বলো: ‘আমার প্রভু! আমাকে দাখিল করো সত্যের সাথে এবং আমাকে খারিজ (বের) করো সত্যের সাথে, আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে দাও সাহায্যকারী কর্তৃপক্ষ।’

وَ قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ اَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝

৮১. আরো বলো: ‘সত্য এসেছে, মিথ্যা অপসারিত হয়েছে, আর মিথ্যা তো অপসারিত হবারই।’

وَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝

৮২. আমরা নাযিল করছি আল-কুরআন, যা মুমিনদের জন্যে নিরাময় এবং রহমত। এটি যালিমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বাড়াই না।

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَا یُزِیْدُ الظَّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۝

৮৩. আমরা যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দূরে সরে যায়। আর তাকে কোনো মন্দ স্পর্শ করলে সে হতাশ হয়ে পড়ে।

وَ اِذَا اَنْعَمْنَا عَلَی الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَ نَا بِجَانِبِهٖ وَ اِذَا مَسَّ الشَّرُّ كَانَ یُّوْسًا ۝

৮৪. বলো: ‘প্রত্যেকেই কাজ করে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী, আর কার চলার পথ সবচাইতে নির্ভুল, সেটা তোমার প্রভুই অধিক জানেন।’

قُلْ كُلٌّ یَّعْمَلُ عَلٰی شَاكِلَتِهٖ فَرُبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰی سَبِيْلًا ۝

রুকু
০৯

৮৫. তারা তোমার কাছে জানতে চাইছে রূহ সম্পর্কে, তুমি বলো: ‘রূহ আমার প্রভুর একটি আদেশ।’ আর তোমাদের খুব কমই এলেম

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَ مَا اَوْتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

দেয়া হয়েছে।	وَلَيْسَ شِئْنًا لَّنْذَهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَيْنًا وَكِيلًا ﴿٥﴾
৮৬. আমরা চাইলে তোমার প্রতি যা অহি করেছি তা ফেরত নিয়ে যেতে পারতাম, তারপর তুমি এ বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো উকিল পেতেনা।	إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِن فَضَّلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٦﴾
৮৭. (তা যে ফেরত নেয়া হয়নি) সেটা তোমার প্রভুর রহমত। তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বিরাট।	قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٧﴾
৮৮. হে নবী! বলো: সমস্ত ইনসান ও জিন মিলে যদি এই কুরআনের মতো একটি কুরআন রচনার জন্যে জমা হয়, তারা অনুরূপ কুরআন রচনা করতে পারবেনা, তারা যদি এ ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করে, তবু নয়।	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨﴾
৮৯. আমরা এ কুরআনে প্রতিটি বিষয়ের উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অস্বীকার করে কুফরি করেছে।	وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩﴾
৯০. তারা বলেছে: “আমরা কখনো তোমার কথায় ঈমান আনবোনা, যতোক্ষণ না আমাদের জন্যে জমিন থেকে একটি বাগান উৎসারিত করবে।	أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿١٠﴾
৯১. অথবা তোমার এমন একটি বাগান হবে খেজুর এবং আঙ্গুরের, যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি প্রবাহিত করে দেবে নদ-নদী-নহর।	أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالِلِهِ وَالْمَلَكَةِ قَبِيلًا ﴿١١﴾
৯২. কিংবা, তুমি যেমন বলে থাকো, সে মতে আকাশকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহকে এবং ফেরেশতাদের আমাদের সামনে এনে উপস্থিত করাবে।	أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْفُقِ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ بِرُوقِيكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نُّقْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿١٢﴾
৯৩. কিংবা সোনা দিয়ে নির্মিত তোমার একটি ঘর হবে। অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, আর তোমার আকাশে আরোহণকেও আমরা কখনো মেনে নেবোনা, যতোক্ষণ না তুমি সেখান থেকে আমাদের প্রতি এমন একটি কিতাব নাযিল করবে, যেটি আমরা পড়বো।” হে নবী! তুমি বলো: ‘ত্রুটিমুক্ত পবিত্র মহান আমার প্রভু, আমি কি একজন মানুষ রসূল ছাড়া আর কিছু?’	وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿١٣﴾
৯৪. মানুষের কাছে যখন আল হুদা (কিতাব ও নবী) আসে, তখন তাদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে তাদের এই বক্তব্য: ‘আল্লাহ কি একজন মানুষকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?’	قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّنْشُؤْنَ مِطْرَيْنِ لَنُزِّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ
৯৫. (হে নবী!) বলো: ‘পৃথিবীতে যদি ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতো, তবে আমরা অবশ্য আকাশ থেকে তাদের জন্যে	

কোনো ফেরেশতাকেই রসূল বানিয়ে পাঠাতাম।’	مَلَكًا رَسُولًا ﴿٥٩﴾
৯৬. (হে নবী!) বলো: আমার এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর দাসদের বিষয়ে খবর রাখেন এবং দৃষ্টি রাখেন।	قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٦٠﴾
৯৭. আল্লাহ্‌ যাদের হিদায়াত করেন তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয়, আর তিনি যাদের বিপথগামী করেন, তাদের জন্যে তুমি তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া আর কোনো অভিভাবক পাবেনা। কিয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে উপুড় করে অন্ধ, বোবা ও কালা অবস্থায় হাশর করাবো। তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। যখনই (জাহান্নামের) আগুন স্তিমিত হয়ে আসবে, তখনই আবার আগুনের লেলিহান শিখা বাড়িয়ে দেয়া হবে।	وَمَنْ يَّهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَبُكْمًا ۚ وَصَبَّآ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٦١﴾
৯৮. এটাই হলো তাদের উপযুক্ত সাজা, কারণ তারা আমাদের আযাতের প্রতি কুফুরি করেছিল এবং বলেছিল: ‘আমরা হাড়গোড়ে পরিণত হলেও এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করে পুনরুত্থিত করা হবে?’	ذَٰلِكَ جَزَاءُ هُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ۖ قَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ زُفَاتًا ۖ إِنَّا لَنَبْعَثُثُنَّ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٦٢﴾
৯৯. তারা কি দেখেনা, যে মহান আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি এগুলোর অনুরূপ সৃষ্টি করতে অবশ্য সক্ষম? তিনি তাদের পুনরুত্থানের জন্যে একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন, যে সময়টির আগমনের ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু যালিমরা তা অস্বীকার করবে বলে গোঁয়ার্তমি করেই যাচ্ছে।	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ ۖ وَ الْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا ۖ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَإِنِ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٦٣﴾
১০০. বলো : তোমরা যদি আমার প্রভুর দয়ার ভাণ্ডারের মালিকও হতে, তবু খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে সেগুলো আঁকড়ে ধরে রাখতে। আসলে মানুষ বড় কৃপণ।	قُلْ لَّوِ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَا مُسْكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۚ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿٦٤﴾
১০১. আমরা মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। বনি ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখো যখন সে তাদের কাছে এসেছিল, তখন ফেরাউন তাকে বলেছিল: ‘হে মূসা! আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি একজন জাদুগ্রন্থ।’	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيٰتٍ بَيِّنٰتٍ فَنَسَلَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُسُوعَىٰ مَسْحُورًا ﴿٦٥﴾
১০২. তখন মূসা বলেছিল: ‘তুমি তো জানো, এসব নিদর্শন সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে মহাকাশ এবং পৃথিবীর প্রভু ছাড়া আর কেউ নাযিল করেনি। আর আমি মনে করি হে ফেরাউন, তোমার ধ্বংস আসন্ন।’	قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَآ أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ ۖ وَ الْأَرْضِ بِصَآوِرٍ ۚ وَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفِرُّعُونَ مَثْبُورًا ﴿٦٦﴾
১০৩. তখন ফেরাউন তাদেরকে দেশ থেকে	فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ

বহিষ্কার করার এরাদা (সংকল্প) করে। ফলে আমরা তাকে এবং তার সঙ্গি-সাথিদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

فَاَعْرِفْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۝

১০৪. এরপর আমরা বনি ইসরাঈলকে বলেছিলাম, তোমরা পৃথিবীতে বসবাস করো। যখন আখিরাতের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে তখন আমরা তোমাদের সবাইকে একত্রে হাজির করবো।

وَقُلْنَا مَنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝

১০৫. আমরা সত্য নিয়ে এ কুরআনকে নাযিল করেছি এবং সত্য নিয়েই তা নাযিল হয়েছে। আর আমরা তো তোমাকে পাঠিয়েছি কেবল একজন সুসংবাদদাতা এবং একজন সতর্ককারী হিসেবে।

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

১০৬. আমরা কুআনকে নাযিল করেছি ভাগে ভাগে, যাতে করে তুমি মানুষকে তা পাঠ করে জানাতে পারো বিরতি দিয়ে দিয়ে। এ জন্যে আমরা সেটিকে ধীর ধীরে ক্রমান্বয়ে নাযিল করেছি।

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝

১০৭. হে নবী! বলো: ‘তোমরা এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনো বা ঈমান না আনো, ইতিপূর্বে যাদের এলেম দেয়া হয়েছিল, তাদের কাছে যখন এটি পাঠ করা হয়, তখন তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে।’

قُلْ أُمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝

১০৮. তারা বলে: ‘আমাদের প্রভু পবিত্র, মহান। আমাদের প্রভুর ওয়াদা অবশ্যি কার্যকর হয়ে থাকে।’

وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝

১০৯. তখন তারা কঁাদতে কঁাদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটি (কুরআন) যখন তাদের প্রতি তিলাওয়াত করা হয়, তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে দেয়। (সাজদা)

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝ السجدة

১১০. হে নবী! বলো: তোমরা তাঁকে ‘আল্লাহ’ বলে ডাকো, কিংবা ‘রহমান’ বলে ডাকো, তোমরা যে নামেই তাঁকে ডাকো, সুন্দরতম নামসমূহ তো তাঁরই। তোমার সালাতে স্বর বেশি উঠু করোনা, আর বেশি ক্ষীণও করোনা, এ দুয়ের মাঝখানে মধ্যপস্থা অবলম্বন করো।

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝

১১১. আর বলো: “সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি সন্তান গ্রহণ করেননা। তাঁর কর্তৃত্ব কেউ অংশীদারও নেই। তাঁর কোনো অসহায়ত্বও নেই যে, তাঁর কোনো অলির প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব ঘোষণা করো।” (আল্লাহ আকবার)।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا ۝

সূরা ১৮ আল কাহাফ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১১০, রুকু সংখ্যা: ১২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০৮: কুরআনে কোনো বক্রতা নেই। এটি সঠিক ও সুদৃঢ়। লোকেরা কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনা বলে নবীর মনে কষ্ট।
- ০৯-২৬: আসহাবে কাহাফের ঘটনার বিবরণ এবং এ প্রসঙ্গে উপদেশ।
- ২৭-৩১: রসুলের প্রতি উপদেশ। যালিমদের প্রতি সতর্কতা। মুমিনদের প্রতি সুসংবাদ।
- ৩২-৪৪: উপমার মাধ্যমে শিরকের অসারতা এবং তাওহীদের যুক্তি।
- ৪৫-৪৯: দুনিয়ার জীবনের অসারতার উপমা। মানুষের জন্য যা কল্যাণকর। হাশর ও বিচারের দৃশ্য।
- ৫০-৫৩: মানুষ তার শত্রু ইবলিসকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে কী করে? শিরকের অসারতা।
- ৫৪-৫৯: কুরআনে সবকিছুর বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও লোকেরা বিবাদ করে। সবচেয়ে বড় যালিম আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যানকারীরা।
- ৬০-৮২: এক জ্ঞানী ব্যক্তির সন্ধানে ও সান্নিধ্যে মুসা আ.।
- ৮৩-১০১: যুলকারনাইনের (সাইরাস দ্যা গ্রেট-এর) প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের বিবরণ এবং তার কল্যাণমূলক কার্যক্রম।
- ১০২-১১০: বাঁচার উপায় শিরকমুক্ত আমলে সালেহ। যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে অলি বানায় তাদের জন্য জাহান্নাম। সর্ব নিকৃষ্ট আমলের অধিকারী কারা? মুমিনদের জন্য সুসংবাদ। আল্লাহর প্রশংসা লিখে শেষ করা যাবেনা।

সূরা আল কাহাফ (গুহা) পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْكَافِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর দাসের উপর আল কিতাব (আল-কুরআন) নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনো প্রকার বক্রতা-জটিলতা রাখেননি।	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝۱
০২. তিনি এটিকে করেছেন সুসম-সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যে। আর যেসব মুমিন আমলে সালেহ করে এটি তাদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম পুরস্কার (জান্নাত)।	فَيَمَّا يَتَذَكَّرُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُ بِتَذْكَرِهِ ۝۲ يَتَّبِعْ الْيُتَّبَعُونَ يَتَّبِعُونَ الْيُتَّبَعِينَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الصَّالِحِينَ ۝۳
০৩. সেখানে থাকবে তারা চিরদিন চিরকাল।	مَا كَثُرْتُ فِيهِ أَبَدًا ۝
০৪. আর (এটি নাযিল করেছেন) তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে, যারা বলে: ‘আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।’	وَيُنْذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝
০৫. আসলে এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই ^১ এবং তাদের পূর্ব পুরুষদেরও কোনো জ্ঞান ছিলনা। তাদের মুখ থেকে বের হওয়া কথা খুবই গুরুতর। তাদের কথা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।	مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۝ لَا لِأَبَائِهِمْ كِبَرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۝ إِنَّ يَتَّقُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝

০৬. তারা এ বাণীর প্রতি ঈমান না আনলে সম্ভবত তুমি তাদের পেছনে ঘুরে ঘুরে দুগুণে শোকে নিজেকে বিনাশ করে ছাড়বে।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝٦

০৭. পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে সেগুলো আমরা এর শোভা বানিয়ে দিয়েছি মানুষকে এই পরীক্ষা করার জন্যে যে, আমাদের দিক থেকে তাদের মধ্যে কে উত্তম?

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝٧

০৮. এর উপর যা কিছু আছে তা অবশি আমরা উদ্ভিদ বিহীন মাঠে পরিণত করবো।

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝٨

০৯. তুমি কি মনে করো যে, কাহাফ এবং রাকিমের অধিবাসীরা আমার বিস্ময়কর নিদর্শনাবলির অন্তরভুক্ত?

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِن آيَاتِنَا عَجَبًا ۝٩

১০. যুবকরা যখন গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল তারা বলেছিল: ‘আমাদের প্রভু! আমাদের দান করো তোমার পক্ষ থেকে রহমত এবং আমাদেরকে আমাদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা করে দাও।’

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝١٠

১১. তারপর আমরা তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত রেখে দিয়েছিলাম।

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝١١

১২. অতঃপর তাদের জাগিয়েছিলাম একথা জানার জন্যে যে, তাদের দুই দলের মধ্যে কোনটি তার অবস্থানকাল ঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে?

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِئُوا أَمَدًا ۝١٢

১৩. আমরা তোমার কাছে তাদের সঠিক ঘটনা বর্ণনা করছি: তারা কয়েকজন যুবক ঈমান এনেছিল তাদের প্রভুর প্রতি এবং আমরা বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম তাদের হুদা (ঈমান)।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝١٣

১৪. আর আমরা তাদের হৃদয়ের বন্ধন মজবুত করে দিয়েছিলাম। তারা যখন উঠে দাঁড়িয়েছিল, তখন বলেছিল: “আমাদের প্রভু মহাকাশ ও পৃথিবীর প্রভু! আমরা কখনো তাঁকে ছাড়া আর কোনো ইলাহকে ডাকবো না। তেমনটি করলে সেটা হবে এক গর্হিত কাজ।

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ۝١٤

১৫. এই আমাদের কওম, তারা তাঁকে ছাড়া অন্য ইলাহ গ্রহণ করেছে। তারা তাদের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ হাজির করে না কেন? ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে, যে মিথ্যা রচনা করে আল্লাহর উপর আরোপ করে?”

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝١٥

১৬. তারপর তারা পরস্পরকে বলে: “তোমরা যখন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছো, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্যে তাঁর দয়া প্রসারিত করবেন এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।”

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِزْفَقًا ۝

১৭. তুমি দেখতে পাও, তারা তাদের গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থান করছে, উদয়ের সময় সূর্য তাদের ডান পাশ হেলে যায়, আর অস্ত্র যাবার সময় তাদের অতিক্রম করে বাম পাশ থেকে। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তরভুক্ত। আল্লাহ্ যাকে সঠিক পথ দেখান সেই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় আর তিনি যাকে বিপথগামী করেন, তুমি কখনো তার জন্যে কোনো মুরশিদ অলি (সঠিক পথের দিশারি অভিভাবক) পাবে না।

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝

রকু
০২

১৮. তুমি ধারণা করবে তারা জাহাত, অথচ তারা ঘুমন্ত। আমরা তাদের পাশ পরিবর্তন করাতাম ডান দিকে এবং বাম দিকে, আর তাদের কুকুরটি ছিলো সামনের পা দুটি গুহা দ্বারের দিকে প্রসারিত করে। তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে তুমি পেছন ফিরে পালাবে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

وَتَحْسَبُهُمْ آيِقًا وَالَّهُمْ رُقُودٌ وَ نَقَلْنَاهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَ لَمَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعبًا ۝

১৯. এভাবেই, আমরা তাদের জাগিয়ে তুলেছিলাম যেনো তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা এখানে কতোদিন অবস্থান করেছো? বাকিরা বললো: “আমরা এখানে একদিন বা আধা দিন অবস্থান করেছি।” তারা বললো: তোমাদের প্রভুই অধিক জানেন তোমরা কতদিন অবস্থান করেছো? এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রা নিয়ে শহরে পাঠাও, সে দেখুক কোন্ খাবার উত্তম এবং তা থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসুক তোমাদের জন্যে। আর সে যেনো সতর্কতা অবলম্বন করে এবং কিছুতেই যেনো তোমাদের সম্পর্কে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়।

وَ كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لِيَتَلَطَّفَ وَ لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝

২০. তোমাদের বিষয়টি যদি তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে তারা তোমাদের পাথর মেরে হত্যা করবে, অথবা তোমাদের ফিরিয়ে নেবে তাদের মিল্লাতে। তখন আর তোমরা কখনো সফলতা অর্জন করবে না।”

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ۝

২১. এভাবেই আমরা মানুষকে তাদের বিষয়টি জানিয়ে দিলাম, যাতে করে তারা জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতের আগমনে কোনো সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে বিতর্ক করছিল, তখন অনেকে বলেছিল: ‘তাদের উপর একটি সৌধ নির্মাণ করো।’ তাদের প্রভুই তাদের বিষয়ে ভালো জানেন। নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হয়ে দেখা দিলো, তারা বললো: ‘আমরা অবশ্যি তাদের পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করবো।’

وَكَذَلِكَ أَخْذَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنْهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿٢١﴾

২২. কিছু লোক বলবে: ‘তারা ছিলো তিনজন এবং তাদের চতুর্থটি ছিলো তাদের কুকুর।’ অজানা বিষয়ে অনুমান করে কিছু লোক বলবে: ‘তারা ছিলো পাঁচজন এবং তাদের ষষ্ঠটি ছিলো তাদের কুকুর।’ কিছু লোক বলবে: ‘তারা ছিলো সাতজন এবং অষ্টমটি ছিলো তাদের কুকুর।’ তুমি বলো: ‘তাদের সংখ্যা কতো তা আমার প্রভুই ভালো জানেন।’ অল্প কিছু লোক ছাড়া তাদের সংখ্যা কেউই জানেনা। সাধারণ আলোচনা ছাড়া তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েনা। আর তাদের বিষয়ে ওদের কাউকেও কিছু জিজ্ঞাসাও করোনা।

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾

২৩. তুমি কখনো কোনো বিষয়ে এভাবে বলোনা যে, ‘আমি তা আগামি কাল করবো।’

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾

২৪. তবে এভাবে বলবে: ‘ইনশাআল্লাহ- যদি আল্লাহ্‌ চান।’ আর যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রভুকে স্মরণ করবে এবং বলবে: ‘হয়তো আমার প্রভু আমাকে সত্যের নিকটে পৌঁছার পথ দেখাবেন।’

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۖ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

২৫. তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছিল তিনশ’ বছর আরো নয় বছর।

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

২৬. তুমি বলো: ‘এরপরে তারা কতোকাল ছিলো তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।’ মহাকাশ আর পৃথিবীর গায়েব কেবল তাঁরই জানা আছে। দেখো, তিনি কতো সুন্দর দ্রষ্টা এবং শ্রোতা! তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো অলি নেই। তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরিক করেন না।

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

২৭. তোমার প্রতি তোমার প্রভুর যে কিতাব অহি করা হয়েছে তুমি তা তিলাওয়াত করো। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। তুমি কখনো তাঁকে ছাড়া আর কোনো আশ্রয় পাবেনা।

وَإِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾

২৮. যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রভুকে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, তুমি নিজেকে তাদের সাথে অবিচলভাবে জুড়ে রাখো। পার্থিব জীবনের চাকচিক্যের উদ্দেশ্যে তুমি তাদের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়োনা। তুমি এমন কারো আনুগত্য করোনা, যার অন্তরকে আমরা আমাদের যিকির থেকে গাফিল করে দিয়েছি এবং যে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে আর যার কর্মকাণ্ড সীমালংঘনমূলক।

وَاضْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ كَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ﴿٢٨﴾

২৯. বলো: সত্য (আল-কুরআন) তোমাদের প্রভুর নিকট থেকেই এসেছে। সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যখ্যান করুক। আমরা যালিমদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি আগুন, তার বেষ্টনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। তারা পানি পান করতে চাইলে তাদের দেয়া হবে গলিত ধাতুর মতো পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডলকে দক্ষ করে ফেলবে। কী যে নিকৃষ্ট পানীয় আর কতো যে নিকৃষ্ট আশ্রয় তাদের!

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

৩০. তবে যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, উত্তম আমলকারীদের কর্মফল আমরা কখনো বিনষ্ট করিনা!

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

৩১. তাদের জন্যে থাকবে চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ যেগুলোর নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী নহর। সেখানে তাদের অলংকার পরানো হবে সোনার কঙ্কন। সেখানে তারা পরবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমি সবুজ পরিচ্ছেদ। আর সেখানে তারা আসন গ্রহণ করবে সুসজ্জিত সোফায়। কতো যে উত্তম পুরস্কার! আর কতো যে উত্তম আশ্রয়স্থল।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

রুকু
০৪

৩২. তুমি তাদের জন্যে দুই ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করো: তাদের একজনকে আমরা দিয়েছিলাম দু'টি আঙ্গুরের বাগান। দু'টি বাগানকেই আমরা খেজুর গাছ দিয়ে পরিবেষ্টন করে দিয়েছিলাম। আর দু'টি বাগানের মাঝখানের জায়গাটাকে আমরা বানিয়েছিলাম শস্যক্ষেত।

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

৩৩. দু'টি বাগানই প্রচুর ফল দিচ্ছিল এবং এতে কোনো প্রকার জ্রাটি করা হচ্ছিলনা। আর দু'টি বাগানের মাঝে দিয়ে আমরা জারি করে দিয়েছিলাম একটি নহর।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾

৩৪. লোকটির ছিলো প্রচুর সম্পদ। সে কথা প্রসঙ্গে তার সাথিকে বললো: ‘ধনে জনে আমি তোমার চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী।

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

৩৫. এভাবে সে নিজের প্রতি যুলুম করে একদিন বাগানে প্রবেশ করে। সে (বাগানের ফলন ও সৌন্দর্যে উৎফুল্ল হয়ে) বললো: “এ বাগান কখনো বিরান হয়ে যাবে বলে আমি মনে করিনা।

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝

৩৬. কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে বলেও আমি মনে করিনা। আর আমাকে যদি আমার প্রভুর কাছে ফিরিয়ে নেয়াই হয়, তবে অবশ্য অবশ্যি এখন আমার যা আছে তার চাইতে উত্তম সামগ্রী আমি ফেরত পাবো।”

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَئِن رُّدِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۝

৩৭. তার কথার প্রসঙ্গে তার সাথি তাকে বললো: “তুমি কি তোমার সেই মহান স্রষ্টার প্রতি কুফুরি করলে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর নোতফা (শুক্রবিন্দু) থেকে, তার পরে মানুষের আকৃতি দিয়ে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন?

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۝

৩৮. (তুমি যাই বলোনা কেন) সেই মহান আল্লাহ্‌ই কিন্তু আমার প্রভু। আমি আমার প্রভুর সাথে কাউকেও শরিক করিনা।

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ۖ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝

৩৯. তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করেছিলে, তখন কেন বললে না, ‘আল্লাহ্‌ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে। আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা নেই?’ তুমি যদি ধনে জনে আমাকে তোমার চাইতে কম মনে করো,

وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ۖ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ إِن تَرَوْا أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَلَوْ لَدَّا ۝

৪০. তবে হয়তো আমার প্রভু তোমার বাগানের চাইতে উত্তম কিছু আমাকে দান করবেন এবং তোমার বাগান আসমান থেকে আগুন পাঠিয়ে জ্বালিয়ে দেবেন, যার ফলে বাগানটি উদ্ভিদ শূন্য মাঠে পরিণত হবে।

فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُّؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ ۖ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۝

৪১. অথবা তোমার বাগানের পানি ভূ-গর্ভে তলিয়ে যেতে পারে এবং তুমি আর কখনো পানির সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হবেনা।”

أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝

৪২. অতঃপর বিপর্যয় তার ফল-ফসলকে পরিবেষ্টন করে নিলো, ফলে সে সেখানে যা খরচ করেছিল তার জন্যে হাত মুচড়িয়ে অনুতাপ করতে লাগলো, যখন তার বাগানের মাচানসমূহ ধুলিস্যাত হয়ে গেলো। তখন সে বলতে লাগলো, ‘হায়, হায়! আমি যদি আমার প্রভুর সাথে কাউকেও শরিক না করতাম!’

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝

৪৩. আর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার কোনো বাহিনীই ছিলনা এবং সে নিজেও প্রতিরোধ করার সামর্থ রাখেনি।

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝

৪৪. হ্যাঁ, কর্তৃত্ব পূর্ণরূপে মহাসত্য আল্লাহর।
পুরস্কার প্রদানে এবং পরিণাম নির্ধারণে তিনিই
সর্বোত্তম।

هَٰذَاكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

রুকু
০৫

৪৫. তাদের জন্যে দুনিয়ার জীবনের (এই) উপমা
পেশ করো: দুনিয়ার জীবন হলো সেই পানির
মতো যা আমরা আসমান থেকে নাযিল করি।
তার ফলে জমিন থেকে ঘন সুনিবিষ্ট উদ্ভিদ
উৎপন্ন হয়। তারপর সেগুলো শুকিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ
হয়ে যায়। ফলে বাতাস সেগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে
যায়। প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ ক্ষমতাবান।

وَاصْرَبْ لَهُمْ مَّثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ
اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتٌ
الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوهُ الرِّيْحُ وَ
كَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾

৪৬. ধনমাল এবং সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের
একটি সৌন্দর্য মাত্র, আর তোমার প্রভুর কাছে
পুরস্কার আর প্রত্যাশিত বস্তু হিসেবে উত্তম হলো
স্থায়ী ও চলমান পুণ্যকাজ।

الْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ
الْبَقِيٰثُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٦﴾

৪৭. স্মরণ করো, যেদিন আমরা পর্বতমালাকে
তলিয়ে দেবো এবং তুমি পৃথিবীকে দেখতে পাবে
এক উন্মুক্ত প্রান্তর। সেদিন আমরা (সেখানে)
সবাইকে হাশর (একত্র) করবো এবং
একজনকেও অব্যাহতি দেবোনা।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ
بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ
اَحَدًا ﴿٤٧﴾

৪৮. তাদেরকে তোমার প্রভুর সামনে
সারিবদ্ধভাবে উপস্থাপন করা হবে। তখন বলা
হবে, ‘আজ তোমরা আমাদের কাছে এসেছো
ঠিক সেভাবে, যেভাবে আমরা প্রথমবার
তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম। বরং তোমরা মনে
করতে, তোমাদের জন্যে আমরা প্রতিশ্রুত দিনটি
কখনো সংঘটিতই করবো না।’

وَعَرَضُوا عَلٰٓى رَبِّكَ صَفًا لِّقَدْ جِئْتُمُوْنَآ
كَهٰذَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭ
اَلَنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾

৪৯. কিতাব (আমলনামা, আমলের রেকর্ড)
সামনে রাখা হবে। তুমি দেখবে, তাতে যা রেকর্ড
করা আছে তার জন্যে অপরাধীরা ভয়ে
আতংকগ্রস্ত থাকবে। তারা বলবে: হায় দুর্ভাগ্য
আমাদের! এটা কেমন কিতাব (রেকর্ড), এ-তো
আমাদের ছোট বড় কিছুই রেকর্ড করা ছাড়া বাদ
দেয়নি। তারা যতো কাজই করে এসেছে সবই
তাদের সামনে হাজির দেখতে পাবে। তোমার
প্রভু কারো প্রতি যুলুম (অবিচার) করেন না।

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرٰى الْمُجْرِمِيْنَ
مُسْفِحِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُولُوْنَ يُوَيْلٰتُنَا
مَا لٰٓ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا
كَبِيْرَةً اِلَّا اَخْطٰهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا
حٰضِرًا وَّ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿٤٩﴾

রুকু
০৬

৫০. আমরা যখন ফেরেশতাদের বলেছিলাম,
‘আদমকে সাজদা করো’ তখন সবাই সাজদা
করেছিল ইবলিস ছাড়া। সে ছিলো জিনদের
একজন। সে তার প্রভুর আদেশ অমান্য করে
সীমালংঘন করে। আর এখন তোমরা আমার
পরিবর্তে তাকে আর তার বংশধরদেরকে নিজেদের

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ
فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِیْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ
فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭ
اَفَتَتَّخِذُوْهُ وَّ

<p>আলি (বন্ধু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক) বানিয়ে নিয়েছো? অথচ তারা হলো তোমাদের শত্রু। যালিমদের এই বদল করাটা কতো যে নিকৃষ্ট!</p>	<p>ذُرِّيَّتَهُ أَوِ لِيَاءٍ مِّنْ دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝</p>
<p>৫১. মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমরা তাদের সাক্ষী রাখিনি, এমনকি তাদের নিজেদেরকে সৃষ্টি করার সময়ও নয়। আমরা বিপথগামীদেরকে সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করিনা।</p>	<p>مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتَ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ۝</p>
<p>৫২. সেদিনের কথা স্মরণ করো, যেদিন তিনি বলবেন: ‘তোমরা যাদেরকে আমার শরিকদার মনে করতে তাদেরকে ডেকে আনো।’ তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তাদের ডাকে তারা কোনো সাড়া দেবেনা। আমরা তাদের উভয়ের মাঝপথে রেখে দেবো এক ধ্বংস গহ্বর।</p>	<p>وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۝</p>
<p>৫৩. অপরাধীরা আগুন দেখেই বুঝবে, তারা তাতে পড়তে যাচ্ছে এবং তারা তা থেকে বাঁচার কোনো জায়গা পাবেনা।</p>	<p>وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝</p>
<p>৫৪. আমরা এই কুরআনে বিভিন্ন রকম উপমার মাধ্যমে মানুষের জন্যে আমাদের বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। অথচ মানুষ বেশিরভাগ বিষয়ে বিতর্কপ্রিয়।</p>	<p>وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝</p>
<p>৫৫. মানুষের কাছে যখন হিদায়াত আসে তখন তাদেরকে ঈমান আনা এবং তাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা চাওয়া থেকে এছাড়া আর কিছুই বিরত রাখেনা যে, তারা চায়, তাদের আগের লোকদের সুলতাই (রীতিই) তাদের কাছে আসুক, তা না হলে সরাসরি আল্লাহর আযাব আসুক।</p>	<p>وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝</p>
<p>৫৬. আমরা তো আমাদের রসূলদের পাঠাই কেবল সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে। অথচ কাফিররা বাতিলের পক্ষে বিতর্কে লিপ্ত হয় সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। আর তারা আমার আয়াতকে এবং যার মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা হয় তাকে বিদ্রূপের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে।</p>	<p>وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ يُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوا الْآيَاتِ وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا ۝</p>
<p>৫৭. ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে, যাকে তার প্রভুর আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়ার পরও সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সে তার কৃতকর্ম ভুলে যায়? আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ</p>	<p>وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِيَ مَا قَدْ مَتَّ يَدُهُ إِنَّا</p>

সৃষ্টি করে দিয়েছি যেহেতু তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে আর তাদের কানেও তুলা লাগিয়ে বধিরতা এঁটে দিয়েছি। ফলে তুমি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে ডাকলেও তারা কখনো হিদায়াতের পথে আসবে না।

جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ۝

৫৮. তোমার প্রভু পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্যে যদি তাদের পাকড়াও করতে চাইতেন, তবে অবশ্য তাদের শাস্তি দানের বিষয়টি ত্বরান্বিত করতেন। বরং তাদের জন্যে রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত সময় যা থেকে বাঁচার জন্যে তারা কিছুতেই কোনো আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবেনা।

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ۝

৫৯. আমরা যেসব জনপদ ধ্বংস করেছি, সেগুলো ধ্বংস করেছি তো তখন, যখন তারা যুলুম করেছিল। আর তাদের ধ্বংস করার জন্যেও আমরা একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্ধারণ করেছিলাম।

وَتِلْكَ الْقُرَى أَهَكُنْهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝

রুকু
০৮

৬০. স্মরণ করো, মূসা তার সঙ্গিকে (খাদেমকে) বলেছিল: ‘দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে না পৌঁছে আমি থামবো না। অথবা আমি যুগের পর যুগ ধরে চলতে থাকবো।’

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا أُبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۝

৬১. তারা যখন দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে পৌঁছে, তখন তাদের মাছটির কথা ভুলে যায়। ফলে সেটি সুড়ঙের মতো নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেলো।

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝

৬২. তারা উভয়ে আরো সামনে অগ্রসর হলে মূসা তার সাথিকে বললো : আমাদের সকালের নাস্তা নাও, এই সফরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ آتِنَا عَدَاةَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۝

৬৩. সে বললো: ‘আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, আমরা যখন পাথর খণ্ডে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই সেটির কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। সেটি বিস্ময়করভাবে নিজের পথ তৈরি করে নিয়ে সমুদ্রে নেমে গিয়েছিল।’

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ ۚ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝

৬৪. মূসা বললো: ‘আমরা তো সেই জায়গাটারই সন্ধান করছিলাম। তখন তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললো।’

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّآ عَلَىٰ أُنْثَاهِمَا قَصَصًا ۝

৬৫. তখন তারা আমার দাসদের এমন একজনকে

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً

পেয়ে গেলো, যাকে আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম এবং আমার নিকট থেকে দান করেছিলাম বিশেষ এক এলেম।	مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۝
৬৬. মূসা তাকে বললো: ‘আপনাকে সঠিক পথের যে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন এই শর্তে আমি আপনার সাথি হতে পারি কি?’	قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۝
৬৭. সে বললো: ‘‘আপনি কখনো আমার সাথে চলে সবর করতে পারবেন না।	قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝
৬৮. আপনি কেমন করে সবর করবেন এমন বিষয়ে, যে বিষয়ের জ্ঞান আপনার আয়ত্তে নেই?’	وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِط بِهِ خُبْرًا ۝
৬৯. (মূসা) বললো: ‘ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করবো না।’	قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝
৭০. সে বললো: ‘আপনি যদি আমার সাথি হনই, তাহলে আমাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত সে বিষয়ে আমি নিজেই আপনাকে কিছু না বলবো।’	قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝
৭১. ফলে তারা দু’জনই চলতে থাকলো। অতঃপর তারা যখন নৌকায় উঠলো, সে ছিদ্র করে দিলো। তখন মূসা বললো: ‘আপনি কি আরোহীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে এটি ছিদ্র করে দিলেন নৌকাটি? আপনি তো একটা গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।’	فَانْطَلَقَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝
৭২. সে বললো: ‘আমি কি আপনাকে বলিনি, আপনি আমার সাথে থেকে কিছুতেই সবর করতে পারবেন না?’	قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝
৭৩. মূসা বললো: ‘আমার ভুলের জন্যে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমার ব্যাপারে এতো বেশি কঠোর হবেন না।’	قَالَ لَا تَأْخُذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَ لَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝
৭৪. পুনরায় তারা চললো। চলতে চলতে তারা যখন একটি বালকের সাক্ষাত পেলে, সে সেই বালকটিকে হত্যা করলো। মূসা বললো: ‘আপনি একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হত্যা করলেন, হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি একটি গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।’	فَانْطَلَقَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۖ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۝

৭৫. সে বললো: ‘আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সাথে সবার করতে পারবেন না?’

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ
مَعِيَ صَبْرًا ۝

৭৬. মুসা বললো: ‘এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। আমার ওজরের বিষয়টি চূড়ান্ত হলো।’

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝

৭৭. পুনরায় তারা উভয়ে চলতে শুরু করলো। চলতে চলতে এক গাঁয়ের অধিবাসীদের কাছে এসে তারা খাবার চাইলো। তারা তাদের মেহেমানদারী করতে অস্বীকার করে। তারা সেখানে একটি হেলে থাকা প্রাচীর দেখতে পায় এবং সে সেটি দাঁড় করিয়ে মজবুত করে দেয়। মুসা বললো: ‘আপনি চাইলে এ কাজের জন্যে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।’

فَانْطَلَقَا ۖ وَهَلَلَا بِهِنَّ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَ أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝

৭৮. সে বললো: “এখানেই আমার সাথে আপনার সম্পর্ক ছিল হয়ে গেলো। যেসব বিষয়ে আপনি সবার করতে পারেননি, আমি সেগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

৭৯. প্রথমেই সেই নৌকাটির বিষয়। সেটি ছিলো কয়েকজন অভাবী লোকের, তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করতো। আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটি ফ্রটিয়ুক্ত করে দেয়ার, কারণ সামনেই ছিলো এক রাজা, সে জোরপূর্বক সব নৌকা ছিনিয়ে নেয়।

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدْتُ أَنْ أُعِينَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝

৮০. আর বালকটি, তার বাবা-মা ছিলেন মুমিন, আমাদের আশংকা হয়, সে অব্যাধ্যতা ও কুফুরির মাধ্যমে তাদের বিব্রত করবে।

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝

৮১. তাই আমরা চাইলাম তাদের প্রভু যেনো তাদেরকে ওর পরিবর্তে ওর চাইতে উত্তম, পবিত্র ও ভক্তি ভালোবাসায় নৈকট্য লাভকারী একটি সন্তান দান করেন।

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝

৮২. আর প্রাচীরটির বিষয় হলো, ওটি ছিলো দুই এতিম কিশোরের। প্রাচীরের নিচে আছে তাদের গুপ্তধন আর তাদের পিতা ছিলেন একজন পুণ্যবান ব্যক্তি। সূতরাং আপনার প্রভু দয়া করে চাইলেন তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা নিজেদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি কিছুই নিজ থেকে করিনি। আপনি যেসব বিষয়ে সবার করতে পারেননি, এ-ই হলো সেগুলোর ব্যাখ্যা।”

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۚ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

৮৩. তারা তোমার কাছে জানতে চাইছে যুলকারনাইন সম্পর্কে। তুমি বলো, আমি তার সম্পর্কে তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করছি :	وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝
৮৪. আমরা তাকে পৃথিবীতে কব্জী দিয়েছিলাম এবং তাকে সব বিষয়ের উপায় উপকরণ দিয়েছিলাম।	إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَّخَذَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝
৮৫. ফলে সে পথ ধরে অগ্রসর হলো।	فَاتَّبَعَ سَبَبًا ۝
৮৬. এমন কি সে সূর্যাস্তের স্থানে এসে পৌঁছায়। সে সূর্যকে এক পথকিল জলাশয়ে অন্তর্ভুক্ত হতে দেখে এবং সেখানে একটি কণ্টককেও দেখতে পায়। আমরা তাকে বললাম, হে যুলকারনাইন! তুমি এদের শাস্তি দিতে পারো, অথবা তাদের ব্যাপারে সদয় মনোভাব গ্রহণ করতে পারো।	حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۖ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۚ قُلْنَا يَذَّالِقُ الْقُرْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا أَنْ تَعْدِبَ ۖ وَإِنَّمَا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۝
৮৭. সে বললো: যে কেউ যুলুম করবে, আমরা তাকে শাস্তি দেবো। তারপর সে তার প্রভুর কাছে ফিরে যাবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।	قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكُورًا ۝
৮৮. তবে যে কেউ ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে তার জন্যে রয়েছে উত্তম প্রতিদান, তার প্রতি ব্যবহারে আমরা কোমল-সহজ কথা বলবো।	وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝
৮৯. সে পুনরায় অন্যদিকে পথ ধরে অগ্রসর হলো।	ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝
৯০. শেষ পর্যন্ত সে সূর্যোদয়ের স্থানে এসে পৌঁছালো। সে দেখলো, সূর্য উঠছে এমন এক জাতির উপর, যাদের জন্যে সূর্য তাপ থেকে রক্ষার জন্যে আমরা কোনো অন্তরাল সৃষ্টি করিনি।	حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۝
৯১. ব্যাপার তাই ছিলো। তার কাছে যেসব খবর ছিলো আমরা তা জানতাম।	كَذَٰلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝
৯২. তারপর সে আরেক দিকে পথ ধরে অগ্রসর হলো।	ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝
৯৩. শেষ পর্যন্ত সে এসে পৌঁছায় দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে। এখানে সে আরেকটি জাতির সন্ধান পেলো। তারা কোনো কথাই বুঝার মতো ছিলো না।	حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝
৯৪. তারা বলেছিল: হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ (জাতি) ও মাজুজ (জাতি) আমাদের দেশে এসে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনাকে খরচ দেবো, আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর গড়ে দেবেন?	قَالُوا يَذَّالِقُ الْقُرْنَيْنِ ۖ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَاْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝

৯৫. সে বললো: ‘আমার প্রভু আমাকে এ বিষয়ে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই আমার জন্যে যথেষ্ট। তোমরা আমাকে শ্রমশক্তি দিয়ে সাহায্য করো, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যবর্তী স্থানে একটি প্রাচীর গড়ে দেবো।’

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝

৯৬. ‘তোমরা আমাকে অনেকগুলো লৌহ পিণ্ড এনে দাও।’ তারপর লোহার স্তূপ মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা পূর্ণ হয়ে যখন দুই পর্বতের সমান হলো, তখন সে বললো: ‘তোমরা হাঁপরে হাওয়া দিতে থাকো। যখন সেগুলো আগুনের মতো উদ্ভূত হলো, তখন সে বললো: তোমরা গলিত তামা নিয়ে আসো, আমি সেগুলো ঢেলে দেবো এর উপর।’

أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۖ قَالَ أَتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ۝

৯৭. এরপর থেকে তারা আর তা অতিক্রম করতে পারলো না এবং তার মধ্যে সুড়ঙ্গও তৈরি করতে পারলো না।

فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝

৯৮. সে বললো: এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ। যখন আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি এটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। আর আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি সত্য।

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝

৯৯. সেদিন আমরা তাদের এমন অবস্থায় ছেড়ে দেবো যে, তারা এক দল আরেক দলের উপর তরঙ্গের মতো আঁছড়ে পড়বে এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং তাদের সবাইকে এক জায়গায় জমা করে ফেলবো।

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝

১০০. আর সেদিন আমরা জাহান্নামকে সেইসব কাফিরদের জন্যে সামনে এনে হাজির করবো,

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝

১০১. যাদের চোখ ছিলো অন্ধ আমার যিকির (কুরআন) থেকে এবং তারা শুনতেও ছিলো অক্ষম।

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْمَعُونَ سَمْعًا ۝

১০২. কাফিররা কি ধারণা করে নিয়েছে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদের অলি হিসেবে গ্রহণ করবে? আমরা কাফিরদের জন্যে আতিথ্য হিসেবে প্রস্তুত করে রেখেছি জাহান্নাম।

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِّلْكَافِرِينَ نَزْلًا ۝

১০৩. হে নবী! বলো: আমরা কি তোমাদের সংবাদ দেবো, আমলের দিক থেকে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত কারা?

قُلْ هَلْ تُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝

১০৪. তারা হলো সেইসব লোক, যারা দুনিয়ার জীবনে নিজেদের প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করে দ্রাস্ত পথে, অথচ তারা মনে করে তারা খুব সুন্দর কাজ করছে।

الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝

১০৫. এরাই তাদের প্রভুর আয়াত এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে অস্বীকার করে। ফলে নিষ্ফল হয়ে যায় তাদের সব আমল। তাই আমরা কিয়ামতের দিন তাদের জন্যে ওজন কায়েম করবো না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝

১০৬. এরা প্রতিদান পাবে জাহান্নাম তাদের কুফুরির কারণে আর এ কারণে যে, তারা আমার আয়াত এবং আমার রসূলদেরকে বিদ্রোপের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছে।

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا الْآيَاتِ وَرُسُلِي هُزُوًا ۝

১০৭. যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে তাদের আতিথ্যের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝

১০৮. চিরদিন থাকবে তারা সেখানে। তারা সেখান থেকে স্থানান্তর হতে চাইবে না।

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۝

১০৯. হে নবী! বলো: আমার প্রভুর কথা লেখার জন্যে সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রভুর কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র শুকিয়ে যাবে, এমনকি এ কাজের সাহায্যার্থে অনুরূপ আরো সমুদ্র আনলেও।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تُنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝

১১০. হে নবী! বলো: আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তবে আমার কাছে অহি আসে যে, তোমাদের ইলাহ একজন মাত্র ইলাহ। যে কেউ তার প্রভুর সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে, সে যেমন আমলে সালেহ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকেও শরিক না করে।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَتَمَّ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

রুকু
১২

সূরা ১৯ মরিয়ম

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৯৮, রুকু সংখ্যা: ০৬

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১৫: যাকারিয়া আ. এর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের বিবরণ। আল্লাহর কাছে বৃদ্ধ যাকারিয়া আ. এর সন্তান প্রার্থনা। যাকারিয়ার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান ইয়াহুইয়া। ইয়াহুইয়ার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ।

১৬-৪০: কুমার পবিত্র মরিয়মের গর্ভে আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে ঈসা আ. এর জন্মের বিবরণ। মরিয়মের প্রতি ইহুদিদের অপবাদ। কোলের শিশু ঈসার ভাষণ। মহান আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেননা। বিভেদ সৃষ্টিকারীরা কাফির ও যালিম।

৪১-৫০: নিজ পিতা ও জাতির কাছে ইবরাহিম আ. এর দাওয়াত। ইবরাহিমের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ।

৫১-৫৮: মূসা, হারুণ, ইসমাঈল ও ইদরিস আলাইহিমুস সালামের মর্যাদা। আল্লাহর আয়াত শুনলে তারা সাজদায় অবনত হতেন এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন।

৫৯-৬৫: নবীদের পরবর্তী লোকেরা সালাত নষ্ট করে এবং কামনা বাসনার অনুসরণ করে। তবে যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও আমলে সালেহ্ করেছে তারা জান্নাতে যাবে।

৬৬-৭২: আখিরাতে ও পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহের জবাব।

৭৩-৯৫: কুরআন নিয়ে কাফিরদের বিবাদ। আল্লাহ্ কাদের ঈমান বৃদ্ধি করেন? কি ধরনের আমল পুরস্কারযোগ্য। কাফিরদের কর্মপন্থা ও তাদের পরিণতি। সবাই আল্লাহ্ দাস হিসেবে পুনরুত্থিত হবে।

৯৬-৯৮: মুমিনদের প্রতি জনমনে ভালবাসা সৃষ্টি হয়। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য।

সূরা মরিয়ম পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে	سُورَةُ مَرْيَمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. কাফ হা ইয়া আঈন সোয়াদ।	كَهَيَّعَ ۝
০২. এটা তোমার প্রভুর রহমতের যিকির (বিবরণ), যা তিনি করেছিলেন তাঁর দাস যাকারিয়ার প্রতি।	ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۝
০৩. যখন সে ফরিয়াদ করেছিল তার প্রভুর কাছে নীরবে নিভুতে।	إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۝
০৪. সে বলেছিল: “আমার প্রভু! আমার হাড়গোড় দুর্বল হয়ে গেছে, বার্ষিক্যে আমার মাথার চুল শুভ্র-সাদা হয়ে গেছে। আমার প্রভু! তোমার কাছে ফরিয়াদ করে আমি কখনো খালি হাতে ফিরিনি।	قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ۖ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝
০৫. আমি আমার পরে আমার উত্তরাধিকারী সম্পর্কে আশংকা করছি। এ দিকে আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। অতএব, তোমার পক্ষ থেকে তুমি আমাকে এমন একজন উত্তরাধিকারী দান করো,	وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝
০৬. যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং ইয়াকুবের বংশেরও উত্তরাধিকারিত্ব করবে, আর হে প্রভু! তুমি তাকে বানাবে সন্তোষভাজন।”	يَرْتَضِي وَيَرْثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝
০৭. (তার দোয়া কবুল করে আল্লাহ্ বললেন:) ‘হে যাকারিয়া! আমরা তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহিয়া। আগে আমরা এই নামে কারো নামকরণ করিনি।’	يُزَكِّيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝
০৮. সে বললো: ‘প্রভু! কেমন করে হবে আমার পুত্র, আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, আর আমিও তো বার্ষিক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি।’	قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝
০৯. তিনি (দূতের মাধ্যমে) বললেন: তুমি ঠিকই বলেছো। তবে তোমার প্রভু বলছেন: ‘এ কাজ আমার জন্যে একেবারেই সহজ। ইতোপূর্বে তো আমি তোমাকেও সৃষ্টি করেছি, অথচ তোমার কোনো অস্তিত্বই ছিলনা।’	قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَٰئِنٍ ۖ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝

১০. সে বললো: ‘প্রভু! (এর জন্যে) আমাকে একটি নিদর্শন দাও।’ তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন হলো: ‘তুমি শারীরিক সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিন দিন কারো সাথে কোনো কথা বলবেনা।’

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝

১১. অতঃপর সে মেহরাব (কক্ষ) থেকে বের হয়ে তার কওমের কাছে এলো এবং ইশারা করে তাদের বললো: ‘তোমরা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর তসবিহ করো।’

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝

১২. (বলা হলো:) ‘হে ইয়াহিয়া! এই (তাওরাত) কিতাবকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো।’ আর আমরা তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা,

يُحْيِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝

১৩. আর আমরা তাকে দিয়েছিলাম আমাদের পক্ষ থেকে কোমলতা-নম্রতা আর পবিত্রতা এবং সে ছিলো তাকওয়ার অধিকারী।

وَخَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ۝

১৪. সে ছিলো পিতা-মাতার প্রতি অনুগত। সে উদ্ধতও ছিলনা, অবাধ্যও ছিলনা।

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝

১৫. তার প্রতি সালাম যেদিন তার জন্ম হয়েছিল, যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন সে পুনরুত্থিত হবে।

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝

১৬. এই কিতাবের বর্ণনা অনুসারে মরিয়মের কথা যিকির (আলোচনা) করো। সে যখন তার পরিবার পরিজন থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিলো,

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَزِيمَةً إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝

১৭. এবং তাদের থেকে সে হিজাব (আড়াল) গ্রহণ করলো, তখন আমরা তার কাছে পাঠালাম আমাদের রহকে (জিবরিলকে)। সে এসে তার কাছে পূর্ণ মানব আকৃতিতে নিজেকে প্রকাশ করলো।

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

১৮. সে (মরিয়ম) বললো: ‘আমি তোমার থেকে আল্লাহ-রহমানের আশ্রয় চাচ্ছি যদি তুমি মুত্তাকি হয়ে থাকো।’

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝

১৯. সে বললো: ‘(তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই) আমি তোমার প্রভুর রসূল (বার্তা বাহক), তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করার (সংবাদ দেয়ার) জন্যে এসেছি।’

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝

২০. সে বললো: ‘কী করে পুত্র হবে আমার, আমাকে তো কখনো কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?’

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝

২১. সে বললো: ‘তুমি ঠিকই বলেছো।’ তবে তোমার প্রভু বলেছেন: ‘এ কাজ আমার জন্যে খুবই সহজ এবং তাকে আমরা এ জন্যে সৃষ্টি করবো যেনো সে হয় মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন, আর সে হবে আমাদের পক্ষ থেকে একটি রহমত, আর এ বিষয়টির ফায়সালা হয়েই আছে।’

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَئِثٍ وَ لَنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

২২. তখন সে তাকে গৰ্ভ ধারণ কৰে। পৰে তাকে গৰ্ভে নিয়ে সে একটি দূৰবৰ্তী স্থানে চলে যায়।	فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝
২৩. প্ৰসব বেদনা তাকে একটি খেজুর গাছৰ নীচে নিয়ে আসে। এ সময় (অপবাদের ভয়ে) সে বলে: ‘হায়, এৰ আগেই যদি আমাৰ মৃত্যু হতো এবং আমি যদি মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যেতাম!’	فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْ نَّسِيٍّ ۝
২৪. তখন সে তাকে নীচ থেকে ডেকে বললো: “দুঃখ কৰোনা, তোমাৰ নীচে দিয়ে তোমাৰ প্ৰভু একটি নহৰ সৃষ্টি কৰে দিয়েছেন।	فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبِّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝
২৫. আৰ তুমি তোমাৰ দিকে খেজুর গাছৰ কাণ্ড নাড়া দাও, সেটি তোমাৰ জন্যে তাজা পাকা খেজুর ফেলবে।	وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۝
২৬. তা খাও আৰ পান কৰো এবং তোমাৰ চক্ষু শীতল কৰো। কোনো মানুষ দেখতে পেলে বলবে: ‘আমি আজ রহমানের উদ্দেশ্যে চূপ থাকার সাওম পালনের মানত কৰেছি, তাই আজ আমি কারো সাথে কথা বলবোনা।”	فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَأَمَّا تَرِيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُوْى اِنَّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ اَكَلَمَ الْيَوْمَ اُنْسِيًّا ۝
২৭. অত:পৰ সে (মৰিয়ম) তাকে (ছেলেটিকে) কোলে নিয়ে তার কওমের কাছে এলো। তারা বললো: “হে মৰিয়ম। তুমি তো এক মহাকাণ্ড ঘটিয়ে এসেছো।	فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يُمْرِيْمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝
২৮. হে হাৰুণের বোন, তোমাৰ পিতা তো কোনো খারাপ লোক ছিলেন না, তোমাৰ মাও ব্যভিচারিণী ছিলেন না।”	يَأْتُحْتَ هُزُونَ مَا كَانَ أَبُوْكِ اَمْرًا سَوْءٍ وَ مَا كَانَتْ اُمْلِكُ بَغِيًّا ۝
২৯. মৰিয়ম ছেলের প্ৰতি ইঙ্গিত কৰে (তাদেরকে ছেলের সাথে কথা বলতে বললো)। তারা বললো: ‘আমরা এতোটুকুৰ কোলের বাচ্চাৰ সাথে কথা বলবো কিভাবে?’	فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْبُهْدِ صَبِيًّا ۝
৩০. সে (কোলের শিশু ঈসা) বললো: “আমি আল্লাহ্ৰ দাস, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন,	قَالَ اِنِّى عَبْدُ اللّٰهِ اُنْسِنِى الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنِى نَبِيًّا ۝
৩১. আমি যেখানেই থাকিনা কেন, তিনি আমাকে কল্যাণময় বানিয়েছেন এবং তিনি আমাকে নিৰ্দেশ দিয়েছেন, যতোদিন বেঁচে থাকি, আমি যেনো সালাত আদায় কৰি এবং যাকাত প্ৰদান কৰি।	وَجَعَلْنِى مُبْرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاَوْطِنِى بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝
৩২. তিনি আমাকে আরো নিৰ্দেশ দিয়েছেন আমাৰ মায়েৰ প্ৰতি অনুগত থাকতে। তিনি আমাকে সৈৱাচাৰি এবং হতভাগা বানাননি।	وَ بَرًّا بِوَالِدَتِى ۚ وَ لَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ۝
৩৩. আমাৰ প্ৰতি সালাম, যেদিন আমি জন্ম নিয়েছি, যেদিন আমাৰ মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমাকে পুনৰুত্থিত কৰা হবে।”	وَ السَّلٰمُ عَلٰى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَ يَوْمٍ اَمُوْتُ وَ يَوْمٍ اُبْعَثُ حَيًّا ۝

৩৪. এ-ই হলো ঈসা ইবনে মরিয়ম। তার বিষয়ে এই হলো সত্য কথা, যা নিয়ে তোমরা সন্দেহ করছো।

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قَوْلَ الْحَقِّ
الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. সন্তান গ্রহণ করা তো আল্লাহর কাজ নয়, এ থেকে তিনি মুক্ত পবিত্র। তিনি যখন কোনো বিষয়ের ফায়সালা করেন, তখন বলেন: ‘হও’, সাথে সাথে তা হয়ে যায়।

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۚ سُبْحَنَهُ ۖ إِذَا
قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾

৩৬. (ঈসা তাদের আরো বলেছিল:) ‘আল্লাহই আমার প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। সুতরাং তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো, এটাই সিরাতুল মুস্তাকিম- সরল সঠিক পথ।’

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾

৩৭. তারপর বিভিন্ন দল (ঈসার বিষয়ে) মতানৈক্য সৃষ্টি করে। সুতরাং কাফিরদের জন্যে দুর্ভোগ মহাদিবসে উপস্থিতির দিন।

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾

৩৮. তারা যেদিন আমাদের কাছে উপস্থিত হবে, সেদিন সব কিছুই ঠিকভাবে শুনবে এবং দেখবে। কিন্তু আজ যালিমরা সুস্পষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত।

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ۖ يَوْمَ يَأْتُوكُنَا لَكِنِ
الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

৩৯. তাদেরকে দুঃখ ও অনুতাপের দিনটি সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, সেদিন সব বিষয়ের ফায়সালা হয়ে যাবে। অথচ আজ তারা গাফলতির মধ্যে পড়ে আছে এবং ঈমান আনেনা।

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ۖ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾

রুকু
০২

৪০. আমরাই মালিক পৃথিবীর এবং পৃথিবীর উপর যারা আছে সবার এবং আমাদের কাছেই তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ۖ
إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

৪১. এই কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী ইবরাহিমের কথা আলোচনা করো। সে ছিলো একজন সিন্দীক (সত্যনিষ্ঠ) নবী।

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ الْإِبْرَاهِيمَ ۖ إِنَّهُ كَانَ
صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤١﴾

৪২. সে তার পিতাকে বলেছিল: “বাবা! আপনি কেন এমন জিনিসের ইবাদত করেন যেগুলো দেখেওনা, শুনেওনা এবং আপনার কোনো উপকারেও আসেনা?”

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا
يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾

৪৩. বাবা! আমার কাছে প্রকৃত জ্ঞান এসেছে, যা আপনার কাছে আসেনি। সুতরাং আপনি আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবো।

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ
يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

৪৪. বাবা! শয়তানের ইবাদত করবেন না। শয়তান তো রহমানের চরম অবাধ্য।

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ
كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

৪৫. বাবা! আমি আশংকা করছি, আপনাকে রহমানের আযাব স্পর্শ করবে, তাতে আপনি শয়তানের অলি হয়ে পড়বেন।”

يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ
الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

৪৬. সে (ইবরাহিমের পিতা) বললো: “ইবরাহিম! তুমি কি আমার ইলাহদের (দেব দেবীদের) থেকে বিমুখ? তুমি যদি বিরত না হও, তাহলে আমি পাথর মেরে তোমাকে হত্যা করবো। তুমি চিরদিনের জন্যে আমাকে ত্যাগ করে চলে যাও।”

قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ نُحْبِبُ إِلَٰهَ رَبِّكَ لَآتِيَنَّكَ الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ يُسَبِّحُونَكَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَيُجِزُّنَكَ فِيهَا مِائَةَ أَلْفًا ۚ وَلَئِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَمْلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُنْ مُكَذِّبًا ۖ

৪৭. ইবরাহিম বললো: “আপনার প্রতি সালাম। আমি আমার প্রভুর কাছে আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো, নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহশীল।

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيظًا ۝

৪৮. আমি আপনাদের থেকে এবং আপনারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকেন তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি। আমি শুধু আমার প্রভুকেই ডাকবো। আমি আশা করি আমার প্রভুকে ডেকে আমি ব্যর্থকাম হবোনা।”

وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيظًا ۝

৪৯. সে যখন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করতো তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলো, তখন আমি তাকে দান করলাম (পুত্র) ইসহাক এবং (নাতি) ইয়াকুবকে। আর তাদের প্রত্যেককেই বানিয়েছিলাম নবী।

فَلَمَّا أَعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْزُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَهُمْ بِنَا لَهُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝

৫০. আর আমি তাদের দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং উঁচু করে দিলাম তাদের প্রশংসনীয় যশ-খ্যাতি।

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝

৫১. এই কিতাবে মূসার কথা আলোচনা করো। সে ছিলো বিশেষভাবে মনোনীত এবং ছিলো একজন রসূল নবী।

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝

৫২. আমরা তাকে ডেকেছিলাম তুর পাহাড়ের দক্ষিণ পাশ থেকে এবং নিভৃত আলোচনায় আমরা তাকে দিয়েছিলাম নৈকট্য।

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَوَعَدْنَاهُ نَجِيًّا ۝

৫৩. আমাদের অনুগ্রহে আমরা তাকে (সাহায্যকারী) দিয়েছিলাম তার ভাই হারুনকে নবী হিসেবে।

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝

৫৪. এই কিতাবে স্মরণ করো ইসমাইলের কথা। সে ছিলো প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যনিষ্ঠ এবং ছিলো একজন রসূল নবী।

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إسماعِيلَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝

৫৫. সে তার পরিবার-পরিজনকে নির্দেশ দিতো সালাত কায়েম এবং যাকাত প্রদানের আর সে তার প্রভুর কাছে ছিলো সন্তোষভাজন।

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝

৫৬. এই কিতাবে আলোচনা করো ইদরিসের কথা। সে ছিলো সিদ্ধীক (সত্যনিষ্ঠ) নবী।

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝

৫৭. আমরা তাকে উঠিয়েছিলাম উচ্চ মর্যাদায়।

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

রকু
০৩

৫৮. এরা হলো সেইসব লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ দান করেছেন আদমের বংশধর নবীদের থেকে এবং তাদের থেকে যাদেরকে আমরা আরোহন করিয়েছিলাম নূহের সাথে। এছাড়া ইবরাহিম ও ইসরাঈলের বংশধরদের থেকে এবং তাদের থেকে যাদেরকে আমরা হিদায়াত করেছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম। তাদের প্রতি যখন রহমানের আয়াত তিলাওয়াত করা হতো তারা কাঁদতে কাঁদতে সাজদায় লুটিয়ে পড়তো। (সাজাদা)

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾ السجدة

৫৯. তাদের পরে আসলো এমন একটি উত্তর প্রজন্ম যারা বিনষ্ট করে দেয় সালাত এবং অনুগামী হয় কামনা-লালসার। তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি ভোগ করবে।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾

৬০. তবে যারা তওবা করেছে এবং আমলে সালেহ্ করেছে, তাদেরকে দাখিল করা হবে জান্নাতে এবং তাদের প্রতি করা হবেনা কোনো যুলুম।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾

৬১. তাদের দেয়া হবে সেই স্থায়ী জান্নাত, যে অদৃশ্য (জান্নাতের) ওয়াদা দয়াময় রহমান তাঁর দাসদের দিয়েছেন। তাঁর ওয়াদা অবশ্যি বাস্তবায়িত হবে।

جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾

৬২. সেখানে ‘সালাম’ ছাড়া কোনো অর্থহীন কথাই তারা শুনবেনা। সেখানে সকাল সন্ধ্যাব্যাপী (অর্থাৎ সর্বক্ষণ) তারা পেতে থাকবে তাদের জীবিকা।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿٦٢﴾

৬৩. ওটা হলো সেই জান্নাত, আমরা যার ওয়ারিশ বানাবো আমাদের সেইসব দাসকে, যারা অবলম্বন করে তাকওয়া।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

৬৪. “আমরা আপনার প্রভুর নির্দেশ ছাড়া নাযিল হইনা। আমাদের সামনে ও পেছনে যা আছে এবং এ দুয়ের মাঝে যা আছে সবই তাঁর। আপনার প্রভু কখনো ভুলেন না।

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

৬৫. তিনি মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু রব (মালিক)। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করণ এবং তাঁর ইবাদতে জমে থাকুন। আপনি কি তাঁর সমান গুণাবলি সম্পন্ন কাউকে জানেন?”

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

৬৬. মানুষ বলে: ‘আমি যখন মরে যাবো, তখন কি আমি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবো?’

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْ لَسُوفَ أُخْرَجَ حَيًّا ﴿٦٦﴾

৬৭. মানুষ কি স্মরণ করেনা, আমরা তো ইতোপূর্বেও তাকে সৃষ্টি করেছি, যখন সে কিছুই ছিলনা।

أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا ۝

৬৮. তোমার প্রভুর শপথ! আমরা অবশ্যি তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে হাশর করবো, তারপর নতজানু করে জাহান্নামের চারদিকে হাজির করবোই।

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝

৬৯. তারপর প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে যে দয়াময়ের প্রতি সবচেয়ে বেশি অবাধ্য ছিলো, তাকে খুঁজে বের করবোই।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝

৭০. তারপর তাদের মধ্যে জাহান্নামে প্রবেশের কে বেশি উপযুক্ত, তাকে তো আমরা জানিই।

ثُمَّ لَنُخِّنْ أَغْلَمَ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝

৭১. তোমাদের প্রত্যেককেই তা (জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলসিরাত) অতিক্রম করতে হবে। এটা তোমার প্রভুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۝

৭২. পরে আমরা মুত্তাকিদের নাজাত দেবো এবং যালিমদের সেখানে (জাহান্নামে) নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেবো।

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝

৭৩. যখন তাদের প্রতি আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন কাফিররা ঈমানদারদের বলে: ‘উভয় দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ এবং মজলিসের দিক থেকে উত্তম?’

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۝

৭৪. তাদের আগে আমরা কতো মানব প্রজন্মকে হালাক করে দিয়েছি, অথচ তারা ছিলো সম্পদে এবং বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ।

وَكَمُ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاً وَرَعِيًّا ۝

৭৫. হে নবী! বলো: যারা গোমরাহিতে আছে, দয়াময় রহমান তাদের অনেক অনেক টিল দিয়ে রাখেন, এমনকি তাদের যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা আসা পর্যন্ত, চাই তা শান্তি হোক, কিংবা কিয়ামত। তখনই তারা জানতে পারবে কার মর্যাদা নিকৃষ্ট, আর কার দলবল অতিশয় দুর্বল?

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَبْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۝

৭৬. আর যারা হিদায়াতের পথে চলে, আল্লাহ তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দেন। আর স্থায়ী পুণ্যের কাজই তোমার প্রভুর সওয়াব (পুরস্কার) লাভের জন্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ۝

৭৭. তুমি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছো, যে আমাদের আয়াতের প্রতি কুফুরি করেছে এবং সে বলে: ‘অবশ্য অবশ্যি আমাকে অনেক অনেক মাল সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দেয়া হবে (যদি আমাকে পুনরুত্থিত করা হয়)।’

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأَوْتَيْنَ مَالًا وَلَئِنْ لَأُتَىٰ

৭৮. সে কি গায়েব অবগত হয়েছে, নাকি সে রহমানের নিকট থেকে অঙ্গীকার লাভ করেছে?

أَطَّلَعَ الْغَيْبِ أَمْ إِتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾

৭৯. কখনো নয়, সে যা বলে তা তো আমরা লিখেই রাখছি এবং আমরা তার আযাব দীর্ঘ করতেই থাকবো।

كَلَّا سَنَكُنُّبُ مَا يَقُولُ وَنُؤَدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾

৮০. সে যে বিষয়ের কথা বলে তার মালিক তো আমরা। সে আমাদের কাছে আসবে সম্পূর্ণ একাকী।

وَنَرُّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾

৮১. সে আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে, যাতে করে তারা তাদের জন্যে মর্যাদার কারণ হয়।

وَإِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾

৮২. কখনো নয়, বরং তারা তাদের ইবাদত করেছে বলে অস্বীকার করবে, আর (সেদিন) তারা তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

৮৩. তুমি কি লক্ষ্য করছেন, আমরা কাফিরদের কাছে শয়তানদের পাঠিয়ে থাকি তাদেরকে মন্দ কাজে সুড়সুড়ি দেয়ার জন্যে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾

৮৪. সুতরাং তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করোনা। আমরা তো তাদের জন্যে নির্ধারিত সময়কাল (বা সংখ্যা) গুণে রাখছি।

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾

৮৫. যেদিন আমরা দয়াময় রহমানের কাছে মুত্তাকিদের হাশর করবো মেহমান হিসেবে,

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾

৮৬. আর অপরাধীদের পিপাসার্ত অবস্থায় তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে।

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا ﴿٨٦﴾

৮৭. সেদিন সুপারিশে কোনো কাজ হবেনা, তবে যে রহমানের নিকট অঙ্গীকার লাভ করেছে, তার কথা আলাদা।

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

৮৮. তারা বলে: 'রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন।'

وَقَالُوا إِنَّا اتَّخَذَ الرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿٨٨﴾

৮৯. তোমরা এক জঘন্য বিষয় (রচনা করে) নিয়ে এসেছো।

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾

৯০. এর ফলে মহাকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়বে এবং পাহাড় পর্বত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পতিত হবে,

تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرُونَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾

৯১. কারণ তারা রহমানের প্রতি সন্তান আরোপ করে।

أَن دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾

৯২. সন্তান গ্রহণ করা রহমানের জন্যে শোভনীয় নয়।

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾

৯৩. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যারাই আছে, তারা রহমানের কাছে দাস হিসেবেই উপস্থিত হবে।	إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾
৯৪. তিনি তাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং নিখুঁতভাবে গুণে রাখছেন।	لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾
৯৫. কিয়ামতের দিন তারা সবাই তাঁর কাছে উপস্থিত হবে একা একা।	وَكُلُّهُمْ أُمِّيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾
৯৬. যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে, দয়াময় রহমান অচিরেই জনগণের মনে তাদের জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾
৯৭. আমরা তোমার যবানে কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি এর মাধ্যমে সচেতন লোকদের সুসংবাদ দেবে এবং বিবাদপ্রিয় লোকদের সতর্ক করবে।	فَاتَّبَعْنَا بِسَرَئِرِهِ لِنُبَيِّنَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَّا ﴿٩٧﴾
৯৮. তাদের আগে আমরা বহু মানব প্রজন্মকে হালাক করে দিয়েছি। তুমি কি তাদের কাউকেও দেখতে পাচ্ছে, কিংবা তাদের কোনো ক্ষীণতম আওয়াযও শুনতে পাচ্ছে?	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا ﴿٩٨﴾

রুকু
০৬

সূরা ২০ তোয়াহা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১৩৫, রুকু সংখ্যা: ০৮

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০৮: কুরআন দুর্ভাগ্যের কারণ নয়। এটি মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর কিতাব।
- ০৯-৪০: মূসা আ. এর নবুয়্যত লাভ। তাঁকে মুজিযা প্রদান ও ফিরাউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ। মূসা আ. এর জন্ম ও প্রতিপালনে আল্লাহর অনুগ্রহ।
- ৪১-৭৬: মূসা আ. এর প্রতি ফিরাউনকে দাওয়াত দানের নির্দেশ ও দাওয়াতের পন্থা। ফিরাউনকে দাওয়াত দান। মূসার সাথে ফিরাউনের বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব। ফিরাউনের জাদুকররা ঈমান আনেন।
- ৭৭-১০৪: ফিরাউনের কবল থেকে বনি ইসরাঈলের মুক্তি। বনি ইসরাঈল কর্তৃক আল্লাহর নবী মূসা আ. কে কষ্টদান, তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাদের হঠকারিতার ইতিহাস।
- ১০৫-১১৪: কিয়ামত, হাশর ও বিচার। কুরআন আল্লাহর সতর্কবাণী।
- ১১৫-১২৩: আদম আ. থেকেই মানুষের সাথে ইবলিসের দ্বন্দ্ব শুরু। শয়তান আদমকে কিভাবে প্রতারিত করেছিল? কারা দুর্ভাগা হবে?
- ১২৪-১২৯: যারা কুরআনকে উপেক্ষা করবে, তাদের হাশর।
- ১৩০-১৩৫: রসূল সা. এর প্রতি আল্লাহর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ।

সূরা তোয়াহা পরম করুণাময় পরম দয়ালবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ طه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. তোয়াহা!	طه ١
০২. তুমি দুর্দশাগ্রস্ত হবে এ জন্যে আমরা তোমার প্রতি এই কুরআন নাযিল করিনি।	مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ٢
০৩. বরং এটি একটি উপদেশবার্তা তার জন্যে, যে ভয় করে।	إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى ٣
০৪. এটি নাযিল হয়েছে তাঁর পক্ষ থেকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবী এবং সুউচ্চ মহাকাশ।	تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ٤
০৫. তিনি দয়াময়-রহমান, আরশে সমাসীন।	الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ٥
০৬. সবকিছুর মালিকই তিনি, যা কিছু আছে মহাকাশে, পৃথিবীতে এবং এ দুটির মধ্যবর্তী স্থানে, আর যা কিছু আছে মাটির নিচে।	لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ٦
০৭. তুমি যদি উঁচু স্বরে কথা বলো, তবে (জেনে রাখো) তিনি যা গোপন এবং যা অব্যক্ত সবই জানেন।	وَإِنْ تَجَهَّزْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ٧
০৮. তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই।	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ٨
০৯. তোমার কাছে মূসার সংবাদ এসেছে কি?	وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ٩
১০. সে যখন আগুন দেখেছিল, তখন তার পরিবারবর্গকে বলেছিল: ‘তোমরা এখানে থাকো, আমি আগুন দেখছি, হয়তো সেখান থেকে আমি তোমাদের জন্যে কিছু জ্বলন্ত অংগার আনতে পারবো, অথবা আগুনের কাছে গেলে পথের দিশা পাবো।’	إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى النَّارِ هُدًى ١٠
১১. তারপর সে যখন আগুনের কাছে এলো, তখন তাকে ডাক দিয়ে বলা হলো: “হে মূসা!	فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمُوسَى ١١
১২. আমি তোমার রব। তোমার জুতা খুলে ফেলো। তুমি পবিত্র তুয়া উপত্যকায় রয়েছো।	إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ١٢
১৩. আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, সুতরাং যা অহি করা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনো।	وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ١٣
১৪. নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। অতএব কেবল আমারই ইবাদত করো এবং আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে কায়াম করো সালাত।	إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ١٤
১৫. কিয়ামত অবশি আসবে, তার সময়কাল আমি গোপন রাখবো। (কিয়ামত এ জন্যে হবে)	إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُنْجِزَى

যাতে করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী দেয়া যায় প্রতিদান।	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ۝
১৬. সুতরাং যারা কিয়ামতে ঈমান রাখেনা আর নিজ কামনা বাসনার অনুসরণ করে, তারা যেনো তোমাকে কিয়ামতের প্রতি ঈমান থেকে ফেরাতে না পারে। তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।	فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَذُرُ ۝
১৭. তোমার ডান হাতে ওটা কী হে মূসা?”	وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسَى ۝
১৮. সে বললো: ‘এটি আমার লাঠি। এতে আমি ভর দেই। এটি দিয়ে আঘাত করে আমি আমার মেসপালের জন্যে গাছের পাতা ফেলি এবং এটি দিয়ে আমি অন্যান্য কাজও করে থাকি।’	قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْتَشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنِيِّيَ وَيَفِيهَا مَارِبٌ أُخْرَىٰ ۝
১৯. (আল্লাহ) বললেন: ‘ হে মূসা, লাঠিটি নিক্ষেপ করো।’	قَالَ أَلْقِهَا يُمُوسَىٰ ۝
২০. সে সেটি নিক্ষেপ করলো। সাথে সাথে তা সাপ হয়ে দৌড়াতে থাকলো।	فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۝
২১. আল্লাহ বললেন: ‘তুমি এটিকে ধরো, ভয় পেয়োনা। আমরা এটিকে এটির পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেবো।’	قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ۝
২২. আর তোমার হাত তোমার বগলে রাখো। এটি বের হয়ে আসবে অনাবিল উজ্জ্বল হয়ে কোনো ক্ষতি ছাড়াই। এটি আরেকটি নিদর্শন।	وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ ۝
২৩. এর কারণ, আমরা তোমাকে দেখাবো আমাদের মহা নিদর্শনগুলোর কয়েকটি।	لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ۝
২৪. তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, সে তাগুত হয়েছে (সীমালঙ্ঘন ও বিদ্রোহ করেছে)।	إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝
২৫. সে বললো: “আমার প্রভু! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও।	قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝
২৬. আমার কাজ (দায়িত্ব পালন) আমার জন্যে সহজ করে দাও।	وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝
২৭. আমার যবানের বন্ধন (জড়তা) দূর করে দাও,	وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۝
২৮. যাতে করে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।	يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝
২৯. আমার পরিবারের একজনকে আমার উযির বানিয়ে দাও,	وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝
৩০. আমার ভাই হারুণকে দাও,	هُرُونَ أَخِي ۝
৩১. তাকে দিয়ে আমার শক্তিকে মজবুত করে দাও	اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۝
৩২. এবং তাকে আমার দায়িত্বের অংশীদার বানিয়ে দাও,	وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۝
৩৩. যাতে করে আমরা তোমার বেশি বেশি তসবিহ করতে পারি,	كَئِنْ نُسِّحَكَ كَثِيرًا ۝

৩৪. এবং বেশি বেশি তোমাকে যিকির করতে পারি।	وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾
৩৫. নিশ্চয়ই তুমি আমাদের প্রতি দৃষ্টি দাতা।”	إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾
৩৬. আল্লাহ বললেন: “মূসা! যা চেয়েছো সবই তোমাকে দেয়া হলো।	قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يُمُوسَى ﴿٣٦﴾
৩৭. এর আগেও একবার আমরা তোমার প্রতি ইহসান করেছি।	وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿٣٧﴾
৩৮. যখন আমরা তোমার মাকে অহি (ইশারা) করেছিলাম যা অহি করার:	إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾
৩৯. (তাকে ইশারায় বলেছিলাম:) তুমি তাকে (মূসাকে) সিন্ধুকের মধ্যে রাখো, তারপর তাকে দরিয়ায় (নীলনদে) ভাসিয়ে দাও, যাতে করে দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেয়। তখন তাকে আমার দূশমন এবং তার দূশমন ঘরে তুলে নেবে। আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি মহব্বত ঢেলে দিয়েছিলাম, আর (এমন ব্যবস্থা করেছিলাম) যেনো তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।’	أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ ۚ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۖ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّمَّنِي ۖ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾
৪০. যখন তোমার বোন এসে তাদের বললো: আমি কি আপনাদের বলবো, কে ওকে সঠিকভাবে লালন পালন করতে পারবে? তখন আমরা তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে করে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুশ্চিন্তায় না থাকে। তারপর তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে, তখনো আমরা তোমাকে দুশ্চিন্তা থেকে নাজাত দিয়েছি এবং আমরা তোমার থেকে আরো অনেকগুলো পরীক্ষা নিয়েছি। এরপর কয়েক বছর তুমি মাদায়েনবাসীদের মধ্যে ছিলে। তারপর নির্ধারিত সময়ই তুমি (এখানে) উপস্থিত হয়েছো হে মূসা!	إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ ۚ وَ قَتَلْتَ نَفْسًا ۖ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾
৪১. আর আমি তোমাকে আমার নিজের (রিসালাত প্রদানের) জন্যে তৈরি করে নিয়েছি।	وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾
৪২. তুমি এবং তোমার ভাই আমার দেয়া নিদর্শনগুলো নিয়ে (ফেরাউনের কাছে) যাও, আর তোমরা আমার যিকির-এ (আমার কথা উচ্চারণে) গাফলতি করোনা।	إِذْ هَبَّ أَنتَ وَ أَخُوكَ بِأَيَّتِي وَ لَا تَنبِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤٢﴾
৪৩. তোমরা দুজনেই যাও ফেরাউনের কাছে, সে সীমালঙ্ঘন ও বিদ্রোহ করেছে।	إِذْ هَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾
৪৪. তোমরা তার সাথে কোমল ভাষায় কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, নয়তো ভয় পাবে।”	فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾
৪৫. তারা বললো: ‘আমাদের প্রভু! আমরা আশংকা করছি, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে, কিংবা বিরুদ্ধাচরণে সীমালঙ্ঘন করবে।’	قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾

৪৬. তিনি বললেন: ‘তোমরা ভয় পেয়োনা। আমি তো তোমাদের সাথেই আছি, শুনছি এবং দেখছি।’	قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَىٰ ۝
৪৭. তোমরা তার কাছে যাও এবং বলো: “আমরা দুজন তোমার প্রভুর রসূল। সুতরাং বনি ইসরাঈলকে আমাদের সাথে পাঠাও। তাদের আর শাস্তি দিওনা। আমরা তোমার প্রভুর নিকট থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। যারা সঠিক পথের অনুসরণ করে তাদের প্রতি সালাম-শাস্তি।	فَأْتِيهِ فَكُتِلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۚ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ ۚ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ۝
৪৮. আমাদেরকে অহি করে জানানো হয়েছে, আযাব তাদের জন্যে, যারা মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।”	إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝
৪৯. সে (ফেরাউন) বললো: ‘তোমাদের দুজনের রব কে, হে মুসা?’	قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَىٰ ۝
৫০. মুসা বললো: ‘আমাদের রব তিনি, যিনি প্রতিটি বস্তুকে তার সৃষ্টিগত আকৃতি দান করেছেন এবং চলার পথ নির্দেশ করেছেন।’	قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝
৫১. সে বললো: ‘তাহলে অতীত হয়ে যাওয়া লোকদের অবস্থা কী?’	قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝
৫২. মুসা বললো: ‘এ বিষয়ের জ্ঞান আমার প্রভুর কাছে কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি ভুলও করেন না, ভুলেও যাননা।’	قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَىٰ ۝
৫৩. তিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বিছানার মতো সমতল করে দিয়েছেন, তাতে তোমাদের চলাচলের জন্যে পথ করে দিয়েছেন এবং সেখানে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, আর তা থেকে আমরা উৎপন্ন করি বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ।	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا ۚ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ ثَبَاتٍ شَتَّىٰ ۝
৫৪. তোমরা তা থেকে খাও এবং তাতে তোমাদের গবাদি পশু চরাও। বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন লোকদের জন্যে এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন।	كُلُوا وَارْزُقُوا أَنْعَمْنَاكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ۝
৫৫. আমরা তা (মাটি) থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদের ফেরত দেবো এবং তা থেকেই তোমাদের পুনরায় খারিজ (বের) করে আনবো।	مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۝
৫৬. আমরা তাকে (ফেরাউনকে) আমাদের সব নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। কিন্তু সে (সেগুলোকে) মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে এবং (ঈমান আনতে) অস্বীকার করে।	وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۝
৫৭. সে বলেছিল: “হে মুসা! তুমি কি তোমার ম্যাজিকের সাহায্যে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্যে এসেছো?”	قَالَ أَجِئْتُنَا لِتُخْرِجَنَا مِّنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يُمُوسَىٰ ۝

<p>৫৮. আমরাও অনুরূপ ম্যাজিক উপস্থিত করবো। সুতরাং আমাদের এবং তোমার মাঝে একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্ধারণ করো, যেটি আমরাও লঙ্ঘন করবোনা, তুমিও লঙ্ঘন করবেনা। সেটি হতে হবে মধ্যবর্তী স্থান।”</p>	<p>فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوِيًّا ۝</p>
<p>৫৯. মূসা বললো: ‘সেই প্রতিশ্রুত সময়টি হলো উৎসবের দিন এবং সেদিন পূর্বাহ্ন থেকেই জনগণকে সমবেত করা হবে।’</p>	<p>قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الرِّيَّةِ وَ أَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُجًى ۝</p>
<p>৬০. ফেরাউন (একথার উপর) উঠে গেলো, তার সমস্ত কৌশল (ম্যাজিক ও ম্যাজেসিয়ানকে) জমা করলো। তারপর (নির্ধারিত দিনে) হাজির হলো।</p>	<p>فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ۝</p>
<p>৬১. মূসা তাদের বললো: ‘ধ্বংস হও তোমরা, তোমরা মিথ্যা রচনা করে আল্লাহর উপর আরোপ করোনা, তা করলে তিনি তোমাদের আযাব দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দেবেন। (এ যাবত) যারাই মিথ্যা রচনা করেছে, তারাই ব্যর্থকাম হয়েছে।’</p>	<p>قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيَاكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ۝</p>
<p>৬২. (একথা শুনে) তারা তাদের সিদ্ধান্তের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং গোপনে পরামর্শ করে।</p>	<p>فَتَنَزَّلَعُوا آمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ ۝</p>
<p>৬৩. তারা (ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ জনগণের উদ্দেশ্যে) বললো: “এরা দুই ভাই দুই পাক্ষা ম্যাজেসিয়ান। তারা তাদের ম্যাজিকের সাহায্যে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায় এবং তোমাদের অনুকরণীয় জীবন পদ্ধতি ধ্বংস করে দিতে চায়।</p>	<p>قَالُوا إِنَّ هَٰذِهِ لَسُجْرَانِ يَريْدُنَ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَ يَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ۝</p>
<p>৬৪. অতএব (হে ম্যাজেসিয়ানরা!) তোমরা তোমাদের সমস্ত কৌশল জমা করো, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও। আজ যে জয়ী হবে, সে-ই হবে সফল।”</p>	<p>فَاجْبِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّخُوا صَفًّا ۚ وَ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ۝</p>
<p>৬৫. তারা (ম্যাজেসিয়ানরা) বললো: ‘হে মূসা! হয় আপনি নিষ্কেপ করুন, নয়তো পয়লা আমরাই নিষ্কেপ করি।’</p>	<p>قَالُوا يُمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۝</p>
<p>৬৬. মূসা বললো: ‘বরং তোমরাই নিষ্কেপ করো।’ তাদের ম্যাজিকের প্রভাবে মূসার খেয়াল (মনে) হলো, তাদের সব দড়ি এবং লাঠি ছুটাছুটি করছে।</p>	<p>قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِבَالُهُمْ وَ عَصِيَّهُمْ يُخْتَلِلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ۝</p>
<p>৬৭. ফলে, মূসা তার মনে কিছুটা ভয় অনুভব করলো।</p>	<p>فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۝</p>
<p>৬৮. আমরা বললাম: “ভয় পেয়োনা, তুমিই থাকবে উপরে।</p>	<p>قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۝</p>

<p>৬৯. তোমার ডান হাতে যা আছে সেটি নিক্ষেপ করো, তারা যা করেছে সেটি সেগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে সেটা তো ম্যাজিসিয়ানদের কৌশলমাত্র। ম্যাজিসিয়ানরা যা-ই উপস্থাপন করুক, সফল হয়না।”</p>	<p>وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ۝</p>
<p>৭০. (তাদের সমস্ত জাদুক্রিয়া নিক্ষেপ হয়ে যেতে দেখে) ম্যাজিসিয়ানরা সবাই সাজদায় লুটিয়ে পড়লো। তারা বললো: ‘আমরা ঈমান আনলাম হারুণ এবং মূসার প্রভুর প্রতি।’</p>	<p>فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَجْدًا ۖ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هُرُونَ وَمُوسَى ۝</p>
<p>৭১. (ফেরাউন) বললো: ‘আমার অনুমতি ছাড়াই তোরা মূসার প্রতি ঈমান এনেছিস? বুঝতে পেরেছি, সে তোদের গুরু, সে-ই তোদের ম্যাজিক শিখিয়েছে। আমি তোদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেবো এবং খেজুর গাছের কাণ্ডে তোদের শূলবদ্ধ করবো, তখন তোরা জানতে পারবি, আমাদের দুইজনের (আমার আর মূসার) মধ্যে কে কঠোর এবং স্থায়ী শাস্তিদাতা?’</p>	<p>قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ۖ وَلَا صَلَيبَتَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ۖ وَ لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۝</p>
<p>৭২. তারা বললো: “আমাদের কাছে যেসব স্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশ হয়েছে এবং যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তার উপর আমরা তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারিনা। তুমি যে ফায়সালা করতে চাও করো। তুমি তো কেবল এই দুনিয়ার জীবনের উপরই ফায়সালা করতে পারবে।</p>	<p>قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ۖ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝</p>
<p>৭৩. আমরা আমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে করে তিনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন আর তুমি আমাদেরকে যে ম্যাজিক দেখাতে বাধ্য করেছে সে-ই অপরাধও। আল্লাহ্‌ই সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী।”</p>	<p>إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَ مَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۖ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَ أَبْقَى ۝</p>
<p>৭৪. যে কেউ তার প্রভুর কাছে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত হবে, তার জন্যে নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবেও না, আর (বাঁচার মতো) বাঁচবেও না।</p>	<p>إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝</p>
<p>৭৫. আর যে কেউ তাঁর কাছে উপস্থিত হবে মুমিন হিসেবে আমলে সালেহ্ করে, তাদের জন্যে নির্ধারিত আছে উচ্চ মর্যাদাসমূহ,</p>	<p>وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ۝</p>
<p>৭৬. চিরস্থায়ী জান্নাতে, যার নীচে দিয়ে বহমান রয়েছে নদ-নদী-নহর। চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। যারা আত্মানুয়ন-আত্মশুদ্ধি করবে, এ পুরস্কার পাবে তাই।</p>	<p>جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَذَٰلِكَ جَزَاؤُا مَن تَزَكَّى ۝</p>

৭৭. আমরা মূসাকে অহি করে নির্দেশ দিয়েছিলাম, আমার দাসদের নিয়ে তুমি রাতের বেলায় বের হবে এবং তাদের জন্যে সমুদ্রে একটি শুকনো পথ তৈরি করে নেবে। পেছন থেকে এসে তোমাকে ধরে ফেলবে— এই আশংকা করোনা এবং (সাগর পার হতে গিয়ে) ভয়ও পেয়োনা।

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۝

৭৮. ফেরাউন তার বাহিনী নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করে, তারপর সমুদ্র তাদের ডুবিয়ে নেয় পুরোপুরি।

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝

৭৯. ফেরাউন তার কওমকে বিপথগামী করে দিয়েছিল এবং সঠিক পথ দেখায়নি।

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۝

৮০. হে বনি ইসরাঈল! তোমাদের দুশমনদের কবল থেকে আমরাই তোমাদের নাজাত দিয়েছি এবং আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তুর পাহাড়ের ডান পাশে আর তোমাদের প্রতি আমরা নাযিল করেছি মান্না এবং সালওয়া।

يَبْنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنَجَيْنَاكَ مِنَ كَبَلٍ عَدُوِّكَمُ وَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۝

৮১. (আমরা তোমাদের বলেছি:) আমাদের দেয়া উত্তম জীবিকা তোমরা খাও এবং এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করোনা, করলে তোমাদের প্রতি আমার গজব নিশ্চিত হয়ে যাবে। আর যার প্রতিই আমার গজব নিশ্চিত হয়ে পড়ে, সে তো হয়ে যায় ধ্বংস।

كُلُوا مِمَّنْ طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۝

৮২. যে তওবা করে, ঈমান আনে, আমলে সালেহ্ করে এবং হিদায়াতের পথে চলে অবশ্যি আমি তার জন্যে অনন্ত ক্ষমাশীল।

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ۝

৮৩. তোমার কওমকে সাথে আনার ক্ষেত্রে তোমাকে তাড়াহুড়ায় ফেললো কোন্ জিনিস হে মুসা?

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يُمُوسَىٰ ۝

৮৪. সে বললো: ‘তারা পেছনেই আছে আর আমি তাড়াহুড়া করে এসেছি তোমার সম্ভ্রুতি লাভের জন্যে হে প্রভু!’

قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۝

৮৫. তিনি বললেন: আমরা তো তোমার কওমকে পরীক্ষায় ফেলেছি তোমার চলে আসার পর। আর তাদের বিপথগামী করেছে সামেরি।

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۝

৮৬. তখন মুসা তার কওমের কাছে ফিরে এলো ক্ষুব্ধ ও মমাহিত হয়ে। এসে তাদের বললো: ‘হে আমার কওম! তোমাদের প্রভু কি তোমাদের একটি উত্তম ওয়াদা দেননি? ওয়াদার সময়কাল কি তোমাদের কাছে সুদীর্ঘ হয়েছে, নাকি তোমরা চাও তোমাদের প্রভুর গজব (ক্রোধ) তোমাদের উপর হালাল হয়ে যাক? আর সে কারণেই কি তোমরা আমার প্রতি দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করলে?’

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَبًا أَهَاطَالُ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوعِدِي ۝

৮৭. তারা বললো: “আমরা তোমার প্রতি দেয়া ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। বরং আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল কওমের অলংকারের বোঝা। তখন আমরা সেগুলো অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি। একইভাবে সামেরিও নিক্ষেপ করে।

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمِلْنَا آثَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝

৮৮. তখন সে (সামেরি) তাদের জন্যে গড়ে নিলো একটি গো-বাছুরের অবয়ব যা হাঙ্গা করছিল। তখন তারা বললো: “এটাই তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসারও ইলাহ্, কিন্তু সে (মূসা) ভুলে গেছে (তার এই ইলাহ্কে)।”

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ۝

৮৯. তবে কি তারা লক্ষ্য করেনি যে, সেটা তাদের কথায় সাড়া দেয়না এবং তাদের কোনো ক্ষতি কিংবা কল্যাণ করার ক্ষমতা রাখেনা।

أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝

রকু
০৪

৯০. ইতোপূর্বে হারুণও তাদের বলেছিল: ‘হে আমার কওম! এই গো-বাছুরের মাধ্যমে তো তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু পরম দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ পালন করো।’

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يُقُومُوا إِلَهُكُمْ فَتَنَّتُمْ بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝

৯১. জবাবে তারা বলেছিল: ‘মূসা আমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এটিকে পূজা করা থেকে কিছুতেই বিরত হবোনা।’

قَالُوا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۝

৯২. মূসা বললো: “হে হারুণ! তাদেরকে বিপথগামী হতে দেখা সত্ত্বেও কিসে আপনাকে বিরত রাখলো

قَالَ لَهُرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۝

৯৩. আমার অনুসরণ করা থেকে? তবে কি আপনি আমার আদেশ অমান্য করলেন?”

أَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۝

৯৪. হারুণ বললো: ‘হে আমার মায়ের পেটের ভাই! তুমি আমার দাড়ি এবং চুল ধরোনা। আমি আশংকা করেছিলাম, তুমি বলবে: তুমি বনি ইসরাঈলিদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছো এবং আমার কথা রক্ষা করোনি।’

قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۝

৯৫. মূসা বললো: ‘সামেরি! তোমার ব্যাপারটা কী?’

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَامِرِيُّ ۝

৯৬. সে বললো: ‘আমি এমন কিছু দেখেছি যা তারা দেখেনি। তখন আমি সেই রসুলের (জিবরিলের) পদচিহ্ন থেকে এক মুষ্টি (ধূলো) নিয়েছিলাম এবং তা নিক্ষেপ করেছিলাম, এ কাজটির জন্যে আমার নফস আমাকে উদ্ভুদ্ধ করেছিল।’

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۝

৯৭. মূসা বললো: “যাও, তোমার জন্যে জীবদ্দশায় এই শাস্তি নির্ধারিত হলো যে, তুমি সব সময় বলতে থাকবে: ‘আমাকে স্পর্শ করোনা,’ তোমার জন্যে নির্ধারিত হলো একটি

قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۚ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ يُخْلَفَهُ ۝

নির্দিষ্টকাল, তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবেনা। তোমার ইলাহ্‌টির (দেবতাটির) প্রতি তাকাও, তুমি যার পূজা করতে, আমরা অবশ্যি সেটিকে পুড়ে ফেলবো এবং বিক্ষিপ্ত করে সেটিকে নিক্ষেপ করবো সাগরে।

وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝

৯৮. নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র আল্লাহ্ যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। সব বিষয়ে তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত।”

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

৯৯. এভাবেই আমরা তোমাকে অতীত সংবাদে বিবরণ দিচ্ছি, আর এ উদ্দেশ্যে আমরা তোমাকে দিয়েছি একটি যিকির (কুরআন)।

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝

১০০. যে এ গ্রন্থ থেকে মুখ ফেরাবে, সে কিয়ামতের দিন বহন করবে এক বিশাল বোঝা।

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۝

১০১. চিরদিন তারা তাতেই থাকবে, কিয়ামতকালের এই বোঝা তাদের জন্যে হবে কতো যে নিকৃষ্ট বোঝা!

خَالِدِينَ فِيهِ ۚ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝

১০২. যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং যেদিন আমরা অপরাধীদের দৃষ্টিহীন করে হাশর করবো,

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝

১০৩. সেদিন তারা নিজেরা নিজেরা চুপিসারে বলাবলি করবে: ‘তোমরা তো (পৃথিবীতে) মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে।’

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝

১০৪. সেদিন তারা কী বলবে সেটা আমরা অধিক জানি, সেদিন তাদের সর্বাধিক উন্নত বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি বলবে: ‘তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।’

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝

১০৫. তারা তোমার কাছে পর্বতমালা সম্পর্কে জানতে চাইছে। তুমি বলো: ‘আমার প্রভু সেগুলোকে সমূলে উঠিয়ে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন।’

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝

১০৬. তারপর তিনি সেগুলোকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাঠে।

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝

১০৭. তাতে তুমি কোনো প্রকার বক্রতা কিংবা উঁচু (নিচু) দেখবেনা।

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝

১০৮. সেদিন তারা ঘোষণাকারীকে অনুসরণ করবে (ঘোষণাকারীর দিকে দৌড়াবে), কোনো প্রকার এদিক সেদিক করতে পারবেনা। রহমানের সামনে সমস্ত আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে। ফলে মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি আর কিছুই শুনতে পাবেনা।

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝

১০৯. সেদিন শাফায়াতে কোনো কাজ হবেনা, তবে রহমান যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথা শুনতে রাজি হবেন তার বিষয়টি আলাদা।	يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرِضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝
১১০. তাদের সামনে পিছে যা কিছু আছে সবই তাঁর এলেমে আছে, কিন্তু তাদের এলেম তাঁকে আয়ত্ত করতে পারেনা।	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝
১১১. সেদিন চিরঞ্জীব, সর্ববস্তুর ধারকের উদ্দেশ্যে সবাই হবে নতশির। সেদিন ব্যর্থ হবে সে, যে বইয়ে আনবে যুলুম।	وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝
১১২. মুমিন অবস্থায় যে কেউ আমলে সালেহ করবে, তার কোনোই আশংকা থাকবেনা অন্যায় বিচার কিংবা কোনো প্রকার ক্ষতির।	وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝
১১৩. এভাবেই, আমরা এটিকে নাযিল করেছি একটি আরবি কুরআন হিসেবে এবং বিভিন্নভাবে তাতে বর্ণনা করেছি সতর্ক বার্তা, যাতে করে তারা নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করে অথবা এটি যেনো হয় তাদের জন্যে একটি উপদেশ।	وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝
১১৪. আল্লাহ্ অতীব মহান, প্রকৃত সম্রাট তিনিই। তোমার প্রতি অহি সম্পূর্ণ হবার আগেই তুমি তাড়াহুড়া করে কুরআন পাঠ করেনা। তুমি বলো: ‘আমার প্রভু! আমাকে সমৃদ্ধ করো জ্ঞানে।’	فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالنُّزُودِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝
১১৫. ইতোপূর্বে আমরা আদমকে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল। আমরা তাকে পাইনি মজবুত সংকল্পের অধিকারী।	وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَسِيَ ۖ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝
১১৬. আমরা যখন ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা সাজদা করো আদমকে, তখন তারা সাজদা করলো, কিন্তু করেনি শুধু ইবলিস। সে অস্বীকার করলো (সাজদা করতে)।	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۝
১১৭. তখন আমরা বলেছিলাম, হে আদম! নিশ্চয়ই এ (ইবলিস) তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু। সে যেনো তোমাদের জ্ঞানাত থেকে বের করে না দেয়। দিলে তোমরা পড়বে দুর্ভোগে।	فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَزَوْجُكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۝
১১৮. তোমার জন্যে নিয়ম করে দেয়া হলো, তুমি জ্ঞানাত স্ফুর্ধাতও হবেনা বিবস্ত্রও হবেনা।	إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝
১১৯. তুমি সেখানে পিপাসার্তও হবেনা, রোদেও পুড়বেনা।	وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۝
১২০. তখন শয়তান তাকে অস্বাসা দিলো। সে বললো: ‘হে আদম! আমি কি আপনাকে সংবাদ দেবো এক অমর গাছের এবং এক অক্ষয় সাম্রাজ্যের?’	فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُولَىٰ ۝

১২১. ফলে তারা দুজনে সেই গাছের ফল খেলো। তখন তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের পত্রপল্লব দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে থাকলো। এভাবে আদম তার প্রভুর আদেশ অমান্য করলো এবং বিপথগামী হলো।	فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَرْقِ الْجَنَّةِ ۖ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۝
১২২. তারপর তার প্রভু তাকে মনোনীত করেন, তার তাওবা কবুল করেন এবং তাকে প্রদান করেন সঠিক জীবন পদ্ধতি।	ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۝
১২৩. তিনি তাদের বললেন: “তোমরা উভয়ে (আদম ও শয়তান) এক সাথে এখান থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। আমার পক্ষ থেকে যখন তোমাদের কাছে হুদা (জীবন পদ্ধতি এবং নবী ও কিতাব) আসবে, তখন যে আমার হুদার অনুসরণ করবে, সে বিপথগামীও হবেনা, দুর্ভাগাও হবেনা।	قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَبِينًا لِّبَعْضِكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى ۖ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْغَىٰ ۝
১২৪. কিন্তু যে আমার যিকির (কিতাব) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবন যাপন পদ্ধতি হয়ে পড়বে সংকুচিত আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে হাশর করবো অন্ধ করে।”	وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ۝
১২৫. তখন সে বলবে: ‘প্রভু! আমাকে অন্ধ করে কেন হাশর করেছো, আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তির অধিকারী?’	قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝
১২৬. তিনি বলবেন: ‘এভাবেই, তোমার কাছে এসেছিল আমাদের আয়াত, কিন্তু তুমি তা ভুলে থেকেছিলে, একইভাবে তুমিও বিস্মৃত হলে।’	قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ۝
১২৭. আমরা তাদেরকে এরকমই প্রতিফল দিয়ে থাকি যারা সীমালঙ্ঘন করে এবং তাদের প্রভুর আয়াতের প্রতি ঈমান আনেনা। আর আখিরাতের আযাব তো অবশ্যি আরো অধিক কঠোর এবং স্থায়ী।	وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۝
১২৮. এ বিষয়টিও কি তাদেরকে হিদায়াতের পথে আনতে পারলোনা যে, তাদের আগে আমরা কতো মানব প্রজন্মকে হালাক করে দিয়েছি, তারাও তাদের বাসস্থানে চলাফেরা করতো। নিশ্চয়ই এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা বুদ্ধি বিবেকওয়ালা লোক।	أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِينَهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ۝
১২৯. তোমার প্রভুর পূর্ব বাণী এবং সময় নির্দিষ্ট করা না থাকলে তাদেরকে দ্রুত শাস্তি দেয়া আবশ্যক হয়ে যেতো।	وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۝

১৩০. সুতরাং তারা যা বলে, সে সম্পর্কে তুমি সবর অবলম্বন করো এবং তোমার প্রভুর হামদসহ তসবিহ করো সূর্যোদয়ের আগে আর সূর্যাস্তের আগে। এছাড়া রাত্রিকালে তাঁর তসবিহ করো আর দিনের দুইপ্রান্তে। আশা করা যায় এর ফলে (তুমি তোমার প্রভুর অনুগ্রহ লাভ করবে) এবং হয়ে যাবে সন্তুষ্ট।

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ أَنَايِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

১৩১. আমরা তাদের বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও ভোগবিলাসের জন্যে যেসব সামগ্রী দিয়েছি তাদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে, তুমি সেদিকে চোখ তুলেও তাকিয়োনা। তোমার প্রভুর দেয়া রিযিকই উত্তম এবং স্থায়ী।

وَلَا تُدْنِنَ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زُحْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَتَفْتَتنَّهُمْ فِيهِ ۖ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝

১৩২. তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের নির্দেশ দাও এবং তার উপর অবিচল থাকো, আমরা তোমার কাছে রিযিক চাইনা। আমরাই তোমাকে রিযিক দেই। পরিণামের শুভ ফল তো তাকওয়াবানদের জন্যেই।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝

১৩৩. তারা বলে: ‘সে তার প্রভুর কাছ থেকে আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসেনা কেন?’ তাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণ আসেনি, যা রয়েছে আগেকার কিতাবসমূহে?

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِيَانَا بَايَةً مِنْ رَبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝

১৩৪. আমরা যদি (তাকে পাঠাবার) পূর্বেই তাদেরকে আযাব দিয়ে হলাক করে দিতাম, তবে অবশ্যি তারা বলতো: ‘আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের কাছে একজন রসূল পাঠালে না কেন? পাঠালে তো আমরা লাঞ্চিত ও অপমানিত হবার আগেই তোমার আযাতের অনুসরণ করতাম।’

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ۖ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ ۖ وَنَخْزَىٰ ۝

১৩৫. হে নবী! বলো: প্রত্যেকেই প্রতীক্ষায় আছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা করো। তারপরই তোমরা জানতে পারবে কারা সরল সঠিক পথে আছে আর কারা প্রতিষ্ঠিত হিদায়াতের উপর?

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنِ الصِّرَاطُ الصَّوِّبُ ۖ وَ مَنِ اهْتَدَىٰ ۝

সূরা ২১ আল আশিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১১২, রুকু সংখ্যা: ০৭

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১: বিচারের দিন নিকটবর্তী।
- ০২-১০: রসূল ও কিতাবের ব্যাপারে লোকদের আপত্তি। অথচ আল্লাহর কিতাবই তাদের মুক্তির পথ।
- ১১-২৯: প্রত্যাখ্যানকারীরা ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ হক দিয়ে বাতিলকে আঘাত করেন, তার পরিণতিতে বাতিল বিদূরিত হয়ে যায়। একাধিক ইলাহ থাকলে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেতো। আল্লাহর এককত্ব এবং শিরকের বাতুলতা।
- ৩০-৩৩: জীবন সৃষ্টির তত্ত্ব।
- ৩৪-৩৫: নবী এবং সব মানুষ মরণশীল।
- ৩৬-৫০: নবীদের প্রতি সমাজের বিরূপ আচরণ। কাফিররা যালিম। কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবিচার করবেন।
- ৫১-৭৫: নিজ পিতা ও জাতির কাছে ইবরাহিম আ. কর্তৃক তাওহীদের দাওয়াত। ইবরাহিম কর্তৃক তাওহীদের যুক্তি। ইবরাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ। আল্লাহ আগুনকে সুশীতল করে দেন। ইবরাহিমের বংশধরদের নেতৃত্ব প্রদান এবং তাদের জন্য কল্যাণের নির্দেশ। লুত জাতির অপকর্ম।
- ৭৬-৭৭: নূহ আ.-কে তাঁর জাতির চক্রান্ত থেকে উদ্ধার।
- ৭৮-৮২: দাউদ ও সুলাইমানের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ।
- ৮৩-৯৪: আইউব, ইসমাঈল, ইদরিস, যুলকিফল, ইউনুস, যাকারিয়া এবং মরিয়মের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। এরা সবাই ছিলেন একই আদর্শের অনুসারী।
- ৯৫-১১২: ইয়াজুজ মাজুয়ের প্রকাশ। কিয়ামত নিকটবর্তী। আল্লাহ ছাড়া সব উপাস্য ও তাদের উপাসকরা জাহান্নামি। যারা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করে তারা থাকবে জান্নাতে। পৃথিবীর ওয়ারিশ হবে সালেহ লোকেরা। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ রহমতুল্লিল আলামিন।

পারা
১৭

সূরা আল আশিয়া (নবীগণ)	سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ
পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. মানুষের হিসাব দেয়ার সময় তাদের নিকটেই চলে এসেছে, অথচ তারা গাফলতিতে তা উপেক্ষা করে চলেছে।	اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ①
০২. তাদের কাছে যখনই তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে কোনো নতুন যিকির (কিতাব) আসে, তারা তা শুনে খেলাচ্ছলে।	مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ②
০৩. তাদের কলব থাকে অমনোযোগী। যালিমরা গোপন শলাপরামর্শ করে বলে: 'এতো তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা কি দেখে শুনে ম্যাজিকের পিছে ছুটবে।'	لَا هِيبَةَ قُلُوبُهُمْ ۖ وَآسَرُوا النَّجْوَى ۚ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ③

০৪. সে বললো: আমার প্রভু আসমান ও জমিনের সব কথাই জানেন। তিনি সব শুনেন, সব জানেন।

قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ④

০৫. বরং তারা বলে: এগুলো হলো অলীক কল্পনা। হয় সে এগুলো উদ্ভাবন করে নিয়েছে, নয়তো সে একজন কবি। সুতরাং সে আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসুক, যেভাবে নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিল পূর্বের রসুলরা।

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ⑤

০৬. এদের আগেকার যেসব জনপদ আমরা হালাক করে দিয়েছিলাম তারা তো ঈমান আনেনি। তবে কি এরাও ঈমান আনবেনা?

مَا أَمَنَّا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ⑥

০৭. তোমার আগে আমরা যতো রসুলই পাঠিয়েছিলাম, তারা সবাই ছিলো মানুষ। তাদের কাছেই আমরা অহি পাঠাতাম। তোমরা যদি না জানো, তাহলে কিতাবধারীদের (জ্ঞানীদের) জিজ্ঞাসা করো।

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⑦

০৮. তাদেরকে আমরা এমন দেহ দেইনি যে, তাদের খাবার খেতে হতোনা, আর তারা চিরস্থায়ীও ছিলনা।

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ⑧

০৯. তারপর তাদের প্রতি আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করি। ফলে আমরা তাদেরকে এবং যাদেরকে চেয়েছি নাজাত দিয়েছি, আর সীমালঙ্ঘনকারীদের করেছি হালাক (ধ্বংস)।

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ وَاهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ⑨

১০. আমরা তোমাদের কাছে নাযিল করেছি একটি কিতাব। তাতে রয়েছে তোমাদের উপদেশ। তবু কি তোমরা আকল খাটাবেনা?

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑩

১১. আমরা কতো যে জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি, কারণ সেগুলোর অধিবাসীরা ছিলো যালিম। তাদের পরে আমরা সৃষ্টি করেছি অন্য লোকদের।

وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَ أَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ⑪

১২. তারা যখন আমাদের শাস্তির আগমন অনুভব করে, তখনই লোকালয় থেকে পালাতে শুরু করে।

فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَئِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ⑫

১৩. তাদের বলা হয়: পলায়ন করোনা, ফিরে আসো তোমাদের ভোগবিলাসের কাছে, তোমাদের আবাসে, যাতে করে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়।

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ⑬

১৪. তখন তারা বলে: হায়, ধ্বংস আমাদের! বাস্তবিকই আমরা ছিলাম যালিম।

قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ⑭

১৫. তাদের এই আতর্নাদ চলতে থাকে, যতোকর্ণনা আমরা তাদের করে ছাড়ি কাটা ফসল আর নেভানো আগুনের মতো (ভুখি আর ছাই)।

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خِلْدِينَ ⑮

১৬. আসমান, জমিন এবং এই উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে, সেগুলো আমরা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَبَيْنَهُمَا الْعِيبِينَ ۝۱۬
১৭. আমরা যদি খেলার উপকরণ চাইতাম, তবে আমরা তা গ্রহণ করতাম আমাদের নিকট থেকেই। আমরা তা করিনি।	لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوَ لَا تَتَّخِذُهُ مِنْ لَدُنَّا ۚ إِنَّ كُنَّا فاعِلِينَ ۝۱۷
১৮. বরং আমরা সত্যকে দিয়ে আঘাত হানি মিথ্যার উপর। তখন তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, আর তখন মিথ্যা হয়ে যায় অপসৃত। তোমরা যেসব কথা বানাচ্ছে, সেজন্যে তোমাদের দুর্ভোগ।	بَلْ تَقْدِرُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۝۱ۮ
১৯. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যারাই আছে সবাই তাঁর। তাঁর কাছে যারা (যেসব ফেরেশতা) রয়েছে তারা তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যের ব্যাপারে অহংকার করেনা এবং ক্লান্তিও বোধ করেনা।	وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝۱۹
২০. তারা তাঁর তসবিহ করে, রাতদিন। কোনো প্রকার বিরাম ও শৈথিল্য তাদের নেই।	يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝ۨ০
২১. ওরা মাটি দিয়ে যেসব ইলাহ (দেবতা) বানিয়েছে, সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে পারে?	أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۝ۨ১
২২. যদি মহাকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ ছাড়া অনেক ইলাহ থাকতো তাহলে উভয়টিই ধ্বংস হয়ে যেতো। সুতরাং তাদের আরোপিত এসব অপবাদ থেকে আরশের মালিক আল্লাহ্ অনেক উর্ধ্ব, মহান ও পবিত্র।	لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ۨ২
২৩. তার কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবেনা (প্রশ্ন করার কেউ নেই), অথচ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।	لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝ۨ৩
২৪. তারা কি তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে ইলাহ গ্রহণ করেছে? হে নবী! বলো: ‘(তাদের ইলাহ হবার) প্রমাণ উপস্থিত করো। এটা (এই কুরআন) উপদেশ যারা আমার কালে আছে তাদের জন্যে, এবং উপদেশ তাদের জন্যে যারা ছিলো আমার আগে।’ বরং তাদের অধিকাংশই জানেনা প্রকৃত সত্য। ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।	أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۚ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝ۨ৪
২৫. তোমার আগে আমরা যে রসূলই পাঠিয়েছি, তার কাছে এই অহি করেছি যে: ‘অবশ্যি কোনো ইলাহ নেই আমি ছাড়া, সুতরাং তোমরা কেবল আমারই ইবাদত করো।’	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝ۨ৫
২৬. তারা বলে: ‘রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ সুবহানাল্লাহ, তিনি এ থেকে পবিত্র মহান। তারা (ফেরেশতারা) তো তাঁর সম্মানিত দাস।	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ۝ۨ৬

২৭. তারা তাঁকে অতিক্রম করে কোনো কথা বলেনা। তারা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে।	لَا يَسْقُوتُ عَنْهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْبُدُونَ ﴿٢٧﴾
২৮. তিনি তাদের সামনের ও পেছনের সবকিছু অবগত! তারা শাফায়াত করবেনা, তবে আল্লাহ্ যাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট। আর তারা সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকে তাঁর ভয়ে।	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ۚ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾
২৯. তাদের কেউ যদি বলে: ‘আল্লাহ্ ছাড়া আমিও একজন ইলাহ্।’ আমাদের কাছে তার দণ্ড হলো জাহান্নাম। যালিমদের আমরা এ রকম দণ্ডই দিয়ে থাকি।	وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. যারা কুফুরি করে তারা কি ভেবে দেখেনা, মহাকাশ আর পৃথিবী তো প্রথমে ছিলো ওতপ্রোত জড়িত থাকা একটি পিণ্ড। তারপর আমরা তাদের পৃথক করে দিয়েছি, আর সমস্ত প্রাণবানকেই আমরা সৃষ্টি করেছি পানি থেকে। তবু কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবেনা।	أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾
৩১. আর আমরা পৃথিবীতে সৃষ্টি করে দিয়েছি পাহাড় পর্বত, যাতে করে পৃথিবী তাদের নিয়ে এদিক সেদিক চলে না পড়ে। আর আমরা তাতে প্রশস্ত পথও সৃষ্টি করে দিয়েছি, যাতে তারা পৌছাতে পারে গন্তব্যস্থলে।	وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِي ۙ اَنْ تَبْيِذَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣١﴾
৩২. আমরা আকাশকে বানিয়ে দিয়েছি সুরক্ষিত ছাদ। অথচ তারা আমাদের এসব নিদর্শনকে উপেক্ষা করে চলছে।	وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾
৩৩. তিনিই তো সৃষ্টি করেছেন রাত আর দিন এবং সূর্য আর চাঁদ। এরা প্রত্যেকেই সাঁতরে চলছে নিজ নিজ কক্ষ পথে।	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْاَيَّلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾
৩৪. (হে মুহাম্মদ!) তোমার আগেও আমরা কোনো মানুষকে চিরস্থায়ী করিনি। তাহলে (এখন দেখো) তোমারই যদি মৃত্যু হয়, তবে তারা কি হবে চিরজীবী?	وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۚ اَفَاِنَّ مِتَّ فَهُمْ الْخٰلِدُونَ ﴿٣٤﴾
৩৫. প্রত্যেক ব্যক্তিই গ্রহণ করবে মৃত্যুর স্বাদ। আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দিয়ে পরীক্ষা করে থাকি, আর আমাদের কাছেই তোমাদের আনা হবে ফেরত।	كُلُّ نَفْسٍ ذٰٓئِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَنَبِّئُكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ وَالْيٰنَاثُ زُجُوعُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. কাফিররা যখনই তোমাকে দেখে, তখনই তারা তোমাকে বিদ্রোহের পাত্র হিসেবে গ্রহণ করে। তারা বলে: ‘এই লোকটিই কি তোমাদের ইলাহদের (দেবদেবীর) সমালোচনা করে?’ অথচ তারাই (এই কাফিররাই) রহমানের যিকির-এর বিরোধিতা করে।	وَ اِذَا رَاَكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَتَّخِذُوْكَ اِلَآ هُزُوًا ۚ اٰ هٰذَا الَّذِيْ يَدْعُوْا اِلٰهَتَكُمْ ۚ وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُونَ ﴿٣٦﴾

রুকু
০২

৩৭. মানুষকে তাড়াহুড়া প্রবণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। অচিরেই আমরা তোমাদেরকে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো। সুতরাং আমাকে তাড়াহুড়া করতে বলোনা।

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَأُورِيكُمْ
آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۝

৩৮. তারা বলে: ‘ওয়াদা করা দিনটি কখন আসবে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলো।’

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ ۝

৩৯. হায়, কাফিররা যদি জানতো, সে সময়টি যখন আসবে, তখন তারা তাদের সামনে এবং পেছনে থেকে আসা আগুন প্রতিরোধ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে কোনো প্রকার সাহায্যও করা হবেনা।

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ
عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

৪০. সেই সময়টি তাদের কাছে এসে পড়বে আকস্মিক এবং তা তাদেরকে হতভম্ব করে দেবে। তারা তা প্রতিরোধ করতেও সক্ষম হবেনা এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবেনা।

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا
يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝

৪১. তোমার আগেকার রসূলদের সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল, তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, পরিণামে সেই (আযাবই) বিদ্রূপকারীদের পরিবেষ্টন করে নেয়।

وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِءُونَ ۝

৪২. হে নবী! তাদের জিজ্ঞেস করো: ‘রাত্রে এবং দিনে রহমানের পাকড়াও থেকে তোমাদের রক্ষা করবে কে?’ বরং তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের প্রভুর যিকির (আল কুরআন) থেকে।

قُلْ مَن يَكْفِيكَم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِّنَ
الرَّحْمَنِ ۖ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ
مُعْرِضُونَ ۝

৪৩. তাহলে কি আমরা ছাড়াও তাদের আরো ইলাহ আছে যারা তাদের রক্ষা করবে? তারা তো তাদের নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারবেনা, আর আমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো সাহায্যকারীও থাকবেনা।

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّن دُونِنَا لَا
يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا
يُصْحَبُونَ ۝

৪৪. বরং আমরাই তাদের এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের ভোগবিলাসের উপকরণ দিয়েছি, তাছাড়া তাদের বয়সকালও হয়েছিল দীর্ঘ। তারা কি দেখেনা, আমরা তাদের দেশকে চারদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি, তবু কি তারা বিজয়ী হবে?

بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ
عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۖ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّآ نَأْتِي الْأَرْضَ
نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝

৪৫. হে নবী! তাদের বলো: ‘আমি তোমাদের সতর্ক করছি অহির সাহায্যে।’ কিন্তু বধির লোকেরা কোনো ডাকই শুনেনা, যতোই তাদের করা হয় সতর্ক।

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۖ وَلَا يَسْمَعُ
الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۝

৪৬. তোমার প্রভুর কিছু আযাবও যদি তাদের স্পর্শ করে, তারা অবশি্য বলে উঠবে: হায়, আমাদের ধ্বংস, আমরা অবশি্য যালিম ছিলাম।

وَلِئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ
لَيَقُولُنَّ يُوَيْسِلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

৪৭. কিয়ামতকালে আমরা স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের দণ্ড। তখন কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবেনা। কারো কর্ম যদি শস্য পরিমাণ ওজনেরও হয়, সেটাও আমরা ওজনের আওতায় নিয়ে আসবো। হিসাবগ্রহণকারী হিসেবে আমরাই যথেষ্ট।

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسِطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خُرْدٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكُنَّا بِمَا حَسِبِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আমরা মুসা এবং হারুণকে দিয়েছিলাম ফুরকান, জ্যোতি এবং যিকির সেইসব মুত্তাকিদের জন্যে,

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯. যারা না দেখেও তাদের প্রভুকে ভয় করে এবং তারা কিয়ামত সম্পর্কে থাকে ভীত সন্ত্রস্ত।

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. এ (কুরআন) এক কল্যাণময় উপদেশ যা আমরা নাযিল করেছি, তবু কি তোমরা তা অস্বীকার করবে?

وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. আমরা ইতোপূর্বে ইবরাহিমকে সত্য পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম, তার বিষয়ে আমরা বিশেষভাবে অবগত।

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿٥١﴾

৫২. সে যখন তার পিতা এবং তার কণ্ডমকে বলেছিল: ‘এই ভাস্কর্যগুলো কী, যাদের প্রতি আপনারা নত হচ্ছেন?’

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. জবাবে তারা বলেছিল: ‘আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখে এসেছি।’

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪. তখন সে বললো: ‘আপনারা এবং আপনাদের পূর্ব পুরুষরা রয়েছেন সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।’

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾

৫৫. তারা বললো: ‘তুমি কি আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছো, নাকি কৌতুক করছো?’

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬. সে বললো: “আপনাদের রব হলেন মহাকাশ ও পৃথিবীর রব, যিনি সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে আপনাদের কাছে আমি একজন সাক্ষী।

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۖ وَ أَنَا عَلَىٰ ذِكْمِهِ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭. আল্লাহর কসম, আপনারা চলে গেলে আমি অবশ্যি আপনাদের ভাস্কর্যগুলো সম্পর্কে কৌশল অবলম্বন করবো।”

وَ تَاللَّهِ لَا كَيْدَ لَنَا أَصْنَاءُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮. তারপর সে ভাস্কর্যগুলোকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো বড়টিকে বাদে, যাতে করে তারা তার কাছে ফিরে আসে।

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯. তারা এসে বললো: ‘আমাদের দেবদেবীদের সাথে এমন আচরণ করলো কে? সে তো নিশ্চয়ই একজন যালিম।’	قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾
৬০. তারা বলাবলি করলো: ‘ইবরাহিম নামের এক যুবককে তাদের সমালোচনা করতে শুনেছি।’	قَالُوا سُبْحَنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾
৬১. তারা বললো: ‘তাকে জনসম্মুখে নিয়ে আসো, যাতে করে সবাই তাকে দেখে।’	قَالُوا قَاتِلُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾
৬২. (ইবরাহিম এলে) তারা জিজ্ঞেস করলো: ‘তুমিই কি আমাদের দেব-দেবীদের প্রতি এমন আচরণ করেছে, হে ইবরাহিম?’	قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٢﴾
৬৩. ইবরাহিম বললো: ‘বরং তাদের এই বড়টাই একাজ করেছে। তারা (তোমাদের দেবদেবীরা) কথা বলতে পারলে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখো।’	قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾
৬৪. তখন তারা মনে মনে আত্মসমালোচনা করলো এবং বললো: ‘তোমরাই তো যালিম (সীমালঙ্ঘনকারী)।’	فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾
৬৫. তাতে তাদের মাথা নত হয়ে গেলো। তারা বললো: ‘তুমি তো জানো, এরা কথা বলেনা।’	ثُمَّ نَكْسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾
৬৬. ইবরাহিম বললো: “তবে কি আপনারা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন সব জিনিসের ইবাদত (পূজা উপাসনা) করেন যারা আপনাদের কোনো উপকার করতে পারেনা এবং ক্ষতিও করতে পারেনা?”	قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾
৬৭. ধিক, আপনাদের প্রতি এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে আপনারা যাদের ইবাদত করেন তাদের প্রতি। আপনারা কি মোটেই বুদ্ধি বিবেক খাটাননা?”	أُبِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾
৬৮. তখন তারা বললো: ‘তোমরা যদি কিছু করতে চাও, তবে একে আগুনে পোড়াও এবং তোমাদের দেব দেবীদের সাহায্য করো।’	قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿٦٨﴾
৬৯. আমরা আগুনকে বললাম: ‘হে আগুন! তুমি ইবরাহিমের জন্যে সুশীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।’	قُلْنَا يَتَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾
৭০. তারা তার ক্ষতি সাধনের এরাদা করেছিল, কিন্তু আমরা তাদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে ছেড়েছি।	وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾
৭১. আর আমরা তাকে এবং লুতকে (তাদের কবল থেকে) নাজাত দিয়ে নিয়ে গেলাম সেই	وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا

ভূ-খণ্ডের দিকে, যে ভূ-খণ্ডে আমরা বরকত দান করেছি জগদ্ধাসীর জন্যে।

فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ①

৭২. আর আমরা তাকে সেই সাথে অতিরিক্ত হিসেবে দান করেছি (পুত্র) ইসহাক এবং (পৌত্র) ইয়াকুবকে। আর তাদের প্রত্যেককে আমরা বানিয়েছি দক্ষ পুণ্যবান।

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ②

৭৩. আর তাদেরকে আমরা বানিয়েছি ইমাম (নেতা), তারা আমাদের নির্দেশ মতো মানুষকে সঠিক পথ দেখাতো। আমরা তাদেরকে অহির মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছি জনকল্যাণের কাজ করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে। তারা ছিলো আমার অনুগত দাস (উপাসক)।

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا غُلَامِينَ ③

৭৪. আর লুতকে আমরা দিয়েছিলাম হিকমাহ এবং এলেম। তাকেও আমরা নাজাত দিয়েছিলাম অশ্লীল কাজে লিপ্ত এক খবিছ জনপদ থেকে। তারা ছিলো এক নিকৃষ্ট সীমালঙ্ঘনকারী কওম।

وَلُوطًا أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَرِيْبَةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْخَبِيثَاتِ ۚ اتَّهَمُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ④

৭৫. আর আমরা তাকে দাখিল করে নিয়েছিলাম আমাদের রহমতের মধ্যে। সেও ছিলো দক্ষ পুণ্যবানদের একজন।

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ⑤

৭৬. স্মরণ করো, এর আগে নূহ (আমাকে) ডেকেছিল। আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে আর তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট থেকে।

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ⑥

৭৭. আমরা তাকে সাহায্য করেছিলাম এমন একটি কওমের বিরুদ্ধে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমাদের আয়াত। তারা ছিলো একটি মন্দ কওম, ফলে আমরা তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম পানিতে।

وَنَصْرُنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ⑦

৭৮. আরো স্মরণ করো দাউদ আর সুলাইমানের কথা। তারা যখন শস্যক্ষেত সম্পর্কে ফায়সালা দিচ্ছিল, তাতে রাতের বেলায় অন্য লোকের মেষপাল ঢুকে পড়েছিল, আমরা তাদের বিচার কাজ প্রত্যক্ষ করছিলাম।

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْكُسَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ⑧

৭৯. আমরা বিষয়টি সম্পর্কে সুলাইমানকে সঠিক বুঝ দিয়েছিলাম, তবে দুজনকেই দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা এবং এলেম। আমরা পাহাড় পর্বত আর পাখিদেরকে অধীনস্থ করে দিয়েছিলাম দাউদের সাথে তারা তসবিহ করতো। এসব কিছুই কর্তা ছিলো আমরাই।

فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ⑨

৮০. আর তোমাদের জন্যে আমরা তাকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে করে তোমাদের

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ

রকু
০৫

যুদ্ধে তা তোমাদের রক্ষা করে। তারপরও কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবেন?	مِّنْ بِأَسْكُمُ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿١٥﴾
৮১. আর আমরা সুলাইমানের অধীন করে দিয়েছিলাম উদ্দাম বাতাসকে, তা তার আদেশক্রমে বয়ে চলতো এমন দেশের দিকে, যেখানে আমরা কল্যাণ রেখেছি, আর প্রত্যেক বিষয়ে আমরা অবগত।	وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرٍ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿١٦﴾
৮২. আর কিছু শয়তান (জিন) তার জন্যে ডুবুরির কাজ করতো। এ ছাড়াও অন্যান্য কাজ করতো। আমরাই ছিলাম তাদের রক্ষক।	وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿١٧﴾
৮৩. আর স্মরণ করো আইউবের কথা, সে যখন তার প্রভুকে ডেকে বলেছিল: ‘প্রভু! আমার অসুখ হয়েছে, আর তুমি তো সব দয়াময়ের বড় দয়াময়।’	وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٨﴾
৮৪. তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, তার অসুখ দূর করে দিয়েছিলাম, ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তার পরিবার পরিজন এবং তাদের সাথে অনুরূপ আরো দিয়েছিলাম আমার বিশেষ রহমত হিসেবে আর ইবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ হিসেবে।	فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ۚ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِيدِينَ ﴿١٩﴾
৮৫. আরো স্মরণ করো ইসমাইল, ইদরিস এবং যুলকিফ্ল-এর কথা। এরা সবাই ছিলো ধৈর্যশীল অবিচল।	وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٠﴾
৮৬. আমরা তাদের দাখিল করেছিলাম আমাদের রহমতের মধ্যে। তারা ছিলো যোগ্য ও পুণ্যবান।	وَآدَخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢١﴾
৮৭. আরো স্মরণ করো মাছওয়ালার (ইউনুসের) কথা। সে গোস্বা নিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল এবং ধারণা করেছিল আমরা তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেবোনা। কিন্তু পরে সে অন্ধকার থেকে আমাদের ডেকে বলেছিল: ‘(প্রভু!) তুমি ছাড়া কোনো উদ্ধারকারী নেই, তুমি পবিত্র, মহান। আমি তো যালিম, অন্যায়কারী।’	وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۖ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٢﴾
৮৮. ফলে আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছি এবং তাকে উদ্ধার করেছি দুশ্চিন্তা থেকে। এভাবেই আমরা নাজাত দিয়ে থাকি মুমিনদের।	فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۖ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾
৮৯. আরো স্মরণ করো যাকারিয়ার কথা। সে তার প্রভুকে ডেকে বলেছিল: ‘প্রভু! তুমি আমাকে (সন্তানহীন করে) রেখোনা, তুমিই সর্বোত্তম ওয়ারিশ।’	وَذَكَرَ يَاقَانَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٢٤﴾
৯০. ফলে আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছি এবং তার জন্যে দান করেছি ইয়াহিয়াকে, আর	فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ ۖ وَ

তার জন্যে তার স্ত্রীকে করে দিয়েছি (সন্তান ধারণের) যোগ্য। এরা সবাই ছিলো কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতাকারী। তারা আমাকে ডাকতো আশা ও ভয় নিয়ে এবং তারা ছিলো আমার প্রতি বিনয়ী।

أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خُشْعِينَ ﴿١٠﴾

৯১. আর স্মরণ করো ঐ নারীর কথা, যে রক্ষা করেছিল তার সন্তীত। তারপর আমরা তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছি আমাদের রূহ। আর আমরা তাকে এবং তার পুত্রকে বানিয়েছি জগদ্ধাসীর জন্যে একটি নিদর্শন।

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَأَبْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١١﴾

৯২. তোমাদের এই সব উন্মত্ত মূলত একই উন্মত্ত এবং আমিই তোমাদের প্রভু, সুতরাং তোমরা কেবল আমারই ইবাদত করো।

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿١٢﴾

৯৩. কিন্তু তারা তাদের কার্যকলাপ তাদের মাঝে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। সবাইকেই ফিরিয়ে আনা হবে আমাদের কাছে।

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رُجْعُونَ ﴿١٣﴾

৯৪. যে কেউ মুমিন অবস্থায় আমলে সালেহ করবে, তার প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা হবেনা। আমরা তা লিখে রাখছি।

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿١٤﴾

৯৫. যে জনপদ আমরা হালাক করে দিয়েছি, তার জন্যে এটা নিষিদ্ধ যে, তার অধিবাসীরা আর ফিরে আসবেনা।

وَ حَرَّمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٥﴾

৯৬. এমন কি যখন ইয়াজুজ ও মাজুজ (জাতিকে) মুক্তি দেয়া হবে এবং তারা উঁচু ভূমি থেকে ছুটে আসবে,

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿١٦﴾

৯৭. এবং প্রতিশ্রুত সময়টি নিকটে আসবে। তখন তা অকস্মাৎ সংঘটিত হতেই কাফিরদের চোখগুলো স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে: হায়, ধ্বংস আমাদের, আমরা তো এ বিষয়ে গাফলতির মধ্যে ছিলাম, বরং আমরা ছিলাম যালিম।

وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمِنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٧﴾

৯৮. হ্যাঁ, তোমরা নিজেরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করছো তারা সবাই হবে জাহান্নামের জ্বালানি। তোমরা তাতে প্রবেশ করবে।

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿١٨﴾

৯৯. তারা যদি ইলাহ হতো, তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতেনা। তারা প্রত্যেকেই স্থায়ীভাবে থাকবে সেখানে।

لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَهًا مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٩﴾

১০০. সেখানে থাকবে তাদের চিৎকার আর আতর্জন এবং তারা কিছুই শুনবেনা সেখানে।

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

১০১. যাদের জন্যে আগে থেকেই আমাদের পক্ষ

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ

রুকু
০৬

থেকে কল্যাণের ফায়সালা হয়েছে, তাদেরকে তা থেকে রাখা হবে দূরে।	أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿٦٠﴾
১০২. তারা তার (জাহান্নামের) ক্ষীণতম আওয়াযও শুনবেনা। তারা থাকবে তাদের কাঙ্ক্ষিত ভোগবিলাসে চিরকাল।	لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۚ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿٦١﴾
১০৩. মহাভীতি তাদেরকে চিন্তিত করবেনা। ফেরেশতারা তাদের সাথে মোলাকাত করে বলবে: ‘এটাই হলো আপনাদের সেইদিন, যার ওয়াদা আপনাদের দেয়া হয়েছিল।’	لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ ۚ الْأَكْبَرُ ۚ وَتَتَلَقَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ۖ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٢﴾
১০৪. সেদিন আমরা আকাশ গুটিয়ে ফেলবো, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দস্তাবেজ। যেভাবে আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করবো। ওয়াদা পালন করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা এটা করেই ছাড়বো।	يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۗ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ وَعَدًا عَلَيْنَا ۗ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٦٣﴾
১০৫. আমরা যিকির (উপদেশ)-এর পর কিতাবে লিখে রেখেছি, নিশ্চয়ই পৃথিবীর ওয়ারিশ হবে আমার সালেহ (যোগ্য) দাসেরা।	وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿٦٤﴾
১০৬. নিশ্চয়ই অনুগত-দাসদের জন্যে এতে রয়েছে বার্তা।	إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿٦٥﴾
১০৭. জগদ্বাসীর জন্যে রহমত (অনুকম্পাও আশীর্বাদ) ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমরা তোমাকে রসূল বানিয়ে পাঠাইনি।	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾
১০৮. (হে নবী!) বলো: ‘আমার কাছে অহি করা হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং তোমরা (তঁার প্রতি) আত্মসমর্পণকারী হবে কি?’	قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَتَمَّ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٦٧﴾
১০৯. তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তুমি বলে দাও: “আমি তোমাদেরকে যথাযথ আহ্বান জানিয়েছি। আমি জানিনা, তোমাদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, সেটা কি নিকটে নাকি দূরে।	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿٦٨﴾
১১০. তিনিই জানেন প্রকাশ্য কথা এবং যা তোমরা গোপন করো তা।	إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٦٩﴾
১১১. আমি জানিনা, হয়তো এটা তোমাদের জন্যে একটি পরীক্ষা এবং কিছু সময়ের জন্যে জীবন উপভোগ।”	وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّه فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٧٠﴾
১১২. সে (রসূল) আরো বলেছে: ‘আমার প্রভু! তুমি সত্য ও ন্যায্য ফায়সালা করে দাও। (আর হে মানুষ!) আমাদের প্রভু দয়াময়-রহমান। তোমরা যা বলছো, সে বিষয়ে তাঁরই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।’	قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿٧١﴾

সূরা ২২ আল হজ্জ

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৭৮, রুকু সংখ্যা: ১০

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

- ০১-১০: কিয়ামতের ভয়াবহতা। পুনরুত্থানের বিষয়ে সন্দেহ পোষণকারীদের জন্য মানুষ সৃষ্টি ও পানির সাহায্যে শুকনো ভূমি থেকে উদ্ভিদ উৎপন্নের উপমা। পুনরুত্থানে বিতর্ককারীদের কাছে কোনো যুক্তিও নাই প্রমাণও নাই।
- ১১-২২: যারা সীমানায় অবস্থান করে আল্লাহর ইবাদত করে তারা দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই হারায়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ সব ধর্ম বিশ্বাসীদের মাঝে ফায়সালা করবেন। মহাবিশ্বের সবকিছু আল্লাহকে সাজদা করে, কিন্তু সব মানুষ আল্লাহকে সাজদা করেনা। তারা জাহান্নামী।
- ২৩-২৫: তবে যারা ঈমান আনে ও আমলে সালেহ করে, তারা জান্নাতে যাবে। যারা কুফুরি করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।
- ২৬-৩৮: কাবা নির্মাণ ও হজ্জের সূচনার ইতিহাস। কুরবানির বিধান।
- ৩৯-৪১: আল্লাহর রসূলকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান। ইসলামি রাষ্ট্রের কার্যক্রম।
- ৪২-৭২: সব নবীকেই তাদের জাতির লোকেরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেছিলেন। রসূল একজন সতর্ককারী। আল্লাহর পথে হিজরত ও শাহাদাতের মর্যাদা। আল্লাহ মহাবিশ্বের মালিক ও পরিচালক। আল্লাহ প্রত্যেক উম্মতকে ইবাদতের পদ্ধতি দিয়েছেন। মুশরিকরা কুরআনের বিরুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ে।
- ৭৩-৭৮: আল্লাহর সাথে যাদেরকে শরিক করা হয় তারা সম্পূর্ণ অক্ষম। মুমিনদের প্রতি উপদেশ।

সূরা আল হজ্জ পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْحَجِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. হে মানুষ! তোমরা ভয় করো তোমাদের প্রভুকে। কিয়ামতের ভূ-কম্পন হবে এক ভয়ংকর ব্যাপার!	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ①
০২. যেদিন তোমরা তা দেখবে, সেদিন প্রত্যেক রকের দুধ খাওয়ানো (মা) ভুলে যাবে তার দুগ্ধপায়ী সন্তানকে। প্রত্যেক গর্ভবতী প্রসব করে দেবে তার গর্ভের বোঝা। তুমি মানুষদের দেখবে মাতাল, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়, বরং আল্লাহর আযাবই হবে এমন ভয়ানক কঠোর।	يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَ مَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ②
০৩. কিছু লোক আছে এলেম ছাড়াই আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।	وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ③
০৪. তার সম্পর্কে লিখে দেয়া হয়েছে যে, তার সাথে যে কেউ বন্ধুত্ব করবে, সে অবশ্যি তাকে গোমরাহ করে ছাড়বে এবং পরিচালিত করবে জ্বলন্ত আগুনের আযাবের দিকে।	كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ④
০৫. হে মানুষ! তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে থাকো, তবে ভেবে দেখো,	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْ

আমরাই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর নোতফা (শুক্রবিন্দু) থেকে, তারপর আলাকা (শক্তভাবে আঁটকে থাকা পিণ্ড) থেকে, তারপর পূর্ণ আকৃতি অথবা অপূর্ণ আকৃতির গোশত পিণ্ড থেকে। তোমাদের কাছে সম্প্রদায় করার জন্যে (এ তত্ত্ব পেশ করছি)। আমরা যা ইচ্ছা করি তা মায়ের গর্ভে একটা নির্দিষ্ট সময় স্থিত করি। তারপর তোমাদের বের করে আনি শিশু হিসেবে। তারপর তোমরা পৌছে যাও পরিণত বয়েসে। তখন তোমাদের কারো ওফাত হয়, আবার তোমাদের কাউকে পৌছে দিই দুর্বলতম বয়েসে, যার ফলে তারা যা কিছু জানতো, সে সম্পর্কে আর কিছুই অবগত থাকেনা। তুমি জমিনকে দেখছো শুকনো, তারপর আমরা যখন পানি বর্ষণ করি, তখন তা শস্য-শ্যামল হয় এবং আন্দোলিত হয়, আর তা উৎপন্ন করে সব ধরনের সুদৃশ্য উদ্ভিদ।

الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُغْهُ أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَقَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ يَهْبِيجُ ⑥

০৬. এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনি জীবিত করেন মৃতকে, আর তিনি সব বিষয়ে শক্তিমান।

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥

০৭. আর কিয়ামত অবশ্যি আসবে, তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে আল্লাহ্ অবশ্যি তাদের পুনরুত্থিত করবেন।

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَنْبَعِثُ مَن فِي الْقُبُورِ ⑦

০৮. কিছু লোক আছে, যারা এলেম ছাড়াই আল্লাহ্র ব্যাপারে বিতর্ক করে। তাছাড়া তাদের কাছে সঠিক পথের দিশাও নেই, নূর (সত্যজ্ঞান) বিতরণকারী কিতাবও নেই।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ⑧

০৯. সে ঘাড় বাঁকিয়ে বিতর্ক করে মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিপথগামী করতে। দুনিয়াতেও তার জন্যে লাঞ্ছনা, আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে আশ্বাদন করাবো দন্ধ হবার যন্ত্রণা।

ثَانِي عَظْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ⑨

১০. সেদিন তাকে বলা হবে: এটা তোমার কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ্ তো তাঁর বান্দাদের প্রতি যুলুম করেননা।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ⑩

১১. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আছে, আল্লাহ্র ইবাদত করে সীমানায় দাঁড়িয়ে। তখন কল্যাণ লাভ করলে তার মন শান্ত হয়, আর বিপদ এলে সে সীমানা থেকে নেমে আগের জায়গায় চলে যায়। এসব লোক দুনিয়াও হারায়, আখিরাতও হারায়। এ এক সুস্পষ্ট ক্ষতি।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑪

১২. সে আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের কাছে দোয়া

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُ وَ مَا لَا

প্রার্থনা করে, তারা না তার ক্ষতি করতে পারে, আর না উপকার। এ এক চরম বিপথগামিতা।	يَنْفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الصَّلَٰلُ الْبَعِيدُ ۝
১৩. সে যাকে ডাকে তার ক্ষতির দিকটাই উপকারের চাইতে নিকটতর। কতো যে নিকৃষ্ট অভিভাবক আর কতো যে নিকৃষ্ট সাথি এরা।	يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۝
১৪. যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে আল্লাহ তাদের দাখিল করবেন জান্নাতে (উদ্যানসমূহে), যাদের নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদীর-নহর। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন।	إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَاتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝
১৫. যে মনে করে আল্লাহ তাকে কখনো সাহায্য করবেন না দুনিয়া এবং আখিরাতে, সে একটি রশি আকাশের দিকে লম্বা করে টানিয়ে নিক, তারপর (আকাশে উঠে) সেটা কেটে দিক, তারপর সে দেখুক তার কৌশল তার ক্রোধের কারণ দূর করতে পারে কিনা।	مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۝
১৬. এভাবে আমরা এ কুরআন নাখিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াত আকারে, আর আল্লাহ অবশ্যি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান।	وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنِ يُّرِيدُ ۝
১৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদি হয়েছে, এছাড়া সাবী, খৃষ্টান, মজুসি (অগ্নিপূজারি), আর যারা শিরক করেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। সব বিষয়ে আল্লাহ প্রত্যক্ষদর্শী-সাক্ষী।	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰبِغِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝
১৮. তুমি কি দেখছোনা, আল্লাহকে সাজদা করছে সবাই, যারা মহাকাশে আছে, যারা পৃথিবীতে আছে, সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্ররাজি, পাহাড় পর্বত, বৃক্ষলতা, জীব-জানোয়ার, এছাড়া মানুষের মধ্যেও অনেকেই। আর অনেকের জন্যেই অবধারিত হয়ে গেছে আযাব। আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন, তাকে সম্মানিত করার কেউ নেই। আল্লাহ তাই করেন, যা ইচ্ছা করেন। (সাজদা)	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۚ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۚ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ السَّجْدَةُ
১৯. এরা বিবাদে লিপ্ত দুটি পক্ষ, তারা বিবাদ করছে তাদের প্রভুর বিষয়ে। যারা কুফুরি করে তাদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক। তাদের মাথার উপর থেকে ঢালা হবে টগবগে ফুটন্ত পানি।	هَٰذِهِ خَصْمَتَانِ اِخْتَصِمَا فِي رَّبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ذِيَابٌ مِّن تَارٍ ۚ يُصَّبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝
২০. এর ফলে তাদের পেটে যা আছে এবং শরীরের চামড়া বিগলিত হয়ে পড়বে।	يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۝
২১. এছাড়া তাদের জন্যে থাকবে লোহার মুণ্ডর।	وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ۝

রুকু
০২

২২. যখনই যন্ত্রণার জ্বালায় তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে। বলা হবে: আশ্বাদন করো দক্ষ হবার যন্ত্রণা।

كَلَّمَآ أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

২৩. যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে আল্লাহ তাদের দাখিল করবেন জান্নাত (উদ্যান)সমূহে, যাদের নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর। তাদেরকে সেখানে অলংকার পরানো হবে সোনার এবং মুক্তার। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমি পোশাক।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝

২৪. আর তাদেরকে (দুনিয়ায়) সুন্দর ও উত্তম কথা বলার পথ দেখানো হয়েছিল এবং পরিচালিত করা হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাহর পথে।

وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝

২৫. পক্ষান্তরে যারা কুফুরি করে এবং আল্লাহর পথে চলতে ও মসজিদুল হারামে যেতে বাধা সৃষ্টি করে, যে ঘরকে আমরা করে দিয়েছি স্থানীয় এবং বহিরাগত সকলের জন্যে সমান অধিকার সম্পন্ন (তাদের জন্যে শাস্তি অবধারিত)। যারা ই তাতে (মসজিদুল হারামে) সীমালঙ্ঘন করে পাপ করবে, তাদেরকেই আমরা আশ্বাদন করাবো বেদনাদায়ক আযাব।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝

রুকু
০৩

২৬. স্মরণ করো, আমরা ইবরাহিমের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই ঘর (নির্মাণের) স্থান, আর তাকে বলে দিয়েছিলাম: আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করোনা এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখবে তাদের জন্যে, যারা তাওয়াফ করে, যারা সালাতে দাঁড়ায় এবং রুকু ও সাজদা করে।

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝

২৭. (আর আমরা ইবরাহিমকে এই নির্দেশও দিয়েছিলাম যে) মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং উটের পিঠে করে। তারা আসবে দূর দূরান্ত থেকে, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে।

وَإِذْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝

২৮. যাতে করে তারা তাদের জন্যে উপকারী স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে, আর যেনো তাদেরকে জীবিকা হিসেবে তিনি যেসব চারপায়ী জানোয়ার দান করেছেন সেগুলোর উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। আর তোমরা (সেই কুরবানি করা পশুর গোশত) নিজেরা খাও এবং অভাবী ও মুখাপেক্ষী লোকদের খেতে দাও।

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝

২৯. তারপর তারা যেনো তাদের (দৈহিক) অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূরা করে, আর (আমার) এই প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে।

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤَفُّوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوُّوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

৩০. এগুলোই (হজ্জের বিধান)। এছাড়া যে আল্লাহর পবিত্র (স্থান ও অনুষ্ঠান) সমূহের প্রতি সম্মান দেখাবে, তার প্রভুর কাছে সেটা হবে তার জন্যে উত্তম। আর তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হলো গবাদি পশু সেগুলো ছাড়া, যেগুলোর বিষয়ে আগেই তোমাদের তিলাওয়াত করা (বিবরণ দেয়া) হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তি পূজার নোংরা মর্জন করো এবং বর্জন করো মিথ্যা কথা।

ذَٰلِكَ ۖ وَمَنْ يُعْظَمِ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

৩১. আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর সাথে কোনো শরিক না করে। যে কেউ আল্লাহর সাথে শরিক করবে, সে যেনো আকাশ থেকে ছিটকে পড়ে গেলো আর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো, কিংবা প্রবল বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নিষ্কেপ করলো এক নিরুদ্দেশ স্থানে।

خُفِّفَ اللَّهُ عَنْهُ مَشْرِكِينَ بِهِ ۖ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِينٍ ﴿٣١﴾

৩২. এগুলো (আল্লাহর নির্দেশাবলি), আর যারাই আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান দেখাবে, সেটা হবে অন্তরের তাকওয়ার প্রকাশ।

ذَٰلِكَ ۖ وَمَنْ يُعْظَمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

৩৩. এগুলোর (এসব পশুর) মধ্যে তোমাদের জন্যে রয়েছে উপকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে, তারপর তাদের কুরবানির স্থান আমার প্রাচীন ঘরের কাছে।

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

৩৪. আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্যে কুরবানির একটি নিয়ম করে দিয়েছি, আল্লাহ তাদেরকে জীবিকা হিসেবে যেসব চারপায়ী জানোয়ার দিয়েছেন, সেগুলোর উপর যেনো তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের ইলাহ তো একমাত্র ইলাহ। সুতরাং তোমরা কেবল তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণ করো। আর হে নবী, সুসংবাদ দাও বিনয়ীদের,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَإِلَهُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۚ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫. যাদের কলব কেঁপে উঠে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে, যারা সবর অবলম্বন করে বিপদ মসিবতে, সালাত কায়ম করে এবং আমাদের দেয়া জীবিকা থেকে খরচ করে (আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে)।

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ ۖ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আর উটকে আমরা বানিয়েছি আল্লাহর একটি নিদর্শন তোমাদের জন্যে। আর তাতে রয়েছে তোমাদের জন্যে কল্যাণ। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় তোমরা তাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যাবে, তখন তোমরা তা থেকে খাও এবং তা থেকে খেতে দাও ধৈর্যশীল অভাবীদের ও প্রার্থী অভাবীদের। এভাবেই

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآتٍ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ۖ وَأَطْعِمُوا الْقَنَاعَ ۖ وَالْمُعْتَزَّ ۖ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ

আমরা সেগুলো করে দিয়েছি তোমাদের অধীন, যাতে করে তোমরা শোকর আদায় করো।

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٩﴾

৩৭. আল্লাহর কাছে পৌছানো তার (কুরবানির) গোশত এবং রক্ত, বরঞ্চ পৌছায় তোমাদের তাকওয়া। এভাবেই আল্লাহ সেগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পারো তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত (কুরআন) দান করেছেন তার ভিত্তিতে। সুসংবাদ দাও কল্যাণকামীদের।

لَنْ يَنَالِ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٩﴾

৩৮. আল্লাহ মুমিনদের রক্ষা করেন। আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٤٠﴾

৩৯. অনুমতি দেয়া হলো (প্রতিরোধের) যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে, কারণ তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। অবশ্যি তাদের সাহায্য করতে আল্লাহ সক্ষম।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

৪০. (কারণ) তাদেরকে না হকভাবে খারিজ করে দেয়া হয়েছে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে। (তাদের বের করে দেয়া হয়েছে) শুধু এ কারণে যে, তারা বলে: ‘আল্লাহ আমাদের রব’। আল্লাহ যদি একদল মানুষকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তাহলে অবশ্যি বিধ্বস্ত হয়ে যেতো (খৃষ্টান) বৈরাগীদের উপাসনালয়, গীর্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যেগুলোতে বেশি বেশি স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আর অবশ্যি আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী মহাপরাক্রমশালী।

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدِمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۚ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾

৪১. (এসব লোক হলো তারা) যাদের আমরা জমিনে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে, এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর সব কাজের পরিণাম তো আল্লাহর দায়িত্বে।

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

৪২. তারা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেই, তবে তাদের আগেও অস্বীকার করেছিল নূহ, আদ ও সামুদ জাতি।

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿٤٢﴾

৪৩. ইবরাহিম এবং লুতের জাতিও।

وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾

৪৪. মাদইয়ানবাসীরাও। এছাড়া অস্বীকার করা হয়েছিল মূসাকেও। আমরা কাফিরদের অবকাশ দিয়েছি, তারপর পাকড়াও করেছি। কেমন অসহনীয় ছিলো আমার শাস্তি!

وَاصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾

৪৫. কতো যে জনপদ আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। কারণ, সেগুলোর অধিবাসীরা ছিলো যালিম। সেসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। কতো যে কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল, আর কতো যে সুদৃঢ় প্রাসাদ।

فَكَآئِن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْرِ مَعْظَلَةٍ وَ قَصْرِ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾

৪৬. তারা কি জমিনের বুকে পরিভ্রমণ করেনা? আর তাদের যদি আকলওয়ালা কলব থাকতো এবং শুনার মতো কান থাকতো! আর তাদের চোখ তো অন্ধ নয়, মূলত অন্ধ হলো তাদের বুকের মধ্যকার কলব (হৃদয়)।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْيَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْيَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

৪৭. তারা তোমাকে দ্রুত আযাব এনে দিতে বলে। অথচ আল্লাহ কখনো তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। আল্লাহর কাছে একদিন হলো তোমাদের হিসাবের হাজার বছরের সমান।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَكِنْ يُخَلِّفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. কতো যে যালিম জনপদকে আমি অবকাশ দিয়েছি, তারপর তাদের পাকড়াও করেছি। আমার কাছেই হবে তাদের (শেষ) প্রত্যাবর্তন।

وَكَآئِن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾

রুকু
০৬

৪৯. (হে নবী!) বলো: 'হে মানুষ! আমি তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾

৫০. অতএব, যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে, তাদের জন্যে থাকবে মাগফিরাত এবং সম্মানজনক জীবিকা।

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾

৫১. আর যারা আমার আয়াতকে খাটো করার চেষ্টা করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

৫২. তোমার আগে আমরা যে রসূল কিংবা যে নবী পাঠিয়েছি, তাদের কেউ যখনই কোনো আকাঙক্ষা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাঙক্ষায় কিছু নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা মুছে দেন এবং তখনই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

৫৩. এটা এ জন্যে যে, শয়তান যা নিক্ষেপ করে সেটাকে আমরা পরীক্ষা বানাই তাদের জন্যে যাদের কলবে রোগ আছে এবং যারা পাশওহুদয়। নিশ্চয়ই যালিমরা রয়েছে অনেক মতভেদ ও সন্দেহের মধ্যে।

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

৫৪. আর এটা এ জন্যেও, যাতে করে যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জানতে পারে যে, তা

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ

আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাসত্য। তারপর তারা যেনো তাতে ঈমান আনে এবং সেটার অনুগত হয়। অবশ্যি আল্লাহ তাদেরকে পরিচালিত করেন সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে, যারা ঈমান আনে।

مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

৫৫. কাফিররা তাতে সন্দেহ পোষণ করতেই থাকবে, যতোদিন না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়ে, অথবা এসে পড়ে এক বক্ষ্যা দিনের আযাব।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

৫৬. সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব থাকবে আল্লাহর হাতে। তিনি তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। তারপর যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে (বলে প্রমাণিত হবে), তারা থাকবে জান্নাতুন নায়ীমে।

أَلَيْسَ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾

৫৭. আর যারা কুফুরি করেছে এবং আমাদের আয়াতকে অস্বীকার করেছে (বলে প্রমাণিত হবে), তাদের জন্যে থাকবে অপমানকর আযাব।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾

৫৮. যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, তারপর নিহত হয়েছে, কিংবা তাদের মৃত্যু হয়েছে, অবশ্যি আল্লাহ তাদের উত্তম রিযিক দান করবেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا الْبِرُّ فَزَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯. তিনি তাদের দাখিল করবেন এমন (উদ্যানে) যা তারা পছন্দ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞানী এবং সহনশীল।

لِيَدْخِلَهُمْ مُدْخَلََٰ يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

৬০. এ রকমই হবে। কোনো ব্যক্তি যদি নির্ধাতিত হয়ে অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তারপরও যদি সে আবার নির্ধাতিত হয়, আল্লাহ অবশ্য অবশ্যি তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমল, ক্ষমাশীল।

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

৬১. এর কারণ, আল্লাহ রাতকে প্রবেশ করিয়ে দেন দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শুনে, সব দেখেন।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ الْآيِلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي الْآيِلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾

৬২. এর কারণ এটাও যে, আল্লাহই একমাত্র মহাসত্য, আর আল্লাহর পরিবর্তে তারা যা ডাকে তা অসত্য, বাতিল। আর আল্লাহই মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠ।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾

৬৩. তুমি কি দেখোনা, আল্লাহ নাযিল করেন আসমান থেকে পানি, আর তখন জমিন সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ

সব বিষয়ে অবগত।	لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٧﴾
৬৪. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।	لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنَى الْحَمِيدُ ﴿١٨﴾
৬৫. তুমি কি দেখোনা, আল্লাহ্ যে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে রেখেছেন পৃথিবীতে যা আছে সবকিছুকে এবং তাঁরই নির্দেশে সমুদ্রে চলাচল করা নৌযানকে। তিনিই স্থির রাখেন আসমানকে তাঁর অনুমতি ছাড়া পৃথিবীর উপর পতিত হওয়া থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অতীব কোমল, পরম দয়াবান।	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٩﴾
৬৬. তিনিই তোমাদের জীবন দান করেন, অতঃপর মৃত্যু দেন, তারপর আবার জীবিত করবেন। নিশ্চয়ই মানুষ ভীষণ অকৃতজ্ঞ।	وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٢٠﴾
৬৭. প্রতিটি উম্মতের জন্যে আমরা নির্ধারিত করে দিয়েছি ইবাদত করার পদ্ধতি, যা তারা অনুসরণ করে। সুতরাং তারা যেনো এ বিষয়ে তোমার সাথে বিতর্ক না করে। তুমি তাদেরকে তোমার প্রভুর দিকে আহ্বান করো, নিশ্চয়ই তুমি রয়েছো সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।	لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ ۚ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١﴾
৬৮. তারা যদি তোমার সাথে বিতর্ক করে, তবে তুমি বলো: তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।	وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾
৬৯. তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ সে বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন।	اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٢٣﴾
৭০. তুমি কি জানোনা, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌ই জানেন? সবই কিতাবে রেকর্ড করা আছে। আর এ কাজ আল্লাহ্র জন্যে খুবই সহজ।	أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكِتَابٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٤﴾
৭১. তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন সবের ইবাদত করে যাদের পক্ষে আল্লাহ্ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি এবং এ সম্পর্কে তাদেরও কোনো জ্ঞান নেই। যালিমদের কোনো সাহায্যকারী হবেনা।	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ ۚ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٢٥﴾
৭২. যখন তাদের প্রতি আমাদের সুস্পষ্ট আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তুমি কাফিরদের চেহারা লক্ষ্য করো অসন্তোষ। তারা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়, যারা তিলাওয়াত করে আমাদের আয়াত। তুমি বলো:	وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ ۚ يَكَادُّونَ يَسْطُونِ بِالَّذِينَ يَثْلُونَ عَلَيْهِمْ ۚ أَيْتِنَا

রুকু
০৯

আমি কি এর চাইতেও মন্দ কিছুর সংবাদ তোমাদের দেবো? তাহলো জাহান্নাম! এর ওয়াদাই আল্লাহ্ কাফিরদের দিয়েছেন। আর এটা যে ফিরে যাবার কতো নিকট জায়গা!

قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ بئس المصيرُ ﴿٩٣﴾

৭৩. হে মানুষ! একাটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে তা শুনো। তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ডাকো, তারা একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারেনা, এ উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্র হলেও নয়। আর মাছি যদি তার থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাও তার থেকে উদ্ধার করতে পারেনা। সাহায্য সন্ধানকারী এবং যার কাছে সাহায্য সন্ধান করা হয়, (তারা উভয়ই) কতো যে দুর্বল!

يَأَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٩٤﴾

৭৪. তারা আল্লাহ্র যথার্থ মর্যাদা উল্লেখ করেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিশ্র, পরাক্রমশালী।

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٩٥﴾

৭৫. আল্লাহ্ ফেরেশতাদের থেকে বাণী বাহক মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্য থেকেও মনোনীত করেন। আল্লাহ্ সব শুনেন, সব দেখেন।

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٩٦﴾

৭৬. তাদের সামনে এবং পেছনে যা আছে সবই তিনি জানেন, আর সব বিষয় ফিরে যায় আল্লাহ্রই কাছে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٩٧﴾

৭৭. হে ঈমানদার লোকেরা! রুকু করো, সাজদা করো এবং ইবাদত করো তোমাদের প্রভুর, আর (মানব) কল্যাণের কাজ করো, অবশ্যি তোমরা সফলকাম হবে। (সাজদা)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٨﴾ السَّجْدَةُ

মাজদা

৭৮. আর জিহাদ করো আল্লাহ্র মধ্যে (উদ্দেশ্যে) জিহাদের হক আদায় করে। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোনো কষ্ট চাপিয়ে দেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহিমের আদর্শের উপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত হও। আল্লাহ্ই তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' পূর্বেও এবং এই কিতাবেও, যাতে করে এই রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয় আর তোমরাও সাক্ষী হও মানব জাতির উপর। অতএব তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আঁকড়ে ধরো আল্লাহকে। তিনিই তোমাদের মাওলা (অভিভাবক)। কতো যে উত্তম মাওলা তিনি এবং কতো যে উত্তম সাহায্যকারী!

وَ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَبِّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٩٩﴾

রুকু
১০

সূরা ২৩ আল মুমিনুন

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১১৮, রকু সংখ্যা: ০৬

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

০১-১১: জান্নাতুল ফেরদাউসের ওয়ারিশ মুমিনদের গুণাবলি।

১২-২২: মানুষ সৃষ্টির তত্ত্ব। মহাবিশ্বের সৃষ্টি। মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ।

২৩-৭৭: নূহ আ.-কে তাঁর জাতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যান এবং তাদের ধ্বংসের বিবরণ। এর পর বিভিন্ন জাতির কাছে পর্যায়ক্রমে আল্লাহর রসূল প্রেরণ। সব নবী একই আদর্শের বাহক ছিলেন। মানুষ ভালো ও মন্দ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যারা কুরআন, মুহাম্মদ সা. ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনেনা তারা বিপথগামী।

৭৮-১১৮: পুনরুত্থানের যুক্তি, তাওহীদের যুক্তি। ভালো দিয়ে মন্দ প্রতিহত করো। কিয়ামতের পর বংশ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ্ অকারণে মানুষ সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। শিরকের পক্ষে কোনো যুক্তি ও প্রমাণ নাই।

সূরা আল মুমিনুন (মুমিনগণ)	سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ
পরম করুণাময় পরম দয়ালবান আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. সফল হয়েছে মুমিনরা,	قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ১
০২. যারা তাদের সালাতে হয় বিনীত,	الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ ২
০৩. যারা অর্থহীন কথাবার্তা থেকে থাকে বিরত,	وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ৩
০৪. যারা আত্মোন্নয়নে থাকে সক্রিয়,	وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ৪
০৫. যারা নিজেদের যৌন জীবনকে করে হিফায়ত,	وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ৫
০৬. নিজেদের স্ত্রী এবং অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া, তাতে তারা হবেনা তিরস্কৃত।	إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۖ فَاتِّمَمُوا بِمُلُوكِهِمْ ۖ
০৭. কিন্তু যারা এ ছাড়া অন্য কাউকেও কামনা করবে, তারা অবশিষ্ট গণ্য হবে সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে।	فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ৭
০৮. আর তারা রক্ষা করে নিজেদের আমানত ও অংগীকার,	وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ৮
০৯. তাছাড়া তারা যত্নবান থাকে তাদের সালাতের প্রতি,	وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ৯
১০. এরাই হবে ওয়ারিশ।	أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ১০
১১. তারা ওয়ারিশ হবে ফেরদাউসের এবং সেখানেই হবে তারা চিরস্থায়ী।	الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ১১
১২. আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে,	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ১২

পারা
১৮

১৩. তারপর তাকে আমরা নোতফা (শুক্রবিন্দু) হিসেবে স্থাপন করি এক নিরাপদ দুর্গে।	ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝
১৪. তারপর আমরা নোতফাকে রূপান্তরিত করি আলাকা-তে (শক্তভাবে আঁটকে থাকা জিনিসে), তারপর আলাকা-কে রূপান্তরিত করি মুদগায় (পিণ্ডতে), তারপর মুদগাকে রূপান্তরিত করি হাড়-অস্থিতে, তারপর হাড়-অস্থিকে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে, তারপর আমরা তাকে বানিয়ে নিই অন্য এক সৃষ্টি। সুতরাং সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কতো যে বরকতওয়ালা!	ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝
১৫. এরপর অবশ্যি তোমাদের মৃত্যু হবে।	ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝
১৬. তারপর তোমরা পুনরুত্থিত হবে কিয়ামতের দিন।	ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۝
১৭. আমরা তোমাদের উপরে সৃষ্টি করেছি সাতটি স্তর (আকাশ), সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা গাফিল নই।	وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝
১৮. আর আমরা নাযিল করেছি আসমান থেকে পানি পরিমাণ মাফিক। সেই পানিকে আমরা সংরক্ষণ করেছি মাটিতে। আবার সে পানি আমরা নিয়ে যেতেও সক্ষম।	وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنْتَهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ۝
১৯. অতঃপর সেই পানি দিয়ে আমরা তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান, তাতে তোমাদের জন্যে হয় প্রচুর ফলন। তা থেকেই তোমরা খাও।	فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ۖ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝
২০. আমরা এক ধরনের গাছ সৃষ্টি করেছি, তা জন্মায় সিনাই পর্বতে। তাতে উৎপন্ন হয় তেল এবং ভোক্তাদের জন্যে ব্যঞ্জন।	وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِينَ ۝
২১. তোমাদের জন্যে গবাদি পশুতে রয়েছে শিক্ষার বিষয়। তাদের পেটে যা (যে দুধ) আছে তা থেকে আমরা তোমাদের পান করাই। তা ছাড়া সেগুলোর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্যে অনেক রকম উপকারিতা। আর তোমরা খেয়ে থাকো সেগুলো থেকে (সেগুলোর গোশত)।	وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝
২২. সেগুলোতে এবং নৌযানে তোমরা আরোহন করে থাকো।	وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝
২৩. আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কওমের কাছে। সে তাদের বলেছিল: ‘হে আমার কওম! তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো, তোমাদের জন্যে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তবু কি তোমরা সতর্ক হবেনা?’	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ: يُقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগের সামগ্রী: “এতো তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। সে তো তাই খায়, তোমরা যা খাও এবং তাই পান করে, তোমরা যা পান করো।	الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ﴿٣٨﴾
৩৪. তোমরা যদি তোমাদের মতো মানুষের আনুগত্য করো, তবে অবশ্যি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَا لَخٰسِرُوْنَ ﴿٣٩﴾
৩৫. সে কি তোমাদের এই ওয়াদা দেয় যে, তোমরা যখন মরে যাবে এবং মাটি ও হাড়-অস্থিতে পরিণত হবে তখনো তোমাদের বের করে আনা হবে?	اَيَعِدُّكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ﴿٤٠﴾
৩৬. অবসম্ভব, তোমাদের যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব।	هٰیهَاتَ هٰیهَاتَ لِمَا تُوعَدُوْنَ ﴿٤١﴾
৩৭. আমাদের দুনিয়ার হায়াতই একমাত্র হায়াত, এখানেই আমরা মরি এবং বাঁচি এবং আমরা কখনো পুনরুত্থিত হবোনা।	اِنْ هِيَ اِلَّا حَيٰتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٤٢﴾
৩৮. সে তো এমন একজন ব্যক্তি, যে মিথ্যা রচনা করে নিয়ে আল্লাহর নামে চালায়। আমরা তাকে বিশ্বাস করবোনা।”	اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ اِفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٣﴾
৩৯. (তখন) সে বললো: ‘প্রভু! আমাকে সাহায্য করো, তারা আমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।’	قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِيْ بِمَا كَذَبُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪০. (আল্লাহ্) বললেন: ‘অল্প কিছুদিন পরেই তারা অনুতপ্ত হবে।’	قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِيْنَ ﴿٤٥﴾
৪১. পরে বাস্তবিকই এক প্রচণ্ড শব্দ আঘাত হানে তাদের উপর। ফলে আমরা তাদের বানিয়ে দিলাম তরঙ্গ বিধ্বস্ত আবর্জনার স্তূপের মতো। এভাবেই দূর হয়ে গেলো যালিম কওম।	فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمُ غُثًاۭ فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪২. তাদের পরে আমরা সৃষ্টি করেছি আরো অনেক প্রজন্ম।	ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًاۭ اٰخَرِيْنَ ﴿٤٧﴾
৪৩. কোনো উম্মতই তাদের জন্যে নির্ধারিত সময়কে ত্বরান্বিতও করতে পারেনা এবং অতিক্রমও করতে পারেনা।	مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍۭ اَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৪. তারপর আমরা একের পর এক রসূল পাঠিয়েছি। যখনই কোনো উম্মতের কাছে তাদের রসূল এসেছিল, তারা তাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে আমরা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি একের পর এক এবং তাদের বানিয়ে দিয়েছি ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়।	ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًاۙ كُلَّمَا جَاءَ اُمَّةٌ رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاتَّبَعْنَاۙ بَعْضَهُمْۙ بَعْضًا وَ جَعَلْنٰهُمُۙ اَحَادِيْثَۙ فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِۙ لَآ يُوْمِنُوْنَ ﴿٤٩﴾
ধ্বংস হোক সেইসব লোক যারা ঈমান আনেনা।	

৪৫. এর পরে পাঠিয়েছি আমরা মূসা এবং তার ভাই হারুণকে আমাদের আয়াত এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে,	ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَآخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٥﴾
৪৬. ফেরাউন এবং তার (জাতির) নেতাদের কাছে। কিন্তু তারা অহংকার করে। আর তারা ছিলো একটি উদ্ধত কওম।	إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَٰ مَلَآئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾
৪৭. তারা বলেছিল: ‘আমরা কি আমাদের মতোই দু’জন মানুষের প্রতি ঈমান আনবো যেখানে তাদের সম্প্রদায় (বনি ইসরাঈল) আমাদেরই দাসত্ব করে?’	فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ بِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبْدُونَ ﴿٤٧﴾
৪৮. তারা তাদের দু’জনকেই প্রত্যাখ্যান করে, ফলে তারা হয়ে গেলো ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তরভুক্ত।	فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে করে তারা সঠিক পথ পায়।	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾
৫০. আমরা মরিয়মের পুত্র (ঈসা) এবং তার মাকে বানিয়েছিলাম একটি নিদর্শন। আমরা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও বারণা বিশিষ্ট টিলায়।	وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾
৫১. হে রসূলরা! তোমরা উত্তম-পবিত্র জিনিস খাও এবং আমলে সালেহ্ করো। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমি জ্ঞাত।	يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾
৫২. তোমাদের এই উম্মত মূলত একটিই উম্মত এবং আমিই তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো।	وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾
৫৩. কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দীনকে বহুধা বিভক্ত করে ফেলেছে, প্রত্যেক উপদলই তাদের কাছে যা আছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট।	فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾
৫৪. সুতরাং কিছুকালের জন্যে তাদেরকে তাদের বিভ্রান্তিতে পড়ে থাকতে দাও।	فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদের যে ধনমাল ও সন্তান সন্ততি দিয়ে সাহায্য করছি,	أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُسِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَ بَنِينَ ﴿٥٥﴾
৫৬. তা দিয়ে তাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা।	نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾
৫৭. নিশ্চয়ই যারা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে তাদের প্রভুর ভয়ে,	إِنَّ الدَّائِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾
৫৮. যারা ঈমান রাখে তাদের প্রভুর আয়াতের প্রতি,	وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯. যারা শিরক করেনা তাদের প্রভুর সাথে,	وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾
৬০. এবং তাদেরকে যা দান করা হয়েছে, তাদের প্রভুর কাছে ফিরে আসতে হবে এই বিশ্বাসে তা থেকে দান করে ভীত কম্পিত মনে,	وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾
৬১. এরাই তৎপর কল্যাণকর কাজে এবং এরাই তাতে অগ্রগামী।	أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْحَسَنَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَبِقُونَ ﴿٦١﴾
৬২. আমরা কোনো ব্যক্তির উপরই তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্বের বোঝা চাপাইনা। আমাদের কাছে রয়েছে একটি কিতাব যা সত্য বলে দেয়। আর তাদের প্রতি কোনো প্রকার যুলুম করা হবেনা।	وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا مَكْتُبٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يَظْلُمُونَ ﴿٦٢﴾
৬৩. বরং এ বিষয়ে তাদের কলবগুলো হয়ে রয়েছে অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন। এ ছাড়া তাদের আরো অনেক (মন্দ) কাজ আছে, সেগুলো তারা করে থাকে,	بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿٦٣﴾
৬৪. যতোদিন না আমরা তাদের বিলাসী প্রতিপত্তিশালীদেরকে আযাবের আঘাতে পাকড়াও করি। যখন তা করি তখন তারা আতনাদ করতে থাকে।	حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعُرُونَ ﴿٦٤﴾
৬৫. (কিয়ামতের দিন তাদের বলা হবে:) আজ আতনাদ করোনা। তোমরা কিছুতেই আজ আমাদের সাহায্য পাবেনা।	لَا تَجْعُرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾
৬৬. তোমাদের কাছে তো আমাদের আয়াত তিলাওয়াত করা হতো, তখন তোমরা পেছনে ফিরে কেটে পড়তে,	قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُثْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُنْكِرُ صَوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. দাঙ্জিরের মতো- এ সম্পর্কে রাব্রো নিরর্থক কল্পকথা বলতে বলতে।	مُسْتَكْبِرِينَ ۖ بِهِ سِمِرٌ تَهَجَّرُونَ ﴿٦٧﴾
৬৮. তারা কি এ বাণী অনুধাবন করার চেষ্টা করেনা, না কি তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি?	أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾
৬৯. না কি তারা তাদের রসূলকে চিনতে পারেনা বলে তাকে অস্বীকার করে?	أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦٩﴾
৭০. না কি তারা বলে: ‘সে তো একজন জিনে ধরা লোক?’ না, বরং সে তাদের কাছে ‘হক’ (মহাসত্য) নিয়ে এসেছে এবং তাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে অপছন্দ করে।	أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿٧٠﴾
৭১. সত্য যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতো, তাহলে মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সর্বত্র ফাসাদ সৃষ্টি হয়ে যেতো। বরং আমরা তাদের কাছে পাঠিয়েছি তাদের উপদেশ, আর তারা তাদের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।	وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَن فِيْهِنَّ ۚ بَلْ آتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

৭২. তুমি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাইছো? তোমার প্রভুর প্রতিদানই তোমার জন্যে উত্তম। তিনিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।	أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿٧٢﴾
৭৩. তুমি তো তাদের আহ্বান করছো সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে।	وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾
৭৪. যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনেনা তারা সেই সিরাত (পথ) থেকে বিচ্যুত।	وَأِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ﴿٧٤﴾
৭৫. আমরা যদি তাদের প্রতি রহমত করতাম এবং তাদের দুঃখ দুর্দশাও দূর করে দিতাম, তবু তারা তাদের অবাধ্যতা নিয়েই বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতো।	وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْكَفَوَاتِ طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾
৭৬. আমরা তাদের আযাব দিয়ে পাকড়াও করেছি, কিন্তু তখনো তারা তাদের প্রভুর প্রতি বিনত হয়নি এবং বিনয়ের সাথে ফরিয়াদও করেনি তাঁর কাছে।	وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾
৭৭. অবশেষে যখন আমরা তাদের জন্যে কঠিন আযাবের দুয়ার খুলে দেই, তখন তাতে তারা হতাশ হয়ে পড়ে থাকে।	حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾
৭৮. তিনিই তো তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন কান, চোখ এবং হৃদয়। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর আদায় করো।	وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾
৭৯. তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের বংশ বিস্তার করে দিয়েছেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদের হাশর (সমবেত) করা হবে।	وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾
৮০. তিনিই তো হায়াত দান করেন এবং মউত ঘটান। রাত এবং দিনের আবর্তন তাঁরই কর্তৃত্বে। তবু কি তোমরা আকল খাটাবেনা?	وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾
৮১. বরং তারা সে রকমই বলে, যে রকম বলেছে তাদের আগেকার লোকেরা।	بَلْ قَالُوا امِثْلُ مَا قَالِ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾
৮২. তারা বলে: “আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি আর হাড়ে পরিণত হবো, তখন কি আমাদের পুনর্জীবিত করা হবে?”	قَالُوا عَادًا مِثْلًا وَكُنَّا ثُرَابًا وَ عِظَامًا ۖ عَرَانًا لِّمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾
৮৩. আমাদেরকে তো এর ওয়াদা দেয়া হয়েছে এবং এর আগে দেয়া হয়েছে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও। আসলে এতো সেকালের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।”	لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَ آبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾
৮৪. হে নবী! তাদের জিজ্ঞাসা করো! পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলো কার, যদি তোমরা জানো, তবে বলো?	قُلْ لِّسَنِ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾
৮৫. অবশ্যি তারা বলবে: ‘আল্লাহর।’ বলো: ‘তবে কেন শিক্ষা গ্রহণ করোনা?’	سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৬. হে নবী! তাদের জিজ্ঞেস করো: ‘সাত আকাশ এবং আরশে আযিমের রব কে?’	قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝
৮৭. অবিলম্বেই তারা বলবে: ‘আল্লাহ।’ বলো: ‘তবে কেন তোমরা সতর্ক হওনা?’	سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝
৮৮. হে নবী! তাদের জিজ্ঞেস করো: কার মুস্তিবদ্ধ রয়েছে সবকিছুর কর্তৃত্ব, যিনি সবাইকে আশ্রয় দেন এবং যার উপর কোনো আশ্রয়দাতা নেই? যদি তোমরা জানো, বলো।	قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ يُجِزُّهُ وَ لَا يُجَارُّ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
৮৯. অবিলম্বেই তারা বলবে: ‘আল্লাহ।’ বলো: ‘তবে কোন্ দিকে তোমরা মোহগস্ত হচ্ছেো?’	سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝
৯০. বরং আমরা তাদের কাছে সত্য পৌছে দিয়েছি, কিন্তু তারা অবশ্য অবশ্যি মিথ্যাবাদী।	بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝
৯১. আল্লাহ্ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সাথে আর কোনো ইলাহও নেই। যদি থাকতোই, তবে তো প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো এবং তারা একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তারে উঠে পড়ে লাগতো। তারা যা আরোপ করে, তা থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র ও মহান।	مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلٰهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝
৯২. তিনি গায়েবের জ্ঞানী এবং দৃশ্যেরও। তারা তাঁর সাথে যা শরিক করে তিনি তা থেকে অনেক উপরে।	عَلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَتَعَلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝
৯৩. (হে নবী!) বলো: “আমার প্রভু! যে (আযাবের) বিষয়ে তাদের ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা যদি তুমি আমার জীবদশায় সংঘটিত করো,	قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيّٰنِيْ مَا يُوعَدُونَ ۝
৯৪. তবে, হে প্রভু! আমাকে যালিম লোকদের অন্তরভুক্ত করোনা।”	رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظَّٰلِمِيْنَ ۝
৯৫. আমরা তাদের যে বিষয়ের ওয়াদা দিচ্ছি, তা (তোমার জীবদশায়ই) তোমাকে দেখাতে অবশ্যি আমরা সক্ষম।	وَ اِنَّا عَلٰى اَنْ تُرِيَّكَ مَا نُوْعِدُهُمْ لَقٰدِرُونَ ۝
৯৬. মন্দের মুকাবেলায় তাই করো যা সর্বোত্তম। তারা যা আরোপ করে সে বিষয়ে আমরা অধিক জানি।	اِذْفَعْ بِالَّذِيْ هِيَ اَحْسَنُ السِّيَرَةِ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۝
৯৭. হে নবী! বলো: “আমার প্রভু! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে।	وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ ۝
৯৮. আমি তোমার কাছে আরো পানাহ চাই আমার কাছে তাদের (শয়তানদের) হাজির হওয়া থেকে।”	وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّخْضَرُوْنِ ۝
৯৯. যখন তাদের কারো মউতের সময় এসে পড়ে, তখন সে বলে: “প্রভু! আমাকে পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠাও।	حَتّٰى اِذَا جَآءَ اَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعْنِىْ ۝

১০০. যাতে আমি ভালো কাজ করতে পারি, যা আমি আগে করিনি।” কখনো নয়, এতো কথার কথা মাত্র। আর তাদের সামনেই আছে বরযখ পুনরুত্থান কাল পর্যন্ত।	لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝
১০১. যখন ফুঁ দেয়া হবে শিঙ্গায়, সেদিন তাদের মাঝে আর কোনো বংশীয় বন্ধন থাকবেনা এবং কেউ কারো কথা জিজ্ঞাসাও করবেনা।	فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۝
১০২. তখন ভারি হবে যাদের (নেকীর) পাল্লা, তারাই হবে সাফল্য অর্জনকারী।	فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
১০৩. এবং হালকা হবে যাদের (নেকীর) পাল্লা, তারা হলো সেইসব লোক যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে, চিরকাল থাকবে তারা জাহান্নামে।	وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝
১০৪. আগুন দক্ষ করতে থাকবে তাদের চেহারা এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারা নিয়ে।	تَلْفَحُ وَجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كِلِحُونَ ۝
১০৫. (তাদের বলা হবে:) ‘তোমাদের কাছে কি আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হতোনা? এবং তোমরা সেটাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে না?’	أَلَمْ تَكُنْ مِنْ آيَاتِنَا تُنْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝
১০৬. তারা বলবে: “আমাদের প্রভু! আমাদের বদ নসিব আমাদের উপর বিজয়ী হয়েছে আর মূলতই আমরা ছিলাম একটি বিপথগামী কওম।	قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝
১০৭. আমাদের প্রভু! এখন আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দাও। এরপরও যদি আমরা কুফুরিতে ফিরে যাই, তবে অবশিষ্ট আমরা যালিম হিসেবেই গণ্য হবো।”	رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝
১০৮. তিনি বলবেন: ‘তোমরা এখানেই নিকৃষ্ট অবস্থায় পড়ে থাকো এবং আমার সাথে তোমরা আর কথা বলোনা।’	قَالَ احْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۝
১০৯. আমার একদল বান্দা বলতো: ‘আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি, তাই তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের প্রতি রহম করো, আর তুমিই তো সর্বোত্তম রহমওয়ালা।’	إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝
১১০. কিন্তু তোমরা তাদের নিয়ে বিদ্রূপ করতে আর সেই বিদ্রূপ তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদের নিয়ে হাসি ঠাট্টাই করছিলে।	فَاتَّخَذَتْهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ۝
১১১. তাদের সবার অবলম্বনের কারণে আমি তাদের এমন জেয়া (প্রতিদান) দিয়েছি যে, আজ তারাই সফলকাম।	إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

১১২. তিনি জিজ্ঞেস করবেন: ‘তোমরা পৃথিবীতে কয় বছর অবস্থান করেছিলে?’	قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝
১১৩. তারা বলবে: ‘আমরা সেখানে অবস্থান করেছিলাম একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ। গণনাকারীদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন।’	قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْأَلِ الْعَادِيْنَ ۝
১১৪. তিনি বলবেন: তোমরা অল্পকালই সেখানে অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে!	قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
১১৫. তোমরা কি ধরে নিয়েছিলে যে, আমরা বিনা কারণেই তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম? আর তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবেনা?	أَفَحَسِبْتُمْ أَنْتُمْ خَلَقْنَاهُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ عَلَيْنَا لَا تَرْجَعُونَ ۝
১১৬. অতীব মহান আল্লাহ্ প্রকৃত সম্রাট, কোনো ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। সম্মানিত আরশের তিনি মালিক।	فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝
১১৭. যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ ডাকে, এ বিষয়ে তার কাছে কোনো সত্যায়নপত্র নেই। তার হিসাব হবে তার প্রভুর কাছে। কাফিররা কখনো সফলতা অর্জন করেনা।	وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝
১১৮. হে নবী! তুমি বলো: ‘আমার প্রভু!, ক্ষমা করো এবং রহম করো, আর তুমিই তো সর্বোত্তম রহমওয়ালা।’	وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝

রুকু
০৬

সূরা ২৪ আন নূর

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৬৪, রুকু সংখ্যা: ০৯

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

- ০১-১০: ব্যভিচারের বিধান, অপবাদের বিধান, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ সংক্রান্ত বিধান।
- ১১-২৬: উম্মুল মুমিনিন আয়েশার রা. প্রতি অপবাদ আরোপের তীব্র নিন্দা, মুমিনদের সংশোধন, আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা।
- ২৭-৩১: পর্দার বিধান।
- ৩২-৩৪: দাসদাসী ও অভাবীদের বিয়ের উপদেশ।
- ৩৫: আল্লাহ্ মহাবিশ্বের নূর। তাঁর নূরের উপমা।
- ৩৬-৪০: মুমিনদের প্রশংসা, কাফিরদের আমল ও কর্মনীতির উপমা।
- ৪১-৫০: আল্লাহ্র মহিমা ও কর্তৃত্ব। প্রতিটি প্রাণীর সৃষ্টি পানি থেকে। মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।
- ৫১-৫৭: মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। মুমিনদের খিলাফত দানে আল্লাহ্র ওয়াদা।
- ৫৮-৬০: পর্দার আরো কিছু বিধান।
- ৬১: যারা অনুমতি ছাড়া খেতে পারবে এবং যাদের ঘরে অনুমতি ছাড়া খেতে পারবে।
- ৬২-৬৪: মুমিনদের গুণাবলি, মহাবিশ্বের সব কিছুর মালিক আল্লাহ্।

<p>সূরা আন নূর (আলো)</p> <p>পরম করণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে</p>	<p>سُورَةُ النُّورِ</p> <p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>
<p>০১. এটি একটি সূরা। আমরা এটি নাযিল করেছি এবং ফরয করে দিয়েছি এর বিধান। আর এতে নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যাতে করে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।</p>	<p>سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ①</p>
<p>০২. জিনাকারী নারী এবং জিনাকারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে বেত্রাঘাত করো একশটি করে। আল্লাহর আইন বাস্তবায়নে তাদের প্রতি দয়া যেনো তোমাদের প্রভাবিত না করে যদি তোমরা ঈমান রাখো আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি। আর তাদের শাস্তি দেখার জন্যে একদল মুমিন যেনো উপস্থিত থাকে।</p>	<p>الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ①</p>
<p>০৩. জিনাকারী বিয়ে করেনা কোনো জিনাকারিনী কিংবা মুশরিক নারী ছাড়া। আর কোনো জিনাকারিনীও বিয়ে করেনা কোনো জিনাকারী কিংবা মুশরিক ছাড়া। এটা হারাম করে দেয়া হলো মুমিনদের জন্যে।</p>	<p>الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ②</p>
<p>০৪. যারা সতী সাধ্বী নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, তারপর চারজন সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থ হয় তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং কখনো তাদের সাক্ষ্যগ্রহণ করবেনা। কারণ, তারা ফাসিক (সীমালঙ্ঘনকারী)।</p>	<p>وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ③</p>
<p>০৫. তবে যারা এমনটি করার পর অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তাদের কথা ভিন্ন। কারণ আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল অতীব দয়াবান।</p>	<p>إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ④</p>
<p>০৬. আর যারা নিজ স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের আর কোনো সাক্ষী নেই, তাদের একজনের সাক্ষ্যই চার সাক্ষীর সমতুল্য হবে। এভাবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে, সে অবশ্যি সত্যবাদী।</p>	<p>وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑤</p>
<p>০৭. পঞ্চমবার বলবে, তার উপর আল্লাহর লা'নত নেমে আসুক যদি সে মিথ্যাবাদী হয়।</p>	<p>وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ⑥</p>
<p>০৮. আর তার স্ত্রীর দণ্ডও রহিত হয়ে যাবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী।</p>	<p>وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذَّابِينَ ⑦</p>

ককু
০১

০৯. আর পঞ্চমবার বলবে, তার নিজের উপর আল্লাহর গজব নেমে আসুক যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়।

وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑩

১০. (তোমাদের কেউই রক্ষা পেতেনা) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হতো এবং তিনি যদি তওবা করুলকারী প্রজ্ঞাবান না হতেন।

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑪

১১. যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি গ্রুপ। এ ঘটনাকে তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর মনে করোনা, বরং ওটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। এ মিথ্যা ঘটনা রটনাকারী প্রত্যেকের জন্যে তাই রয়েছে, যে যা পাপ কামাই করেছে। আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে তার জন্যে রয়েছে বিরাট আযাব।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآلِفِكَ غُصَّةٍ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑫

১২. মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীরা যখন এই (অপবাদের) ঘটনা শুনলো, তখন কেন তারা নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা করলো না এবং কেন বললোনা: ‘এ তো এক সুস্পষ্ট অপবাদ।’

لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ⑬

১৩. তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী হাজির করলোনা? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তাই তারা আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী।

لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ⑭

১৪. তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং রহমত না হতো, তাহলে তোমরা যে অন্যায়ে লিপ্ত হয়েছিলে তার জন্যে তোমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতে স্পর্শ করতো মহাশাস্তি।

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑮

১৫. তোমরা মুখে মুখে তা ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করে যাচ্ছিলে যার কোনো এলেম তোমাদের ছিলনা। তোমরা এটাকে মনে করছিলে সহজ। অথচ এটা ছিলো এক জঘন্য বিষয় আল্লাহর কাছে।

إِذْ تَكَفَّرْتُمْ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ⑯

১৬. তোমরা এই (অপবাদ) শুন্যর সাথে সাথে কেন বললোনা: ‘এ বিষয়ে আমাদের কথা বলা উচিত নয়, আল্লাহ পবিত্র, এ-তো এক বিরাট অপবাদ।’

وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ⑰

১৭. আল্লাহ তোমাদের ওয়ায (উপদেশ) করছেন, তোমরা যেনো অনুরূপ কাজে আর কখনো জড়িত না হও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑱

১৮. আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে পরীক্ষারভাবে বয়ান করছেন আয়াতসমূহ। আল্লাহ্ জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান।	وَيَبِّينُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾
১৯. যারা মুমিনদের মাঝে ফাহেশার প্রচার প্রসার পছন্দ করে, তাদের জন্যে রয়েছে বেনাদাযক আযাব দুনিয়া এবং আখিরাতে। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জানোনা।	إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الدِّينِ أَمْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾
২০. (তোমরা রক্ষা পেতেনা) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং রহমত না হতো এবং আল্লাহ্ যদি কোমল ও দয়ালব না হতেন।	وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾
২১. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ইত্তেবা (অনুসরণ) করোনা শয়তানের পদাংক। যে কেউ ইত্তেবা করবে শয়তানের পদাংকের, সে জেনে রাখুক, শয়তান নিশ্চয়ই নির্দেশ দেয় ফাহেশা এবং গর্হিত কাজের। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং রহমত না হতো, তাহলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র থাকতে পারতেনা। আল্লাহ্ই পবিত্র রাখেন যাকে ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ সব গুণেন, সব জানেন।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۖ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾
২২. তোমাদের মধ্যে যারা ধন-মালে প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেনো কসম খেয়ে না বলে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন (অভাবী) এবং আল্লাহ্র পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবেনা। তারা যেনো তাদের ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিন? আর আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল দয়ালব।	وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَ الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَليُغْفَرُوا لِيُصَفِّحُوا ۚ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾
২৩. যারা সত্যী সাক্ষী সরলমনা ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাদের প্রতি লানত বর্ষিত হয়েছে দুনিয়া এবং আখিরাতে, আর তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট আযাব।	إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾
২৪. যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জবান, তাদের হাত, তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে,	يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾
২৫. সেদিন আল্লাহ্ তাদের পুরোপুরি দেবেন তাদের সত্যিকার প্রতিফল এবং (তখন) তারা জানতে পারবে আল্লাহ্ই প্রকৃত সত্য, স্পষ্টভাষী।	يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ وَيُخَالِفُ لَهُمْ الْحَقُّ ۚ وَاللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

রুকু
০৩

<p>২৬. খবিছ নারীরা খবিছ পুরুষদের জন্যে এবং খবিছ পুরুষরা খবিছ নারীদের জন্যে। আর পবিত্র নারীরা পবিত্র পুরুষদের জন্যে এবং পবিত্র পুরুষরা পবিত্র নারীদের জন্যে। লোকেরা যা বলে তা থেকে এরা পবিত্র। তাদের জন্যে রয়েছে মাগফিরাত এবং সম্মানজনক রিযিক।</p>	<p>الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾</p>
<p>২৭. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে অনুমতি না নিয়ে এবং ঘরবাসীদের সালাম না দিয়ে ঢুকে পড়োনা। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম নিয়ম। আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।</p>	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾</p>
<p>২৮. যদি তোমরা ঘরে কাউকেও না পাও, তাহলে তোমরা সে ঘরে প্রবেশ করোনা যতোকণ না তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি তোমাদের ফিরে যেতে বলা হয়, তবে ফিরে যাও। এটাই তোমাদের জন্যে পবিত্রতম পন্থা। আল্লাহ্ জ্ঞাত তোমরা যা আমল করো।</p>	<p>فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۚ هَٰذَا زَكَىٰ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾</p>
<p>২৯. এমন ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে তোমাদের কোনো দোষ হবেনা, যে ঘরে কেউ বসবাস করেনা যদি সেখানে তোমাদের মাল সামগ্রী থাকে। তোমরা কী প্রকাশ করো আর কী গোপন করো তা আল্লাহ জানেন।</p>	<p>لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾</p>
<p>৩০. হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলো: তারা যেনো (নারীদের থেকে) নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং হিফায়ত করে নিজেদের যৌন জীবনকে। এটা তাদের জন্যে পবিত্রতম পন্থা। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে ভালোভাবে অবহিত।</p>	<p>قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾</p>
<p>৩১. আর মুমিন নারীদের বলো, তারা যেনো (পুরুষদের থেকে) নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং হিফায়ত করে নিজেদের যৌন জীবন। যা সাধারণত প্রকাশ থাকে, তা ছাড়া নিজেদের যীনত (সৌন্দর্য) যেনো তারা প্রকাশ না করে। তাদের চাদর (বা ওড়না) দিয়ে যেনো তাদের গলা এবং বক্ষ ঢেকে রাখে। তারা যেনো তাদের যীনত (সৌন্দর্য) প্রকাশ না করে এদের সম্মুখে ছাড়া: তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনপুত্র, আপন নারীকুল, তাদের মালিকানাধীন দাস-দাসী, যৌন কামনাহীন পুরুষ এবং নারীদের গোপন</p>	<p>وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الرَّبَّةِ</p>

অঙ্গসমূহ সম্পর্কে চেতনাহীন শিশু। তারা যেনো তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পা ফেলে না চলে। হে মুমিনরা! তোমরা সবাই অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, যাতে করে তোমরা অর্জন করো সফলতা।

مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِمْ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِمْ ۖ وَتُؤْتَوْنَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী নেই এবং যাদের স্ত্রী নেই, তাদের বিয়ে দিয়ে দাও, আর তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা সং তাদেরকেও। তারা যদি অভাবী হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ উদার, জ্ঞানী।

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

৩৩. যাদের বিয়ে করার (আর্থিক) সামর্থ্য নেই, তাদেরকে আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করা পর্যন্ত তারা যেনো সংযম অবলম্বন করে। তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে কেউ তার যুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তোমরা তাদের সাথে লিখিত চুক্তি করে নাও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ দেখতে পাও। আর আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাদের দান করো। পার্থিব জীবনের (অর্থ) লোভে তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করোনা যদি তারা তাদের সতীত্ব রক্ষা করতে চায়। আর কেউ তাদেরকে বাধ্য করলে, বাধ্য হওয়াদের ব্যাপারে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

وَلَيْسَتُغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيلَتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَن يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

৩৪. আমরা তোমাদের কাছে নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং তোমাদের আগেকার লোকদের উদাহরণ আর সতর্ক সচেতন লোকদের জন্যে উপদেশ।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫. আল্লাহ মহাকাশ এবং পৃথিবীর নূর। তাঁর নূরের উপমা হলো একটি প্রদীপ ঘর। তাতে আছে প্রদীপ। প্রদীপটি স্থাপিত একটি কাঁচের পরিবেষ্টনীর মধ্যে। কাঁচের পরিবেষ্টনীটি যেনো উজ্জ্বল নক্ষত্র। সেটি জ্বালানো হয় পবিত্র যয়তুন গাছের তেল দিয়ে। সেটি পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। আশুন সেটিকে স্পর্শ না করলেও যেনো সেটির তেলই ছড়াচ্ছে উজ্জ্বল আলো। নূরের উপর নূর। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর নূরের দিকে। আল্লাহ মানুষের

اللَّهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَنسَسْهُ نَارٌ ۖ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ

জন্মে এভাবেই দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞানী।

الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

৩৬. সেইসব ঘর, যেসব ঘরে আল্লাহ তাঁর নাম সম্মান ও স্মরণ করতে অনুমতি দিয়েছেন, সকাল-সন্ধ্যায় সেগুলোতে তাঁর তসবিহ করে

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾

৩৭. সেইসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচা-কেনা বিরত রাখেনা আল্লাহর যিকির, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে। তারা ভয় করে সেই দিনটিকে যেদিন মানুষের অন্তর আর চোখ উল্টে যাবে।

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

৩৮. যাতে করে আল্লাহ তাদের আমলের উত্তম পুরস্কার তাদের দিতে পারেন এবং বৃদ্ধি করে দিতে পারেন তাঁর অনুগ্রহ থেকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক দিয়ে থাকেন বিনা হিসাবে।

لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ يَزِرْكَ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

৩৯. আর যারা কুফরি করে, তাদের আমলের উপমা হলো মরুভূমির মরীচিকা, পীপাসার্ত ব্যক্তি যাকে মনে করে পানি। যখন সে সেখানে এসে পৌছে, কিছুই পায়না। সে তো সেখানে পায় কেবল আল্লাহকে। তিনি তাকে তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দিয়ে দেবেন, আর আল্লাহ দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَّحْسِبُهَا الظَّمَانُ مَاءً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوفَهُ حِسَابَهُ ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

৪০. অথবা (তাদের আমলের) উপমা হলো গভীর সমুদ্রের অন্ধকাররাশি, যাকে ঢেকে রাখে ঢেউয়ের উপর ঢেউ, তার উপর কালো মেঘপুঞ্জ। অন্ধকার রাশির স্তর একটির উপর একটি। সে যখন তার হাত বের করে, আদৌ দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে নূর দান করেন না, তার কোনো নূর নেই।

أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحْرٍ لُّبِّيٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرِبَهَا ۚ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

৪১. তুমি দেখোনা মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যারাই আছে তারা সবাই এবং উদ্ভূত পাখিকুল তসবিহ করছে আল্লাহর। তারা প্রত্যেকেই জেনেছে তার সালাত (ইবাদত) ও তসবিহর পদ্ধতি। তারা যা করে আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّيْرُ صَفَّتْ كُلُّ قَدِّ عِلْمَ صَلَاتِهِ وَ تَسْبِيحِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

৪২. মহাকাশ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব আল্লাহর এবং আল্লাহর কাছেই হবে সবার প্রত্যাবর্তন।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ۚ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

৪৩. তুমি কি দেখোনা, আল্লাহই তো পরিচালিত করেন মেঘমালাকে, তারপর সেগুলোকে একত্র করেন, অতঃপর পুঞ্জীভূত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও সেগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বৃষ্টির পানি। আকাশের জমে যাওয়া মেঘস্বূপ থেকে

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزَيِّجُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤْتِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَتَوٰى الْوُدُقُ يَخْرُجُ مِّن خِلَالِهِ ۚ وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ

<p>তিনি বর্ষণ করেন শিলা, আর তা দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা থেকে রক্ষা করেন উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে। তার বিদ্যুতের বলক দৃষ্টি প্রায় কেড়ে নেয়।</p>	<p>مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَآ بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٦٧﴾</p>
<p>৪৪. আল্লাহ্ই পরিবর্তন ঘটান রাত আর দিনের। দৃষ্টিবান লোকদের জন্যে এতে রয়েছে একটি শিক্ষা।</p>	<p>يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٦٨﴾</p>
<p>৪৫. আল্লাহ্ প্রতিটি জীবকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। তাদের কিছু জীব চলে পেটে ভর দিয়ে, কিছু চলে দুই পায়ে এবং কিছু চলে চার পায়ে। আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন যা তিনি চান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব বিষয়ে শক্তিমান।</p>	<p>وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٩﴾</p>
<p>৪৬. নিশ্চয়ই আমরা নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে।</p>	<p>لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٠﴾</p>
<p>৪৭. তারা বলে: ‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি আর আমরা আনুগত্য মেনে নিলাম।’ কিন্তু এর পরই তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আসলে তারা মুমিন নয়।</p>	<p>وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٧١﴾</p>
<p>৪৮. তাদেরকে যখন আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেয়ার জন্যে, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।</p>	<p>وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٢﴾</p>
<p>৪৯. আর যদি তাদের প্রাপ্য কোনো অধিকারের বিষয় হয়, তখন তারা বিনীত হয়ে রসূলের কাছে ছুটে আসে।</p>	<p>وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٧٣﴾</p>
<p>৫০. তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, নাকি তারা সংশয়ে নিমজ্জিত? আর নাকি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন? আসল কথা হলো তারা যালিম।</p>	<p>أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْجِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ أَمْ يَكُنْ لَهُمُ الظُّلُمُونَ ﴿٧٤﴾</p>
<p>৫১. মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ্ ও আল্লাহর রসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেয়ার জন্যে তখন তাদের কথা একটাই হয়ে থাকে যে, ‘আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।’ এসব লোকই হবে সফলকাম।</p>	<p>إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٧٥﴾</p>
<p>৫২. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে</p>	<p>وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ</p>

এশার সালাতের পরে। এই তিনটি তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এই সময় ছাড়া বাকি সময়ে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে তোমাদেরও এবং তাদেরও কোনো দোষ হবেনা। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবেই আল্লাহ্ বয়ান করেন তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ। আল্লাহ্ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ ۖ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بِغَضَبٍ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

৫৯. তোমাদের বাচাচারা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তখন তারাও যেনো অনুমতি চেয়ে নেয় যেভাবে অনুমতি নেয় তাদের বয়োজেষ্ঠরা। এভাবেই বর্ণনা করেন আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াত। আল্লাহ্ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

৬০. বৃদ্ধ নারীরা, যারা বিয়ের আশা রাখেনা, তারা যদি তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে বহিরাবরণ খুলে রাখে, তবে তাদের কোনো দোষ হবেনা। তবে সংযত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ্ সব শুনেন, সব জানেন।

وَالْفَوَاحِشُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۖ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾

৬১. অন্ধদের দোষ নেই, খোঁড়াদের দোষ নেই এবং রোগীদেরও দোষ নেই (তারা যদি অনুমতি ছাড়া কারো কিছু খেয়ে নেয়), আর তোমাদের নিজেদেরও দোষ হবেনা তোমরা যদি (অনুমতি ছাড়া) খাও তোমাদের নিজেদের ঘরে, তোমাদের পিতাদের ঘরে, তোমাদের মায়ের ঘরে, তোমাদের ভাইদের ঘরে, তোমাদের বোনদের ঘরে, তোমাদের চাচাদের ঘরে, তোমাদের ফুফুদের ঘরে, তোমাদের মামাদের ঘরে, তোমাদের খালাদের ঘরে, সেইসব ঘরে যেসব ঘরের চাবি তোমাদের অধিকারে থাকে এবং তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। তোমরা একত্রে খাও কিংবা আলাদা আলাদা খাও তাতে তোমাদের কোনো দোষ হবেনা। যখনই তোমরা ঘরে দাখিল হবে নিজেদের প্রতি সালাম করবে। এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেয়া অভিবাদন কল্যাণময় ও উত্তম। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে বয়ান করেন আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে, যাতে করে তোমরা আকল খাটাও।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ بِمَآ مَلَكَتُمْ أَوْ مَقَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۖ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۖ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. মুমিন তো তারাই, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রসুলের প্রতি, আর রসুলের সাথে সামষ্টিক বিষয়ে একত্র হলে তারা অনুমতি ছাড়া চলে যায়না। যারা (প্রয়োজনে) তোমার কাছে অনুমতি চায় তারাই ঈমান রাখে

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ

আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসুলের প্রতি। তারা তাদের কোনো প্রয়োজনে (বৈঠক থেকে) বাইরে যেতে তোমার কাছে অনুমতি চাইলে তুমি যাকে ইচ্ছা অনুমতি দেবে এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে মাগফিরাত প্রার্থনা করবে। কারণ আল্লাহ তো অতীব ক্ষমাশীল দয়াময়।

يَسْتَأْذِنُكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ
شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٥﴾

৬৩. (হে মুমিনরা!) রসুলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরকে আহ্বান করার সমতুল্য মনে করোনা। তোমাদের যারা (রসুলের ডাকা বৈঠক থেকে) অনুমতি ছাড়াই সরে পড়ে, আল্লাহ তাদের জানেন। সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেনো সতর্ক হয় এ জন্যে যে, তাদের উপর ফিতনা এসে পড়তে পারে, কিংবা তাদের উপর আপত্তি হতে পারে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ
كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ
الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ
فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

৬৪. সাবধান, জেনে রাখো, মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমরা যেসব কাজে নিরত আছো সবই আল্লাহ জানেন। যেদিন তাদেরকে তাঁর (আল্লাহর) কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে সেদিন তিনি তাদের অবহিত করবেন তারা কী কাজ করেছিল? আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞাত।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ قَدْ
يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُزْجَعُونَ
إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾

রুকু
০৯

সূরা ২৫ আল ফুরকান

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৭৭, রুকু সংখ্যা: ০৬

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

০১-০৩: আল্লাহ এক। শিরকের অসারতা।

০৪-০৯: কুরআন ও রসুলের সত্যতার যুক্তি।

১০-২০: আখিরাত অস্বীকারকারীরা জাহান্নামি। মুশরিকদের অলি ও উপাস্যরা মুশরিকদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সকল নবীই মানুষ ছিলেন।

২১-৩৪: অবিশ্বাসীদের হাস্যকর দাবি। বিচারের দিনটি হবে কাফিরদের জন্য কঠিন। রসূল বলবেন, হে আল্লাহ আমার লোকেরাই কুরআন পরিত্যাগ করে রেখেছিল। কুরআন একত্রে নাযিল না করার কারণ।

৩৫-৪৪: বিভিন্ন জাতি কর্তৃক নবীদের প্রত্যাখ্যান এবং তাদের পরিণতি।

৪৫-৬২: মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহর প্রতি মানুষের অকৃতজ্ঞতা।

৬৩-৭৭: আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের গুণাবলি।

সূরা আল ফুরকান (বিচারের মানদণ্ড)

পরম করণীয় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

০১. বড়ই বরকতওয়ালা সেই তিনি যিনি নাযিল করেছেন আল ফুরকান (আল কুরআন) তাঁর দাসের প্রতি, যাতে করে সে হতে পারে জগদ্বাসীর জন্যে একজন সতর্ককারী।

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ
لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

০২. তিনি সেই সত্তা, মহাকাশ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব য়ার। তিনি গ্রহণ করেন না সন্তান। তাছাড়া তাঁর কর্তৃত্বেও কেউ নেই শরিক। তিনিই সৃষ্টি করেছেন প্রতিটি জিনিস এবং প্রত্যেকের জন্যে নির্ধারণ করেছেন যথোপযুক্ত নির্ধারণ।

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَّ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيْرًا ۝

০৩. অথচ তারা তাঁর পরিবর্তে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে অন্যদের, যারা কিছুই সৃষ্টি করেনা, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া তারা নিজেদেরও ক্ষতি কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখেনা। এছাড়া তারা মউত, হায়াত কিংবা পুনরুত্থানের ক্ষমতা রাখেনা।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهَةً لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ اَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا نَشُوْرًا ۝

০৪. কাফিররা বলে: ‘এটা (এই কুরআন) একটা মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা সে (মুহাম্মদ সা.) নিজেই রচনা করে নিয়েছে এবং অন্য লোকেরা এ ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করেছে।’ এসব কথা বলে তারা চরম যুলম ও মিথ্যায় নিমজ্জিত হয়েছে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا اِفْكٌ اِفْتَرٰهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ فَقَدْ جَاءَ وُظْلُمًا وَّزُوْرًا ۝

০৫. তারা বলে: ‘এ-তো সেকালের লোকদের কাহিনী যা সে লিখিয়ে নিয়েছে এবং সকাল সন্ধ্যায় এগুলো তার কাছে পাঠ করা হয়।’

وَقَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُنٰتٰلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

০৬. তুমি বলো: ‘এ (কুরআন) নাযিল করেছেন তিনি, যিনি জানেন মহাকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত রহস্য। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল দয়ালব।’

قُلْ اَنْزَلَهٗ الَّذِى يَعْلَمُ الْسِّرِّ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

০৭. তারা আরো বলে: “এ কেমন রসূল, যে খাবারও খায় এবং হাট-বাজারেও চলাফেরা করে! তার কাছে কোনো ফেরেশতা কেন নাযিল করা হলো না, যে তার সাথে সতর্ককারী হিসেবে থাকতো?”

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ لَوْ لَا اَنْزَلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنُ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۝

০৮. অথবা তাকে কোনো ধন-ভাণ্ডার দেয়া হয়নি কেন, কিংবা তার একটি বাগান থাকলো না কেন যা থেকে সে নিজের আহার সংগ্রহ করতো?” যালিমরা আরো বলছে: ‘তোমরা তো একটা জাদুগ্রন্থ লোকের পেছনে ছুটছো।’

اَوْ يُلْقٰى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ۚ وَّ قَالَ الظَّالِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝

০৯. দেখো, তারা তোমার কী উদ্ভট ধরনের দৃষ্টান্ত দিচ্ছে? তারা বিপথগামী হয়ে গেছে। সুতরাং তারা আর পথ খুঁজে পাবেনা।

اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝

১০. বড়ই বরকতওয়ালা তিনি, যিনি চাইলে তোমাকে দিতে পারেন এর চাইতে উত্তম উদ্যানসমূহ, যেগুলোর নীচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর। এছাড়া তিনি তোমাকে দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ।

تَبٰرَكَ الَّذِى اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُوْرًا ۝

১১. আসল কথা হলো, তারা কিয়ামতকেই অস্বীকার করছে, আর আমরা কিয়ামত

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۚ وَّ اَعْتَدْنَا لِمَنْ

অস্বীকারকারীদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি সায়ীর (জ্বলন্ত আগুন)।	كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝
১২. তারা যখন দূর থেকে সেটাকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে সেটার ত্রুদ্ব গর্জন এবং (সেখানকার) আর্তিচিংকার।	إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۝
১৩. যখন তাদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় সেটার কোনো এক সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে মৃত্যুকে ডাকবে।	وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَبِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝
১৪. তাদের বলা হবে: ‘আজ তোমরা একটি মৃত্যুকে ডেকোনা, ডাকো অনেক মৃত্যুকে।’	لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝
১৫. ওদের জিজ্ঞেস করো: ‘এটাই কি ভালো, নাকি চিরস্থায়ী জান্নাত যার ওয়াদা মুত্তাকিদের দেয়া হয়েছে?’ ওটাই হবে তাদের পুরস্কার এবং ফিরে যাবার জায়গা।	قُلْ أَذِلَّكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَاصِيَةً ۝
১৬. চিরকাল তারা সেখানে যা চাইবে, তাই পাবে। এই ওয়াদা পালন করা তোমার প্রভুর দায়িত্ব।	لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خُلْدٍ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ۝
১৭. যেদিন তাদেরকে হাশর (সমবেত) করা হবে এবং তারা আল্লাহ্ ছাড়া আর যাদের ইবাদত করতো তাদেরকেও, সেদিন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন: ‘তোমরাই কি আমার এই বান্দাদের বিপথগামী করেছো। নাকি তারা নিজেরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে?’	وَيَوْمَ يَخْشَرُهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝
১৮. তারা বলবে: ‘তুমি পবিত্র ও মহান, আমরা তো তোমার পরিবর্তে অন্যদেরকে অলি হিসেবে গ্রহণ করতে পারিনা। তবে তুমিই তো তাদেরকে এবং তাদের বাপ দাদাদেরকে ভোগের সামগ্রী দিয়েছিলে; ফলে তারা আয়্ যিকির (আল কিতাব) ভুলে গেছে এবং তারা পরিণত হয়েছে এক বুরা (ধ্বংস প্রাপ্ত) জাতিতে।	قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يُنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَ كَانُوا اقْوَمًا بُورًا ۝
১৯. (আল্লাহ্ মুশরিকদের বলবেন:) তোমরা যা বলতে তারা (তোমাদের সেই অলির) তো তোমাদের সে কথা অস্বীকার করছে। সুতরাং তোমরা শাস্তি ফেরাতে পারবেনা এবং সাহায্যও পাবেনা। তোমাদের মধ্যে যে কেউ যুলুম করবে, তাকে আমরা আশ্বাদন করাবো বড় আযাব।	فَقَدْ كَذَّبَكُمْ بِمَا تَقُولُونَ ۚ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا ۚ وَلَا نَصْرًا ۚ وَ مَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نُدْفَعُهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۝
২০. তোমার আগে আমরা যতো রসূলই পাঠিয়েছি, তারা সবাই খাবার খেতো এবং হাট-বাজারে যাওয়ায় করতো। আমরা তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্যে বানিয়েছি ফিতনা। তোমরা কি সবার অবলম্বন করবে? তোমার প্রভু সর্বদ্রষ্টা।	وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ يَسْهُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۚ وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۚ أَتَصْبِرُونَ ۚ وَ كَانَ رَبُّكَ بِصِيرَةٍ ۝

২১. যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করেন। তারা বলে: আমাদের কাছে কেন ফেরেশতা নাযিল হয়না, কিংবা আমরা কেন আমাদের প্রভুকে দেখছিনা? তারা তাদের মনে পোষণ করে অহংকার, আর তারা সীমালঙ্ঘন করেছে বড় আকারের।

২২. যেদিন তারা ফেরেশতা দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্যে কোনো সুসংবাদ থাকবেনা। সেদিন তারা বলবে: ‘এ-তো কঠিন অন্তরায়, রক্ষা করো, রক্ষা করো।’

২৩. তারা যে আমলই করুক না কেন আমরা তা লক্ষ্য রাখি, আমরা তাদের আমলকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবো (নিষ্ফল করে দেবো)।

২৪. সেদিন জান্নাতবাসীদের আবাস হবে কল্যাণময়, আর তাদের বিশ্রামের জায়গা হবে অতীব মনোরম।

২৫. সেদিন মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হয়ে পড়বে আকাশ, আর ক্রমান্বয়ে নাযিল করা হবে ফেরেশতাদের।

২৬. সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব থাকবে বাস্তবিকই রহমানের মুষ্টিবদ্ধে। কাফিরদের জন্যে সেই দিনটি হবে বড়ই কঠিন।

২৭. যালিম সেদিন নিজের দু’হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে: “হায় আমার ধ্বংস, আমি যদি রসূলের সাথে সঠিক পথ অবলম্বন করতাম!

২৮. হায়, দুর্ভাগ্য আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম!

২৯. সে-ই তো আমাকে আয্ যিকির (আল কুরআন) থেকে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার কাছে আয্ যিকির (আল কুরআন) পৌঁছার পর। বাস্তবিকই, শয়তান মানুষের জন্যে মহাপ্রতারক।”

৩০. আর রসূল বলবে: ‘হে প্রভু! আমার লোকেরাই এ কুরআনকে পরিত্যাগ করে রেখে দিয়েছিল।’

৩১. এভাবেই আমরা প্রত্যেক নবীর পিছে শত্রু নিয়োগ করেছিলাম অপরাধীদের থেকে। হাদী (পথ প্রদর্শক) এবং নাসির (সাহায্যকারী) হিসেবে তোমার প্রভুই কাফী।

৩২. কাফিররা বলে: ‘সমগ্র কুরআন তার কাছে একবারে নাযিল করা হলো না কেন?’ (আমরা) এভাবেই করে থাকি এর মাধ্যমে তোমার অন্তরকে মজবুত করার জন্যে, আর এ কারণেই

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا نُزِّلَ

عَلَيْنَا الْمَلِكُ أَوْ نَرَى رِئَاثًا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ۝

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا ۝

وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ۝

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝

وَيَوْمَ تَشْقَى السَّمَاءُ بِالْغُبَامِ وَ تُرِلَ الْمَلِكَةُ تَنْزِيلًا ۝

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝

وَيَوْمَ يَعِصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝

يُوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۝

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۝

وَ قَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنِّي قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ

রুকু
৩৩

আমরা কুরআনকে তারতিলের সাথে (ধীরে ধীরে) নাযিল করেছি।	بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝
৩৩. তারা তোমার কাছে এমন কোনো সমস্যা উত্থাপন করেনা যার বাস্তব সমাধান এবং উত্তম তফসির (ব্যাখ্যা) আমরা তোমাকে প্রদান করিনা।	وَلَا يَأْتِيَنَّكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝
৩৪. তাদেরকে উপুড় করে মুখের উপর ভর দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে হাশর (সমবেত) করা হবে। তারা অতি নিকৃষ্ট স্থানের এবং অধিক পথভ্রষ্ট লোক।	الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝
৩৫. আমরা মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার ভাই হারুনকে তার সাথে বানিয়ে দিয়েছিলাম উয়ির।	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَہٗ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝
৩৬. তারপর আমরা তাদের বলেছিলাম: তোমরা দু'জন যাও সেই কওমের কাছে যারা প্রত্যাখ্যান করেছে আমাদের আয়াতকে। তারপর আমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলাম।	بِأَيِّنَّا قَدَّمْنَاهُمْ تَدْمِيَةً ۝
৩৭. আর নূহের কওমকেও, যখন তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল রসূলদের, তখন আমরা তাদের ডুবিয়ে দিয়েছিলাম আর তাদের বানিয়ে দিয়েছিলাম মানবজাতির জন্যে একটি নিদর্শন। আর আমরা যালিমদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।	وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۚ وَآخَذْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝
৩৮. এছাড়াও আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি আদ ও সামুদ জাতিকে, কূপওয়ালাদেরকে এবং এদের মধ্যবর্তী বহু প্রজন্মকে।	وَعَادًا وَثَمُودًا ۚ وَاصْحَبَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ۝
৩৯. আমরা এদের প্রত্যেকের জন্যে শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম এবং এদের প্রত্যেককেই আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।	وَكُلًّا صَبَّوْنَا لَهُ الْأَمَنَاتِ ۚ وَكُلًّا تَبَرَّأْنَا تَنْبِيْهُنَّ ۝
৪০. তারা তো সেই (বিরান) জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিল নিকৃষ্ট ধরনের বৃষ্টি। তবে কি তারা তা দেখেনা? বরং তারা পুনরুত্থানেই বিশ্বাস রাখেনা।	وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرِ السَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَزِجُونَ نَشُورًا ۝
৪১. তারা যখন তোমাকে দেখে, তোমাকে কেবল বিদ্রোহের পাত্রই বানায়। তারা বলে: “এ ব্যক্তিকেই কি আল্লাহ রসূল বানিয়েছেন?”	وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَخَذُواكَ إِلَّا هُزُوءًا ۚ هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝
৪২. সে তো আমাদেরকে আমাদের ইলাহদের (দেবদেবীর) থেকে দূরে সরিয়ে দিতো যদি আমরা তাদের আনুগত্যে অটল না থাকতাম।” যখন তারা আযাব দেখবে তখনই তারা জানতে পারবে কে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে চলে গেছে বহুদূর?	إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ إِهْتِمَانِنَا ۚ لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

৪৩. ঐ বক্তির ব্যাপারে তোমার রায় কি, যে তার কামনা বাসনাকে নিজের ইলাহ (উপাস্য) বানিয়ে নিয়েছে? তুমি কি হবে তার উকিল?	أَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝
৪৪. তুমি কি মনে করো যে তাদের অধিকাংশ লোক শুনে এবং বুঝে? আসলে তারা তো হলো পশুর মতো বরং তার চাইতেও অধিক পথভ্রান্ত।	أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝
৪৫. তুমি কি তোমার প্রভুর (অনুগ্রহের) প্রতি লক্ষ্য করোনা, কিভাবে তিনি ছায়াকে সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে তা স্থির করে রাখতে পারতেন। তারপর তিনি সূর্যকে বানিয়েছেন তার (ছায়ার) দলিল (গাইড, দিশারি, পথ প্রদর্শক)।	أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝
৪৬. আর আমরা তাকে (ছায়াকে) আমাদের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।	ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝
৪৭. তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাতকে বানিয়েছেন আবরণ, আর নিদ্রাকে বানিয়েছেন বিশ্রামের জন্যে শান্তিময় এবং দিনকে বানিয়েছেন জীবন্তর হয়ে উঠার সময়।	وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝
৪৮. তিনিই তাঁর রহমত (বৃষ্টি) বর্ষণের আগে বাতাসকে পাঠান সুসংবাদের বাহক হিসেবে এবং (তখন) আমরাই নাযিল করি আসমান থেকে বিশুদ্ধ পানি।	وَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا لَبَدَيْنِ يَدَيْنِ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝
৪৯. তা দিয়ে আমরা জীবিত করে তুলি মৃত জমিনকে এবং তা আমরা পান করাই আমাদের সৃষ্টি করা বহু জীব জানোয়ার এবং মানুষকে।	لِنُخْطِ بِهِ بِلَدَةٍ مَّيِّتًا وَ نُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْ آسَى كَثِيرًا ۝
৫০. আমরা এই পানি তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি, যাতে করে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অকৃতজ্ঞতার মাধ্যমে তা অস্বীকার করে।	وَ لَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝
৫১. আমরা চাইলে প্রত্যেক জনপদেই একজন সতর্ককারী (রসুল) পাঠাতে পারতাম।	وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا ۝
৫২. সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করোনা এবং তুমি এই (কুরআনের) সাহায্যে তাদের সাথে প্রচণ্ড জিহাদ চালিয়ে যাও।	فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝
৫৩. তিনিই তো দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, এটি মিষ্টি সুপেয়, আর ওটি লোনা, উভয়ের মাঝে তিনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন একটি অন্তরায়, একটি অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান।	وَ هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَ جِجْرًا مَّحْجُورًا ۝
৫৪. তিনিই সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে মানুষ, তারপর তাদের মাঝে বংশীয় এবং বৈবাহিক বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছেন। জেনে রাখো, তোমার প্রভু শক্তিমান।	وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝

ককু
০৪

৫৫. তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের ইবাদত করে, যারা তাদের না কোনো উপকার করতে পারে, আর না অপকার। কাফিররা তো তাদের প্রকৃত প্রভুর বিরুদ্ধেই অবস্থান গ্রহণ করে।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۖ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝

৫৬. (হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমাকে সুসংবাদ দানকারী এবং সতর্ককারী হিসেবে ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্ব দিয়ে পাঠাইনি।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

৫৭. তুমি বলো: ‘আমি এ দায়িত্ব পালনের জন্যে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা, তবে যে ইচ্ছা করে সে যেনো তার প্রভুর পথ অবলম্বন করে।

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

৫৮. সেই চিরঞ্জীব সত্তার উপর তুমি তাওয়াক্কুল করো যার কখনো মউত হবেনা এবং তার প্রশংসার সাথে তসবিহ করো। নিজ বান্দাদের পাপের খবর রাখার জন্যে তিনিই কাফী (যথেষ্ট)।

وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ۚ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝

৫৯. তিনিই সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ এবং পৃথিবী আর এ দুয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবকিছু ছয়টি কালে। তারপর তিনি সমাসীন হয়েছেন আরশের উপর। তিনি আর রহমান-পরম দয়াবান, তাঁর সম্পর্কে যে খবর রাখে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

إِلَّا الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ ۚ أَلَمْ يَرْحَمْنَا فَسُئِلَ بِهِ خَبِيرًا ۝

৬০. তাদেরকে যখন বলা হয় রহমানকে সাজদা করো, তখন তারা বলে: ‘রহমান আবার কে? তুমি কাউকেও সাজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সাজদা করবো।’ এর ফলে তাদের পলায়নই বৃদ্ধি পায়। (সাজদা)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝ السجدة

৬১. কতো যে বরকতওয়ালা তিনি, যিনি আকাশে তোমাদের জন্যে স্থাপন করেছেন বুরজ (বিশাল বিশাল নক্ষত্ররাজি) এবং তার মধ্যে রেখেছেন একটি প্রদীপ (সূর্য) আর একটি আলোকিত চাঁদ।

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝

৬২. তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত আর দিন। তারা একে অপরের পেছনে আসে। এ ব্যবস্থা করেছেন তাদের জন্যে যারা শিক্ষা গ্রহণ করার এরাদা করে, কিংবা এরাদা করে শোকর আদায় করার।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝

৬৩. রহমানের দাস তো তারাই যারা জমিনের উপর চলাফেরা করে বিনয়ী হয়ে। অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদের সাথে বিতর্ক করতে চায়, তারা বলে: ‘সালাম।’

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝

৬৪. তারা রাত কাটায় তাদের প্রভুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাজদা করে করে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝

৬৫. তারা দোয়া করে (এভাবে:) ‘আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে দূর করে দিও জাহান্নামের আযাব, কারণ তার আযাব তো সর্বগ্রাসী।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝

৬৬. আর জাহান্নাম তো নিশ্চিতই বাসস্থান এবং আশ্রয়স্থল হিসেবে অতীব নিকৃষ্ট।	إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝
৬৭. তারা যখন খরচ করে, তখন অপব্যয়ও করেনা, কার্পণ্যও করেনা। বরং এই দুইয়ের মাঝখানে অবলম্বন করে মধ্যপন্থা।	وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝
৬৮. তারা আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকেও ইলাহ (বানিয়ে নিয়ে) ডাকে না। আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন এমন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করেনা, তবে যথার্থ কারণ থাকলে সঠিক পন্থায়। তারা জিনা করেনা। যে এগুলো করবে, সে অবশ্যি শাস্তি ভোগ করবে।	وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝
৬৯. কিয়ামতের দিন তার দণ্ড করা হবে দ্বিগুণ এবং সেখানে সে থাকবে স্থায়ীভাবে লাঞ্চিত অবস্থায়।	يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۝
৭০. তবে যারা তওবা করবে, ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে, তিনি তাদের পাপ বদল করে দেবেন পুণ্যের মাধ্যমে। আর আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল ও দয়াময় আছেনই।	إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝
৭১. আর যে তওবা করবে এবং আমলে সালেহ করবে, সে তো অনুতপ্ত হয়ে পুরোপুরি আল্লাহর অভিমুখীই হবে।	وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝
৭২. তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। তারা যখন অর্থহীন কার্যকলাপের সম্মুখীন হয়, তখন আত্মমর্যাদা রক্ষা করে চলে যায়।	وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝
৭৩. তাদেরকে যখন আল্লাহর আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তখন তারা অন্ধ ও বধিরের মতো পড়ে থাকে না।	وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهَا ضَمًّا وَعُمْيَانًا ۝
৭৪. তারা দোয়া করে এভাবে: আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানদের আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানাও। আর আমাদের বানাও মুত্তাকিদের অগ্রগামী।	وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝
৭৫. এদেরই প্রতিদান হবে জান্নাতের বিলাস বহুল কক্ষসমূহ তাদের সবর অবলম্বনের কারণে, আর তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা দেয়া হবে অভিবাদন এবং সালাম সহকারে।	أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ يُلْقَوْنَ فِيهَا زَحْيَةً وَ سَلَامًا ۝
৭৬. সেখানে থাকবে তারা চিরকাল! কতো যে মনোরম আশ্রয়স্থান ও আবাস।	خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنْتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝
৭৭. হে নবী! বলো: তোমরা আমার প্রভুকে না ডাকলে তাঁর কিছুই আসে যায় না। তোমরা তো প্রত্যাখ্যানই করেছো, এখন অচিরেই তোমাদের প্রতি নেমে আসবে অপরিহার্য আযাব।	قُلْ مَا يَعْبُدُكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝

সূরা ২৬ আশ্ শোয়ারা

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ২২৭, রুকু সংখ্যা: ১১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০৯: লোকেরা কুরআনের প্রতি ঈমান আনছেন বলে নবীর পেরেশানি।
 ১০-৬৮: ফিরাউনের কাছে মুসা আ. এর দাওয়াত এবং মুসার সাথে ফিরাউনের দ্বন্দে জড়িয়ে পড়ার ইতিহাস।
 ৬৯-১০৪: ইবরাহিম আ. কর্তৃক নিজ পিতা ও জাতির কাছে তাওহীদের দাওয়াত দান এবং তাদের প্রতি তাঁর উপদেশ।
 ১০৫-১২২: নূহ আ. এর দাওয়াত এবং তাঁর সাথে তাঁর জাতির সংঘাত।
 ১২৩-১৪০: আদ জাতির কাছে হুদ আ. এর দাওয়াত। আদ জাতির দাওয়াত প্রত্যাখ্যান এবং তাদের ধ্বংস।
 ১৪১-১৫৯: সামুদ জাতির কাছে সালেহ আ. এর দাওয়াত। সামুদ জাতির হঠকারিতা ও ধ্বংস।
 ১৬০-১৭৫: লূত আ. এর জাতির কাছে তাঁর দাওয়াত। তাদের অবাধ্যতা ও তাদের ধ্বংসের ইতিহাস।
 ১৭৬-১৯১: আইকাবাসীর কাছে শুয়াইব আ. এর দাওয়াত, শুয়াইবকে তাদের প্রত্যাখ্যান ও তাদের ধ্বংস।
 ১৯২-২১২: কুরআন অকাট্যভাবে রাক্বুল আলামিনের কিতাব। কুরআনের ব্যাপারে প্রত্যাখ্যানকারীদের অভিযোগের জবাব।
 ২১৩-২২৭: নবীর প্রতি শিরকের ব্যাপারে সতর্কবাণী। নিকট আত্মীয়দের দাওয়াত দানের নির্দেশ। অনুসারীদের প্রতি দয়া পরবশ হওয়ার নির্দেশ। কবিদের আদর্শহীনতা। ঈমানদার কবিরাই সঠিক পথে থাকতে পারে।

সূরা আশ্ শোয়ারা (কবি)	سُورَةُ الشُّعَرَاءِ
পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. তোয়া সিন মিম।	طَسْمَ ①
০২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।	تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ①
০৩. তারা মুমিন হচ্ছে না বলে তুমি হয়তো মনের দুঃখে নিজেকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে।	لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ①
০৪. আমরা চাইলে আসমান থেকে তাদের জন্যে একটি নিদর্শন নাযিল করতাম, তখন সেটার প্রতি তাদের গর্দান নুইয়ে পড়তো।	إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّكَ أَعْنَاقَهُمْ لَهَا خُضَعِينَ ①
০৫. যখনই তাদের কাছে রহমানের পক্ষ থেকে নতুন কোনো যিকির (উপদেশ বার্তা) আসে, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।	وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ①
০৬. তারা তো অস্বীকার করেছে। সুতরাং তারা যা নিয়ে বিদ্‌প করছে তার প্রকৃত খবর তাদের কাছে অচিরেই এসে পড়বে।	فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ①

০৭. তারা কি জমিনের দিকে তাকিয়ে দেখেনা ? আমরা তাতে সব ধরনের কতো যে উত্তম উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি!	أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ①
০৮. অবশ্যি এতে রয়েছে একটি নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ②
০৯. নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়াবান।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ③
১০. স্মরণ করো, তোমার প্রভু মূসাকে ডেকে বলেছিলেন, তুমি যালিম কওমের কাছে যাও,	وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ④
১১. ফেরাউনের কওমের কাছে। তাদের বলো: ‘তারা কি সতর্ক হবেনা?’	قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ ⑤
১২. তখন মূসা বললো: “আমার প্রভু! আমার আশংকা হয়, তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে।	قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ⑥
১৩. আমার মন ছোট হয়ে আসছে আর আমার যবানও সঞ্চলিত হচ্ছে না, সুতরাং তুমি হারুণকে রিসালাত দান করো।	وَيُضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ⑦
১৪. আমার বিরুদ্ধে তাদের একটা অভিযোগও আছে, তাই আমি আশংকা করছি তারা আমাকে হত্যা করবে।”	وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ⑧
১৫. আল্লাহ্ বললেন: ‘কখনো নয়। সুতরাং তোমরা দু’জনই যাও আমাদের নিদর্শনসমূহ নিয়ে, আমরাও তোমাদের সাথে থাকবো, সব শুনবো।’	قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ⑨
১৬. তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও, তাকে বলো: “আমরা রাব্বুল আলামিনের রসূল।	فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑩
১৭. তুমি বনি ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও।”	أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ⑪
১৮. ফেরাউন বললো: “আমরা কি শৈশবে তোমাকে আমাদের মধ্যে লালন পালন করিনি? তুমি তো তোমার জীবনের অনেক বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছো।	قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِنِدَّأُ وَكُنْتَ فِيْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ⑫
১৯. আর তুমি তোমার একটা কর্ম করেছিলে। তুমি এক অকৃতজ্ঞ।”	وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الْبَقِيَ فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ⑬
২০. মূসা বললো: “আমি তো সে কাজটি করেছিলাম তখন, যখন আমি ছিলাম জ্ঞানহীন।	قَالَ فَعَلْتُهَا إِذْ أَاَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ⑭
২১. তখন তো আমি তোমাদের ভয়ে পালিয়ে চলে গিয়েছিলাম। তারপর আমার প্রভু আমাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন এবং আমাকে রসূলদের একজন মনোনীত করেন।	فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ⑮

ককু
০১

২২. আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছো, তার কারণ তো হলো, তুমি বনি ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করে রেখেছো।”	وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَآءِيلَ ﴿٢٢﴾
২৩. ফেরাউন বললো: ‘রাব্বুল আলামিন কে?’	قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾
২৪. মূসা বললো: ‘তিনি হলেন মালিক মহাকাশ ও পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সবকিছুর যদি তোমরা একীণ রাখে।’	قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ اِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ﴿٢٤﴾
২৫. ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বললো: ‘(মূসা কী বলছে) তোমরা কি শুনছো না?’	قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾
২৬. মূসা বললো: ‘তিনি তোমাদেরও রব এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও রব।’	قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾
২৭. ফেরাউন বললো: ‘তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের এই রসূল তো একজন পাগল।’	قَالَ اِنْ رَّسُوْلُكُمُ الَّذِيۡ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾
২৮. মূসা বললো: ‘তিনি মাশরিক, মাগরিব এবং এই উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে, সবকিছুর রব যদি তোমরা আকল রাখে।’	قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾
২৯. ফেরাউন বললো: ‘তুমি যদি আমাকে ছাড়া আর কাউকেও ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো, তাহলে অবশ্যি আমি তোমাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করে রাখবো।’	قَالَ لَئِنْ اَتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيۡ لَاجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. মূসা বললো: ‘আমি যদি তোমার কাছে সুস্পষ্ট নির্দশন হাজির করি, তবু?’	قَالَ اَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾
৩১. ফেরাউন বললো: ‘তবে হাজির করো যদি সত্যবাদী হও।’	قَالَ فَاْتِ بِهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. তখন মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলো আর সাথে সাথে তা সুস্পষ্ট অজগরে পরিণত হয়ে গেলো।	فَاَلْقٰٓى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٢﴾
৩৩. এরপর (মূসা তার বগলে হাত ঢুকিয়ে) হাত বের করে আনলো, সাথে সাথে তা দর্শকদের দৃষ্টিতে ধবধবে সাদা দেখাতে লাগলো।	وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءٌ لِّلنَّظْرِ ۚ ﴿٣٣﴾
৩৪. ফেরাউন তাকে পরিবেষ্টন করে থাকা তার পারিষদবর্গকে বললো: ‘এ-তো এক পণ্ডিত ম্যাজেসিয়ান।	قَالَ لِلْمَلَآٓئِكَةِ حَوْلَهُ اِنَّ هٰذَا كٰسِحٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾
৩৫. সে তার ম্যাজিকের সাহায্যে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এখন তোমরা তার ব্যাপারে কী করতে বলো?’	يُرِيْدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۚ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. তারা বললো: ‘তাকে আর তার ভাইকে কিছু অবকাশ দিন এবং বিভিন্ন শহরে সংগ্রহকারীদের পাঠান।	قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَبْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. তারা আপনার জন্যে দক্ষ ম্যাজেসিয়ানদের হাজির করবে।’	يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَآءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣٧﴾

৩৮. তারপর নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ম্যাজেসিয়ানদের জমা করা হলো,	فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِيلِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝
৩৯. জনগণকে বলা হলো: ‘তোমরাও কি জমায়েত হচ্ছে?’	وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَبِعُونَ ۝
৪০. ‘হয়তো আমরা ম্যাজেসিয়ানদের অনুসরণ করতে পারি যদি তারা বিজয়ী হয়।’	لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ۝
৪১. ম্যাজেসিয়ানরা হাজির হলে তারা ফেরাউনকে বললো: ‘আমরা জয়ী হলে আমাদের জন্যে পুরস্কার থাকবে তো?’	فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَكِنَّا لَنَا لَا جَرَأَ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝
৪২. ফেরাউন বললো: ‘হ্যাঁ, তাছাড়া তোমরা আমার সভাসদদের অন্তরভুক্ত হবে।’	قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَئِينَ الْمُقَرَّبِينَ ۝
৪৩. মূসা তাদের বললো: ‘তোমরা যা নিক্ষেপ করার নিক্ষেপ করো।’	قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلقُونَ ۝
৪৪. তারা তাদের সব রশি এবং লাঠি নিক্ষেপ করলো। তারা বললো: ‘ফেরাউনের ইশ্যতের কসম, আমরাই জয়ী হবো।’	فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ۝
৪৫. অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলো। সাথে সাথে সেটি কৃত্রিম সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে থাকলো।	فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَلْجٌ مُبِينٌ ۝
৪৬. তখন ম্যাজেসিয়ানরা সাজদায় আনত হয়ে পড়লো।	فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودِينَ ۝
৪৭. তারা বললো: ‘আমরা ঈমান আনলাম রাব্বুল আলামিনের প্রতি,	قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
৪৮. যিনি হারুণ এবং মূসারও রব।’	رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۝
৪৯. ফেরাউন বললো: ‘আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রধান, সে-ই তোমাদের ম্যাজিক শিখিয়েছে, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে (এর পরিণতি)। আমি অবশ্যি বিপরীত দিক থেকে তোমাদের হাত পা কেটে দেবো এবং তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করে ছাড়বো।’	قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ لَا قُطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صُلْبَكُمْ أَجْبَعِينَ ۝
৫০. তারা বললো: ‘ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রভুর কাছে ফিরে যাবো।	قَالُوا لَا ضَرَرَ إِيَّانَا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۝
৫১. আমরা আকাজক্ষা করি, আমাদের প্রভু আমাদের গুনাহ্ খাতা ক্ষমা করে দেবেন, কারণ আমরা সবার আগে মুমিন হয়েছি।”	إِنَّا نَتُوبُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتَنَا ۝ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
৫২. আমরা মূসার প্রতি অহি করে নির্দেশ দিয়েছিলাম: আমার দাসদের নিয়ে রাতের বেলায় বেরিয়ে পড়ো, তোমাদের কিন্তু পিছে থেকে ধাওয়া করা হবে।	وَ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ۝ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ۝

৫৩. তারপর ফেরাউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠিয়ে দিলো,	فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝
৫৪. এই বলে যে, এরা তো অল্প কিছু লোক,	إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۝
৫৫. এবং তারা আমাদের ক্রোধ উদ্দেককারী।	وَأَنَّهُمْ لَنَا لَغَايُطُونَ ۝
৫৬. আর আমরা সবাই তো সদা সতর্ক।	وَأَنَّا لَجَمِيعٌ خَدِرُونَ ۝
৫৭. অতঃপর আমরা তাদের (ফেরাউন এবং তার দলবলকে) বের করে এনেছি তাদের মনোরম উদ্যান আর ঝরনাধারাসমূহ থেকে,	فَأَخْرَجْنَهُمْ مِن جَنَّاتٍ وَوَعْيُونٍ ۝
৫৮. ধন-ভাণ্ডারসমূহ এবং বিলাসবহুল প্রাসাদসমূহ থেকে।	وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝
৫৯. তাদের সাথে এমনটিই ঘটেছিল। অপরদিকে বনি ইসরাঈলকে আমরা সবকিছুর ওয়ারিশ বানিয়ে দিয়েছিলাম।	كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ ۝
৬০. তারা সূর্যোদয়ের সময় তাদের পেছনে এসে পড়েছিল।	فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ۝
৬১. তারপর দুইদল যখন একে অপরকে দেখলো, মূসার সাথিরা বলে উঠলো: ‘নিশ্চয়ই আমরা ধরা পড়ে যাচ্ছি।’	فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۝
৬২. মূসা বললো: ‘না, কখনো নয়, নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার প্রভু রয়েছেন, তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।’	قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝
৬৩. তখন আমরা অহির মাধ্যমে মূসাকে নির্দেশ দিলাম: ‘তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করো।’ সাথে সাথে তা বিভক্ত হয়ে গেলো এবং প্রত্যেক ভাগ বড় পর্বতের মতো হয়ে গেলো।	فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْيَمْرُفَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝
৬৪. তারপর আমরা সেখানে এনে হাজির করলাম পরের দলটিকে।	وَأَرْزَلْنَاكَمُ الْآخَرِينَ ۝
৬৫. আমরা মূসা আর তার সাথিদের সবাইকে উদ্ধার করলাম,	وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ۝
৬৬. তারপর ডুবিয়ে মারলাম পরবর্তীদের।	ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ۝
৬৭. নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন, তবে তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝
৬৮. আর তোমার প্রভু অবশি মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ীবান।	وَأَنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝
৬৯. তাদের প্রতি ইবরাহিমের সংবাদ তিলাওয়াত করো।	وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۝
৭০. যখন সে তার বাপ ও কওমকে বলেছিল: ‘তোমরা কোন্ জিনিসের ইবাদত করছো?’	إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۝

৭১. তারা বলেছিল: ‘আমরা ভাস্কর্যদের (মূর্তি দেবতাদের) পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে তাদের প্রতি নত হই।’

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَافِيْنَ ۝٧١

৭২. ইবরাহিম বললো: “তোমরা দোয়া করলে তারা কি তোমাদের দোয়া শুনেন?”

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُوْنَ ۝٧٢

৭৩. তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে?”

أَوْ يَنْفَعُونَكَ أَوْ يَضُرُّوْنَ ۝٧٣

৭৪. তারা বললো: ‘না, তবে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের এভাবে করতে দেখেছি।’

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝٧٤

৭৫. ইবরাহিম বললো: “তোমরা কিসের পূজা উপাসনা করছো তা কি ভেবে দেখছোনা?”

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝٧٥

৭৬. তোমরা এবং তোমাদের অতীত বাপ দাদারা?

أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۝٧٦

৭৭. তারা সবাই আমার দুষমন, রাব্বুল আলামিন ছাড়া।

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝٧٧

৭৮. কারণ, তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝٧٨

৭৯. তিনি আমাকে খাওয়ান, পান করান।

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝٧٩

৮০. আমি রোগগ্রস্ত হলে তিনিই আমাকে নিরাময় করে দেন।

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝٨০

৮১. তিনিই আমার মউত ঘটাবেন এবং পুনরায় হায়াত দেবেন।

وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝٨১

৮২. তাঁর ব্যাপারে আমি আশা করি, তিনি আমাকে আমার গুনাহ খাতা ক্ষমা করে দেবেন প্রতিদান দিবসে।

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝٨২

৮৩. আমার প্রভু! আমাকে প্রজ্ঞা দান করো এবং মিলিত করো সালেহ্ লোকদের সাথে।

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ ۝٨৩

৮৪. পরবর্তী লোকদের মধ্যে আমার সুখ্যাতি দান করো।

وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝٨৪

৮৫. আমাকে জান্নাতুন নায়ীমের ওয়ারিশদের অন্তরভুক্ত করো।

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝٨৫

৮৬. আমার বাবাকে ক্ষমা করে দাও, কারণ তিনি গোমরাহদেরই একজন।

وَاعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝٨৬

৮৭. পুনরুত্থান দিবসে তুমি আমাকে অপমাণিত করোনা,

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝٨৭

৮৮. যেদিন মাল সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবেনা,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝٨৮

৮৯. তবে উপকার লাভ করবে সে, যে হাজির হবে শুদ্ধ শাস্ত কল্ব নিয়ে।”

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝٨৯

৯০. সেদিন মুত্তাকিদেদের কাছেই নিয়ে আসা হবে জান্নাত।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝٩০

৯১. আর বিভ্রান্তদের জন্যে খুলে দেয়া হবে জাহান্নাম।	وَبُرَزَّتِ الْجَحِيمُ لِلْغَايِينَ ﴿٩١﴾
৯২. তাদের বলা হবে: “তারা এখন কোথায়, তোমরা যাদের ইবাদত (উপাসনা) করতে	وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾
৯৩. আল্লাহর পরিবর্তে ? তারা কি এখন তোমাদের সাহায্য করতে পারবে, নাকি তারা আত্মরক্ষা করতে পারবে?”	مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُم أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾
৯৪. তারপর তাদের এবং বিপথগামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে মাথা নীচের দিকে দিয়ে।	فَكَبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾
৯৫. এবং ইবলিস বাহিনীর সবাইকেও।	وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾
৯৬. তারা সেখানে তর্কাতর্কি করে বলবে:	قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾
৯৭. আল্লাহর কসম, আমরা স্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত ছিলাম।	تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾
৯৮. যখন আমরা তোমাদেরকে রাব্বুল আলামিনের বরাবর মনে করতাম।	إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾
৯৯. অপরাধীরাই আমাদের বিপথগামী করেছিল।	وَمَا أَصْلَنَّا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾
১০০. ফলে আজ আমাদের কোনো শাফায়াতকারী নেই,	فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾
১০১. এবং কোনো প্রাণের বন্ধুও নেই।	وَلَا صَدِيقٍ حَبِيمٍ ﴿١٠١﴾
১০২. আমরা যদি একবার সুযোগ পেতাম ফিরে যাবার, তাহলে অবশ্য মুমিন হয়ে যেতাম।	فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾
১০৩. এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন, আর তাদের অধিকাংশই মুমিন ছিলনা।	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾
১০৪. নিশ্চয়ই তোমার প্রভু, তিনি মহাপরাক্রমশীল, অতীব দয়াবান।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾
১০৫. নূহের কওমও রসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।	كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. স্মরণ করো, তাদের ভাই নূহ তাদের বলেছিল: “তোমরা কি সতর্ক হবেনা?”	إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾
১০৭. আমি তোমাদের প্রতি একজন বিশ্বস্ত রসূল।	إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾
১০৮. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا نِيَّ ﴿١٠٨﴾
১০৯. তোমাদের (সতর্ক করার) একাজ করার জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা। আমাকে প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব রাব্বুল আলামিনের।	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾
১১০. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।”	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا نِيَّ ﴿١١٠﴾

১১১. (জবাবে) তারা বলেছিল: ‘আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো? তোমাকে অনুসরণ করে তো নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা।’	قَالُوا إِنَّا نُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾
১১২. নূহ বলেছিল: “তারা (আগে) কী করতো তা আমি জানিনা।	قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾
১১৩. তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব তো আল্লাহর, যদি তোমরা বুঝতে!	إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾
১১৪. মুমিনদের আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়।	وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾
১১৫. আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছু নই।”	إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾
১১৬. তখন তারা বলেছিল: ‘হে নূহ! তুমি যদি এ কাজ থেকে বিরত না হও, তাহলে পাথর নিক্ষেপ করে যাদের মারা হয়েছে তুমিও তাদের অন্তরভুক্ত হবে।’	قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُ يَنْفُوحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾
১১৭. নূহ ফরিয়াদ করে বললো: “আমার প্রভু! আমার কণ্ঠ আমার কণ্ঠকে প্রত্যাখ্যান করেছে।	قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾
১১৮. সুতরাং তুমি আমার ও তাদের মাঝে একটা চূড়ান্ত ফায়সালা করে দাও আর নাজাত দাও আমাকে এবং আমার সাথি মুমিনদের।”	فَاَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾
১১৯. তখন আমি তাকে এবং তার সাথীদেরকে নৌযানে বোঝাই করে রক্ষা করেছি,	فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾
১২০. আর বাকি সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছি পানিতে।	ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢০﴾
১২১. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে একটি নিদর্শন। আর তাদের অধিকাংশই মুমিন ছিলনা।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١২১﴾
১২২. আর তোমার প্রভু, নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিধর, পরম দয়াবান।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١২২﴾
১২৩. আদ জাতিও প্রত্যাখ্যান করেছিল রসূলদের।	كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١২৩﴾
১২৪. স্মরণ করো, তাদের ভাই হুদ তাদের বলেছিল: “তোমরা কি সতর্ক হবেনা?	إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١২৪﴾
১২৫. আমি তোমাদের প্রতি একজন বিশ্বস্ত রসূল।	إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١২৫﴾
১২৬. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١২৬﴾
১২৭. আমি তো তোমাদের (সতর্ক করার) এ দায়িত্ব পালনের জন্যে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা, আমাকে প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব রাব্বুল আলামিনের।	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١২৭﴾
১২৮. তোমরা কেন প্রতিটি উঁচু স্থানে অনর্থক স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করছো?	أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْمَلُونَ ﴿١২৮﴾

১২৯. তোমরা এমন সব শৈল্পিক প্রাসাদ নির্মাণ করছো যেহেতু তোমরা এখানে চিরস্থায়ী হবে!	وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿٢٩﴾
১৩০. যখন তোমরা ক্ষমতা পাও, তখন স্বৈরাচারি ক্ষমতা প্রয়োগ করো।	وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿٣٠﴾
১৩১. সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿٣١﴾
১৩২. ভয় করো তাঁকে যিনি তোমাদের সব (উত্তম সামগ্রী) দিয়ে সাহায্য করেছেন যা তোমরা জানো।	وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾
১৩৩. তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন পশু সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি দিয়ে,	أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿٣٣﴾
১৩৪. বাগ-বাগিচা এবং বরণাধারা দিয়ে।	وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٣٤﴾
১৩৫. আমি আশংকা করছি তোমাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় কোনো আযাব এসে পড়ার।”	إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾
১৩৬. তখন তারা বলেছিল: “তুমি আমাদের ওয়ায করো কিংবা না করো দুটোই সমান।	قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْنَا أَوْ وَظَّيْنَا أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿٣٦﴾
১৩৭. আগেকার লোকদের এটাই (ওয়ায করা বা উপদেশ দেয়াটাই) স্বভাব।	إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٧﴾
১৩৮. যাদের শাস্তি দেয়া হবে আমরা তাদের অন্তরভুক্ত নই।”	وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٨﴾
১৩৯. এভাবে তারা তাকে (হৃদকে) প্রত্যাখ্যান করে, ফলে আমরাও তাদের ধ্বংস করে দেই। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে একটি নিদর্শন। আর তাদের অধিকাংশই মুমিন ছিলনা।	فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٣٩﴾
১৪০. আর তোমার প্রভু, নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিধর অতীব দয়াবান।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٠﴾
১৪১. সামুদ জাতিও রসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।	كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤١﴾
১৪২. স্মরণ করো, তাদের ভাই সালেহ তাদের বলেছিল: “তোমরা কি সতর্ক হবেনা?	إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ ﴿٤٢﴾
১৪৩. আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল।	إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٤٣﴾
১৪৪. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿٤٤﴾
১৪৫. (তোমাদের সতর্ক করার) এ কাজের জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা। আমার প্রতিদানের দায়িত্ব রাব্বুল আলামিনের।	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾
১৪৬. তোমরা এখানে যে হালে আছো, তোমাদের কি এ রকম নিরাপদ ছেড়ে দেয়া হবে?	أَتَتْرَكُونَ فِي مَا هُمْتُمْ أَمِينِينَ ﴿٤٦﴾

১৪৭. এসব বাগ-বাগিচা এবং ঝরণাধারার মধ্যে?	فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝
১৪৮. এসব (সবুজ) শস্যক্ষেত আর সুকোমল ছড়া বিশিষ্ট খেজুরের বাগানে?	وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ۝
১৪৯. তোমরা তো দক্ষতার সাথে পাহাড় কেটে আবাস নির্মাণ করছো।	وَتَنْجِثُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ۝
১৫০. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝
১৫১. সীমা লঙ্ঘনকারীদের হুকুম মতো চলোনা,	وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۝
১৫২. যারা দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে এবং কোনো প্রকার সংশোধনের কাজ করছেন।”	الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝
১৫৩. (জবাবে) তারা বলেছিল: “তুমি তো একজন জাদুগস্ত।	قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝
১৫৪. তুমি তো আমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে (তোমার রসূল হবার) কোনো প্রমাণ হাজির করো।”	مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝
১৫৫. তখন সে বলেছিল: “(প্রমাণ হলো) এই উটনী। কুয়ার পানি পানে এর জন্যেও পালা থাকবে, তোমাদের জন্যেও পালা থাকবে নির্দিষ্ট দিনে।	قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ۝
১৫৬. এর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তোমরা একে স্পর্শও করোনা, করলে তোমাদের পাকড়াও করবে এক মহাদিবসের আযাব।”	وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝
১৫৭. কিন্তু তারা সেটিকে হত্যা করলো। পরিণামে তারা হলো লালিত।	فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ۝
১৫৮. আর তাদের গ্রাস করলো আযাব। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে একটি নিদর্শন, আর তাদের অধিকাংশই মুমিন ছিলনা।	فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
১৫৯. নিশ্চয়ই তোমার প্রভু, তিনি মহাশক্তিধর, অতীব দয়াবান।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝
১৬০. লুতের কওমও রসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۝
১৬১. স্মরণ করো, তাদের ভাই লুত তাদের বলেছিল: “তোমরা কি সতর্ক হবেনা?	إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ۝
১৬২. আমি তোমাদের প্রতি একজন বিশ্বস্ত রসূল।	إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝
১৬৩. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

১৬৪. (তোমাদের সতর্ক করার) এ দায়িত্ব পালনের জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা। আমার প্রতিদানের দায়িত্ব রাব্বুল আলামিনের।	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنِ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾
১৬৫. জগতের মধ্যে তোমরাই পুরুষদের সাথে যোনকর্ম করছো,	أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾
১৬৬. আর তোমরা বর্জন করছো তোমাদের স্ত্রীদের, যাদেরকে তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা এক চরম সীমালঙ্ঘনকারী কওম।”	وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾
১৬৭. (জবাবে) তারা বলেছিল: ‘হে লুত! তুমি যদি তোমার এ কাজ থেকে বিরত না হও, তাহলে অবশ্য তোমাকে (এ দেশ থেকে) বের করে দেয়া হবে।’	قَالُوا لَيْتَن لَّمْ تَتَّبِعْهُ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾
১৬৮. লুত বলেছিল: “আমি তোমাদের এ কাজকে অবশ্য ঘৃণা করি।	قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾
১৬৯. হে আমার প্রভু! আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে তাদের এ কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করো।”	رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾
১৭০. ফলে, আমরা তাকে এবং তার পরিবারের সবাইকে নাজাত দিয়েছিলাম	فَنَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾
১৭১. এক বৃদ্ধাকে ছাড়া, সে হয়েছিল অবস্থানকারীদের অন্তরভুক্ত।	إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾
১৭২. তারপর বাকি সবাইকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।	ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٧٢﴾
১৭৩. আমরা তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম এক চূড়ান্ত বর্ষণ! যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্যে এ বর্ষণ ছিলো কতো যে নিকৃষ্ট!	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾
১৭৪. এর মধ্যেও রয়েছে একটি নিদর্শন। আর তাদের অধিকাংশই মুমিন ছিলনা।	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾
১৭৫. তোমার প্রভু, নিশ্চিতই তিনি মহাপরাক্রমশীল, অতীব দয়াবান।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾
১৭৬. আইকাবাসীরাও রসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।	كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾
১৭৭. স্মরণ করো, শুয়াইব তাদের বলেছিল: “তোমরা কি সতর্ক হবেনা?	إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾
১৭৮. আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল।	إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾
১৭৯. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।	فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٧٩﴾
১৮০. (তোমাদের সতর্ক করার) এ দায়িত্ব পালনের জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোনো	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنِ أَجْرِي

পারিশ্রমিক চাইনা। আমার প্রতিদানের দায়িত্ব রাব্বুল আলামিনের উপর।	إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾
১৮১. মাপ পূর্ণ করে দেবে। যারা মাপে কম দেয় তোমরা তাদের অন্তরভুক্ত হইয়োনা।	أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨﴾
১৮২. ওজন দেবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।	وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٩﴾
১৮৩. মানুষকে তাদের জিনিসপত্র কম দিওনা এবং দেশে ফাসাদ সৃষ্টিকারী হইয়োনা।	وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٠﴾
১৮৪. সেই মহান সত্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের আগে যারা বিগত হয়েছে তাদেরও সৃষ্টি করেছেন।”	وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الْجِبِلَّةَ الْأُولَى ﴿٢١﴾
১৮৫. তখন তারা বলেছিল: “তুমি তো একজন জাদুগ্রস্ত।	قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿٢٢﴾
১৮৬. তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। আমরা তো মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদেরই একজন।	وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٣﴾
১৮৭. তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আকাশ ভেঙ্গে তার একটি খণ্ড আমাদের উপর ফেলো।”	فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٤﴾
১৮৮. তখন সে বলেছিল: ‘তোমরা যা করছো আমার প্রভু তা ভালোভাবেই জানেন।’	قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾
১৮৯. এভাবে তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে এক মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব তাদের গ্রাস করে নেয়। সেটা ছিলো এক ভয়াবহ দিনের আযাব।	فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢٦﴾
১৯০. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে একটি নিদর্শন। তাদের অধিকাংশই মুমিন ছিলনা।	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾
১৯১. আর তোমার প্রভু, নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিধর, অতীব দয়াবান।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾
১৯২. নিশ্চয়ই এ কুরআন রাব্বুল আলামিনের নাযিলকৃত।	وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾
১৯৩. এটি নিয়ে নাযিল হয়েছে রুহুল আমিন (জিবরিল)	نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿٣٠﴾
১৯৪. তোমার হৃদয়ে, যাতে করে তুমি হতে পারো একজন সতর্ককারী।	عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٣١﴾
১৯৫. (সেটি নাযিল করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।	بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

১৯৬. আগের কিতাবগুলোতেও এর উল্লেখ আছে।	وَإِنَّهُ لَغَيْرُ زُبْرِ الْأَوَّلِينَ ۝
১৯৭. এটা কি তাদের জন্যে একটা নিদর্শন নয় যে, এ বিষয়ে অবগত রয়েছে বনি ইসরাঈলের আলেমরা?	أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَبْعَثَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝
১৯৮. আমরা যদি এ (কুরআন) নাযিল করতাম কোনো অনারবের উপর,	وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْرَابِينَ ۝
১৯৯. আর সে যদি এটি তাদের কাছে পাঠ করতো, তবে তারা এর প্রতি ঈমান আনতেনা।	فَقَرَأَا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۝
২০০. এভাবেই আমরা অপরাধীদের অন্তরে (অবিশ্বাস) সঞ্চার করে দিয়েছি।	كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝
২০১. তারা ঈমান আনবেনা যতোদিন না সচোক্ষে দেখতে পায় বেদনাদায়ক আযাব।	لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝
২০২. হ্যাঁ, সেটা এসে পড়বে আকস্মিক এবং তারা টেরই পাবেনা।	فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝
২০৩. তখন তারা বলবে: ‘আমাদের কি অবকাশ দেয়া হবে?’	فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ۝
২০৪. তারা কি দ্রুত আগমন চায় আমাদের আযাবের?	أَفِعِذَا بِنَايَسْتَعِجِلُونَ ۝
২০৫. তুমি কি দেখোনি, আমরা তো অনেক বছর তাদের ভোগ বিলাস করতে দিয়েছি।	أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۝
২০৬. তার পরেই এসেছিল সেই জিনিস (তাদের ধ্বংস) যার ওয়াদা তাদের দেয়া হয়েছিল।	ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ۝
২০৭. তাদের ভোগ বিলাসের উপকরণসমূহ তাদের কোনো কাজেই আসেনি।	مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَنِعُونَ ۝
২০৮. আমরা এমন কোনো জনপদ হালাক করিনি যার জন্যে সতর্ককারীরা ছিলনা।	وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ۝
২০৯. এটি একটি উপদেশ। (তাদের ব্যাপারে) আমরা অন্যায় আচরণ করিনি।	ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝
২১০. এ কুরআন নিয়ে শয়তানরা নাযিল হয়নি।	وَمَا تَنْزِيلُ بِهِ الشَّيْطَانِ ۝
২১১. এ কাজের তারা যোগ্যও নয় এবং এ কাজের সামর্থ্যও তাদের নেই।	وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۝
২১২. তাদেরকে তো এটা শোনার সুযোগ থেকে দূরে রাখা হয়েছে।	إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعُزُولُونَ ۝
২১৩. সুতরাং তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ ডেকোনা, ডাকলে দণ্ডপ্রাপ্তদের অন্তরভুক্ত হয়ে পড়বে।	فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُبْعَذِينَ ۝

২১৪. তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করো।	وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝
২১৫. আর যারা তোমার অনুসরণ করে সেসব মুমিনদের প্রতি তুমি স্নেহ-মমতার ডানা অবনমিত করো।	وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
২১৬. তারা যদি তোমার অবাধ্য হয়, তবে তুমি বলো: ‘তোমাদের কর্মকাণ্ড থেকে আমি দায়মুক্ত।’	فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِئَاءٍ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝
২১৭. মহাশক্তিধর, অতীব দয়াবানের উপর তাওয়াক্কুল করো,	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝
২১৮. যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দাঁড়াও (সালাতে)।	الَّذِي يَرِيكَ جِئْنَ تَقُومُ ۝
২১৯. তাছাড়া সাজদাকারীদের সাথে তোমার উঠাবসাও তিনি দেখেন।	وَتَقْلِبَكَ فِي السُّجُودِ ۝
২২০. তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।	إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
২২১. (হে মানুষ!) তোমাদের সংবাদ দেবো কি, শয়তানরা কার ঘাড়ে সওয়ার হয়?	هَلْ أَنْتُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ ۝
২২২. তারা তো সওয়ার হয় প্রত্যেক কটুর মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের ঘাড়ে।	تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ۝
২২৩. তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।	يُلْقُونَ السَّنْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ۝
২২৪. কবিদের অনুসরণ করে তো বিভ্রান্তরাই।	وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝
২২৫. তুমি দেখোনা তারা উদ্ভ্রান্তের মতো প্রত্যেক উপত্যকায়ই ঘুমিয়ে পড়ে?	أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۝
২২৬. আর তারা তাই বলে, যা তারা করেনা।	وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۝
২২৭. তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে, আমলে সালেহ করে, আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হবার পরই প্রতিশোধ গ্রহণ করে। যারা যুলুম করে তারা শীঘ্রি জানতে পারবে কোন্ ফিরে যাবার জায়গায় তারা ফিরে যাবে?	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۚ وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

রুকু
১১

সূরা ২৭ আন নামল

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৯৩, রুকু সংখ্যা: ০৭

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

০১-০৬: কুরআন কাদের দিশারি, আর কাদের দিশারি নয়?

০৭-১৪: মুসা আ.-কে নবুয়্যত ও মুজিয়া প্রদান। ফিরাউন কর্তৃক আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যাখ্যান।

১৫-৪৪: সুলাইমান আ.-কে আল্লাহ সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য দিয়েছিলেন। সুলাইমান আ. কর্তৃক সাবার রাণীকে দাওয়াত দানের ইতিহাস।

- ৪৫-৫৩: সামুদ জাতির কাছে সালেহ্ আ.-এর দাওয়াত দানের ইতিহাস। সালেহ্ আ. এর বিরুদ্ধে তাদের জঘন্য ষড়যন্ত্র ও তাদের ধ্বংস।
- ৫৪-৫৯: লুত আ. কর্তৃক তাঁর জাতিকে সংশোধনের চেষ্টা। তাদের প্রত্যাখ্যান ও ধ্বংস।
- ৬০-৮২: নবীদের প্রতি সালাম। তাওহীদের যুক্তি এবং শিরক খণ্ডণ। দাব্বাতুল আরদ প্রকাশিত হবে।
- ৮৩-৯৩: হাশর ও বিচার। ভালো আমলকারীদের পরিণতি এবং মন্দ আমলকারীদের পরিণতি। আল্লাহ্র দাসত্ব, আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণ এবং কুরআনের অনুসরণই মুক্তির পথ।

সূরা আন নামল (পিঁপড়া) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহ্র নামে	سُورَةُ النَّازِعَاتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. তোয়া সিন। এগুলো আয়াত আল কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের,	طَسَّ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ①
০২. হিদায়াত ও সুসংবাদ সেইসব মুমিনদের জন্যে,	هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ②
০৩. যারা কয়েম করে সালাত, প্রদান করে যাকাত এবং তারা আখিরাতের প্রতি রাখে একীণ।	الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③
০৪. আর যারা ঈমান রাখেনা আখিরাতের প্রতি, আমরা তাদের চোখে তাদের কর্মকাণ্ডকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি, ফলে তারা বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়।	إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ④
০৫. এরা সেইসব লোক যাদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট ধরনের আযাব, আর আখিরাতে তারা ই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।	أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسَرُونَ ⑤
০৬. তোমাকে এই কুরআন দেয়া হচ্ছে প্রজ্ঞাবান সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।	وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥
০৭. স্মরণ করো, মূসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিল: ‘আমি আগুন দেখেছি। শীঘ্রি আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্যে কোনো খবর নিয়ে আসবো, অথবা নিয়ে আসবো সেখান থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার, যেনো তোমরা আগুন পোহাতে পারো।	إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ⑦
০৮. মূসা সেখানে আসতেই ঘোষণা দেয়া হলো: ‘কল্যাণের অধিকারী করে দেয়া হলো যারা আছে এই আগুনের মধ্যে এবং এর চারপাশে, আর আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিন পবিত্র ও মহান।’	فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑧

০৯. হে মুসা! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আযিযুল হাকিম (মহাশক্তিধর, প্রজ্ঞাময়)।	يُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑩
১০. তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। তারপর সে যখন দেখলো সেটি সাপের মতো ছুটাছুটি করছে, সে পেছনে ফিরে দৌড়াতে থাকলো এবং ফিরেও তাকালোনা। তখন তাকে ডেকে বলা হলো: “হে মুসা! ভয় পেয়োনা, নিশ্চয়ই আমার কাছে এসে রসূলরা ভয় পায়না।	وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ⑪
১১. তবে যারা যুলুম করে, এবং তারপর মন্দ কাজের পরিবর্তে পুণ্য কাজ করে, তাদের প্রতি আমি পরম ক্ষমাশীল দয়াময়।	إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑫
১২. আর তোমার হাত তোমার জেবে (বগলে) দাখিল করো, দেখবে সেটি ধবধবে সাদা হয়ে বের হবে কোনো ক্ষতি ছাড়াই। (এ দুটি ফেরাউন ও তার কণ্ঠের প্রতি দেয়া নয়টি নিদর্শনের অন্তরভুক্ত। তারা অবশ্যি এক ফাসিক (সীমালঙ্ঘনকারী) কণ্ঠ।”	وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِن غَيْرِ سُوءٍ ۚ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ⑬
১৩. তারপর তাদের কাছে যখন আমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এলো, তারা বললো: ‘এতো সুস্পষ্ট ম্যাজিক।’	فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑭
১৪. তারা যুলুম ও দাঙ্কিতার সাথে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তাদের অন্তরে সেগুলো সত্য বলে একীভূত হয়েছিল। এখন দেখো, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কী রকম হয়েছিল!	وَجحدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ⑮
১৫. আমরা দাউদ এবং সুলাইমানকে দিয়েছিলাম বিশেষ এলেম। তারা বলেছিল: আল হামদুলিল্লাহ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের মর্যাদা দিয়েছেন তাঁর বহু মুমিন বান্দার উপর।	وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ⑯
১৬. সুলাইমান হয়েছিল দাউদের ওয়ারিশ। সে বলেছিল: ‘হে মানুষ! আমাদেরকে পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে এবং সবকিছুই দেয়া হয়েছে আমাদের। অবশ্যি এটা আল্লাহর একটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।’	وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَأْكُلُهَا النَّاسُ عِلْمَنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۚ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ⑰
১৭. সুলাইমানের জন্যে হাশর (সমবেত) করা হয় তার বাহিনীকে, যাদের মধ্যে ছিলো জিন, ইনসান ও পাখি। তাদের বিন্যস্ত করা হয় বিভিন্ন গ্রুপে।	وَحِشْرَ لِّسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ⑱

১৮. তারা যখন পিঁপড়ার উপত্যকায় এসে পৌঁছে, তখন একটি পিঁপড়া বলে উঠে: ‘হে পিঁপালিকার দল! তোমরা দাখিল হয়ে যাও তোমাদের ঘরে। সুলাইমান এবং তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদের পায়ের তলায় পিষে না ফেলে।’

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ
نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ
لَا يَحْطِبَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

১৯. তার কথায় সুলাইমান মৃদু হেসে বললো: ‘আমার প্রভু! আমাকে সামর্থ্য দাও, আমি যেনো তোমার নিয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছো আমার প্রতি এবং আমার পিতামাতার প্রতি, আর আমি যেনো সেই রকম পুণ্য আমল করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে, আর দয়া করে আমাকে দাখিল করো তোমার পুণ্যবান দাসদের মধ্যে।’

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
عَلَيَّ وَ عَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

২০. সুলাইমান সন্ধান নিলো পাখিদের। সে বললো, কী হলো হুদহুদকে দেখছি না যে? সে অনুপস্থিত নাকি?

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى
الْهُدُودَ ۖ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾

২১. সে সুস্পষ্ট প্রমাণ না নিয়ে এলে আমি অবশ্যি তাকে কঠোর শাস্তি দেবো অথবা যবেহ করে ফেলবো।

لَا عَذِيبَتَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَذِيبُكَ
أَوْ لِيَأْتِيَنَّكَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾

২২. তারপর অবিলম্বেই সে এসে উপস্থিত হলো এবং বললো: “আমি অবগত হয়েছি এমন একটা বিষয় যেটি আপনি অবগত নন। আমি আপনার জন্যে সাবা থেকে একটি নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

فَمَكَتْ عَنِّي بَعِيدٌ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ
تَحِطُ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبِيلٍ بَنِيَّ
يَقِينٍ ﴿٢٢﴾

২৩. আমি এক নারীকে দেখতে পেয়েছি তাদের উপর রাজত্ব করছেন। সমস্ত বস্তু সম্ভার তাকে দেয়া হয়েছে এবং তার রয়েছে এক বিশাল সিংহাসন।

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪. আমি তাকে এবং তার কণ্ঠকে দেখতে পেলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সাজদা করছে। শয়তান তাদের কর্মকাণ্ড তাদের কাছে চাকচিক্যময় করে রেখেছে এবং সে তাদের সঠিক পথে আসার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে, ফলে তারা হিদায়াত লাভ করছেন।”

وَجَدْتُهُمَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ
لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. সে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে এ জন্যে, যাতে তারা আল্লাহকে সাজদা না করে, যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর গুণ্ড বস্তুকে প্রকাশ করেন এবং যিনি

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ
فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا

জানেন তোমরা যা গোপন করো এবং যা করো এলান (প্রকাশ)।	تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾
২৬. আল্লাহ, তিনি ছাড়া নেই কোনো ইলাহ, তিনি মহান আরশের মালিক।’ (সাজদা)	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ السَّجْدَةِ
২৭. সুলাইমান বললো: “আমি দেখবো, তুমি সত্য বলছো, নাকি তুমি মিথ্যাবাদী।	قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾
২৮. তুমি আমার এই পত্রটি নিয়ে যাও এবং তাদের কাছে পৌছে দাও। তারপর তাদের থেকে সরে থাকবে এবং লক্ষ্য করবে তাদের প্রতিক্রিয়া।”	إِذْ هَبْ بِكُتَيْبٍ هَذَا فَاَلْقَهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾
২৯. সে (রাণী) বললো: “হে আমার পারিষদবর্গ! আমার কাছে পৌছেছে একটি সম্মানিত পত্র,	قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنَّي أُلْقِئُ إِلَىٰ كِتَابٍ كَرِيمٍ ﴿٢٩﴾
৩০. এটি প্রেরিত হয়েছে সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং সেটির বক্তব্য হলো: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।	إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾
৩১. আমার উপর ঔদ্ধত্য করোনা, বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।”	أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَىٰ وَاتُؤْنِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾
৩২. রাণী বললো: “হে আমার পারিষদবর্গ। তোমরা আমাকে ফতোয়া (মত) দাও এ বিষয়ে আমার করণীয় সম্পর্কে। আমি তো কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনা তোমাদের উপস্থিতি (পরামর্শ) ছাড়া।’	قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾
৩৩. তারা বললো: ‘আমরা তো একটি শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা জাতি। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তো আপনারই। আপনি ভেবে দেখুন কী নির্দেশ দেবেন।’	قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَ أُولُوا بِأْسٍ شَدِيدٍ ۖ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾
৩৪. সে (রাণী) বললো: “রাজা বাদশারা যখন (যুদ্ধের জন্যে) কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তারা সে জনপদকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্মানিত ব্যক্তিদের করে ছাড়ে অপদস্থ। এরাও এ রকমই করবে।	قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾
৩৫. আমি তাদের কাছে হাদিয়া (উপঢৌকন) পাঠাতে চাই। দেখি, আমার দূতেরা তাদের কী প্রতিক্রিয়া নিয়ে ফিরে আসে?”	وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظُرَۃً بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

রুকু
০২

৩৬. দূত যখন সুলাইমানের কাছে এলো, সুলাইমান বললো: “তোমরা কি আমাকে ধনমাল দিয়ে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের যা দিয়েছেন তার চাইতে উত্তম। তোমরা তো তোমাদের হাদিয়া নিয়ে আনন্দবোধ করছো।

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمٰنُ قَالَ اَتِيْتُوْنِي بِمَالٍ
فَمَا آتَيْتَنِي اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتٰكُمۡۚ بَلْ
اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ۝

৩৭. তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও, আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসবো যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যি তাদেরকে সে দেশ থেকে লাঞ্চিত করে বহিষ্কার করবো এবং তখন তারা ছোট হয়ে থাকবে।”

اِزْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا
قِبَلَ لَهُمْ بِهَاۚ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَاۙ اَذِلَّةً
وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝

৩৮. সুলাইমান বললো: ‘হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আমার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে এসে পৌছার আগেই তোমাদের কে তার সিংহাসনটি আমার কাছে নিয়ে আসবে?’

قَالَ يٰۤاَيُّهَا الْمَلٰٓئِكَةُ اِيْكُمْ يٰتِيْنِيْ
بَعْرَ شِهَاۙ قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۝

৩৯. এক শক্তিশালী জিন বললো: ‘সেটি আমি নিয়ে আসবো আপনি আপনার আসন থেকে উঠার আগেই এবং এ ব্যাপারে আমি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।’

قَالَ عَفَرِيَۙتَ مِنَ الْجِنِّ اَنَاۙ اَتِيْنِكَ بِهٖ
قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَۙ وَاِنِّيْ عَلِيْهِ
لَقَوِيْۙ اٰمِيْنٌ ۝

৪০. যার কাছে কিতাবের এলেম ছিলো, এমন এক ব্যক্তি উঠে বললো: ‘আপনি চোখের পলক ফেলার আগেই আমি সেটা আপনাকে এনে দিচ্ছি।’ সুলাইমান যখন সেটা নিজের সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখতে পেলো, বললো: ‘এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ, এর দ্বারা তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে চান আমি কৃতজ্ঞ থাকি, নাকি অকৃতজ্ঞ হই। আর যে কেউ শোকর আদায় করে সে নিজের কল্যাণেই শোকর আদায় করে। আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হয়, সে জেনে রাখুক, আমার প্রভু মুখাপেক্ষাহীন, মর্যাদাবান।’

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهُۥ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَاۙ
اَتِيْنَكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّزِيْدَ اِلَيْكَ ظُرْفُكَۙ
فَلَمَّا رَاَهٗ مُسْتَقِرًّاۙ عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِمِّنْ
فَضْلِ رَبِّيْۙ لِيَّبْلُوْنِيْۚ ؕ اَشْكُرُۙ اَمْ اَكْفُرُۙ
وَمَنْ شَكَرَۙ فَاَزِدْنَاۙ يَشْكُرُۙ لِنَفْسِهٖۚ
وَمَنْ كَفَرَۙ فَاِنِّ رَبِّيْۙ غَنِيٌّۭ كَرِيْمٌ ۝

৪১. সুলাইমান বললো: ‘তার সিংহাসনটি ওলটপালট করে তার জন্যে আনকোরা করে দাও। দেখি, সে কি চিনতে পারে, নাকি না চেনাদের অন্তরভুক্ত হয়?’

قَالَ نَكْرِوْۤا لَهَا عَرْشَهَاۙ نَنْظُرْۙ اَتَهْتَدِيْ
اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝

৪২. যখন রাণী এসে পৌছালো, তাকে বলা হলো: ‘আপনার সিংহাসন কি এ রকম?’ সে বললো: ‘এটা যেনো সেটাই? আমাদের ইতোপূর্বে অবগত করানো হয়েছে এবং আমরা বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছি।’

فَلَمَّا جَاءَتْ قَبِلَ اَهْكَذَا عَرْشُكِۙ قَالَتْ
كَانَ هٰٓؤُلَآءُ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا
وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ۝

৪৩. সে আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত করতো তাই তাকে সত্য থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিল। সে তো কাফির কওমেরই একজন ছিলো।

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

৪৪. তাকে বলা হলো: ‘এই প্রাসাদে দাখিল হোন।’ সে যখন তা দেখলো, মনে করলো একটি জলাশয়। তখন তার পায়ের কিছু অংশ থেকে বস্ত্র গুটিয়ে উন্মুক্ত করে নিলো। সুলাইমান বললো: ‘এতো (পানি নয়) স্বচ্ছ স্ফটিকের তৈরি প্রাসাদ।’ তখন সে (রাণী) বললো: ‘আমার প্রভু! আমি আমার নিজের প্রতি অবিচার করে আসছিলাম, এখন আমি সুলাইমানের সাথে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিনের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করলাম।’

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ
حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا
قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ
قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ
سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٨﴾

রুকু
৩৩

৪৫. আমরা সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম এই নির্দেশ দিয়ে: ‘তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত (আনুগত্য দাসত্ব, পূজা উপাসনা) করো।’ তখন তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়ে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ طَاهِرًا
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ
يَخْتَصِمُونَ ﴿٣٩﴾

৪৬. সালেহ বলেছিল: ‘হে আমার কওম! তোমরা কল্যাণের আগে দ্রুত অকল্যাণ চাইছো কেন? তোমরা কেন আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইছোনা, যাতে করে তোমরা রহম প্রাপ্ত হও।’

قَالَ يَقُومُ لِمَ تَسْتَغْفِرُونَ بِالسَّيِّئَةِ
قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٠﴾

৪৭. তারা বললো: ‘আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরকে আমাদের অমঙ্গলের কারণ মনে করি।’ সে বললো: ‘তোমাদের মঙ্গল অমঙ্গল তো আল্লাহ্র এখতিয়ারে। বরং তোমরা এমন একটি কওম যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।’

قَالُوا أَظَلَّلْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ
طَعَّرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
تُفْتَنُونَ ﴿٤١﴾

৪৮. সেই শহরে ছিলো নয় ব্যক্তি যারা দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করতো এবং সংশোধন হতোনা।

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٢﴾

৪৯. তারা বলেছিল: ‘তোমরা নিজেদের মধ্যে আল্লাহ্র নামে কসম খেয়ে বলো: আমরা অবশ্যি রাতের বেলায় তাকে (সালেহকে) এবং তার পরিবারবর্গকে আক্রমণ করে হত্যা করবো, তারপর তার অলিকে বলবো: তার পরিবারবর্গকে কারা হত্যা করেছে তা আমরা দেখিনি। আমরা অবশ্যি সত্যবাদী।’

قَالُوا اتَّقَاسْمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ
لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٣﴾

৫০. তারা এই জঘন্য চক্রান্ত করেছিল, আর এদিকে আমরাও করেছি একটি কৌশল যা তারা টেরই পায়নি।	وَمَكَرُوا مَكْرًا وَ مَكَرْنَا مَكْرًا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾
৫১. অতঃপর লক্ষ্য করে দেখো তাদের চক্রান্তের পরিণতি কী হয়েছে, আমরা তাদেরকে এবং তাদের গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি।	فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ؕ اَنَّا دَمَرْنَهُمْ وَ قَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾
৫২. ঐ তো তাদের ঘরবাড়ি বিরাণ হয়ে আছে তাদের যুলুমের পরিণতিতে। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে একটি নিদর্শন জ্ঞানী লোকদের জন্যে।	فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾
৫৩. আমরা (সেই অভয় পরিণতি থেকে) নাজাত দিয়েছিলাম তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল এবং অবলম্বন করেছিল তাকওয়া।	وَ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾
৫৪. স্মরণ করো লুতের কথা! সে তার কওমকে বলেছিল: “তোমরা জেনে শুনে কেন ফাহেশা কাজ করছো?”	وَلَوْ كَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُنَّ الْفَاحِشَةَ وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾
৫৫. তোমরা যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্যে নারীর পরিবর্তে পুরুষ গমন করছো? তোমরা তো এক চরম জাহেল সম্প্রদায়।”	اَيُنْكِرُ لَتَاْتُنَّ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾
৫৬. জবাবে তার কওম কেবল একথাই বলেছিল: ‘লুতের অনুসারীদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। তারা বড় পবিত্র থাকতে চাইছে!’	فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوْهُ اِلَ لُّوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ؕ اِنَّهُمْ اَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾
৫৭. ফলে আমরা নাজাত দিয়েছিলাম তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে তার স্ত্রীকে ছাড়া। তাকে আমরা ধ্বংস প্রাণ্ডদের অন্তরভুক্ত করে দিয়েছিলাম।	فَاَنْجَيْنَاهُ وَ اَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ ۚ قَدَّرْنَاهَا مِّنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾
৫৮. আমরা তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম ভয়ংকর (পাথর) বর্ষণ। যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাদের প্রতি বর্ষণ ছিলো কতো যে নিকৃষ্ট!	وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴿٥٨﴾
৫৯. বলো: ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম। শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ, নাকি ওরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরিক করে তারা?’ (অবশ্যি আল্লাহ)।	قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. তিনিই কি শ্রেষ্ঠ নন, যিনি সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ এবং এই পৃথিবী এবং যিনি আসমান

থেকে তোমাদের জন্যে নাইল করেন পানি। তারপর আমরা তা থেকে উদগত করি মনোরম উদ্যান, যার গাছ-গাছালি সৃষ্টি করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। তারপরও কি আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ্ আছে বলে মনে করো? আসলে তারা এমন একটি কওম যারা (অন্যদেরকে) আল্লাহর সমকক্ষ বানায়।

৬১. তিনিই কি (একমাত্র ইলাহ্) নন, যিনি পৃথিবীকে বানিয়েছেন বাস উপযোগী এবং এর মাঝে মাঝে সৃষ্টি করে দিয়েছেন নদ-নদী-নহর? তাকে স্থিতিশীল রাখার জন্যে স্থাপন করে দিয়েছেন পাহাড় পর্বত এবং দুই দরিয়ার মাঝে সৃষ্টি করে দিয়েছেন অন্তরায়। তা সত্ত্বেও আল্লাহর সাথে আরো ইলাহ্ আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানেনা।

৬২. তিনিই কি (একমাত্র ইলাহ্) নন, যিনি অশান্ত হৃদয়ের প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেন এবং দূর করে দেন তার দুঃখ দুর্দশা? তিনিই তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছেন। তারপরও তাঁর সাথে আরো ইলাহ্ আছে কি? তোমরা খুব কমই শিক্ষা গ্রহণ করো।

৬৩. তিনিই কি (একমাত্র ইলাহ্) নন, যিনি তোমাদেরকে স্থল ও পানি পথের অন্ধকারে পথনির্দেশ দান করেন এবং যিনি সুসংবাদবাহী বাতাস পাঠান তাঁর রহমত (বৃষ্টি) বর্ষণের আগে। তারপরও তাঁর সাথে আরো ইলাহ্ আছে কি? তারা তাঁর সাথে যাদেরকে শরিক করে, তাদের থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

৬৪. বরং তিনিই (একমাত্র ইলাহ্) যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদের রিযিক দেয়? তারপরও তাঁর সাথে আরো ইলাহ্ আছে কি? বলো: ‘তোমাদের প্রমাণ হাজির করো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।’

৬৫. বলো: ‘মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যারাই আছে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউই গায়েব জানেনা। তারা কখন পুনরুত্থিত হবে তাও তারা জানেনা।’

৬৬. না, আখিরাত সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, বরং তারা সে সম্পর্কে সন্দেহে আছে, বরং সে বিষয়ে তারা অন্ধ।

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ

لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْبَالِغِينَ قَوْمٌ يُعَذِّبُونَ ۝

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْبَالِغِينَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَائِلِينَ مَا تَذَكَّرُونَ ۝

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُزِيلِ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَنْزِعُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝

بَلْ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ۝

৬৭. কাফিররা বলে: “আমরা এবং আমাদের পূর্ব পুরুষরা যখন মাটির সাথে মিশে যাবো, তখন কি আমাদের পুনরায় জীবিত করে উঠিয়ে আনা হবে?	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَ أَبَاؤُنَا أَتَيْنَا لِمُخَرَّجُونَ ﴿٦٧﴾
৬৮. এ বিষয়ে তো আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ইতোপূর্বেও ধমক দেয়া হয়েছিল। এ-তো আগের কালের লোকদের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।”	لَقَدْ وَعدْنَا هَذَا نَحْنُ وَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾
৬৯. হে নবী! বলো: ‘পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখো, অপরাধীদের পরিণতি কী হয়েছিল?’	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾
৭০. তাদের ব্যাপারে দুঃখ করোনা, আর তাদের চক্রান্তের কারণে মনও ছোট করোনা।	وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَنْكَرُونَ ﴿٧٠﴾
৭১. তারা বলে: ‘কখন আসবে এই ওয়াদার সময়টি, সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলো।’	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾
৭২. তুমি বলো: ‘তোমরা যা নিয়ে তাড়াহুড়া করছো তার কিছু কিছু বিষয় তোমাদের নিকটবর্তী হয়ে গেছে।’	قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾
৭৩. নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকর আদায় করেনা।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾
৭৪. তোমার প্রভু অবশ্য জানেন তাদের মন যা গোপন করে আর যা তারা এলান (প্রকাশ) করে।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾
৭৫. আসমান ও জমিনে এমন কোনো গায়েব নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে রেকর্ড করা নেই।	وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٧٥﴾
৭৬. বনি ইসরাঈল যেসব বিষয়ে মতভেদ করে, তার অধিকাংশই এ কুরআন তাদের বলে দেয়।	إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّلُ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾
৭৭. আর নিশ্চয়ই এ কুরআন মুমিনদের জন্যে হিদায়াত এবং রহমত।	وَإِنَّهُ لَهْدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾
৭৮. তোমার প্রভু তাঁর বিধান মতো তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিধর, মহাজ্ঞানী।	إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾
৭৯. অতএব তাওয়াক্কুল করো আল্লাহর উপর। নিশ্চয়ই তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।	فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾
৮০. তুমি তো মৃতকে কথা শুনাতে পারবেনা এবং বধিরকেও পারবেনা আহ্বান শুনাতে, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।	إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّةَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾

৮১. তুমি অন্ধদের সঠিক পথে আনতে পারবেনা তাদের ভুল পথ থেকে। তুমি শুনাতে পারবে তো কেবল তাদেরকে, যারা আমাদের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে, আর তারাই হয়ে থাকে আত্মসমর্পণকারী।

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ صَلَاتِهِمْ
إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
مُسْلِمُونَ ﴿٥١﴾

৮২. যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকটবর্তী হবে, তখন আমরা মাটির ভেতর থেকে তাদের জন্যে বের করে আনবো একটি জীব (দাব্বাতুল আরদ), যে তাদের সাথে কথা বলবে। কারণ, মানুষ আমাদের আয়াতের প্রতি একীন রাখেনা।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ
دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٥٢﴾

ককু
০৬

৮৩. স্মরণ করো সেদিনের কথা, যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একটি দলকে সমবেত করবো। যারা আমাদের আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করতো; তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ
يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٥٣﴾

৮৪. যখন তারা উপস্থিত হবে, আল্লাহ বলবেন: তোমরাই কি আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে? অথচ সেটাকে তোমাদের জ্ঞানে ধারণ করতে পারোনি? এছাড়াও তোমরা আর কী কী করেছিলে?

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ أَكْذَبْتَهُمْ بِآيَاتِي ۖ
لَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

৮৫. তাদের যুলুমের কারণে তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে, ফলে তারা কথাই বলতে পারবেনা।

وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا
يَنْطِقُونَ ﴿٥٥﴾

৮৬. তারা কি দেখেনা আমরা রাতকে সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্যে, আর দিনকে বানিয়েছি দৃশ্যমান। বিশ্বাসীদের জন্যে অবশ্য এতে রয়েছে নিদর্শন।

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا
فِيهِ ۖ وَ النَّهَارَ مُبْصَرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٦﴾

৮৭. যেদিন শিঙ্গায় (প্রথমবার) ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন মহাকাশ ও পৃথিবীর সবাই বিহ্বল হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদের চাইবেন তারা ছাড়া। সবাই বিনীত হয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হবে।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ
اللَّهُ ۚ وَكُلُّ أَتَوٍّ ذَّخِرِينَ ﴿٥٧﴾

৮৮. তুমি পাহাড় পর্বত দেখছো, মনে করছো সেগুলো অটল, অথচ সেদিন সেগুলো মেঘমালার মতোই ধাবিত হবে। এটাই আল্লাহর সৃষ্টি-কৌশল, যিনি প্রতিটি বস্তুকে করেছেন সুষম। তোমরা যা করো সে বিষয়ে তিনি খবর রাখেন।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِيَ
كُمُومٍ مِّنَ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ
كُلُّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٥٨﴾

৮৯. যে ভালো কাজ নিয়ে আসবে, সে পাবে তার চাইতে উত্তম প্রতিফল। তারা সেদিনকার শংকা থেকে থাকবে মুক্ত।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَ
هُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٥٩﴾

৯০. আর যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে তাকে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদের দেয়া হবে।

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ
وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۖ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

৯১. নিশ্চয়ই আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এই নগরীর প্রভুর ইবাদত করতে যিনি এটিকে করেছেন সম্মানিত। সব কিছুই তাঁর। আমাকে আরো আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেনো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তরভুক্ত হই।

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ
الَّذِي خَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

৯২. আমাকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেনো তিলাওয়াত (অনুসরণ) করি আল কুরআন। অতঃপর যে কেউ সঠিক পথে চলবে, সে সঠিক পথে চলবে নিজেরই কল্যাণে। আর যে কেউ ভুল পথ অবলম্বন করবে, তুমি তার ব্যাপারে বলবে: আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।

وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا
يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَقُلْ إِنَّمَا
أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾

৯৩. বলো: আল হামদুলিল্লাহ! তিনি শীঘ্রি তোমাদের দেখাবেন তাঁর নিদর্শনসমূহ, তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে। তোমরা যা আমল করছো সে ব্যাপারে তোমার প্রভু গাফিল নন।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

রুকু
০৭

সূরা ২৮ আল কাসাস

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৮৮, রুকু সংখ্যা: ০৯

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

০১-২১: ফিরাউন কর্তৃক বনি ইসরাঈলিদের নির্যাতন। মূসার জন্ম। ফিরাউনের ঘরে তাঁর লালন পালন। যুবক মূসা কর্তৃক এক মিশরীয়কে অনিচ্ছাকৃত হত্যা। মূসাকে গ্রেফতারের অভিযান এবং মূসার মিশর ত্যাগ।

২২-২৮: মূসা আ. এর মাদায়িনে আগমন। দুই যুবতীর পশুকে পানি পানে সহযোগিতা। তাদের পিতা কর্তৃক মূসাকে আশ্রয়দান। তাদের এক বোনকে মূসার সাথে বিয়ে। সেখানে কয়েক বছর অতিবাহিত।

২৯-৩৫: সপরিবারে মূসার মিশর রওনা। পশ্চিমধ্যে তুরে সায়নায় নবুয়্যত ও মুজিয়া লাভ। ফিরাউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ। ভাই হারুনকেও সাহায্যকারী হিসেবে নবুয়্যত দান।

৩৬-৪২: ফিরাউনের কাছে মূসার দাওয়াত। ফিরাউন ও তার বাহিনী কর্তৃক মূসাকে প্রত্যাখ্যান।

৪৩-৫০: আল্লাহ কখন কি অবস্থায় বিভিন্ন জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছেন এবং সেসব জাতি রসূলদের সাথে কি আচরণ করেছে? মুহাম্মাদ সা. এর উদ্দেশ্যে সে সবার বর্ণনা।

৫১-৭৫: কিতাবের প্রতি কোন্ ধরনের লোকেরা ঈমান আনে? আল্লাহ কখন কোনো জাতিকে ধ্বংস করেন? যাদের কাছে রসূল পাঠানো হয়েছে কিয়ামতের দিন তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। যাদেরকে আল্লাহর শরিক বানানো হয় তাদের শরিক হবার পক্ষে কোনো প্রমাণ নাই।

৭৬-৮২: কারুণের প্রতি আল্লাহর বিশাল অনুগ্রহ। আল্লাহর প্রতি কারুণের অকৃতজ্ঞতা। কারুণের কৃপণতা এবং তার ধ্বংস।

৮৩-৮৮: আখিরাতের পুরস্কার কারা লাভ করবে? রসূলকে মক্কায় ফিরিয়ে নেয়ার ভবিষ্যতবাণী। নবী সা. রিসালাত লাভের আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন না। এটা ছিলো আল্লাহর অনুগ্রহ।

<p>সূরা আল কাসাস (কিস্সাসমূহ)</p> <p>পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে</p>	<p>سُورَةُ الْقَصَصِ</p> <p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>
০১. তোয়া সিন মিম।	طسّم ①
০২. এগুলো কিতাবুম মুবিনের (সুস্পষ্ট কিতাবের) আয়াত।	تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ①
০৩. বিশ্বাসী লোকদের জন্যে আমরা মুসা ও ফেরাউনের কিছু সংবাদ নিখুঁতভাবে তিলাওয়াত (বর্ণনা) করছি।	نَثْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ②
০৪. ফেরাউন দেশে হঠকারী নীতি অবলম্বন করে এবং নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে একদল লোককে দুর্বল করে রেখেছিল। তাদের পুত্রদের যবাই করছিল এবং মেয়েদের জীবিত রাখছিল। সে ছিলো একজন ফাসাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টিকারী।	إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَذِخُّ أبنَاءَهُمْ وَيَسْتَنْجِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ③
০৫. তখন আমরা এরাদা করেছিলাম, যাদের দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবো, তাদের নেতৃত্ব দান করবো এবং তাদের ওয়ারিশ বানাবো,	وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ④
০৬. এবং জমিনে তাদের প্রতিষ্ঠিত করবো। আর ফেরাউন, হামান এবং তাদের দুজনের বাহিনীকে তাদের (দুর্বল করে রাখাদের) থেকে সেই জিনিসটা দেখাবো যার আশংকা তারা করছিল (অর্থাৎ ক্ষমতাত্যাগ)।	وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ⑤
০৭. এ উদ্দেশ্যে আমরা মুসার মা'কে অহি (ইশারা) করে নির্দেশ দিয়েছিলাম: “ওকে (মুসাকে) বুকের দুধ পান করাতে থাকো। যখন তার (জীবনের) ব্যাপারে আশংকা করবে, তখন তাকে (বাক্সে করে) দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে। এ ক্ষেত্রে তুমি ভয়ও করোনা, দৃষ্টিস্তাও করোনা। ওকে আমরা তোমার কোলেই ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে আমরা বানাবো রসুলদের একজন।”	وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَأَوُوهَ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ⑥
০৮. তারপর ফেরাউনের পরিবারের লোকজন তাকে উঠিয়ে নেয়, যাতে করে (অবশেষে) সে তাদের শত্রু ও দৃষ্টিস্তার কারণ হয়। নিশ্চয়ই ফেরাউন, হামান এবং তাদের বাহিনী ছিলো অপরাধী।	فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۖ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ⑦
০৯. ফেরাউনের স্ত্রী বলেছিল: ‘শিশুটি আমার ও তোমার চোখ জুড়াবে। ওকে হত্যা করোনা। হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে, অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেই গ্রহণ করতে পারি।’ অথচ তারা এর পরিণতি অনুভব করতে পারেনি।	وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي ۖ إِنَّهُ لَكُ لَا يَفْتَنُوهُ ۖ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑧

১০. এদিকে মূসার মার অন্তর অস্থির হয়ে পড়েছিল। যাতে করে সে আত্মশীল থাকে সে জন্যে আমরা তার অন্তরকে মজবুত করে না দিলে সে তার পরিচয়ই প্রকাশ করে দিতো।

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فُرْعَا ۚ إِنَّ كَادَتْ لَتَنْبُدِي بِهٖ لَوْ لَا أَن رَّبَّنَا عَلٰٓى قَلْبِهَا لَتَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১১. সে (মূসার মা) মূসার বোনকে বলেছিল: ‘তুই যা ওর পেছনে পেছনে।’ তখন সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে ওকে দেখতে দেখতে গিয়েছিল।

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ ۖ فَبَصَّرَتْ بِهٖ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

১২. আমরা আগে থেকেই ধাত্রীর দুধপান তার (মূসার) জন্যে হারাম করে দিয়েছিলাম। সে (মূসার বোন) তাদের বলেছিল: ‘আমি কি আপনাদের এমন একটি পরিবারের সন্ধান দেবো যারা আপনাদের হয়ে একে লালন পালন করবে এবং তারা ওর কল্যাণকামীও হবে?’

وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰٓى أَهْلِ بَيْتٍ يَّكَفُلُوْهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُوْنَ ۝

১৩. এভাবেই আমরা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তার মায়ের কাছে যাতে করে তার চক্ষু শীতল হয় এবং সে দুশ্চিন্তা না করে, আর সে যেনো জানতে পারে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তবে

فَرَدَدْنَاهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كِي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ ۚ وَ لَتَعْلَمَنَّ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

রুকু
০১

১৪. মূসা যখন পূর্ণ বাল্যে হলো এবং বয়েসের দিক থেকে পরিণত হলো, তখন আমরা তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। কল্যাণপরায়ণদের এভাবেই আমরা পুরস্কৃত করি।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوٰى اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১৫. সে (মূসা) নগরীতে প্রবেশ করলো, যখন তার অধিবাসীরা ছিলো অসতর্ক। সেখানে সে দুটি লোককে দেখলো সংঘর্ষে লিপ্ত। একজন তার নিজ গোত্রের, আরেকজন তার শত্রুপক্ষের। তার গোত্রের লোকটি শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য চাইলো। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারে এবং তাকে হত্যা করে বসে। (এই আকস্মিক ঘটনায়) মূসা বললো: এটা শয়তানের কাণ্ড। সে তো সুস্পষ্ট শত্রু এবং বিভ্রান্তকারী।

وَ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰٓى حِيْنٍ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يُفْتَتِلٰنِ ۚ هٰذَا مِنْ شِيعَتِهٖ وَ هٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَعَاثَ الَّذِيْ مِنْ شِيعَتِهٖ عَلٰٓى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَوَكَرَهُ مُوسٰٓى فَقَضٰٓى عَلَيْهِ ۚ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ۝

১৬. মূসা আরো বললো: ‘আমার রব! আমি নিজের প্রতি যুলুম করে ফেলেছি, তুমি আমাকে মাফ করে দাও।’ তখন তিনি তাকে মাফ করে দেন। কারণ, তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালব।

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ ۚ فَغَفَرَ لَهُ ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

১৭. মূসা বললো: আমার প্রভু! যেহেতু তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছো, তাই আমি আর কখনো অপরাধীদের সাহায্য করবো না।

قَالَ رَبِّ بِمَاۤ اَعْنَمْتُ عَلٰٓیٰ فَلَئِنْ اَكُوْنَ ظٰهِرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ۝

১৮. ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় নগরীতে মূসার সকাল

فَاَصْبَحَ فِی الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يُّرَقَّبُ فَاِذَا

হলো। হঠাৎ সে শুনতে পায় গতকাল যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল সে তার সাহায্যের জন্যে চীৎকার করছে। মূসা তাকে বললো: ‘তুমি এক সুস্পষ্ট বিপথগামী ব্যক্তি।’

الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ ۖ
قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ١٩

১৯. মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে ধরতে উদ্যত হলো, সে ব্যক্তি বলে উঠলো: ‘হে মূসা! তুমি যেভাবে গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, সেভাবে কি আমাদেরও হত্যা করতে চাইছো? তুমি তো দেশে স্বেচ্ছাচারী হতে চাইছো, সংশোধনকারী হতে চাচ্ছেনা।

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْبَشَّ بِالَّذِي هُوَ
عَدُوٌّ لَهُمَا ۖ قَالَ يُمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ
تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِنَّ
تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ
وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ٢٠

২০. (এ সময়) নগরীর দূরপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বললো: ‘হে মূসা। ফেরাউনের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার জন্যে পরামর্শ করছে, তুমি (মিশর) থেকে বেরিয়ে যাও, আমি তোমার কল্যাণ চাই।’

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى
قَالَ يُمُوسَى إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتِيهِمْ مِنْكَ
لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ
الْمُصْحِينَ ٢١

২১. মূসা ভয়ে সতর্কভাবে (দেশ থেকে) বেরিয়ে পড়লো। সে বললো: ‘আমার প্রভু! আমাকে যালিম কওমের কবল থেকে রক্ষা করো।’

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۚ قَالَ رَبِّ
نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٢٢

ককু
০২

২২. মূসা যখন মাদায়েনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলো, তখন বললো: ‘আশা করি আমার প্রভু আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।’

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي
أَنْ يَهْدِيَني سَوَاءَ السَّبِيلِ ٢٣

২৩. যখন সে মাদায়েনের কূপের কাছে পৌছে, সেখানে দেখতে পায় একদল লোক পশুদের পানি পান করছে। সবার পেছনে দুই নারীকে দেখতে পায়, তারা তাদের পশুকে আগলে রাখছে। মূসা তাদের বললো: ‘আপনাদের ব্যাপার কী?’ তারা বললো: ‘আমরা আমাদের পশুদের পানি পান করাতে পারিনা, যতক্ষণ রাখালেরা তাদের পশুদের পানি পান করিয়ে চলে না যায়। আমাদের পিতা একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি।’

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً
مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۚ وَ وَجَدَ مِنْ
دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا
خَطْبُكُمَا ۚ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ
الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ٢٤

২৪. মূসা তাদের পক্ষে তাদের পশুকে পানি পান করিয়ে দিলো। তারপর ছায়ার নীচে ফিরে এসে বললো: ‘আমার প্রভু! তুমি আমাকে যে আতিথ্যের ব্যবস্থাই করে দেবে, আমি তার মুখাপেক্ষী।’

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ
إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ٢٥

২৫. তখন সেই দুই নারীর একজন লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে তার কাছে এলো এবং বললো: ‘আমার আব্বু আপনাকে ডাকছেন আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দিতে।’ মূসা যখন তার কাছে এলো এবং নিজের সব ঘটনা বিস্তারিত খুলে বললো, সে বললো:

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى
اسْتِحْيَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ
لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا
جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۖ قَالَ لَا

‘তুমি আর ভয় পেয়োনা, তুমি যালিম কওমের কবল থেকে নাজাত পেয়ে গেছো।’	تَخَفْ تَجَوَّتْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝
২৬. সেই দুই নারীর একজন বললো: ‘আব্বু! তুমি তাকে কর্মচারী নিযুক্ত করো, তোমার কর্মচারী হিসেবে উত্তম হবেন তো এমন ব্যক্তি যিনি শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত।’	قَالَتْ اِخْدُسْهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۚ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِينُ ۝
২৭. সে মূসাকে বললো: ‘শুনো, আমি আমার এই দুই কন্যার একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকুরি করবে, তবে দশ বছর যদি পূর্ণ করতে চাও সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনা। আল্লাহ্ চান তো, তুমি আমাকে ন্যায্যবান পাবে।’	قَالَ اِنِّى اُرِيدُ اَنْ اُنْكَحَكَ اِخْدَى ابْنَتَى هَاتَيْنِ عَلَى اَنْ تَاْجُرَنِ ثَمْنَى حَجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا اُرِيدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝
২৮. মূসা বললো: ‘আমার এবং আপনার মাঝে এই চুক্তিই হলো। এ দুটি মেয়েদের যে কোনো একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবেনা। আমরা যা বলছি আল্লাহ্ তার সাক্ষী।’	قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ اَيُّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۚ وَاللّٰهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝
২৯. মূসা যখন নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ করলো এবং সপরিবারে যাত্রা করলো, তুর পাহাড়ের কাছে এসে পাহাড়ের দিকে আগুন দেখতে পেলো। সে তার পরিবারবর্গকে বললো: তোমরা এখানে অপেক্ষা করো, আমি আগুন দেখেছি, হয়তো সেখান থেকে তোমাদের জন্যে কোনো খবর নিয়ে আসবো কিংবা নিয়ে আসবো এক খণ্ড জ্বলন্ত কাঠ, তাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারবে।’	فَلَمَّا قَضٰى مُوسٰى الْاَجَلَ وَ سَارَ بِاَهْلِهٖ اَنْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهٖ امْكُثُوْا اِنِّى اَنْسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْ اَتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝
৩০. মূসা যখন আগুনের দিকে এলো, তখন (তোয়া) উপত্যকার ডান পাশে পবিত্র ভূমির এক গাছের দিক থেকে তাকে ডেকে বলা হলো: ‘হে মূসা! আমি আল্লাহ্ রাসুলু আলামিন।’	فَلَمَّا اَتَتْهَا نُودِىْ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يُّمُوْسٰى اِنِّى اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
৩১. তাকে আরো বলা হলো: ‘তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো।’ তারপর মূসা যখন দেখলো, সেটা সাপের মতো ছুটাছুটি করছে, তখন সে পিছে ফিরে দৌড়াতে থাকলো এবং পেছনে ফিরে তাকিয়েও দেখলোনা। তাকে ডেকে বলা হলো: “হে মূসা! সামনে ফিরে আসো, ভয় পেয়োনা, তুমি নিরাপদ।	وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا ۚ وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يُّمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۚ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ۝
৩২. তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, দেখবে সেটি অনাবিল উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে কোনো প্রকার ক্ষতি ছাড়াই। ভয় দূর করার জন্য তোমার দুই হাত তোমার বুকে চেপে ধরো। এ	اَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا ۚ مِنْ غَيْرِ سُوٍّ ۚ وَاَضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۚ فَذَنْكَ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكَ ۚ

দুটি তোমার প্রভুর দেয়া প্রমাণ ফেরাউন আর তার পারিষদবর্গের জন্যে। তারা একটি ফাসিক কওম।”

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٧﴾

৩৩. মুসা বললো: “আমার প্রভু! আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম, তাই আমি আশংকা করছি তারা আমাকে হত্যা করবে।

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٨﴾

৩৪. আমার ভাই হারুণ, সে আমার চাইতে ভালো বক্তা, তুমি তাকে আমার সাথে সাহায্যকারী হিসেবে রসূল বানিয়ে দাও। সে আমার সত্যয়ন করবে। আমার আশংকা হয় তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে।”

وَ أَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٩﴾

৩৫. আল্লাহ্ বললেন: “আমরা তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার হাতকে শক্তিশালী করবো এবং তোমাদের দুজনকেই আমরা সনদগত ক্ষমতা প্রদান করবো। ফলে তারা (তোমাদের ক্ষতির উদ্দেশ্যে) তোমাদের কাছেই পৌছাতে পারবেনা। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরাই আমাদের নিদর্শনের সাহায্যে বিজয়ী হবে।”

قَالَ سَتَشِدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّنَّا أَنْتُمَا وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغُلُوبُونَ ﴿٤٠﴾

৩৬. মুসা যখন তাদের কাছে আমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে উপস্থিত হলো, তারা বললো: ‘এ-তো এক মিথ্যা- ম্যাজিক ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরনের কথা আমাদের বাপ-দাদাদের কালেও আমরা শুনি নি।’

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٤١﴾

৩৭. মুসা বললো: ‘আমার প্রভুই অধিক জানেন কে তাঁর পক্ষ থেকে হিদায়াত নিয়ে এসেছে এবং কার শেষ পরিণাম শুভ হবে। নিশ্চয়ই কখনো সফল হবেনা যালিমরা।’

وَ قَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٢﴾

৩৮. ফেরাউন বললো: ‘হে আমার পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ আছে বলে তো আমি জানি না। হে হামান! তুমি আমার জন্যে ইট পোড়াও এবং উঁচু এক প্রাসাদ তৈরি করো। হয়তো আমি তাতে উঠে মূসার ইলাহকে দেখতে পাবো। তবে আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদী।’

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَأْتِيهَا الْمَلَآءُ مَا عَلَيْهِمْ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي ۚ فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ الْمُوسَىٰ ۚ وَ إِنِّي لَا ظَنُّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٤٣﴾

৩৯. সে এবং তার বাহিনী অন্যায়ভাবে দেশে অহংকার করে। তারা ধারণা করেছিল তাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবেনা।

وَ اسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

৪০. তারপর আমরা পাকড়াও করি তাকে এবং তার বাহিনীকে এবং তাদের নিক্ষেপ করি দরিয়ায়। দেখো, কী (মন্দ) পরিণতি হয়েছিল যালিমদের!

فَأَخَذْنَاهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٥﴾

৪১. আমরা তাদের বানিয়ে দিয়েছিলাম

وَ جَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ ۚ وَ

জাহান্নামের দিকে আহ্বান করার ইমাম (নেতা)।
কিয়ামতের দিন তাদের কোনো সাহায্য করা
হবেনা।

يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١١﴾

রুকু
০৪

৪২. এ দুনিয়ায় আমরা তাদের অনুগামী করে
দিয়েছি লা'নত আর কিয়ামতের দিন তারা হবে
ঘৃণিত।

وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ
الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿١٢﴾

৪৩. আগেকার বহু মানব প্রজন্মকে হালাক করে
দেয়ার পর আমরা মুসাকে দিয়েছিলাম কিতাব
মানুষের জন্যে জ্ঞানের আলো, হিদায়াত এবং
রহমত হিসেবে, যাতে করে তারা শিক্ষা গ্রহণ
করে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا
أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

৪৪. (হে মুহাম্মদ!) তুমি (তুর পাহাড়ের) পশ্চিম
প্রান্তে উপস্থিত ছিলেনা আমরা যখন মুসাকে
বিধান দিয়েছিলাম এবং তুমি বিষয়টা নিজের
চোখেও দেখোনি।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى
مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١٤﴾

৪৫. বরং আমরা বহু মানব প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি
এবং তাদের উপর বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে
গেছে। তুমি তো মাদায়েনবাসীদের মধ্যে
উপস্থিত ছিলেনা তাদের কাছে আমাদের আয়াত
তিলাওয়াত করার জন্যে। বরং আমরাই ছিলাম
সেখানে রসূল প্রেরণকারী।

وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ
الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ
مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا
كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿١٥﴾

৪৬. আমরা যখন মুসাকে ডেকেছিলাম, তখন তো
তুমি তুর পাহাড়ের পাশে উপস্থিত ছিলেনা। বরং
এটা (এই অহি) তোমার প্রভুর রহমত যাতে
করে তুমি এমন একটি কওমকে সতর্ক করতে
পারো, যাদের কাছে তোমার আগে কোনো
সতর্ককারী আসেনি, আর তারা যেনো শিক্ষা
গ্রহণ করে।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَ
لَكِن رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا
أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

৪৭. রসূল যদি না পাঠাতাম, তাহলে তাদের
কর্মকাণ্ডের জন্যে যদি তাদের কোনো মসিবত
আসতো তারা বলতো: ‘আমাদের প্রভু! তুমি
কেন আমাদের কাছে একজন রসূল পাঠালেনা?
পাঠালে তো আমরা তোমার আয়াতের ইন্ডেবা
(অনুসরণ) করতে পারতাম এবং আমরা মুমিন
হয়ে যেতাম।’

وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ
إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

৪৮. কিন্তু যখন আমাদের পক্ষ থেকে তাদের
কাছে সত্য এলো, তারা বললো: ‘মুসাকে যেমন
(নিদর্শন) দেয়া হয়েছিল, তাকে সে রকম দেয়া
হলো না কেন? কিন্তু মুসাকে যা দেয়া হয়েছিল
তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছে:
(‘কুরআন ও তাওরাত) দুটিই ম্যাজিক,
পরস্পরের সমর্থক। তারা আরো বলেছিল আমরা
প্রত্যেকটিই অস্বীকার করি।’

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْ
لَا أَوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ
يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا
سِحْرٌ تَظْهَرُ ۖ وَ قَالُوا إِنَّا بِكُمْ
كَافِرُونَ ﴿١٨﴾

৪৯. হে নবী! বলো: ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে তোমরাই আল্লাহর কাছ থেকে একখানা কিতাব নিয়ে আসো যেটি এ দুটি (কুরআন ও তাওরাত) থেকে অধিকতর হিদায়াতওয়ালা কিতাব হবে, আমিও সে কিতাবের অনুসরণ করবো।’

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾

৫০. তারা যদি তোমার আস্থানে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রাখো, তারা কেবল নিজেদের খেয়াল খুশিরই ইত্তেবা করে। ঐ ব্যক্তির চাইতে অধিকতর বিপথগামী আর কে আছে, যে আল্লাহর হিদায়াত উপেক্ষা করে নিজের খেয়াল খুশির ইত্তেবা করে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম কওমকে সঠিক পথ দেখাননা।

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

ককু
০৫

৫১. আমরা তাদের কাছে লাগাতার বাণী পৌছে দিয়েছি যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

৫২. যাদেরকে আমরা ইতোপূর্বে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা (তাদের কেউ কেউ) এর প্রতি (কুরআনের প্রতি) ঈমান রাখে।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. তাদের প্রতি যখন এটি (কুরআন) তিলাওয়াত করা হয়, তারা বলে: আমরা এটির প্রতি ঈমান এনেছি, নিশ্চয়ই আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এটি সত্য। আমরা তো পূর্বেও মুসলিমই ছিলাম।

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪. এরাই সেইসব লোক যাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে দুইবার তাদের সবরের কারণে। তারা মন্দের মুকাবেলা করে ভালো দিয়ে এবং তাদেরকে আমরা যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে (আল্লাহর পথে)।

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫. তারা যখনই অর্থহীন কিছু শুনে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়। তারা বলে: ‘আমাদের কাজের ফল আমরা পাবো আর তোমাদের কাজের ফল পাবে তোমরা। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা জাহিলদের সাথিত্ব চাইনা।’

وَإِذَا سَبَّحُوا اللَّعْنَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬. তুমি যাকে মহব্বত করো, তুমি চাইলেই তাকে হিদায়াত করতে পারবেনা। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত করেন। কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত সেটা তিনিই ভালো জানেন।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭. তারা বলে: ‘আমরা যদি তোমার সাথে হিদায়াতের পথে চলি, তাহলে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা হবে।’ আমরা কি তোমাদেরকে একটি নিরাপদ হারামে

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا

প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সব ধরনের ফল ফলারি আমদানি হয় আমাদের পক্ষ থেকে রিযিক হিসেবে। তবে অধিকাংশ লোকই সত্য জানেনা।

يُجِبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزَقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. কতো যে জনপদ আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, যেগুলোর অধিবাসীরা নিজেদের সম্পদ ও জীবিকার দষ্ট করে বেড়াতে! এই যে এগুলো তাদের ঘর-বাড়ি, তাদের পরে এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আর প্রকৃত ওয়ারিশ তো আমরাই।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তোমার রব জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, যতোক্ষণ না সেগুলোর কেন্দ্রে রসূল পাঠিয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের আয়াত তিলাওয়াত করার জন্যে। আমরা যেসব জনপদ ধ্বংস করেছি সেগুলোর অধিবাসীরা ছিলো যালিম।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَ أَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে সেগুলো তো পার্থিব জীবনের ভোগ্য ও সৌন্দর্য। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তাই উত্তম ও চিরস্থায়ী। তোমরা কি আকল খাটাবেনা?

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

৬১. যে ব্যক্তিকে আমরা উত্তম পুরস্কার প্রদানের ওয়াদা দিয়েছি আর সে অবশ্য সে পুরস্কারের সাক্ষাত লাভ করবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য, যাকে আমরা দুনিয়ার জীবনের ভোগের সামগ্রী দিয়েছি, তারপর কিয়ামতের দিন তাকে হাজির করা হবে আসামী হিসেবে?

أَفَنُ وَعَدْنُهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦٢﴾

৬২. সেদিন তিনি তাদের ডেকে বলবেন: ‘কোথায় আজ তারা যাদেরকে তোমরা আমার শরিক বলে ধারণা করত?’

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. যাদের উপর শাস্তির বাণী অবধারিত হবে, তারা বলবে: ‘আমাদের প্রভু! এদেরকে আমরাই বিভ্রান্ত করেছিলাম, এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আমরা আপনার কাছে এদের দুর্কর্মের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছি। তারা তো আমাদের ইবাদত করতেনা।’

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪. তাদের বলা হবে: তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরিক বানিয়েছিলে তাদের ডাকো, তখন তারা তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকের জবাব দেবেনা। তারা তখন আযাব দেখতে পাবে। হায়, তারা যদি হিদায়াতের পথ অনুসরণ করতো?

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আল্লাহ সেদিন তাদের ডেকে বলবেন: ‘তোমরা রসূলদের কী জবাব দিয়েছিলে?’

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٦﴾

৬৬. সেদিন সব তথ্য তাদের থেকে বিস্মৃত হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাও করতে পারবেনা।	فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾
৬৭. তবে যে ব্যক্তি তওবা করবে, ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, আশা করা যায়, সে সফলতা অর্জনকারীদের অন্তরভুক্ত হবে।	فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾
৬৮. তোমার প্রভু যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের কোনো হাত নেই। আল্লাহ্ সে সব থেকে পবিত্র ও মহান, যাদের তারা তাঁর সাথে শরিক করছে।	وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾
৬৯. তোমার প্রভু জানেন তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে।	وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾
৭০. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সমস্ত প্রশংসা তাঁর দুনিয়া ও আখিরাতে। সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে তোমাদের।	وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾
৭১. হে নবী! বলো: তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ্ যদি রাতকে কিয়ামতকাল পর্যন্ত তোমাদের উপর স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোনো ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের আলো এনে দেবে? তোমরা কি (উপদেশ) শুনবেনা?	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾
৭২. বলো: তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ্ যদি দিনকে তোমাদের উপর কিয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে কোন্ ইলাহ আছে, যে তোমাদের রাত এনে দেবে যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারো? তোমরা কি ভেবে দেখবেনা?	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾
৭৩. তিনিই নিজ দয়ায় তোমাদের জন্যে রাত এবং দিন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পারো এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো আর যাতে করে তোমরা তাঁর শোকর আদায় করতে পারো।	وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾
৭৪. সেদিন তিনি তাদের ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরিক বলে ধারণা করতে তারা এখন কোথায়?	وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾
৭৫. আমরা প্রতিটি উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী বের করে আনবো এবং তাদের বলবো: ‘হাজির করো তোমাদের প্রমাণ।’ তখনই তারা জানতে পারবে ইলাহ্ হবার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। আর যাদেরকে তারা (মিথ্যা) ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছিল তারা সবাই উধাও হয়ে যাবে।	وَنَرَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعِلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. কারুণ ছিলো মূসার কওমেরই একজন। সে তাদের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। তাকে আমরা দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও ছিলো কষ্টসাধ্য। তার কওম তাকে বলেছিল: “দম্ভ করোনা, আল্লাহ্ দাস্তিকদের পছন্দ করেন না।

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ۖ وَأَتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوزُ بِالْعَصَبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۝

৭৭. আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর সন্ধান করো। দুনিয়ায় তোমার দায়িত্বের অংশ ভুলে যেয়োনা। মানুষের প্রতি ইহসান করো, যেভাবে আল্লাহ্ ইহসান করেছেন তোমার প্রতি। দেশে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেননা।”

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُبْسِدِينَ ۝

৭৮. সে বললো: ‘এসব সম্পদ আমি লাভ করেছি আমার বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমে।’ সে কি জানেনা, আল্লাহ্ তার আগেও বহু মানব প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা ছিলো শক্তিতে তার চাইতেও প্রবল এবং তাদের জনসংখ্যাও ছিলো অধিক। অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করা হবেনা তারা কী অপরাধ করেছিল?

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جُنُودًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۝

৭৯. কারুণ তার কওমের লোকদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমকের সাথে। যারা দুনিয়ার হায়াতটাকেই প্রাধান্য দিতো, তখন তারা বলেছিল: ‘হায়, কারুণকে যেসব সম্পদ দেয়া হয়েছে আমাদেরকেও যদি সেসব দেয়া হতো! সে তো বিরাট ভাগ্যবান।’

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِيَلْبَسَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قَارُونَ ۚ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝

৮০. আর যাদেরকে এলেম দেয়া হয়েছিল তারা বলেছিল: ‘ধ্বংস হও তোমরা, যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ্ করেছে তাদের জন্যে তো আল্লাহ্র সওয়াবই (পুরস্কারই) সর্বোত্তম। আর তা তো কেবল সবার অবলম্বনকারীরাই লাভ করবে।’

وَ قَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيَلْكُمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ أَمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الضَّالُّونَ ۝

৮১. ফলে আমরা তাকে (কারুণকে) তার ঘর-বাড়ি ও প্রাসাদ-অট্টালিকাসহ দাবিয়ে দিয়েছি মাটির নীচে। তখন তাকে আল্লাহ্র পাকড়াওর বিরুদ্ধে সাহায্য করার কেউই ছিলনা এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সমর্থ ছিলনা।

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ۖ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۝

৮২. গতকালও যারা তার মতো হবার তামান্না (আকাঙ্ক্ষা) করেছিল, তারা বলতে লাগলো: ‘দেখলে তো, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা

وَاصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآنَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ

রিযিক প্রশস্ত করে দেন, আর যাকে ইচ্ছা সীমিত করে দেন। যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমাদেরকে সহই ধ্বংস করে দিতেন। দেখলে তো কাফিররা সাফল্য অর্জন করেনা।’

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٥٧﴾

রুকু
০৮

৮৩. আখিরাতের সেই ঘর আমরা তৈরি করে রেখেছি তাদের জন্যে, যারা পৃথিবীতে উদ্ধত হতে চায়না এবং সৃষ্টি করতে চায়না ফাসাদ, আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্যেই।

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٥٨﴾

৮৪. যে কেউ (সেখানে) কোনো ভালো কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, সে তার চাইতে উত্তম প্রতিফল লাভ করবে। আর যে কেউ মন্দ কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তবে যারাই মন্দ কাজ করেছে তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে কেবল তাদের আমলের অনুরূপ।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

৮৫. যিনি তোমার প্রতি কুরআনকে বিধান বানিয়ে দিয়েছেন, তিনি অবশ্যি তোমাকে ফেরত আনবেন তোমার জন্মভূমিতে। বলা: ‘আমার প্রভুই অধিক জানেন কে হিদায়াত নিয়ে এসেছে, আর কে রয়েছে সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় নিমজ্জিত।’

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٦٠﴾

৮৬. তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করা হবে তুমি তো কখনো সেই আশা পোষণ করেনি। এটা তো তোমার প্রভুরই অনুগ্রহ! সুতরাং তুমি কখনো কাফিরদের সাহায্যকারী হয়োনা।

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٦١﴾

৮৭. তোমার প্রতি আল্লাহ্র আয়াত নাযিল হবার পর তারা যেনো তা থেকে তোমাকে কিছুতেই বিরত না রাখতে পারে। তুমি মানুষকে দাওয়াত দাও তোমার প্রভুর দিকে এবং কিছুতেই তুমি মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়োনা।

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٢﴾

৮৮. তুমি আল্লাহ্র সাথে অন্য ইলাহ্ ডেকোনা। কারণ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তাঁর সত্তা ছাড়া প্রতিটি জিনিসই ধ্বংসশীল। সর্বময় ক্ষমতা তাঁরই এবং তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦٣﴾

রুকু
০৯

সূরা ২৯ আনকাবুত

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৬৯, রুকু সংখ্যা: ০৭

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত+আলোচ্যবিষয়)

- ০১-১৩: ঈমানের পরীক্ষা অনিবার্য। শিরক ও কুফুরির পক্ষে পিতা মাতার আদেশ মানা যাবেনা। মানুষের অত্যাচার আর আল্লাহর আযাব এক নয়। কাম্বিররা তাদের অনুসারীদের পাপের আযাব থেকে মুক্ত করতে পারবেনা।
- ১৪-৪৪: নূহ, ইবরাহিম, লুত, শুয়াইব ও মূসা আ. কর্তৃক তাদের জাতিসমূহকে সংশোধনের দাওয়াত; কিন্তু তাদের জাতিসমূহের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান এবং তাদের ধ্বংসের ইতিহাস। মানুষ আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে অলি বা ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে তারা মাকড়সার ঘরের মতোই দুর্বল।
- ৪৫-৬৯: আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ এবং সালাত কায়েমের নির্দেশ। মুসলিম এবং আহলে কিতাবরা একই ইলাহকে মানে। কুরআনের ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগের জবাব। হিজরতের অনুমতি, তাওহীদের যুক্তি।

সূরা আনকাবুত (মাকড়াসা) পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।	سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. আলিফ লাম মিম।	الْم ۝
০২. মানুষ কি ধারণা করে নিয়েছে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ একথা বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবেনা?	أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝
০৩. আমরা তাদের আগেকার লোকদেরও পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্য অবশ্যি (পরীক্ষার মাধ্যমে বাস্তবে) জেনে নেবেন তাদেরকে, যারা (ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী, এবং জেনে নেবেন তাদেরকে, যারা (ঈমানের দাবিতে) মিথ্যাবাদী।	وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝
০৪. যারা মন্দ কর্মে লিপ্ত তারা কি ধারণা করেছে যে, তারা আমাদের অতিক্রম করে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কতো যে নিকৃষ্ট!	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝
০৫. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে, (সে জেনে রাখুক) সাক্ষাতের সেই নির্ধারিত সময়টি অবশ্যি আসবে। তিনি সবকিছু শুনে, সবকিছু জানেন।	مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
০৬. যে জিহাদ করে, সে তো নিজের জন্যেই জিহাদ করে। আল্লাহ জগতবাসী থেকে মুখাপেক্ষাহীন।	وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝
০৭. যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালাহ করেছে, আমরা অবশ্যি তাদের থেকে মুছে দেবো তাদের সব মন্দকর্ম এবং তাদের প্রতিদান দেবো তাদের সর্বোত্তম আমলের ভিত্তিতে।	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

<p>০৮. আমরা অসিয়ত (নির্দেশ) করেছি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সর্বোত্তম আচরণ করতে এবং (একথাও বলে দিয়েছি) তারা যদি আল্লাহর সাথে এমন কিছু বা কাউকেও শরিক করতে তোমার উপর চাপ প্রয়োগ করে, যার আল্লাহর শরিক হবার ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে (সেক্ষেত্রে) তুমি তাদের আনুগত্য করোনা। কারণ আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের সংবাদ দেবো তোমরা কী আমল করেছিলে?</p>	<p>وَصَيَّنَّا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ إِنَّ جَاهِدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾</p>
<p>০৯. আর যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে, আমরা অবশ্যি তাদের অন্তরভুক্ত করবো পুণ্যবানদের।</p>	<p>وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُم فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾</p>
<p>১০. মানুষের মধ্যে কিছু লোক বলে: ‘আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।’ কিন্তু আল্লাহর কাজ করার কারণে তাদেরকে যখন কষ্ট দেয়া হয়, তখন মানুষের ফিতনাকে (নির্যাতনকে) তারা আল্লাহর আযাবের মতো গণ্য করে। তবে যখনই তোমার প্রভুর সাহায্য আসবে, তখনই তারা বলবে: ‘আমরা তো আপনাদের সাথেই ছিলাম।’ নিজের সৃষ্টি জগতের অন্তরে কী আছে তা কি আল্লাহ অবগত নন?</p>	<p>وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۖ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾</p>
<p>১১. আল্লাহ অবশ্যি প্রকাশ করবেন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং অবশ্যি প্রকাশ করবেন মুনাফিকদের।</p>	<p>وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾</p>
<p>১২. কাফিররা ঈমানদারদের বলে: ‘তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ করো, আমরা তোমাদের পাপ বহন করবো।’ অথচ তারা তাদের পাপ কিছুমাত্র বহন করবেনা। তারা অবশ্যি মিথ্যাবাদী।</p>	<p>وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ ۖ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿١٢﴾</p>
<p>১৩. তারা নিজেদের বোঝা (loads) তো বহন করবেই, সেই সাথে বহন করবে আরো (loads) বোঝা। কিয়ামতের দিন তাদের (এসব) মিথ্যা রচনার ব্যাপারে অবশ্যি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।</p>	<p>وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ ۖ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾</p>
<p>১৪. আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কওমের কাছে। সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর। অবশেষে তাদের পাকড়াও করে তুফান (প্লাবন), কারণ তারা ছিলো যালিম।</p>	<p>وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ۖ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾</p>

১৫. তারপর আমরা নাজাত দিয়েছিলাম তাকে (নূহকে) এবং নৌযানে আরোহীদেরকে আর এ ঘটনাকে করে দিয়েছি জগতবাসীর জন্যে একটি নিদর্শন।	فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝
১৬. স্মরণ করো ইবরাহিমের কথা, সে তার কণ্ঠকে বলেছিল: “তোমরা এক আল্লাহ্ ইবাদত করো এবং তাঁকে ভয় করো, এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা জ্ঞান রাখো।	وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
১৭. তোমরা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উপাসনা করছো মূর্তি-ভাস্কর্যের, আর রচনা করছো মিথ্যা। তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করছো, তারা তোমাদের রিযিক দেয়ার মালিক নয়। সুতরাং তোমরা রিযিক চাও আল্লাহ্‌র কাছে, এবং তাঁরই ইবাদত করো আর তাঁরই প্রতি শোকরিয়া আদায় করো। কারণ, তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।	إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝
১৮. তোমরা যদি (রসূলকে) প্রত্যাখ্যান করো, তবে তোমাদের আগেও বহু জাতি প্রত্যাখ্যান করেছিল। স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছে দেয়া ছাড়া রসূলের আর কোনো দায়িত্ব নেই।”	وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝
১৯. তারা কি চিন্তা করে দেখেনা, আল্লাহ্‌ কিভাবে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, তারপর পুনরায় সৃষ্টি করেন? একাজ আল্লাহ্‌র জন্যে একেবারেই সহজ।	أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝
২০. হে নবী! বলো: ‘তোমরা জমিনে ভ্রমণ করে দেখো, আল্লাহ্‌ কী প্রক্রিয়ায় সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর সৃষ্টি করেন পরবর্তী সৃষ্টি? নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।’	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
২১. তিনি যাকে ইচ্ছা করেন আযাব দেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন রহম করেন এবং তাঁর কাছেই হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।	يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۝
২২. তোমরা পৃথিবীতেও পালাতে পারবেনা, আসমানেও নয়। আর আল্লাহ্‌ ছাড়া তোমাদের কোনো অলিও নেই, সাহায্যকারীও নেই।	وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝
২৩. যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে এবং তাঁর সাথে	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ

সাক্ষাত হওয়াকে অস্বীকার করে, তারাই হয় আমার রহমত থেকে নিরাশ, আর তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

أُولَٰئِكَ يَكْسِبُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٨﴾

২৪. তার (ইবরাহিমের) কণ্ঠের জওয়াব একটাই ছিলো, তারা বলেছিল: ‘তাকে (ইবরাহিমকে) হত্যা করো অথবা আগুনে পোড়াও।’ কিন্তু আল্লাহ্ তাকে আগুনে দগ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেন। এতে রয়েছে নিদর্শন বিশ্বাসী লোকদের জন্যে।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾

২৫. ইবরাহিম বলেছিল: ‘তোমরা তো আল্লাহ্র পরিবর্তে ভাস্কর্যদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছো দুনিয়ার জীবনে তোমাদের পারস্পারিক বন্ধুত্বের খাতিরে। কিন্তু কিয়ামতের দিন এই তোমরাই পরস্পরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে লা’নত দেবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী হবেনা।’

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٤٠﴾

২৬. তখন লুত তার প্রতি ঈমান আনে। ইবরাহিম বলেছিল: ‘আমি আমার প্রভুর উদ্দেশ্যে হিজরত করছি, নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিদর, প্রজ্ঞাবান।’

فَأَمِنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤١﴾

২৭. আমরা তাকে দান করেছিলাম (পুত্র) ইসহাক এবং (নাতি) ইয়াকুবকে। আমরা তার বংশধরদের মধ্যে দিয়েছি নবুয়্যত আর কিতাব। এছাড়া আমরা তাকে তার পুরস্কার দান করেছি দুনিয়ায়, আর আখিরাতে। অবশ্য সে অন্তরভুক্ত হবে পুণ্যবানদের।

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٢﴾

২৮. স্মরণ করো লুতের কথা, সে তার কণ্ঠমকে বলেছিল: ‘তোমরা এমন ফাহেশা কাজ করছো, যা তোমাদের আগে জগতের কেউ করেনি।’

وَلَوْ كُنَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾

২৯. ‘তোমরা কি পুরুষের সাথে যৌন মিলন করে যাবে? জনপথে ডাকাতি করে যাবে? আর জনসম্মুখে অসৎকাজ করতে থাকবে?’ এর জওয়াবে তার কণ্ঠম একথাই বলেছিল: ‘তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে আমাদের প্রতি আল্লাহ্র আযাব এনে দেখাও।’

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ ۚ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبِعْنَا بَعْدَآبِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٤٤﴾

৩০. তখন লুত বলেছিল: ‘হে আমার প্রভু! ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো।’

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤٥﴾

৩১. আমাদের দূতরা (ফেরেশ্তারা) যখন ইবরাহিমের কাছে এসেছিল সুসংবাদ নিয়ে, তখন তারা বলেছিল: ‘এই জনপদবাসীকে আমরা ধ্বংস করে দেবো, এর অধিবাসিরা যালিম।’	وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّا أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾
৩২. ইবরাহিম বললো: ‘সেখানে তো লুতও রয়েছে।’ তারা বললো: ‘সেখানে কারা আছে আমরা ভালো করেই জানি। আমরা লুতকে এবং তার পরিবার পরিজনকে রক্ষা করবো, তবে তার স্ত্রীকে নয়। সে পেছনে পড়াদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।’	قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْصِلَنَّهُ وَاهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾
৩৩. আমাদের দূতরা যখন লুতের কাছে এসে পৌঁছালো, তাদের দেখে সে বিষণ্ণ হয়ে পড়লো এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলো। তারা বললো: “আপনি ভয়ও পাবেননা, চিন্তিতও হবেননা। আমরা রক্ষা করবো আপনাকে এবং আপনার পরিবারবর্গকে আপনার স্ত্রীকে বাদে। আপনার স্ত্রী পেছনে পড়াদের অন্তরভুক্ত হবে।	وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيكَ وَاهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আমরা এই জনপদবাসীর উপর আসমান থেকে আযাব নাযিল করবো তাদের পাপাচারের কারণে।”	إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾
৩৫. যারা বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে চলে আমরা এ ঘটনার মধ্যে তাদের জন্যে রেখে দিয়েছি একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন।	وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. আমরা মাদায়েনে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই শুয়াইবকে। সে তাদের বলেছিল: ‘হে আমার কওম! তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো এবং শেষ দিনকে ভয় করো, আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়েনা।’	وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْأَخِيرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾
৩৭. কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে তাদেরকে আঘাত করে ভূমিকম্প, আর তারা পড়ে থাকে নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে।	فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَّةٍ ﴿٣٧﴾
৩৮. আর আমরা আদ এবং সামুদ জাতিকেও ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। তাদের (বিরান) বাড়িঘরই তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান তাদের মন্দ কর্মকাণ্ড তাদের কাছে চাকচিক্যময় করে রেখেছিল। ফলে সে তাদেরকে	وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَّسْكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ

সঠিক পথে আসতে বাধা সৃষ্টি করে, তারা খুব চালাক এবং বিচক্ষণও ছিলো।	كَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٢٩﴾
৩৯. কারাগার, ফেরাউন ও হামান, এদের কাছে এসেছিল মূসা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে। তখন তারা দেশে হঠকারী শাসন চালাচ্ছিল। কিন্তু তারা (আমার শাস্তিকে) অতিক্রম করতে পারেনি।	وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآلَيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٣٠﴾
৪০. এদের প্রত্যেককেই আমরা তাদের অপরাধের জন্যে শাস্তি দিয়েছি। তাদের কারো প্রতি আমরা পাঠিয়েছি পাথর বৃষ্টি, কাউকেও আঘাত করেছে প্রকাণ্ড শব্দ, কাউকেও দাবিয়ে দিয়েছিলাম ভূ-গর্ভে, কাউকেও ডুবিয়ে দিয়েছিলাম সমুদ্রে। আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করেননি, তারা নিজেরাই যুলুম করেছিল নিজেদের প্রতি।	فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَفْنَا وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣١﴾
৪১. যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যদেরকে অলি হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত হলো মাকড়সার দৃষ্টান্ত, সে নিজের জন্যে ঘর বানায়, আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই সবচাইতে দুর্বল, যদি তারা জ্ঞান রাখতো!	مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾
৪২. তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যা কিছুকেই ডাকে, আল্লাহ তা জানেন। তিনি মহাশক্তিধর, মহাবিজ্ঞানী।	إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٣﴾
৪৩. আমরা মানুষের জন্যে দিয়ে থাকি এসব দৃষ্টান্ত, কিন্তু জ্ঞানীরা ছাড়া কেউ তা বুঝেনা।	وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٣٤﴾
৪৪. আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ এবং এই পৃথিবী বাস্তবতার ভিত্তিতে। অবশ্যি এতে রয়েছে একটি নিদর্শন মুমিনদের জন্যে।	خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾

পারা
২১

৪৫. তিলাওয়াত করো কিताব যা তোমার প্রতি অহি করা হয়েছে এবং কায়েম করো সালাত। নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে ফাহেশা এবং মুনকার (মন্দকর্ম) থেকে। আল্লাহর যিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা করো।

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝

৪৬. সৌজন্যমূলক ও যুক্তিসংগত পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করোনা, তবে তাদের মধ্যে যারা যুলুম করে তাদের কথা ভিন্ন। তোমরা তাদের বলো: ‘আমরা ঈমান এনেছি সেই কিতাবের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি, আর আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একই ইলাহ, আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।’

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهُنَا وَالْهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

৪৭. এভাবেই আমরা নাযিল করেছি তোমার প্রতি এই কিতাব। যাদের আমরা কিতাব দিয়েছি তারা এটির প্রতি ঈমান রাখে এবং এখনকার এদের (আহলে কিতাবের) কেউ কেউও এটির প্রতি ঈমান রাখে। কাফিররা ছাড়া আর কেউই আমাদের আয়াত অস্বীকার করেনা।

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۚ فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ۝

৪৮. তুমি তো এর আগে কোনো কিতাব তিলাওয়াত করতেনা এবং নিজ হাতে কোনো কিতাব লিখতেও না, তেমনটি হলে হয়তো মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারতো।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَا تَرْتَابُ الْمُبْطِلُونَ ۝

৪৯. বরং যাদের এলেম দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এটি একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন। যালিমরা ছাড়া আর কেউই আমাদের আয়াত অস্বীকার করেনা।

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ۝

৫০. তারা বলে: ‘তার প্রভুর নিকট থেকে তার কাছে কোনো নিদর্শন আসেনা কেন?’ তুমি বলো: ‘নিদর্শন পাঠানোর বিষয়টা তো আল্লাহর এখতিয়ারে। আমি তো কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছু নই।’

وَقَالُوا لَوْ لَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

৫১. তাদের জন্যে এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের প্রতি তিলাওয়াত করা হয়। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে রহমত ও উপদেশ সেইসব লোকদের জন্যে যারা ঈমান রাখে।

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

ককু
০৫

<p>৫২. তুমি বলো: ‘আমার ও তোমাদের মাঝে শহীদ (সাক্ষী) হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি জানেন মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে। যারা বাতিলের প্রতি ঈমান রাখে এবং কুফুরি করে আল্লাহর প্রতি, তারাই আসল ক্ষতিগ্রস্ত।’</p>	<p>قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾</p>
<p>৫৩. তারা তোমার কাছে আহ্বান জানায় দ্রুত আযাব এনে দিতে। যদি সময় নির্ধারিত না থাকতো, তাহলে অবশ্য তাদের উপর আযাব এসে যেতো। আযাব অবশ্য তাদের উপর আসবে আকস্মিকভাবে এবং তারা টেরও পাবেনা।</p>	<p>وَيَسْتَعْجِلُوْكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَلَوْ لَا اٰجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ۗ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٣﴾</p>
<p>৫৪. তারা তোমাকে দ্রুত আযাব এনে দিতে বলে। জাহান্নাম অবশ্য কাফিরদের পরিবেষ্টন করবে।</p>	<p>يَسْتَعْجِلُوْكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ﴿٥٤﴾</p>
<p>৫৫. সেদিন তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচে থেকে আযাব এসে তাদের ঢেকে ফেলবে এবং তিনি বলবেন: তোমরা যেসব আমল করতে তার স্বাদ গ্রহণ করো।</p>	<p>يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَ يَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾</p>
<p>৫৬. হে আমার সেইসব বান্দারা যারা ঈমান এনেছে! আমার পৃথিবী অনেক প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা কেবল আমারই ইবাদত করো।</p>	<p>يٰۤاَعْبَادِیَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اَرْضِيْ وَاَسِعَةٌ ۚ فَاٰتٰی فَاَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾</p>
<p>৫৭. প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। তারপর আমাদের কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।</p>	<p>كُلُّ نَفْسٍ ذٰٓئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾</p>
<p>৫৮. আর যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে আমরা অবশ্য তাদের বসবাসের জন্যে জান্নাতে উঁচু প্রাসাদ দান করবো। সেসবের নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ নদী নহর। চিরদিন থাকবে তারা সেখানে। কতো যে উত্তম প্রতিদান নেক আমলকারীদের জন্যে,</p>	<p>وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٨﴾</p>
<p>৫৯. যারা সবার অবলম্বন করে এবং তাওয়াঙ্কুল করে তাদের প্রভুর উপর!</p>	<p>الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰی رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٥٩﴾</p>
<p>৬০. এমন অনেক জীব-জানোয়ার আছে যারা নিজেদের রিযিক মওজুদ করে রাখেনা, আল্লাহই তাদের রিযিক দেন এবং তোমাদেরকেও। তিনি সব শুনে, সব জানেন।</p>	<p>وَكَآيِنٍ مِّنْ دَآبَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاَيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾</p>
<p>৬১. তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো: ‘আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে এবং কে নিয়ন্ত্রণ করছে সূর্য আর চাঁদ?’ তারা অবশ্য বলবে: ‘আল্লাহ।’</p>	<p>وَلٰٓئِن سَاَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ</p>

<p>তাহলে তারা কোথা থেকে প্রভাবিত হচ্ছে?</p> <p>৬২. আল্লাহ্ই বৃদ্ধি করে দেন রিযিক যাকে চান তাঁর বান্দাদের মধ্যে এবং নিয়ন্ত্রণ করে দেন যাকে চান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে অবগত।</p> <p>৬৩. তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, কে নাযিল করেন আসমান থেকে পানি, তারপর তা দিয়ে জীবিত করেন জমিনকে তা মরে (শুকিয়ে) যাবার পর? অবশ্যি তারা বলবে: 'আল্লাহ্।' বলা: 'আলহামদু লিল্লাহ!' বরং তাদের অধিকাংশই আকল-বুদ্ধি রাখেনা।</p> <p>৬৪. এই দুনিয়ার জীবনটা খেলতামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আখিরাতের জীবনই চিরন্তন জীবন, যদি তারা জানতো!</p> <p>৬৫. তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে, তখন আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে তারা আল্লাহকে ডাকে, তারপর যখন তিনি তাদেরকে নাজাত দিয়ে কূলে নিয়ে আসেন, তখন তারা শিরক করতে থাকে,</p> <p>৬৬. যাতে তাদের প্রতি আমার দান তারা অস্বীকার করে এবং ভোগবিলাসে লিপ্ত থাকে। অচিরেই তারা জানতে পারবে (এর পরিনতি)।</p> <p>৬৭. তারা কি দেখেনা, আমরা হারাম (শরিফকে) নিরাপদ স্থান বানিয়ে দিয়েছি, অথচ তার চারপাশে যারা আছে তাদের উপর হামলা করা হয়? তারা কি বাতিলের প্রতি ঈমান রাখে, আর কুফুরি করে আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি?</p> <p>৬৮. ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে, যে মিথ্যা রচনা করে আল্লাহর উপর আরোপ করে, কিংবা সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে? কাফিরদের আবাস কি জাহান্নাম নয়?</p> <p>৬৯. যারা আমাদের জন্যে (উদ্দেশ্যে) জিহাদ করে, আমরা অবশ্যি তাদের পরিচালিত করি আমাদের পথে, আর অবশ্যি আল্লাহ্ কল্যাণপরায়ণদের সাথে থাকেন।</p>	<p>لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَتَى يَوْمَئِذٍ لِكُلِّ شَيْءٍ عَذَابُهُمْ ۖ وَ يَفْقَهُ لَهٗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝</p> <p>وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝</p> <p>وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَغِبَابٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝</p> <p>فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۝</p> <p>لَيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ وَ لَيَسْتَعْتِبُوا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝</p> <p>أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مُمَكَّنًا وَ يُتَخَاطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ يَنْعِمُونَ وَ يَنْعِمُ اللَّهُ يَكْفُرُونَ ۝</p> <p>وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۝</p> <p>وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝</p>
---	---

সূরা ৩০ আর রুম

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৬০, রুকু সংখ্যা: ০৬

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

০১-০৬: রোম সাম্রাজ্যের পরাজয় এবং বিজয় সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী।

০৭-১৯: তাওহীদ ও আখিরাতের পক্ষে যুক্তি।

২০-২৯: মানুষের জন্যে আল্লাহর বিভিন্ন অনুগ্রহের বিবরণ এবং সেগুলো আল্লাহর একত্বের নিদর্শন।

৩০-৪০: উপদেশ, নসিহত। শিরকের খণ্ডন।

৪১-৬০: পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবার কারণ মানুষের মন্দকর্ম। মানুষের মুক্তির উপায় এক আল্লাহর আনুগত্য। পুনরুত্থানের পক্ষে যুক্তি। কুরআনে সব বিষয়ের উপদেশ দেয়া হয়েছে।

সূরা আর রুম (রোম সাম্রাজ্য) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الرُّومِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. আলিফ লাম মিম।	الْم ۝
০২. রোমানরা পরাজিত হয়েছে	غُلِبَتِ الرُّومُ ۝
০৩. নিকটবর্তী ভূ-খণ্ডে, তবে তারা তাদের পরাজয়ের পর অচিরেই আবার বিজয়ী হবে	فِي أَذَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيُغْلِبُونَ ۝
০৪. কয়েক (তিন থেকে নয়) বছরের মধ্যেই। সব বিষয়ে ফায়সালায় এখতিয়ার আল্লাহরই ইতোপূর্বেও এবং পরেও। সেদিন মুমিনরা হবে উৎফুল্ল।	فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ ۝ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝
০৫. আল্লাহ নিজ সাহায্যে যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি মহাশক্তিধর, পরম করুণাময়।	يَنْصُرِ اللَّهُ ۝ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝
০৬. এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ খেলাফ করেননা তাঁর ওয়াদা। তবে, অধিকাংশ মানুষই জানেনা।	وَعَدَ اللَّهُ ۝ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝
০৭. তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিকটাই জানে, আর আখিরাত সম্পর্কে তারা একেবারেই গাফিল-অজ্ঞ।	يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ۝
০৮. তারা কি নিজেদের মনে মনে ভেবে দেখেনা, মহাকাশ, এই পৃথিবী আর এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে এসবই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সত্য ও বাস্তবতার নিরিখে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে? অনেক মানুষই তাদের প্রভুর সাক্ষাত লাভের বিষয়ে অবিশ্বাসী।	أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكُفْرُونَ ۝

করু
০১

০৯. তারা কি পৃথিবী পরিভ্রমণ করে দেখেনা, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কী হয়েছিল? শক্তিতে তারা ছিলো এদের চাইতে দুর্ধর্ষ। তারা জমিন চাষ করতো এবং তা আবাদ করতো এদের আবাদ করার চাইতে অধিক রকম। তাদের কাছে এসেছিল তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে। আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুমকারী নন, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে।	أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾
১০. তারপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম মন্দই হয়েছিল, কারণ তারা মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল আমাদের আয়াত এবং তারা তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিল।	ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءُوا السُّوْاى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَ كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾
১১. আল্লাহই সূচনা করেন সৃষ্টির, তারপর তিনি পুনঃসৃষ্টি করেন, তারপর তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে তাঁরই কাছে।	اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾
১২. আর যেদিন কায়ামত হবে কিয়ামত, সেদিন হতাশ-হতবাক হয়ে পড়বে অপরাধীরা।	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾
১৩. সেদিন তাদের (মনগড়া) দেবদেবীরা তাদের জন্যে সুপারিশকারী হবেনা এবং তারা তাদের দেবদেবীদের সেদিন প্রত্যাখ্যান করবে।	وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاوَا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كُفْرِينَ ﴿١٣﴾
১৪. যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন সব মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِنُ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾
১৫. তবে যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, তারা থাকবে জান্নাতে আনন্দে উৎফুল্লে।	فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾
১৬. আর যারা কুফরী করবে এবং প্রত্যাখ্যান করবে আমাদের আয়াত ও আখিরাতে সাক্ষাত, তাদেরই হাজির রাখা হবে আযাবে।	وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ لِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَصَّرُونَ ﴿١٦﴾
১৭. সুতরাং সকাল ও সন্ধ্যায় তোমরা ‘সুবহানাল্লাহ’ (আল্লাহর তসবিহ্) ঘোষণা করো।	فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾
১৮. সমস্ত প্রশংসা তাঁরই মহাবিশ্বে এবং পৃথিবীতে, আর (সুবহানাল্লাহ ঘোষণা করো) অপরাহ্নে ও যুহরের সময়ও।	وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾

১৯. তিনি বের করেন মৃত থেকে জীবিতকে এবং জীবিত থেকে মৃতকে। মরে শুকিয়ে যাবার পর তিনিই জমিনকে জীবিত করেন, আর এভাবেই তোমাদের বের করে আনা হবে (মাটির নীচে থেকে)।	يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾
২০. তাঁর একটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন তারপর এখন তোমরা সেই মানুষই ছড়িয়ে পড়েছো সবখানে।	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾
২১. তাঁর আরেকটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্যে জুড়ি (স্বামী-স্ত্রী), যাতে করে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো। এ উদ্দেশ্যে তিনি তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করে দিয়েছেন বন্ধুতা-ভালবাসা এবং দয়া-অনুকম্পা। এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্যে।	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾
২২. তাঁর আরেকটি নিদর্শন হলো মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা। এতেও রয়েছে অনেক নিদর্শন জ্ঞানী লোকদের জন্যে।	وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافُ فِي السِّتَاتِ وَالْوَلَوَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾
২৩. তাঁর আরো একটি নিদর্শন হলো রাত এবং দিনের বেলায় তোমাদের ঘুম আর আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে তোমাদের (জীবিকা) অন্বেষণ। এতেও রয়েছে অনেক নিদর্শন মনোযোগী লোকদের জন্যে।	وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আরো রয়েছে, তিনি তোমাদের দেখান বিদ্যুতের চমকানি, তাতে থাকে তোমাদের ভয় এবং আশা, তারপর তিনি নাখিল করেন আসমান থেকে পানি আর তা দিয়ে জীবিত করেন মরা জমিন। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন বুঝ-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্যে।	وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾
২৫. তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আরো রয়েছে, তাঁর নির্দেশেই কায়ম রয়েছে আসমান ও জমিন। তারপর আল্লাহ যখন তোমাদের জমিন থেকে উঠে আসার জন্যে ডাক দেবেন একটিমাত্র ডাক, তখন তোমরা সাথে সাথে উঠে আসবে।	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾
২৬. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। প্রত্যেকেই তাঁর প্রতি বিনত।	وَلَهُ مَن فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلُّ لَّهُ قَانُونَ ﴿٢٦﴾
২৭. তিনি সেই মহান সত্তা যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং সেটা হবে তাঁর জন্যে একেবারেই সহজ। মহাকাশ	وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمُوتِ

রুকু
০২

রুকু
০৩

এবং পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা কেবল তাঁর।
তিনি মহাশক্তিধর, মহাবিজ্ঞানী।

وَالْأَرْضُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾

২৮. তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের নিজেদের থেকেই একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন: তোমাদেরকে আমরা যে রিযিক দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তাতে অংশীদার? এবং তোমরা এই অংশীদারিত্বের ব্যাপারে কি সমান অধিকারী? তোমরা কি তাদেরকে সে রকম ভয় করো যে রকম তোমাদের পরস্পরকে ভয় করো? এভাবেই আমরা আয়াত বর্ণনা করি তফসিলসহ সমুদার লোকদের জন্যে।

صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاهُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

২৯. বরং যালিমরা না জেনে শুনে তাদের খেয়াল খুশিরই অনুগামী হয়ে চলছে। আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করে দেন, কে তাকে সঠিক পথে চালাবে? আর তাদের জন্যে কোনো সাহায্যকারীই থাকবেনা।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٥﴾

৩০. তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দীনের জন্যে কায়ম করো। আল্লাহ্র ফিতরতের (প্রকৃতির) উপর প্রতিষ্ঠিত হও, যে ফিতরতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টি-প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন হয়না। এটাই সঠিক সুষম দীন। তবে অধিকাংশ মানুষই জানেনা।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

৩১. বিনীত হৃদয়ে তাঁর অভিযুখী হও এবং তাঁকে ভয় করো, সালাত কায়ম করো আর মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়োনা।

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧﴾

৩২. যারা নিজেদের দীনের মধ্যে বিভিন্ন মত সৃষ্টি করেছে, তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মত নিয়ে উৎফুল্ল।

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٨﴾

৩৩. মানুষকে যখন দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের প্রভুকে ডাকে তাঁর প্রতি বিনীত হয়ে। আবার যখন তিনি তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের কিছু স্বাদ আশ্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের প্রভুর সাথে শিরক করতে থাকে,

وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِحُوا بِهِمْ يَرْبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

৩৪. তাদেরকে আমরা যা দিয়েছি তার প্রতি কুফুরি করার জন্যে। সুতরাং ভোগ বিলাস করে নাও, শীঘ্রি তোমরা জানতে পারবে (এর পরিণতি)।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۖ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾

৩৫. নাকি আমরা তাদের কাছে কোনো সনদ পাঠিয়েছি এবং সেটি আল্লাহ্র সাথে শিরক করার ব্যাপারে তাদের পক্ষে কথা বলে?

أَمْ أَنْزَلْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿١١﴾

৩৬. যখনই আমরা মানুষকে আমাদের অনুগ্রহের কিছু স্বাদ আশ্বাদন করাই, তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠে। আবার তাদেরকে যখন কোনো দুঃখ-

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

দুর্দশা স্পর্শ করে তাদের কৃতকর্মের কারণে, তখন তারা হয়ে পড়ে নিরাশ।	إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣١﴾
৩৭. তারা কি দেখেনা, আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক প্রস্তুত করে দেন এবং (যাকে ইচ্ছা) সীমিত করে দেন? এতেও বিশ্বাসীদের জন্যে রয়েছে অনেক নিদর্শন।	أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٢﴾
৩৮. অতএব, আত্মীয়দের দিয়ে দাও তাদের হক এবং মিসকিন আর পথিকদেরকেও। এটাই কল্যাণকর সেইসব লোকদের জন্যে যারা এরা দা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের, আর তারাই হবে সফলতা অর্জনকারী।	فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَسِيرِينَ وَالْبَنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٣﴾
৩৯. মানুষের অর্থ-সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি করেনা। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাকো, তাই বৃদ্ধি পায় এবং তারাই বৃদ্ধিকারী।	وَمَا أَتَيْتُم مِّن رَّبِّا لَّيْزُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُوا عِندَ اللَّهِ ۚ وَمَا أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٤﴾
৪০. আল্লাহ্, তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিযিক দিয়েছেন, তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর তোমাদের পুনরায় জীবিত করবেন। তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরিকদার বানিয়েছো, তাদের কেউ কি এসবের কিছু করতে পারে? তারা যাদেরকে আল্লাহর শরিক বানায়, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র, মহান।	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ ذَٰلِكُمْ مِّن شَيْءٍ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾
৪১. বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে স্থলে ও সমুদ্রে মানুষের কর্মফলে, এরি মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের কোনো কোনো কাজের শাস্তি তাদের আশ্বাদন করান, যাতে করে তারা ফিরে আসে।	ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣٦﴾
৪২. বলো: পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখো, তোমাদের আগেকার লোকদের কী পরিণতি হয়েছিল? তাদের অধিকাংশই ছিলো মুশরিক।	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴿٣٧﴾
৪৩. তুমি নিজেকে কয়েম করো সঠিক সুষম দীনের উপর সেই দিনটি আসার আগেই, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দিনটির আগমন কেউই রুখতে পারবেনা। সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।	فَاقِمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٣٨﴾
৪৪. যে কুফুরি করে, তারই উপর পড়বে কুফুরির শাস্তি। আর যারা আমল সালেহ্ করে তারা নিজেদের জন্যেই রচনা করে সুখশয্যা।	مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَهُم يَنْهَدُونَ ﴿٣٩﴾

৪৫. যাতে করে, যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে তাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের পছন্দ করেন না।

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ⑤

৪৬. তাঁর নিদর্শনাবলির একটি হলো, তোমাদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্যে এবং তোমাদেরকে তাঁর রহমত থেকে আশ্বাদন করানোর জন্যে তিনি বাতাস পাঠান, এছাড়া তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী যেনো নৌযানগুলো চলাচল করে এবং তোমরা যেনো শোকর আদায় করতে পারো।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ
وَلِيُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لِيَتَجَرَّيَ
الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَ لِيَتَبَتَّغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑥

৪৭. তোমার আগে আমরা বহু রসূল পাঠিয়েছি তাদের নিজ নিজ কওমের কাছে। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে এসেছিল। তারপর আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। আর মুমিনদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব।

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى
قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا
مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا
نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ⑦

৪৮. আল্লাহ্ই বাতাস পাঠান, তা মেঘমালাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে, তারপর তিনি এগুলোকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন। পরে এগুলো খণ্ড খণ্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসে বারিধারা, তখন তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছে তা পৌছে দেন, তখন তারা হয়ে উঠে চরম আনন্দিত।

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتَنُفِثُ سَحَابًا
فَيَبْسُطُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَ
يَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ
خِلَالِهِ ۚ فَاذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ⑧

৪৯. যদিও ইতোপূর্বে বৃষ্টি নাযিলের আগে তারা ছিলো হতাশ।

وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ
مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ⑨

৫০. অতএব আল্লাহ্র রহমতের প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করো, তিনি কিভাবে জমিনকে মরে (শুকিয়ে) যাবার পর আবার জীবিত করেন। এভাবেই তিনি মৃতদের জীবিত করবেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ে শক্তিমান।

فَانْظُرْ إِلَى آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُعْجِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُعْجِ
الْمُوتَى ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑩

৫১. আমরা যদি এমন বাতাস পাঠাই যার ফলস্বরূপ তারা দেখে শস্য হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে, তখন তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

وَلَعِنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا
مِنْ بَعْدِهِ بِكُفْرِهِمْ ⑪

৫২. তুমি মৃতকে শুনাতে পারবেনা, বধিরকেও পারবেনা তোমার আহ্বান শুনাতে, যেহেতু তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

فَأَنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّةَ
الدَّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ⑫

৫৩. তুমি অন্ধদের সঠিক পথে আনতে পারবেনা তাদের বিপথগামিতা থেকে। তুমি তো শুনাতে পারবে তাদেরকেই, যারা ঈমান আনে আমাদের আযাতের প্রতি, তারপর আত্মসমর্পণ করে দেয়।

وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى عَنْ ضَلَّاتِهِمْ ۚ إِنْ
تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
مُسْلِمُونَ ⑬

৫৪. আল্লাহ্, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়। তারপর দুর্বলতার পরে দেন শক্তি। শক্তির পর পুনরায় দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

৫৫. যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে: তারা ঘণ্টাখানেকের বেশি অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা (দুনিয়ার জীবনেও) হতো সত্যদ্রষ্ট।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. যাদেরকে এলেম এবং ঈমান দেয়া হয়েছে, তারা বলবে: তোমরা আল্লাহ্র রেকর্ড অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছো। আজ সেই পুনরুত্থান দিবস। কিন্তু তোমরা ছিলে অজ্ঞ।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭. সেদিন যালিমদের ওজর আপত্তি কোনো কাজে আসবেনা এবং তাদেরকে আল্লাহ্র সম্ভ্রান্তি লাভেরও সুযোগ দেয়া হবেনা।

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. আমরা মানুষের জন্যে এ কুরআনে সব ধরনের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। তুমি যদি তাদের সামনে কোনো নিদর্শন হাজিরও করো, কাফিররা অবশ্যি বলবে: ‘তোমরা মিথ্যা বাতিল নিয়ে এসেছো।’

وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯. এভাবেই আল্লাহ্ অজ্ঞ লোকদের অন্তরে সীলমোহর মেরে দেন।

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

৬০. অতএব, সবার অবলম্বন করো, অবশ্যি আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। যারা একীন রাখেনা, তারা যেনো তোমাকে (আহ্‌লান জানানোর কাজ থেকে) টলাতে না পারে।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

রুকু
০৬

সূরা ৩১ লুকমান

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৩৪, রুকু সংখ্যা: ০৪

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

০১-১১: কুরআন কাদেরকে সঠিক পথ দেখায়? আল্লাহ্র একত্ব। শিরকের খণ্ডন।

১২-১৯: নিজ পুত্রের প্রতি লুকমান হাকিমের উপদেশ।

২০-৩৪: মানুষের প্রতি আল্লাহ্র সীমাহীন অনুগ্রহ। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। মহাবিশ্বের মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্র প্রশংসা লিখে শেষ করা যাবেনা। তাওহীদের যুক্তি ও শিরকের খণ্ডন। হিসাবের দিনকে ভয় করার আহ্বান। পাঁচটি বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানেনা।

<p>সূরা লুকমান (লুকমান হাকিম) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে</p>	<p>سُورَةُ لُقْمَانَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>
০১. আলিফ লাম মিম।	الْم ۝
০২. এগুলো কিতাবুল হাকিম-এর (বিজ্ঞানময় কিতাব আল কুরআনের) আয়াত।	تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝
০৩. এগুলো হিদায়াত এবং রহমত কল্যাণপরায়ণদের জন্যে,	هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۝
০৪. যারা কায়ম করে সালাত, প্রদান করে যাকাত এবং আখিরাতের প্রতি তারা রাখে একীণ।	الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝
০৫. তারাই রয়েছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে হিদায়াতের উপর এবং তারাই হবে সফলকাম।	أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
০৬. কোনো কোনো ব্যক্তি এলেম ছাড়াই মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে অসার কাহিনী কিনে আনে এবং আল্লাহর পথ সম্পর্কে বিদ্রূপ করে। এদের জন্যে রয়েছে অপমানকর আযাব।	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝
০৭. যখন তার কাছে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, সে হঠকারিতা প্রদর্শন করে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেনো সে তা শুনতেই পায়নি। তার কান দুটিও যেনো বধির। এ ব্যক্তিকে সংবাদ দাও বেদনাদায়ক আযাবের।	وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَ لَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِيّ أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّشْرُهُ بَعْدَ آيَاتِنَا ۝
০৮. যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতুন নায়ীম।	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝
০৯. সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তিনি মহাশক্তিধর, মহাপ্রজ্ঞাবান।	خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
১০. তিনি মহাকাশ সৃষ্টি করেছেন খুঁটি ছাড়াই, তাতো তোমরা দেখতেই পাচ্ছে। আর পৃথিবীতে তিনি স্থাপন করে দিয়েছেন পাহাড় পর্বত, যাতে করে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে ঢলে না পড়ে। তাছাড়া পৃথিবীতে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন সব ধরনের জীব জানোয়ার। এছাড়া আমরা আসমান থেকে নাযিল করি পানি আর তা দিয়ে আমরা উৎপন্ন করি সব ধরনের উপকারী উদ্ভিদ।	خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ أَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝
১১. এ হলো আল্লাহর সৃষ্টি। এখন আমাকে দেখাও, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ইলাহ	هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ

মানো, তারা কী সৃষ্টি করেছে? বরং যালিমরা রয়েছে সুস্পষ্ট বিপথগামিতায়।

مِنْ دُونِهِ ۖ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

১২. আমরা লুকমানকে দান করেছিলাম হিকমাহ (প্রজ্ঞা) এবং তাকে বলেছিলাম: শোকর আদায় করো আল্লাহ্‌র। যে কেউ শোকর আদায় করে, সে তো শোকর আদায় করে নিজের কল্যাণের জন্যেই। আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হয়, তার জেনে রাখা উচিত আল্লাহ্‌ মুখাপেক্ষাহীন সপ্রশংসিত।

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۖ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

১৩. স্মরণ করো, লুকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল: “হে আমার পুত্র! শিরক করোনা আল্লাহ্‌র সাথে। কারণ, শিরক তো একটা বিরূপ যুলুম।”

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝

১৪. আমরা মানুষকে অসিয়ত (নির্দেশ) করেছি তার বাবা-মার সাথে উত্তম আচরণ করতে। কারণ, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুখ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং শোকরগুণার হও আমার প্রতি, আর তোমার বাবা-মার প্রতি। তোমাদের ফিরে আসতে তো হবে আমারই কাছে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفُصِّلَتْ فِي عَامٍ مِّنَ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَّيَّ الْمَصِيرُ ۝

১৫. তোমার বাবা-মা যদি তোমাকে আমার সাথে শরিক করতে পীড়াপীড়ি করে, যে ব্যাপারে তোমার কোনো এলেম নেই, সেক্ষেত্রে তুমি তাদের আনুগত্য করোনা। তবে তাদের সাথে বসবাস করো সুন্দরভাবে, আর ইত্তেবা (অনুসরণ) করো তার পথের, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে তো আমারই কাছে, অতঃপর আমি তোমাদের সংবাদ দেবো তোমরা যা আমল করতে।

وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

১৬. (লুকমান আরো বলেছিল:) “হে আমার পুত্র! কোনো ক্ষুদ্র বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় আর তা যদি থাকে কোনো পাথর খণ্ডের ভেতরে, কিংবা যদি থাকে মহাকাশে, অথবা যদি থাকে ভূ-গর্ভে, আল্লাহ্‌ তাও এনে হাজির করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অতীব সূক্ষ্মদর্শী, গভীরভাবে অবহিত।

يُبْنَىٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝

১৭. হে আমার পুত্র! কয়েম করবে সালাত, আদেশ করবে ভালো কাজের, নিষেধ করবে মন্দ কাজ করতে এবং ধৈর্য ধারণ করবে বিপদ-মসিবতে। নিশ্চয়ই এটা মজবুত সংকল্পের কাজ।

يُبْنَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالنُّعُوفِ ۖ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَضِيزْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

১৮. দস্ত করে মানুষকে অবজ্ঞা করবেনা, জমিনে ওদ্ধত্যের সাথে চলাফেরা করবেনা, কারণ আল্লাহ্‌ ওদ্ধত দাস্তিকদের পছন্দ করেননা।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَتَّبِعْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

রুকু
০২

১৯. চলাফেরায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর রাখবে সংযত। নিশ্চয়ই সবচাইতে অস্বস্তিকর আওয়ায হলো গাধার ধ্বনি।”	وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ⑤
২০. তোমরা কি দেখছো না, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে রেখেছেন মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই এবং তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছেন তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব নিয়ামত। কিছু লোক এলেম ছাড়াই আল্লাহ্র ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের না আছে সঠিকজ্ঞান, আর না আছে দেদীপ্যমান কিতাব।	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ⑥
২১. তাদের যখন বলা হয়: ‘তোমরা ইত্তেবা করো আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছে সেটার,’ তখন তারা বলে: ‘আমরা বরং ইত্তেবা করবো সেটার, যার উপর পেয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষদের।’ শয়তান যদি তাদের জ্বলন্ত আগুনের আযাবের দিকে ডাকে তবু কি (তারা তাই করবে)?	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ⑦
২২. যে কেউ আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং কল্যাণপরায়াণ হয়, সে তো আঁকড়ে ধরে এক মজবুত হাতল। সব কাজের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারে।	وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ⑧
২৩. আর যে কেউ কুফুরি করে, তার কুফুরি যেনো তোমাকে চিন্তিত না করে। তাদের প্রত্যাবর্তন তো হবে আমারই কাছে। তখন আমরা তাদের অবহিত করবো তারা কী আমল করছিল? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অবগত আছেন অন্তরের খবর।	وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑨
২৪. আমরা কিছুকাল তাদের সুযোগ দেবো ভোগবিলাসের, তারপর আমরা তাদের বাধ্য করবো ভোগ করতে কঠোর আযাব।	نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ⑩
২৫. তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, মহাকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? জবাবে তারা অবশ্য বলবে: ‘আল্লাহ্।’ বলো: ‘আলহামদু লিল্লাহ্’। বরং তাদের অধিকাংশই জানেনা।	وَلَكِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑪
২৬. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুখাপেক্ষাহীন, সপ্রশংসিত।	لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ ⑫
২৭. পৃথিবীর সমস্ত গাছ যদি কলম হয়, আর সমস্ত সমুদ্র যদি হয় কালি এবং এর সাথে যদি আরো যুক্ত করা হয় সাত সমুদ্র, তবু আল্লাহ্র (প্রশংসার) বাণী লিখে শেষ করা যাবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।	وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ⑬

২৮. তোমাদের সবার সৃষ্টি এবং পুনরুত্থান এক ব্যক্তির সৃষ্টি আর পুনরুত্থানেরই মতো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শুনে, সব দেখেন।

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَغْفِرْكُمْ إِلَّا كَتَفْسٍ
وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

২৯. তুমি কি দেখোনা, আল্লাহ রাতকে দিনের এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন এবং তিনি সূর্য আর চাঁদকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে রেখেছেন? প্রত্যেকেই চলছে একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। আর তোমরা যা আমল করো, আল্লাহ তা খবর রাখেন।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ
يُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَ
الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾

৩০. এগুলো (প্রমাণ করে যে) আল্লাহ মহাসত্য এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকে তারা মিথ্যা। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব উঁচু, অতীব মহান।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

রুকু
০৩

৩১. তোমরা কি দেখোনা, আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলো জারি হয় সমুদ্রে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের দেখাতে চান তাঁর কিছু নিদর্শন। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

৩২. যখন মেঘমালার মতো (বিষ্ফুর্ক) তরঙ্গ সেগুলোকে আচ্ছন্ন করে নেয়, তখন তারা আল্লাহর জন্যে আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে তাঁকে ডাকতে থাকে। আর যখনই তিনি তাদের নাজাত দেন কূলে পৌঁছে দিয়ে, তখন তাদের কিছু লোক (ঈমান ও কুফরের) মধ্য পথ অবলম্বন করে। কেবল বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞরাই অস্বীকার করে আমাদের আয়াত।

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجٌ كَالظُّلُمِ دَعَوْا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى
الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ
بِآيَاتِنَا إِلَّا كَلٌّ خِتَارٍ كَفُورٌ ﴿٣٢﴾

৩৩. হে মানুষ! তোমরা ভয় করো তোমাদের প্রভুকে। আরো ভয় করো সেই দিনটিকে, যেদিন বাপ সন্তানের কোনো উপকারে আসবেনা, আর সন্তানও কোনো উপকারে আসবেনা তার বাপের। আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যি সত্য। সুতরাং দুনিয়ার হায়াত যেনো তোমাদের প্রতারিত না করে এবং তোমাদেরকে কিছুতেই যেনো আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারিত না করে মহাপ্রতারক (শয়তান)।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاحْشَوْا
يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا
مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ
اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾

৩৪. অবশ্যি কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে কেবল আল্লাহর কাছে। তিনিই নাযিল করেন বৃষ্টি। তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কী (ধরনের সন্তান) আছে? কোনো ব্যক্তিই জানেনা আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কোনো ব্যক্তি জানেনা কোন্ স্থানে হবে তার মরণ। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞানী এবং সব বিষয়ে অবহিত।

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ
الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

রুকু
০৪

সূরা ৩২ আস্ সাজদা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৩০, রুকু সংখ্যা: ০৩

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০৩: কুরআন আল্লাহর কিতাব, কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য।
 ০৪-১৪: আল্লাহর মহাবিশ্ব সৃষ্টি এবং পরিচালন ব্যবস্থা নিখুঁত। তিনি নিখুঁতভাবে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের অবিশ্বাস এক বড় বোকামি। অবিশ্বাসীদের পরকালীন করণ পরিণতি।
 ১৫-১৯: যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি ঈমান আনে তাদের বৈশিষ্ট্য ও শুভ পরিণতি।
 ২০-৩০: সীমালঙ্ঘনকারীদের করণ পরিণতি। যারা আল্লাহর আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের কঠিন শাস্তি। অটলভাবে আল্লাহর কিতাব মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে সাফল্য।

সূরা আস্ সাজদা পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ السَّجْدَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. আলিফ লাম মিম।	الْم ۝
০২. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ কিতাব রাসুল আলামিনের নাযিলকৃত।	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
০৩. তারা কি বলে: 'এটি সে নিজে রচনা করে নিয়েছে?' বরং তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এ এক মহাসত্য। এটি নাযিলের উদ্দেশ্য হলো: সেই কণ্ঠকে সতর্ক করা, যাদের মধ্যে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি। হয়তো তারা সঠিক পথ ধরবে।	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝
০৪. আল্লাহ, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়টি সময়কালে, তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অলিও নেই শফীও (শাফায়াতকারীও) নেই। তারপরও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা?	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝
০৫. তিনিই আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত সব বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর একদিন সবকিছুই তার কাছে উত্থাপন করা হবে, তোমাদের হিসাব অনুযায়ী যে দিনটির পরিমাণ হাজার বছর।	يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝
০৬. তিনিই আল্লাহ, তিনি গায়েব (অদৃশ্যের) এবং শাহাদাতের (দৃশ্যের) জ্ঞানী, মহাশক্তিধর, অতীব দয়াবান।	ذَٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝
০৭. তিনি অতি উত্তম ও সুষম করেছেন প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টি এবং তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে।	الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝

০৮. তারপর তিনি তার (মানুষের) বংশ চালু করেছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ
مَّهِينٍ ①

০৯. তারপর তিনি তাকে সুষম ও সুঠাম করেন এবং তাতে ফুঁকে দেন তার থেকে রূহ। আর তিনি তার শোনার জন্যে দিয়েছেন কান, দেখার জন্যে বানিয়ে দিয়েছেন চোখ এবং ভাববার জন্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন অন্তর। তোমরা খুব কমই শোকর আদায় করো।

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ①

১০. তারা বলে: ‘আমরা যখন মাটিতে বিলীন হয়ে যাবো, তখন কি আমাদের পুনরায় নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?’ বরং তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিকেই অস্বীকার করছে।

وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكُفْرُونَ ①

১১. বলো: ‘তোমাদের ওফাত ঘটাতে মালাকুল মউত (মউতের ফেরেশতা) যাকে তোমাদের মৃত্যু ঘটাবার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে। তারপর তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে তোমাদের প্রভুর কাছে।’

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ①

ককু
০১

১২. হায়, তুমি যদি দেখতে, অপরাধীরা যখন তাদের প্রভুর সামনে মাথা নত করে বলবে: ‘আমাদের প্রভু! আমরা সবকিছু দেখলাম এবং শুনলাম, এখন তুমি আমাদের আবার পৃথিবীতে পাঠাও, আমরা সংকাজ করবো এবং আমরা মজবুত বিশ্বাসী হয়েছি।’

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ①

১৩. আমরা চাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই হিদায়াতের পথে নিয়ে আসতাম, কিন্তু আমি তো ফায়সালা করে রেখেছি: ‘আমি অবশ্যি পরিপূর্ণ করবো জাহান্নামকে জিন ও মানুষ উভয়কে দিয়ে।’

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ①

১৪. সুতরাং আজকের এই দিনের সাক্ষাতের কথা তোমরা যেহেতু ভুলে গিয়েছিলে তাই আশ্বাদন করো আযাব। আমরাও তোমাদের ভুলে গেলাম, সুতরাং তোমাদের কর্মকাণ্ডের ফল হিসেবে আশ্বাদন করো চিরস্থায়ী আযাব।

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ①

১৫. আমাদের আয়াতের প্রতি ঈমান রাখে তো তারা, যাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তারা সাজদায় অবনত হয়ে পড়ে এবং তাদের প্রভুর হামদসহ তসবিহ করতে থাকে, আর তারা দম্ব করে বেড়ায়না। (সাজদা)

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ① (السجدة)

১৬. তারা তাদের দেহকে শয্যা থেকে আলগা করে উঠিয়ে নিয়ে তাদের প্রভুকে ডাকে ভয় ও আশা নিয়ে, আর আমরা তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে (আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে)।

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ①

১৭. কেউই জানেনা, তাদের জন্যে চোখ জুড়ানো যেসব (নিয়ামত রাজি) গোপন করে রাখা হয়েছে তাদের আমলের পুরস্কার হিসেবে!	فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾
১৮. যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি ফাসিকের সমতুল্য? না, তারা সমান নয়।	أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿٥٦﴾
১৯. হাঁ, যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতুল মা'ওয়া (স্থায়ী জান্নাত) তাদের আমলের আতিথ্য হিসেবে।	وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٧﴾
২০. আর যারা ফাসেকি (সীমালংঘন ও পাপাচার) করে, তাদের আবাস হবে জাহান্নাম, যখনই তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদের সেখানে ঠেলে দেয়া হবে। তাদের বলা হবে: আশ্বাদন করো সেই জাহান্নামের আযাব, যাকে তোমরা অস্বীকার করত।	وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٥٨﴾
২১. ‘আযাবুল আকবার’ (গুরুদণ্ড) আশ্বাদন করাবার আগে আমরা তাদের (এই দুনিয়াতে) কিছু কিছু ‘আযাবুল আদনা’ (লঘুদণ্ড) আশ্বাদন করাবো, যাতে করে তারা ফিরে আসে।	وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٩﴾
২২. ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে, যাকে বারবার তার প্রভুর আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, তারপরও সে তা উপেক্ষা করে চলেছে। আমরা অবশ্য অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নেবো।	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٦٠﴾
২৩. আমরা মূসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম। সুতরাং তুমি তার সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে থেকেনা। আমরা সেই (মূসার) কিতাবকে বানিয়েছিলাম বনি ইসরাঈলের জন্যে জীবন যাপন পদ্ধতি।	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٦١﴾
২৪. আমরা তাদের মধ্য থেকে বহু ইমাম (নেতা) বানিয়েছিলাম যখন তারা সবর অবলম্বন করেছিল। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাতো। আর তারা একীন রাখতো আমাদের আয়াতের প্রতি।	وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٦٢﴾
২৫. তারা যেসব বিষয়ে এখতেলাফ করতো, তোমার প্রভু সেসব বিষয়ে তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন কিয়ামতের দিন।	إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٦٣﴾
২৬. তাদের জন্যে কি এ জিনিসটাও পথ নির্দেশ নয় যে, তাদের আগে আমরা কতো প্রজন্মকে হালাক করে দিয়েছিলাম! আজ তারা তাদের সেই আবাসভূমি দিয়ে চলাফেরা করছে। এতেও রয়েছে অনেক নিদর্শন। তারা কি শুনবেনা?	أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يََسْتَوُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٦٤﴾

২৭. তারা কি দেখেনা, আমরা উষর (dry) জমিনে পানি বইয়ে দিয়ে তার সাহায্যে উৎপাদন করি শস্য, যা থেকে তাদের পশুরাও খায়, তারাও খায়। তারা কি ভেবে দেখবেনা?	أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ٥
২৮. তারা বলে: ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো, কখন হবে সেই জয়ের ফায়সালা?’	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٦
২৯. তুমি বলো: ‘ফায়সালার দিন কাফিররা ঈমান আনলে তা তাদের কোনো কাজে আসবেনা, আর সেদিন তাদের অবকাশও দেয়া হবেনা।’	قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ٧
৩০. সুতরাং তাদের উপেক্ষা করো এবং অপেক্ষা করো, আর তারাও অপেক্ষায় থাকুক।	فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ ٨

রুকু
০৩

সূরা ৩৩ আহযাব

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৭৩, রুকু সংখ্যা: ০৯

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০৮: মুনাফিকদের আনুগত্য করার নিষেধাজ্ঞা। মুখবোলা ছেলেরা পুত্র নয়, তারা দীনি ভাই। নবীর স্ত্রীরা মুমিনদের মা। আল্লাহ্ সকল নবীর কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন।
- ০৯-২৭: আহযাব যুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্যের বিবরণ। মুনাফিকদের পলায়ন ও মুনাফিকি। মুমিনদের আদর্শ আল্লাহ্র রসূল। মুমিনদের কর্মনীতি। ইহুদিদের মদিনা থেকে উৎখাত।
- ২৮-৩৪: নবীর স্ত্রীদের জন্য উপদেশ ও বিশেষ বিধান।
- ৩৫-৩৬: মুমিনদের বিশেষ গুণাবলি।
- ৩৭-৪৮: নবীকে মুখবোলা পুত্রের স্ত্রী বিয়ে না করার ভ্রান্ত রসম ভাঙ্গার নির্দেশ, ফলে আল্লাহ্র নির্দেশে তিনি যায়েদের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করেন। কারণ নবী ইসলামি আদর্শের প্রতীক।
- ৪৯: তালাকের কিছু বিধান।
- ৫০-৫২: নবীর জন্য চারের অধিক বিয়ে বৈধ, নবী কাদেরকে বিয়ে করতে পারবেন।
- ৫৩-৬২: নবীর ঘরে দাওয়াত খাওয়া এবং নবীর স্ত্রীদের কাছে কিছু চাওয়ার প্রটোকল। নবীর পরে নবীর স্ত্রীদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ। পর্দার কিছু বিধান।
- ৬৩-৭৩: কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র কাছে। পরকালে কাফিরদের দূরবস্থা। মুমিনদেরকে মূসার উম্মতের মতো আচরণ করার নিষেধাজ্ঞা। মুমিনদের প্রতি উপদেশ। মানুষের উপর আল্লাহ্র আমানতের ভার বহনের দায়িত্ব অর্পণের কারণ।

সূরা আহযাব (বাহিনী সমূহ) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহ্র নামে	سُورَةُ الْأَحْزَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. হে নবী! আল্লাহকে ভয় করো এবং কাফির আর মুনাফিকদের আনুগত্য করোনা। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী প্রজ্ঞাবান।	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

০২. তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যে অহি করা হচ্ছে তার ইত্তেবা করো। নিশ্চয়ই তোমরা যা আমল করো আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

০৩. আর তাওয়াক্কুল করো আল্লাহ্র উপর। উকিল হিসেবে তোমার জন্যে আল্লাহ্ই কাফী।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

০৪. আল্লাহ্ বানাননি কোনো ব্যক্তির জন্যে তার অভ্যন্তরে দুটি অন্তর। আর তোমরা তোমাদের যেসব স্ত্রীর সাথে যিহার করো আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের মা বানাননি এবং তোমাদের মুখডাকা পুত্রদেরকেও বানাননি তোমাদের পুত্র। এগুলো তো তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ্ সত্য কথা বলেন এবং দেখান সঠিক পথ।

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝

০৫. তোমরা তাদের ডাকো তাদের পিতার পরিচয়ে। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটাই ন্যায়সংগত। তোমরা যদি তাদের পিতার পরিচয় জানতে না পারো, তবে তারা তোমাদের দীনি ভাই এবং বন্ধু। ইতোপূর্বে তোমরা এ ব্যাপারে যে ভুল করেছো সেটার জন্যে তোমাদের অপরাধ ধরা হবেনা। তবে অপরাধ হতে পারে তোমাদের অন্তরের সংকল্পের কারণে। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল দয়াবান।

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ ۚ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

০৬. এই নবী (মুহাম্মদ) মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্ঠতর এবং তার স্ত্রীরা তাদের মা। আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী মুমিন ও মুহাজিরদের চেয়ে আত্মীয়রা পরস্পরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি আনুকূল্য দেখাতে চাও, তাতে কোনো দোষ নেই। এসব বিধান কিতাবে লিপিবদ্ধ।

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۚ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ ۚ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

০৭. স্মরণ করো, যখন আমরা নবীদের কাছ থেকে তাদের অংগীকার নিয়েছিলাম এবং তোমার থেকেও, নূহের থেকেও, ইবরাহিম, মূসা এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম থেকেও। আমরা তাদের থেকে গ্রহণ করেছিলাম শক্ত অংগীকার,

وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ۚ وَ مِنْكَ ۚ وَ مِنْ نُوحٍ ۚ وَ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَ مُوسَىٰ ۚ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَ أَخَذْنَا مِنْهُمُ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

০৮. সত্যপন্থীদেরকে তাদের সত্য পথে অটল থাকার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে। তিনি কাফিরদের জন্যে তৈরি করে রেখেছেন বেদনাদায়ক আযাব।

لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

০৯. হে ঈমানদার লোকেরা! যিকির করো তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামতের কথা, যখন তোমাদের দিকে শত্রুবাহিনী এসে গিয়েছিল, তখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম ঝড়ো হাওয়া এবং এমন এক বাহিনী, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। তোমরা যা করো তা আল্লাহ্র দৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَةً اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ⑨
১০. যখন তারা এসেছিল তোমাদের উপরের দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে এবং (তাদের দেখে) তোমাদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে পড়েছিল এবং তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত আর তোমরা আল্লাহ্র ব্যাপারে করছিলে নানা রকম ধারণা।	إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ⑩
১১. এখানেই পরীক্ষা করা হয়েছিল মুমিনদের। তাঁরা কেঁপে উঠেছিল ভীষণ কম্পনে।	هَٰذَا لِكَيْ يُثَبِّتَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ⑪
১২. এ অবস্থায় মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ ছিলো, তারা বলছিল: ‘আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছেন, সেটা একটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।’	وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ⑫
১৩. তখন তাদেরই একটি দল বলেছিল: ‘হে ইয়াসুরিববাসী! এখানে তোমাদের কোনো স্থান নেই, তোমরা ফিরে চলো।’ তাদের আরেকদল নবীর কাছে অব্যাহতির প্রার্থনা করে বলেছিল: ‘আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত’, অথচ তাদের বাড়িঘর অরক্ষিত ছিলনা। আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো ভেগে যাওয়া।	وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ⑬
১৪. শত্রুরা যদি চারদিক থেকে (মদিনা) আক্রমণ করতো এবং তাদেরকে বিদ্রোহের জন্যে প্ররোচিত করতো, তারা কালবিলম্ব না করে সহজেই তা করতো।	وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَسِيرًا ⑭
১৫. অথচ ইতোপূর্বে তারা আল্লাহ্র সাথে অংগীকার করেছিল, তারা পিছু হটবে না। আল্লাহ্র সাথে অংগীকার সম্পর্কে অবশ্যি জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।	وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤْنُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مُسَوِّدًا ⑮
১৬. হে নবী! বলো: তোমাদের কোনোই ফায়দা হবেনা যদি তোমরা মউত কিংবা কতল হবার ভয়ে পলায়ন করো। সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে ভোগের সুযোগ খুব কমই দেয়া হবে।	قُلْ لَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ⑯
১৭. বলো: কে তোমাদের রক্ষা করবে আল্লাহ্র	قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ

থেকে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল করার এরাদা করেন? অথবা তিনি যদি তোমাদের মঙ্গল করার এরাদা করেন, তবে কে তোমাদের ক্ষতি করবে? তারা নিজেদের জন্যে আল্লাহ্র পরিবর্তে কোনো অলি কিংবা সাহায্যকারী পাবেনা।

أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَ لَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٥﴾

১৮. আল্লাহ্ অবশ্য জানেন তোমাদের মধ্যে কারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী, আর কারা তাদের ভাইদের বলে: ‘আমাদের সাথে আসো।’ তারা যুদ্ধে অংশ নেয়না, সামান্য ছাড়া

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْوِفِينَ مِنْكُمْ وَ الْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَ لَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾

১৯. তোমাদের প্রতি সংকীর্ণ মনোভাবের কারণে। যখন ভয়ের সময় আসে, তুমি তাদের দেখো, মরণের ভয়ে মূর্ছা যাওয়া ব্যক্তির মতো তারা চোখ উলটিয়ে তোমার দিকে তাকায়। আবার যখন ভয় চলে যায় তখন সম্পদের লোভে তারা তোমাদের প্রতি ভাষার তীর নিক্ষেপ করে। এরা ঈমান আনেনি। ফলে, আল্লাহ্ তাদের আমল বিনষ্ট করে দিয়েছেন, আর এটা আল্লাহ্র জন্যে খুবই সহজ।

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۗ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾

২০. তারা ধারণা করছিল সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। সম্মিলিত বাহিনী যদি আবার এসে পড়ে, তখন তারা কামনা করবে যে, ভালো হতো তারা যদি বেদুঈনদের সাথে থেকে তোমাদের খোঁজখবর নিতো! তোমাদের মাঝে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ করতো সামান্যই।

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

২১. তোমাদের যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও শেষ দিনের সাফল্যের আশা করে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি যিকির করে তাদের জন্যে আল্লাহ্র রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْأَخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

২২. মুমিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনী দেখেছিল, তারা বলে উঠেছিল: ‘এর ওয়াদাই তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল আমাদের দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন।’ ফলে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল।

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَ تَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

২৩. একদল মুমিন আল্লাহ্র সাথে করা তাদের অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে, তাদের কেউ কেউ নিজেদের নজরানা পূর্ণ করেছে, আর কেউ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَ

কেউ অপেক্ষায় আছে। তারা তাদের নীতি কিছুমাত্র বদলায়নি।

مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا ۝

২৪. যাতে করে আল্লাহ সত্যপন্থীদের পুরস্কৃত করেন তাদের সত্যবাদিতার জন্যে, আর ইচ্ছা করলে মুনাফিকদের শাস্তি দেন, কিংবা তাদের তওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

২৫. আল্লাহ্ কাফিরদের ফিরিয়ে দিলেন তাদের ক্ষোভসহ। তারা কোনো ফায়দা হাসিল করেনি। যুদ্ধে মুমিনদের জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ অতীব শক্তিশ্বর মহাপরাক্রমশালী।

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝

২৬. আহলে কিতাবদের (ইহুদিদের) যারা তাদের সাহায্য করেছিল, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিলেন ভয়। এখন তোমরা তাদের কিছু সংখ্যককে হত্যা করছো আর কিছু সংখ্যককে করছো বন্দী।

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝

২৭. আর তিনি তোমাদেরকে ওয়ারিশ বানিয়ে দিলেন তাদের জমিন, ঘরবাড়ি ও মাল-সম্পদের এবং এমন ভূমির যাতে তোমরা কখনো আগমন করেনি। আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ وَ أَرْضًا لَمْ تَطُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝

২৮. হে নবী! তোমার স্ত্রীদের বলো: “তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করো, তবে আসো আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দিয়ে সুন্দরভাবে বিদায় করে দেই।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝

২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে চাও এবং আখিরাত চাও, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যকার কল্যাণপরায়ণ নারীদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন মহাপুরস্কার।”

وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

৩০. হে নবীর স্ত্রীরা! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সুস্পষ্ট ফাহেশা কাজ করে, তার আযাব (দণ্ড) করা হবে দ্বিগুণ এবং এটা আল্লাহ্র জন্যে খুবই সহজ।

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنِ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَّفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

ককু
০৩

পাঠা
২২

৩১. আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যে বিনয়ী হবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, তাকে আমরা পুরস্কার দেবো দুইবার, আর তার জন্যে আমরা প্রস্তুত রেখেছি সম্মানজনক জীবিকা।

وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ لِيٍّ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ
صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَاعْتَدْنَا
لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۝

৩২. হে নবীর স্ত্রীরা! তোমরা অন্য কোনো নারীর মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে পর পুরুষের সাথে এমন ললিত কণ্ঠে কথা বলোনা, যাতে করে এমন কোনো ব্যক্তি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে যার অন্তরে রোগ আছে। তোমরা প্রচলিত পন্থায় যথাযথ কথা বলো।

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ
إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْغَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا
مَعْرُوفًا ۝

৩৩. তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো। তোমরা পূর্বের জাহেলি যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবোনা, সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে হে আহলে বাইত (নবীর পরিবার) এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পাক পবিত্র করতে।

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَاطَّعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝

৩৪. তোমরা যিকির করো (আলোচনা ও পাঠ করো) তোমাদের ঘরে যে আল্লাহর আয়াত ও হিকমতের কথা তিলাওয়াত করা হয়, তা। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব সুস্বদর্শী ও গভীরভাবে জ্ঞাত।

وَإِذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝

৩৫. নিশ্চয়ই মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌনাংগ হিফায়তকারী পুরুষ ও যৌনাংগ হিফায়তকারী নারী, বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ এদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন মাগফিরাত আর শ্রেষ্ঠ প্রতিদান।

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ
وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ۚ أَعَدَّ اللَّهُ
لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

৩৬. আল্লাহ এবং তাঁর রসূল কোনো বিষয়ে ফায়সালা দেয়ার পর সে বিষয়ে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো এখতিয়ার নেই। যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে অমান্য করবে, সে হবে সুস্পষ্ট বিপথগামী।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ۝

৩৭. স্মরণ করো, আল্লাহ যাকে (যায়েদকে) অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছো,

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

তুমি তাকে বলছিলে: ‘তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং আল্লাহকে ভয় করো।’ তুমি তোমার মনে যে কথা গোপন রাখছো আল্লাহ সে কথা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তুমি ভয় করছো, পাছে লোক কিছু বলে। অথচ তোমার জন্যে অধিকতর সংগত হলো আল্লাহকে ভয় করা। তারপর যাদেদ যখন তার (যয়নবের) সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম, যাতে করে মুমিনদের মুখভাঙা পুত্ররা নিজেদের স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করলে সেসব নারীদের বিয়ে করার ক্ষেত্রে মুমিনরা কোনো প্রকার সংকোচ না করে। আল্লাহর নির্দেশ অবশ্য কার্যকর হতে হবে।

أَنعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تَخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا وَ زَوَّجْنَاهَا لَكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝

৩৮. আল্লাহ নবীর জন্যে যা ফরয (আইন সংগত) করে দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করতে তার কোনো বাধা নেই। যেসব নবী অতীত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিলো আল্লাহর সুনত (নিয়ম)। আর আল্লাহর নির্দেশ অবশ্য একটি সুনিশ্চিত ফায়সালা।

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ۝

৩৯. তারা আল্লাহর রিসালাত (বার্তা) পৌছে দিতো, তাঁকে ভয় করতো এবং তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও ভয় করতো না। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহই কাফী (যথেষ্ট)।

الَّذِينَ يُبَيِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَ لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَ كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

৪০. মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞাত।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

৪১. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে যিকির করো বেশি বেশি যিকির,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝

৪২. এবং তাঁর তসবিহ করো সকাল আর সন্ধ্যায়।

وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

৪৩. তিনি তোমাদের প্রতি সালাত (রহমত ও অনুগ্রহ) করেন আর তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের জন্যে তাঁর রহমত প্রার্থনা করে তোমাদেরকে অন্ধকারাশি থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসার জন্যে। তিনি মুমিনদের প্রতি অতীব দয়াবান।

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَ مَلَائِكَتُهُ يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝

৪৪. যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে ‘সালাম’ এবং তিনি তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন সম্মানজনক প্রতিদান।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝

৪৫. হে নবী! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ
مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾

৪৬. আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে এবং এক উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾

৪৭. তুমি মুমিনদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾

৪৮. তুমি কাফির এবং মুনাফিকদের আনুগত্য করোনা, তাদের দেয়া কষ্ট উপেক্ষা করো, আর তাওয়াক্কুল করো আল্লাহর উপর। আর উকিল হিসেবে আল্লাহই কাফী।

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَ الْمُُنْفِقِينَ وَ دَعْ
أَذْلَهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ
وَكِيلًا ﴿٤٨﴾

৪৯. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা মুমিন নারীদের বিয়ে করার পর, তাদের স্পর্শ করার আগেই যদি তালাক দাও, সেক্ষেত্রে তোমাদের জন্যে তাদের কোনো ইদ্দত পালন করতে হবেনা, যা তোমরা গণনা করবে। এ অবস্থায় তোমরা তাদেরকে কিছু অর্থ সামগ্রী দেবে এবং সুন্দরভাবে তাদের বিদায় করবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
تَعْتَدُونَهَا فَمِيتُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

৫০. হে নবী! আমরা তোমার জন্যে হালাল করেছি তোমার স্ত্রীদের, যাদের তুমি মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেছো এবং হালাল করেছি ফায় হিসেবে আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা থেকে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে। (এছাড়া তোমার জন্যে বিয়ে করা হালাল করেছি) তোমার চাচার কন্যাদের, তোমার ফুফুর কন্যাদের, তোমার মামার কন্যাদের, তোমার খালার কন্যাদের-যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে। আর যে মুমিন নারী নিজেকে বিয়ে করার জন্যে নবীর কাছে নিবেদন (offer) করে এবং নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে (তাকে বিয়ে করাও হালাল করেছি)। এ বৈধতা বিশেষভাবে তোমার জন্যে, অন্য মুমিনদের জন্যে নয়, যাতে করে তোমার কোনো অসুবিধা না হয়। মুমিনদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ব্যাপারে যে বিধান (আগেই) দিয়েছি, তা আমি জানি। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ
الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ مَا مَلَكَتْ
يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ بَنَاتِ
عَمِّكَ وَ بَنَاتِ عَمَّتِكَ وَ بَنَاتِ خَالِكَ وَ
بَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ۖ وَ
أُمَّرَأَةً مُمِينَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ۖ خَالِصَةً
لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ قَدْ عَلِمْنَا مَا
فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۖ وَ
كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

৫১. তুমি তাদের (নিজ স্ত্রীদের) যাকে ইচ্ছা (নিয়ম মারফিক) দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারো। আর তুমি যাকে দূরে

تُزَجِّى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُتَوَوَّى إِلَيْكَ
مَنْ تَشَاءُ ۖ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ

রেখেছো তাকে কামনা করলে তোমার কোনো অপরাধ হবেনা। এটাই সহজতর, যাতে তোমার স্ত্রীদের চক্ষু শীতল হয়, তারা দুঃখ না পায় এবং তুমি যা দেবে তাতে তাদের প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ্ জানেন তোমাদের অন্তরে কী আছে? আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সহনশীল।

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ
أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا
آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي
قُلُوبِكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾

৫২. এর পর তোমার জন্যে আর কোনো নারীকে বিয়ে করা বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তন করে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও বৈধ নয়, যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে। তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সুস্বভাবে দৃষ্টিদাতা।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ
تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ
حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا ﴿٥٢﴾

রুকু
৩৬

৫৩. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত খাবার প্রস্তুতির জন্যে অপেক্ষা না করে খাবার গ্রহণের জন্যে নবীর ঘরে প্রবেশ করোনা। তবে যখন ডাকা হয় তখন প্রবেশ করো। আর যখনই খাবার গ্রহণ শেষ হয়, তখন চলে যেয়ো কথাবার্তায় মশগুল না হয়ে। কারণ তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয় এবং তোমাদের উঠিয়ে দিতে সে সংকোচ বোধ করে। তবে আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা নবী পত্নীদের কাছে কিছু চাইলে হিজাবের অন্তরাল থেকে চাইবে। এ পছন্দি তোমাদের এবং তাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারো জন্যে সংগত নয় আল্লাহ্‌র রসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর মৃত্যুর পর কখনো তাঁর স্ত্রীদের বিয়ে করা। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের এসব কাজে জড়ানো গুরুতর অপরাধ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ
النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ
نُظْرَيْنِ إِلَيْهِ ۚ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ
فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا
مُسْتَأْذِنِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ
يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَجِی مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا
يَسْتَجِی مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا
كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ
تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ
ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

৫৪. তোমরা কোনো কিছু প্রকাশ করো কিংবা গোপন করো, জেনে রাখো, আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞানী।

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

৫৫. তবে তাদের (নবীর স্ত্রীদের) জন্যে দোষ হবেনা (হিজাব না করলে) তাদের পিতা, কিংবা সম্বান, কিংবা ভাই, অথবা ভাইয়ের ছেলে, নতুবা বোনের ছেলে, তাদের সেবিকা এবং অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের সামনে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী।

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ
وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا آبَائِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا
أَبْنَاءَ إِخْوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

৫৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর নবীর প্রতি সালাত (অনুগ্রহ, অনুকম্পা, মর্যাদাদান) করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা নবীর জন্যে সালাত (অনুগ্রহ) প্রার্থনা করে। হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরাও নবীর জন্যে সালাত (অনুগ্রহ ও মর্যাদা) প্রার্থনা করো এবং তাঁকে যথার্থভাবে সালাম জানাও।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

৫৭. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে এবং তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ দুনিয়া এবং আখিরাতে তাদের লা'নত করেন এবং তাদের জন্যে তিনি প্রস্তুত রেখেছেন অপমানজনক আযাব।

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۝

৫৮. যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ এবং নারীদের কষ্ট দেয়, তারা নিজেদের ঘাড়ে বহন করে অপবাদ এবং সুস্পষ্ট পাপের বোঝা।

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝

৫৯. হে নবী! তোমার স্ত্রী, কন্যা এবং মুমিনদের নারীদের বলো, তারা যেনো তাদের চাদরের অংশ তাদের উপর টেনে দেয়। এতে করে তাদের পরিচয় জানতে সহজতর হবে এবং তাদের উত্যক্ত করা হবেনা। আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালব।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

৬০. মুনাফিকরা, যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা, আর যারা শহরে গুজব রটায় তারা নিজেদের অপতৎপরতা থেকে বিরত না হলে তাদের বিরুদ্ধে আমরা তোমাকে প্রবল করে তুলবো, তারপর এই নগরীতে তারা তোমার প্রতিবেশি হিসেবে খুব কম সময়ই থাকতে পারবে।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝

৬১. অভিশপ্ত হবে তারা। যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং হত্যা করা হবে হত্যা করার মতো।

مَلْعُونِينَ ۖ أَيَّامًا ثَقُفُوا أَخِذُوا وَ قَتِلُوا تَقْتِيلًا ۝

৬২. যারা অতীত হয়েছে, তাদের ব্যাপারেও এটাই ছিলো আল্লাহ্র সুন্নত (নিয়ম), তুমি কখনো আল্লাহ্র সুন্নতে পরিবর্তন পাবেনা।

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

৬৩. লোকেরা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলো: ‘সেটার জ্ঞান আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে।’ সেটা তুমি জানবে কী করে? হয়তো বা কিয়ামত খুব শীঘ্রি অনুষ্ঠিত হবে।

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۝

৬৪. আল্লাহ্ লা'নত করেছেন কাফিরদের এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন।

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۝

৬৫. সেখানেই থাকবে তারা অনন্তকাল। তারা কোনো অলিও পাবেনা, সাহায্যকারীও পাবেনা।

لُحْدَيْنِ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجْدُونَ وَلِيًّا وَ لَا نَصِيرًا ۝

৬৬. যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে ওলটপালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে: “হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রসূলকে মেনে চলতাম!”

يَوْمَ ثَقُلَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيِّنَتْنَا أَطْعَمَنَا اللَّهُ وَ أَطْعَمَنَا الرَّسُولَ ۝

৬৭. তারা আরো বলবে: ‘আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের নেতা এবং মুরূবিদের আনুগত্য করেছি, কিন্তু তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে,

وَ قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَمْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ۝

৬৮. আমাদের প্রভু! তুমি তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দাও, আর তাদের লানত করো গুরুতর লানত।”

رَبَّنَا أَتَيْهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝

রকু
০৮

৬৯. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা এসব লোকদের মতো হয়োনা, যারা মুসাকে কষ্ট দিয়েছিল। তারা যা রটিয়েছিল, আল্লাহ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন এবং সে ছিলো আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ۝

৭০. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সরল সঠিক কথা বলো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

৭১. (তাহলে) তিনি তোমাদের জন্যে ইসলাহ করে দেবেন তোমাদের আমল এবং ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের অপরাধ। যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, অবশ্য সে সাফল্য অর্জন করবে মহাসাফল্য।

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۝ وَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

৭২. আমরা মহাকাশ, পৃথিবী এবং পাহাড়-পর্বতের কাছে এই আমানত পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা তা বহন করতে অপারগতা প্রকাশ করে এবং শংকিত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষ তা বহন করলো। সে তো ভীষণ যালিম, অতিরিক্ত অজ্ঞ।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۝ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝

৭৩. পরিণামে আল্লাহ আযাব দেবেন মুনাফিক পুরুষ আর মুনাফিক নারীদের এবং মুশরিক পুরুষ আর মুশরিক নারীদের। আর আল্লাহ তওবা কবুল করবেন মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারীদের এবং আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল অতীব দয়াবান আছেনই।

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَ الْمُنَافِقَاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكَاتِ وَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ۝ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

রকু
০৯

সূরা ৩৪ সাবা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৫৪, রুকু সংখ্যা: ০৬

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত + আলোচ্য বিষয়)

০১-০৯: তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের যুক্তি।

১০-১৪: দাউদ ও সুলাইমানের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। জিনেরা গায়েব জানেনা।

১৫-২১: সাবাবাসীদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। তাদের অকৃতজ্ঞতার পরিণাম।

২২-৩৬: শিরকের বাতুলতা। মুহাম্মদ সা. গোটা বিশ্ববাসীর রসূল। কুরআন প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম।

৩৭-৫৪: সন্তান ও সম্পদ কাজে আসবেনা, কাজে আসবে ঈমান ও আমলে সালেহ। লোকেরা আল্লাহর রসূল ও কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করে বাপ দাদার ধর্ম আঁকড়ে ধরে। নবীর দেখানো পথই সঠিক পথ। কিয়ামত এসে পড়লে ঈমানের ঘোষণা কোনো কাজে আসবেনা।

সূরা সাবা (সাবা সাম্রাজ্য) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ سَبَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মালিক মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুর, আখিরাতেও সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি প্রজ্ঞাবান, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ①
০২. তিনি জানেন যা প্রবেশ করে জমিনে এবং যা বের হয় জমিন থেকে। তিনি জানেন যা নাযিল হয় আসমান থেকে এবং যা মেরাজ হয় (উঠে) আকাশে। তিনি পরম করুণাময়, অতীব ক্ষমালীল।	يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ②
০৩. কাফিররা বলে: ‘কিয়ামত আমাদের কাছে আসবেই না।’ তুমি বলো: ‘হাঁ, আমার প্রভুর শপথ, সেটা অবশ্যি তোমাদের কাছে আসবে। তিনি গায়েবের জ্ঞানী, মহাকাশ এবং পৃথিবীতে অণু পরিমাণ, কিংবা তার চাইতে ছোট বা বড় কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে নেই। সবকিছুই রেকর্ড করা আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।’	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۚ عِلْمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ③
০৪. এর কারণ, যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে তিনি তাদের পুরস্কার দেবেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিযিক।	لَيَجْزِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ④
০৫. আর যারা আমাদের আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ংকর বেদনাদায়ক আযাব।	وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ⑤
০৬. যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের রায় হলো,	وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ

তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে সেটা সত্য। সেটি পথ দেখায় মহাশক্তিদ্বার সপ্রশংসিত আল্লাহর পথ।

إِنَّكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ①

০৭. কাফিররা বলে: “আমরা কি তোমাদের এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেবো, যে তোমাদের বলে: তোমাদের দেহ পুরোপুরি মাটির সাথে মিশে যাবার পর তোমাদের নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?”

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ②

০৮. সে কি মিথ্যা রচনা করে আল্লাহর প্রতি আরোপ করে? নাকি তাকে জিনে ধরেছে? বরং যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখেনা তারা রয়েছে আযাবের মধ্যে এবং ঘোরতর ভুলপথে।

أَفَتَوَلَّى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ③

০৯. তারা কি তাদের সামনের পেছনের আসমান জমিনে যা আছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করেনা? আমরা চাইলে তাদেরকেসহ জমিনকে খসিয়ে দিতে পারি, অথবা তাদের উপর আকাশ ভেংগে ফেলতে পারি। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে একটি নিদর্শন প্রতিটি আল্লাহমুখী বান্দার জন্যে।

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نُخَسِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّتَّبِعٍ ④

রকু
০১

১০. আমরা আমাদের পক্ষ থেকে দাঁড়দের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম। আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম: ‘হে পর্বতমালা! তোমরা দাঁড়দের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং পাখিদেরকেও দিয়েছিলাম এ নির্দেশ। আর আমরা তার জন্যে লোহা গলাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।’

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يُجِبَالُ أَوْ فِي مَعَةِ الطَّيْرِ وَالنَّالَهُ الْحَدِيدُ ⑤

১১. বলেছিলাম: ‘তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করো এবং বুননের ক্ষেত্রে পরিমাণ রক্ষা করো। তোমরা আমলে সালেহ করো। তোমরা যা আমল করো সেদিকে আমি দৃষ্টি রাখছি।’

أَنْ اَعْمَلْ سَبِغَتْ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⑥

১২. আমরা সুলাইমানের জন্যে নিয়োজিত রেখেছিলাম বাতাসকে, যা একমাসের পথ অতিক্রম করতো সকালে এবং এক মাসের পথ অতিক্রম করতো বিকেলে। আমরা তার জন্যে প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম গলিত তামার একটি বারগাধারা। তার প্রভুর অনুমতিক্রমে একদল জিন তার সামনে কাজ করতো। তাদের কেউ আমাদের নির্দেশ অমান্য করলে আমরা তাকে আশ্বাদন করাবো জ্বলন্ত আগুনের আযাব।

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عُدُوَهَا شَهْرًا وَرَوَاحَهَا شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَظَرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَنْزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ⑦

১৩. তারা সুলাইমানের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতো প্রাসাদ নির্মাণের, চিত্রাংকনের, হাউজের মতো বড় আকারের পাত্র নির্মাণের এবং মজবুতভাবে স্থাপিত ডেক নির্মাণের। হে দাঁড়দের পরিবার! তোমরা

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رُسِيَّتٍ اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ

কৃতজ্ঞতার সাথে কাজ করো। তবে আমার বান্দাদের অল্প লোকই শোকর আদায়কারী।	مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٥﴾
১৪. আমরা যখন সুলাইমানের মউত ঘটলাম, তখন তার মৃত্যুর ঘটনা জানালো কেবল মাটির পোকা, যারা তার লাঠি খাচ্ছিল। যখন সে পড়ে গেলো, তখন জিনেরা বুঝতে পারলো যে, তারা যদি গায়েব জানতো, তাহলে তাদেরকে এই লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতে হতো না।	فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٦﴾
১৫. সাবা বাসীদের জন্যে তাদের বসত ভূমিতে ছিলো একটি নিদর্শন। দুটি উদ্যান ছিলো, একটি ডানদিকে, একটি বামদিকে। তাদের বলা হয়েছিল: তোমরা তোমাদের প্রভুর দেয়া জীবিকা ভোগ করো আর তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। উত্তম নগরী এবং ক্ষমশীল প্রভু।	لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتِ ثِنْتَانِ عَن يَمِينٍ وَ شِمَالٍ ۚ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلَدَةٌ كَثِيرَةٌ وَ رَبُّ غَفُورٌ ﴿١٧﴾
১৬. পরে তারা অবাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে আমরা তাদের উপর প্রবাহিত করে দিলাম বাঁধাংগা বন্যা, আর উদ্যান দুটিকে বদল করে দিলাম এমন দুটি উদ্যানে যেগুলোতে উৎপন্ন হয় বিশ্বাদ ফলমূল, বাউ গাছ আর কিছু কুল গাছ।	فَاعْرَضُوا فَآزَلْنَا عَلَيْهِمْ سَبِيلَ الْعَرَمِ ۚ وَ بَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَ أُثْلٍ وَ شَثٍ ۚ ۖ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٨﴾
১৭. আমরা তাদের এই শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কুফুরির কারণে। আমরা অকৃতজ্ঞদের ছাড়া আর কাউকেও এ রকম শাস্তি দেই না।	ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا ۚ وَ هَٰلَا نُجِزِي إِلَّا الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾
১৮. তাদের এবং যেসব জনপদের প্রতি আমরা অনুগ্রহ করেছিলাম, সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে প্রকাশ্যে বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম আর তাদের বলেছিলাম: তোমরা এসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ করো দিনে এবং রাতে।	وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً ۚ وَ قَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۚ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَ أَيَّامًا آمِنِينَ ﴿٢٠﴾
১৯. কিন্তু তারা বলেছিল: ‘আমাদের প্রভু! আমাদের সফরের মনয়িলের ব্যবধান বাড়িয়ে দাও।’ তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। ফলে আমরা তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করে দিয়েছিলাম, আর তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে।	فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيِّنٍ أَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۚ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَ مَرَقًّ لَهُمْ ۚ كُلٌّ مِّمَّنِّي ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٢١﴾
২০. তাদের উপর ইবলিস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করেছিল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মুমিন পক্ষ ছাড়া বাকি সকলেই তার ইশ্তেবা করেছিল।	وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢﴾

২১. অথচ তাদের উপর ইবলিসের কোনো আধিপত্য ছিলনা। কারা আখিরাতে বিশ্বাসী, আর কারা তাতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিলো আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রভু প্রতিটি বিষয়ে হিফাযতকারী।

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لَنَعْلَمَ مَنْ يُوْثِرُ مِنَ الْآخِرَةِ مَنِّ هُوَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ ۚ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾

রকু
০২

২২. বলো: “তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইলাহ মনে করো তাদের ডাকো। তারা মহাকাশ এবং পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়। মহাকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে কোনো কিছুতেই তাদের কোনো শিরক (অংশ) নেই এবং কেউই তাঁর (আল্লাহর) সাহায্যকারীও নয়।

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

২৩. তাঁর ওখানে কারো কোনো শাফায়াত বিন্দুমাত্র কাজে আসবেনা, তবে তিনি নিজেই যদি কাউকেও (কারো ব্যাপারে) সুপারিশ করার অনুমতি দেন সেটা ভিন্ন কথা। পরে যখন তাদের মন থেকে ভয় দূর হবে, তখন তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে: ‘তোমাদের প্রভু কী বললেন?’ তারা বলবে: ‘তিনি সত্য বলেছেন।’ আর তিনি অতি মর্যাদাবান, অতিশয় মহান।’

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقُّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

২৪. বলো: ‘আসমান এবং জমিন থেকে তোমাদের কে রিযিক দেন?’ বলো: ‘আল্লাহ্।’ হয় আমরা, না হয় তোমরা হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত, অথবা সুস্পষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত।’

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلْ اللَّهُ ۚ وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

২৫. বলো: ‘আমাদের অপরাধের জন্যে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেনা, আর তোমাদের কর্মকাণ্ডের জন্যেও আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেনা।’

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا آجُرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. বলো: ‘আমাদের প্রভু আমাদের সবাইকে একত্র করবেন তারপর আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন ন্যায়সংগতভাবে। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, সর্বজ্ঞানী।’

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۚ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

২৭. বলো: ‘তোমরা যাদেরকে শরিক হিসেবে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছো তাদের দেখাও তো আমাকে। না, কখনো নয় (তারা শরিক হতে পারে না), বরং একমাত্র আল্লাহ্ই মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।’

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ ۚ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

২৮. আমরা তোমাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এলেম রাখেনা।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. তারা জিজ্ঞাসা করে: ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো, এই ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে?’

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾

রুকু
০৩

৩০. তুমি বলো: ‘তোমাদের জন্যে রয়েছে একটি নির্ধারিত দিন, যা তোমরা মুহূর্তকালও না পিছিয়ে নিতে পারবে, আর না এগিয়ে আনতে পারবে।’

قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِرُونَ ۝

৩১. কাফিররা বলে: ‘আমরা কখনো এই কুরআনের প্রতি ঈমান আনবো না, এর আগের কিতাবসমূহের প্রতিও ঈমান আনবো না।’ হায়, তোমরা যদি দেখতে, এই যালিমদের যখন তাদের প্রভুর সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে (পৃথিবীতে) দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, তারা ক্ষমতাদর্পীদের বলবে: ‘তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্য মুমিন হতাম।’

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝

৩২. দাষ্টিক ক্ষমতাদর্পীরা দুর্বল করে রাখাদের বলবে: ‘তোমাদের কাছে হিদায়াত সুস্পষ্টভাবে এসে যাওয়ার পরও কি আমরাই তোমাদেরকে তা থেকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে অপরাধী।’

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ۝

৩৩. দুর্বল করে রাখা লোকেরা ক্ষমতাদর্পীদের বলবে: ‘তোমরাই তো দিনরাত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলে, আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলে যেমন আমরা আল্লাহর প্রতি কুফুরি করি এবং তাঁর সাথে শরিক করি।’ যখন তারা আযাব দেখতে পাবে, তখন তারা লজ্জা ও অনুতাপ গোপন করবে এবং আমরা কাফিরদের গলায় শিকল পরিয়ে দেবো। তারা যেসব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলো, তাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে মাত্র।

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْأَيْلِ وَ النَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آغْنَاتِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

৩৪. আমরা যখনই কোনো জনপদে সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার সম্পদশালী সীমালংঘনকারীরা বলেছে: ‘তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছো, তা আমরা অস্বীকার করছি।’

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝

৩৫. তারা আরো বলেছে: ‘ধনে জনে আমরা সমৃদ্ধশালী, আমাদের প্রতি কিছুতেই আযাব আসতে পারবে না।’

وَقَالُوا نَحْنُ بِمَعَدٍّ بَيْنَ ۝

রুকু
০৪

৩৬. বলো: ‘নিশ্চয়ই আমার প্রভু যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা করে দেন সীমিত। তবে অধিকাংশ মানুষই তা জানেনা।’

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৩৭. তোমাদের ধনমাল এবং সম্ভান-সম্পত্তি এমন জিনিস নয় যা তোমাদেরকে আমাদের নিকটবর্তী করে দেবে। তবে যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে, তারাই তাদের আমলের জন্যে পাবে বহুগুণ বেশি পুরস্কার। তারা প্রাসাদসমূহের মধ্যে থাকবে সদা নিরাপদ।

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآلَتِنِ تُثَقِّرُ بَكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ۝

৩৮. যারা আমাদের আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে, তারাই সদা উপস্থিত থাকবে আযাবের মধ্যে।

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ
أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. বলো: ‘আমার প্রভু তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা করে দেন সীমিত। তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ তার প্রতিদান দেবেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।’

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿٣٩﴾

৪০. যেদিন তিনি তাদের সবাইকে হাশর করবেন, তারপর ফেরেশতাদের বলবেন: ‘এরা কি তোমাদের ইবাদত করতো?’

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ
لِلْمَلَكَةِ أَهْلًا ۖ أَيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾

৪১. তারা বলবে: ‘তুমি পবিত্র ও মহান, ওরা নয়, তুমিই আমাদের প্রভু, বরং তারা ইবাদত করতো জিনদের (শয়তানদের)। তাদের অধিকাংশই তাদের প্রতি ঈমান রাখতো।’

قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا ۖ مِنْ
دُونِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ
أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

৪২. ফলে আজ তোমাদের একের ক্ষমতা নেই অপরের লাভ কিংবা ক্ষতি করার। আমরা যালিমদের বলবো: ‘আগুনের আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো, যে আযাবকে তোমরা অস্বীকার করতো।’

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ نَّفْعًا
وَلَا ضَرًّا ۚ وَتَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا
عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. যখন তাদের প্রতি আমাদের সুস্পষ্ট আয়াত তিলাওয়াত করা হতো তারা বলতো: ‘তোমাদের পূর্ব পুরুষরা যাদের ইবাদত করতো এ ব্যক্তি তো তাদের ইবাদত থেকে তোমাদের বাধা দিতে চায়।’ তারা আরো বলতো: ‘এ তো এক মিথ্যা রচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।’ কাফিররা সত্য আসার পর সত্য সম্পর্কে আরো বলতো: ‘এ তো এক সুস্পষ্ট ম্যাজিক।’

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا
هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا
يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ ۚ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا أَفْكٌ
مُّفْتَرٍ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا
جَاءَهُمْ ۚ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾

৪৪. আমরা তাদেরকে পূর্বে কোনো কিতাব দিইনি যা তারা পড়তো এবং তোমার আগে তাদের কাছে আমরা কোনো সতর্ককারীও পাঠাইনি।

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا
أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾

৪৫. তাদের আগেকার লোকেরাও অস্বীকার করেছিল। আমরা তাদেরকে যা দিয়েছিলাম এরা তার এক দশমাংশও পায়নি। তা সত্ত্বেও তারা আমার রসুলদের প্রত্যাক্ষ্যান করেছিল। ফলে কতো যে ভয়াবহ হয়েছিল আমার শাস্তি!

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا بَلَغُوا
مَعْشَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۚ
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

রকু
০৫

৪৬. বলো, আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি তাহলো: তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাঁড়াও দুইজন এবং একজন করে, তারপর তোমরা চিন্তা করে দেখো, তোমাদের সাথি মোটেও জিনে ধরা ব্যক্তি নয়। সে তো কেবল তোমাদের জন্যে একজন সতর্ককারী আসন্ন কঠিন আযাব সম্পর্কে।

قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا
لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفِرَادَىٰ ثُمَّ تُتَفَكَّرُونَ ۚ مَا
بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ
لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

৪৭. বলো: ‘আমি তো তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই। আমার পুরস্কার তো রয়েছে আল্লাহর কাছে। তিনি প্রতিটি বিষয়ের সাক্ষী।’	قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝
৪৮. বলো: ‘আমার প্রভু সত্য দিয়ে (অসত্যকে) আঘাত করেন। তিনি গায়েবের আল্লামা (মহাজ্ঞানী)।’	قُلْ إِنَّ رَبِّي يَغْفِرُ بِالْحَقِّ ۖ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝
৪৯. বলো: ‘সত্য এসেছে, আর অসত্য নতুন সৃষ্টি করতেও পারে না এবং তা পুনঃসৃষ্টিও করতে পারে না।’	قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ ۝
৫০. বলো: ‘আমি যদি পথভ্রষ্ট হয়েই থাকি, তবে সেটার পরিণতি আমাকেই ভোগ করতে হবে। আর আমি যদি সঠিক পথে থেকে থাকি, তবে তার কারণ, আমার প্রভু আমার প্রতি অহি করেন। তিনি সর্বশোতা, নিকটবর্তী।’	قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي ۚ وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝
৫১. তুমি যদি দেখতে, যখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তখন তারা অব্যাহতি পাবে না এবং খুব কাছে থেকেই তাদের ধরা হবে।	وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَ أُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝
৫২. তখন তারা বলবে: ‘আমরা সেটার (পরকালের) প্রতি ঈমান আনলাম’, কিন্তু এখন আর নাগালের বাইরে চলে যাওয়া জিনিসের নাগাল পাবে কিভাবে?	وَ قَالُوا أَمَنَّا بِهِ ۚ وَ أَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝
৫৩. ইতোপূর্বে (পৃথিবীতে) তো তারা সেটার প্রতি কুফারি করেছিল এবং আন্দাজে অনেক দূর থেকে কথা বানিয়ে আনতো।	وَ قَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ وَ يَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝
৫৪. তাদের এবং তাদের চাওয়ার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, যেমন ইতোপূর্বে করা হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। তারা ছিলো বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।	وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ۝

রুকু
০৬

সূরা ৩৫ ফাতির

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৪৫, রুকু সংখ্যা: ০৫

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত+আলোচ্যসূচি)

০১-০৭: আল্লাহ ফেরেশতাদের বাতাবাহক বানান এবং তাদের ডানা আছে। পূর্ববর্তী অনেক রসূলকেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। দুনিয়ার জীবন এবং শয়তান যেনো তোমাদের প্রতারিত না করে।

০৮-১৪: প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুঃখ করোনা। পুনরুত্থানের যুক্তি। তাওহীদের যুক্তি।

১৫-৩৭: মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষী। কেউ কারো পাপের বোঝা বইবেনা। আত্মশুদ্ধিতে ব্যক্তিরই কল্যাণ। অন্ধকার আর আলো এক নয়। চিন্তাশীল, জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। ভালো কাজের প্রতিযোগিতাকারীদের জন্য সুসংবাদ।

৩৮-৩৯: আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীর প্রতিনিধি বানিয়েছেন। অকৃতজ্ঞদের জন্য রয়েছে ধ্বংস।

৪০-৪৫: যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক করা হয় তারা সম্পূর্ণ অক্ষম। রসূলকে প্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবেনা। দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্ কিছুটা অবকাশ দেন মাত্র।

<p>সূরা ফাতির (সৃষ্টির সূচনাকারী)</p> <p>পরম করণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে</p>	<p>سُورَةُ فَاطِرٍ</p> <p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>
<p>০১. আলহামদুলিল্লাহ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, যিনি ফেরেশতাদের বার্তাবাহক নিয়োগ করেন, যারা দুই দুই, তিন তিন কিংবা চার চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে বৃদ্ধি করেন যা ইচ্ছা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের উপর শক্তিমান।</p>	<p>أَلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِئَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّى وَثَلَّثَ وَرُبِعَ يُزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①</p>
<p>০২. আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো রহমত খুলে দিলে তা রোধ করার কেউ নেই। আর তিনি নিজেই কিছু বন্ধ করে দিতে চাইলে তারপর তা উন্মুক্ত করারও কেউ নেই। তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাবান।</p>	<p>مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②</p>
<p>০৩. হে মানুষ! তোমরা স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা। আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো স্রষ্টা আছে কি, যে আকাশ এবং পৃথিবী থেকে তোমাদের রিযিক প্রদান করে। কোনো ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। সুতরাং তোমরা ভুল পথে যাচ্ছে কোথায়?</p>	<p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَآتَىٰ تَوْفُكُونَ ③</p>
<p>০৪. তারা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেই, তবে তোমার আগেও বহু রসূলকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সব বিষয় শেষ পর্যন্ত ফিরে যায় আল্লাহর কাছেই।</p>	<p>وَإِنْ يَكْذِبُواكَ فَتَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ④</p>
<p>০৫. হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেনো তোমাদের প্রতারিত না করে। আর বড় প্রতারকও যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারিত না করে।</p>	<p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ⑤</p>
<p>০৬. শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করো। সে তো তার অনুসারী দলবলকে আহ্বান জানায়, যেনো তারা সায়ীরের (জাহান্নামের) পথিক হয়ে যায়।</p>	<p>إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑥</p>
<p>০৭. যারা কুফুরি করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব। আর যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে, তাদের জন্যে রয়েছে মাগফিরাত এবং মহাপুরস্কার।</p>	<p>الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑦</p>

০৮. ঐ ব্যক্তি যার কাছে তার মন্দ কাজ চাকচিক্যময় করে দেয়া হয় এবং সে সেটাকেই উত্তম মনে করে, সে কি সঠিক পথের অনুসারীর সমতুল্য? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন, আর সঠিক পথ দেখান যাকে ইচ্ছা করেন। অতএব তুমি তাদের জন্যে আক্ষেপ করে তোমার জীবন ধ্বংস করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জানেন তারা যা করে।

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

০৯. আল্লাহ্, তিনিই বাতাস পাঠান, তা দিয়ে পরিচালিত করেন মেঘমালা। তারপর আমরা তা মৃত ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। তারপর তা দিয়ে আমরা মৃত জমিনকে জীবিত করি। এভাবেই মৃত্যুর পর (মানুষকে) পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُحْمَلُهُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَدْيٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾

১০. কেউ যদি ইযযত লাভ করতে চায়, সে জেনে রাখুক, ইযযত পুরোটাই আল্লাহ্র। তাঁর দিকেই উখিত হয় পবিত্র বাণীসমূহ এবং সেগুলোকে উখিত করে আমলে সালেহ্। যারা দুষ্কর্মের চক্রান্ত করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব। আর তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۖ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَكَرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْزَرُ ﴿١٠﴾

১১. আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর নোতফা (শুক্রবিন্দু) থেকে, তারপর তোমাদের বানিয়ে দিয়েছেন যুগল। আল্লাহ্র এলেমের মধ্যে ছাড়া কোনো নারী গর্ভও ধারণ করেনা, প্রসবও করেনা। কোনো দীর্ঘায়ু ব্যক্তির বয়স বাড়ানো হয়না, কিংবা তা থেকে কমানোও হয়না, যা একটি কিতাবে লেখা থাকেনা। এটা আল্লাহ্র জন্যে খুবই সহজ।

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمرَةٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

১২. দরিয়া দুটি সমতুল্য নয়। এটির পানি মুখরোচক, মিষ্টি, সুপেয়। আর ওটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি থেকেই তোমরা তাজা গোশত (মাছ) আহার করো এবং বের করে আনো অলংকার সামগ্রী যা তোমরা পরিধান করো। তোমরা দেখতে পাও, সেগুলোর বুক চিরে চলাচল করে নৌযান, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং আদায় করতে পারো তাঁর শোকরিয়া।

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۚ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبِيَّةً تَلْبَسُوهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

১৩. তিনি রাতকে প্রবেশ করিয়ে দেন দিনের মধ্যে এবং দিনকে প্রবেশ করিয়ে দেন রাতের মধ্যে। তিনি তাঁর নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন সূর্য আর চাঁদকে। প্রত্যেকেই ভ্রমণ করে একটি

يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ ۚ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ كُلٌّ يَجْرِي فِي

নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রভু। সমগ্র কর্তৃত্ব তাঁর। তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা খেজুর আঁটির উপরের আবরণের সমান কর্তৃত্বও রাখেনা।

يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝

১৪. তোমরা তাদের ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনেনা, শুনেলো সাড়া দেয়না। তোমরা যে তাদের শরিক বানিয়েছো কিয়ামতের দিন তারা তা অস্বীকার করবে। সর্বজনীনী আল্লাহর মতো কেউই তোমাকে সংবাদ দিতে পারেনা।

إِنْ تَدْعُهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۖ وَ لَا سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَ لَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝

ককু
০২

১৫. হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর নিকট ফকির-আল্লাহর মুখাপেক্ষী, অথচ আল্লাহ মুখাপেক্ষাহীন সপ্রশংসিত।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

১৬. তিনি চাইলে তোমাদের সরিয়ে দিতে পারেন এবং নিয়ে আসতে পারেন একটি নতুন সৃষ্টি।

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

১৭. এটা আল্লাহর জন্যে মোটেও কঠিন নয়।

وَ مَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝

১৮. কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবেনা। কোনো ভারবাহী ব্যক্তি যদি কাউকেও তার বোঝা বহন করতে ডাকে, তবে নিকটাত্মীয় হলেও সামান্য ভারও বহন করে দেবেনা। তুমি তো কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারো, যারা না দেখেও তাদের প্রভুকে ভয় করে এবং সালাত কায়ম করে। যে আত্মোন্নয়ন করবে, সে আত্মোন্নয়ন করবে নিজের কল্যাণের জন্যেই। সবার প্রত্যাবর্তন হবে আল্লাহরই দিকে।

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَنْبِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ وَ لَوْ كَانَ ذَا قُوَّةٍ ۚ إِنَّمَا تَنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ۚ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَ مَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

১৯. অন্ধ আর চক্ষুস্থান সমতুল্য নয়,

وَ مَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَ النَّبْصِيرُ ۝

২০. আর সমতুল্য নয় অন্ধকাররাশি আর আলো,

وَ لَا الظُّلُمُتُ وَ لَا النُّورُ ۝

২১. সমতুল্য নয় রোদ আর ছায়া,

وَ لَا الظُّلُّ وَ لَا الْحَرُورُ ۝

২২. এবং সমতুল্য নয় জীবিতরা আর মৃতরা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন শুন্য (বুঝার) তৌফিক দেন, কিন্তু যারা কবরে রয়েছে তুমি কিছুতেই তাদের শুনতে পারবেনা।

وَ مَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَ لَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

২৩. তুমি একজন সতর্ককারী ছাড়া কিছু নও।

إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝

২৪. আমরা সত্যসহ তোমাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে। এমন কোনো উম্মত ছিলনা যার কাছে আমরা সতর্ককারী পাঠাইনি।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا ۚ وَ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝

রুকু
০৩

২৫. এরা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাদের আগেকার লোকেরাও এভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের কাছে রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল, গ্রন্থাবলি এবং আলোদানকারী কিতাব নিয়ে এসেছিল,

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾

২৬. তারপর যারা কুফরি করেছিল আমরা তাদের পাকড়াও করেছিলাম, কী যে ভয়ংকর ছিলো সে পাকড়াও।

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾

২৭. তুমি দেখোনা, আল্লাহ্ নাযিল করেন আসমান থেকে পানি, তারপর তা দিয়ে আমরা উৎপন্ন করি নানা রঙের ফলফলারি? আর পাহাড়ের মধ্যেও আছে নানা বর্ণের পাথর-গুহ্র সাদা, বিচিত্র লাল, নিকষ কালো।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَخَرَجْنَا بِهِ شَجَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ ۚ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾

২৮. এভাবে মানুষ, জীব-জন্তু এবং পশুর মধ্যেও রয়েছে নানা রঙ, নানা বর্ণ। নিশ্চয়ই আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা গুনাহী তারা। অবশিষ্ট আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমশালী।

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۖ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

২৯. নিশ্চয়ই যারা তিলাওয়াত করে আল্লাহর কিতাব, কায়ম করে সালাত, আর আল্লাহ তাদের যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে (আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে) ব্যয় করে গোপনে এবং প্রকাশ্যে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের যার কোনোই ক্ষয় নেই।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

৩০. কারণ, আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টার পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজের অনুগ্রহ থেকে আরো অধিক দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমশালী গুণগ্রাহী।

لِيُؤْتِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

৩১. আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি তা মহাসত্য, এটি তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর দাসদের সবকিছু জানেন এবং দেখেন।

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

৩২. তারপর আমরা কিতাবের ওয়ারিশ বানালাম আমাদের বান্দাদের মধ্যে যাদের মনোনীত করেছি তাদের। তাদের মধ্যে রয়েছে কেউ নিজের প্রতি যুলুমকারী, কেউ মধ্যপন্থী, আর কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। এ এক মহানুগ্রহ।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ يُآذِنُ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

৩৩. চিরস্থায়ী জান্নাতে তারা দাখিল হবে। সেখানে তাদের অলংকার পরানো হবে সোনার কংকন, মুক্তার অলংকার আর তাদের পোশাক হবে রেশমি।

جَنَّاتٌ عَذْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾

৩৪. তারা বলবে: “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি দূর করে দিয়েছেন আমাদের সব দুঃখ-দুশ্চিন্তা। নিশ্চয়ই আমাদের প্রভু পরম ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী,

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا
الْحَزْنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾

৩৫. যিনি অনুগ্রহ করে আমাদের দিয়েছেন স্থায়ী আবাস, যেখানে আমাদের স্পর্শ করেনা কোনো কষ্ট, কিংবা কোনো ক্লান্তি।”

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ
لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا
فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾

৩৬. আর যারা কুফুরি করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে তাদের জন্যে মৃত্যুর ফায়সালা দেয়া হবেনা, ফলে তারা আর মরবেনা এবং তাদের থেকে আযাবও লাঘব করা হবেনা। এভাবেই আমরা শাস্তি দেবো প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا
يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ
مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾

৩৭. তারা সেখানে আর্তনাদ করে বলবে: ‘আমাদের প্রভু! আমাদের এখান থেকে বের করো। এতোদিন আমরা যে আমল করেছি, তার পরিবর্তে আমরা এখন থেকে পুণ্য কাজ করবো।’ (আল্লাহ বলবেন:) ‘আমরা কি তোমাদের একটা দীর্ঘ জীবন দেইনি, যাতে কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতো? তাহাড়া তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং এখন আশ্বাদন করো আযাব, যালিমদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী নেই।’

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوْ
لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ
وَجَاءَكُمُ التَّنْذِيرُ فَذُوقُوا فَلِمَا
لِلظَّالِمِينَ مِن تَنْصِيرٍ ﴿٣٧﴾

ককু
০৪

৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাকাশ এবং পৃথিবীর গায়েব-এর জ্ঞানী, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে জ্ঞানী।

إِنَّ اللَّهَ عَلِمَ غَيْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾

৩৯. তিনিই তোমাদের বানিয়েছেন পৃথিবীর প্রতিনিধি। সুতরাং যে কেউ কুফুরি করবে, তার কুফুরির দায় তাকেই বহন করতে হবে। কাফিরদের কুফুরি কেবল তাদের প্রভুর ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফুরি কেবল তাদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَن
كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ
الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

৪০. হে নবী! তাদের বলো: ‘তোমরা ভেবে দেখেছো কি তোমাদের সেইসব শরিকদের কথা, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ডাকো, আমাকে দেখাও আল্লাহর পরিবর্তে তারা কী সৃষ্টি করেছে? নাকি মহাকাশ সৃষ্টিতে তাদের কোনো অংশ আছে? নাকি আমরা তাদের কোনো কিতাব দিয়েছি যার প্রমাণের উপর তারা নির্ভর করে? বরং যালিমরা নিজেরাই নিজেদের পরস্পরকে মিথ্যা ও প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়ে থাকে।’

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ أَرُونِي مَاذَا
خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي
السَّمُوتِ ۚ أَمْ أَتَيْنَهُمُ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى
بَيِّنَةٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَجِدُ الظَّالِمُونَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

৪১. আল্লাহ্ই মহাকাশ ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করে রাখেন যাতে সেগুলোর পতন না হয়। সেগুলোর যদি পতন হয়ই তবে তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে সেগুলোর পতন রোধ করবে? তিনি অতীব সহনশীল ক্ষমাপরায়ণ।

إِنَّ اللَّهَ يُنَسِّكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا ۖ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

৪২. তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর কসম খেয়ে বলতো, তাদের কাছে যদি সতর্ককারী আসে, তবে তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের চাইতে হিদায়াতের অধিকতর অনুসারী হবে। কিন্তু যখন তাদের কাছে সতর্ককারী এলো, তখন তার আগমন তাদের পলায়নই বৃদ্ধি করে দিলো,

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مِمَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

৪৩. পৃথিবীতে তাদের দাঙ্কিতা প্রকাশ ও নিকৃষ্ট কুটকৌশলের কারণে। নিকৃষ্ট কুটকৌশল তার উদ্যোক্তাদেরই পরিবেষ্টন করে। তবে কি তারা আগেকার লোকদের রীতিরই অপেক্ষা করছে? তোমরা কখনো আল্লাহর সুনতে কোনো পরিবর্তন পাবেনা এবং তোমরা আল্লাহর সুনতে (বিধানের) কোনো ব্যতিক্রমও পাবেনা।

اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكُرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَجِئُ الْمَكُرَ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝

৪৪. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখেনা? তাহলে তাদের আগেকার লোকদের পরিণতি কী হয়েছিল তা দেখতে পেতো। তারা তো এদের চাইতেও অধিকতর শক্তিশালী ছিলো। মহাকাশ ও পৃথিবীতে কোনো কিছুই আল্লাহকে অক্ষম করার ক্ষমতা রাখেনা। নিশ্চয়ই তিনি অতীব জ্ঞানী এবং শক্তিমান।

أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝

৪৫. আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করতেন, জমিনের বুকে কোনো জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না। তবে তিনি একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখনই তাদের নির্ধারিত কাল এসে যাবে, আল্লাহ অবশ্যই বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন।

وَلَوْ يُوَازِئُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

রকু
০৫

সূরা ৩৬ ইয়াসিন

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৮৩, রকু সংখ্যা: ০৫

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত+আলোচ্য বিষয়)

০১-৩২: রিসালাতে মুহাম্মদীর সত্যতা। তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্য। মানুষের সমস্ত কর্ম ও কর্মের প্রভাব রেকর্ড করা হয়। অতীতের রসূলদেরও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। অনেককে হত্যাও করা হয়েছে। পুনরুত্থান এবং বিচার অনিবার্য।

৩৩-৫০: মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহরাজি এবং তাদের অকৃতজ্ঞতা। মানুষের কল্যাণে চাঁদ ও সূর্যের জন্যে আল্লাহ কক্ষপথ ও অক্ষপথ নির্ধারণ করেছেন। কিয়ামত সংঘটিত হবে একটিমাত্র প্রচণ্ড শব্দে।

৫১-৬৭: দ্বিতীয়বার সিংগায় ফুৎকার দেয়ার সাথে সাথে মানুষ পুনরুত্থিত হবে। মানুষের পৃথিবীর জীবনের কর্মকাণ্ডের ন্যায্য বিচার করা হবে। সেদিন ভালো লোকদের থেকে পাপীদের আলাদা করে ফেলা হবে। শয়তানের ব্যাপারে মানুষকে দুনিয়াতেই সতর্ক করা হয়েছে। পাপীদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

৬৮-৮৩: কুরআন সুস্পষ্ট উপদেশ ও সতর্কবার্তা। মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, অথচ তারা আল্লাহর সাথে শরিক করে। আল্লাহ অবশ্যই মানুষকে পুন: সৃষ্টি করবেন এবং বিচার করবেন।

সূরা ইয়াসিন পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ يُسِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. ইয়াসিন!	يُسِّ ①
০২. শপথ বিজ্ঞানময় কুরআনের,	وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ①
০৩. অবশ্য অবশ্য তুমি রসূলদের একজন,	إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ①
০৪. (প্রতিষ্ঠিত আছো) সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর।	عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ①
০৫. (এই কুরআন) নাযিল হচ্ছে মহাশক্তিদার অতীব দয়াবানের পক্ষ থেকে,	تَنْزِيلِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ①
০৬. যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো এমন একটি কওমকে, যাদের পূর্ব পুরুষদের সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফিল (অসতর্ক)।	لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ①
০৭. তাদের অধিকাংশের জন্যে সেই বাণী (শাস্তি) অবধারিত হয়ে গেছে, ফলে তারা আর ঈমান আনবেনা।	لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ①
০৮. আমরা চিবুক পর্যন্ত তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।	إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلًا فَبِهِى إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ①
০৯. আমরা তাদের সামনে প্রাচীর এবং পেছনেও প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি, আর তাদের চোখে সৃষ্টি করে দিয়েছি আবরণ, ফলে তারা দেখতে পায়না।	وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ①
১০. তুমি তাদের সতর্ক করো কিংবা সতর্ক না করো দুটোই তাদের জন্যে সমান, তারা ঈমান আনবেনা।	وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ①
১১. তুমি তো সতর্ক করতে পারো তাকে, যে আয যিকির (আল কুরআন)-এর অনুসরণ করে এবং না দেখেও দয়াময় রহমানকে ভয় করে। তাকে সুসংবাদ দাও মাগফিরাতের আর সম্মানজনক পুরস্কারের।	إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ①

ককু
০১

১২. আমরা অবশ্য মৃতদের জীবিত করবো, আর আমরা তো লিখে রাখি তারা যা আগে পাঠায় আর যা পেছনে রেখে যায়। প্রতিটি বস্তুই আমরা স্পষ্ট কিতাবে (রেকর্ড পত্রে) সংরক্ষিত রেখেছি।	إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾
১৩. তাদের কাছে বর্ণনা করো দৃষ্টান্ত সেই জনপদের বাসিন্দাদের, যখন তাদের কাছে রসূলরা এসেছিল।	وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ۚ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾
১৪. যখন তাদের কাছে আমরা পাঠিয়েছিলাম দুজন রসূল, তারা দুজনকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল। তখন আমরা তাদের শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজনকে পাঠিয়ে। তারা তাদের বলেছিল: ‘আমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রসূল।’	إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَٰهُكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾
১৫. (বিরোধী পক্ষ) বললো: ‘তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ ছাড়া আর কিছু নও, রহমান তোমাদের প্রতি কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা তো কেবল মিথ্যা কথাই বলছো।’	قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِن أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾
১৬. তারা বললো: ‘আমাদের প্রভু জানেন, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত রসূল।	قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ ۚ إِنَّا إِلَٰهُكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾
১৭. সুস্পষ্টভাবে বার্তা পৌছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব।’	وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾
১৮. তারা বললো: ‘আমরা তোমাদের কুলক্ষণে মনে করি। তোমরা যদি বিরত না হও, আমরা অবশ্য তোমাদের পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবো এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের স্পর্শ করবে বেদনাদায়ক আযাব।’	قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَكِنَّ لَكُمْ تَلَتْهُوَا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَكَيْسَبَنَّكُمْ ۖ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾
১৯. তারা (রসূলরা) বললো: ‘তোমাদের কুলক্ষণ তোমাদেরই সাথে। এটা কি এজন্যে যে, আমরা তোমাদের উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি? বরং তোমরা একটি সীমালংঘনকারী কওম (জাতি)।’	قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ ۖ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾
২০. নগর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো। সে বললো: “হে আমার কওম! তোমরা রসূলদের অনুসরণ করো,	وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يُقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾
২১. তোমরা তাদের ইত্তেবা (অনুসরণ) করো, যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চান না এবং যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।	اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

২২. কী কারণে আমি তাঁর ইবাদত করবো না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে?

وَمَا لِيَ لَا أُعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করবো? রহমান যদি আমার ক্ষতি করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবেনা এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবেনা।

ءَاتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً إِنْ يُرِيدَنْ الرِّحْمَانُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون ﴿٢٣﴾

২৪. এমনটি করলে তো আমি নিমজ্জিত হবো সুস্পষ্ট গোমরাহিতে।

إِنِّي إِذَا لَنُفِيَ ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

২৫. আমি তোমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনলাম, তোমরা আমার কথা মেনে নাও!”

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿٢٥﴾

২৬. তাকে বলা হলো: “দাখিল হও জান্নাতে।” সে বলে উঠলো: “হায়, আমার কণ্ঠ যদি জানতে পারতো

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. কী কারণে আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তরভুক্ত করেছেন।’

بِمَا عَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. আমরা তাঁর (মৃত্যুর) পর তাঁর জাতির বিরুদ্ধে আসমান থেকে কোনো বাহিনী নাযিল করিনি আর আমরা নাযিল করতামও না।

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. একটা মহাবিকট শব্দই যথেষ্ট ছিলো, সাথে সাথে তারা নিখর হয়ে গেলো।

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمُودُونَ ﴿٢٩﴾

৩০. পরিতাপ বান্দাদের জন্যে! যখনই তাদের কাছে কোনো রসূল এসেছে, তারা তাদের নিয়ে বিদ্রূপ করেছে।

يُحَسِّرُهُ عَلَى الْعِبَادَةِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. তারা কি দেখেনা তাদের আগে আমরা কতো প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম! তারা আর তাদের মাঝে ফিরে আসবেনা।

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

৩২. তবে অবশ্যি তাদের সবাইকে একত্রে আমার কাছে হাজির করা হবে।

وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جُمِعَ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. তাদের জন্যে একটি নিদর্শন হলো মৃত জমিন, আমরা তাকে জীবিত করি এবং তা থেকে বের করে আনি শস্য, যা থেকে তারা খায়।

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. তাতে আমরা সৃষ্টি করি খেজুর আর আঙুরের বাগান এবং তাতে আমরা জারি করে দেই ঝরণাধারা,

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾

৩৫. যাতে করে তারা খেতে পারে তার ফল। অথচ তাদের হাত তা সৃষ্টি করেনি। তবু কি তোমরা শোকর আদায় করবেনা?

لِيَاكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۖ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. তিনি পবিত্র ও মহান। তিনি উদ্ভিদকে, মানুষকে এবং তারা যাদের জানেনা তাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়।	سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾
৩৭. তাদের জন্যে আরেকটি নিদর্শন হলো রাত, তা থেকে আমরা অপসারিত করি দিনের আলো, তখন তারা নিমজ্জিত হয়ে পড়ে অন্ধকারে।	وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾
৩৮. সূর্য চলে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী কর্তৃক নির্ধারিত।	وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾
৩৯. আর আমরা চাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছি মনযিলসমূহ। অবশেষে তা শুকনা বাঁকা পুরানো খেজুর ডালের আকৃতি ধারণ করে।	وَ الْقَمَرُ قَدَرُنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾
৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষেও সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা। এরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথ ও অক্ষপথে চলেছে সাতার কেটে।	لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾
৪১. তাদের জন্যে আরেকটি নিদর্শন হলো, আমরা তাদের বংশধরদের (পূর্ব পুরুষদের) বোঝাই করে আরোহন করিয়েছিলাম নৌযানে,	وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾
৪২. আর তাদের জন্যে অনুরূপ নৌযান সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে।	وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾
৪৩. আমরা চাইলে তাদের ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবেনা এবং তাদের রক্ষাও করতে পারবেনা কেউ।	وَأِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿٤٣﴾
৪৪. তবে আমাদের রহমত পেলে এবং আমরা কিছু সময়ের জন্যে জীবন উপভোগ করার সুযোগ দিলে ভিন্ন কথা।	إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. যখন তাদের বলা হয়: ‘সতর্ক হও সেই সম্পর্কে, যা তোমাদের সামনে রয়েছে এবং সেই ব্যাপারে যা তোমাদের পেছনে রয়েছে, যাতে করে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।’	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾
৪৬. যখনই তাদের কাছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের কোনো নিদর্শন এসেছে, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।	وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾
৪৭. যখনই তাদের বলা হয়েছে, আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, তখনই কাফিররা মুমিনদের বলেছে: ‘আল্লাহ চাইলে যাকে খাওয়াতে পারতেন, তাকে কি আমরা খাওয়াবো? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছো।’	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تُنْفَعُ مِنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤٧﴾

৪৮. তারা আরো বলে: ‘তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলো, কখন আসবে সেই ওয়াদা করা সময়টি (কিয়ামত)?’	وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾
৪৯. হ্যাঁ, তারা যে জিনিসের অপেক্ষা করছে, তা এক মহাবিকট শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। সেটা তাদের আঘাত করবে তাদের বিবাদকালেই।	مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّسُونَ ﴿٣٩﴾
৫০. তখন তারা কোনো অসিয়ত করতেও সমর্থ হবেনা এবং তাদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাবারও সুযোগ পাবেনা।	فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٠﴾
৫১. যখন (দ্বিতীয়বার) শিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন সাথে সাথে তারা কবর থেকে উঠে ছুটে আসবে তাদের প্রভুর দিকে।	وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٤١﴾
৫২. তারা বলবে: ‘হায়, ধ্বংস আমাদের, কে উঠালো আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে?’ (বলা হবে:) এটাই হলো সেটা, দয়াময়-রহমান যার ওয়াদা দিয়েছিলেন। আর রসূলরাও সত্য বলেছিলেন।	قَالُوا يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا نَسْكَنَ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٤٢﴾
৫৩. সেটাও হবে মহাবিকট শব্দ, যা সংঘটিত হবার সাথে সাথে সবাইকে হাজির করা হবে আমাদের সামনে।	إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٤٣﴾
৫৪. আজ কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলম করা হবেনা এবং তোমরা যা আমল করতে কেবল তারই প্রতিদান দেয়া হবে।	فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾
৫৫. নিশ্চয়ই আজ জান্নাতের অধিবাসীরা থাকবে আনন্দ আর উৎফুল্ল মশগুল।	إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهُونَ ﴿٤٥﴾
৫৬. তারা এবং তাদের স্ত্রীরা/স্বামীরা থাকবে সুমধুর ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে সমাসীন।	هُمْ وَازْوَاجُهُمْ فِي ظِلٍّ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَكِرُونَ ﴿٤٦﴾
৫৭. তাদের জন্যে সেখানে থাকবে ফলফলারি এবং তারা যা চাইবে সবকিছু।	لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَائِدَاتُ عُنُونٍ ﴿٤٧﴾
৫৮. তাদের প্রতি পরম দয়াবান প্রভুর পক্ষ থেকে সম্ভাষণ হবে-‘সালাম’।	سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٤٨﴾
৫৯. সেদিন বলা হবে: ‘হে অপরাধীরা! তোমরা আজ আলাদা হয়ে যাও।’	وَامْتَأَرُوا النَّيْمَ أَيُّهَا الْمُنْجِرُونَ ﴿٤٩﴾
৬০. হে বনি আদম! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দেইনি: “তোমরা শয়তানের ইবাদত করোনা, কারণ সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন।	أَلَمْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ لَيْسَ بِي آدَمُ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾
৬১. আর কেবল আমারই ইবাদত করো, এটাই সিরাতুল মুস্তাকিম (সরল সঠিক পথ)?”	وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

রুকু
০৩

৬২. শয়তান তো তোমাদের বহু মানবদলকে পথভ্রান্ত করেছিল, তবু কি তোমরা বুঝতে পারোনি?	وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾
৬৩. এ হলো সেই জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিল।	هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾
৬৪. এতেই আজ প্রবেশ করো, কারণ তোমরা কুফুরি করেছিলে।	إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾
৬৫. আমরা আজ তাদের মুখ সীলমোহর করে দেবো এবং আমাদের সাথে কথা বলবে তাদের হাত আর সাক্ষ্য দেবে তাদের পা সে সম্পর্কে, যা তারা কামাই করেছিল।	الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾
৬৬. আমরা চাইলে তাদের চোখ বিলুপ্ত (অন্ধ) করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথ চলতে চাইলে কি চলতে পারতো?	وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾
৬৭. আমরা চাইলে তাদের স্বস্থানে তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে বিকৃত করে দিতে পারতাম, তখন তারা কোথাও যেতেও পারতেনা, ফিরেও আসতে পারতেনা।	وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾
৬৮. আমরা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তার সৃষ্টিগত প্রকৃতির অবনতি ঘটিয়ে দেই। তবু কি তারা বুঝার চেষ্টা করবেনা?	وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾
৬৯. তাকে (মুহাম্মদকে) আমরা কবিতা রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তাঁর জন্যে উপযুক্ত কাজও নয়। এ-তো একটা উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন ছাড়া আর কিছুই নয়,	وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٦٩﴾
৭০. যাতে সে জীবিত লোকদের সতর্ক করতে পারে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির ফায়সালা সত্য হতে পারে।	لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾
৭১. তারা কি দেখেনা, আমরা আমাদের হাতে যেসব জিনিস তৈরি করেছি, তার মধ্যে তাদের জন্যে পশুও তৈরি করেছি এবং তারাই সেগুলোর মালিক হয়?	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا صِلَاتٍ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾
৭২. আর আমরা সেগুলোকে করে দিয়েছি তাদের বশীভূত। ফলে সেগুলোর কিছু পশুকে তারা ব্যবহার করে বাহন হিসেবে, আর তারা আহার করে কিছু পশুর গোশত।	وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾
৭৩. সেগুলোতে তাদের জন্যে রয়েছে বহু রকম মুনাফা, রয়েছে পানীয় (দুধ)। তবু কি তারা শোকর আদায় করবেনা?	وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. অথচ তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যদের ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে এই আশা নিয়ে যে, তাদের সাহায্য করা হবে।	وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٥٨﴾
৭৫. এসব ইলাহ তাদের সাহায্য করার সামর্থ্য রাখেনা। তাদেরকে তাদের (পূজারীদের) বিরুদ্ধে বাহিনী হিসেবে হাজির করা হবে।	لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٥٩﴾
৭৬. সুতরাং তাদের কথাবার্তা যেনো তোমাকে দুঃখ না দেয়। আমরা জানি তারা যা গোপন করে, আর যা করে প্রকাশ।	فَلَا يَخْزِيكَ قَوْلُهُمْ إِنَّآ نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٠﴾
৭৭. মানুষ কি দেখেনা, আমরা তাদের সৃষ্টি করেছি নোতফা (শুক্রবিন্দু) থেকে? কিন্তু তারপর তারা (আমাদের বিরুদ্ধেই) সুস্পষ্ট বিতর্ককারী হয়ে দাঁড়ায়।	أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٦١﴾
৭৮. সে আমাদের সম্পর্কে দৃষ্টান্ত তৈরি করে এবং ভুলে যায় তার সৃষ্টির কথা। সে বলে: 'পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে যাবার পর হাড়গোড়ে কে সঞ্চর করবে প্রাণ?	وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ ﴿٦٢﴾
৭৯. তুমি বলো: 'তাতে প্রাণ সঞ্চর করবেন তিনি, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানী।'	قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٦٣﴾
৮০. তিনি সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্যে সবুজ গাছ থেকে উৎপাদন করেন আগুন এবং তোমরা তা প্রজ্জ্বলিত করো।	الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٦٤﴾
৮১. যিনি মহাকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, (অবশ্য) তিনি মহাজ্ঞানী মহান স্রষ্টা।	أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ وَ هُوَ الْخَلَّيُّ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾
৮২. তাঁর সৃষ্টির নির্দেশ কার্যকর হয় তো এভাবে, তিনি যখন কিছু চান, তাকে বলেন, 'হও', সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়।	إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٦﴾
৮৩. সুতরাং পবিত্র ও মহান তিনি, যার হাতে রয়েছে প্রতিটি জিনিসের কর্তৃত্ব এবং তাঁরই কাছে ফেরত নেয়া হবে তোমাদের।	فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦٧﴾

রুকু
০৫

সূরা ৩৭ আস্ সাফফাত

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১৮২, রুকু সংখ্যা: ০৫

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-৭৪: তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে ব্রাপ্যারে লোকদের অস্বীকৃতি ও অভিযোগ। অস্বীকারকারীদের পরকালীন দুরবস্থা।

৭৫-৮২: দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ নূহ আ. এর দোয়া কবুল করেন।

৮৩-১১০: ভাস্কর্য পূজারীদের বিরুদ্ধে ইবরাহিমের অকাট্য যুক্তি। ইবরাহিমের অগ্নি পরীক্ষা। পুত্র কুরবানির স্বপ্ন। পশু কুরবানির সূচনা।

- ১১৪-১২২: মুসা ও হারুণের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ।
 ১২৩-১৩২: নিজ কওমের প্রতি ইলিয়াসের দাওয়াত। তাঁর জাতি কর্তৃক তাঁকে প্রত্যাখ্যান।
 ১৩৩-১৩৮: লুত আ. এর মুক্তি ও তাঁর জাতির ধ্বংস। তাদের ধ্বংসের নিদর্শনসমূহ এখনো বর্তমান।
 ১৩৯-১৪৮: অবাত্য জাতি থেকে ইউনুসের পলায়ন। তিমির গ্রাস হন ইউনুস। আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখেন। পুনরায় জাতির কাছে তাঁর আগমন। এবার তাঁর জাতি ঈমান আনে।
 ১৪৯-১৮২: শিরকের পক্ষে কোনো প্রমাণ নাই। নবীরা আল্লাহ্র সাহায্য পাবেন।

সূরা আস্ সাফ্ফাত (সফে দাঁড়ানো) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহ্র নামে	سُورَةُ الصَّفَاتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
১. শপথ সেইসব (ফেরেশতাদের) যারা সফে (সারিতে) দাঁড়ানো।	وَالصَّفَاتِ صَفًّا ۝
২. শপথ সেইসব (ফেরেশতাদের) যারা (মেঘমালা) পরিচালনাকারী।	فَالزُّجُرَاتِ زَجْرًا ۝
৩. শপথ সেইসব (ফেরেশতাদের), যারা তিলাওয়াত করে বা বহন করে আনে আল কুরআন (আল্লাহ্র নিকট থেকে)।	فَالْتَلِيلِيتِ ذِكْرًا ۝
৪. নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক ও একক।	إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝
৫. তিনিই মালিক মহাকাশ ও পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর, আর তিনিই মালিক উদয়াচলের।	رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ۝
৬. আমরা দুনিয়ার আকাশকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি নক্ষত্ররাজি দিয়ে,	إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاقِبِ ۝
৭. এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে।	وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝
৮. ফলে তারা উর্ধ্ব জগতের কিছু শুনতে পায়না এবং তাদের আঘাত করা হয় সবদিক থেকে	لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝
৯. তাদের তাড়ানোর জন্যে। আর তাদের জন্যে রয়েছে অবিরাম আযাব।	دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝
১০. তবে হঠাৎ কেউ কিছু শুনে ফেললে তার পেছনে ছুটে যায় জ্বলন্ত উষ্ণ পিণ্ড।	إِلَّا مَن حَظِيَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝
১১. তাদের (কাফিরদের) জিজ্ঞেস করো, তারা কি মজবুত সৃষ্টি, নাকি আমরা অন্য যাদের সৃষ্টি করেছি তারা? এদেরকে তো আমরা সৃষ্টি করেছি আঠাল মাটি দিয়ে।	فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ۝
১২. তুমি তো বিস্ময়বোধ করছো, অথচ তারা করছে বিদ্রূপ।	بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝

১৩. তাদের যখন উপদেশ দেয়া হয়, তারা সেদিকে মনোযোগ দেয়না।	وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾
১৪. যখনই তারা কোনো নিদর্শন দেখে, উপহাস করে।	وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾
১৫. তারা বলে: “এ তো এক পরিষ্কার ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়।	وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾
১৬. আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি ও অস্থিমজ্জায় পরিণত হবো, তখন কি আমাদের পুনরায় উঠানো হবে?	عَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ءَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾
১৭. আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও?”	أَوَابَاءُؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾
১৮. বলো: ‘হ্যাঁ, আর তখন তোমরা হবে লাঞ্চিত।’	قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾
১৯. সেটা হবে একটা প্রচণ্ড শব্দ, আর তখনই তারা তা দেখতে পাবে।	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾
২০. তারা আরো বলবে: ‘হায় ধ্বংস আমাদের, এটা তো প্রতিফল দিবস।’	وَقَالُوا يُبْلِكُنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢٠﴾
২১. (তখন তাদের বলা হবে:) ‘এটা হলো ফায়সালার দিন, যে দিনটিকে তোমরা করছিলে অস্বীকার।’	هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾
২২. (ফেরেশতাদের বলা হবে:) এনে জমা করো যালিমদের, তাদের সাথি সংগিদের এবং তাদের উপাস্যদের, যাদের তারা ইবাদত করতো	أُحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. আল্লাহর পরিবর্তে। তাদের পরিচালিত করো জাহান্নামের দিকে।	مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾
২৪. তবে তাদের থামাও, কারণ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।	وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾
২৫. তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করছো না কেন?	مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ ﴿٢٥﴾
২৬. বরং তারা সেদিন আত্মসমর্পণ করে দেবে।	بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾
২৭. তারা একে অপরের সামনা সামনি হয়ে পরস্পরকে প্রশ্ন করবে,	وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾
২৮. তারা বলবে: ‘তোমরা তো ডান দিক থেকে (তোমাদের শক্তি দেখিয়ে) আমাদের কাছে আসতে।’	قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾
২৯. তারা জবাবে বলবে: “তোমরা তো নিজেরাই বিশ্বাসী ছিলে না,	قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾
৩০. আর তোমাদের উপর আমাদের কোনো	وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ۚ بَلْ

কর্তৃত্বও ছিলনা। বরং তোমরা ছিলে আল্লাদ্রোহী লোক।	كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿٣٠﴾
৩১. তাই আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রভুর কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যি শাস্তি ভোগ করতে হবে।	فَحَقُّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَٰ آتِفُونَ ﴿٣١﴾
৩২. আমরা তোমাদের বিপথগামী করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিপথগামী।”	فَاغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غُٰوِينَ ﴿٣٢﴾
৩৩. সেদিন তারা সবাই শরিকদার হবে আযাবের।	فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আমরা অপরাধীদের সাথে এ রকমই আচরণ করি।	إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾
৩৫. তাদের যখন বলা হতো: ‘কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ্ ছাড়া’, তখন তারা হঠকারিতা প্রদর্শন করতো।	إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. তারা বলতো: ‘আমরা কি একজন পাগল কবির জন্যে আমাদের ইলাহদের পরিত্যাগ করবো?’	وَيَقُولُونَ إِنِنَّا لَنَنَارِكُ وَإِلَهَاتِنَا لَشٰعِرٌ مَّجْنُونٌ ﴿٣٦﴾
৩৭. বরং সে তো সত্য নিয়ে এসেছে এবং (অতীত) রসূলদের সত্য বলে মেনে নিয়েছে।	بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾
৩৮. তোমরা অবশ্যি আশ্বাদন করবে বেদনাদায়ক আযাব।	إِنَّكُمْ لَذَٰ آتِفُوا الْعَذَابِ أَلَيْمٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. এবং তোমরা যেসব কর্মকাণ্ড করতে সেগুলোরই প্রতিদান পাবে।	وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾
৪০. তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্র বাছাই করা দাস।	إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾
৪১. তাদের জন্যে রয়েছে পরিচিত রিযিক।	أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾
৪২. রয়েছে ফলফলারি, আর তারা হবে সম্মানিত,	فَوَٰكِهٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾
৪৩. জান্নাতুন নায়ীমে (নিয়ামতে ভরা জান্নাতে)।	فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾
৪৪. সেখানে তারা উপবেশন করবে মুখোমুখি আসনে।	عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾
৪৫. তাদের ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে (মদের) পেয়ালা বহমান বারণা থেকে।	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾
৪৬. শুভ্র সাদা শরাব, যা হবে পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু।	بَيِّضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّٰرِبِينَ ﴿٤٦﴾
৪৭. তাতে ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং তাতে মাতালও হবেনা কেউ।	لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾
৪৮. তাদের কাছে থাকবে আনত নয়না এবং আয়তলোচনা নারীরা।	وَعِنْدَهُمْ قُصِرَتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ ﴿٤٨﴾
৪৯. সেসব নারীরা হবে যেনো সযত্নে লালিত সাদা ডিম।	كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾

৫০. তারা পরস্পরের সামনাসামনি হয়ে প্রশ্ন করবে।	فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾
৫১. তাদের কেউ কেউ বলবে: (দুনিয়ায়) আমার ছিলো এক সাথি,	قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾
৫২. সে বলতো তুমি কি একথায় বিশ্বাসী যে:	يَقُولُ أَتَيْتَكَ لِيَنِ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾
৫৩. ‘আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি ও অস্থিমজ্জায় পরিণত হবো, তখন কি আমাদের প্রতিফল দেয়া হবে?’	عِذَا مِثْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَ عِظَامًا عِذَا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾
৫৪. কেউ একজন বলবে: তোমরা কি দেখতে চাও সে এখন কোথায়?	قَالَ هَلْ أَنتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾
৫৫. তখন সে ঝুঁকে পড়ে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মাঝে বরাবর।	فَاطَّلَعَ فَوَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾
৫৬. সে তাকে বলবে: ‘আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে।	قَالَ تَاللَّهِ إِن كَذَبْتَ لَتُؤْذِينَ ﴿٥٦﴾
৫৭. যদি আমার প্রভুর অনুগ্রহ না হতো, তাহলে তো আমিও (জাহান্নামে) হাজির করা লোকদের অন্তরভুক্ত হতাম।’	وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِينَ ﴿٥٧﴾
৫৮. সে বলবে: ‘তাহলে কি আমাদের আর মৃত্যু হবেনা	أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾
৫৯. প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদের কি আযাবও দেয়া হবেনা?’	إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّينَ ﴿٥٩﴾
৬০. নিশ্চয়ই এ হলো মহাসাফল্য।	إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾
৬১. এ রকম সাফল্যের জন্যেই কর্মীদের কাজ করা উচিত।	لِيَسْئَلْ هَذَا فَلَئِمَ الْعَمِلُونَ ﴿٦١﴾
৬২. আতিথ্য হিসেবে এটা ভালো, নাকি যাক্কুম গাছ?	أَذَلِكَ خَيْرٌ تُرْ لَّا أَمْ شَجَرَةُ الرَّقُومِ ﴿٦٢﴾
৬৩. যালিমদের জন্যে আমরা এ গাছটি সৃষ্টি করেছি ফিতনা হিসেবে।	إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾
৬৪. সেটি এমন একটি গাছ, যা উৎপন্ন হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে।	إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾
৬৫. সেটার মোচা দেখতে যেনো শয়তানের মাথা।	طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾
৬৬. তারা অবশি্য তা থেকে খাবে এবং তা দিয়ে ভর্তি করবে পেট।	فَإِنَّهُمْ لَاكُلُونَ مِنْهَا فَمَا لَكُلُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾
৬৭. তার উপর তাদের জন্যে থাকবে পুঁজ মিশ্রিত টগবগে ফুটন্ত পানি।	ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾
৬৮. তাদের গন্তব্য পথ হবে অবশি্য জাহান্নামের দিকে।	ثُمَّ إِنَّ مَرَجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾
৬৯. সেখানে তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের দেখতে পাবে বিপথগামী,	إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ صَالِينَ ﴿٦٩﴾

রুকু
০২

৭০. এবং তারা তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলেছিল।	فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يَهُرَعُونَ ﴿٥٠﴾
৭১. তাদের আগেও আগেকার অধিকাংশ লোকই বিপথগামী হয়েছিল।	وَلَقَدْ صَلَّٰ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٥١﴾
৭২. আমরা তাদের মাঝে পাঠিয়েছিলাম সতর্ককারী।	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٥٢﴾
৭৩. সুতরাং চেয়ে দেখো, যাদের সতর্ক করা হয়েছিল, কী জঘন্য পরিণতি হয়েছে তাদের ?	فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٣﴾
৭৪. তবে আল্লাহর বাছাই করা বান্দাদের কথা ভিন্ন।	إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٥٤﴾
৭৫. নূহ আমাদের ডেকেছিল, আর আমরা ডাকে কতোইনা উত্তম সাড়া দানকারী!	وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَنْعَمْ الْمُجِيبُونَ ﴿٥٥﴾
৭৬. আমরা তাকে এবং তার পরিবার পরিজনকে উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট থেকে।	وَنَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٥٦﴾
৭৭. তার বংশধরদেরই আমরা অবশিষ্ট রেখেছি (প্রজন্মের পর প্রজন্ম)।	وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٥٧﴾
৭৮. আমরা তার (সুনাম) স্মরণীয় করে রেখেছি পরবর্তীদের মাঝে।	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٥٨﴾
৭৯. সমগ্র জগতের মধ্যে নূহের প্রতি ‘সালাম’ (শান্তি বর্ষিত হোক)।	سَلَامٌ عَلَىٰ نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٥٩﴾
৮০. এভাবেই আমরা পুরস্কৃত করে থাকি কল্যাণপরায়ণদের।	إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٠﴾
৮১. সে ছিলো আমার মুমিন বান্দাদের একজন।	إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾
৮২. তারপর বাকি সবাইকে আমরা ডুবিয়ে দিয়েছি পানিতে।	ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٦٢﴾
৮৩. আর তার অনুগামীদেরই একজন ছিলো ইবরাহিম।	وَإِنَّ مِنْ شُعَيْبٍ لِّرَٰبِرِهِمْ ﴿٦٣﴾
৮৪. সে তার প্রভুর কাছে উপস্থিত হয়েছিল প্রশান্ত হৃদয় নিয়ে।	إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٦٤﴾
৮৫. সে তার পিতা এবং তার কওমকে বলেছিল: “আপনারা কিসের ইবাদত (উপাসনা) করছেন?”	إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٦٥﴾
৮৬. আপনারা কি আল্লাহর পরিবর্তে মনগড়া ইলাহদের চান?	أَيُّفْكَآ إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٦٦﴾
৮৭. ‘রাব্বুল আলামিনের’ (বিশ্বজগতের প্রভুর) ব্যাপারে আপনাদের ধারণা কী?”	فَمَا كُنْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾
৮৮. অত:পর সে একবার তারকারাজির দিকে তাকালো	فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٦٨﴾
৮৯. এবং বললো: ‘আমি অসুস্থ।’	فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٦٩﴾
৯০. তখন তারা তাকে ফেলে চলে গেলো।	فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٧٠﴾
৯১. অত:পর সে সতর্কভাবে তাদের ইলাহ (দেবতা) গুলোর কাছে গেলো। তাদের বললো: ‘তোমরা কি খাবেনা?’	فَرَاغَ إِلَىٰ إِلَهِتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٧١﴾

৯২. ‘তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কথা বলোনা কেন?’	مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾
৯৩. তারপর সে তাদের আঘাত হানলো শক্তভাবে।	فَرَأَىٰ عَلَيْهِمْ صَรَبًا يَّا۟لِي۟ي۟نِ ﴿٩٣﴾
৯৪. তখন লোকেরা ছুটে এলো তার দিকে।	فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿٩٤﴾
৯৫. সে বললো: “তোমরা নিজেরা যেগুলোকে খোদাই করে তৈয়ার করো, তোমরা কি সেগুলোরই পূজা করো?”	قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ﴿٩٥﴾
৯৬. অথচ তোমাদের তো সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ এবং তোমরা যা তৈরি করো সেগুলোকেও।”	وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿٩٦﴾
৯৭. তারা বললো: ‘তার জন্যে ঘেরাও করা প্রাচীরের একটা ইমারত নির্মাণ করো। অতপর তাকে সেই অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করো।’	قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾
৯৮. তখন তারা তার বিরুদ্ধে এক চরম চক্রান্ত করে, কিন্তু আমরা তাদের নিচু করে দিয়েছি।	فَأَرَادُوا۟ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾
৯৯. সে বলেছিল: “আমি আমার প্রভুর দিকে চললাম, তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।	وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِي۟نِ ﴿٩٩﴾
১০০. আমার প্রভু! আমাকে একটি যোগ্য সন্তান দান করো।”	رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿١٠٠﴾
১০১. তখন আমরা তাকে সুসংবাদ দিলাম এক স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্র সন্তানের।	فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾
১০২. যখন সে তার পিতার সাথে কাজ করার বয়েসে উপনীত হয়, তখন সে (ইবরাহিম) বলেছিল: ‘আমার পুত্র! আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমি তোমাকে যবেহ্ করছি। এখন তুমি বলো এ বিষয়ে তোমার অভিমত কী?’ সে বলেছিল: ‘আব্বু! আপনাকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনি তাই করুন। ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ্ চাইলে) আপনি আমাকে পাবেন ধৈর্যশীল।’	فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يُبْنَىٰٓ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تَأْمُرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّٰبِرِينَ ﴿١٠٢﴾
১০৩. যখন তারা দুজনই আত্মসমর্পণ করলো এবং ইবরাহিম তার পুত্রকে উপড় করে শুইয়ে দিলো,	فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾
১০৪. তখন আমরা তাকে ডেকে বললাম: ‘হে ইবরাহিম!	وَنَادَيْنَاهُ أَنِ يٰٓإِبْرٰهِيۡمُ ﴿١٠٤﴾
১০৫. অবশ্যি তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছো। আমরা এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি পুণ্যবানদের।	قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. নিশ্চয়ই এটা ছিলো একটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা।	إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾
১০৭. অতঃপর আমরা তাকে মুক্ত করেছিলাম এক মহাকুরবানির বিনিময়ে।	وَقَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

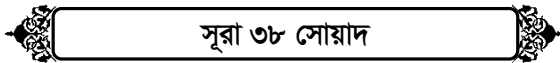
রুকু
০৩

১০৮. আর আমরা পরবর্তীদের মধ্যেও এই কুরবানির রীতি চালু রেখেছি।	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝
১০৯. সালাম (শান্তি বর্ষিত হোক) ইবরাহিমের প্রতি।	سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝
১১০. পুণ্যবানদের আমরা এভাবেই পুরস্কৃত করি।	كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝
১১১. সে ছিলো আমাদের বিশ্বাসী দাসদের একজন।	إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝
১১২. তারপর আমরা তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম (পুত্র) ইসহাকের। সেও ছিলো একজন যোগ্য নবী।	وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝
১১৩. আমরা বরকত দান করেছিলাম তাকে এবং ইসহাককেও। তাদের বংশধরদের মধ্যে কিছু কল্যাণপরায়ণ লোকও আছে, আর কিছু আছে নিজেদের প্রতি সুস্পষ্ট যুলুমকারীও।	وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ۝
১১৪. আমরা ইহ্সান করেছিলাম মূসা এবং হারুণের প্রতি,	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝
১১৫. এবং আমরা নাজাত দিয়েছিলাম তাদেরকে এবং তাদের কওমকে মহাসংকট থেকে।	وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝
১১৬. আমরা তাদের সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারা ই হয়েছিল বিজয়ী।	وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝
১১৭. আমরা তাদের উভয়কে দিয়েছিলাম সুবিস্তারিত কিতাব।	وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ۝
১১৮. উভয়কেই পরিচালিত করেছিলাম সিরাতুল মুসতাকিমে (সরল সঠিক পথে)।	وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝
১১৯. পরবর্তীদের মাঝে তাদের খ্যাতি সংরক্ষণ করেছি।	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ۝
১২০. সালাম মূসা এবং হারুণের প্রতি।	سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝
১২১. আমরা এভাবেই পুরস্কৃত করি পুণ্যবানদের।	إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝
১২২. তারা উভয়েই ছিলো আমাদের বিশ্বাসী দাসদের অন্তরভুক্ত।	إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝
১২৩. নিশ্চয়ই ইলিয়াসও ছিলো রসূলদের একজন।	وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝
১২৪. স্মরণ করো, সে তার কওমকে বলেছিল: “তোমরা কি সতর্ক হবেনা?”	إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آلَا تَتَّقُونَ ۝
১২৫. তোমরা কি বা’আল (দেবতা)-কেই ডাকবে, আর পরিত্যাগ করবে সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা	الْخَالِقِينَ ۝
১২৬. আল্লাহ্কে, যিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও রব?”	اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ۝
১২৭. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং তাদেরকে অবশ্যি (শাস্তির জন্যে) হাজির করা হবে।	فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُمْ مُحْضَرُونَ ۝

১২৮. তবে আমাদের মুখলিস (নিষ্ঠাবান) বান্দাদের কথা ভিন্ন।	إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝
১২৯. আমরা তাকে স্মরণীয় করে রেখেছি পরবর্তীদের মাঝে।	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝
১৩০. সালাম ইলয়াসিনের (ইলিয়াসের) প্রতি।	سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝
১৩১. এভাবেই আমরা পুরস্কৃত করি কল্যাণপরায়ণদের।	إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝
১৩২. সে ছিলো আমাদের বিশ্বাসী দাসদের একজন।	إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝
১৩৩. নিশ্চয়ই লুতও ছিলো রসূলদের একজন।	وَإِنْ لُّوطًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ ۝
১৩৪. আমরা তাকে এবং তার পরিবার পরিজন সবাইকে নাজাত দিয়েছিলাম	إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۝
১৩৫. এক বৃদ্ধাকে ছাড়া। সে ছিলো পেছনে পড়াবাদের একজন।	إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۝
১৩৬. (তাদের নাজাত দিয়ে) বাকিদের আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।	ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ۝
১৩৭. তোমরা তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করো সকালে	وَاتَّكُمُ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ۝
১৩৮. এবং রাতে। তবু কি তোমরা আকল খাটাবেনা?	وَبِالْأَيْلِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
১৩৯. ইউনুস অবশ্যি রসূলদের একজন।	وَإِنْ يُّؤْتَسَّرَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ ۝
১৪০. স্মরণ করো, যখন সে পালিয়ে এসে বোঝাই করা নৌযানের কাছে পৌঁছালো।	إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ۝
১৪১. তারপর সে লটারিতে যোগ দিলো এবং পরাজিত হলো।	فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۝
১৪২. (ফলে তারা তাকে ফেলে দিলো দরিয়ায়) এবং একটা বিশাল মাছ তাকে গিলে ফেললো। তখন সে নিজেকে তিরস্কার করতে থাকলো।	فَالْتَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝
১৪৩. সে যদি আল্লাহর তসবিহ ঘোষণাকারী না হতো,	فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝
১৪৪. তাহলে তাকে তার পেটেই থাকতে হতো পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।	لَكَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝
১৪৫. তখন আমরা তাকে নিক্ষেপ করলাম এক তরলতাবিহীন প্রান্তরে এবং তখন ভীষণ অসুস্থ ছিলো সে।	فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۝
১৪৬. আমরা তার উপর উদগত করে দিলাম একটি লাউ গাছ।	وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ۝
১৪৭. তারপর আমরা তাকে পুনরায় পাঠালাম এক লাখ বা তার চাইতে বেশি লোকের জনপদে।	وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۝

১৪৮. তখন তারা ঈমান আনলো, ফলে আমরা তাদেরকে কিছু কালের জন্যে জীবন ভোগ করতে দিয়েছিলাম।	فَأَمُّوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٧﴾
১৪৯. এখন তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো: সব কন্যা সন্তান কি তোমার প্রভুর জন্যে, আর তাদের জন্যে কি সব পুত্র সন্তান?	فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ الْبُنُوْنَ ﴿٣٨﴾
১৫০. নাকি আমরা ফেরেশতাদের নারী করে সৃষ্টি করেছি এবং এ ব্যাপারে তারা ছিলো প্রত্যক্ষদর্শী?	أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شٰهِدُونَ ﴿٣٩﴾
১৫১. সাবধান, তারা কথা রচনা করে বলে:	أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ أَفْكِهْمُ لَيَقُولُنَّ ﴿٤٠﴾
১৫২. ‘আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।’ আসলে তারা চরম মিথ্যাবাদী।	وَلَعَدَّ اللهُ وَلَهُمْ لَكُذِبُونَ ﴿٤١﴾
১৫৩. তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান বেছে নিয়েছেন?	أَضْطَرُّوا الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿٤٢﴾
১৫৪. তোমাদের হয়েছে কী, তোমাদের এ কেমন বিচার?	مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٤٣﴾
১৫৫. তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?	أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾
১৫৬. নাকি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে?	أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿٤٥﴾
১৫৭. তবে তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমাদের কিতাব নিয়ে আসো।	فَأْتُوا بِكِتٰبِكُمْ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٤٦﴾
১৫৮. তারা আল্লাহ্ এবং জিনদের মাঝেও আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করে। অথচ জিনরা জানে, অবশ্যি তাদেরকে হাজির করা হবে বিচারের জন্যে।	وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿٤٧﴾
১৫৯. তারা আল্লাহ্র প্রতি যা আরোপ করে তিনি তা থেকে পবিত্র, মহান।	سُبْحٰنَ اللهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٤٨﴾
১৬০. তবে আল্লাহ্র মুখলিস (একনিষ্ঠ) বান্দারা তা করে না।	إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٩﴾
১৬১. জেনে রাখো, তোমরা নিজেরা এবং তোমরা যাদের ইবাদত (পূজা, উপাসনা) করো, তারা (সবাই মিলে)	فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿٥٠﴾
১৬২. তোমরা কাউকেও আল্লাহ্র ব্যাপারে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।	مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِينَ ﴿٥١﴾
১৬৩. কেবল জাহিমে (জাহান্নামে) প্রবেশকারীকে ছাড়া।	إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٢﴾
১৬৪. (ফেরেশতারা বলে:!) “আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই রয়েছে নির্ধারিত স্থান।	وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿٥٣﴾
১৬৫. আমরা অবশ্যি সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান।	وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفُّوْنَ ﴿٥٤﴾
১৬৬. আমরা অবশ্যি আল্লাহ্র তসবিহ্ (পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব) ঘোষণাকারী।”	وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿٥٥﴾

১৬৭. তারা তো বলে আসছে:	وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ۝
১৬৮. “আগেকার কিতাবের মতো কোনো কিতাব যদি আমাদের কাছে থাকতো,	لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْاَوَّلِينَ ۝
১৬৯. তবে অবশ্যি আমরা আল্লাহর মুখলিস (নিষ্ঠাবান) বান্দা হয়ে যেতাম।”	لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝
১৭০. কিন্তু তারা সেটির (কুরআনের) প্রতি কুফুরি করলো, এখন অচিরেই তারা জানতে পারবে (এর পরিণাম)।	فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝
১৭১. আমার রসূলদের ব্যাপারে আমার এই ফায়সালা পূর্ব থেকেই স্থির হয়ে আছে যে,	وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝
১৭২. তারা অবশ্যি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে,	إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝
১৭৩. এবং আমাদের বাহিনীই হবে বিজয়ী।	وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝
১৭৪. সুতরাং কিছুকালের জন্যে তুমি তাদের উপেক্ষা করে চলে।	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝
১৭৫. এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করতে থাকো, শীঘ্রি তারা দেখতে পাবে।	وَأَبْصُرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ۝
১৭৬. তারা কি আমাদের আযাব দ্রুত করার কামনা করে?	أَفَعِدَّائِبُنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝
১৭৭. তাদের আঙিনায় যখন আযাব নেমে আসবে, তখন তারা দেখতে পাবে, যাদের সতর্ক করা হয়েছে তাদের সকাল বেলাটা কতো নিকৃষ্ট!	فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ۝
১৭৮. সুতরাং কিছু কালের জন্যে তাদের উপেক্ষা করো।	وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝
১৭৯. এবং পর্যবেক্ষণ করো। অচিরেই তারা দেখতে পাবে (তাদের পরিণতি)।	وَأَبْصُرْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ۝
১৮০. তারা তাঁর প্রতি যা আরোপ করে, তা থেকে তোমার প্রভু পবিত্র ও মহান এবং সকল ক্ষমতার অধিকারী।	سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝
১৮১. এবং সালাম রসূলদের প্রতি।	وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
১৮২. আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিনের জন্যে।	وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

রুকু
০৫

সূরা ৩৮ সোয়াদ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৮৮, রুকু সংখ্যা: ০৫

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত+আলোচ্য বিষয়)

০১-১৬: আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর রসূল ও আল্লাহর একত্বের বিরুদ্ধে কাফিরদের অভিযোগ আপত্তি। তাদের জন্য আল্লাহর আযাব অনিবার্য।

১৭-২৬: মুহম্মদ সা. কে সবার অবলম্বনের নির্দেশ। দাউদ আ.-এর উপমা। দাউদের প্রতি রাষ্ট্র ও জনগণকে পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছা বাসনা পরিহার করার নির্দেশ।

২৭-২৯: আল্লাহ্ অকারণে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেননি। তিনি কুরআন নাযিল করেছেন অনুধাবন ও অনুসরণ করার জন্যে।

৩০-৪০: দাউদের পুত্র সুলাইমানের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ।

৪১-৪৪: আইউব আ.-এর প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ।

৪৫-৪৮: ইবরাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব, ইসমাঈল, ইউশা ও যুলকিফল-এর প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ।

৪৯-৭০: মুত্তাকিদের পরিণতি ও বিদ্রোহীদের পরিণতি। মানুষের সাথে ইবলিসের শত্রুতার সূচনা ও ইতিহাস। শয়তানের অনুসারীরা শয়তানের সাথেই জাহান্নামে যাবে।

সূরা সোয়াদ পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহ্র নামে।	سُورَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. সোয়াদ, উপদেশে পরিপূর্ণ আল কুরআনের শপথ।	ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ①
০২. বরং যারা কুফুরি করেছে তারাই রয়েছে চরম হঠকারিতা আর বিরোধিতায় নিমজ্জিত।	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ①
০৩. তাদের আগে আমরা ধ্বংস করেছি কতো যে প্রজন্মকে, তখন তারা আতঁচিকার করেছিল, কিন্তু উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় আর তখন ছিলনা।	كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَتَادَوْا وَلَا تَاجِبِينَ مَنَاصٍ ①
০৪. তারা বিস্ময় প্রকাশ করছে যে, তাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে একজন সতর্ককারী এসেছে। কাফিররা বলছে: “এতো এক মিথ্যাবাদী ম্যাজেসিয়ান।	وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفَرُونَ هَذَا سَجْوٌ كَذَابٌ ①
০৫. সে কি সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক বিস্ময়কর জিনিস।”	أَجَعَلَ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ①
০৬. তাদের সরদাররা তাদের এ বলে বেরিয়ে যায়: “তোমরা যাও এবং তোমাদের দেবতাদের পূজায় অবিচল থাকো। নিশ্চয়ই এটা একটা উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার।	وَإِنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ إِلَهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ①
০৭. আমরা তো অন্যান্য ধর্মে এ ধরনের কথা শুনি। এগুলো মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছু নয়।	مَا سَبَعْنَا بِهَذَا فِي الْإِلَهَةِ الْأُخْرَةِ ① إِنَّ هَذَا إِلَّا خِتْلَاقٌ ①
০৮. আমাদের মধ্য থেকে কি তার প্রতিই যিকির (কুরআন) নাযিল করা হলো?” আসল কথা হলো, আমার যিকির (কুরআন) সম্পর্কেই তাদের সন্দেহ রয়েছে। তারা তো এখনো আমার আযাবের স্বাদ আশ্বাদন করেনি।	أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي ① بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابَ ①
০৯. নাকি, তাদের কাছে রয়েছে তোমার প্রভুর রহমতের ভাণ্ডার, যিনি মহাশক্তিধর ও মহাদানশীল?	أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ①

১০. নাকি মহাকাশ, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুর কর্তৃত্ব তাদের হাতে? তাহলে তারা সিঁড়ি লাগিয়ে উপরে উঠুক।	أَمْرَ لَهُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَاۗ فَلْيَرْتَقُوا۟ الْاَسْبَابَ ۝
১১. (অতীতে ধ্বংস হওয়া) বহু দলের মধ্যে এতো ছোট একটি দল। দলের এই বাহিনীও পরাজিত হবে।	جُنْدٌ مِّنْ هٰٓؤُلَآءِ مَهْزُومٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝
১২. এদের আগেও রসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের কওম, আদ জাতি এবং খুঁটি ও লাঠির অধিপতি ফেরাউন,	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادٌ وَ فِرْعَوْنُ ذُوۤالْاَوْتَادِ ۝
১৩. সামুদ জাতি, লুতের কওম এবং আইকার অধিবাসীরা। তারা প্রত্যেকেই ছিলো বিশাল বিশাল বাহিনী।	وَ ثَمُوْدُ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَ اَصْحٰبُ لَيْكَةِۙ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ۝
১৪. এরা প্রত্যেকেই রসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে তাদের প্রতি সত্য প্রমাণিত হয়েছে শাস্তির ওয়াদা।	اِنْ كُلِّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝
১৫. তারা তো অপেক্ষা করছে একটি প্রচণ্ড শব্দের জন্যে, যাতে কোনো বিরতি থাকবে না।	وَ مَا يَنْظُرُوۡهُۗاۤ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةًۭ مَّا لَهَاۤ مِنْ فَوَاقٍ ۝
১৬. তারা বলে: ‘আমাদের প্রভু, বিচার দিনের আগেই আমাদের প্রাপ্য অংশ আমাদের দিয়ে দিন।’	وَ قَالُوۡا رَبَّنَا عَجَلْ لَّنَا فِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝
১৭. তারা যা বলে, তার জন্যে তুমি সবর অবলম্বন করো আর স্মরণ করো আমার হাতওয়ালা (ক্ষমতাপ্রাপ্ত) দাস দাউদকে। সে ছিলো আমার অভিযুক্ত।	اِصْبِرْ عَلٰٓى مَا يَقُوْلُوۡنَ وَ اذْكُرْ عِبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهٗ اَوَابٌ ۝
১৮. আমরা পাহাড় পর্বতকে নিয়োজিত রেখেছিলাম যেনো সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার তসবিহ করে।	اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاُشْرَاقِ ۝
১৯. আর পাখিরাও তার কাছে জড়ো হতো, প্রত্যেকেই ছিলো তার অনুগত।	وَ الطَّيْرِ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهٗ اَوَابٌ ۝
২০. আমরা তার সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম আর তাকে দিয়েছিলাম হিকমাত (প্রজ্ঞা) এবং সিদ্ধান্তকর বক্তব্য রাখার ক্ষমতা।	وَ شَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَ اَتَيْنَهٗ الْحِكْمَةَ وَ فُضِّلَ الْخُطَابِ ۝
২১. তোমার কাছে কি বিবাদকারীদের সংবাদ পৌছেছে? যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে মেহরাবে এসেছিল।	وَهَلْ اَتٰتَكَ نَبَاُ الْخَصْمِ اِذْ تَسُوْرُوۡا الْبُحْرَابِ ۝
২২. তারা দাউদের কাছে প্রবেশ করেছিল। তাদের দেখে দাউদ ভীত হয়ে পড়ে। তারা বললো: “আপনি ভীত হবেননা, আমরা দুটি বিবদমান পক্ষ। একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। আপনি আমাদের মাঝে ন্যায় বিচার	اِذْ دَخَلُوۡا عَلٰٓى دَاوُدَ فَقَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوۡا لَا تَخَفْ خَصَصْنٰ بِنٰى بَعْضُنَا عَلٰٓى بَعْضٍ فَاٰحْكُمۡ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَ

করে দিন। অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিন:	اهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝
২৩. এ আমার ভাই। তার আছে নিরানব্বইটি দুম্বা আর আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। তবু সে বলে: ‘তোমারটি আমার যিম্মায় দিয়ে দাও’ এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোর হয়েছে।”	إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝
২৪. দাউদ বললো: ‘তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বার সাথে একত্র করার দাবি করে সে তোমার প্রতি যুলুম (অন্যায়) করেছে। শরিকদের অনেকেই একে অপরের উপর যুলুম করে থাকে, তবে যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে তারা নয়, অবশ্য তারা সংখ্যায় স্বল্প।’ দাউদ বুঝতে পারলো, আমরা তাকে পরীক্ষা করেছি, তাই সে তার প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়লো এবং তাঁর অভিমুখী হলো। (সাজদা)	قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝ السجدة
২৫. তখন আমরা তাকে ক্ষমা করে দিলাম। আমাদের কাছে তার জন্যে রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা আর সুন্দর পরিণাম।	فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۝
২৬. (আমরা তাকে বলেছিলাম:) ‘হে দাউদ! আমরা তোমাকে ভূ-খণ্ডের খলিফা (শাসক) বানিয়েছি, সুতরাং তুমি জনগণের মাঝে সুবিচার করো, নিজস্ব চিন্তা-বাসনার অনুসরণ করোনা, সেটা করলে তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব, কারণ তারা হিসাবের দিনটিকে ভুলে যায়।’	يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَسَبُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝
২৭. আমরা আসমান, জমিন এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে কোনো কিছুই নিরর্থক সৃষ্টি করিনি। অনর্থক সৃষ্টির ধারণা করে তো কাফিররা। সুতরাং কাফিরদের জন্যে রয়েছে আগুনের আযাব।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۝
২৮. যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে তাদেরকে কি আমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমতুল্য গণ্য করবো, নাকি মুত্তাকিদের গণ্য করবো ফুজ্জারদের (পাপিষ্ঠদের) সমতুল্য?	أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۝
২৯. এই কল্যাণময় কিতাব (আল কুরআন) আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেনো মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান লোকেরা গ্রহণ করে উপদেশ।	كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝
৩০. আমরা দাউদকে দান করেছিলাম (পুত্র) সুলাইমানকে। সে ছিলো আমাদের উত্তম দাস	وَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ ۝

এবং অধিক অধিক আল্লাহ্মুখী।	إِنَّهٗ أَوَّابٌ ﴿٦٠﴾
৩১. যখন অপরাহ্নে তার সামনে ধাবনোদ্যত উত্তম ঘোড়াগুলো হাজির করা হলো,	إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفُنُتُ الْجَيَادُ ﴿٦١﴾
৩২. সে বললো: “আমি তো আমার প্রভুর যিকির থেকে ঐশ্বর্যপ্রিয়তার দিকে অধিক নিমগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য পর্দার অন্তরালে চলে গেলো।	فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٦٢﴾
৩৩. এগুলোকে আবার আমার সামনে নিয়ে এসো।” তারপর সে সেগুলোর পা এবং গলায় হাত বুলিয়ে দিলো।	رُدُّوهَا عَلَيَّ فطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَ الْأَعْنَاقِ ﴿٦٣﴾
৩৪. আমরা সুলাইমানকে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তার কুরসির (চেয়ারের) উপর রেখেছিলাম একটি দেহ, ফলে সে আমার অভিমুখী হয়।	وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَ أَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴿٦٤﴾
৩৫. সে বললো: ‘আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাকে দান করো এমন একটি সাম্রাজ্য, যেমনটির অধিকারী যেনো আমার পরে আর কেউ না হয়। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা।’	قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٦٥﴾
৩৬. ফলে আমরা বাতাসকে তার অধীন করে দিয়েছিলাম। বাতাস তার আদেশে কোমলভাবে প্রবাহিত হতো যেখানে সে ইচ্ছা করতো।	فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٦٦﴾
৩৭. এবং শয়তানদেরকেও (জিনদেরকেও) তার অধীন করে দিয়েছিলাম। তারা ছিলো ইমারত নির্মাণকারী আর ডুবুরি।	وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ ﴿٦٧﴾
৩৮. আর শৃংখলে আবদ্ধ অনেককেও।	وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٦٨﴾
৩৯. (আমরা তাকে বলেছি: তোমার প্রতি) এগুলো আমাদের দান। এগুলো থেকে তুমি অন্যদের দিতে পারো কিংবা নিজে রাখতে পারো, এর জন্যে তোমাকে হিসাব দিতে হবে না।	هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٦٩﴾
৪০. আমাদের এখানে তার জন্যে রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা এবং উত্তম পরিণাম।	وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَ حُسْنَ مَّآبٍ ﴿٧٠﴾
৪১. স্মরণ করো আমাদের দাস আইউবকে। সে তার প্রভুকে ডেকে বলেছিল: ‘(প্রভু!) শয়তান আমাকে যন্ত্রণা আর কষ্টে ফেলেছে।’	وَإِذْ كُنَّا عَبْدَنَا آيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنُونٌ الشَّيْطَانُ يَنْصُبُ عَلَيَّ عَذَابٍ ﴿٧١﴾
৪২. (আমরা তাকে বলেছিলাম:) ‘তুমি তোমার পা দিয়ে জমিনে আঘাত করো। এ হলো তোমার গোসলের সুশীতল পানি এবং পানীয় পানি।’	أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ ﴿٧٢﴾
৪৩. আমরা তাকে দান করেছি তার পরিবারবর্গকে এবং অনুরূপ আরো, আমাদের পক্ষ থেকে রহমত (অনুগ্রহ) হিসাবে এবং বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে উপদেশ হিসেবে।	وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٧٣﴾

৪৪. আমরা তাকে আরো আদেশ করলাম, এক মুষ্টি তৃণ নাও, তা দিয়ে আঘাত করো এবং শপথ ভঙ্গ করোনা। আমরা তাকে পেয়েছি ধৈর্যশীল। কতো যে উত্তম দাস ছিলো সে! আর সে ছিলো আমার অভিমুখী।	وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاصْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ۚ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۖ نِعْمَ الْعَبْدُ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾
৪৫. স্মরণ করো আমাদের দাস ইবরাহিম, ইসহাক এবং ইয়াকুবকে। তারা ছিলো হাত এবং চোখওয়ালা (শক্তিশালী এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন)।	وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوبَ ۗ اُولٰٓئِكَ اُولُو الْاَيْدِىْ وَ الْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾
৪৬. আমরা তাদের মনোনীত করেছিলাম বিশেষ গুণের জন্যে, আর তা ছিলো পরকালের স্মরণ।	ۭ اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرٰى الدَّارِ ۭ ﴿٤٦﴾
৪৭. তারা ছিলো আমাদের মনোনীত উত্তম দাস।	وَ اِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفٰىۖنَ الْاٰخِیَارِ ﴿٤٧﴾
৪৮. স্মরণ করো ইসমাইল, আলইয়াসা এবং যুলকিফলের কথা। তারা সবাই ছিলো (আমাদের) উত্তম (দাস)।	وَ اذْكُرْ اِسْمٰعِیْلَ وَ الْیَسَعَ وَ ذَا الْکِفْلِ ۚ وَ كُلٌّ مِّنَ الْاٰخِیَارِ ﴿٤٨﴾
৪৯. এগুলো সবই উপদেশ। আর মুত্তাকিদের জন্যে রয়েছে উত্তম আবাস,	هٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَ اِنَّ لِّلْمُتَّقِیْنَ لَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿٤٩﴾
৫০. (তা হলো) চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দ্বার রয়েছে তাদের জন্যে উন্মুক্ত।	جَنَّٰتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةٌ لَّهُمْ الْاَبْوَابُ ﴿٥٠﴾
৫১. সেখানে তারা আসন গ্রহণ করবে হেলান দিয়ে। সেখানে তারা চাইবে নানা রকম ফলফলারি আর পানীয়।	مُتَّكِیْنَ فِیْهَا یَدْعُوْنَ فِیْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِیْرَةٍ وَ شَرَابٍ ﴿٥١﴾
৫২. তাদের কাছে থাকবে আয়তনয়না সমবয়েসী নারীরা।	وَ عِنْدَهُمْ قَصْرِٰتُ الطَّرَفِ اَثَرَابٍ ﴿٥٢﴾
৫৩. তোমাদেরকে এসব কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো হিসাবের দিন দেয়ার জন্যে।	هٰذَا مَآثُورٌ عَدُوْنَ لِّیَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾
৫৪. এগুলো হবে আমাদের পক্ষ থেকে রিযিক। এগুলো কখনো ফুরাবে না।	ۭ اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. এই হবে (মুত্তাকিদের অবস্থা), আর সীমালংঘনকারীদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম।	هٰذَا ۚ وَ اِنَّ لِّلْمُطْغِیْنَ لَشَرَّ مَّآبٍ ﴿٥٥﴾
৫৬. তাহলো জাহান্নাম। তাতেই প্রবেশ করবে তারা, আর সেটা কতো যে নিকৃষ্ট বিশ্রামাগার।	جَهَنَّمَ ۚ یَصْلُوْنَهَا فِیْئُسٍ اِلَیْهَا ﴿٥٦﴾
৫৭. এটাই হবে সীমা লঙ্ঘনকারীদের পরিণাম। সুতরাং তারা আশ্বাদন করুক টগবগে ফুটন্ত গরম পানি আর পুঁজ,	هٰذَا ۚ فَلَیْذُوْهُ وَ قُوْهُ حَمِیْمٌ وَ عَسَاقٌ ﴿٥٧﴾
৫৮. এবং এ রকম আরো অনেক ধরনের আযাব।	وَ اٰخَرُ مِنْ شَكْلِہٖ اَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾
৫৯. (নিজেদের অনুসারীদের জাহান্নামে প্রবেশ করতে দেখে তারা বলবে:) ‘এই তো এক বাহিনী তোমাদের সাথে প্রবেশ করেছে। তাদের প্রতি নেই কোনো অভিনন্দন। তারা তো জাহান্নামেই দক্ষ হবে।’	هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهُمْ ۚ اِنَّهُمْ صَالُوْا النَّارِ ﴿٥٩﴾

৬০. তারা (অনুসারীরা) বলবে: ‘বরং তোমাদের জন্যেও নেই কোনো অভিনন্দন। তোমরাই তো আগে আমাদের জন্যে এর ব্যবস্থা করেছো। এটা কতো যে নিকৃষ্ট আবাস।’	قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَّمُّوهُ لَنَا فَيَسِّرَ الْفَرَارِ ۝
৬১. তারা বলবে: ‘আমাদের প্রভু! যে আমাদেরকে এর (জাহান্নামের) সম্মুখীন করেছে, তাকে জাহান্নামে দ্বিগুণ শাস্তি বাড়িয়ে দাও।’	قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝
৬২. তারা আরো বলবে: “কী হলো, (পৃথিবীতে) আমরা যাদের খারাপ লোক বলে গণ্য করতাম তাদেরকে যে (জাহান্নামে) দেখছি না!	وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ۝
৬৩. তাহলে কি আমরা তাদেরকে অন্যায়ভাবে বিদ্রূপ করেছি? নাকি তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে?”	أَتَخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۝
৬৪. এতো নিশ্চিত ব্যাপার, জাহান্নামীদের মধ্যে এই বাকবিতণ্ডা হবে।	إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۝
৬৫. হে নবী! বলো: আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। প্রবল প্রতাপশালী আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।	قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝
৬৬. তিনিই মালিক মহাকাশ এবং পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর। তিনি মহাশক্তিদ্বার, ক্ষমামণ্ডল।	رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝
৬৭. বলো: “এ এক মহাসংবাদ,	قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ۝
৬৮. যা থেকে তোমরা মুখ ফিঁড়িয়ে নিচ্ছে।	أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۝
৬৯. উর্ধ্বলোকে তাদের বিতর্ক সম্পর্কে আমার কোনো এলেম ছিলনা।	مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝
৭০. আমার কাছে তো এই অহি এসেছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।”	إِنْ يُؤْمَرُ إِلَى إِلَّا إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝
৭১. স্মরণ করো, তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি কাদামাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি,	إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ۝
৭২. আমি যখন তাকে নিখুঁত ও সুস্বাদু করবো এবং তার মধ্যে সঞ্চার করে দেবো রূহ, তখন তোমরা তার প্রতি সাজদায় অবনত হয়ে।	فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَتَفَخْتُ فِيهِ مِنْ دُوْحٍ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝
৭৩. অতএব, ফেরেশতারা সবাই সাজদায় অবনত হয়,	فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝
৭৪. শুধুমাত্র ইবলিস ছাড়া। সে অহংকার করে এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।	إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

রুকু
০৪

৭৫. আল্লাহ বললেন: ‘হে ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে তৈরি করেছি, তাকে সাজদা করা থেকে কিসে তাকে বাধা দিয়েছে? তুই কি অহংকার করলি, না কি তুই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?’	قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي ۖ أَتَسْتَكْبِرُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ۝
৭৬. সে বললো: ‘আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ, আপনি আমাকে তৈরি করেছেন আগুন দিয়ে এবং তাকে তৈরি করেছেন কাদামাটি দিয়ে।’	قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝
৭৭. আল্লাহ বললেন: “বেরিয়ে যা তুই এখান থেকে, এখন থেকে তুই বিতাড়িত।	قَالَ فَأَخْرَجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ۝
৭৮. আর তোর প্রতি আমার লা’নত (বর্ষিত হতে থাকবে) প্রতিদান দিবস পর্যন্ত।”	وَأَنَّ عَلَيْكَ لعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝
৭৯. সে বললো: “প্রভু! আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।”	قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝
৮০. তিনি বললেন: “তোকে অবকাশ দেয়া হলো।	قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝
৮১. নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হবার দিন পর্যন্ত।”	إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝
৮২. সে বললো: “আপনার ইযযতের শপথ, আমি তাদের সবাইকেই বিপথগামী করে দেবো,	قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۝
৮৩. তবে তাদের মধ্যে আপনার বাছাই করা দাসেরা ছাড়া।”	إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۝
৮৪. তিনি বললেন: “এটাই সত্য আর আমি সত্য বলি:	قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَلُ ۝
৮৫. আমি তোকে আর তোর অনুসারীদের দিয়ে পরিপূর্ণ করবো জাহান্নাম।”	لَا مَلَكَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۝
৮৬. হে নবী! বলো: ‘আমি তো এ কাজের জন্যে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা। আর যারা মিথ্যা দাবি করে আমি সে রকম লোকও নই।’	قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ السَّأَلِيْنَ ۝
৮৭. এ (কুরআন) তো জগতবাসীর জন্যে একটি উপদেশ ছাড়া কিছু নয়।	إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِيْنَ ۝
৮৮. তোমরা অবশ্যি এর সংবাদ জানতে পারবে অল্পকাল পরেই।	وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝

রুকু
০৫

সূরা ৩৯ আয যুমা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৭৫, রুকু সংখ্যা: ০৮

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত+আলোচ্য বিষয়)

০১-২১: শিরকমুক্ত ইবাদতই মুক্তির পথ। মহাবিশ্ব এবং মানুষকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কোনো শরিক নাই। জ্ঞানী আর অজ্ঞরা সমান নয়। আল্লাহর বিশুদ্ধ আনুগত্য ও ইবাদতের নির্দেশ। যারা তাগুতকে পরিহার করে আল্লাহমুখী হয়, তারাই আল্লাহর প্রিয় দাস। তারাই সঠিক পথের অনুসারী।

২২-৩১: আল্লাহ ইসলামের জন্য যার অন্তর উন্মুক্ত করেছেন, সেই আছে আল্লাহর দেয়া আলোর পথে। কুরআন সর্বোত্তম হাদিস (বাণী)। কুরআনই আল্লাহর পথের দিশারি। কুরআনে সব বিষয়ের উপদেশ রয়েছে। সব মানুষের মতো নবীও মরণশীল।

৩২-৪১: সত্যকে প্রত্যখ্যানকারীরা সবচেয়ে বড় যালিম। সত্য গ্রহণকারীরাই মুত্তাকি। গোটা মানব জাতির জন্যে সত্যের দিশারি আল কুরআন।

৪২-৫২: মানুষের নিন্দা আল্লাহর একটি নিদর্শন। শাফায়াত পুরোপুরি আল্লাহর হাতে। মানুষ বিপদের সময় আল্লাহকে ডাকে। আল্লাহ বিপদ দূর করে দিলে সে নিজের বিজ্ঞতার প্রশংসা করে। কাউকেও প্রশস্ত ও কাউকে সীমিত রিয়াক দেয়া আল্লাহর একটি নিদর্শন।

৫৩-৬৩: তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়েনা। আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবের অনুসরণ করো।

৬৪-৭০: শিরকের অসারতা, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সাক্ষীদের হাজির করা হবে, প্রত্যেককে তার আমলের বিনিময় দেয়া হবে পুরোপুরি।

৭১-৭৫: কাফিরদের জাহান্নামে যাওয়ার দৃশ্য, মুত্তাকিদের জান্নাতে যাওয়ার দৃশ্য, অবশেষে ফেরেশতারা আল্লাহর তসবিহুতে নিরত হবে।

সূরা আয যুমার (দলে দলে) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে।	سُورَةُ الزُّمَرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. এই কিতাব তোমার কাছে নাযিল হচ্ছে সত্যিকারভাবে মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়ের পক্ষ থেকে।	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①
০২. আমরা তোমার কাছে এই কিতাব নাযিল করছি সত্যসহ। অতএব কেবল আল্লাহরই ইবাদত করো নিজের আনুগত্যকে তাঁর জন্যে একনিষ্ঠ করে।	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ②
০৩. একনিষ্ঠ আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্যে। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে অলি হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা বলে: ‘আমরা তো তাদের ইবাদত করি কেবল এ জন্যে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে।’ অবশ্য তারা যা নিয়ে মতভেদ করছে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ সে বিষয়ে তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন। মিথ্যাবাদী কাফিরদের আল্লাহ সঠিক পথ দেখান না।	أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ③
০৪. আল্লাহ যদি সন্তান গ্রহণ করতে চাইতেনই, তবে তাঁর সৃষ্টির মাঝে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিতেন। কিন্তু সন্তান গ্রহণ থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত। আল্লাহ তো এক এবং মহাপরাক্রমশালী।	لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِنْهَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَنَهُ ۚ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ④
০৫. তিনি বাস্তবভাবে সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ ও পৃথিবী। তিনি রাতকে দিয়ে দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিনকে দিয়ে আচ্ছাদিত করেন রাতকে। তিনি সূর্য এবং চাঁদকে নিয়মের অধীন করেছেন। এরা প্রত্যেকেই ভ্রমণ করে একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। জেনে রাখো তিনি মহাক্ষমতাদার, অতীব ক্ষমশালী।	خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ ۚ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۚ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ⑤

০৬. তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন মাত্র ব্যক্তি থেকে, তারপর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে। তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট জোড়া (প্রজাতির) গবাদি পশু। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃগর্ভে তিনটি অঙ্ককার স্তর পার করে। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রভু। সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁরই। কোনো ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। সুতরাং তোমরা মুখ ফিরিয়ে চলেছো কোথায়?

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَلَاثِينَ زَوْجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمٍ ثَلَاثٍ ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَاتِلُوا أَنْفُسَكُمْ ①

০৭. তোমরা যদি কুফুরি করো, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে কুফুরি পছন্দ করেন না। তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তিনি সেটাই পছন্দ করেন তোমাদের জন্যে। কেউই অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রভুর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের অবহিত করবেন তোমরা কী আমল করেছিলে? মনে কী আছে সে বিষয়েও তিনি অবগত।

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ②

০৮. মানুষকে যখন দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে, তখন সে তার প্রভুকে ডাকে একনিষ্ঠ মনোভাব নিয়ে। অতঃপর যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন সে ভুলে যায় আগে যে সে তাঁকে একনিষ্ঠভাবে ডেকেছিল। সে আল্লাহ্র শরিক দাঁড় করায় যেনো সে তাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বলো: কুফুরি নিয়ে জীবনটাকে ক'টা দিন ভোগ করো। জেনে রাখো তুমি জাহান্নামী।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ۖ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ قُلْ تَتَّبِعْ كُفْرَكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ③

০৯. যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন অংশে সাজদা করে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার প্রভুর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার প্রভুর রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে এসব করেনা? বলো: জ্ঞানীরা আর অজ্ঞরা কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে তো বুদ্ধিমান লোকেরাই।

أَمَنْ هُوَ قَاتِلٌ أَنْتَ الْيَلِيلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَخْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَزْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِ ۖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ④

১০. (হে নবী! আমার পক্ষ থেকে) বলে দাও: ‘হে আমার দাসেরা, যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের প্রভুকে ভয় করো। যারা এই দুনিয়ায় কল্যাণের কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ। আল্লাহ্র জমিন তো প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রতিদান দেয়া হবে অফুরন্ত।’

قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۚ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑤

১১. বলো: “আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি যেনো আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে শুধুমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করি।

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ⑥

১২. আমাকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেনো হই মুসলিমদের (আত্মসমর্পনকারীদের) প্রথম।”	وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۝
১৩. বলো: ‘আমি যদি আমার প্রভুর অবাধ্য হই, তবে আমি এক মহাদিবসের আযাবের আশংকা করি।’	قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝
১৪. বলো: ‘আমি কেবল আল্লাহ্রই ইবাদত করি তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে।’	قُلِ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۝
১৫. তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইচ্ছা ইবাদত করো। বলো: ‘প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত লোক তারাই, যারা কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত করবে নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে। সাবধান, সেটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।’	فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانِ الْمُبِينُ ۝
১৬. তাদের জন্যে থাকবে তাদের উপরে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিচেও আগুনের বিছানা। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তার বান্দাদের সতর্ক করেন। হে আমার দাসেরা! তোমরা সতর্ক হও, আমাকে ভয় করো।	لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَعْبُدُونَ فَاتَّقُونِ ۝
১৭. যারা তাগুতের ইবাদত (পূজা, উপাসনা, আনুগত্য) থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হবে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। সুতরাং আমার দাসদের সুসংবাদ দাও,	وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا ۚ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝
১৮. যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শুনে এবং তাতে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। এরাই সেইসব লোক, যাদের আল্লাহ্ হিদায়াত করেছেন এবং তারা ই বুদ্ধিমান লোক।	الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝
১৯. ঐ ব্যক্তিকে রক্ষা করবে কে, যার জন্যে আযাবের আদেশ অবধারিত হয়ে গেছে? তুমি কি সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারবে যে রয়েছে জাহান্নামে?	أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۖ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ۝
২০. তবে যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে প্রাসাদ, তার উপরে আরো প্রাসাদ, তার নিচে দিয়ে রয়েছে বহমান নদ নদী নহর। এটা আল্লাহ্র ওয়াদা। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদার বরখোলাফ করেন না।	لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُوفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرُوفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْوَعْدَ ۝
২১. তুমি কি দেখোনা, আল্লাহ্ নাযিল করেন আসমান থেকে পানি, তারপর তিনি তা নির্বারের মতো প্রবাহিত করেন জমিনে। তা থেকে উৎপন্ন করেন শস্য নানা বর্ণের, তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তা দেখতে পাও হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে। অবশেষে তিনি তা খড়কুটায় পরিণত করেন। এতে অবশ্যি রয়েছে উপদেশ বুঝবুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্যে।	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ۚ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ۚ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

২২. আল্লাহ্ যার বক্ষ খুলে দেন ইসলামের জন্যে এবং যে রয়েছে তার প্রভুর প্রদত্ত আলোতে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যার অবস্থা এ রকম নয়? ধ্বংস সেইসব কঠোর হৃদয় লোকদের জন্যে যারা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখ। এরা রয়েছে সুস্পষ্ট বিপথগামিতায়।

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى
نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن
ذِكْرِ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾

২৩. আল্লাহ্ নাযিল করেছেন সর্বোত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব, যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা বার বার পাঠ করা হয়। যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে, এর (পাঠে এবং শ্রবনে) তাদের চর্ম রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে, তারপর তাদের দেহমন কোমল হয়ে আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহ্র হুদা (জ্ঞান ও জীবন পদ্ধতি), তিনি যাকে ইচ্ছা এর দ্বারা পথ দেখান। আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করে দেন, তার কোনো পথ প্রদর্শক নেই।

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا
مَّتَشَابِهًا مَّثَانِ ۖ تَفْشَعُ مِنْهُ جُلُودُ
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۖ ثُمَّ تَلِينُ
جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ
هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۖ وَ مَن
يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿٢٣﴾

২৪. যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল দিয়ে কঠিন আযাব ঠেকাতে চাইবে, সে কি তার সমতুল্য, যে এ থেকে নিরাপদ? যালিমদের বলা হবে: তোমাদের উপার্জনের স্বাদ গ্রহণ করো।

أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۖ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. এদের আগেকার লোকেরাও (রসূলদের) প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারপর তাদের গ্রাস করেছিল আযাব এমনভাবে, যা তারা ধারণাও করতে পারেনি।

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَآتَاهُمُ
الْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের লাঞ্ছনাও ভোগ করান, আর তাদের আখিরাতের আযাব হবে কঠিনতর। যদি তারা জানতো!

فَآذَاهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. এই কুরআনে আমরা মানুষের জন্যে সব ধরনের উপমা উপস্থাপন করেছি যাতে করে তারা গ্রহণ করে উপদেশ।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن
كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. আরবি ভাষার এ কুরআন সম্পূর্ণ বক্রতামুক্ত, যাতে করে তারা সতর্কতা অবলম্বন করে।

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন: এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, তারা পরস্পর বিরোধী মনোভাবের। আরেক ব্যক্তির প্রভু শুধুমাত্র একজন। এই দুইজনের অবস্থা কি সমান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানেনা।

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ
مُتَشَكِّسُونَ ۖ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِّرَبِّهِ ۖ هَلْ
يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

৩০. নিশ্চয়ই তুমি মরে যাবে এবং নিশ্চয়ই তারাও মরে যাবে।

إِنَّكَ مَيِّتٌ ۖ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. তারপর কিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের প্রভুর সামনে নিজ নিজ অভিযোগ পেশ করবে।

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ
تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

৩২. ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং সত্য আসার পর সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ
بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ
مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. যে সত্য (কুরআন) নিয়ে এসেছে এবং (যারা) সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই মুত্তাকি।

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. তাদের জন্যে তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে সবই তারা যা চাইবে। এটাই পুণ্যবানদের পুরস্কার।

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ
جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫. যাতে করে তারা যেসব মন্দ কাজ করেছিল আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেন এবং তাদেরকে তাদের উত্তম আমলের জন্যে প্রদান করেন পুরস্কার।

لِيَكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا
وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আল্লাহ কি তার বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করে দেন, তার জন্যে কোনো পথ প্রদর্শক নেই।

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۚ وَيُخَوِّفُونَكَ
بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا
لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

৩৭. আর আল্লাহ যাকে সঠিক পথ দেখান, তাকে বিপথগামী করারও কেউ নেই। আল্লাহ কি মহাপরাক্রমশালী এবং প্রতিশোধ গ্রহণে ক্ষমতাবান নন?

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ ۚ أَلَيْسَ
اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

৩৮. তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো: ‘কে সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ এবং পৃথিবী?’ তারা অবশ্য বলবে: ‘আল্লাহ’। বলো: ‘তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকো, আল্লাহ আমার কোনো অনিষ্ট করতে চাইলে, তারা কি আমার সেই অনিষ্ট দূর করে দিতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করতে চান, তারা কি সেই অনুগ্রহ প্রতিরোধ করতে পারবে?’ বলো: ‘আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট, তাওয়াক্কুলকারীরা তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল করে।’

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ اَفَرَايْتُمْ مَا
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ اَرَادَنِيَ
بِضَرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفٰتُ ضَرِّيْ ۚ اَوْ اَرَادَنِيَ
بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهٖ ۗ قُلْ
حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. বলো: “হে আমার কণ্ঠ! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে কাজ করতে থাকো, আমিও আমার কাজ করে যাচ্ছি, অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে

قُلْ يُقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّي
عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. কার উপর এসে পড়ে অপমানকর আযাব এবং কার জন্যে বৈধ হয়ে যাবে স্থায়ী আযাব?”

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾

রুকু
০৪

<p>৪১. আমরা মানবজাতির জন্যে বাস্তবতার ভিত্তিতে তোমার প্রতি নাযিল করেছি আল কিতাব (আল কুরআন), এখন যে কেউ সঠিক পথ গ্রহণ করবে, তাতে তারই কল্যাণ হবে, আর যে কেউ বিপথগামী হবে, সে ডেকে আনবে নিজেরই ধ্বংস। তুমি তাদের উকিল নও।</p>	<p>إِنَّا أَنْزَلْنَاهَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَخْضِلُ عَلَىٰهَا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝</p>
<p>৪২. আল্লাহ সমস্ত প্রাণীর ওফাত ঘটান তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু এখনো আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। তারপর তিনি যার জন্যে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন, তার প্রাণ তিনি ধরে রাখেন আর অন্যদের প্রাণ ফেরত দেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। এতে রয়েছে নিদর্শন, চিন্তাশীল লোকদের জন্যে।</p>	<p>اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ ۖ وَيُرْسِلَ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝</p>
<p>৪৩. তারা কি আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের সুপারিশকারী ধরেছে? তাদের বলো: ‘তাদের কোনো ক্ষমতা না থাকলেও এবং তারা কোনো কিছু না বুঝলেও কি (তারা সুপারিশ করবে)?’</p>	<p>أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۝</p>
<p>৪৪. বলো: ‘সমস্ত শাফায়াত (সুপারিশ) আল্লাহর এখতিয়ারে, মহাকাশ এবং পৃথিবীর কর্তৃত্ব তাঁরই। তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে তাঁর দিকেই।’</p>	<p>قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۚ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝</p>
<p>৪৫. শুধু এক এবং একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হলে আখিরাতে অবিশ্বাসীদের অন্তর বিরাগ বিতুষ্টায় সংকুচিত হয়ে যায়। আল্লাহর পরিবর্তে দেবতাগুলোকে উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে।</p>	<p>وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآلِ الْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝</p>
<p>৪৬. বলো: ‘আয় আল্লাহ! মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও গায়েবের জ্ঞানী, তোমার বান্দারা যে বিষয়ে এখতেলাফ (মতবিরোধ) করছে, তুমিই তার ফায়সালা করে দেবে।’</p>	<p>قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ عَلِمِ الْغَيْبِ ۖ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝</p>
<p>৪৭. যারা যুলুম করে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেগুলো এবং আরো সমপরিমাণ সম্পদও যদি তাদের থাকে, তবে কিয়ামতের দিন কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে তারা সবই দিয়ে দেবে। আর তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট থেকে এমন কিছু প্রকাশ হবে যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।</p>	<p>وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ ۖ وَ بَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ۝</p>
<p>৪৮. তাদের কৃতকর্মের নিকৃষ্ট পরিণাম তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা যে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো, তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নেবে।</p>	<p>وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝</p>
<p>৪৯. মানুষকে যখন দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে, তখন তারা আমাদেরকে ডাকে, কিন্তু যখনই তাদেরকে আমরা কোনো নিয়ামত দিয়ে অনুগ্রহ করি, তখন</p>	<p>فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ</p>

সে বলে: ‘আমি তো এটা লাভ করেছি আমার বিশেষ জ্ঞানের কারণে।’ বরং এটা একটা পরীক্ষা, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।

بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

৫০. তাদের আগেকার লোকেরাও এ রকমই বলতো, কিন্তু তাদের যাবতীয় অর্জন তাদের কোনো কাজেই আসেনি।

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٤٠﴾

৫১. তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তাদের সমস্ত মন্দ অর্জন আর মন্দ কৃতকর্ম। (এখনকার) এদের মধ্যেও যারা যুলুম করে তাদের উপরও তাদের মন্দ কৃতকর্মের ফল আপতিত হবে, এবং তারা তা ঠেকাতে পারবে না।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤١﴾

৫২. তারা কি জানেনা, আল্লাহ যাকে চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন, আর যাকে চান সীমিত করে দেন? অবশ্যি বিশ্বাসী লোকদের জন্যে এতে রয়েছে নিদর্শন।

أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٤٢﴾

রুকু
০৫

৫৩. (হে নবী! লোকদেরকে আমার একথা) বলে দাও: “হে আমার দাসেরা! যারা নিজেদের প্রতি যুলুম-অবিচার করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়েনা, আল্লাহ সমস্ত পাপই ক্ষমা করে দেবেন, কারণ তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালবান।

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٣﴾

৫৪. (ক্ষমা লাভের উপায় হলো) তোমরা তোমাদের প্রভুর অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো তোমাদের উপর আযাব এসে যাবার আগেই, তখন কিন্তু তোমাদের আর সাহায্য করা হবেনা।

وَآيِبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٤٤﴾

৫৫. তোমরা অনুসরণ করো তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে যে উত্তম (কিতাব) নাখিল হয়েছে সেটিকে, তোমাদের প্রতি হঠাৎ তোমাদের বুঝে উঠার আগেই আযাব এসে যাবার পূর্বে,

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾

৫৬. তখন যাতে কাউকেও বলতে না হয়: ‘হায়, আল্লাহর প্রতি কতব্য পালনে আমি যে গাফলতি করেছি তার জন্যে আফসোস! আমি তো বিদ্রূপকারীদেরই একজন ছিলাম।’

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرْتُنِي عَلَىٰ مَا قَرَضْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٤٦﴾

৫৭. কিংবা একথা বলতে না হয়: ‘আল্লাহ যদি আমাকে হিদায়াত করতেন, তবে অবশ্যি আমি মুত্তাকিদের অন্তরভুক্ত হতাম।’

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٤٧﴾

৫৮. কিংবা আযাব দেখার পর একথা বলতে না হয়: ‘হায়, আমাকে যদি একবার পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে অবশ্যি আমি পুণ্যবানদের অন্তরভুক্ত হতাম।’

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٨﴾

৫৯. হাঁ, তোমার কাছে তো আমার আয়াত এসেই ছিলো, কিন্তু তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলে এবং হঠকারিতা প্রদর্শন করেছিলে এবং কাফিরদের অন্তরভুক্ত হয়েছিলে।

৬০. কিয়ামতের দিন আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপকারীদের চেহারা দেখবে কালো! দাষ্টিকদের (উপযুক্ত) আবাস কি জাহান্নামই নয়?

৬১. তাকওয়া অবলম্বনকারীদের আল্লাহ সেদিন উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ। তাদেরকে স্পর্শ করবেনা অমঙ্গল আর তারা কোনো দুঃখ-দুশ্চিন্তায়ও থাকবে না।

৬২. প্রতিটি বস্তুর স্রষ্টা আল্লাহ। তিনিই প্রতিটি বস্তুর উকিল (কর্মসম্পাদক)।

৬৩. মহাকাশ এবং পৃথিবীর চাবির মালিক তিনিই। যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি কুফুরি করে তারাই আসল ক্ষতিগ্রস্ত।

৬৪. হে নবী! বলো: ‘হে জাহিলরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের ইবাদত করতে বলছো?’

৬৫. তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তী (রসূলদের) প্রতি এই অহিই করা হয়েছে: ‘তুমি যদি আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করো, তোমার সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি অবশিষ্ট অন্তরভুক্ত হবে ক্ষতিগ্রস্তদের।’

৬৬. ‘বরং আল্লাহরই ইবাদত করো এবং অন্তরভুক্ত হও শোকর গুজারদের।’

৬৭. তারা আল্লাহকে তাঁর যথার্থ মর্যাদা দেয়না। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর মুষ্টিতে, আর মহাকাশ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে, তিনি অতীব পবিত্র ও মহান তারা যাদের শরিক করে তাদের থেকে।

৬৮. আর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সাথে সাথে আসমান ও জমিনে যারাই আছে সবাই মরে পড়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাদের (জীবিত রাখতে) চাইবেন, তাদের কথা ভিন্ন। তারপর শিংগায় আরেকটি ফুৎকার দেয়া হবে। তখন সাথে সাথে সবাই জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং তাকাতে থাকবে (অথবা, অপেক্ষা করতে থাকবে)।

৬৯. পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তার প্রভুর নূরে। কিতাব (আমলের রেকর্ড) এনে হাজির

بَلَىٰ قَدْ جَاءَ ثُكَ أَيْتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا
وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفْرِينَ ٥٩

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى
اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ
مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ٦٠

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثَالِ تَهُمْ ۖ لَا
يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦١

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
وَكَدِيرٌ ٦٢

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ۚ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٦٣

قُلْ أَفَعَيِّرُ اللَّهَ تَأْمُرُونَنِي ۖ أَعْبُدُ أَيُّهَا
الْجَاهِلُونَ ٦٤

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ
لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ٦٥

بَلَىٰ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ٦٦

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا
قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ
بِيمِينِهِ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٦٧

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَ
مَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ
فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنظُرُونَ ٦٨

وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ

করা হবে এবং নবীদের ও সাক্ষীদের এনে হাজির করা হবে। আর তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেয়া হবে হক ফায়সালা এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার যুলুম করা হবেনা।

الْكِتَابُ وَجَاءَ بِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার আমলের প্রতিদান দেয়া হবে পুরোপুরি। আর মানুষ যা করে তা তো তিনিই (আল্লাহই) সর্বাধিক জানেন।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٩﴾

রুকু
০৭

৭১. (বিচার ফায়সালায় পর) যারা কুফরি করেছে (বলে প্রমাণিত হবে), তাদের দলে দলে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অভিমুখে। যখন তারা সেখানে পৌঁছবে, জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং এর ব্যবস্থাপকরা তাদের জিজ্ঞেস করবে: 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূলরা (আল্লাহর বার্তা বাহকরা) আসেননি? তারা কি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেননি এবং তোমাদের সতর্ক করেননি যে, তোমাদেরকে একদিন এই দিনটির সম্মুখীন হতে হবে?' তারা বলবে: 'হ্যাঁ, তাঁরা এসেছিলেন, কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত কান্নার জন্যে অবধারিত হয়ে গেছে।'

وَسَيَقُ الِّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتُحْت أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۚ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٤٠﴾

৭২. বলা হবে: 'দাখিল হও জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে। চিরকাল তোমরা সেখানেই থাকবে। কতো যে নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাস।'

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٤٠﴾

৭৩. যারা তাদের প্রভুর অবাধ্য হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করে জীবন যাপন করেছে, তাদের দলে দলে নিয়ে যাওয়া হবে জান্নাতের অভিমুখে। যখন তারা সেখানে পৌঁছবে, খুলে দেয়া হবে জান্নাতের সব দরজা। সেখানকার ব্যবস্থাপকরা বলবে: 'আপনাদের প্রতি সালাম, আপনারা উত্তম কাজ করে এসেছেন। সুতরাং চিরদিনের জন্যে প্রবেশ করুন এখানে (এই জান্নাতে)।'

وَسَيَقُ الِّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٤١﴾

৭৪. তারা বলবে: 'সমস্ত শুকরিয়া আল্লাহর, তিনি আমাদেরকে দেয়া ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমাদেরকে ওয়ারিশ বানিয়েছেন এই পৃথিবীর। এখন জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা আমরা আবাস বানাবো। পুণ্যকর্মীদের পুরস্কার কতো যে উত্তম!'

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ ۖ وَأَوْثَقْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٤٢﴾

৭৫. আর তুমি দেখতে পাবে, ফেরেশ্তারা আরশের চারপাশে বৃত্ত বানিয়ে ঘোষণা করছে তাদের প্রভুর প্রশংসার তসবিহ্। এভাবেই নিখাদ ন্যায্যভাবে ফায়সালা করে দেয়া হবে মানুষের মাঝে, আর ঘোষণা করা হবে: 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের।'

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾

রুকু
০৮

সূরা ৪০ আল মুমিন/গাফির

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৮৫, রুকু সংখ্যা: ০৯

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত+আলোচ্য বিষয়)

- ০১-২০: আল্লাহ্র একত্বের বিষয়ে সব যুগেই কাফিররা বিতর্ক করেছে। আল্লাহ্র আরশ বহণকারী ফেরেশতারা আল্লাহ্র প্রশংসা করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। কাফিরদের পরকালীন দুরবস্থা। যালিমদের জন্য কোনো বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকবে না।
- ২১-২৭: মূসা আ.-এর বিরুদ্ধে ফিরাউন, হামান ও কারুণদের ষড়যন্ত্র।
- ২৮-৪৫: ফিরাউনের পারিষদবর্গের মধ্যে একজন তার ঈমান আনার কথা গোপন রেখেছিলেন। ফিরাউন কর্তৃক মূসাকে হত্যা করার ঘোষণা করায় তিনি ফিরাউনদের উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী দাওয়াতি ভাষণ দেন। তাঁর সে ভাষণের বিবরণ।
- ৪৬-৫০: বরষখ জীবনে ফিরাউনের অনুসারীদের সকাল সন্ধ্যা জাহান্নাম দেখানো হয়। জাহান্নামে কাফির নেতাদের সাথে তাদের অনুসারীরা বিতর্ক করবে। জাহান্নামীরা আযাব হালকা করার আবেদন করবে।
- ৫১-৭৭: কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাঁর রসূল ও মুমিনদের সাহায্য করবেন। রসূলের প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা ও তসবিহ করার নির্দেশ। কিয়ামত অবশিষ্ট আসবে। মানুষের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ। আল্লাহ্র আয়াত নিয়ে বিতর্ককারীরা ভ্রান্ত পথে দৌড়াচ্ছে। তাদের গ্রেফতার করে জাহান্নামে ফেলা হবে।
- ৭৮-৮৫: অতীতে অনেক রসূল পাঠানো হয়েছে, মুহাম্মদ সা. এর কাছে সবার বিবরণ পেশ করা হয়নি। মানুষের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র অসংখ্য অনুগ্রহ ও নিদর্শন। তারপরও তারা শরিক করে।

সূরা আল মুমিন/গাফির পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহ্র নামে	سُورَةُ الْمُؤْمِنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. হা-মিম।	حَمْدٌ ۝
০২. এই কিতাব নাযিল হচ্ছে মহাশক্তিধর মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝
০৩. যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী এবং কঠোর শাস্তিদাতা ও পরম দয়াবান। কোনো ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। সবাইকে ফিরে যেতে হবে তাঁরই কাছে।	غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ۝ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ۝
০৪. কাফিররা ছাড়া আর কেউই আল্লাহ্র আয়াত নিয়ে তর্ক করেনা। দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেনো তোমাকে প্রতারিত না করে।	مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ فَلَا يَغُزُّوكَ تَقْلِيْبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝
০৫. তাদের আগেও (আল্লাহ্র রসূলকে) প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের জাতি এবং তাদের পরে অন্যান্য সম্প্রদায়। প্রত্যেক উম্মতই তাদের নিজ নিজ রসূলকে আবদ্ধ করার চক্রান্ত করেছিল	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَخْرَابُ ۝ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ ۝ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَ جَدَلُوا ۝

এবং তারা অর্থহীন বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল সত্যকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে। ফলে আমি তাদের পাকড়াও করেছিলাম এবং কতো যে নিকৃষ্ট ছিলো আমার সেই আযাব।	بِالْبَاطِلِ يُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ⑥
০৬. এভাবেই কাফিরদের জন্যে প্রযোজ্য হয়েছিল তোমার প্রভুর এই ফায়সালা যে, তারা জাহান্নামী।	وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ⑦
০৭. যারা (যেসব ফেরেশতা) আল্লাহর আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা আছে আরশের চারপাশে, তারা তাদের প্রভুর প্রশংসাসহ তসবিহ করছে। তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারা বলে: “আমাদের প্রভু! সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রয়েছে তোমার রহমত এবং এলেম। সূতরাং তুমি সেইসব লোকদের ক্ষমা করে দাও যারা তওবা করেছে এবং তোমার পথের অনুসরণ করেছে, আর তুমি তাদের রক্ষা করো জাহিমের (জাহান্নামের) আযাব থেকে।	الَّذِينَ يُحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَتُهُ وَعِلْمُهُ فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑧
০৮. আমাদের প্রভু! তুমি তাদের দাখিল করো চিরস্থায়ী জান্নাতে, যার ওয়াদা তুমি তাদের দিয়েছো এবং তাদের বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের যারা শুদ্ধতার ও পুণ্যের কাজ করছে তাদেরকেও দাখিল করো তাতে। নিশ্চয়ই তুমি মহাশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময়।	رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمِنْ صَلَاحٍ مِنْ أَبَائِهِمْ وَ ازْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑨
০৯. আর তুমি তাদের রক্ষা করো সমস্ত অনিষ্ট ও অমঙ্গল থেকে, আর সেদিন তুমি যাকে রক্ষা করবে অনিষ্ট-অমঙ্গল থেকে, অবশ্যি তার প্রতি রহম (অনুগ্রহ) করবে। আর এটাই হবে (তার জন্যে) মহাসাফল্য।”	وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يُومِتْ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑩
১০. যারা কুফুরি করেছে তাদের ডেকে বলা হবে, ‘তোমাদের নিজেদের প্রতি নিজেদের ক্ষোভের চাইতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টিই ছিলো অধিক, যখন তোমাদের ডাকা হয়েছিল ঈমানের দিকে, অথচ তোমরা অস্বীকার করছিলে ঈমান আনতে।’	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ⑪
১১. তখন তারা বলবে: ‘প্রভু! তুমি আমাদের দুইবার প্রাণহীন (মৃত) অবস্থায় রেখেছিলে আর জীবিত করেছো দুইবার। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। এখন এখান থেকে বের হবার কোনো পথ পাওয়া যাবে কি?’	قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اِثْنَيْنِ وَأَخْيَرْنَا اِثْنَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ⑫
১২. (বলা হবে:) ‘তোমাদের এই শাস্তি তো এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হতো তোমরা তাঁর প্রতি কুফুরি করতে, অথচ তাঁর	ذِكْمُ بِآئِهِ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ

সাথে কেউ শরিক সাব্যস্ত করলে সে কথার প্রতি তোমরা ঈমান আনতে।' মূলত সমস্ত কর্তৃত্বের মালিক তো এক সর্বোচ্চ মহান আল্লাহ।

وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَلَا حُكْمَ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ⑩

১৩. আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলি দেখান এবং আসমান থেকে নায়িল করেন তোমাদের রিযিক। আল্লাহর অভিমুখী ব্যক্তিই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ⑪

১৪. অতএব, আল্লাহকে ডাকো তাঁর প্রতি আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে, যদিও কাফিররা এটা পছন্দ করেনা।

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ⑫

১৫. তিনি উঁচু মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি। তিনি তাঁর বান্দাদের যার প্রতি ইচ্ছা তাঁর নির্দেশ প্রেরণ করেন অহির মাধ্যমে, যাতে করে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে (মানুষকে) সতর্ক করতে পারে।

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ لِّيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ⑬

১৬. সেদিন তাদের সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে। আল্লাহর কাছে তাদের কিছুই গোপন নেই। (সেদিন জিজ্ঞাসা করা হবে:) আজ সমস্ত কর্তৃত্ব কার? (সমস্ত সৃষ্টি বলে উঠবে:) আল্লাহর, যিনি এক, মহাপরাক্রমশালী।

يَوْمَ هُمْ بَرْزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ⑭

১৭. আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি কোনো প্রকার যুলুম (অবিচার) করা হবেনা। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑮

১৮. তাদের সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে যখন দুঃখ-দুদর্শায় তাদের প্রাণ হবে কণ্ঠাগত। যালিমদের জন্যে কোনো সহমর্মী থাকবে না এবং এমন কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না, যার সুপারিশ গ্রহণ করা যেতে পারে।

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْقَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَیْمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ⑯

১৯. চোখের খিয়ানত এবং অন্তরের গোপন কথা তিনি জানেন।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ⑰

২০. আল্লাহ ন্যায় বিচার করবেন। তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকে, তারা বিচার করতে অক্ষম। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদৃষ্ট।

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑱

২১. তারা কি জমিনে পরিভ্রমণ করে দেখেনা, তাদের আগেকার (কাফির) লোকদের কী অবস্থা হয়েছিল? তারা ছিলো এদের চাইতেও শক্তিশালী এবং পৃথিবীতে অধিক প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। আল্লাহ তাদের অপরাধের জন্যে তাদেরকেও পাকড়াও করেছিলেন। আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ ছিলনা।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ ⑲

২২. এর কারণ, তাদের কাছে তাদের রসূলরা এসেছিল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে, কিন্তু তারা (ঈমান আনতে) অস্বীকার করে। ফলে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেন। তিনি অতি শক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ اِنَّهُٓ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

২৩. আমরা মুসাকে পাঠিয়েছিলাম আমাদের নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِآيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

২৪. ফেরাউন, হামান ও কারুণের কাছে। কিন্তু তারা তাকে বলেছিল: ‘এতো এক ম্যাগেসিয়ান কণ্টর মিথ্যাবাদী।’

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ قَارُوْنَ فَقَالُوْا سِحْرٌ كَذٰبٌ ۝

২৫. যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সত্য পৌঁছালো, তারা বললো: ‘মুসার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করো, আর জীবিত রাখো তাদের নারীদের।’ কাফিরদের চক্রান্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا اقْتُلُوْا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ وَ اسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَ مَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝

২৬. ফেরাউন বললো: ‘তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মুসাকে কতল করে ফেলবো, সে তার প্রভুকে ডেকে দেখুক (তাকে রক্ষা করতে পারে কিনা)। আমি আশংকা করছি সে তোমাদের দীন (রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রক্ষমতা) বদল করে ফেলবে, কিংবা দেশে সৃষ্টি করবে বিপর্যয় বিশৃংখলা।’

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذُرُوْنِیْٓ اَقْتُلُوْا مُوسٰى وَ لِيَدْعُ رَبِّهٗ اِنِّیْٓ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِی الْاَرْضِ الْفَسَادَ ۝

২৭. মুসা বললো: ‘হিসাবের দিনের প্রতি ঈমান রাখেনা এমন প্রত্যেক দাষ্টিক ব্যক্তি থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেছি।’

وَ قَالَ مُوسٰى اِنِّیْٓ عٰذْتُ بِرَبِّیْ وَ رَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ ۝

ককু
০৩

২৮. তখন ফেরাউন সভাসদদের এক মুমিন ব্যক্তি, যে এতোদিন তার ঈমান গোপন করে রেখেছিল, বললো: “আল্লাহ আমার প্রভু” শুধু একথাটি বলার কারণেই কি তোমরা একজন মহাপুরুষকে হত্যা করবে? অথচ তিনি তো তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন নিয়ে এসেছেন। তোমরা যে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছো, তিনি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে তাঁর মিথ্যার দায় দায়িত্ব তো তাঁর। কিন্তু তিনি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে যেসব ভয়ংকর পরিণতির কথা তিনি বলছেন তার কিছুটা হলেও তো গ্রাস করবে তোমাদের। আল্লাহ সীমালংঘনকারী মিথ্যাবাদীদের সঠিক পথ দেখান না।

وَ قَالَ رَجُلٌ مُُّؤْمِنٌ مِّنْ اِلٰ فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ اٰیْمَانَهٗ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ یَّقُوْلَ رَبِّیَ اللّٰهُ وَ قَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ وَ اِنْ یَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَ اِنْ یَّكَ صَادِقًا یُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِیْ یَعِدُّكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِیْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذٰبٌ ۝

২৯. হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আজ তোমরা রাজত্বের অধিকারী এবং এই ভূখণ্ডের বিজয়ী শক্তি। কিন্তু আল্লাহর আযাব এসে পড়লে আমাদের

یَقُوْمُ لَكُمْ اَلْمُلْكُ الْیَوْمَ ظَهَرِیْنَ فِی الْاَرْضِ ۚ فَمَنْ یَنْصُرُنَا مِنْ بَاسِ اللّٰهِ اِنْ

সাহায্য করার কে আছে?” ফেরাউন (তার বক্তব্যের মাঝখানে) বলে উঠে: ‘আমি যে পথ ভালো মনে করছি সে পথই তোমাদের দেখাচ্ছি আর আমি তো তোমাদের সঠিক পথই দেখাচ্ছি।’

جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ٣٠

৩০. যে ঈমান এনেছিল সে বললো: “হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আমি আশংকা করছি, তোমাদের উপর সে রকম আযাব না এসে যায়, যে রকম আযাব এসেছিল ইতোপূর্বে (নিজেদের নবীকে অস্বীকার ও অমান্য করার কারণে) বিভিন্ন জাতির উপর।

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ يَقُومِ رَبِّيَ آخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ٣١

৩১. যেমন এসেছিল নূহের কওম, আদ, সামুদ এবং তাদের পরবর্তী জাতিসমূহের উপর। আর একথা জেনে রেখো, আল্লাহ্ কখনো তাঁর দাসদের প্রতি অবিচার করেননা।

مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَ ثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ٣٢

৩২. হে আমার কওম! আমি আশংকা করছি, তোমাদের উপর এমন একটি সময় এসে পড়বে, যখন তোমরা ফরিয়াদ করবে, অনুশোচনা করবে, একে অপরকে ডাকতে থাকবে।

وَيَقُومِ رَبِّيَ آخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ٣٣

৩৩. সেদিন তোমরা দৌড়ে পালাতে থাকবে, কিন্তু তখন আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাদের বাঁচবার কেউ থাকবেনা। আসলে আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করে দেন তাকে কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারেনা।”

يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٤

৩৪. ইতোপূর্বে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিলেন (আল্লাহর নবী) ইউসুফ। তোমরা তাঁর আনীত শিক্ষার ব্যাপারেও সন্দেহই পোষণ করেছিলে। তাঁর মৃত্যুর পর তোমরা বলেছিলে: ‘এখন আল্লাহ আর কোনো রসূল পাঠাবেন না। এভাবেই আল্লাহ্ সেসব লোকদের গোমরাহিতে নিক্ষেপ করেন, যারা সীমালংঘনকারী সংশয়পরায়ণ।’

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِِفٌ مُّرْتَابٍ ٣٥

৩৫. তারা আল্লাহর আয়াতের (নিদর্শনের) ব্যাপারে বিবাদ করে, অথচ এ ব্যাপারে তাদের মতের সপক্ষে কোনো সার্টিফিকেট আসেনি। আল্লাহর কাছে এবং ঈমানদারদের কাছে বড়ই ঘৃণা ও ক্রোধ উদ্বেককারী তাদের এ আচরণ। এভাবেই তিনি সীল মোহর মেরে দেন প্রত্যেক দাঙ্কি সৈরাচারীর কলবে।

الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ٣٦

৩৬. ফেরাউন বললো: “হে হামান! আমার জন্যে একটি উঁচু টাওয়ার নির্মাণ করো, যাতে আমি পথসমূহে উঠতে পারি,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمُنُ ابْنُ لِي صِرَاحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ٣٧

৩৭. আসমানের পথসমূহে, যেখান থেকে আমি মূসার ইলাহকে উঁকি মেরে দেখতে পাবো। তবে আমি তাকে (মূসাকে) মিথ্যাবাদী বলেই মনে করি।” এভাবেই ফেরাউনের জন্যে তার দুষ্কর্মসমূহ সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে এবং থামিয়ে দেয়া হয়েছে তার জন্যে সোজা পথে চলা। তবে ফেরাউনের সব চক্রান্ত তাকেই ঠেলে দিয়েছে ধ্বংসের পথে।

أَسْبَابَ السُّلُوتِ فَأَطْلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَ
إِنِّي لَأَكْظُمُهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ
سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ
فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٧﴾

রুকু
০৪

৩৮. যে ঈমান এনেছিল, সে আরো বললো: “হে আমার কওম! তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, আমি তোমাদের সঠিক পথ দেখাবো।

وَ قَالَ الذِّئِي أَمِنَ يَقُومِ اتَّبِعُونِ
أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾

৩৯. হে আমার কওম! এই দুনিয়ার জীবনটা তো সামান্য ভোগের সময় মাত্র। আর আখিরাতই হলো চিরস্থায়ী আবাস।

يَقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَ
إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾

৪০. যে কেউ কোনো মন্দ কাজ করবে, তাকে ততোটুকু প্রতিফলই দেয়া হবে। কিন্তু যে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারী আমলে সালেহ করবে, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে। সেখানে তাদের রিযিক দেয়া হবে বেহিসাব।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَ
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
يُزَوَّجُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

৪১. হে আমার কওম! এটা কেমন ব্যাপার, আমি তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি নাজাতের দিকে, অথচ তোমরা আমাকে দাওয়াত দিচ্ছে জাহান্নামের দিকে!

وَ يَقُومِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَ
تَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾

৪২. তোমরা আমাকে দাওয়াত দিচ্ছে, যেনো আমি আল্লাহর প্রতি কুফুরি করি এবং তাঁর সাথে শিরক করি, যে ব্যাপারে আমার কোনো এলেম নেই। অথচ আমি তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি মহাপরাক্রমশালী অতীব দয়াবানের দিকে।

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ أَشْرِكَ بِهِ مَا
لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى
الْعَزِيمِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾

৪৩. সন্দেহ নেই, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, তোমরা আমাকে যেসব জিনিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছে, সেগুলো এই দুনিয়ার জীবনেও দোয়া কবুল করার যোগ্যতা রাখেনা, আখিরাতেও নয়। আমাদের ফিরে যেতে হবে আল্লাহরই দিকে। আর অবশিষ্ট সীমালংঘনকারীরা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ
دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَا فِي الْآخِرَةِ وَ أَنَّ
مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَ أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ
أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٣﴾

৪৪. আমি তোমাদের যেসব কথা বলছি, তোমরা অচিরেই তা স্মরণ করবে। আমি আমার নিজের বিষয়টা ছেড়ে দিচ্ছি আল্লাহর উপর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।”

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ أَقْوَضُ
أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

৪৫. ফলে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন তাদের ন্যাকারজনক চক্রান্ত থেকে। পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট ধরনের আযাবের চক্রে পড়ে যায় ফেরাউনের সাংগ পাংগরাই।

فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَ حَاقَ بِآلِ
فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

৪৬. সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে পেশ করা হয় জাহান্নামের সামনে। আর যেদিন কায়েম হবে কিয়ামত, সেদিন বলা হবে: ‘ফেরাউনের অনুসারীদের নিষ্পেক্ষ করো কঠিন আযাবে।’

النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَ
يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ
أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

৪৭. জাহান্নামের মধ্যে যখন তারা পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলরা দাঙ্কিদের বলবে: ‘আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। এখন তোমরা কি আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ নিবারণ করতে পারবে?’

وَإِذْ يَتَحَاजُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ
الضَّعْفُو لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا
لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا
نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ۝

৪৮. তখন দাঙ্কিরা বলবে: ‘আমরা প্রত্যেকেই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ্ তো তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করেই দিয়েছেন।’

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ
اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝

৪৯. জাহান্নামীরা জাহান্নামের রক্ষীদের বলবে: ‘তোমাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো তিনি যেনো আমাদের থেকে একদিনের জন্যে আযাব লাঘব করে দেন।’

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا
رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ۝

৫০. তারা বলবে: ‘তোমাদের কাছে কি তোমাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে যাননি।’ তারা বলবে: ‘হ্যাঁ, গিয়েছিলেন।’ তখন প্রহরীরা বলবে: ‘তাহলে তোমরাই প্রার্থনা করো, আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থ হয়েই থাকে।’

قَالُوا أَوْ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا
دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

৫১. আমরা অবশ্য অবশ্য সাহায্য করবো আমাদের রসূলদের এবং মুমিনদের, দুনিয়ার জীবনেও এবং সেদিনও, যেদিন দাঁড়াবে সাক্ষীরা।

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۝

৫২. সেদিন যালিমদের ওজর-আপত্তিতে কোনো লাভ হবেনা। তাদের প্রতি লানত এবং তাদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ وَ
لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝

৫৩. আমরা মূসাকে দিয়েছিলাম সত্য জীবন ব্যবস্থা সম্বলিত কিতাব, আর বনি ইসরাঈলকে ওয়ারিশ বানিয়েছিলাম সেই কিতাবের,

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي
إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۝

৫৪. যা ছিলো জীবন যাপনের নির্দেশনা এবং বুঝবুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্যে উপদেশ।

هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

৫৫. অতএব (হে নবী!) তুমি সবার করো। আল্লাহর ওয়াদা অবশ্য সত্য। আর তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ভুলত্রুটির জন্যে। তোমার প্রভুর হামদসহ তসবিহ ঘোষণা করো সন্ধ্যায় এবং সকালে।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ
لِذُنُوبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ
الْبُكْرِ ۝

৫৬. কোনো প্রমাণ প্রাপ্তি ছাড়াই যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, অবশ্য তাদের অন্তরে রয়েছে অহংকার, যে পর্যন্ত তারা পৌছতে

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ
سُلْطَانٍ أَنَّهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ

পারবেনা। অতএব আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি সব শুনে, সব দেখেন।

مَا هُمْ بِبَايِعِيهِ ۖ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٩﴾

৫৭. মহাকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টির কাজ মানুষ সৃষ্টির চেয়ে অনেক কঠিন কাজ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানেনা।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৮. অন্ধ আর দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি সমান নয়। যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে তারা, আর দুর্নীতিবাজরা সমতুল্য নয়। তোমরা খুব কমই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকো।

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ۚ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ لَا الْمُسِيْءُ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. কিয়ামত অবশ্যি আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ঈমান রাখেনা।

اِنَّ السَّاعَةَ لَا تِئْتِيْهُ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. তোমাদের প্রভু বলেছেন: ‘তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকের (দোয়ার) জবাব দেবো (দোয়া কবুল করবো)। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদতের ব্যাপারে হঠকারিতা প্রদর্শন করে, শীঘ্রি তারা দাখিল হবে জাহান্নামে অপদস্ত হয়ে।

وَ قَالَ رَبُّكُمْ اَدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

রকু
০৬

৬১. আল্লাহ্ রাত বানিয়েছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্যে এবং দিন বানিয়েছেন আলোকোজ্জ্বল (তোমাদের জীবিকা অন্বেষণের জন্যে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি বিশাল অনুগ্রহপরায়ণ, তবে অধিকাংশ মানুষই শোকর আদায় করেনা।

اللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২. তোমাদের প্রভু আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। ফলে মিথ্যার ফানুসে বিভ্রান্ত করে তোমাদের কোথায় নেয়া হচ্ছে?

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنۢى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩. এভাবেই বিভ্রান্ত করে মিথ্যার পথে নিয়ে যাওয়া হয় তাদেরকে, যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে।

كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪. আল্লাহ্ পৃথিবীকে বানিয়েছেন তোমাদের বাসোপযোগী, আর আসমানকে বানিয়েছেন ছাদ। তিনিই তোমাদের সুরত (আকৃতি) গঠন করেছেন উত্তম ও সুন্দরতম আকৃতিতে। তিনিই ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্যে উত্তম জীবিকার। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রভু। কতো যে মহান বরকতওয়ালা মহাজগতের প্রভু আল্লাহ।

اللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَ السَّمَآءَ بِنَآءٍ ۚ وَ صَوَّرَكُمۡ فَآحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَ رَزَقَكُمۡ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَكْبِرُكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁর জন্যে আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে তোমরা কেবল তাঁকেই ডাকো। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিনের।

هُوَ الْحَيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لِّهَ الدِّيْنِ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬. বলো: ‘তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের কাছে দোয়া-প্রার্থনা করো, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, যেহেতু আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমার কাছে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ এসেছে। আমাকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি যেনো আত্মসমর্পণ করি আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিনের জন্যে।’

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭. তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর নোতফা (শুক্রবিন্দু) থেকে, তারপর আলাকা (জরায়ুর সাথে শক্তভাবে আটকে থাকা ক্রণ) থেকে। তারপর তিনি তোমাদের বের করে আনেন শিশু হিসেবে। তারপর তোমাদের পৌছে দেয়া হয় যৌবনে। তারপর তোমরা পরিণত হও বৃদ্ধে। তোমাদের কারো কারো ওফাত ঘটানো হয় এর আগেই। যাতে করে তোমরা তোমাদের জন্যে নির্ধারিত সময়কাল পূর্ণ করো এবং যেনো তোমরা বুঝবুদ্ধিকে কাজে লাগাও।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَّى مِنْ قَبْلِ وَ لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

রুকু
০৭

৬৮. তিনিই জীবন দান করেন এবং মউত ঘটান। তিনি যখন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন তখন সেটাকে বলেন: ‘হও’, সাথে সাথে তা হয়ে যায়।

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾

৬৯. তুমি কি তাদের দেখোনা, যারা আল্লাহ্র আয়াত নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়? কীভাবে তাদের বিপথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي يُضِرُّونَ ﴿٦٩﴾

৭০. যারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্র কিতাবকে এবং যা নিয়ে আমরা আমাদের রসূলদের পাঠিয়েছি সেটাকে। অচিরেই তারা জানতে পারবে (এর পরিণতি),

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. যখন তাদের গলায় পরানো থাকবে বেড়ি আর শিকল এবং তাদের নিয়ে যাওয়া হবে টেনে হিঁচড়ে

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾

৭২. টগবগে ফুটন্ত গরম পানির দিকে। তারপর তাদের দক্ষ করা হবে আগুনে।

فِي الْحَمِيمِ ۖ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩. তারপর তাদের বলা হবে: ‘তারা এখন কোথায় যাদেরকে তোমরা শরিক বানিয়েছিলে

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. আল্লাহ্র পরিবর্তে?’ তারা বলবে: ‘তারা আমাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে। আসলে আমরা পূর্বে (পৃথিবীর জীবনে) কাউকেও ডাকিনি।’ এভাবেই আল্লাহ্ কাফিরদের ফেলে রাখেন বিভ্রান্তিতে।

مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

৭৫. এর কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাসে মেতেছিলে এবং এর আরো কারণ হলো, তোমরা নিমজ্জিত ছিলে দাস্তিকতায়।

ذِكْرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. এখন দাখিল হও জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্যে। অহংকারীদের আবাস কতো যে নিকৃষ্ট!

أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ⑥

৭৭. (হে নবী!) তুমি সবর করো। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আমরা ওদেরকে যে ওয়াদা দিচ্ছি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই, কিংবা যদি তোমার ওফাত ঘটাই, তাদেরকে তো আমার কাছেই ফেরত আনা হবে।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَمَا نُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْكَ ۚ فَلَئِنَّا يُرْجَعُونَ ⑦

৭৮. তোমার আগেও আমরা বহু রসূল পাঠিয়েছি, তাদের মধ্যকার কিছু রসূলের বিবরণ তোমাকে দিয়েছি, আর কিছু রসূলের বিবরণ তোমাকে দেইনি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া নিদর্শন হাজির করা কোনো রসূলের কাজ নয়। আল্লাহর নির্দেশ যখন এসে যাবে, তখন ফায়সালা করে দেয়া হবে ন্যায়সংগতভাবে। আর তখনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে বাতিলপন্থী মিথ্যাবাদীরা।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ⑧

রুকু
০৮

৭৯. আল্লাহ তোমাদের জন্যে চারপাশী পশু সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা সেগুলোর কিছু পশুতে আরোহণ করতে পারো, আর খেতে পারো কিছু পশু।

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَزْكِبُوا مِنْهَا ۚ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَزْكِبُوا مِنْهَا ۚ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَزْكِبُوا مِنْهَا ۚ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَزْكِبُوا مِنْهَا ⑨

৮০. এছাড়াও সেগুলোর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্যে অনেক মুনাফা। তোমরা যেসব প্রয়োজনের কথা ভাবো এর মাধ্যমে যেনো তা পূর্ণ করতে পারো এবং সেগুলোতে আর নৌযানে যেনো তোমরা বহন ও আরোহণ করতে পারো।

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ۚ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ ۚ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ⑩

৮১. তিনি তোমাদেরকে তার নিদর্শনাবলি দেখিয়ে থাকেন। তোমরা তাঁর কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে?

وَيُذَرِّكُمْ آيَاتِهِ ۚ فَآيَ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ⑪

৮২. তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখেনা, তাদের আগেকার অস্বীকারকারীদের কী পরিণতি হয়েছিল? তারা ছিলো এদের চাইতে অধিক সংখ্যক ও অধিক শক্তিশালী এবং জমিনে অধিক প্রভাব বিস্তারকারী। কিন্তু তাদের কীর্তি তাদের কোনো উপকারেই আসেনি।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑫

৮৩. যখনই তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে তাদের কাছে এসেছে, তারা নিজেদের এলেমের দস্ত করেছে। তারপর তারা যা নিয়ে বিদ্রোহ করেছে সেটাই তাদের পরিবেষ্টন করে নিয়েছে।

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا ۖ بِنَا ۖ عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۚ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑬

৮৪. যখন তারা আমার শাস্তি সামনে উপস্থিত দেখেছে, বলেছে: ‘আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদের শরিক করতাম তাদের প্রতি কুফরি করলাম।’

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ۚ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ⑭

রুকু
০৯

৮৫. আমাদের আযাব দেখার পর তারা যে ঈমানের ঘোষণা দিতো, সে ঈমান তাদের কোনো উপকারে আসেনি। আল্লাহ্র এই সুনত (বিধান) পূর্ব থেকেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে, আর সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কাফিররাই।

فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا
بِأَسْنٰٓءٍ سَنَّتَ اللّٰهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي
عِبَادِهِۦ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ۝

সূরা ৪১ হা মিম আস্ সাজদা/ফুসসিলাত

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৫৪, রুকু সংখ্যা: ০৬

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত+আলোচ্য বিষয়)

০১-০৮: মুশরিকরা কিতাবের দাওয়াত শুনেনা, তাই তাদের জন্য ধ্বংস।

০৯-১৮: মানুষ কি করে কুফুরি করে সেই আল্লাহ্র প্রতি, যিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে আদ ও সামুদ জাতির মতো পরিণতি হবে।

১৯-২৫: হাশরের দিন আল্লাহ্র দূশমনদের বিরুদ্ধে তাদের কান, চোখ ও চর্ম সাক্ষ্য দিবে।

২৬-২৯: কাফিররা জনগণকে কুরআন শুনতে নিষেধ করে। তারা যাদেরকে পথভ্রষ্ট করে, বিচারের দিন তারা তাদেরকে পদদলিত করতে চাইবে।

৩০-৪৪: যারা এক আল্লাহকে প্রভু মেনে নেয় তাদের শুভ পরিণতি। দাওয়াত দানের সর্বোত্তম পদ্ধতি। চন্দ্র সূর্য মানুষের মতোই আল্লাহ্র সৃষ্টি, উপাস্য নয়। কুরআন আল্লাহ্র কিতাব তাতে কোনো ভ্রান্তি নেই। কুরআন মুমিনদের জন্য দিশারি এবং নিরাময়।

৪৫-৫৪: মূসার কিতাব নিয়েও মতভেদ করা হয়েছে। ভালো কাজ ব্যক্তির কল্যাণ এবং মন্দ কাজ অকল্যাণ করবে। মানুষ সুখে থাকলে আল্লাহকে ভুলে যায়, বিপদে পড়লে আল্লাহকে ডাকে। অচিরেই আল্লাহ মহাবিশ্বে এবং মানুষের নিজের মধ্যে নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করবেন। তখন মানুষ কুরআনকে সত্য বলে মেনে নিবে।

সূরা হামিম আস্ সাজদা/ফুসসিলাত পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহ্র নামে	سُورَةُ فَصِّلَتْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
০১. হা মিম!	حٰمٓ ۝
০২. রহমানুর রহিমের পক্ষ থেকে নাযিল হচ্ছে (এই কিতাব)।	تَنْزِیْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
০৩. এটি এমন একটি কিতাব, যার আয়াতসমূহ বিশদ বিবরণ সম্বলিত। এটি আরবি ভাষায় (অবতীর্ণ) কুরআন, যেসব লোক এলেম চর্চা করে তাদের জন্যে।	كَتَبَ فَصَّلَتْ اٰیٰتُهُ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لِّقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ۝
০৪. এটি সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী (কিতাব)। কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ফলে তারা আর শুনবে না।	بَشِیْرًا وَّ نَذِیْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ ۝
০৫. তারা বলে: 'তুমি যেদিকে আমাদের ডাকছো, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত, আমাদের কানে তুলা, আর আমাদের ও তোমার মাঝে রয়েছে একটি হিজাব (অন্তরাল)। সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো, আমরা আমাদের কাজ করি।'	وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِیْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَیْهِ وَاِذَا نَا وُقِرُوْا مِّنْ بَیْنِنَا وَبَیْنِكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ اِنَّا عَمِلُوْنَ ۝

০৬. তুমি বলো: ‘আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার প্রতি অহি করা হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহ্ (আল্লাহ্‌ই) একমাত্র ইলাহ্। তোমরা মজবুতভাবে তাঁর পথ অবলম্বন করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর সেইসব মুশরিকদের জন্যে রয়েছে দুঃখ-দুর্ভোগ,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝

০৭. যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী।

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

০৮. আর যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

রুকু
০১

০৯. বলো: তোমরা কি সেই মহান সত্তার সাথে কুফুরি করবে, যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে (দুটি কালে) এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করবে? তিনি তো রাব্বুল আলামিন (মহাজগতের প্রভু)।

قُلْ أَتَيْتُكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

১০. আর তিনি ভূ-পৃষ্ঠে স্থাপন করেছেন অটল পাহাড় পর্বত। তাতে (ভূ-পৃষ্ঠে) রেখেছেন প্রভূত বরকত। চারটি কালে তাতে ব্যবস্থা করেছেন তার সামর্থ্য (উৎপাদিত জীবিকা) প্রার্থনাকারীদের জন্যে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِّنْ فَوْقِهَا وَ بَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۖ سَوَاءٌ لِّلسَّائِلِينَ ۝

১১. তারপর তিনি মনোনিবেশ করেন আকাশের দিকে। তখন তা ছিলো ধূমপুঞ্জ। তারপর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা অস্তিত্ব ধারণ করো ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়। তারা বললো: ‘আমরা নত শিরে অস্তিত্ব ধারণ করলাম।’

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۚ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝

১২. তারপর তিনি দুটি কালে আকাশকে সজ্জাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশকে তার বিধান অহি করে দিলেন। দুনিয়ার (কাছের) আকাশকে সুশোভিত করলেন প্রদীপমালা দিয়ে এবং হিফায়তের উদ্দেশ্যে। এ হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞানীর ব্যবস্থাপনা।

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۖ وَ حِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

১৩. তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের বলো: ‘আমি তোমাদের সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আদ ও সামুদ জাতির শাস্তির অনুরূপ শাস্তির।’

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَ ثَمُودَ ۝

১৪. তাদের আগে পিছে রসূলরা এসেছিল এবং তাদের বলেছিল: ‘তোমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করোনা।’ তখন তারা বলেছিল: ‘আমাদের প্রভু চাইলে তো ফেরেশতাই পাঠাতেন। সুতরাং তোমরা যা নিয়ে এসেছো, আমরা সেটার প্রতি কুফুরি করছি।’

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبَّنَا لَأَنزَلْنَا مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝

১৫. আদ জাতি অন্যায়ভাবে দেশে দখল করেছিল। তারা বলেছিল: ‘আমাদের চেয়ে শক্তিমান আর কে আছে?’ তবে কি তারা ভেবে দেখেনি যে, আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিমান। আসলে তারা আমাদের আয়াতকেই অস্বীকার করতো।

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾

১৬. ফলে আমরা তাদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম প্রচণ্ড ঝড়বায়ু এক অশুভ দিনে, তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের লাঞ্ছনাকর আযাবের স্বাদ আন্বাদন করাতে। তাছাড়া আখিরাতের আযাব তো এর চাইতেও অপমানকর এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِّنَذِيرَهُمْ عَذَابِ الْخُرُي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾

১৭. আর সামুদ জাতির ঘটনা হলো, আমরা তাদের সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম। কিন্তু তারা হিদায়াতের উপর অন্ধতাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। ফলে তাদেরকে আঘাত হানে লাঞ্ছনাকর আযাবের এক বজ্রধ্বনি তাদের কর্মকাণ্ডের ফলে।

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَنَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صُعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

রুকু
০২

১৮. আর আমরা রক্ষা করেছিলাম তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল এবং অবলম্বন করেছিল তাকওয়া।

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

১৯. যেদিন আল্লাহর দূশমনদের জাহান্নামের দিকে হাশর (সমবেত) করা হবে, সেদিন তাদের বিন্যাস করা হবে বিভিন্ন দলে।

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾

২০. অতঃপর যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌছাবে, তখন তাদের কান, চোখ এবং চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে বলে দেবে, (পৃথিবীতে) তারা কী কী করেছিল?

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

২১. তারা তাদের চামড়াকে বলবে: ‘তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে?’ তারা বলবে: ‘আল্লাহই আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফেরত নেয়া হবে।’

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

২২. তোমরা যা কিছু গোপন করেছো এ জন্যে করেছে যে, তোমরা মনে করতে তোমাদের কান, চোখ এবং চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেনা। বরং তোমাদের ধারণা ছিলো, তোমরা যা করো তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না।

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. তোমাদের প্রভু সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদের ডুবিয়েছে, ফলে তোমরা হয়েছেো চরম ক্ষতিগ্রস্ত।	وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝
২৪. এখন তারা ধৈর্য ধারণ করলেও তাদের আবাস হবে জাহান্নাম, আর তারা অনুগ্রহ চাইলেও তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবেনা।	فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۚ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ۝
২৫. আমরা তাদের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম অনেক বন্ধু ও সাথি, যারা তাদের সামনের পেছনের সবকিছু তাদেরকে শোভনীয় করে দেখিয়েছিল। ফলে তাদের উপর (শাস্তির) বাণী সত্য সাব্যস্ত হয়, যেমনটি হয়েছিল তাদের আগেকার জিন ও মানুষদের জন্যে। শেষ পর্যন্ত তারা হয়েছেো চরম ক্ষতিগ্রস্ত।	وَقَبَضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ۝
২৬. কাফিররা বলে: ‘তোমরা এ কুরআন শুনবেনা এবং যেখানেই তা পাঠ করা হবে, হৈ হুটগোল সৃষ্টি করবে, যাতে করে তোমরা জমী হতে পারো।’	وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝
২৭. আমরা কাফিরদের আশ্বাদন করাবো কঠিন আযাবের স্বাদ এবং তাদের প্রতিফল দেবো তাদের নিকৃষ্ট কর্মকাণ্ডের।	فَلْيَذُوقُوا الْعَذَابَ شَدِيدًا ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
২৮. জাহান্নামই আল্লাহর দুশমনদের উপযুক্ত প্রতিফল। সেখানে থাকবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস। এ হলো আমাদের আযাত অস্বীকার করার প্রতিদান।	ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝
২৯. কাফিররা (সেদিন) বলবে: ‘আমাদের প্রভু! জিন ও ইনসানের যারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদের পদদলিত করবো, যাতে করে তারা অপদস্থ হয়।’	وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرَنَا الَّذِينَ أَصَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلُهُمُ تَحْتَ أَفْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْآسَفِينَ ۝
৩০. নিশ্চয়ই যারা বলে: ‘আল্লাহ্ আমাদের প্রভু’, অত:পর একথার উপর অটল-অবিচল থাকে, তাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল হয়ে বলে: “আপনারা ভয় পাবেন না, চিন্তিতও হবেননা। আপনারা খুশি হয়ে যান সেই জান্নাতের জন্যে যার ওয়াদা আপনাদের দেয়া হয়েছিল।	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَاؤُا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝
৩১. আমরা দুনিয়ার জীবনেও আপনাদের অলি (বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক) এবং আখিরাতেও। সেখানে আপনাদের জন্যে মওজুদ রয়েছে যা আপনাদের মন চাইবে এবং আপনাদের জন্যে মওজুদ রয়েছে যা আপনারা আদেশ করবেন সবই।	نَحْنُ أَوْلِيُّكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝

রাকু
০৩

রুকু
০৪

৩২. এ হলো পরম ক্ষমাশীল দয়াবানের পক্ষ থেকে আতিথ্য।”	نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾
৩৩. ঐ ব্যক্তির চাইতে সুন্দর কথা আর কে বলে, যে মানুষকে দাওয়াত দেয় আল্লাহর দিকে এবং আমলে সালেহ্ করে, আর বলে: ‘নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলিম (আল্লাহর অনুগত)।’	وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾
৩৪. ভালো আর মন্দ সমান নয়। মন্দকে দূরীভূত করো সর্বোত্তম (আচরণ) দিয়ে। তাহলে তোমার জানের শত্রুও হয়ে যাবে প্রাণের বন্ধু।	وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾
৩৫. এই মহৎ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা সবার অবলম্বন করে। এ গুণের অধিকারী হয় কেবল তারাই যারা অতীব ভাগ্যবান।	وَمَا يُكَلِّمُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَ مَا يُكَلِّمُهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾
৩৬. যদি শয়তান তোমাকে কোনো কুমন্ত্রণা দিচ্ছে বলে অনুভব করো, তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।	وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾
৩৭. তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাত, দিন এবং সূর্য ও চাঁদ। তোমরা সূর্যকে সাজদা করোনা, চাঁদকেও নয়। সাজদা করো আল্লাহকে, যিনি ওগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা সত্যি সত্যি তাঁর ইবাদত করো।	وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾
৩৮. কিন্তু তারা দম্ব করলেও যারা তোমার প্রভুর কাছে রয়েছে তারা কিন্তু তাঁর তসবিহ করে রাত-দিন এবং ক্লাস্তিবোধ করেনা। (সাজদা)	فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾ السَّجْدَةُ
৩৯. তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তুমি জমিনকে দেখতে পাও শুকনো ধূসর। কিন্তু যখনই আমরা তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়ে উঠে। যিনি এই মরা জমিনকে জীবিত করেন, তিনি অবশ্যি মৃতদের পুনর্জীবিত করবেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّا تَرَى الْأَرْضَ حَاشِعَةً ۖ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُغْنِي الْمَوْتِ ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾
৪০. যারা বিকৃত করে আমাদের আয়াতকে, তারা	إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا

<p>আমাদের থেকে গোপন নয়। কিয়ামতের দিন যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে সে ভালো, নাকি যে নিরাপদে থাকবে, সে ভালো? তোমাদের যা ইচ্ছা করতে থাকো। নিশ্চয়ই তিনি দেখেন তোমরা যা আমল করো।</p>	<p>يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ حَذِيرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي أَمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥٠﴾</p>
<p>৪১. যারা যিকির (কুরআন) আসার পর তার প্রতি কুফুরি করেছে, (তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব), তাদের জেনে রাখা উচিত, এ এক মহাশক্তিশ্বর কিতাব।</p>	<p>إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٥١﴾</p>
<p>৪২. এ কিতাবে সামনে বা পেছনে থেকে কোনো বাতিল প্রবেশ করতে পারেনা। এটি নাযিল হয়েছে মহাজ্ঞানী সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে।</p>	<p>لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٥٢﴾</p>
<p>৪৩. (হে নবী! কাফিরদের পক্ষ থেকে) তোমাকে এমন কিছুই বলা হয়নি, যা তোমার পূর্বকার রসূলদের বলা হয়নি। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু বড়ই ক্ষমাওয়ালা, আবার কঠিন শাস্তিদাতাও।</p>	<p>مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ الِيمِ ﴿٥٣﴾</p>
<p>৪৪. আমরা যদি এটিকে অনারবি ভাষার কুরআন করতাম, তারা অবশ্যি বলতো: ‘এর আয়াতগুলো (আমাদের ভাষায়) কেন ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়নি। এটা কেমন ব্যাপার, কিতাব হলো অনারবি আর রসূল হলো আরব?’ হে নবী! বলো: ‘এ কুরআন মুমিনদের জন্যে জীবন পদ্ধতির দিশারি এবং নিরাময়। আর যারা ঈমান আনেনা, তাদের কানে তুলা এবং এ কুরআন তাদের জন্যে একটা অন্ধত্ব। এরা এমন, যেনো তাদের ডাকা হচ্ছে বহুদূর থেকে।’</p>	<p>وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَسَىٰ أُولَئِكَ يَنْتَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٤﴾</p>
<p>৪৫. আমরা মূসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তা নিয়েও মতভেদ করা হয়েছিল। যদি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকতো, তাহলে তাদের মাঝে ফায়সালা হয়ে যেতো। আসলে তারা এ বিষয়ে রয়েছে বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।</p>	<p>وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُريبٍ ﴿٥٥﴾</p>
<p>৪৬. যে ভালো কাজ করে, সে তা করে নিজের কল্যাণেই, আর যে মন্দ কাজ করে তার প্রতিফল সে নিজেই ভোগ করবে। তোমার প্রভু তাঁর দাসদের প্রতি বিন্দুমাত্র যালিম নন।</p>	<p>مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥٦﴾</p>

পারা
২৫

৪৭. কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহ্ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। তাঁর এলেম ছাড়া কোনো ফল আবরণ থেকে বের হয়না, কোনো নারী গর্ভ ধারণ করেনা এবং সন্তানও প্রসব করেনা। যেদিন তাদের ডেকে বলা হবে: ‘কোথায় তোমাদের বানানো শরিকরা?’ তারা বলবে, আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে বলছি: ‘এ ব্যাপারে আমাদের কেউই কিছু সচোক্ষে দেখিনি।’

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْبَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا اذْنُكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ۝

৪৮. দুনিয়ার জীবনে তারা যাদের ডাকতো, সেদিন তারা সবাই তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে, তখন তারা উপলব্ধি করবে, তাদের রক্ষা পাওয়ার কোনো পথ নেই।

وَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ ۝

৪৯. মানুষ অর্থ সম্পদ প্রার্থনার ক্ষেত্রে কোনো ক্লাস্তিবোধ করেনা। কিন্তু যখন তাকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে, তখন সে নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে।

لَا يَسْتَكْمِلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ۝

৫০. আমরা যখন দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর তাকে আমাদের রহমত আশ্বাদন করাই, তখন সে বলে: ‘এটা তো আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করিনা যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমি যদি আমার প্রভুর কাছে ফিরেও যাই, তার কাছে তো আমার জন্যে কল্যাণই থাকবে।’ আমরা কাফিরদের অবশ্যি তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবো এবং তাদের আশ্বাদন করাবো শক্ত আযাব।

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝

৫১. আমরা যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দূরে সরে যায়, আবার যখন তাকে স্পর্শ করে দুঃখ-দুর্দশা, তখন সে নিরত হয় দীর্ঘ প্রার্থনায়।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ۝

৫২. বলো: ‘তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নায়িল হয়ে থাকে আর তোমরা তা অস্বীকার করো, তবে যে ব্যক্তি বিরোধিতায় বহুদূর এগিয়ে গেছে তার চাইতে বড় বিপথগামী আর কেউ আছে কি?’

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

৫৩. আমরা অচিরেই তাদের দেখাবো আমাদের নিদর্শনাবলি মহাবিশ্বে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, তখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কুরআন এক মহাসত্য। তোমার প্রভুর ব্যাপারে কি একথা যথেষ্ট নয় যে, তিনি প্রতিটি বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী?

سَرِيرُهُمْ أَيْتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

৫৪. সাবধান, তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে সন্দেহে নিমজ্জিত। জেনে রাখো, আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তু পরিবেষ্টন করে আছেন।

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيقَةٍ مِنَ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ۝

রুকু
০৬

সূরা ৪২ আশ শূরা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৫৩, রুকু সংখ্যা: ০৫

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত+আলোচ্য বিষয়)

- ০১-১২: যারা আল্লাহর সাথে শরিক করে, তাদের রক্ষক আল্লাহ, শরিকরা নয়। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য। আল্লাহ অনুপম। তাঁর মতো কেউ এবং কিছুই নেই। মহাবিশ্বের ভাঙারের চাবিকাঠি তাঁর হাতে।
- ১৩-১৯: মুহাম্মদ সা. সেই দীনেরই বাহক, পূর্ববর্তী রসূলরা যে দীনের বাহক ছিলেন। যারা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ করে তারা নিমজ্জিত চরম বিভ্রান্তিতে।
- ২০-২৯: যে আখিরাতের ফসল চায় আল্লাহ তার আখিরাতের ফসল বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং মুমিনদের ডাকে সাড়া দেন।
- ৩০-৩৫: মসিবত মানুষের কর্মফল।
- ৩৬-৪৩: আখিরাতকে অধাধিকার দানকারী মুমিনদের বৈশিষ্ট্য।
- ৪৪-৪৮: যালিমদের পরকালীন দুরবস্থা। কিয়ামতের দিন যারা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তারাই আসল ক্ষতিগ্রস্ত। যারা নবীর দাওয়াতকে উপেক্ষা করে, নবী তাদের রক্ষক নন।
- ৪৯-৫৩: কাকে কি সম্ভান দিবেন এবং কাকে বক্ষ্যা করে রাখবেন তা আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ কোনো মানুষের সাথে সরাসরি ও প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে কথা বলেন না। অহি নাযিলের পদ্ধতি। কুরআন আল্লাহর নূর এবং মানবতার মুক্তির দিশারি।

সূরা আশ শূরা (পরামর্শ) পরম করুণাময় পরম দয়ালব আল্লাহর নামে	سُورَةُ الشُّرَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. হা মিম।	حُمِّ ①
০২. আঈন সিন কাফ।	عَسَق ①
০৩. (হে মুহাম্মদ!) এভাবেই মহাক্ষমতাবান মহাজ্ঞানী আল্লাহ তোমার প্রতি এবং আগের (নবী রসূলদের) প্রতি অহি করে আসছেন।	كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①
০৪. মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। তিনি সর্বোচ্চ, অতি মহান।	لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ①
০৫. (এই মহান আল্লাহর সাথেই তারা শিরক করছে, যার ফলে) তাদের উপর আকাশ ভেংগে পড়ার উপক্রম হয়েছে। (আল্লাহ এতোই মহান ও উদার যে,) তা সত্ত্বেও ফেরেশতারা তাদের প্রভুর প্রশংসার তসবিহ করার সাথে সাথে পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্যেও ক্ষমা ভিক্ষা করছে। এখনো সতর্ক হয়ে যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।	تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرُونَ مِنْ فَوْقِهِمْ ۚ وَإِلَهِكَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ إِلَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑤
০৬. যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অলি (বন্ধু, রক্ষক, প্রভু ও অভিভাবক) হিসেবে গ্রহণ করে, (তারা তো নিজেদের জন্যে অতি ঝুঁকো ও	وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ اللَّهُ

নিকৃষ্ট অলি গ্রহণ করে), প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই তাদের রক্ষক ও হিফায়তকারী। তুমি তাদের (কার্যক্রমের) জিহ্মাদার নও।

حَفِظْتُ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ①

০৭. (হে মুহাম্মদ!) এভাবেই আমি তোমার প্রতি আরবি ভাষায় একটি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে তুমি সতর্ক করে দিতে পারো মানব বসতির কেন্দ্র (মক্কা) এবং তার চারপাশের লোকদের। যেনো তুমি সতর্ক করতে পারো, সেদিনটি সম্পর্কে যেদিন সবাইকে (বিচারের জন্যে) একত্র করা হবে এবং সেদিনটির আগমন সম্পর্কে কোনোই সন্দেহ নেই। সেদিন একদল লোককে থাকতে দেয়া হবে জান্নাতে, আরেক দলকে নিক্ষেপ করা হবে প্রজ্জ্বলিত আগুনে।

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ②

০৮. আল্লাহ চাইলে তাদেরকে (মানুষকে) এক উন্মত্তে পরিণত করতে (এক আদর্শের অনুসারী জাতি বানাতে) পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন না, বরং তিনি যাকে চান তাকে নিজ রহমতের মধ্যে শামিল করে নেন। আর যালিমদের না আছে কোনো অলি, আর না আছে কোনো সাহায্যকারী।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ③

০৯. নাকি এরা আল্লাহকে ছাড়া অন্যদের অলি বানিয়ে নিয়েছে? অথচ আল্লাহই তো একমাত্র অলি। তিনিই তো মৃতকে জীবিত করেন আর একমাত্র তিনিই তো সক্ষম সবকিছু করতে।

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ④

১০. তোমরা যে ব্যাপারেই মতভেদ করো না কেন, তার ফায়সালা দেয়ার মালিক তো একমাত্র আল্লাহ। (হে মুহাম্মদ! ঘোষণা করে দাও) এই আল্লাহই আমার রব। তাঁর উপরই আমি আস্থা স্থাপন করেছি এবং (সকল ব্যাপারে) আমি কেবল তাঁরই দিকে প্রত্যাভর্তন করি।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ⑤

১১. মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীর তিনিই সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া (নারী-পুরুষ) সৃষ্টি করেছেন এবং অন্যান্য জীব-জানোয়ারেরও জোড়া সৃষ্টি করেছেন (তাদের প্রজাতি থেকেই)। এই (নারী-পুরুষ মিলন) প্রক্রিয়াতেই তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন। কিছুই নেই তাঁর মতো, তাঁর সদৃশ। সর্বশ্রোতা তিনি, সর্বদ্রষ্টা তিনি।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمِنَ الْإِنْعَامِ أَزْوَاجًا ۚ يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيَسَّ كَيْفُهُ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑥

১২. মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীর (সমস্ত সম্পদ ভান্ডারের) চাবিকাঠি তাঁরই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন, আর সীমাবদ্ধ করে দেন (যাকে ইচ্ছা)। (কারণ) সকল বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞানী।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑦

১৩. তিনি তোমাদের জন্যে স্থির করে দিয়েছেন সেই একই দীন (জীবন-পদ্ধতি), যা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা এখন আমরা অহি করছি (হে মুহাম্মদ!) তোমাকে। এটাই সেই দীন (জীবন-পদ্ধতি) যা আমরা স্থির করে দিয়েছিলাম ইবরাহিম এবং মুসা ও ঈসাকে। (তাদের সবাইকে নির্দেশ দিয়েছিলাম:) এই দীনকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে কোনো বিভক্তি সৃষ্টি করোনা। (হে মুহাম্মদ!) মুশরিকদের জন্যে (এই দীন) বড়ই অসহনীয়-যার দিকে তুমি তাদের ডাকছো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজের জন্যে মনোনীত করেন এবং তিনি নিজের দিকে পথ দেখান সে ব্যক্তিকেই, যে (অনুশোচনা, আনুগত্য ও) বিনয়ের সাথে তাঁর প্রতি রুজু হয়।

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا
وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا
الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى
الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ
مَنْ يُنِيبُ ۝

১৪. প্রকৃত জ্ঞান আসার পরেই লোকেরা বিভক্ত হয়ে পড়েছে নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক (স্বার্থগত) বাড়াবাড়ির কারণে। তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রদানের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে অবশ্যি তাদের এই (বিবাদ বিভক্তির) চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হতো। প্রথম দিকের লোকদের পরে যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা (আল্লাহর দীন ও কিতাব) সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে নিমজ্জিত রয়েছে।

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ
مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِيَ بَيْنَهُمْ
وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ
لَنَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ۝

১৫. এমতাবস্থায় তুমি সরাসরি কেবল আল্লাহর দীনের দিকেই মানুষকে আহ্বান করো এবং এর উপরই অটল অবিচল থাকো, যেভাবে তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। লোকেরা যা চায়, তা মেনে চলোনা; বরং তাদের বলো: ‘আমি তো আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি (তাই আমি এ কিতাব বাদ দিয়ে মানুষের ইচ্ছার অনুসরণ করতে পারিনা), তাছাড়া তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহই আমাদের প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। আমাদের কর্ম আমাদের জন্যে আর তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্যে। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোনো বিতর্ক নেই। একদিন আল্লাহ আমাদের সবাইকে একস্থানে জমায়েত করবেন আর শেষ পর্যন্ত সবাইকে ফিরে যেতে হবে তাঁরই কাছে।’

فَذِلِّكَ فَادَعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا أُنْزِلَ
اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ
اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَأَعْمَلَنَّا وَلكُمْ
أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

১৬. আল্লাহর দেয়া দীন ও জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করার পর যারা দীনের এই প্রকৃত অনুসারীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের প্রভুর দৃষ্টিতে তাদের এই বিতর্ক অর্থহীন-বাতিল। তাদের উপর আপত্তিত হয় প্রচণ্ড গজব। আর তাদের জন্যে রয়েছে দুঃসহ আযাব।

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝

১৭. আল্লাহ, নিঃসন্দেহে তিনিই নাযিল করেছেন ‘আল কিতাব’ (আল কুরআন) এবং ‘আল মীযান’ (জীবন-যাপনের সুষম বিধান)। তুমি কী করে জানবে হয়তো কিয়ামত একেবারে সন্নিহিতে?

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝

১৮. যারা ঐ দিনটিকে বিশ্বাস করেনা, তারা ই সে দিনটির জন্যে তাড়াহুড়া করে। আর যারা সে দিনটির প্রতি ঈমান এনেছে তারা তার ভয়ে ভীত। তারা জানে, সে দিনটি মহাসত্য। সাবধান! যারা সে দিনটির আগমন সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা নিমজ্জিত দূস্তর ভুলের মধ্যে।

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ إِلَّا الَّذِينَ يُبَارِزُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

রুকু
০২

১৯. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম দয়াবান। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবিকার প্রাচুর্য দিয়ে থাকেন। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝

২০. যে (নিজের কর্মের মাধ্যমে) আখিরাতের ফসল (পুরস্কার) কামনা করে, আমি প্রবৃদ্ধি দান করি তার সেই ফসলে। আর যে (নিজের কর্মের মাধ্যমে) পেতে চায় ইহজাগতিক ফসল (পুরস্কার), আমি তাকে সেখান থেকে কিছু অংশ দিয়ে থাকি। কিন্তু তার জন্যে কিছুই নেই আখিরাতে।

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝

২১. নাকি তারা আল্লাহর শরিকদার বানিয়ে নিয়েছে এবং সেই শরিকদাররা তাদের জন্যে এমন কোনো জীবন-বিধান প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (আখিরাতে) ফায়সালা করার ঘোষণা যদি দেয়া না থাকতো, তবে তাদের (এই বিরোধের) ফায়সালা (এখানেই) করে দেয়া হতো। আর এই যালিমদের জন্যে অবশ্যি রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

২২. তুমি দেখতে পাবে (বিচারের দিন) এই যালিমরা তাদের কৃতকর্মের জন্যে ভীত আতঙ্কিত। অথচ তা (আল্লাহর আযাব) তাদের উপর আপতিত হবেই। পক্ষান্তরে যারা ‘ঈমান এনেছে’ এবং ‘আমলে সালেহ’ করেছে, তারা বসবাস করবে জান্নাতের মনোরম বাগ-বাগিচায়। তারা যা যা ইচ্ছা করবে তাদের প্রভুর কাছে সবই পাবে। এ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ (Supreme Grace)।

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَةٍ أَلْبَنَةٍ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝

২৩. এটাই সেই মহোত্তম পুরস্কার, আল্লাহ এরই সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর সেইসব দাসদের, যারা ‘ঈমান এনেছে’ এবং ‘আমলে সালেহ’ করেছে। হে মুহাম্মদ! (তোমার জাতির লোকদের) বলো: ‘এর (এই দাওয়াত ও আহবানের) বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে আত্মীয়তার সৌজন্য ছাড়া আর কোনো প্রতিদান চাইনা।’ যে কল্যাণকর কাজ

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ

করে, আমি তাতে তার কল্যাণের মাত্রা বাড়িয়ে দিই। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল এবং ভালো কাজের মর্যাদা দানকারী।

২৪. নাকি তারা বলে: ‘সে (মুহাম্মদ) আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা-মনগড়া কথা বলছে?’ আল্লাহ চাইলে তোমার দিলে মোহর মেরে দিতে পারেন। আসলে আল্লাহ তো মিথ্যাকেই মুছে (নির্মূল করে) দেন, আর নিজ বাণী (আল কুরআন) দিয়ে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করে দেন সত্যকে। অবশ্যি তিনি মানব মনের গোপন বিষয়ও ভালোভাবে অবগত।

২৫. আর তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি নিজ বান্দাদের তওবা (অনুশোচনা) কবুল করেন এবং গুনাহ খাতা মার্ফ করেন। তিনি অবগত আছেন তোমরা যা করো।

২৬. যারা ‘ঈমান আনে’ এবং ‘আমলে সালেহ’ করে, তিনি তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাদের প্রতি বাড়িয়ে দেন নিজের অনুগ্রহ। অন্যদিকে রয়েছে কাফিররা, তাদের জন্যে রয়েছে শক্ত আযাব।

২৭. আল্লাহ যদি তাঁর সব বান্দাকেই অটল সম্পদ-সামগ্রী দান করতেন, তবে অবশ্যি তারা পৃথিবীতে বিদ্রোহ-বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হতো। বরং তিনি একটি পরিমাণ মতো নাযিল করেন-যা তিনি চান। নিজ বান্দাদের প্রতি তিনি পূর্ণ সতর্ক ও দৃষ্টিবান।

২৮. তিনিই সে মহীয়ান সত্তা, মানুষ নিরাশ হয়ে পড়ার পর যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাদের প্রতি বিস্তার করেন নিজের করুণা। আর তিনিই সপ্রশংসিত প্রকৃত অভিভাবক।

২৯. মহাবিশ্ব আর এই পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এগুলোতে তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন যেসব প্রাণীকুল, তাতে রয়েছে তাঁর অন্যতম নিদর্শন। যখন চাইবেন, তখনই তিনি এদের সবাইকে একত্র জমায়েত করতে সক্ষম।

৩০. তোমাদের জীবনে যে দুর্দশা-দুর্ঘটনাই (misfortune) ঘটে, তা তোমাদেরই হাতের কামাই। আর অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমাই করে দেন।

৩১. তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে পলায়ন করতে পারবেনা। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের না আছে কোনো অভিভাবক আর না আছে কোনো সাহায্যকারী।

৩২. সমুদ্রে চলমান পর্বতমালার মতো নৌযানগুলোও তাঁর অন্যতম নিদর্শন।

فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٤﴾

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِئَ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَنْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٥﴾

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٦﴾

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٧﴾

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۗ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٩﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ جَنْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٣٠﴾

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣١﴾

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣٢﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٣﴾

৩৩. তিনি চাইলে বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন, তখন নৌযানগুলো দাঁড়িয়ে থাকবে সমুদ্রের পিঠে। অবশ্যি এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে।

إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. কিংবা তাদের কৃতকর্মের জন্যে তিনি সেগুলোকে ডুবিয়েও দিতে পারেন। আর অনেক (বা অনেকের) অপরাধ তো তিনিই ক্ষমা করে দেন।

أَوْ يُوقِنُ أَنَّ بِهَا كَسَبًا وَآيَعُفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾

৩৫. যারা আমাদের আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, (এতে করে) তারা যেনো জানতে পারে তাদের আশ্রয়ের কোনো জায়গা নেই।

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّجِيصٍ ﴿٣٥﴾

৩৬. সুতরাং যা কিছু তোমাদের দেয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ভোগের সামগ্রী মাত্র। অন্যদিকে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, সেগুলো যেমনি উত্তম, তেমনি চিরস্থায়ী সেইসব লোকদের জন্যে, যারা ঈমান আনে এবং তারা তাদের প্রভুর উপর তাওয়াক্কুল করে;

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. যারা কবিরী গুনাহ ও অশ্লীল কাজ পরিহার করে চলে, এবং ক্রোধান্বিত হলে ক্ষমা করে দেয়;

وَالَّذِينَ يَخْتَفِرُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. যারা তাদের প্রভুর আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের বিষয়াদি পরিচালনা করে এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে খরচ করে;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. আর (তাদের উপর) অন্যায় অত্যাচার করা হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. মন্দের বিনিময় তো অনুরূপ মন্দ। তবে যে ক্ষমা করে দেয় এবং নিষ্পত্তি করে নেয়, তার পুরস্কার আল্লাহর জিম্মায়। তিনি অত্যাচারীদের মোটেও পছন্দ করেননা।

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. তবে যারা অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের অপরাধ ধরা হবেনা।

وَلَمَنِ اتَّقَصَّرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنَ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾

৪২. অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে তাদেরকে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায় বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

৪৩. যে সবার অবলম্বন করে এবং ক্ষমা করে দেয়, তার সে কাজ অবশ্যি আল্লাহর পছন্দনীয় মহোত্তম সংকল্পের কাজ।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

৪৪. আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করে দেন, আল্লাহ ছাড়া তার কোনো রক্ষাকারী নেই। এই যালিমরা যখন আযাবের সম্মুখীন হবে, তখন তুমি তাদের বলতে দেখবে: ‘(পৃথিবীতে) ফিরে যাবার কোনো পথ আছে কি?’

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَائِيٍّ مِنْ
بَعْدِهِ ۖ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ
يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ۝

৪৫. তুমি দেখতে পাবে, অবনত অপদস্থ করে এদের জাহান্নামে নেয়া হচ্ছে এবং নত চোখ বাঁকা করে তারা তাকে দেখছে। সেদিন মুমিনরা বলবে: ‘আসল ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা আজ নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।’ সাবধান, যালিমরা অবশিষ্ট থাকবে চিরস্থায়ী আযাবের মধ্যে।

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ
الدَّلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ۖ وَقَالَ
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
آلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۝

৪৬. আল্লাহ ছাড়া তাদের সাহায্য করার জন্যে তাদের আর কোনোই অলি-অভিভাবক থাকবেনা। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করে দেন, তার রক্ষা পাবার আর কোনো পথ থাকেনা।

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مِنْ سَبِيلٍ ۝

৪৭. সুতরাং, তোমরা আল্লাহর আহবানে সাড়া দাও (তার নির্দেশ মতো জীবন পরিচালনা করো) সেই দিনটি আসার আগেই, যার আগমন অপ্রতিরোধ্য। সেদিন তোমাদের কোনো আশ্রয়স্থল থাকবেনা এবং তোমাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করারও কেউ থাকবেনা।

إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۖ مَا لَكُمْ مِنْ
مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ۝

৪৮. এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমরা তো তোমাকে তাদের রক্ষক বানিয়ে পাঠাইনি। বার্তা পৌঁছে দেয়া ছাড়া তোমার কোনো দায় দায়িত্ব নেই। মানুষের অবস্থা তো হলো এই যে, আমরা যখন তাকে আমাদের রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, সে উল্লসিত হয়ে উঠে। আবার যখন তাদের কৃতকর্মের ফলে তাদের উপর দুঃখ দুর্দশা চেপে বসে, তখন মানুষ হয়ে পড়ে চরম অকৃতজ্ঞ।

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيفًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ ۚ وَإِنَّا إِذَا
أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَّ بِهَا
وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۝

৪৯. মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীর শাসন-কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনি তাই সৃষ্টি করেন, যা তিনি চান। তিনি যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে চান দান করেন পুত্র সন্তান।

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُخْلِقُ مَا
يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ إِنَآثًا وَيَهَبُ
لِمَنْ يَشَآءُ الذَّكَوٰرَ ۝

৫০. যাকে চান তিনি পুত্র-কন্যা উভয় সন্তানই দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা করে রাখেন বন্ধ্যা। তিনি সর্বজ্ঞানী এবং সর্বশক্তিমান।

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَآثًا وَيَجْعَلُ
مَنْ يَشَآءُ عَاقِبَةً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

৫১. কোনো মানুষকে এ মর্যাদা দেয়া হয়নি যে, আল্লাহ তার সাথে (সরাসরি) কথা বলবেন। তিনি কারো সাথে কথা বললে বলে থাকেন অহির (সুশ্রু ইংগিতের) মাধ্যমে, অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে, কিংবা তার কাছে বার্তাবাহক (ফেরেশতা) পাঠিয়ে দেন এবং সে তাঁর হুকুম মতো তিনি যা চান, তা অহি করে। নিঃসন্দেহে তিনি অতি মহান ও মহাবিজ্ঞ।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا
أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا
فَيُؤْتِي بِآذَانِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

৫২. (হে মুহাম্মদ) এ পদ্ধতিতেই আমরা আমাদের নির্দেশ (Command)-এর একটি ‘রূহ’ তোমার কাছে অহি করেছে। তুমি তো কিছুই জানতে না, কিভাবে কী? ঈমান কী? (আসল কথা হলো, আমরা তোমার কাছে প্রেরিত) সেই রূহটিকে (তোমার জন্যে) একটি আলোকবর্তিকা বানিয়ে দিয়েছি। এই আলোকবর্তিকা দিয়েই আমরা আমাদের দাসদের যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখিয়ে থাকি। আর নিঃসন্দেহে (হে মুহাম্মদ!) তুমি সিরাতুল মুস্তাকিমের (সঠিক পথের) দিকেই ডাকছো।

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا
مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ
نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

৫৩. (তুমি মানুষকে) সেই মহান (আল্লাহর) পথের দিকেই ডাকছো, মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীর সবকিছুর যিনি মালিক। সতর্ক হও, নিঃসন্দেহে সমস্ত বিষয় (চূড়ান্ত ফায়সালার জন্যে) ফিরে যায় আল্লাহরই কাছে।

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ
مَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ
الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

রুকু
০৫

সূরা ৪৩ আয যুখরুফ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৮৯, রুকু সংখ্যা: ০৭

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত+আলোচ্য বিষয়)

- ০১-২৫: কুরআন সংরক্ষিত আছে উম্মুল কিতাবে। সকল নবীর সাথেই বিদ্রূপ করা হয়েছে। মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানুষ আল্লাহর সাথে শরিক করে এবং আল্লাহর রসূলদের প্রত্যাখ্যান করে।
- ২৬-৩৫: শিরক করার কারণে ইবরাহিম তার পিতা ও জাতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। আল্লাহ অর্থনৈতিকভাবে মানুষের মর্যাদা উঁচু নিচু করেছেন যাতে তারা কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে।
- ৩৬-৪৫: যে আল্লাহর কিতাব থেকে বিমুখ হয়, আল্লাহ তার পিছে শয়তান লাগিয়ে রাখেন। তারা তাকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়। কুরআনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো।
- ৪৬-৫৬: মূসাকেও প্রত্যাখ্যান করেছিল ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ।
- ৫৭-৬৬: ঈসা আল্লাহর দাস। ঈসার দাওয়াত কী ছিলো?
- ৬৭-৮৯: দুনিয়ার বিপথগামী বন্ধুরা কিয়ামতের দিন পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে। আল্লাহর মুমিন দাসদের পরকালীন পুরস্কার। অপরাধীদের দূরবস্থা। ফেরেশতার মাধ্যমে মানুষের আমল রেকর্ড করে রাখছেন। মহাকাশ ও পৃথিবী সর্বত্র আল্লাহই একমাত্র ইলাহ। মুশরিকদের বানানো শরিকরা সুপারিশ করতে পারবে না।

সূরা আয যুখরুফ (স্বর্ণের সাজ সজ্জা) পরম করণাময় পরম দয়ালবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الزُّحُورِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. হা মিম!	حُمٌ ۝
০২. সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ!	وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝
০৩. আমরা এই কুরআন আরবি ভাষায় করেছি যেনো তোমরা বুঝতে পারো।	إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝
০৪. এটি আমাদের কাছে উম্মুল কিতাবে (মূল গ্রন্থে, Mother Book-এ) সংরক্ষিত আছে। এটি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, বিজ্ঞানময়।	وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَىٰ حَكِيمٌ ۝
০৫. যেহেতু তোমরা একটি সীমালংঘনকারী জাতি, সে জন্যে কি আমরা তোমাদের থেকে এই উপদেশ গ্রহণ পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেবো?	أَفَتَضَرِّبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝
০৬. আগেকার লোকদের কাছে আমরা বহু নবী পাঠিয়েছি।	وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ۝
০৭. যখনই তাদের কাছে কোনো নবী এসেছিল, তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিল।	وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝
০৮. তাদের আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম, তারা ছিলো এদের চাইতেও প্রবল শক্তিদ্বার। যারা অতীত হয়েছে এ রকমই ছিলো তাদের দৃষ্টান্ত।	فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَ مَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ۝
০৯. তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, কে সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ আর পৃথিবী? তারা অবশ্যি বলবে: ‘মহাশক্তিদ্বার মহাজ্ঞানী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সেগুলো।’	وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝
১০. তিনিই তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন শয্যা-সমতল এবং তাতে তোমাদের জন্যে তৈরি করে দিয়েছেন চলাচলের পথ, যাতে করে তোমরা সঠিক পথে চলতে পারো,	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝
১১. এবং তিনিই আসমান থেকে নায়িল করেন পানি পরিমাপ মতো, তা দিয়ে আমরা জীবিত করে তুলি মরা জমিনকে। এভাবেই পুনরুত্থিত করা হবে তোমাদেরকেও।	وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝
১২. তিনিই সৃষ্টি করেন প্রতিটি জিনিসের জোড়া, আর তিনিই তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেন নৌযান ও পশু, যাতে তোমরা আরোহণ করো।	وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۝
১৩. যাতে করে তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পারো। এবার তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন	لَتَسْتَثْوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا

তোমরা সেগুলোর উপর স্থির হয়ে বসো এবং বলো: “পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন এটিকে। আমরা তো এটাকে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না।

سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٧﴾

১৪. আমরা অবশ্যি ফিরে যাবো আমাদের প্রভুর কাছে।”

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٨﴾

১৫. কিন্তু তারা তাঁর দাসদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ (অংশীদার) সাব্যস্ত করে নিয়েছে। মানুষ একেবারেই সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٩﴾

১৬. তিনি কি নিজের সৃষ্টির মধ্য থেকে নিজের জন্যে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন, আর তোমাদের গুণাধিত করেছেন পুত্র সন্তান দিয়ে?

أَمْ اتَّخَذَ مِنَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿٢٠﴾

১৭. তারা রহমানের জন্যে যে দৃষ্টান্ত আরোপ করে, তাদের কাউকেও সেই (কন্যা সন্তানের) সংবাদ দেয়া হলে তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে জর্জরিত হয় দুঃসহ মর্ম বেদনায়।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٢١﴾

১৮. তারা কি আল্লাহ্র প্রতি এমন সন্তান আরোপ করে, যে অলংকারে সজ্জিত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং বিতর্কের ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট নয়?

أَوْ مَنْ يَنْشِؤُا فِي الْحَلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿٢٢﴾

১৯. ফেরেশতা, যারা রহমানের দাস, তাদেরকে তারা নারী গণ্য করে। তারা কি তাদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিলো? তাদের সাক্ষ্য অবশ্যি লিখে নেয়া হবে এবং তাদের জেরা করা হবে।

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثَاءً ۖ أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾

২০. তারা বলে? ‘রহমান চাইলে আমরা তাদের (ফেরেশতাদের) পূজা করতাম না।’ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই। তারা তো কেবল মনগড়া কথাই বলছে।

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٤﴾

২১. নাকি আমরা এই কুরআনের আগে তাদের কোনো কিতাব দিয়েছিলাম, এবং তারা সেটিকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরতে চাইছে?

أَمْ اتَّكَيْنُهمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَبْسِكُونَ ﴿٢٥﴾

২২. বরং তারা বলে: ‘আমাদের পূর্ব পুরুষদের আমরা একটি ধর্ম বিশ্বাসের উপর পেয়েছি, আমরা তাদেরই অনুসরণ করে চলবো।’

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢٦﴾

২৩. এভাবে তোমার আগে আমরা যখনই কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী (রসুল) পাঠিয়েছি, সেখানকার বিভ্রান্তী প্রভাবশালীরা বলেছে: ‘আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের একটি ধর্ম বিশ্বাসের উপর পেয়েছি। আমরা তাদেরই একতেন্দা (অনুকরণ) করে চলবো।’

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٧﴾

২৪. সেই সতর্ককারী তাদের বলতো: ‘তোমরা

قُلْ أَوْ لَوْ جِئْتُكُمْ بِآهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ

<p>তোমাদের পূর্ব পুরুষদের যে বিশ্বাস ও আচারের উপর পেয়েছো, আমি যদি তোমাদের জন্যে তার চাইতে উত্তম জীবন পদ্ধতি এনে থাকি, তবু কি তোমরা তাদের পদাংকই অনুসরণ করবে? তারা বলতো: ‘তোমরা যা নিয়ে এসেছো আমরা সেটার প্রতি কুফুরি (সেটা প্রত্যাখ্যান) করছি।’</p>	<p>عَلَيْهِ أَبَاءُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَفَرُونَ ﴿٣٧﴾</p>
<p>২৫. ফলে আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। এখন চেয়ে দেখো, প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কী রকম হয়ে থাকে?</p>	<p>فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٨﴾</p>
<p>২৬. স্মরণ করো, ইবরাহিম তার পিতাকে এবং তার জাতিকে বলেছিল: “আপনারা যাদের পূজা করছেন, আমি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।</p>	<p>وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٣٩﴾</p>
<p>২৭. আমার সম্পর্ক শুধু তাঁর সাথে গড়ে নিলাম, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন।”</p>	<p>إِلَّا الذِّئْبُ فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٤٠﴾</p>
<p>২৮. ইবরাহিম তার এই ঘোষণাকে স্থায়ী বাণী হিসেবে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্যে যাতে করে তারা ফিরে আসে (আল্লাহর দিকে)।</p>	<p>وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾</p>
<p>২৯. বরং আমিই তাদের এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের দিয়েছি ভোগের সামগ্রী, অবশেষে তাদের কাছে সত্য এসেছে এবং এসেছে এক সুস্পষ্ট বার্তাবাহক রসূল।</p>	<p>بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٤٢﴾</p>
<p>৩০. যখন তাদের কাছে সত্য এলো, তারা বললো: ‘এতো ম্যাজিক, আমরা একে প্রত্যাখ্যান করছি।’</p>	<p>وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٤٣﴾</p>
<p>৩১. তারা আরো বলেছে: ‘দুই জনপদের (মক্কা ও তায়েফের) কোনো মহান ব্যক্তিত্বের কাছে কেন এই কুরআন নাথিল হলোনা?’</p>	<p>وَقَالُوا لَوْلَا نُنَزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٤٤﴾</p>
<p>৩২. তারাই কি বণ্টন করে তোমার প্রভুর রহমত? আমরাই তো তাদের মাঝে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দেই পার্থিব জীবনে এবং একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠ করি মর্যাদায়, যাতে করে তারা একে অপরকে কাজ আদায় করার জন্যে (কর্মচারী) নিয়োগ করতে পারে। তারা যা সঞ্চয় করে তার চাইতে তোমার প্রভুর রহমতই শ্রেষ্ঠ।</p>	<p>أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٤٥﴾</p>
<p>৩৩. সত্য প্রত্যাখ্যান করে মানুষ একই পথের অনুসারী হয়ে পড়বে-এ আশঙ্কা না থাকলে রহমানের প্রতি যারা কুফুরি করে, তাদেরকে আমরা দিতাম তাদের ঘরের জন্যে রূপার ছাদ ও সিঁড়ি, যা দিয়ে তারা বেয়ে উঠে,</p>	<p>وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٤٦﴾</p>

রুকু
০৩

৩৪. আর তাদের ঘরের জন্যে দরজা এবং খাট পালঙ্ক -যাতে পিঠ রেখে তারা বিশ্রাম করে।	وَلِبَاسَاتٍ لَّهُمْ وَأَبْوَابًا وَسُرَرًا عَلَيْهَا يَتَكَلَّمُونَ ﴿٣٤﴾
৩৫. আর সোনার তৈরিও। আর এগুলো সবই তো দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সম্ভার। আর আখিরাতের সম্ভার (শান শওকত) তোমার প্রভুর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে মুত্তাকিনের জন্যে।	وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾
৩৬. যে ব্যক্তি রহমানের যিকির থেকে বিমুখ হয়ে জীবন যাপন করে, আমরা তার পেছনে নিয়োগ করে দেই একটা শয়তান, সে হয়ে যায় তার সংগি।	وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾
৩৭. এই শয়তানরাই মানুষকে বাধা দিয়ে রাখে আল্লাহর পথ থেকে। অথচ তারা মনে করে তারা সঠিক পথেই আছে।	وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾
৩৮. অবশেষে সে যখন আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়, তখন সে শয়তানকে বলে: ‘হায়, তোর এবং আমার মাঝে যদি পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব থাকতো।’ কতো যে নিকৃষ্ট সংগি এই শয়তান।	حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَتَّخِذُ الْفَرِيقَ ﴿٣٨﴾
৩৯. আজ তোমাদের এই অনুতাপ কোনো কাজেই আসবেনা যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করেছিলে। তোমরা সবাই শরিক হবে আযাবে।	وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾
৪০. তা হলে তুমি কি শুনাবে বধিরকে, কিংবা সঠিক পথ দেখাবে অন্ধকে, আর ঐ ব্যক্তিকে যে রয়েছে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে?	أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّمَ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾
৪১. আমরা যদি তোমাকে নিয়ে যাই, তবু তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবো।	فَأَمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَأَمَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٤١﴾
৪২. অথবা আমরা তাদেরকে শাস্তির যে ওয়াদা দিয়েছি তা যদি (তোমার জীবদ্দশাতেই) তোমাকে দেখাই। তাদের উপর আমাদের পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।	أَوْ نُرِيَنَّكَ الْآلِهَةَ وَاعْدُ لَهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾
৪৩. অতএব তোমার প্রতি যে অহি করা হয়েছে, তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো। অবশ্যি তুমি রয়েছে সিরাতুল মুস্তাকিমের (সরল সঠিক পথের) উপর।	فَاسْتَمْسِكْ بِالْأَيْدِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. এ কুরআন তোমার জন্যে এবং তোমার কণ্ঠের জন্যে একটি সম্মানের প্রতীক। শীঘ্রি এ (কুরআনের) বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।	وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾
৪৫. তোমার আগে আমরা যেসব রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের জিজ্ঞাসা করো, আমরা কি রহমানের পরিবর্তে অন্য ইলাহদের (দেবতাদের) নির্ধারণ করেছিল, যাদের ইবাদত করা যেতে পারে?	وَسَأَلْنَا مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

রুকু
০৪

৪৬. আমরা মুসাকে আমাদের নিদর্শনাবলি নিয়ে পাঠিয়েছিলাম ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। মুসা তাদের বলেছিল: ‘আমি রাসূলুলামিনের রসূল।’

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾

৪৭. সে যখন তাদের কাছে আমাদের নিদর্শনাবলি নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٥٧﴾

৪৮. আমরা তাদের যে নিদর্শনই দেখিয়েছি, সেটি ছিলো সেটির বোনের (অনুরূপ নিদর্শনের) চাইতে বড়। আমরা তাদের আযাব দিয়েছিলাম যাতে করে তারা ফিরে আসে।

وَمَا تُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾

৪৯. তারা (মুসাকে) বলেছিল: ‘হে ম্যাগেসিয়ান! তোমার পুত্রর কাছে তুমি সেই জিনিস প্রার্থনা করো যা তিনি তোমার সাথে অংগীকার করেছেন। তাহলে অবশ্য আমরা হিদায়াতের পথে চলে আসবো।’

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السُّحُرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۖ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٥٩﴾

৫০. তারপর যখনই আমরা তাদের থেকে আযাব দূরীভূত করে দিতাম, তখনই তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করতো।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٦٠﴾

৫১. ফেরাউন তার কওমের মধ্যে ঘোষণা করলো: “হে আমার জাতি! এই মিশর সাম্রাজ্যের মালিক কি আমি নই, এবং আমার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত এই নদীগুলোর? তোমরা কি দেখতে পাওনা?”

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٦١﴾

৫২. আর এই হীন স্পষ্ট কথা বলতে অক্ষম লোকটি থেকে আমিই তো শ্রেষ্ঠ।

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۚ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٦٢﴾

৫৩. তাকে কেন দেয়া হলো না সোনার কঙ্কন, কিংবা ফেরেশতারা কেন এলো না তার সাথে দলবদ্ধ হয়ে?”

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُفْتَرِينَ ﴿٦٣﴾

৫৪. এভাবে সে তার কওমকে হতবুদ্ধি করে দিলো, ফলে তারা তারই আনুগত্য করলো। তারা তো ছিলো এক সীমালংঘনকারী জাতি।

فَلَا تَحْزَنْ قَوْمَهُ ۚ فَاظْعَوْهُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٦٤﴾

৫৫. তারা যখন আমাদের ক্রোধান্বিত করলো, আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং ডুবিয়ে মারলাম তাদের সবাইকে।

فَلَمَّا أَسْفَوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

৫৬. তারপর পরবর্তীদের জন্যে আমরা তাদের করে রাখলাম অতীত (ইতিহাস) আর উদাহরণ।

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٦٦﴾

৫৭. যখন মরিয়ম পুত্রের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার কওম তাতে শোরগোল বাধিয়ে দেয়।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٦٧﴾

৫৮. তারা বলে: ‘আমাদের ইলাহরা (দেবতারা) শ্রেষ্ঠ নাকি সে (ঈসা)?’ তারা তো কেবল বাগড়া বাধানোর উদ্দেশ্যেই তোমাকে এসব বলে। আসলেই তারা একটি বাগড়াটে কওম (জাতি)।

وَقَالُوا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِيصُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯. সে তো আমার এক দাস ছাড়া আর কিছু নয়। তার প্রতি আমরা অনুগ্রহ করেছি। আর তাকে বানিয়েছি বনি ইসরাঈলের জন্যে দৃষ্টান্ত।

اِنَّ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي اِسْرَءٰٓءِيْلَ ﴿٥٩﴾

৬০. আমরা চাইলে তোমাদের পরিবর্তে (এখানে) ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, তখন তারা পৃথিবীতে তোমাদের উত্তরাধিকারী হতো।

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلَٔئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُقُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬১. ঈসা তো কিয়ামতের জ্ঞানের একটি নিশ্চিত নিদর্শন। সুতরাং তোমরা কিয়ামতের প্রতি সন্দেহ করোনা, আমাকে অনুসরণ করো। এটাই সিরাতুল মুসতাকিম (সরল সঠিক পথ)।

وَ اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنْ بِهَا وَ اتَّبِعُوْنِ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾

৬২. শয়তান যেনো তোমাদের কিছুতেই সঠিক পথ থেকে বাধা দিতে না পারে। জেনে রাখো, সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন।

وَلَا يَصْدَقْكُمْ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٢﴾

৬৩. ঈসা যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে এসেছিল, সে বলেছিল: “আমি তোমাদের কাছে এসেছি হিকমা (প্রজ্ঞা) সহ এবং তোমরা যে ক’টি বিষয় নিয়ে ইখতেলাফ (মতভেদ) করছো তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্যে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

وَلَمَّا جَآءَ عِيسٰٓى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لَآبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِیْ تَخْتَلَفُوْنَ فِیْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيعُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪. আল্লাহই আমার রব (প্রভু) এবং তোমাদেরও রব, সুতরাং তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো, এটাই সিরাতুল মুসতাকিম।”

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّیْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৫. কিন্তু তাদের বিভিন্ন দল মতানৈক্য সৃষ্টি করলো। সুতরাং যালিমদের জন্যে রয়েছে দুর্দশা এক বেদনাদায়ক দিনের আযাবের।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابٍ یُّوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٦٥﴾

৬৬. তারা কি অপেক্ষা করছে তাদের অজ্ঞাতে আকস্মিক কিয়ামত এসে পড়ার জন্যে?

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭. সেদিন বন্ধুরা পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে, মুত্তাকিরা ছাড়া।

اَلْاَخْلَآءُ یُّوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮. হে আমার দাসেরা! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই, দুশ্চিন্তাও নেই,

یُعْبَادُ لَا خَوْفٌ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ وَ لَا اَنْتُمْ تَخْرَنُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯. তোমরা যারা ঈমান এনেছো আমাদের আযাতের প্রতি এবং মুসলিম হয়েছিলে,

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاٰیٰتِنَا وَ كَانُوْا مُسْلِمِیْنَ ﴿٦٩﴾

৭০. তোমরা দাখিল হও জান্নাতে তোমাদের স্ত্রী/স্বামীকে নিয়ে আনন্দচিহ্নে।

اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১. সোনার থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদের তাওয়াফ করা হবে। সেখানে থাকবে সেসবই, যা মন চাইবে এবং যাতে চোখ জুড়াবে। সেখানে চিরস্থায়ী হবে তোমরা।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَ أَكْوَابٍ وَ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَ أَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥١﴾

৭২. এই সেই জান্নাত, যার ওয়ারিশ তোমাদের বানানো হয়েছে তোমাদের কর্মফল হিসেবে।

وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٢﴾

৭৩. তোমাদের জন্যে তাতে রয়েছে প্রচুর ফলফলারি, তা থেকে তোমরা আহার করবে।

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥٣﴾

৭৪. অপরাধীরা থাকবে জাহান্নামের আযাবে চিরকাল।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٥٤﴾

৭৫. তাদের আযাব লাঘব করা হবেনা, সেখানে তারা থাকবে হতাশা নিরাশায় নিমজ্জিত।

لَا يُفَقِّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسُونَ ﴿٥٥﴾

৭৬. আমরা তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারাই যুলুম করেছে নিজেদের প্রতি।

وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٥٦﴾

৭৭. তারা চীৎকার করে বলবে: ‘হে মালিক ((জাহান্নামের কর্তা)! তোমার প্রভু যেনো আমাদের মরণ ঘটিয়ে দেয়।’ সে বলবে: ‘এভাবেই তোমাদের থাকতে হবে।’

وَ تَادُوا يَمْلِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْكَ رَبُّكَ قَالِ إِنَّكُمْ مُّكْرَهُونَ ﴿٥٧﴾

৭৮. (আল্লাহ বলবেন:) ‘আমরা তোমাদের কাছে সত্য পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলো সত্য অপছন্দকারী।’

لَقَدْ جِئْتُمُ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿٥٨﴾

৭৯. তারা কি কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে? কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী তো আমরা।

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٥٩﴾

৮০. নাকি তারা ধারণা করছে, আমরা তাদের গোপন বিষয় আর কানাঘুষার খবর রাখি না? হাঁ, আমাদের রসূলরা (দূতরা) তাদের সাথেই রয়েছে এবং রেকর্ড করছে।

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتَئِبُونَ ﴿٦٠﴾

৮১. তুমি বলো: ‘রহমানের যদি কোনো সন্তান থাকতোই, তবে আমি হতাম তার প্রথম ইবাদতকারী।’

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ ۖ لَّكَدٌ ۖ فَإِنَّا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴿٦١﴾

৮২. মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর প্রভু আরশের অধিপতির প্রতি তারা যা আরোপ করছে, তা থেকে তিনি পবিত্র, মহান।

سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٦٢﴾

৮৩. সুতরাং যে দিনটির ওয়াদা তাদের দেয়া হয়েছে, তার সম্মুখীন হবার আগ পর্যন্ত তাদের বাকবিতর্ক এবং খেলতামাশা করার অবকাশ দাও।

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٦٣﴾

৮৪. আসমাণেও তিনি ইলাহ, পৃথিবীতেও তিনিই ইলাহ, তিনি মহাপ্রজাবান, মহাজ্ঞানী।

وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ ۖ وَ فِي الْأَرْضِ إِلَهٌ ۖ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٦٤﴾

৮৫. কতো যে বরকতওয়ালা মহান তিনি, মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর কর্তৃত্ব যার। কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে কেবল তাঁরই কাছে, আর সবাইকে ফেরত নেয়া হবে কেবল তাঁরই দিকে।	وَتَبَرَّكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾
৮৬. তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকে, তারা শাফায়াতের মালিক নয়। তবে যারা সত্যের সাক্ষ্য দেয় এবং জানে তারা ছাড়া।	وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾
৮৭. তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো: কে সৃষ্টি করেছে তাদের? তারা অবশ্য বলবে: ‘আল্লাহ’, তবু কোথায় ফিরে যাচ্ছে তারা?	وَلَيْتِنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٤١﴾
৮৮. তার (রসূলের) একথা আমার জানা আছে: ‘হে প্রভু! নিশ্চয়ই এরা এমন একটি মানব দল যারা ঈমান আনবেনা।’	وَقِيلَ لَهُ يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٢﴾
৮৯. (ঠিক আছে,) তুমি তাদের উপেক্ষা করো এবং বলো: ‘সালাম’। অচিরেই তারা জানতে পারবে।	فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

রুকু
০৭

সূরা ৪৪ আদ দুখান

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৫৯, রুকু সংখ্যা: ০৩

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত+আলোচ্য বিষয়)

০১-০৭: কুরআন নাযিলের রাতের মর্যাদা, মহাবিশ্বের প্রভু আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন।

০৮-১৬: একদিন মহাকাশ ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। সব মানুষ ধোঁয়ায় ঢাকা পড়বে।

১৭-৩৩: ফেরাউনের হাতে বনি ইসরাঈলীদের পরীক্ষা।

৩৪-৫৯: পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীদের ভ্রান্তি। পাপিষ্ঠদের পরকালীন খাদ্য হবে যাক্কুম গাছ ও প্রচণ্ড গরম পানি। মুত্তাকিদের পরকালীন নিরাপত্তা ও নিয়ামত। কুরআনকে সহজ করা হয়েছে উপদেশ গ্রহণের জন্য।

সূরা আদ দুখান (ধোঁয়া)	سُورَةُ الزُّخُرُفِ
পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. হা মিম।	حَمْدٌ ﴿١﴾
০২. শপথ এই সুস্পষ্ট কিতাবের।	وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾
০৩. আমরা এটিকে নাযিল করেছি এক মুবারক রাতে। আমরা তো সতর্ককারী।	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴿٣﴾
০৪. সেই রাতে ফায়সালা করা হয় প্রতিটি বিজ্ঞানময় বিষয়	فِيهَا يَفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾
০৫. আমাদের নির্দেশক্রমে। আমরা তো রসূল পাঠিয়ে থাকি	أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾

০৬. তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ হিসেবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।	رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ①
০৭. তিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর প্রভু এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সেগুলোরও, যদি তোমরা একীন রেখে থাকো।	رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ②
০৮. কোনো ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। তিনি হায়াত দান করেন এবং মউত ঘটান। তিনিই তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের প্রভু।	لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْوَالِدِينَ ③
০৯. বরং তারা সন্দেহে থেকে খেলতামাশায় লিপ্ত হয়েছে।	بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ④
১০. অতএব তুমি অপেক্ষা করো সেই দিনটির যেদিন আসমান হয়ে পড়বে ঘোরতর ধোঁয়াচ্ছন্ন,	فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحٰنٍ مُّبِينٍ ⑤
১১. এবং তা ঢেকে ফেলবে সমস্ত মানুষকেও। এ হবে এক বেদনাদায়ক আযাব।	يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيمٌ ⑥
১২. তখন তারা বলতে থাকবে: ‘আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে সরিয়ে নাও আযাব। আমরা এখনই ঈমান আনছি।’	رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُّؤْمِنُوْنَ ⑦
১৩. কেমন করে তারা গ্রহণ করবে উপদেশ, অথচ তাদের কাছে এসেছিল একজন সুস্পষ্ট রসূল।	اَنۡى لَهُمُ الدِّكۡرَى وَقَدْ جَآءَهُمۡ رَسُوْلٌ مُّبِينٌ ⑧
১৪. তখন তারা একথা বলে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়: ‘এ তো এক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাগল।’	ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ⑨
১৫. আমি কিছু কালের জন্যে আযাব সরিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু তোমরা তো পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।	اِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنۡكُمۡ عَاثِدُوْنَ ⑩
১৬. যেদিন আমরা তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করবো, সেদিন অবশ্যি আমরা তোমাদের থেকে প্রতিশোধ নেবো।	يَوْمَ نَبۡطِشُ الْبَطۡشَةَ الْكُبۡرَى اِنَّا مُّنتَقِمُوْنَ ⑪
১৭. এদের আগে আমরা ফেরাউনের জাতিকেও পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের কাছে এসেছিল একজন সম্মানিত রসূল।	وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبۡلَهُمۡ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمۡ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ⑫
১৮. সে তাদের বলেছিল: “আল্লাহর বান্দাদের (বনি ইসরাঈলকে) আমার হাতে প্রত্যাৰ্পণ করো। আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল।	اَنۡ اَدۡوَا اِلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ اِنۡنِىۡ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ⑬
১৯. আল্লাহর বিরুদ্ধে বড়াই করোনা, আমি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি সুস্পষ্ট প্রমাণ।	وَ اَنۡ لَا تَعۡلُوْا عَلٰى اللّٰهِ اِنۡنِىۡ اَتِيۡكُمۡ بِسُلۡطٰنٍ مُّبِينٍ ⑭
২০. তোমরা যেনো আমাকে পাথর মেয়ে হত্যা করতে না পারো, সে জন্যে আমি আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভু (আল্লাহর) আশ্রয় গ্রহণ করেছি।	وَ اِنۡنِىۡ عُدۡتُ بِرَبِّىۡ وَرَبِّكُمۡ اَنۡ تَزۡجُمُوْا ⑮

২১. তোমরা যদি আমার প্রতি ঈমান না আনো, তাহলে আমার থেকে দূরে থাকো।”	وَإِنْ لَّمْ تُوْمِنُوا بِإِي فَاعْتَرِ لُونِ ۝
২২. অতঃপর মূসা তার প্রভুকে ডেকে বললো: ‘এরা তো এক অপরাধী জাতি।’	فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ۝
২৩. (তখন আমরা তাকে নির্দেশ দিয়েছি:) ‘তুমি রাতের বেলায় আমার দাসদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। পেছনে থেকে তোমাদের ধাওয়া করা হবে।’	فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ۝
২৪. সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, ওরা সেই বাহিনী যারা ডুবে মরবে।	وَأَثَرِكِ الْبَحْرَ رَهَوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ۝
২৫. কতো যে বাগবাগিচা আর ঝরণাধারা পেছনে রেখে এসেছিল তারা!	كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝
২৬. রেখে এসেছিল শস্য ক্ষেত, বিলাসবহুল প্রাসাদ,	وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝
২৭. আর কতো যে বিলাস সামগ্রী, যেগুলোতে তারা ছিলো উল্লাসে মত্ত।	وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكِيهِينَ ۝
২৮. এমনটিই ঘটেছিল, আর আমরা এসব কিছুর ওয়ারিশ বানিয়েছিলাম অপর একদল লোককে।	كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝
২৯. আসমান কিংবা জমিন কেউই তাদের জন্যে অশ্রুপাত করেনি এবং তাদের কোনো প্রকার অবকাশও দেয়া হয়নি।	فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ۝
৩০. (এভাবে) আমরা নাজাত (মুক্তি) দিয়েছিলাম বনি ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাকর আযাব থেকে,	وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝
৩১. ফেরাউনের কবল থেকে, সে ছিলো এক উদ্ধত সীমালংঘনকারী।	مِنْ فِرْعَوْنِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ۝
৩২. আমরা জেনে বুঝেই জমিনে তাদের দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব।	وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝
৩৩. আর আমরা তাদের দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলি, যাতে ছিলো সুস্পষ্ট পরীক্ষা।	وَأَتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ۝
৩৪. এখন কিনা এরা বলছে:	إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۝
৩৫. “আমাদের প্রথম মউত ছাড়া আর কিছু নেই, আমাদের পুনরুত্থিত করা হবেনা।	إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ۝
৩৬. তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব পুরুষদের উঠিয়ে এনে দেখাও।”	فَأْتُوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
৩৭. এরাই কি শ্রেষ্ঠ, নাকি তুচ্ছ জাতি এবং তাদের আগেকার লোকেরা? আমরা তাদের হালাক (ধ্বংস) করে দিয়েছিলাম, কারণ তারা ছিলো অপরাধী।	أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُّجْرِمِينَ ۝

৩৮. আমরা মহাকাশ, এই পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সবকিছু খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ۝
৩৯. আমরা এ দুটো (মহাকাশ ও পৃথিবী) বাস্তব কারণ ছাড়া সৃষ্টি করিনি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানেনা।	مَا خَلَقْنَاهَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝
৪০. বিচারের দিনই হলো তাদের মিকাত (শেষ সীমা ও শেষ সময়)।	إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝
৪১. সেদিন বন্ধু বন্ধুর উপকারে আসবেনা এবং সাহায্যও করা হবেনা তাদের।	يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝
৪২. তবে আল্লাহ যার প্রতি রহম করবেন, তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিদর, পরম করুণাময়।	إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝
৪৩. নিশ্চয়ই যাক্কুম গাছ হবে	إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ ۝
৪৪. পাপিষ্ঠদের খাদ্য,	طَعَامُ الْأَثِيمِ ۝
৪৫. গলিত তামার মতো ফুটতে থাকবে তাদের পেটে,	كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۝
৪৬. যেভাবে ফোটে টগবগে ফুটন্ত পানি।	كَغَلَى الْحَبِيمِ ۝
৪৭. (বলা হবে:) ওকে পাকড়াও করো এবং টেনে নিয়ে যাও জাহিমের (জাহান্নামের) মাঝখানে,	خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝
৪৮. তারপর তার মাথায় ঢালো টগবগে ফুটন্ত পানির আঘাব।	ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيمِ ۝
৪৯. (তাকে আরো বলা হবে:) স্বাদ গ্রহণ করো, তুমি ছিলে বড় ইযযতওয়ালা, অভিজাত।	ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۝
৫০. এ হলো সেই জিনিস, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।	إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ۝
৫১. নিশ্চয়ই মুত্তাকিরা থাকবে নিরাপদ জায়গায়	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۝
৫২. উদ্যানরাজি আর ঝরনাধারা সমূহের মাঝে,	فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝
৫৩. তারা সেখানে পরবে মিহি ও পুরো রেশমের পোশাক এবং বসবে মুখোমুখি হয়ে।	يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ۝
৫৪. এমনটিই ঘটবে, আর আমরা তাদের সংগিনী হিসেবে তাদের সাথে বিয়ে দেবো বড় চোখওয়ালা নারীদের।	كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۝
৫৫. সেখানে তারা সব রকমের ফলফলারি আনতে বলবে প্রশান্ত হৃদয়ে।	يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ۝

রুকু
০২

৫৬. প্রথম যে মৃত্যু হয়েছে তাছাড়া আর কোনো মৃত্যু তারা আশ্বাদন করবেনা এবং তাদের রক্ষা করা হবে জাহিমের (জাহান্নামের) আযাব থেকে।

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

৫৭. এসবই তোমার প্রভুর অনুগ্রহ। এটাই হবে মহাসাফল্য।

فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

৫৮. এই কুরআনকে আমরা তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

فَاتَّبَعْنَاهُ بِسَانَكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

৫৯. অতএব তুমি অপেক্ষা করো, তারাও প্রতিক্ষায়ই আছে।

فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ۝

সূরা ৪৫ আল জাসিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৩৭, রুকু সংখ্যা: ০৪

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত+আলোচ্য বিষয়)

০১-১১: মহাবিশ্বে মুমিনদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন। এই কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর দেয়া হিদায়াত।

১২-২১: আল্লাহ মহাবিশ্বের সবকিছু এবং সমুদ্রকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। যে ভালো কাজ করবে তাতে তারই কল্যাণ। বনি ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর বিশাল অনুগ্রহ সত্ত্বেও তারা আল্লাহর এই কিতাব নিয়ে মতভেদ করছে। মহানবী সা. কে প্রদত্ত শরিয়ত অনুসরণের নির্দেশ। কুরআন মহাসত্যের প্রমাণ।

২২-২৬: তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত অস্বীকারকারীদের ভ্রান্তযুক্তি।

২৭-৩৭: কিয়ামতের দিন বাতিলপন্থীরা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমলনামা সত্য কথা বলবে। আখিরাত অস্বীকারকারীদের পরকালীন অসহায়ত্ব।

সূরা আল জাসিয়া (নতজানু)	سُورَةُ الْجَاسِيَةِ
পরম করণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. হা মিম।	حَمْدٌ ۝
০২. এই কিতাব নাযিল হচ্ছে পরম পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে।	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝
০৩. নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবীতে রয়েছে বহু নিদর্শন বিশ্বাসীদের জন্যে,	إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝
০৪. তোমাদের সৃষ্টির মধ্যেও। আর জীবজন্তুর বিস্তারের মধ্যে রয়েছে নিদর্শন সেইসব লোকদের জন্যে যারা একীন রাখে।	وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝
০৫. যারা আকল (বুঝবুদ্ধি) খাটায়, তাদের জন্যে আরো নিদর্শন রয়েছে রাত আর দিনের পরিবর্তনের মধ্যে। আর আল্লাহ যে আসমান থেকে রিযিক	وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ

(পানি) নাযিল করেন এবং তা দিয়ে মরা জমিনকে জীবিত করেন তার মধ্যেও এবং বাতাসের গতি পরিবর্তনের মধ্যেও (রয়েছে নিদর্শন)।

بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑥

০৬. এগুলো আল্লাহর আয়াত আমরা তিলাওয়াত করছি তোমার প্রতি বাস্তবসম্মত ভাবে। সুতরাং তারা আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাঁর আয়াতের পরিবর্তে আর কোন্ হাদিসটার (কথাটার) প্রতি ঈমান আনবে?

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ⑦

০৭. প্রত্যেক কটর মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের জন্যে রয়েছে চরম দুর্ভোগ।

وَيُلْ لِّلْكَافِرِ أَقْالِكُ آثِيمٌ ⑧

০৮. সে আল্লাহর আয়াতের তিলাওয়াত শুনে, অথচ দাষ্টিকতার সাথে অবিচল থাকে (কুফুরির উপর) যেহেতু সে তা শুনেইনি। সুতরাং তাকে সংবাদ দাও বেদনাদায়ক আযাবের।

يَسْمَعُ آيَاتَ اللَّهِ تَتْلُو عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُنْتَكِبًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ⑨

০৯. যখন সে আমার কোনো আয়াত অবগত হয়, তা নিয়ে বিদ্রূপ করে। এদের জন্যে রয়েছে অপমানকর আযাব।

وَ إِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑩

১০. তাদের পেছনেই রয়েছে জাহান্নাম। তাদের অর্জনসমূহ তাদের কোনো কাজেই আসবেনা। আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদের অলি বানিয়ে নিয়েছিল তারাও তাদের কোনো কাজে আসবেনা। তাদের জন্যে রয়েছে বিশাল আযাব।

مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑪

১১. এ (কুরআন) জীবন যাপনের দিশারি। যারা তাদের প্রভুর আয়াতের প্রতি কুফুরি করে তাদের জন্যে রয়েছে অতিশয় বেদনাদায়ক আযাব।

هَذَا هُدًى وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ⑫

১২. আল্লাহই সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং তোমরা সন্ধান করতে পারো তাঁর অনুগ্রহ এবং যাতে করে তোমরা শোকর আদায় করো।

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑬

১৩. তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর অনুগ্রহে। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্যে।

وَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ⑭

১৪. (হে নবী!) তাদের বলো: যারা ঈমান এনেছে, তারা যেহেতু ঐ লোকদের ক্ষমা করে দেয়, যারা আল্লাহর দিনগুলোর প্রত্যাশা করেন। এর কারণ, প্রত্যেক কওমকে তার কর্মের প্রতিদান দেবেন আল্লাহ নিজেই।

قُلْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِّلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑮

রকু
০১

১৫. যে কেউ আমলে সালেহ্ করবে, সে তা করবে নিজেরই জন্যে। আর যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তা করবে নিজেরই বিরুদ্ধে। তারপর তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে তোমাদেরই প্রভুর কাছে।

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَ مَنْ أَسَاءَ
فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

১৬. আমরা বনি ইসরাঈলকে কিতাব দিয়েছিলাম, আরো দিয়েছিলাম কর্তৃত্ব আর নবুয়্যত। তাছাড়া আমরা তাদের উত্তম জীবিকা দিয়েছিলাম এবং তাদের মর্যাদা দিয়েছিলাম জগদ্বাসীর উপর।

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَ
الْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

১৭. আমরা তাদেরকে দীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলাম। তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর তারা পরস্পর বিদ্বেষের কারণে বিরোধিতা করেছিল। তারা যে বিষয়ে বিরোধিতা করে কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন তোমার প্রভু।

وَأْتَيْنَاهُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا
إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾

১৮. তারপরে আমরা তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ শরিয়তের উপর। অতএব তুমি কেবল এ শরিয়তকেই অনুসরণ করো। অঙ্গদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করোনা।

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ
فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

১৯. আল্লাহর মোকাবেলায় তারা তোমার কোনো উপকারই করতে পারবেনা। যালিমরা পরস্পরের অলি (বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক), আর আল্লাহ হলেন মুত্তাকিদের অলি।

إِنَّهُمْ لَنْ يَغْنُؤُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

২০. এ কুরআন মানুষের জন্যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী লোকদের জন্যে পথনির্দেশ ও রহমত।

هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَ رَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾

২১. দুষ্কৃতকারীরা কি ধরে নিয়েছে যে, আমরা জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে ঐসব লোকদের সমতুল্য গণ্য করবো, যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে? তাদের সিদ্ধান্ত খুবই মন্দ।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ
أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ ۚ سَوَاءٌ مَّخْيَأَهُمْ وَمِمَّاتُهُمْ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

২২. আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ ও পৃথিবী সত্য ও বাস্তবতার সাথে এবং যাতে করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্ম অনুযায়ী দেয়া যেতে পারে প্রতিদান। কোনো প্রকার যুলুম করা হবেনা তাদের প্রতি।

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখোনি, যে নিজের কামনা বাসনাকে নিজের ইলাহ্ (হুকুমকর্তা) বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ জ্ঞানের ভিত্তিতে বিভ্রান্ত করে দিয়েছেন তাকে, তার কান ও অন্তরে সীলমোহর করে দিয়েছেন, আর তার চোখে ফেলে দিয়েছেন আবরণ? ফলে আল্লাহ্ ছাড়া তাকে আর কে সঠিক পথ দেখাবে? তোমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَحَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾

২৪. তারা বলে: ‘আমাদের এ জীবনের পরে আর কোনো জীবন নেই। এখানেই আমাদের জীবন মৃত্যু ঘটবে এবং কাল (সময়) ছাড়া আর কোনো কিছুই ধ্বংস করেনা আমাদের।’ অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা তো কেবল মনগড়া কথাই বলে চলেছে।

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٣٤﴾

২৫. যখন তাদের কাছে আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের কাছে আর কোনো যুক্তিই থাকে না। তখন তারা শুধু একথাই বলে: ‘তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব পুরুষদের পুনরুত্থিত করে এনে দেখাও।’

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّبُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٥﴾

২৬. তুমি বলো: ‘আল্লাহ্ই তোমাদের হায়াত দান করেন এবং মউত ঘটান, অতঃপর তিনিই তোমাদের কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করে একত্রিত করবেন, এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। তবে অধিকাংশ মানুষই জানেনা।’

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

রুকু
৩৩

২৭. মহাকাশ এবং পৃথিবীর কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্র। যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে মিথ্যাবাদীরা।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِنُ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٣٧﴾

২৮. সেদিন তুমি দেখবে, প্রতিটি উম্মত (সম্প্রদায়) ভয়ে নতজানু। প্রতিটি উম্মতকে ডাকা হবে তাদের কিতাবের (আমলনামার) দিকে। বলা হবে: আজ প্রতিদান ও প্রতিফল দেয়া হবে তোমাদের দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের।

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَآئِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ۚ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾

২৯. এই যে আমাদের করা রেকর্ড, এটি কথা বলবে তোমাদের বিরুদ্ধে একেবারে সত্য ও হুবহু। তোমরা পৃথিবীর জীবনে যা করতে আমরা সবই রেকর্ড করে রেখেছি।

هَٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾

৩০. যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে, তাদের অবস্থা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের প্রভু তাদের দাখিল করবেন তাঁর রহমতে (জান্নাতে)। এটাই সুস্পষ্ট সফলতা।	فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾
৩১. যারা কুফুরি করেছে, তাদের বলা হবে: তোমাদের প্রতি কি আমাদের আয়াত তিলাওয়াত করে (তোমাদের দাওয়াত) দেয়া হয়নি? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে অপরাধী গোষ্ঠী।	وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ أَفَلَمْ تَكُنْ أَتَقَىٰ تُثَلَّىٰ عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرْتُمْ ۖ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣١﴾
৩২. যখন বলা হতো: ‘আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিয়ামত সত্য, তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই।’ তখন তোমরা বলতে: ‘কিয়ামত কী? আমরা তা বুঝি না, আমরা মনে করি এটা একটা অলীক ধারণা মাত্র, আমরা এতে বিশ্বাসী নই।’	وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ۚ إِنْ نَنْظُرُ إِلَّا طَنَآءٌ ۖ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِينَ ﴿٣٢﴾
৩৩. তখন তাদের সমস্ত বদ আমল তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে বিষয়টা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করতো, সেটা তাদের পরিবেষ্টন করে নেবে।	وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا ۖ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾
৩৪. তাদের বলা হবে: “আজ আমরা তোমাদের ভুলে থাকবো, যেভাবে তোমরা আজকের সাক্ষাতের বিষয়টাকে ভুলে ছিলে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।	وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٣٤﴾
৩৫. এর কারণ, তোমরা আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিদ্রূপ করেছিলে এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদের প্রতারণা করে রেখেছিল। সুতরাং সেদিন তাদের জাহান্নাম থেকে বের করা হবেনা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেরও কোনো সুযোগ দেয়া হবেনা।”	ذَٰلِكُمْ بِأَنكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَعَزَّيْتُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহাকাশ ও পৃথিবীর প্রভু আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের জন্যে।	قُلِ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾
৩৭. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার কেবল তাঁরই এবং তিনি মহাশক্তিধর মহাপ্রজ্ঞাবান।	وَلَهُ الْكِبَرِيَّاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

সূরা ৪৬ আল আহকাফ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৩৫, রুকু সংখ্যা: ০৪

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০৬: যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করে, তাদের অসহায়ত্ব।
 ০৭-১২: আল্লাহ্র কিতাব ও রিসালাতকে অস্বীকার করার ভ্রান্তি।
 ১৩-২০: আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসীদের কোনো ভয় থাকবে না। বাবা মার প্রতি ইহুসানের নির্দেশ। মুমিন পিতা মাতার অবাধ্য হওয়ার মন্দ পরিণতি।
 ২১-২৮: অতীত জাতিগুলো নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করায় তারা ধ্বংস হয়েছে।
 ২৯-৩৫: একদল জিনের কুরআন শুনা, ঈমান আনা এবং নিজেদের জাতির কাছে দাওয়াত দানের বিবরণ।

সূরা আল আহকাফ (প্রাচীন শহর) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহ্র নামে	سُورَةُ الْأَحْكَافِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. হা মিম।	حَمْدٌ
০২. এ কিতাব নাযিল হচ্ছে মহাশক্তিশ্বর মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①
০৩. মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবই আমরা বাস্তবভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু কাফিররা উপেক্ষা করে চলছে, যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছে।	مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَآجَلٍ مُّسَمًّى ② الَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ③
০৪. হে নবী! বলো: ‘তোমরা ভেবে দেখেছো কি, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ডাকো, তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে? আমাকে দেখাও। নাকি আকাশ সৃষ্টিতে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে? পূর্বের কোনো কিতাব কিংবা সূত্রভিত্তিক কোনো জ্ঞান এ বিষয়ের থাকলে তোমরা তা হাজির করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।’	قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ④ إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ آثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑤
০৫. ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় বিভ্রান্ত আর কে, যে আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাকে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দেবে না? তারা তার ডাক শুনবে কী করে? তারা তো অচেতন।	وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ⑥
০৬. যেদিন মানুষকে হাশর করা হবে (বিচারের জন্যে), সেদিন তারা এদের শত্রু হয়ে যাবে এবং এরা তাদের ইবাদত (পূজা উপাসনা) করেছে বলে তারা অস্বীকার করবে।	وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ⑦
০৭. আমাদের স্পষ্ট আয়াতসমূহ যখন তাদের সামনে তিলাওয়াত করা হয়, তখন মহাসত্য তাদের কাছে পৌঁছার পর কাফিররা বলে: ‘এতো এক সুস্পষ্ট ম্যাজিক।’	وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ⑧

পারা
২৬

০৮. নাকি তারা বলে: ‘মুহাম্মদ এ কুরআন রচনা করেছে?’ তুমি বলো: ‘আমি যদি এটি রচনা করে আল্লাহর নামে চালাতাম, তবে তোমরা সবাই মিলেও কিছুতেই আমাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারতেনা। তোমরা যে বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছেো সে বিষয়ে আল্লাহই অধিক জানেন। এ বিষয়ে আমার এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। আর তিনি মহাক্ষমশীল মহাদয়্যাবান।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعِلُونَ فِيهِ كُفِيَ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑧

০৯. বলো: ‘আমি কোনো নতুন-অভিনব রসূল নই। আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে তা আমি জানি না। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা অহি করা হয় আমার কাছে। আমি একজন সুস্পষ্ট সত্যককারী ছাড়া আর কিছুই নই।

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑨

১০. বলো: তোমরা ভেবে দেখেছো কি, এ কুরআন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে আর তোমরা তা অস্বীকার করো, অথচ বনি ইসরাঈলের একজন সাক্ষী (আবদুল্লাহ ইবনে সালাম) এ কিতাবের প্রতি সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এটি (তাওয়াতেরই অনুরূপ) এবং সে ঈমান এনেছে, আর তোমরা হঠকারিতা প্রদর্শন করো, তাহলে তোমাদের পরিণাম কী হবে? নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনো যালিমদের সঠিক পথ দেখান না।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنْ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑩

১১. কাফিররা মুমিনদের বলে: ‘এটা (এই কুরআন) যদি ভালো হতো, তবে তারা আমাদের আগে তা গ্রহণ করতে পারতো না।’ আর যেহেতু তারা এর দ্বারা সঠিক পথ লাভ করেনি, তাই তারা বলে, ‘এটা পুরানো মিথ্যা।’

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ ⑪

১২. এর আগে ছিলো মুসার কিতাব পথ প্রদর্শক ও রহমত। আর এই কিতাব (কুরআন) সেটার সত্যায়নকারী, আরবি ভাষায়। এটি নাযিল করা হয়েছে যালিমদের সত্যক করার উদ্দেশ্যে এবং কল্যাণপরায়ণদের জন্যে এটি সুসংবাদ।

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَ هَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّنَذِرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ⑫

১৩. নিশ্চয়ই যারা বলে: ‘আল্লাহ আমাদের রব’, তারপর একথার উপর অটল অবিচল হয়ে থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ⑬

১৪. তারা হবে জান্নাতের অধিবাসী, চিরদিন থাকবে তারা সেখানে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান হিসেবে।

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑭

১৫. আমরা মানুষকে অসিয়ত (নির্দেশ) করেছি তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় আচরণ করতে। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সাথে, প্রসব করেছে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ

وَصَيَّنَّا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَ

করতে এবং তার বুকের দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। তারপর সে যখন সুঠাম দেহে পৌঁছে এবং উপনীত হয় চল্লিশ বছরে, তখন সে বলে: ‘আমার প্রভু! আমাকে তৌফিক দাও, আমি যেনো তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যে অনুগ্রহ তুমি করেছো আমার প্রতি এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি। আমাকে এমন আমলে সালেহ করার তৌফিক দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে, আর আমার জন্যে আমার সন্তানদের সৎ ও যোগ্য করে গড়ে তোলো। আমি তোমার দিকে মুখ ফেরালাম এবং অবশিষ্ট আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তরভুক্ত হলাম।’

حَنَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا
بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
أَوْرِغْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ
إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑤

১৬. এরাই সেইসব লোক আমরা যাদের উত্তম আমলসমূহ কবুল করবো এবং তাদের মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করে দেবো এবং তাদের অন্তরভুক্ত করবো জান্নাতের অধিবাসীদের। তাদের যে ওয়াদা দেয়া হলো তা সত্য ওয়াদা।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا
عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي
أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعَدَ الصَّادِقُ الَّذِي
كَانُوا يُوعَدُونَ ⑥

১৭. আর এমন লোকও আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে: ‘উহু, তোমাদের জ্বালাতনে আর বাঁচলাম না। তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হবো, যদিও আমার আগে বহু প্রজন্ম গত হয়েছে?’ তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে: ‘দুর্ভাগ তোমার! তুমি ঈমান আনো। আল্লাহর ওয়াদা সত্য।’ তখন সে বলে: ‘এতো আগেকার কালের কাহিনী ছাড়া কিছু নয়।’

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا
أَتَعِدُنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ
مِنْ قَبْلِي ۖ وَهُمَا يَسْتَكْبِرُونَ ۚ وَبَلَغَ
أَمِنٌ ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَيَقُولُ مَا هَذَا
إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑦

১৮. এদের আগে যে জিন ও মানবগোষ্ঠী গত হয়েছে তাদের মতো এদের প্রতিও আল্লাহর বাণী সত্য হয়েছে, নিশ্চয়ই এরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي
أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ
وَالنَّاسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ⑧

১৯. প্রত্যেকের মর্যাদা নির্ধারিত হবে তার আমল অনুযায়ী। প্রত্যেকের আমলেরই পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি করা হবেনা কোনো প্রকার যুলুম।

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ
أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يظْلَمُونَ ⑨

২০. যেদিন কাফিরদের উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের কিনারে, সেদিন তাদের বলা হবে: তোমরা তোমাদের পৃথিবীর জীবনেই যাবতীয় সুখ সজ্জাগ করে নিয়েছো। সুতরাং আজ তোমাদের প্রতিদান দেয়া হবে অপমানকর আযাব, কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দাঙ্কিতা প্রকাশ করেছিলে এবং সীমালংঘন করেছিলে।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ
أَذْهَبْتُمْ طِبَابِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ
اسْتَنْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ
الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ⑩

২১. স্মরণ করো, আদ জাতির ভাই (হুদের) কথা, সে তার আহকাফবাসী জাতিকে সতর্ক করেছিল। তার আগে পরেও সতর্ককারীরা বিগত হয়েছিল। সে তাদের বলেছিল: ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করোনা। আমি তোমাদের উপর এক কঠিন দিনের আযাবের আশংকা করছি।’

وَ اِذْ كُنَّا اَحَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرْتُ قَوْمَهُ
بِالْاَحْقَابِ وَ قَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ
اِنِّىْ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ①

২২. তারা বলেছিল: ‘তুমি কি আমাদেরকে আমাদের ইলাহদের (দেব-দেবীর) পূজা উপাসনা থেকে বারণ করতে এসেছো? তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে আমাদেরকে যে জিনিসের ভয় দেখাচ্ছে, তা এনে দেখাও।’

قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِنَاْفِكُنَا عَنْ اِلٰهَتِنَا فَاتِنَا
بِمَا تَعِدُّنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ②

২৩. সে বলেছিল: ‘সে জিনিসের এলেম তো কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আমাকে যে জিনিস নিয়ে পাঠানো হয়েছে আমি তোমাদেরকে কেবল সেই বার্তাই পৌছে দিচ্ছি। কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা তো একটি জাহেল কওম।’

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اُبَلِّغُكُمْ مَا
اُرْسِلْتُ بِهٖ وَ لِكِفٰی اَرْكُمْ قَوْمًا
تَّجْهَلُوْنَ ③

২৪. তারপর তারা যখন তাদের উপত্যকাসমূহের দিক থেকে মেঘ আসতে দেখলো, তখন তারা বললো: ‘এতো মেঘ, এখন আমাদের এখানে বৃষ্টিপাত হবে।’ হুদ বললো: ‘না, বরং এই তো সেই জিনিস, তোমরা যার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছিলে। এ হলো সেই ঝড় যাতে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।’

فَلَمَّا رَاُوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَّتِهِمْ
قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا
اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِیْهَا عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ④

২৫. এ ঝড় আল্লাহর নির্দেশে ধ্বংস করে দেবে সবকিছুই। তারপর যখন সকাল হলো, তখন বসতি ছাড়া সেখানে আর কিছুই ছিলনা। এভাবেই আমরা শাস্তি দিয়ে থাকি অপরাধীদের।

تُدْمِرُ كُلَّ شَیْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبِرْ اِلَّا
یُؤِیْ اِلَّا مَسْكِنُهُمْ ۚ کَذٰلِكَ نَجْزِی
الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ⑤

২৬. আমরা তাদেরকে যতোটা প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদের ততোটা প্রতিষ্ঠা দেইনি। আমরা তাদের দিয়েছিলাম শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তর। কিন্তু তাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তর তাদের কোনো কাজেই আসেনি, যেহেতু তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে করেছিল অস্বীকার। ফলে তাদের পরিবেষ্টন করে নিয়েছিল সেই জিনিস, যা নিয়ে তারা করতো বিদ্রূপ।

وَ لَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِیْمَا اِنْ مَكَّنَّكُمْ فِیْهِ وَ جَعَلْنَا
لَهُمْ سَبْعًا وَّ اَبْصَارًا وَّ اَفْئِدَةً ۖ فَمَا اَغْنٰی
عَنْهُمْ سَبْعُهُمْ وَّ لَا اَبْصَارُهُمْ وَّ لَا اَفْئِدَتُهُمْ
مِّنْ شَیْءٍ اِذْ كَانُوْا یَجْحَدُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ
وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ⑥

২৭. আমরা তোমাদের চারপাশের জনপদসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছিলাম এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমাদের নিদর্শনাবলি বর্ণনা করেছিলাম, যাতে করে তারা ফিরে আসে।

وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰی وَ
صَرَّفْنَا الْاٰیٰتِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ⑦

২৮. তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহর পরিবর্তে যেসব ইলাহ গ্রহণ করেছিল, তারা (সেসব ইলাহ) তাদের সাহায্য করলোনা কেন? বরং তখন তারা তাদের থেকে উধাও হয়ে

فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبٰنًا اِلٰهَةً ۚ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ

গিয়েছিল। তাদের মিথ্যা ও মনগড়া খোদাদের অবস্থা এ রকমই।

وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

২৯. স্মরণ করো, আমরা একদল জিনকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম। তারা কুরআন শুনছিল। যখন তারা সেখানে হাজির হয়েছিল, তারা বলেছিল: ‘নীরব থাকো, শুনো।’ যখন কুরআন পাঠ শেষ হলো, তখন তারা ফিরে গেলো তাদের কওমের কাছে সতর্ককারী হিসেবে।

وَ اِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ اِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۝

৩০. তারা গিয়ে বলেছিল: “হে আমাদের কওম! আমরা এমন একটি কিতাবের (কুরআনের) পাঠ শুনেছি, যা নাযিল হয়েছে মূসার পরে, এ কিতাব তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সত্যায়ন করে এবং পথ দেখায় সত্যের দিকে ও সরল সঠিক পথের দিকে।

قَالُوْا لَيَقُوْمَنَّ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ وَاِلَى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৩১. হে আমাদের কওম! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং ঈমান আনো তার প্রতি, তিনি ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের পাপসমূহ এবং তোমাদের রক্ষা করবেন বেদনাদায়ক আযাব থেকে।”

لَيَقُوْمَنَّ اٰجِبُوْا دَاۡعِيَ اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُّنُوْبِكُمْ وَيُجْزِئَكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْاٰلِیْمِ ۝

৩২. যে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ব্যর্থ করতে পারবে না। তার জন্যে আল্লাহর পরিবর্তে কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না। এরাই রয়েছে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।

وَمَنْ لَا يَجِبْ دَاۡعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمٰوٰتِ ۚ وَ لَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِہٖ اَوْلِیَآءٌ اُولٰٓئِكَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝

৩৩. তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ এবং পৃথিবী এবং এসবের সৃষ্টিতে তিনি কোনো প্রকার ক্লাস্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতেও সক্ষম। হ্যাঁ, তিনি প্রতিটি বিষয়েই সর্বশক্তিমান।

اَوْ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ یَغْنِ بِخَلْقِهِنَّ بِغَدْرِ عَلٰی اَنْ یُّحْیِی الْمَوْتٰی ۚ بَلٰی اِنَّهٗ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

৩৪. যেদিন কাফিরদের উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের কিনারে, তখন তাদের বলা হবে: ‘এ (জাহান্নাম) কি সত্য নয়?’ তারা বলবে: ‘হ্যাঁ, আমাদের প্রভুর শপথ, এটা সত্য।’ আল্লাহ বলবেন: ‘তোমাদের কুফুরি করার কারণে তোমরা আশ্বাদন করো আযাব।’

وَيَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا عَلٰی النَّارِ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوْا بَلٰی وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

৩৫. তুমি সবর অবলম্বন করো, যেমন সবর অবলম্বন করেছিল দৃঢ়তা অবলম্বনকারী রসূলরা। তুমি তাদের (কাফিরদের) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করোনা। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে সে জিনিসটা যেদিন তারা দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেনো দিনের ঘণ্টাখানেকের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটি (এই কুরআন) একটি সুস্পষ্ট বার্তা। ফাসিকদের (সীমালংঘনকারীদের) ছাড়া কাউকেও কি ধ্বংস করা হবে?

فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ كَاٰنُهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ مَا یُوعَدُوْنَ ۚ لَمْ یَلْبِثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۚ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ یُهْلِكُ اِلَّا الْقَوْمَ الْفٰسِقُوْنَ ۝

সূরা ৪৭ মুহাম্মদ

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৩৮, রুকু সংখ্যা: ০৪

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-১১: কাফিররা আল্লাহর পথে বাধাদান করে, তাই তাদের সব কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হয়ে যাবে। মুহাম্মদ সা. এর উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাদের সাহায্য করবেন, কারণ তিনি তাদের মাওলা। কাফিরদের কোনো মাওলা নেই।
- ১২-১৯: মুমিনদের প্রাপ্য জান্নাত আর কাফিরদের প্রাপ্য জাহান্নামের তুলনা। যারা হিদায়াতের পথে চলে আল্লাহ তাদের হিদায়াত ও তাকওয়া বাড়িয়ে দেন। নবীকে তাঁর ক্রটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ।
- ২০-৩০: মুনাফিক ও দুর্বল মুমিনদের অবস্থার বিবরণ। দুর্বলতার কারণ কুরআন অনুধাবন না করা। যারা ঈমানের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে, মৃত্যুকালে তাদের পেটানো হয়।
- ৩১-৩৮: আল্লাহ মুমিনদের পরীক্ষা করেন খাঁটি মুজাহিদদের বাছাই করার জন্য। কুফুরির উপর মৃত্যুবরণকারীদের আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহর পথে ব্যয়ে কৃপণতা করা মুমিনের কাজ নয়।

সূরা মুহাম্মদ পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ مُحَمَّدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. যারা কুফুরির পথ ধরেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছেন তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড।	الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ①
০২. আর যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে আর মুহাম্মদের প্রতি যা (যে কিতাব) নায়িল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে, আর তা তো তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে মহাসত্য, তিনি তাদের থেকে দূরীভূত করে দেবেন তাদের মন্দ আমলগুলো এবং সংশোধন করে দেবেন তাদের অবস্থা।	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ①
০৩. এর কারণ হলো, যারা কুফুরি করে তারা অনুসরণ করে মিথ্যা-বাতিলের। আর যারা ঈমান আনে তারা ইত্তেবা (অনুসরণ) করে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মহাসত্যের। এভাবেই আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন মানুষের জন্যে।	ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ①
০৪. তোমরা যখন যুদ্ধে কাফিরদের মোকাবেলা করবে, তখন তাদের গর্দানে আঘাত করবে এবং তাদেরকে কচু কাটা করে ছাড়বে। অবশেষে যখন তোমরা তাদের পরাস্ত করবে, তখন তাদের কষে বাঁধবে। তারপর হয় দয়া, নয়তো মুক্তিপণ। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যতোক্ষণ না যুদ্ধ তার অন্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই নিয়ম। আল্লাহ ইচ্ছা	فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوُثَاقَ فَمَا مَتًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ

করলে তাদের শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একের দ্বারা অন্যকে পরীক্ষা করতে। আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়, তিনি কখনো তাদের আমল বিনষ্ট করেন না।

بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۖ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝

০৫. তিনি তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং সংশোধন করে দেন তাদের অবস্থা।

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝

০৬. তিনি তাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পরিচয় তিনি তাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝

০৭. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো, তিনিও সাহায্য করবেন তোমাদের, এবং অটল অবিচল রাখবেন তোমাদের কদম।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝

০৮. আর যারা কুফুরি করেছে তাদের জন্যে রয়েছে দুর্দশা এবং তিনি বার্থ করে দেবেন তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَصَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝

০৯. এর কারণ, আল্লাহ যা (যে বিধান) অবতীর্ণ করেছেন তা তারা অপছন্দ করে, ফলে তিনি নিষ্ফল করে দেবেন তাদের সমস্ত আমল।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝

১০. তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখতে পায়না, তাদের আগেকার (প্রত্যাখ্যানকারীদের) কী পরিণতি হয়েছিল? আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আর এই কাফিরদের জন্যেও রয়েছে একই পরিণাম।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ دَمَرُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ۝

১১. এর কারণ, আল্লাহ মুমিনদের মাওলা (অভিভাবক), আর কাফিরদের কোনো মাওলা নেই।

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۝

ককু
০১

১২. যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ্ করেছে আল্লাহ তাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিচে দিয়ে জারি থাকবে নদ-নদী-নহর। আর যারা কুফুরি করেছে, তারা মত্ত আছে ভোগ-বিলাসে এবং খায় জানোয়ারের মতো। জাহান্নামই হবে তাদের আবাস।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۝

১৩. তোমাকে যে জনপদ থেকে তারা বের করে দিয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী কতো যে জনপদ ছিলো, আমরা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের কোনো সাহায্যকারী ছিলনা।

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝

১৪. যে ব্যক্তি তার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি এসব ব্যক্তির সমতুল্য, যাদের কাছে নিজেদের মন্দ কর্মকাণ্ড মনে হয় চমৎকার এবং যারা দৌড়ায় নিজেদের কামনা-বাসনার পেছনে?

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝

১৫. মুভাকিদেদে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো, তাতে রয়েছে অনাবিল পানির নদ-নদী-নহর। রয়েছে দুধের নহর, যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হয়না। রয়েছে সুরা পায়ীদের জন্যে সুস্বাদু সুরার নহর। রয়েছে পরিশোধিত মধুর নহর। তাছাড়া সেখানে তাদের জন্যে থাকবে সব ধরনের ফলফলারি, থাকবে মাগফিরাতে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে। এরা কি ওদের সমতুল্য, যারা চিরকাল জ্বলতে থাকবে জাহান্নামে, যাদের পান করানো হবে টগবগে ফুটন্ত গরম পানি, যা ছিন্না ভিন্না করে দেবে তাদের নাড়িভুড়ি?

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝

১৬. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা তোমার কথা শুনে, তারপর তোমার কাছ থেকে বাইরে গিয়ে যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের বলে: ‘এইমাত্র সে কী বললো?’ আসলে এরা সেইসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তর সীলমোহর করে দিয়েছেন এবং যারা নিজেদের কামনা-বাসনার পেছনে দৌড়ায়।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنْفَاءً أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝

১৭. যারা হিদায়াতের পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদের দান করেন তাদের তাকওয়া।

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۝

১৮. তারা কি এ জন্যে অপেক্ষা করছে যে, আকস্মিক কিয়ামত তাদের উপর এসে পড়ুক? জেনে রাখো, কিয়ামতের লক্ষণ তো দেখা দিয়েছে। কিয়ামত এসে পড়লে কেমন করে গ্রহণ করবে তারা উপদেশ?

فَهُلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذُكِرْتُمْ ۝

১৯. জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের ক্রটি জেনে। আল্লাহ জানেন তোমাদের সব গতিবিধি এবং অবস্থান।

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۝

২০. মুমিনরা বলে: ‘এমন একটি সূরা নাযিল হয়না কেন (যাতে যুদ্ধের নির্দেশ থাকবে)?’ তারপর যখন কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তকর সূরা নাযিল হয়, যাতে যুদ্ধের নির্দেশ থাকে, তখন তুমি দেখবে, যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা মরণের ভয়ে হতভম্ব মানুষের মতো তোমার দিকে তাকাচ্ছে। তাদের জন্যে উত্তম হতো

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ بِالنَّظَرِ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ ۝

২১. আনুগত্য করা এবং পজেটিভ কথা বলা। সুতরাং সিদ্ধান্ত যখন চূড়ান্ত হয়, তখন যদি তারা

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ

আল্লাহকে দেয়া অংগীকার পূর্ণ করতো, সেটাই হতো তাদের জন্যে কল্যাণকর।	فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿٦١﴾
২২. তবে কি তোমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে?	فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٦٢﴾
২৩. এরা হলো সেইসব লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ্ লানত করেন এবং যাদের বধির ও দৃষ্টিহীন করে দেন।	أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴿٦٣﴾
২৪. তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?	أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٦٤﴾
২৫. হিদায়াত সুস্পষ্ট হবার পর যারা তা পরিত্যাগ করে, শয়তান তাদের মন্দ কাজসমূহকে তাদের কাছে শোভনীয় করে তুলে ধরে এবং তাদের মিথ্যা আশা দেয়।	إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٦٥﴾
২৬. এর কারণ, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সেটা তারা অপছন্দ করে এবং তারা বলে: ‘আমরা কোনো কোনো বিষয় মেনে নেবো।’ আল্লাহ্ তাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।	ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٦٦﴾
২৭. তখন কেমন হবে, যখন ফেরেশতারা তাদের ওফাত ঘটাতে এসে মুখমণ্ডল আর পিঠে কষাঘাত করতে থাকবে?	فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٦٧﴾
২৮. এর কারণ, তারা (সারাজীবন) সেই জিনিসের পেছনেই ছুটেছে যা আল্লাহকে করেছে অসন্তুষ্ট এবং তারা অপছন্দ করেছে সেই পথ যাতে আল্লাহ্ হতেন সন্তুষ্ট। ফলে তিনি নিষ্ফল করে দিয়েছেন তাদের সমস্ত কৃতকর্ম।	ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَصْحَبَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٦٨﴾
২৯. যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা কি ধরে নিয়েছে যে, আল্লাহ্ কখনো তাদের মনের বিদ্রোহ প্রকাশ করে দেবেন না?	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٦٩﴾
৩০. আমরা চাইলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিয়ে দিতাম, ফলে লক্ষণ দেখলেই তাদের ভূমি চিনতে পারতে। তবে ভূমি অবশ্যি তাদের কথার ভংগিতে তাদের চিনতে পারবে। তাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত।	وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۖ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٧٠﴾
৩১. আমরা অবশ্যি তোমাদের পরীক্ষা করবো, যতোদিন না আমরা (বাস্তবে) জেনে নেবো তোমাদের মধ্যকার (প্রকৃত) মুজাহিদ ও সবার	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ

(দৃঢ়তা) অবলম্বনকারীদের। এ জন্যে আমরা তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি।	مِنْكُمْ وَالضَّالِّينَ وَتَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ۝
৩২. যারা কুফুরি করে, মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয় এবং নিজেদের কাছে সঠিক পথ সুস্পষ্ট হবার পরও রসুলের বিরোধিতা করে, তারা কখনো আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি অচিরেই ধ্বংস করে দেবেন তাদের সমস্ত আমল।	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَصْرِفُوا اللَّهَ شَيْئًا وَ سَيُخْضِطُ أَعْمَالَهُمْ ۝
৩৩. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসুলের এবং তোমরা বিনষ্ট করোনা তোমাদের আমল।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝
৩৪. যারা কুফুরি করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয়, তারপর কাফির অবস্থায় মারা যায়, তাদেরকে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না।	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۝
৩৫. তোমরা ভয় পেয়োনা এবং সন্ধির প্রস্তাব করোনা, তোমরাই উপরে থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনো তোমাদের আমল বিনষ্ট করবেন না।	فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ ۖ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۖ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَمُ أَعْمَالَكُمْ ۝
৩৬. দুনিয়ার জীবনটা তো একটা খেল তামাশা। তোমরা যদি ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের পুরস্কার দেবেন। তিনি তোমাদের থেকে তোমাদের মাল-সম্পদ চান না।	إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝
৩৭. তিনি যদি তোমাদের মাল-সম্পদ চাইতেন এবং সেজন্যে তোমাদের চাপ দিতেন, তাহলে তোমরা বখিলি করতে। তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেশী মনোভাব প্রকাশ করে দিতেন।	إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَ يُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ۝
৩৮. হাঁ, তোমরাই তো তারা, যাদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে ডাকা হচ্ছে, অথচ তোমাদের কেউ কেউ বখিলি করছে। যারা বখিলি করে তারা তো বখিলি করে নিজেদের প্রতিই। আল্লাহ প্রাচুর্যশীল আর তোমরা হলে অভাবী। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তিনি তোমাদের বদলে অন্য লোকদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তারা তোমাদের মতো হবেনা।	هَآأَنْتُمْ هَآؤَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ ۖ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝

সূরা ৪৮ আল ফাত্হ

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ২৯, রুকু সংখ্যা: ০৪

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১০: হুদাইবিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে ঘোষণা। আল্লাহ মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন। মুনাফিক ও মুশরিকদের প্রতি আল্লাহ্র গজব। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সত্যের সাক্ষ্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। রসূলের কাছে বায়াত গ্রহণকারীরা মূলত আল্লাহ্র কাছে বায়াত গ্রহণ করেছে।

১১-১৭: পিছে অবস্থানকারীদের পরিণতি।

১৮-২৭: হুদাইবিয়ার বায়াত ও সন্ধির প্রশংসা। আল্লাহ রসূলের স্বপ্নকে সত্য প্রমাণিত করেছেন।

২৮-২৯: রসূলকে সত্য দীন নিয়ে পাঠানোর উদ্দেশ্য। মুহাম্মদ সা. ও তাঁর সাথিদের বৈশিষ্ট্য, তাঁদের জীবন লক্ষ্য এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলে তাদের উপমা।

সূরা আল ফাত্হ (বিজয়) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহ্র নামে	سُورَةُ الْفَتْحِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে বিজয় দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।	إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝
০২. যেনো আল্লাহ ক্ষমা করে দেন তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ, যেনো তোমার প্রতি পূর্ণ করেন তাঁর নিয়ামতসমূহ আর পরিচালিত করেন তোমাকে সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর।	لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝
০৩. এবং যেনো আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন অপ্রতিরোধ্য সাহায্য।	وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ۝
০৪. তিনিই মুমিনদের অন্তরে নাযিল করেন প্রশান্তি, যাতে করে তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়। মহাকাশ ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্র। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۖ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ۖ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝
০৫. যেনো তিনি মুমিন পুরুষ ও নারীদের দাখিল করেন জান্নাতে, যার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর। চিরদিন থাকবে তারা সেখানে এবং যেনো তিনি মোচন করে দেন তাদের পাপসমূহ, আর আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটাই মহাসাফল্য।	لِيَدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۖ وَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۝
০৬. আর তিনি শান্তি দেবেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের, কারণ তারা আল্লাহ্র ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণকারী। তাদের ঘেরাও করে রেখেছে	وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ ۖ وَالْمُنَافِقَاتِ ۖ وَالْمُشْرِكِينَ ۖ وَ الْمُشْرِكَاتِ ۖ الظَّالِمِينَ ۖ بِاللَّهِ ظَنٍّ السَّوِّ ۖ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوِّ ۖ

দুষ্ট চক্র (vicious circle)। তাদের প্রতি আল্লাহ্ রুষ্ট হয়েছেন, তিনি তাদের লানত করেছেন এবং তাদের জন্যে তৈরি করে রেখেছেন জাহান্নাম, আর আবাস হিসেবে সেটা কতো যে মন্দ!

وَعَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ①

০৭. মহাকাশ ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌র। আর আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ②

০৮. হে নবী! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا ③

০৯. যাতে করে তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি, আর যেনো রসূলকে সাহায্য করো এবং তাকে সম্মান করো। এছাড়া যেনো আল্লাহ্‌র তসবিহ ঘোষণা করো সকাল-সন্ধ্যায়।

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ آصِيلًا ④

১০. যারা তোমার কাছে বায়াত করেছে, তারা মূলত আল্লাহ্‌র কাছেই বায়াত করেছে। আল্লাহ্‌র হাত ছিলো তাদের হাতের উপর। অতঃপর যে তা ভঙ্গ করবে, ভঙ্গ করার পরিণতি তার উপরই বর্তাবে। যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ্‌ তাকে প্রদান করবেন মহাপুরস্কার।

إِنَّ الدِّينَ يُبَٰيِعُكَ إِنَّمَا يُبَٰيِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَ مَنْ أَوفَىٰ بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ⑤

১১. যেসব মরবাসী পেছনে রয়ে গেছে, তারা তোমাকে বলবে: ‘আমাদের মাল-সম্পদ এবং পরিবার-পরিজন আমাদের ব্যস্ত রেখেছে, আমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।’ তারা মুখে যা বলে, তা তাদের অন্তরে নেই। তুমি বলো: “আল্লাহ্‌ তোমাদের কারো কোনো ক্ষতি কিংবা উপকার করতে চাইলে কে তাঁকে প্রতিরোধ করতে পারবে? তোমরা যা করো সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ অবহিত।

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَ أَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۖ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ⑥

১২. বরং তোমরা তো মনে করেছিলে রসূল এবং মুমিনরা আর কখনো তাদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে আসতে পারবে না। এই ধারণা তোমাদের অন্তরে চমৎকার মনে হয়েছিল। তোমরা চরম নিকৃষ্ট ধারণা করেছিলে। আসলে তোমরা একটি ধ্বংসমুখী কণ্ঠ।

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَ زُيِّنَ ذٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوْءًا ۚ وَ كُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ⑦

১৩. যারা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনেনা, আমরা সেইসব কাফিরদের জন্যে তৈরি করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুন।

وَ مَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ⑧

১৪. মহাকাশ এবং পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র। যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা আযাব দেন। আল্লাহ্‌ পরম

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۖ يَعْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ كَانَ

<p>ক্ষমাশীল করণাময়।</p> <p>১৫. তোমরা যখন গণিমতের মাল সংগ্রহের জন্যে যাবে, তখন পেছনে পড়ে থাকা লোকেরা বলবে: ‘ছেড়ে দাও, আমরা তোমাদের সাথে যাবো।’ তারা আল্লাহ্‌র ফায়সালা পরিবর্তন করতে চায়। বলো: ‘তোমরা কখনো আমাদের সাথি হতে পারবে না। আল্লাহ্‌ আগেই এ রকম ঘোষণা দিয়েছেন।’ তখন তারা অবশ্যি বলবে: ‘তোমরা তো আমাদের সাথে বিদ্রোহ পোষণ করছো।’ আসল কথা হলো, কথা বুঝার যোগ্যতাই ওদের সামান্য।</p> <p>১৬. পিছে পড়া মরুভাসী বেদুঈনদের বলো: ‘তোমাদের ডাকা হবে প্রবল যোদ্ধা এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করে যাবে যতোক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা যদি একথা মেনে নাও, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের উত্তম পুরস্কার দেবেন, আর যদি তোমরা আগের মতোই পেছনে হটে যাও, আল্লাহ্‌ তোমাদের আযাব দেবেন এক বেদনাদায়ক আযাব।’</p> <p>১৭. অন্ধদের কোনো দোষ হবেনা, পঙ্গুদের কোনো দোষ হবেনা এবং রোগীদেরও কোনো দোষ হবেনা (যদি তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে)। যে কেউ আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর। আর কেউ যদি পিছে হটে যায়, তিনি তাকে আযাব দেবেন এক বেদনাদায়ক আযাব।</p> <p>১৮. আল্লাহ্‌ মুমিনদের প্রতি রাজি হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে তোমার কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিল। তাদের অন্তরে যা ছিলো তিনি তা অবহিত ছিলেন। ফলে তিনি তাদের প্রতি নাযিল করলেন প্রশান্তি এবং তাদের পুরস্কার দিলেন এক নিকটবর্তী বিজয়।</p> <p>১৯. আর বিপুল পরিমাণ গণিমতের মাল যা তারা হস্তগত করবে। আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান, মহাপ্রজ্ঞাবান।</p> <p>২০. আল্লাহ্‌ তোমাদের ওয়াদা দিয়েছেন তোমরা বিপুল পরিমাণ গণিমতের মালের অধিকারী হবে। তিনি এটা তোমাদের জন্যে জলদি করছেন এবং তোমাদের থেকে মানুষের হাত গুটিয়ে দিয়েছেন যেনো এটা হয় মুমিনদের জন্যে একটি নিদর্শন এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের পরিচালিত করেন সরল সঠিক পথে।</p>	<p>اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥﴾</p> <p>سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِّيَأْخُذُوا هَذَا زُرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ ۖ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾</p> <p>قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۚ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾</p> <p>لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾</p> <p>لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٩﴾</p> <p>وَمَغَائِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٢٠﴾</p> <p>وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَائِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ۚ فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ ۚ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾</p>
---	---

২১. এছাড়া তোমাদের জন্যে রয়েছে আরো অনেক পুরস্কার যা এখনো তোমাদের আয়ত্তে আসেনি। আল্লাহ সেগুলো পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝

২২. কাফিররা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই, তবে তারা পেছনে ফিরে পালাবে এবং তারা কোনো অলি (বন্ধু) এবং সাহায্যকারী পাবে না।

وَلَوْ قُتِلْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ لَا الْأَذْبَارُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

২৩. এটাই আল্লাহর সুন্নত (নিয়ম), প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। তুমি আল্লাহর সুন্নতে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

২৪. তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের থেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন এবং তোমাদের হাত গুটিয়ে রেখেছিলেন তাদের থেকে তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর। তোমরা যা করো আল্লাহ তার প্রতি দৃষ্টিবান।

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِمِطْنٍ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝

২৫. তারাই তো কুফুরি করেছিল এবং তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে যেতে বাধা দিয়েছিল এবং কুরবানির পশুগুলো যথাস্থানে পৌছাতেও। তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হতো যদি মুমিন পুরুষ ও নারীরা সেখানে না থাকতো। তোমরা তাদের জানানো। তখন তোমরা অজ্ঞাতসারে তাদের পদদলিত করতে, ফলে তাদের জন্যে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এ কারণে যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন। যদি তারা পৃথক হতো তবে তাদের মধ্যকার কাফিরদের আমরা এক বেদনাদায়ক শাস্তি দিতাম।

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَىٰ مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَجَلَّةٌ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَرَىٰٓ إِلَيْنَا الْعَذَابُ بَنَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

২৬. যখন কাফিররা তাদের অন্তরে দম্ব পোষণ করতো জাহেলি যুগের দম্ব, তখন আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি নাযিল করলেন নিজের থেকে প্রশান্তি, আর তাদের মজবুত করলেন তাকওয়ার বাক্যে। কারণ, তারাই ছিলো এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞানী।

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أَلَزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

২৭. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রসূলের দেখা স্বপ্নটি যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করেছেন। ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাইলে) তোমরা অবশিষ্ট মসজিদুল হারামে দাখিল হবে নিরাপদে মাথা কামিয়ে এবং চুল ছেঁটে। তোমরা কাউকেও ভয় পাবে না। আল্লাহ জানেন তোমরা যা জানো না। এছাড়াও তিনি তোমাদের দেবেন এক নিকটবর্তী বিজয়।

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

২৮. আল্লাহ তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত এবং সত্য দীন নিয়ে, যাতে করে সে এটিকে বিজয়ী করে অন্য সব দীনের উপর। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكُنِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, আর যারা তার সাথে রয়েছে, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে একে অপরের প্রতি পরম দয়াবান। তুমি লক্ষ্য করছো, তারা রুকু ও সাজদায় অবনত হয়ে কামনা করছে আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সম্ভ্রুতি। তাদের লক্ষণ হলো, তাদের মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট দেখবে সাজদার প্রভাব। তাওরাতেরও তাদের এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইনজিলেরও তাদের এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের দৃষ্টান্ত হলো: একটি চারাগাছ। তা থেকে বের হয় কিশলয়, তারপর তা হয় শক্ত ও পুষ্ট, অতঃপর সেটি দাঁড়ায় তার কাণ্ডের উপর মজবুত হয়ে, যা আনন্দিত করে তোলে চাষীকে। এভাবে মুমিনদের ক্রমবৃদ্ধিও সৃষ্টি করে কাফিরদের অন্তরজ্বালা। যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালাহ করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন মাগফিরাতের (ক্ষমা করে দেয়ার) এবং এক মহাপুরস্কারের।

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيئَاتِهِمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

রুকু
০৪

সূরা ৪৯ আল হুজুরাত

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১৮, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৫: আল্লাহর রসূলের প্রতীকল।

০৬-১০: ফাসিকের সংবাদ গ্রহণে সতর্ক হওয়ার নির্দেশ। রসূলের আনুগত্যের নির্দেশ। মুমিনদের দু'পক্ষ বিবাদে জড়িয়ে পড়লে বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি।

১১-১২: মুমিনদের প্রতি কতিপয় মন্দ গুণাবলি পরিহার করার নির্দেশ।

১৩: সৃষ্টিগতভাবে সব মানুষ সমান। আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান লোক তারা, যারা তাকওয়ার দিক থেকে অগ্রগামী।

১৪-১৮: প্রকৃত মুমিন কারা? ইসলাম গ্রহণ করা আল্লাহর উপকার করা নয়, বরং এটা ইসলাম গ্রহণকারীদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ।

সূরা আল হুজুরাত (বাসগৃহসমূহ)

পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে

سُورَةُ الْحُجُرَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

০১. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে কোনো বিষয়ে অগ্রগামী হয়ে যোনা। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব দেখেন, সব শুনে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١﴾

০২. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নবীর আওয়াযের উপর নিজেদের আওয়াযকে উঁচু করোনা এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উঁচু স্বরে কথা বলো তার সাথে সেভাবে উঁচু স্বরে কথা বলোনা। কারণ, এর ফলে নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের আমল, যা তোমরা টেরও পাবেনা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ①

০৩. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের আওয়ায নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্যে পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্যে রয়েছে মাগফিরাত এবং এক মহাপুরস্কার।

إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلِتَقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ②

০৪. (হে নবী!) নিশ্চয়ই যারা তোমাকে তোমার ঘরের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে, তাদের অধিকাংশই বে-আকল।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ③

০৫. তুমি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধরতো, সেটাই হতো তাদের জন্যে কল্যাণকর। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ④

০৬. হে ঈমানদার লোকেরা! কোনো ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে, তোমরা তাকে পরীক্ষা করে দেখবে। কারণ, অজ্ঞতাবশত যেনো তোমরা কোনো গোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না বসো এবং পরে যেনো তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে তোমাদের অন্ততপ্ত হতে না হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ⑤

০৭. তোমরা মনে রাখবে, তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রসূল। সে অনেক বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিলে তোমরাই সমস্যায় পড়বে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় বানিয়ে দিয়েছেন এবং ঈমানকে তোমাদের হৃদয়ে করেছেন সুশোভিত। আর তিনি তোমাদের অপ্রিয় করে দিয়েছেন কুফুরি, ফাসেকি এবং অবাধ্যতাকে। এরাই সঠিক পথের অনুসারী,

وَاعْمُرُوا أَن فَبِكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ۖ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِيدُونَ ⑥

০৮. আল্লাহর অনুগ্রহ এবং দান হিসেবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান।

فَضَّلَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةُ اللَّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑦

০৯. মুমিনদের দুটি দল যদি দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবে। তাদের একটি দল যদি অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে, তবে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতোকক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তখন তাদের মাঝে ন্যায়সংগত ভাবে ফায়সালা করে দাও এবং সুবিচার করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন সুবিচারকদের।

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَكَاتِلُوا النَّبِيَّ تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑧

১০. মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে করে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

১১. হে ঈমানদার লোকেরা! কোনো পুরুষ যেনো অন্য পুরুষকে তিরস্কার না করে। কারণ যাকে তিরস্কার করা হয়, সে তিরস্কারকারী থেকে উত্তম হতে পারে। কোনো নারীও যেনো অপর নারীকে উপহাস না করে। কারণ, যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিণীর চাইতে উত্তম হতে পারে। তোমরা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করোনা এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকোনা। ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা অতি মন্দ। (এমনটি করার পর) যারা তওবা করবে না (অনুতপ্ত হবেনা) তারা যালিম।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْبِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

১২. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা বেশি বেশি ধারণা অনুমান করা থেকে দূরে থাকো, কারণ কোনো কোনো ধারণা অনুমান পাপ। তোমরা অপরের গোপন বিষয় সন্ধান করোনা এবং একে অপরের গীবত করোনা। তোমাদের কেউ কি তার মরা ভাইয়ের গোষ্ঠ খেতে চাইবে? তোমরা এমন কাজকে ঘৃণাই করো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালব।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

১৩. হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে, তারপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে করে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছে তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান, যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জ্ঞানী এবং অবগত।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

১৪. বেদুঈনরা বলে: ‘আমরা ঈমান এনেছি।’ তুমি বলো: ‘তোমরা ঈমান আনোনি, বরং তোমরা বলো: ‘আমরা আত্মসমর্পণ করেছি।’ কারণ, ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো, তাহলে তোমাদের আমল কিছুমাত্র কমানো হবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালব।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

১৫. মুমিন হলো তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রসুলের প্রতি এবং অতঃপর আর সন্দেহ পোষণ করেনি, বরং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে মাল-সম্পদ এবং জান-প্রাণ দিয়ে, এরাই (ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَزْتَابُوا وَجْهَهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

১৬. বলো: ‘তোমরা কি তোমাদের দীন সম্পর্কে আল্লাহকে জ্ঞান দিতে চাও? অথচ মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ জানেন। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞানী।’

قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

১৭. তারা মনে করে, ইসলামে প্রবেশ করে তারা তোমাকে ধন্য করেছে। বলো: ‘তোমাদের ইসলামে প্রবেশ আমাকে ধন্য করেছে মনে করোনা। বরং তোমাদেরকে ঈমানের দিকে পরিচালিত করে আল্লাহই তোমাদের ধন্য করেছেন। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো (তবে একথা স্বীকার করো)।’

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِلَّا سِلَاسًا مَكِّمٌ ۚ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

১৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন মহাকাশ এবং পৃথিবীর সমস্ত গায়েব (অদৃশ্য)। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

সূরা ৫০ কাফ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৪৫, রুকু সংখ্যা: ০৩

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১১: আখিরাত ও পুনরুত্থানের যুক্তি।

১২-৪৫: যারা রসূলদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের পরিণতি। হাশর, বিচার এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অনিবার্যতা। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসূহের ইতিহাস থেকে চিন্তাশীল লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। কিয়ামতের আগমন ও পুনরুত্থান অনিবার্য। মানুষকে কুরআন দিয়ে সতর্ক করো।

সূরা কাফ	سُورَةُ كَافٍ
পরম করুণাময় পরম দয়ালব আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. কাফ, কুরআন মজিদের শপথ।	قُلْ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾
০২. বরং তারা বিন্মিত হচ্ছে এ কারণে যে, তাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে এসেছে একজন সতর্ককারী। কাফিররা বলে: “এতো এক আজব ব্যাপার!”	بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ۚ فَقَالَ الْكُفْرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾
০৩. আমাদের যখন মৃত্যু ঘটবে এবং আমরা যখন মাটিতে পরিণত হবো, তখন কি আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে? সেই প্রত্যাভর্তন এক অবাস্তব ব্যাপার।”	عَإِذَا مِثْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا ۚ ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾
০৪. মাটি তাদের কতোটুকু ক্ষয় করে তা আমরা জানি। আমাদের কাছে রয়েছে এক সুরক্ষিত কিতাব।	قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ ﴿٤﴾
০৫. তাদের কাছে সত্য আসার পর তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে তারা সন্দেহে দোদুল্যমান।	بَلْ كَذَّبُوا بِآلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِیْجٍ ﴿٥﴾

০৬. তারা কি উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনা, আমরা কিভাবে সেটাকে বানিয়েছি এবং সুশোভিত করেছি। আর তাতে নেই কোনো ফাটল।	أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ①
০৭. আর জমিনকে আমরা বিছিয়ে দিয়েছি এবং তাতে স্থাপন করে দিয়েছি পাহাড় পর্বত আর তাতে উদগত করেছি সব ধরণের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।	وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْثَبْنَاهَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ②
০৮. এসবই ভেবে দেখার বিষয় এবং উপদেশ প্রত্যেক আল্লাহ্ অভিমুখী বান্দার জন্যে।	تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ③
০৯. আমরা আসমান থেকে নাযিল করি মুবারক (কল্যাণময়) পানি। অতঃপর তা দিয়ে উৎপাদন করি বাগবাগিচা আর পরিপক্ব শস্য সম্ভার,	وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْثَبْنَاهُ بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ④
১০. আরো উৎপাদন করি সমুদ্র তেজুর গাছ, তাতে থাকে ছড়ায় ছড়ায় তেজুর,	وَالنَّخْلُ بَاسِقٌ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ⑤
১১. আমার বান্দাদের জীবিকা হিসেবে। তাছাড়া সেই পানি দিয়ে আমরা জীবিত করি মৃত জমিনকে। এভাবেই ঘটানো হবে (মানুষের) পুনরুত্থান।	رَزَقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ⑥
১২. তাদের আগেও নুহের কওম (রসূলদের) প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং রাস্ আর সামুদ সম্প্রদায়ও,	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَآصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ⑦
১৩. আদ, ফেরাউন এবং লুত সম্প্রদায়ও,	وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ⑧
১৪. আইকাবাসী আর তুব্বা সম্প্রদায়ও। এরা প্রত্যেকেই রসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে তাদের উপর অনিবার্য হয়ে পড়েছিল আমার ওয়াদা বাস্তবায়ন।	وَآصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ⑨
১৫. প্রথমবারের সৃষ্টিই কি আমাদের ক্লান্ত করে ফেলেছে? বরং পুনঃসৃষ্টির ব্যাপারে তারা রয়েছে সন্দেহে নিমজ্জিত।	أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ⑩
১৬. আমরাই সৃষ্টি করেছি মানুষকে এবং তার প্রবৃত্তি তাকে কী কুমন্ত্রণা দেয় তা আমরা জানি। আমরা তার গলার ধমনীর চেয়েও তার অধিকতর নিকটতর।	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ⑪
১৭. মনে রেখো, দুই গ্রহণকারী ফেরেশতা তার ডানে এবং বামে বসে রেকর্ড করে।	إِذْ يَتَلَفَّى الصُّلُفِيُّ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ⑫
১৮. মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা রেকর্ড করার দায়িত্বে নিয়োজিত একজন প্রহরী তার কাছেই রয়েছে।	مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ⑬
১৯. মৃত্যু যন্ত্রণা সত্য সত্যি আসবে। এ থেকেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছো।	وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذُذِّكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ ⑭

২০. আর শিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং সেটাই হবে শান্তির দিন।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ۝

২১. সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই উপস্থিত হবে। তার সাথে থাকবে একজন চোকিদার এবং একজন সাক্ষী।

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ ۝

২২. (তার সাথি ফেরেশতা বলবে:) এই দিনটি সম্পর্কেই তুমি ছিলে গাফলতির মধ্যে। এখন আমরা তোমার সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর ও তীক্ষ্ণ।

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ ۚ فَبَصُرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝

২৩. তার সাথি বলবে: এই তো আমার কাছে তোমার আমলের রেকর্ড প্রস্তুত।

وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۝

২৪. নির্দেশ দেয়া হবে: তোমরা দু'জনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো প্রত্যেক দাষ্টিক কাফিরকে,

الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۝

২৫. যে ভালো কাজে প্রচণ্ড বাধাদানকারী এবং সীমালংঘনকারী ও সন্দেহপরায়ণ,

مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ۝

২৬. যে আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ গ্রহণ করতো। তাকে নিক্ষেপ করো কঠোর আযাবে।

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيهِ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۝

২৭. তার সাথি (শয়তান) বলবে: ‘আমাদের প্রভু! আমি তাকে অবাধ্য বানাইনি। বরং সে নিজেই ছিলো ঘোরতর গোমরাহিতে নিমজ্জিত।’

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

২৮. আল্লাহ বলবেন: ‘তোমরা আমার সামনে বিবাদ বিতর্ক করোনা। আমি তো আগেই তোমাদের সতর্ক করেছি।

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۝

২৯. আমার কথার রদবদল হয়না, আর আমি বান্দাদের প্রতি যালিমও নই।

مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

৩০. সেদিন আমরা জাহান্নামকে জিজেস করবো: ‘তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছে?’ সে বলবে: ‘আরো আছে কি?’

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَ تَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ۝

৩১. আর জান্নাতকে মুত্তাকিদের নিকটে আনা হবে, মোটেই দূরে রাখা হবেনা।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِّلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝

৩২. এর ওয়াদাই তোমাদের দেয়া হয়েছিল, প্রত্যেক আল্লাহমুখী হিফাযতকারীর জন্যে

هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝

৩৩. যারা না দেখেও রহমানকে ভয় করে এবং হাজির হয় বিনয়ী হৃদয় নিয়ে।

مِّنْ خَشْيِ الرَّحْمَنِ ۚ الْغَيْبِ ۚ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ۝

৩৪. তাদের বলা হবে: শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে দাখিল হও (জান্নাতে)। এটা চিরন্তন জীবনের দিন।

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۝

৩৫. সেখানে তারা সবই পাবে যা তারা চাইবে এবং আমাদের কাছে রয়েছে আরো অনেক।

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝

৩৬. আমরা তাদের আগে কতো যে মানব প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি, ওরা ছিলো এদের চাইতেও প্রবলতর শক্তিশালী। তারা বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াতো। তাদের পালাবার কোনো জাগায়ই ছিলোনা।	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾
৩৭. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে উপদেশ তার জন্যে, যে অন্তরের অধিকারী, কিংবা যে মনোযোগ দিয়ে শুনে নিবিষ্ট চিন্তে।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾
৩৮. আমরা মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছি ছয়টি কালে। কোনো ক্লান্তি আমাদের স্পর্শ করেনি।	وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۖ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَّغْوٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. ওরা যা বলে তাতে তুমি সবর অবলম্বন করো, আর তোমার প্রভুর হামদসহ তসবিহ করো সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগে।	فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾
৪০. আর রাতের বেলায়ও তাঁর তসবিহ করো এবং সাজদার (সালাতের) পরে।	وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾
৪১. মনোযোগ দিয়ে শুনো, যেদিন এক ঘোষণাকারী খুব কাছে থেকে ঘোষণা দেবে,	وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾
৪২. সেদিন অবশ্যি মানুষ শুনতে পাবে এক মহাবিকট শব্দ সত্যিকারভাবে। সেটাই হবে মাটির নিচে থেকে বেরিয়ে আসার দিন।	يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾
৪৩. আমরাই হায়াত দান করি এবং আমরাই মউত ঘটাই, আর আমাদের কাছেই হবে সবার প্রত্যাবর্তন।	إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾
৪৪. সেদিন তাদের উপরস্থ জমিন ফেটে যাবে এবং তারা ব্যস্ত হয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসবে। এই হাশর (সমবেত) করা আমাদের জন্যে একেবারেই সহজ।	يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾
৪৫. তারা কী বলে, তা আমরা জানি। তুমি তাদের উপর শক্তি প্রয়োগকারী নও। যারা আমার শাস্তিকে ভয় করে তাদের উপদেশ দিয়ে যাও এই কুরআনের সাহায্যে।	نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِبِيدُ ﴿٤٥﴾

সূরা ৫১ আয্ যারিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৬০, রুকু সংখ্যা: ০৩

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-২৩: প্রতিদান দিবস অবশ্যই আসবে। সন্দেহ পোষণকারীরা অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে। মহত গুণের অধিকারী মুত্তাকিরা অবশ্যই জান্নাতে যাবে।
- ২৪-৪৬: নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।
- ৪৭-৫১: আল্লাহ্ মহাকাশের পরিধি বৃদ্ধি করে চলেছেন। প্রতিটি জিনিসকে তিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তার কোনো শরিক নেই।
- ৫২-৫৫: অতীতের সব রসূলকেই ম্যাজিসিয়ান কিংবা পাগল বলা হয়েছে। উপদেশ দিয়ে যাও, উপদেশ মুমিনদের জন্য উপকারি।
- ৫৬-৬০: জিন ও মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ্র দাসত্ব করার জন্য। প্রতিশ্রুত দিনটিতে কাফিরদের জন্য হবে ধ্বংস।

সূরা আয্ যারিয়াত (উড়ন্ত অণু বা ধূলা) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহ্র নামে	سُورَةُ الدَّرِّيِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. শপথ অণু বাড়ের,	وَالدَّرِّيِّ ذَرَوًا ۝
০২. শপথ ভারি পানি বহনকারী মেঘমালার,	فَالْحَمِلِ وَفَرًا ۝
০৩. শপথ সহজ গতির নৌযানের,	فَالْجَرِيَّتِ يُسْرًا ۝
০৪. শপথ কাজ বণ্টনকারী (ফেরেশতা)দের,	فَالْمُقْسِمِ أَمْرًا ۝
০৫. তোমাদের যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অবশ্য অবশি্য সত্য।	إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝
০৬. প্রতিফল দিবস অবশি্য সংঘটিত হবে।	وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝
০৭. শপথ অনেক পথ বিশিষ্ট আসমানের,	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝
০৮. নিশ্চয়ই তোমরা লিঙ্গ (আল্লাহ্র রসূল ও কুরআন সম্পর্কে) পরস্পর বিরোধী কথাবার্তায়।	إِنكُم لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝
০৯. তা থেকে (কুরআন থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তো ঐ ব্যক্তি যে সত্যভ্রষ্ট।	يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۝
১০. মিথ্যাবাদীরা মারা পড়েছে,	قَتَلَ الْخَرُصُونَ ۝
১১. যারা নিমজ্জিত অজ্ঞতা আর উদাসীনতায়।	الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۝
১২. তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কবে আসবে প্রতিদান দিবস?	يَسْتَأْذِنُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ۝
১৩. সেদিন আসবে প্রতিদান দিবস, যেদিন তাদের শাস্তি দেয়া হবে জাহান্নামে।	يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۝
১৪. তোমরা আশ্বাদন করো তোমাদের শাস্তি। এই আযাবই তোমরা দ্রুত চেয়েছিলে।	ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ ۖ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝

১৫. মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাতে আর বরণা ধারায়,	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝
১৬. তারা সেখানে উপভোগ করবে তাদের প্রভুর দেয়া নিয়ামতরাজি। কারণ ইতোপূর্বে (পৃথিবীর জীবনে) তারা ছিলো কল্যাণপরাণ পুণ্যবান।	أَخْذِينَ مَا أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝
১৭. তারা রাতের সামান্য অংশই ব্যয় করতো নিদ্রায়,	كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝
১৮. শেষ রাতে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো,	وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝
১৯. তাদের অর্থ-সম্পদে ছিলো অধিকার সাহায্যপ্রার্থী এবং বঞ্চিতদের।	وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ ۝
২০. পৃথিবীতেই রয়েছে নিদর্শন বিশ্বাসীদের জন্যে,	وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝
২১. এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি ভেবে দেখবে না?	وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝
২২. আর তোমাদের জীবিকা রয়েছে আসমানে এবং তোমাদের যা কিছুর ওয়াদা দেয়া হয়েছে সেগুলোও।	وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝
২৩. আকাশ ও পৃথিবীর প্রভুর শপথ, তোমাদের পারস্পরিক কথাবার্তার মতোই এ (কুরআন) এক মহাসত্য।	فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ۝
২৪. তোমার কাছে কি এসেছে ইবরাহিমের সম্মানিত মেহমানদের ঘটনা?	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۝
২৫. তারা যখন তার ঘরে প্রবেশ করেছিল, বলেছিল: ‘সালাম।’ জবাবে সেও বলেছিল: ‘সালাম।’ সে আরো বলেছিল: আপনারা তো অপরিচিত লোক!’	إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ۝
২৬. তখন সে তার পরিবারের (স্ত্রীর) কাছে ছুটে গেলো এবং একটি মাংসল গো-বাছুর ভুনা করে নিয়ে এলো।	فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۝
২৭. সেটি তাদের কাছে রাখলো। তারপর বললো: ‘আপনারা খাচ্ছেন না যে?’	فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝
২৮. এতে করে তাদের ব্যাপারে তার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। তখন তারা বললো: ‘আপনি ভয় পাবেন না।’ তারা তাকে সুসংবাদ দিলো এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের।	فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بَغْلِمٍ عَلِيمٍ ۝
২৯. তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এগিয়ে এলো এবং গাল চাপড়িয়ে বললো: ‘এই বক্ষ্যা বৃদ্ধার সন্তান হবে?’	فَأَقْبَصَتْ أُمُّهُ فِي صَرَةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۝
৩০. তারা বললো: ‘আপনার প্রভু একথাই বলেছেন, তিনি প্রজ্ঞাবান সর্বজ্ঞানী।’	قَالُوا كَذَلِكَ ۖ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝

পারা
২৭

৩১. ইবরাহিম বললো: ‘হে প্রেরিত ফেরেশতারা! আপনারা বিশেষ কী দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন?’

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾

৩২. তারা বললো: “আমাদের পাঠানো হয়েছে অপরাধী (লুত) সম্প্রদায়ের প্রতি

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. তাদের উপর পোড়া মাটির ঢিল নিক্ষেপ করার জন্যে,

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. সেগুলো সীমালংঘনকারীদের জন্যে চিহ্নিত আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে।

مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُؤْسَرِّفِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫. সেখানে যারা মুমিন ছিলো তাদেরকে আমরা বের করে এনেছিলাম,

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আর সেখানে আমরা একটির বেশি মুসলিম পরিবার পাইনি।”

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭. যারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে ভয় করে, তাদের জন্যে আমরা সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি।

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

৩৮. নিদর্শন রেখেছি আমরা মূসার ঘটনাতেও, যখন আমরা তাকে পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে।

وَ فِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

৩৯. তখন সে (ফেরাউন) ক্ষমতার দুষ্টে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিল: ‘এতো একজন ম্যাজেসিয়ান, কিংবা পাগল।’

فَتَوَلَّىٰ بِرُكْبَنِهِ وَ قَالَ سَجَرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾

৪০. ফলে আমরা পাকড়াও করেছিলাম তাকে এবং তার বাহিনীকে এবং তাদের নিক্ষেপ করেছিলাম সমুদ্রে। সে এক তিরস্কারযোগ্য ব্যক্তি।

فَأَخَذْنَاهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَ هُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪১. নিদর্শন রয়েছে আদ সম্প্রদায়ের ঘটনাতেও। আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম এক বক্ষ্যা বাড়।

وَ فِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾

৪২. তা যা কিছু উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, সবই ধূলিস্যাত করে দিয়েছিল।

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالْزَمِيمِ ﴿٤٢﴾

৪৩. সামুদ সম্প্রদায়ের ঘটনাতেও রয়েছে নিদর্শন। তাদের বলা হয়েছিল: ‘সামান্য ক’দিন ভোগ করে নাও।’

وَ فِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾

৪৪. কিন্তু তারা অমান্য করে তাদের প্রভুর নির্দেশ। ফলে তাদের পাকড়াও করে প্রচণ্ড বজ্রাঘাত এবং তারা তা দেখছিল।

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫. তারা উঠেও দাঁড়াতে পারেনি এবং প্রতিরোধও করতে পারেনি।

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَ مَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আরো আগে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম নূহের জাতিকেও। তারা ছিলো এক ফাসিক (সীমালংঘনকারী সত্যত্যাগী) জাতি।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. আমরা আকাশ বানিয়েছি শক্ত হাতে এবং নিশ্চয়ই আমরা এর বিস্তৃতি সম্প্রসারণ করতে সক্ষম।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُبْسِعُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর পৃথিবীকে আমরা বিছিয়ে দিয়েছি, কতো যে উত্তম প্রসারণকারী আমরা!

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. প্রতিটি বস্তুকে আমরা সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে করে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. অতএব তোমরা দৌড়াও আল্লাহর দিকে, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

৫১. তোমরা আল্লাহর সাথে অপর কোনো ইলাহ সাবাস্ত করোনা। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

৫২. এভাবে তাদের আগেকার লোকদের কাছেও যখনই কোনো রসূল এসেছিল, তারা তাকে বলেছিল: ‘তুমি একজন ম্যাজেসিয়ান কিংবা পাগল।’

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

৫৩. তারা কি একে অপরকে (ধারাবাহিকভাবে) এই অসিয়তই করে আসছে? আসলে তারা একটি সীমালংঘনকারী কওম।

أَتَوَصَّوهُمْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪. সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা করো। এর জন্যে তুমি তিরস্কৃত হবেনা।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾

৫৫. তুমি উপদেশ দিতে থাকো। কারণ, উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬. আমরা জিন এবং ইনসানকে এজন্যেই সৃষ্টি করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

৫৭. আমি তো তাদের কাছে রিযিক চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাবার খাওয়াবে।

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾

৫৮. নিশ্চয়ই রাজজাক (রিযিক সরবরাহকারী) তো হলেন আল্লাহ এবং তিনি মহাশক্তিদর, প্রবল পরাক্রান্ত।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

৫৯. যালিমদের ভাগ্যে তাই রয়েছে, অতীতে তাদের সমমতের লোকেরা যা ভোগ করেছিল। ফলে তারা যেনো তাড়াহুড়া না করে।

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾

৬০. কাফিরদের জন্যে রয়েছে সেই দিনের দুর্ভোগ, যার ওয়াদা তাদের দেয়া হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

সূরা ৫২ আত্ তুর

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৪৯, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-১৬: কিয়ামত অবশ্যি অনুষ্ঠিত হবে, পুনরুত্থান অস্বীকারকারীরা অবশ্যি তাদের পাপের সাজা ভোগ করবে।
 ১৭-২৮: আখিরাতে মুত্তাকিদের অফুরন্ত নিয়ামতের বিবরণ।
 ২৯-৩৪: যারা রসূল ও কুরআনকে অস্বীকার করে তাদের শাস্তি।
 ৩৫-৪৯: তাওহীদের পক্ষে যুক্তি।

সূরা আত্ তুর (তুর পাহাড়) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الطُّورِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. শপথ তুর (পাহাড়)-এর।	وَ الطُّورِ ①
০২. শপথ সেই কিতাবের যা ছত্রে ছত্রে লিখিত	وَ كُتِبَ مَسْطُورٍ ①
০৩. খোলা পৃষ্ঠায়।	فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ ①
০৪. শপথ বাইতুল মামুরের।	وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ①
০৫. শপথ উঁচু ছাদের (আকাশের),	وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ①
০৬. শপথ উত্তাল সাগরের।	وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ①
০৭. নিশ্চয়ই তোমার প্রভুর আযাব সংঘটিত হবেই।	إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ①
০৮. তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই।	مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ①
০৯. যেদিন আসমান চলতে থাকবে প্রচণ্ড গতিতে,	يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ①
১০. (ভয়ংকর) তীব্র গতিতে চলতে থাকবে পাহাড় পর্বত,	وَ تَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ①
১১. সেদিন হবে চরম দুর্ভোগ প্রত্যাখ্যানকারীদের,	فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ①
১২. যারা খেল তামাশার অসার কাজে লিপ্ত।	الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ①
১৩. সেদিন তাদের ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে।	يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى تَارٍ جَهَنَّمَ دَعَاً ①
১৪. (বলা হবে:) এই সেই জাহান্নাম, যাকে তোমরা মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলে।	هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ①
১৫. এটা কি ম্যাজিক, নাকি তোমরা দেখছো না?	أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ①
১৬. এতে প্রবেশ করো, এর আযাব তোমরা সহ্য করতে পারো বা না পারো দুটোই সমান। তোমাদেরকে তো তোমাদেরই কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হয়েছে।	إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ ① عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ①

১৭. নিশ্চয়ই মুত্তাকিদের জন্যে রয়েছে জান্নাত আর নিয়ামতরাজি।	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ۝
১৮. তাদের প্রভু তাদের যেসব পুরস্কার দেবেন তারা সেসব ভোগ করতে থাকবে এবং তাদের প্রভু তাদের রক্ষা করবেন জাহিমের (জাহান্নামের) আযাব থেকে।	فَكَهَيْنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۖ وَوَقَّهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝
১৯. (তাদের বলা হবে:) ‘তোমরা খাও এবং পান করো তৃপ্তি সহকারে তোমাদের নেক আমলের ফল।	كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝
২০. তারা সেখানে আসন গ্রহণ করবে হেলান দিয়ে সারিবদ্ধভাবে। আমরা তাদের জুড়ি হিসেবে দেবো আয়াতলোচনা হুরদের।	مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۝
২১. আর যারা নিজেরা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানের পথে তাদের অনুগামী হয়েছে, আমরা তাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে একত্র করে দেবো এবং তাদের আমলের প্রতিদান কিছুমাত্র হ্রাস করবো না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী।	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ۖ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ ۝
২২. আমরা তাদের সহযোগিতা করবো ফলফলারি এবং গোশত দিয়ে, যা-ই তারা পছন্দ করবে।	وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝
২৩. তারা সেখানে পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করতে থাকবে পানপাত্র, যা থেকে পান করলে কেউ অর্থহীন কথাবার্তাও বলবে না এবং কোনো প্রকার পাপ কাজেও লিপ্ত হবেনা।	يَتَنَزَّاعُونَ فِيهَا كَاسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ۝
২৪. তাদের সেবায় ঘোরাঘুরি করতে থাকবে কিশোরেরা যারা নিয়োজিত থাকবে কেবল তাদেরই সেবায় এবং তারা দেখতে যেনো সুরক্ষিত মুক্তা।	وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ۝
২৫. তারা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসা করবে,	وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝
২৬. বলবে: “ইতোপূর্বে (পৃথিবীর জীবনে) আমরা তো পরিবার পরিজনের মধ্যে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ছিলাম।	قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۝
২৭. ফলে আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের রক্ষা করেছেন অগ্নি বায়ুর আযাব থেকে।	فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ وَقُنَا عَذَابَ السُّومِ ۝
২৮. আমরা ইতোপূর্বে (পৃথিবীর জীবনে) তাঁকেই ডাকতাম, নিশ্চয়ই তিনি পরম অনুগ্রহশীল, পরম দয়ালব।”	إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝
২৯. অতএব, তুমি উপদেশ দিয়ে যাও, তোমার প্রভুর অনুগ্রহে তুমি গণকও নও, পাগলও নও।	فَذَكِّرْ ۚ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ۝

৩০. নাকি তারা বলে: ‘সে একজন কবি? আমরা তার জন্যে সময়ের আবর্তনের অপেক্ষা করছি।’	أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴿٣٠﴾
৩১. তুমি বলো: ‘তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।’	قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾
৩২. নাকি তাদের বুদ্ধি তাদেরকে এর জন্যে প্রলুব্ধ করে? আর নাকি তারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?	أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَاهُمُ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾
৩৩. নাকি তারা বলে: ‘এ কুরআন সে নিজে রচনা করে নিয়েছে?’ আসল কথা হলো, তারা বিশ্বাসই রাখেনা।	أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾
৩৪. তারা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এ কুরআনের মতো কোনো বাণী উপস্থিত করুক।	فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾
৩৫. নাকি তারা স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে? আর নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা?	أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. নাকি মহাকাশ এবং পৃথিবী তারা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে? বরং তারা একীনি রাখেনা।	أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾
৩৭. নাকি তোমার প্রভুর ভাণ্ডার তাদের কাছে রয়েছে? আর নাকি তারা এসব কিছুই পাহারাদার?	أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَّبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾
৩৮. নাকি তাদের কাছে (আকাশে) আরোহণ করার সিঁড়ি আছে যা দিয়ে উঠে কথা শুনে? থাকলে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ হাজির করুক।	أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَبْعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَبْعُهُمْ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. নাকি কন্যা সম্ভান আল্লাহর, আর সব পুত্র সম্ভান তোমাদের?	أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾
৪০. নাকি তুমি তাদের কাছে (তাদের উপদেশ দেয়ার জন্যে) পারিশ্রমিক চাইছো, আর তারা সেটাকে তাদের জন্যে বোঝা মনে করছে?	أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾
৪১. নাকি তারা গায়েব জানে এবং তা তারা লিখে রাখছে?	أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾
৪২. নাকি তারা কোনো চক্রান্ত করছে? জেনে রেখো, চক্রান্তের শিকার হয় কাফিররা নিজেরাই।	أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾
৪৩. নাকি আল্লাহর পরিবর্তে তাদের কোনো ইলাহ আছে? তাদের কৃত শিরক থেকে আল্লাহ পবিত্র ও মহান।	أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. তারা আকাশ থেকে কোনো টুকরা ভেঙ্গে পড়তে দেখলে বলবে: 'এতো মেঘপুঞ্জ।'	وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٣٧﴾
৪৫. সুতরাং তাদের উপেক্ষা করো-যতোদিন না তারা সেই দিনটির সাক্ষাত লাভ করে যেদিন বজ্রের আঘাতে তারা হতচকিত হয়ে উঠবে।	فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٣٨﴾
৪৬. সেদিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোনো কাজেই আসবেনা এবং সেদিন তাদের কোনো সাহায্যও করা হবেনা।	يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾
৪৭. যালিমদের জন্যে এছাড়াও আরো আযাব রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানেনা।	وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾
৪৮. তুমি তোমার প্রভুর নির্দেশের অপেক্ষায় সবর অবলম্বন করো। তুমি আমাদের দৃষ্টি পথেই রয়েছো। আর তোমার প্রভুর হামদসহ তাঁর তসবিহ করতে থাকো যখন শয্যা ত্যাগ করে উঠবে	وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤١﴾
৪৯. এবং রাত্রিবেলায়, আর তাঁর তসবিহ করতে থাকো তারকারাজির অন্তর্গমনের পর।	وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٢﴾

রুকু
০২

সূরা ৫৩ আন নজম

মকায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৬২, রুকু সংখ্যা: ০৩

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১৮: মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাতের সত্যতা।

১৯-২৫: শিরকের অসারতা।

২৬-৩২: আখিরাতে অবিশ্বাস এক বিরাট অজ্ঞতা। আখিরাতে অনুষ্ঠিত হবে ভালো ও মন্দ কাজের প্রতিফল দেয়ার জন্য। যারা কবিরী গুণাহ থেকে বিরত থাকে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা।

৩৩-৫৫: মূসা ও ইবরাহিমের কিতাবে যে উপদেশ ছিলো।

৫৬-৬২: রিসালাতে মুহাম্মদীর সত্যতা।

সূরা আন নজম (নক্ষত্র) পরম করুণাময় পরম দয়ালব আল্লাহর নামে	سُورَةُ النَّجْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. শপথ নক্ষত্রের, যখন তারা অন্তর্মিত হয়,	وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾
০২. তোমাদের সাথি বিপথগামীও হয়নি, বিভ্রান্তও হয়নি।	مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾
০৩. সে নিজের খেয়াল খুশি মতো কথা বলেনা।	وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾
০৪. সে যা বলে তা তো অহি, যা তার কাছে পাঠানো হয়।	إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُُّوْحَىٰ ﴿٤﴾
০৫. তাকে (এ কুরআন) শিক্ষা দেয় এক শক্তিদ্বার	عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٥﴾

০৬. প্রজ্ঞাবান (জিবরিল)। নিজের আকৃতিতে সে স্থির হয়েছিল,	ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝ۧ
০৭. তখন সে ছিলো উপর দিগন্তে,	وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝ۨ
০৮. তারপর সে তার কাছে আসে এবং অতি কাছে,	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝۩
০৯. ফলে তাদের মাঝখানে ব্যবধান বাকি থাকে মাত্র দুই ধনুকের ব্যবধান অথবা তার চাইতেও কম।	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝۪
১০. তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি অহি করেন (জিবরিলের মাধ্যমে) যা অহি করার।	فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝ۭ
১১. সে যা দেখেছে তার অন্তর তা মিথ্যা বলেনি।	مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝ۮ
১২. সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে?	أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۝ۯ
১৩. নিশ্চয়ই সে তাকে পরেও একবার দেখেছিল	وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝۰
১৪. সিদরাতুল মুনতাহার কাছে।	عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝ۧ
১৫. তার কাছেই রয়েছে জান্নাতুল মা'ওয়া।	عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۝ۨ
১৬. যখন সে সিদরাটি (কুল গাছটি) যা দিয়ে ঢাকার তা দিয়ে আচ্ছাদিত ছিলো।	إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۝۩
১৭. তার নজর বিভ্রম ঘটেনি এবং সে বিচ্যুতও হয়নি।	مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝۫
১৮. সে তো তার প্রভুর শ্রেষ্ঠ নিদর্শনাবলি দেখেছে।	لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝۬
১৯. তোমরা কি লাত ও উযযার বিষয়টি ভেবে দেখেছো?	أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝ۭ
২০. আর তৃতীয় আরেকটি মানাতের বিষয়টি?	وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْاُخْرَىٰ ۝ۮ
২১. তবে কি তোমাদের জন্যে পুত্র সন্তান আর আল্লাহর জন্যে কন্যা সন্তান?	أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝ۯ
২২. এ ধরনের ভাগ তো সম্পূর্ণ অন্যায়।	تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۝۰
২৩. তোমাদের এগুলো তো কতোগুলো নামমাত্র, তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরা এসব নাম দিয়েছে। আল্লাহ্ তো এগুলোর সমর্থন কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। তোমরা তো অনুমান এবং কামনা-বাসনারই অনুসরণ করো। অথচ এদের কাছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে হিদায়াত এসেছে।	إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ۝ۧ
২৪. নাকি মানুষ যা চায়, তাই পায়?	أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ۝ۨ
২৫. প্রকৃতপক্ষে, ইহকাল এবং আখিরাত সবই আল্লাহর।	فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۝۩
২৬. মহাকাশে কতো যে ফেরেশতা রয়েছে, তাদের শাফায়াতে কিছুমাত্র লাভ হবেনা, তবে আল্লাহ্ যদি অনুমতি দেন তারপর, এবং তিনি	وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ

যার জন্যে অনুমতি দেন, আর তিনি যার প্রতি সম্বলিত হন।	اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْزُقُ ۝
২৭. নিশ্চয়ই যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনেনা, তারাই ফেরেশতাদের নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে।	إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُنُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْإِنثَى ۝
২৮. অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোনো এলেমই নেই। তারা তো কেবল অনুমানের পিছে ছুটে। কিন্তু অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোনো কাজেই লাগেনা।	وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝
২৯. সুতরাং যে আমার যিকির থেকে বিমুখ, তাকে উপেক্ষা করে চলো। সে তো দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর কিছুই কামনা করেনা।	فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝
৩০. তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই শেষ। তোমার প্রভু ভালো করেই জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আর তিনি তাকেও ভালো করেই জানেন, যে সঠিক পথের অনুসারী।	ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ۝
৩১. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর, যাতে করে যারা বদ আমল করে তাদের মন্দ প্রতিফল দিয়ে দেন, আর যারা নেক আমল করে, তাদের শুভ প্রতিফল দান করেন।	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا ۖ وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ۝
৩২. যারা কবির গুনাহ এবং ফাহেশা কাজ থেকে বিরত থাকে, যদিও ছোট খাটো গুনাহ হয়েই থাকে, তোমার প্রভু (তাদের ব্যাপারে) উদার ক্ষমামূলক। তিনি তোমাদের সম্পর্কে অবগত আছেন, যখন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন মাটি থেকে এবং যখন তোমরা মায়ের গর্ভে ছিলে ক্রম হিসেবে। সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে শুদ্ধতার সার্টিফিকেট দিওনা। তিনি ভালো করেই জানেন কে বেশি মুত্তাকি?	الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ۝
৩৩. তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছো, যে মুখ ফিরিয়ে নেয় (ইসলাম থেকে)?	أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ۝
৩৪. যে সামান্যই দান করে এবং পরে (তাও) বন্ধ করে দেয়?	وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا ۖ وَأَكْذَىٰ ۝
৩৫. তার কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে এবং সে কি সব দেখতে পায়?	أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ۝
৩৬. তাকে কি অবহিত করা হয়নি যা রয়েছে মূসার কিতাবে?	أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۝
৩৭. এবং ইবরাহিমের কিতাবে, যে পূর্ণ করেছিল তার কর্তব্য?	وَأِبْرٰهِيْمَ الَّذِي وَفَّىٰ ۝

৩৮. (সেসব কিতাবে রয়েছে:) কোনো বোঝা বহনকারী অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না।	أَلَا تَذَرُوا زُرَّارًا ۝۩
৩৯. মানুষ তাই পাবে, যা সে চেষ্টা করবে।	وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝۩
৪০. এবং শীঘ্রি তাকে দেখানো হবে তার প্রচেষ্টা,	وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۝۩
৪১. তারপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিফল,	ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ ۝۩
৪২. (সেসব কিতাবে) আরো রয়েছে যে, সব কিছুর সমাপ্তি হবে তোমার প্রভুর কাছে গিয়েই।	وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۝۩
৪৩. তিনিই হাসাবেন এবং তিনিই কাঁদাবেন।	وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۝۩
৪৪. তিনিই মউত ঘটান এবং তিনিই হায়াত দান করেন	وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۝۩
৪৫. তিনিই সৃষ্টি করেন পুরুষ ও নারীর জোড়া	وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝۩
৪৬. নোতফা (শুক্র বিন্দু) থেকে যখন বীর্ষপাত করা হয়।	مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۝۩
৪৭. পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্বও তাঁরই।	وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَىٰ ۝۩
৪৮. তিনিই অভাবমুক্ত করেন এবং দান করেন প্রাচুর্য।	وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۝۩
৪৯. তিনিই প্রভু শেরা নক্ষত্রের।	وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعَرَىٰ ۝۩
৫০. তিনিই হালাক (ধ্বংস) করেছিলেন প্রথম আদকে,	وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۝۩
৫১. সামুদ জাতিকেও-যাদের একজনকেও বাকি রাখেননি।	وَتَمُودَ إِفْكًا أَبْتُلَىٰ ۝۩
৫২. এর আগে (ধ্বংস করেছিলেন) নূহের জাতিকেও। এরা সবাই ছিলো বড় যালিম আর চরম বিদোহী।	وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۝۩
৫৩. এছাড়াও (সেসব কিতাবে) রয়েছে যে, তিনি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন উল্টে দেয়া জনপদকেও (লুতের জাতির শহরকে),	وَالْمُوتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۝۩
৫৪. তারপর তাদের আচ্ছন্ন করে নিয়েছিল- আচ্ছন্নকারী আযাব।	فَغَشَّاهَا مَا عَشَىٰ ۝۩
৫৫. এখন বলো, তোমার প্রভুর কোন্ নিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ করবে?	فَبَيِّ آيَ الْآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۝۩
৫৬. এ নবীও একজন সতর্ককারী অতীতের সতর্ককারীদের মতোই।	هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَىٰ ۝۩
৫৭. কিয়ামত সন্নিহিতে,	أَزَقَّتِ الْأَرْقَةَ ۝۩
৫৮. আল্লাহ্ ছাড়া কেউই তা উন্মুক্ত করতে সক্ষম নয়।	لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝۩
৫৯. তোমরা কি এই বাণীর (কুরআনের) ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করছো?	أَقِمْ هَذَا الْحَدِيثَ تَعْجِبُونَ ۝۩

৬০. হাসাহাসি করছো? অথচ কাঁদছো না?	وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝
৬১. আসলে তোমরা গাফিল।	وَأَنْتُمْ سِلْطُونَ ۝
৬২. অতএব, তোমরা সাজদা করো আল্লাহকে এবং ইবাদত করো কেবল তাঁরই। (সাজদা)	فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۝ السَّجْدَةُ

রুকু
০৩

সূরা ৫৪ আল কামার

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৫৫, রুকু সংখ্যা: ০৩

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০৮: প্রত্যাখ্যানকারীদের উপেক্ষা করো। একদিন তারা মাটির নীচে থেকে উঠে আসবে বিচ্ছিন্ন ফড়িংয়ের মতো।
- ০৯-১৬: নূহের জাতির দাওয়াত প্রত্যাখ্যান এবং তাদের ধ্বংস।
- ১৭: কুরআন সহজ, তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?
- ১৮-২১: আদ জাতি কর্তৃক রসূলকে প্রত্যাখ্যান এবং তাদের ধ্বংস।
- ২২: উপদেশ গ্রহণ করার জন্য কুরআনকে সহজ করা হয়েছে।
- ২৩-৩১: সামুদ জাতি কর্তৃক তাদের রসূলকে প্রত্যাখ্যান এবং তাদের ধ্বংস।
- ৩২: কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য সহজ করা হয়েছে।
- ৩৩-৩৯: লুত জাতি কর্তৃক তাদের রসূলকে প্রত্যাখ্যান এবং তাদের ধ্বংস।
- ৪০: উপদেশ গ্রহণ করার জন্য কুরআনকে সহজ করা হয়েছে।
- ৪১-৪২: ফিরাউন কর্তৃক রসূলদের প্রত্যাখ্যান এবং ফিরাউনের ধ্বংস।
- ৪৩-৫৫: মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-কে প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি সতর্ক বাণী।

সূরা আল কামার (চাঁদ) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْقَمَرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. কিয়ামত করিব (নিকটবর্তী) হয়েছে এবং দ্বিখন্ডিত হয়েছে চাঁদ।	اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝
০২. তারা যখন কোনো নিদর্শন দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে: 'এতো আগে থেকে চলে আসা ম্যাজিক।'	وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَقَرٌّ ۝
০৩. তারা প্রত্যাখ্যান করে সত্যকে এবং অনুগামী হয় খেয়াল খুশির। প্রতিটি বিষয় অবশ্য লক্ষ্যে পৌঁছবে।	وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ۝
০৪. তাদের কাছে এসেছে এক মহাসংবাদ যাতে রয়েছে সতর্কবাণী।	وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۝
০৫. এ এক পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান (আল কুরআন)। তবে (আহ্বানকারীদের) সতর্কবাণী তাদের কোনো উপকারে আসেনি।	حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التُّذُرُ ۝
০৬. সুতরাং তাদের উপেক্ষা করো। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক অপছন্দনীয় জিনিসের দিকে।	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ ۝

০৭. অপমানে চোখ নিচু করে তারা সেদিন কবর থেকে বের হয়ে আসবে বিক্ষিপ্ত ফড়িং-এর মতো।	خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ۝
০৮. তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মশয়কারীর দিকে ছুটে আসবে। কাফিররা বলবে: 'আজ এক ভয়াবহ কঠিন দিন।' ⑩	مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝
০৯. তাদের আগে নূহের জাতিও প্রত্যাখ্যান করেছিল (তাদের রসূলকে), তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমাদের দাসকে এবং বলেছিল: 'এ এক তিরস্কৃত ও ধমক খাওয়া পাগল।' ⑪	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرُوا ۝
১০. তখন সে তার প্রভুর কাছে দোয়া করে বলেছিল: 'আমি পরাস্ত হয়েছি, আমাকে সাহায্য করো।' ⑫	فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ۝
১১. ফলে আমরা প্রবল পানি বর্ষণের জন্যে খুলে দিয়েছিলাম আসমানের দুয়ার। ⑬	فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرٍ ۝
১২. এবং জমিন থেকে উৎসারিত করে দিয়েছিলাম বিপুল প্রস্রবন। তারপর সব পানি মিলে গেলো এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মারফিক। ⑭	وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝
১৩. তখন আমরা নূহকে আরোহণ করিয়ে নিয়েছিলাম পাত ও পেরেক দিয়ে তৈরি করা নৌযানে। ⑮	وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ۝
১৪. সেটি চলছিল আমাদের তত্ত্বাবধানে, যারা কুফুরি করেছিল, তাদের প্রতিফল দেয়ার জন্যে। ⑯	تَجَرَّيْ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرٌ ۝
১৫. আমরা সেটাকে রেখে দিয়েছি একটি নিদর্শন হিসেবে। উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি? ⑰	وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝
১৬. এবার ভেবে দেখো, কী যে কঠোর ছিলো আমার আযাব এবং সতর্কবাণী! ⑱	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۝
১৭. আমরা কুরআনকে বুঝার ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছি, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? ⑲	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝
১৮. আদ জাতিও (রসূলকে) প্রত্যাখ্যান করেছিল। এর ফলে কেমন ছিলো আমার আযাব আর সতর্কবাণী? ⑳	كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۝
১৯. আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম ঝড়ো বায়ু এক বিরামহীন দুর্ভাগ্যের দিনে, ㉑	إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَبِيرٍ ۝
২০. সে ঝড় মানুষকে উৎখাত করে রেখে দিয়েছিল সমূলে উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ডের মতো। ㉒	تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ۝
২১. ফলে কেমন ছিলো আমার আযাব আর সতর্কবাণী? ㉓	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۝

২২. আমরা কুরআনকে বুঝা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছি, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ ﴿٢٢﴾	রুকু ০১
২৩. সামুদ জাতিও সতর্কবাণীসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল।	كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾	
২৪. তারা বলেছিল: “একজন মানুষকে? আমাদেরই এক ব্যক্তিকে আমরা অনুসরণ করবো? তাহলে তো আমরা পথভ্রষ্ট এবং উন্মাতাল হয়ে পড়বো।	فَقَالُوا أَبَشَرًا مِثَّنَا وَاحِدًا نَكْتَبُغُهُ إِنَّا إِذَا لَفِئَتٍ ضَلَّلٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾	
২৫. আমাদের মধ্যে কি কেবল তার প্রতি যিকির (অহি) নাযিল হলো? বরং সে এক উদ্ধত মিথ্যাবাদী।”	ءَأُنْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾	
২৬. কালই তারা জানতে পারবে কে উদ্ধত মিথ্যাবাদী?	سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُّ ﴿٢٦﴾	
২৭. আমরা তাদের পরীক্ষার জন্যে পাঠালাম এই উটনী। সুতরাং তুমি এর ব্যাপারে তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করো এবং সবার করো।	إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَبِعْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾	
২৮. তাদের তুমি সংবাদ দাও, তাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। নিজ নিজ ভাগের পানির জন্যে প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে।	وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾	
২৯. তারপর তারা তাদের এক সাথিকে ডাকলো, সে দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং ওটিকে হত্যা করে ফেললো।	فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾	
৩০. এবার দেখো, কী কঠোর ছিলো আমার আযাব এবং আমার সতর্কবাণী!	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾	
৩১. আমরা তাদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম এক প্রচণ্ড শব্দের আযাব, তাতেই তারা হয়ে পড়লো শুকনো মোড়ানো খড়ের কাঁদির মতো।	إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ ﴿٣١﴾	
৩২. আমরা কুরআনকে বুঝা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করেছি, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ ﴿٣٢﴾	
৩৩. লুতের কওমও সতর্কবাণীসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল,	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾	
৩৪. আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম পাথর বহনকারী প্রচণ্ড ঝড়, তবে লুত পরিবারকে রক্ষা করেছিলাম। তাদের আমরা উদ্ধার করেছিলাম সেহেরীর সময় (শেষ রাত),	إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾	
৩৫. আমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে। যারা শোকর আদায় করে, আমরা এভাবেই তাদের পুরস্কৃত করি।	نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾	
৩৬. সে (লুত) তাদের সতর্ক করে দিয়েছিল	وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا ﴿٣٦﴾	

আমাদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে। কিন্তু তারা সতর্কবাণী নিয়ে সন্দেহ করে এবং হয় বিতর্কে লিপ্ত।	بِالنُّذُرِ ۝
৩৭. তারা লুতের কাছে তার মেহমানদের দাবি করে অসৎ উদ্দেশ্যে। তখন আমরা তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম: 'স্বাদ গ্রহণ করো আমার আযাবের এবং সতর্কবাণী (অমান্য করার) পরিণতির।	وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۝
৩৮. একেবারে বেন বেলায়ই তাদের আঘাত করে এক অপ্রতিরোধ্য আযাব।	وَلَقَدْ صَبَحَهمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ ۝
৩৯. 'স্বাদ গ্রহণ করো আমার আযাব আর সতর্ক বাণী (অমান্য করার) পরিণতির।'	فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۝
৪০. আমরা কুরআনকে বুঝা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করেছি, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۝
৪১. ফেরাউন সম্প্রদায়ের কাছেও এসেছিল আমাদের সতর্কবাণী।	وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝
৪২. তারা আমাদের সবগুলো নিদর্শনই প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন আমরা তাদের পাকড়াও করি পরাক্রমশালী শক্তিরের পাকড়াও।	كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ ۝
৪৩. তোমাদের কাফিররা কি তাদের চেয়ে উত্তম? নাকি পূর্ববর্তী কিতাবে তোমাদের অব্যাহতি লাভের কোনো সময় আছে?	أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝
৪৪. নাকি তারা বলে: 'আমরা একটি সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?'	أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ۝
৪৫. এই সংঘবদ্ধ দল তো শীঘ্রি পরাজিত হবে এবং পেছনে ফিরে পালাবে।	سَيَهْزِمُهُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ۝
৪৬. তাদের আসল শাস্তির প্রতিশ্রুত সময় হলো কিয়ামত। কিয়ামত হবে অধিকতর কঠিন এবং অধিকতর তিক্ত।	بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذًى وَآمُرٌ ۝
৪৭. নিশ্চয়ই অপরাধীরা রয়েছে বিভ্রান্তিতে এবং উন্মাতাল অবস্থায়।	إِنَّ الْمُبْجِرِ مِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۝
৪৮. যেদিন তাদের উপুড় করে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামে, সেদিন তাদের বলা হবে: স্বাদ গ্রহণ করো জাহান্নামের যন্ত্রণার।	يَوْمَ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۝
৪৯. আমরা প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছি পরিমাণ মাফিক।	إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝
৫০. আমাদের নির্দেশ তো এক কথায়ই সম্পন্ন হয়ে যায় চোখের পলকের মতো।	وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كُنَّجٍ بِالْبَصَرِ ۝
৫১. আমরা (ইতোপূর্বে) তোমাদের অনুরূপ দলগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছি। (সুতরাং) উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?	وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۝

৫২. তারা যা করছে প্রতিটি জিনিসই রয়েছে রেকর্ডে,	وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝
৫৩. প্রতিটি ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ (বিষয়ই) রেকর্ড করা রয়েছে।	وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٌّ ۝
৫৪. নিশ্চয়ই মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাত এবং নদ নদী নহরে,	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۝
৫৫. যথাযোগ্য আসনে মহাশক্তিধর সর্বময় কর্তৃত্বের মালিকের কাছে।	فِي مَقْعَدِ صَدِّقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

রুকু
০৩

সূরা ৫৫ আর রাহমান

মক্কায় মতান্তরে মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৭৮, রুকু সংখ্যা: ০৩

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১৩ : মানুষের প্রতি আল্লাহর সীমাহীন দয়ার প্রমাণ।

১৪-২৫ : মানুষ ও জিন সৃষ্টির উপাদান এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ।

২৬-৪০ : সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। তখন ইনসান ও জিনের কৃতকর্মের বিচার করা হবে।

৪১-৪৫ : পাপীদের চিহ্নিত করা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে।

৪৬-৭৮ : যারা পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করবে পরকালে তাদের অফুরন্ত নিয়ামতের বিবরণ। মহামর্যাদাবান আল্লাহর কোনো নিদর্শন ও অনুগ্রহকে অস্বীকার করতে পারবে না কোনো জিন কিংবা ইনসান।

সূরা আর রাহমান (পরম দয়াবান) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الرَّحْمَنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. তিনি রহমান (পরম দয়াবান),	الرَّحْمَنُ ۝
০২. (কারণ) তিনি তালিম দিয়েছেন আল কুরআন,	عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝
০৩. সৃষ্টি করেছেন ইনসান,	خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝
০৪. তাকে তালিম দিয়েছেন বয়ান (ভাষা বা ভাব প্রকাশ পদ্ধতি)।	عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝
০৫. সূর্য আর চাঁদ হিসাব মতো চলে (তাঁরই হুকুমে)।	الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝
০৬. তারকারাজি এবং বৃক্ষলতা সাজদারত (তাঁরই প্রতি)।	وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝
০৭. আকাশকে তিনি উপরে উঠিয়েছেন, এবং স্থাপন করেছেন ভারসাম্য।	وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝
০৮. তাই তোমরাও লংঘন (নষ্ট) করোনা ভারসাম্য।	أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝
০৯. কায়ম করো ওজন ন্যায্যভাবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত করোনা ভারসাম্য।	وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝

১০. আর পৃথিবী, এটিকে তিনি স্থাপন করেছেন সৃষ্টি কুলের জন্যে।	وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝
১১. তাতে রয়েছে ফলফলারি, আর খেজুর গাছ, যার ফল আবরণযুক্ত।	فِيهَا فَاكِهَةٌ ۝ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝
১২. তাতে আরো রয়েছে খোসায়ুক্ত শস্য, আর সুগন্ধ ফুল-ফল-গাছ।	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝
১৩. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝
১৪. তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ঠনঠনে মাটি থেকে যা পোড়া মাটির মতো।	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝
১৫. আর সৃষ্টি করেছেন জিনকে ধূমবিহীন আগুনের শিখা থেকে।	وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ۝
১৬. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝
১৭. তিনি প্রভু পরিচালক দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের।	رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝
১৮. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝
১৯. তিনি প্রবাহিত করেছেন দুইটি সমুদ্র, তারা প্রবাহিত হয় পরস্পর মিলে।	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝
২০. তাদের উভয়ের মাঝে রয়েছে একটি অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারেনা।	بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۝
২১. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝
২২. উভয় সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসে মুক্তা (pearl) ও প্রবাল (coral)।	يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝
২৩. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝
২৪. সমুদ্রে চলাচলকারী পর্বতসম জাহাজগুলো তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।	وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَئُتْ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝
২৫. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝
২৬. পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই বিলীন হয়ে যাবে,	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝
২৭. বাকি থাকবে কেবল তোমার মহা মর্যাদাবান, মহানুভব প্রভুর মুখমণ্ডল (সত্তা)।	وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝
২৮. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

২৯. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যারাই আছে সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। প্রতিদিন তিনি নিরত থাকেন গুরুত্বপূর্ণ কাজে।

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾

৩০. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٠﴾

৩১. (হে মানুষ ও জিন!) অচিরেই আমরা তোমাদের প্রতি মনোযোগ দেবো (তোমাদের হিসাব নেয়া ও বিচার করার জন্যে)।

سَتَفْرُغُ لَكُمْ آيَةُ الثَّقَلَيْنِ ﴿٣١﴾

৩২. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমরা যদি মহাকাশ এবং পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করতে সক্ষম হও, তবে অতিক্রম করো। কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবেনা আমার সনদ ছাড়া।

يُبْعَثَرُ الْحُجَيْنِ وَالْأَنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫. তোমাদের প্রতি পাঠানো হবে আগুনের শিখা এবং ধোঁয়াপুঞ্জ, তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবেনা।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭. যেদিন আকাশ ফেটে যাবে সেদিন হয়ে যাবে তা রক্তবর্ণ চামড়ার মতো।

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾

৩৮. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯. সেদিন কোনো মানুষকে তার পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবেনা, কোনো জিনকেও নয়।

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾

৪০. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের লক্ষণ দেখেই, তখন তাদের পাকড়াও করা হবে মাথার ঝুঁটি আর পা ধরে।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾

৪২. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩. এই সেই জাহান্নাম, অপরাধীরা যাকে অস্বীকার করতো,

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. তারা জাহান্নামের আগুন আর টগবগে ফুটন্ত পানির মাঝে ছুটাছুটি করতে থাকবে।

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيبٍ أُنٍ ﴿٤٤﴾

রুকু
০২

৪৫. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٥﴾
৪৬. যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে (হিসাব দেয়ার জন্যে) উপস্থিত হওয়ার বিষয়টাকে ভয় করে, সে পাবে দুটি জান্নাত।	وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَيْنِ ﴿٥٦﴾
৪৭. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٧﴾
৪৮. দুটোই বহু শাখা-প্রশাখা আর পত্র পল্লবওয়ালা।	ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٥٨﴾
৪৯. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٩﴾
৫০. উভয় জান্নাতেই থাকবে বহুমান দুই বরণাধারা।	فِيهِمَا عَيْنُتَيْنِ تَجْرِيَانِ ﴿٦٠﴾
৫১. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦١﴾
৫২. উভয় জান্নাতেই থাকবে সব ধরণের ফলফলারি জোড়ায় জোড়ায়।	فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٦٢﴾
৫৩. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٣﴾
৫৪. সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমি আস্তরের ফরাশে, দুই জান্নাতের ফলই থাকবে তাদের হাতের নাগালে।	مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّاتٍ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ ﴿٦٤﴾
৫৫. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٥﴾
৫৬. সেগুলোতে থাকবে আনন্দদৃষ্টি হ্র (সুন্দরী নারীরা), পূর্বে যাদের স্পর্শ করেনি কোনো মানুষ কিংবা জিন।	فِيهِنَّ قُصُورٌ الطَّرْفُ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٦٦﴾
৫৭. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٧﴾
৫৮. সৌন্দর্যে তারা যেনো ইয়াকুত (পদ্মরাগ) এবং মারজান (প্রবাল)।	كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٦٨﴾
৫৯. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٩﴾
৬০. ইহসানের পুরস্কার ইহসান ছাড়া আর কি?	هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٧٠﴾
৬১. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧١﴾
৬২. সে দুটি ছাড়াও থাকবে আরো দুটি জান্নাত।	وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ﴿٧٢﴾
৬৩. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٣﴾
৬৪. দুটি উদ্যানই হবে ঘন নিবিড় সবুজ।	مُدَاهَا مَتْنٌ ﴿٧٤﴾

৬৫. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٥﴾
৬৬. উভয় জান্নাতেই থাকবে উচ্ছলিত দুই বরগাধারা।	فِيهِمَا عَيْنُنِ نَضَّاخَتُنِ ﴿٦٦﴾
৬৭. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٧﴾
৬৮. উভয় জান্নাতেই থাকবে বিপুল ফলমূল, খেজুর আর আনার।	فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ ﴿٦٨﴾
৬৯. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٩﴾
৭০. সেগুলোতেও থাকবে সুশীল সুন্দরী নারীরা।	فِيهِنَّ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ جَسَانٌ ﴿٧٠﴾
৭১. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧١﴾
৭২. তারা হলো হুর (অপরূপ সুন্দরী নারী) তাঁবুতে অবস্থানকারিণী।	حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾
৭৩. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٣﴾
৭৪. পূর্বে তাদের স্পর্শ করেনি কোনো মানুষ কিংবা জিন।	لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٧٤﴾
৭৫. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٥﴾
৭৬. তারা হেলান দিয়ে আসন গ্রহণ করবে সবুজ তাকিয়া আর চমৎকার সুন্দর গালিচার উপরে।	مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ جَسَانٍ ﴿٧٦﴾
৭৭. তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٧﴾
৭৮. অতিশয় মহান কল্যাণময় তোমার প্রভুর নাম, যিনি অতীব মর্যাদাবান মহানুভব।	تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

রুকু
০৩

সূরা ৫৬ আল ওয়াকিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৯৬, রুকু সংখ্যা: ০৩

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১০: কিয়ামত অবশিষ্ট অনুষ্ঠিত হবে। তখন মানুষ তিনভাগে বিভক্ত হবে: ১. সৌভাগ্যবান মানুষ, ২. দুর্ভাগা মানুষ, ৩. ভালো কাজে অগ্রগামী মানব দল অর্থাৎ সাবিকিন মুকাররাবিন।

১১-২৬: সাবিকিন হবে কারা? সাবিকিন-এর (ভালো কাজে অগ্রগামী লোকদের) অনন্ত পুরস্কারের বিবরণ। সাবিকিনরা আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী।

২৭-৪০: সৌভাগ্যবান লোকদের পুরস্কারের বিবরণ। সৌভাগ্যবান লোক হবে কারা?

৪১-৫৬: দুর্ভাগা লোক হবে কারা? দুর্ভাগাদের পরকালীন কঠিন শাস্তির বিবরণ।

৫৭-৭৪: পুনরুত্থানের পক্ষে অকাট্য যুক্তি।

৭৫-৮৭: কুরআন আল্লাহর মর্যাদাবান কিতাব। এই কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করা বিরাট বোকামি।

৮৮-৯৬: মুকাররাবিন এবং সৌভাগ্যবানদের শুভ পরিণতি। আল্লাহর বার্তা প্রত্যাখ্যানকারীদের অশুভ পরিণতি।

সূরা আল ওয়াকিয়া (ঘটনা) পরম করণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْوَاقِعَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. যখন ঘটনা (কিয়ামত) সংঘটিত হবে,	إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝
০২. তখন সেই ঘটনাকে অস্বীকার করার কেউ থাকবে না।	لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝
০৩. সেটা কাউকে নামাবে নিচে, কাউকেও উঠাবে উপরে।	خَافِضَةً رَّافِعَةً ۝
০৪. যখন পৃথিবী কেঁপে উঠবে প্রচণ্ড রকম।	إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝
০৫. যখন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে পাহাড় পর্বত,	وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ۝
০৬. ফলে সেগুলো পরিণত হবে ছুঁড়ে মারা ধুলোবালির মতো।	فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۝
০৭. তখন তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন ভাগে।	وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝
০৮. একটি হবে ডানদিকের দল। কী যে ভাগ্যবান হবে ডানদিকের দল!	فَأَصْحَبُ الْيَمِينِ ۝ مَا أَصْحَبُ الْيَمِينِ ۝
০৯. একটি হবে বামদিকের দল। কী যে দুর্ভাগ্য হবে বামদিকের দল!	وَأَصْحَبُ الشِّمَالِ ۝ مَا أَصْحَبُ الشِّمَالِ ۝
১০. আরেকটি হবে অগ্রগামী দল। তারা তো থাকবে অগ্রগামীই।	وَالسَّيْفُونَ السَّيْفُونَ ۝
১১. তারা হবে সান্নিধ্য প্রাপ্ত,	أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝
১২. থাকবে জান্নাতুন নায়ীমে (নিয়ামতে ভরা জান্নাতে)।	فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝
১৩. তাদের বেশিরভাগই হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে,	ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝
১৪. স্বল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে।	وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۝
১৫. তারা থাকবে সোনা ও মনিমুক্তা খচিত আসনে।	عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۝
১৬. তাতে তারা হেলান দিয়ে বসবে মুখোমুখি হয়ে।	مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۝
১৭. তাদের (সেবায়) তাওয়াফ করতে থাকবে চির বালকেরা,	يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۝
১৮. পানপাত্র, কুঁজা এবং বহমান বর্ণা থেকে নেয়া সুরার পাত্র নিয়ে।	بِأَنَاقٍ وَأَبَارِيْقٍ وَكَاسٍ مِّن مَّعِينٍ ۝
১৯. সেই সুরা পানে তাদের মাথাব্যথাও হবেনা এবং তারা জ্ঞান হারিয়ে মাতালও হবেনা।	لَّا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ۝

২০. থাকবে বিপুল ফলফলারি বেছে বেছে পছন্দসইটি গ্রহণ করার,	وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾
২১. থাকবে পাখির গোষ্ঠে যেটা তাদের মন চাইবে,	وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾
২২. থাকবে আয়তলোচনা হুর (সুন্দরী নারীকুল)	وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾
২৩. (বিনুকের মধ্যে) লুকানো মুক্তার মতো,	كَامْتَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾
২৪. তাদের আমলের প্রতিদান হিসেবে।	جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾
২৫. তারা সেখানে শুনবেনা কোনো অর্থহীন কথা কিংবা পাপালাপ।	لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهِنَّ ﴿٢٥﴾
২৬. শুনবে কেবল সালাম আর সালাম।	إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾
২৭. আর ডানদিকের দল, কী যে ভাগ্যবান ডানদিকের দল!	وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾
২৮. তারা থাকবে কাঁটাবিহীন কুল বাগানে,	فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾
২৯. কাঁদিভরা কলার বাগানে,	وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٢٩﴾
৩০. বিস্তীর্ণ ছায়ার মাঝে,	وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾
৩১. সদা বহমান পানির মধ্যে,	وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾
৩২. এবং বিপুল ফলমূলের মাঝে,	وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾
৩৩. যা কখনো শেষও হবেনা, নিষিদ্ধও হবেনা।	لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. তারা থাকবে উঁচু উঁচু শয্যায়,	وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾
৩৫. আমরা তাদের (পৃথিবীর জান্নাতি স্ত্রীদের) সৃষ্টি করবো অপরূপ সৃষ্টিতে,	إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنْسَاءً ﴿٣٥﴾
৩৬. তাদের বানিয়ে দেবো কুমারী,	فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾
৩৭. স্বামীগত প্রাণ এবং সমবয়স্কা,	عُورًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾
৩৮. ডানদিকের লোকদের জন্যে।	لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾
৩৯. তাদের অনেকেই হবে পূর্ববর্তী লোকদের থেকে,	ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾
৪০. এবং অনেকেই হবে পরবর্তী লোকদের থেকে।	وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾
৪১. আর বামদিকের লোকেরা, কী যে হতভাগ্য বামদিকের লোকেরা!	وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤২﴾
৪২. তারা থাকবে প্রচণ্ড গরম বাতাস আর টগবগে ফুটন্ত গরম পানির মধ্যে,	فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤২﴾
৪৩. থাকবে কালো ধূয়ার ছায়ায়,	وَظِلٍّ مِّن يَّخْمُومٍ ﴿٤৩﴾

৪৪. তা ঠাণ্ডাও হবেনা, আরামদায়কও হবেনা।	لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ﴿٣٨﴾
৪৫. ইতোপূর্বে (পৃথিবীর জীবনে) তারা তো মত্ত ছিলো ভোগ বিলাসে	إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٣٩﴾
৪৬. এবং তারা অবিরাম লিপ্ত ছিলো গুরুতর পাপ কাজে।	وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٠﴾
৪৭. তারা বলতো: “আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি আর হাড়ে পরিণত হবো, তখন কি আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে?	وَكَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۖ إِنَّا كَسَبُوعُتُونُ ﴿٤١﴾
৪৮. আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও?”	أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٢﴾
৪৯. বলো: পূর্বের এবং পরের সবাইকে,	قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٣﴾
৫০. একত্র করা হবে একটি নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে,	لَسَجُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٤٤﴾
৫১. তারপর হে বিভ্রান্ত অস্বীকারকারীরা!	ثُمَّ إِنَّكُمْ أَیُّهَا الضَّالُّونَ الْمَكْذِبُونَ ﴿٤٥﴾
৫২. তোমরা অবশ্যি খাবে যাকুম গাছ থেকে,	لَا تَكُونُ مِن شَجَرٍ مِّن زُقُومٍ ﴿٤٦﴾
৫৩. এবং তা দিয়ে পূর্ণ করবে তোমাদের উদর!	فَمَا لَكُمْ مِّنْهَا الْبُطُونُ ﴿٤٧﴾
৫৪. তার উপর পান করবে টগবগে ফুটন্ত গরম পানি।	فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾
৫৫. আর তা তোমরা পান করবে ত্ৰ্যাত উটের মতো।	فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴿٤٩﴾
৫৬. প্রতিদান দিবসে এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।	هَذَا نَزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٠﴾
৫৭. আমরাই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছি, কেন তোমরা তা স্বীকার করছো না?	نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تَصَدِّقُونَ ﴿٥١﴾
৫৮. তোমরা যে বীর্ষপাত করো, সে বিষয়ে তোমরা ভেবে দেখেছো কি?	أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٢﴾
৫৯. তা কি তোমরা সৃষ্টি করো, নাকি আমরাই তার স্রষ্টা?	ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٣﴾
৬০. আমরা তোমাদের জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছি মউত এবং আমরা অক্ষম নই	نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٥٤﴾
৬১. তোমাদের বদল করে তোমাদের স্থলে তোমাদের অনুরূপ অন্যদের নিয়ে আসতে এবং তোমাদের এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করতে যা তোমরা জানো না।	عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ أَمْثَالُكُمْ وَتُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾
৬২. তোমরা তো কেবল প্রথম সৃষ্টির কথাই জানো। তবে কেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করোনা?	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾
৬৩. তোমরা যে (ক্ষেত খামারে) বীজ বপন করে আসো, সে বিষয়ে তোমরা ভেবে দেখেছো কি?	أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٥٧﴾

৬৪. সেটি অংকুরিত করো কি তোমরা, নাকি আমরাই অংকুর সৃষ্টিকারী?	عَاْنْتُمْ تَزْرَعُوْنَ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾
৬৫. আমরা ইচ্ছা করলে তা খড় কুটায় পরিণত করে দিতে পারি, তাতে তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে (এবং বলবে:)	لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾
৬৬. “আমরা তো দেউলিয়া হয়ে পড়েছি।	إِنَّا لَمَغْرُمُونَ ﴿٦٦﴾
৬৭. বরং আমরা বঞ্চিত হয়ে গেছি।”	بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾
৬৮. তোমরা যে পানি পান করো সে বিষয়ে ভেবে দেখেছো কি?	أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾
৬৯. মেঘ থেকে তা কি তোমরা নাযিল করো, নাকি আমরা নামিয়ে আনি?	عَاْنْتُمْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْمُنْزِلِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾
৭০. আমরা ইচ্ছা করলে তা লোনা লবণাক্ত রেখে দিতে পারি, তবু কেন তোমরা শোকর আদায় করোনা?	لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾
৭১. তোমরা যে আগুন জ্বালাও, তার প্রতি লক্ষ্য করে দেখেছো কি?	أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾
৭২. তোমরাই কি তার জ্বালানি সৃষ্টি করো, নাকি আমরাই তার স্রষ্টা?	عَاْنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٧٢﴾
৭৩. আমরা এটাকে করেছি একটি নিদর্শন এবং মরুচারীদের জন্যে অতীব প্রয়োজনীয়।	نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾
৭৪. অতএব তুমি তোমার মহান প্রভুর নাম নিয়ে তসবিহ করো।	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾
৭৫. আমি শপথ করছি নক্ষত্র রাজির অস্তাচলের,	فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾
৭৬. অবশ্যি এটা একটা বড় শপথ, যদি তোমরা এর গুরুত্ব বুঝতে!	وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾
৭৭. নিশ্চয়ই এটি একটি সম্মানিত কুরআন।	إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾
৭৮. এটি রয়েছে সুরক্ষিত কিতাবে (উম্মুল কিতাবে)।	فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾
৭৯. পবিত্ররা (ফেরেশতারা) ছাড়া কেউ এটি স্পর্শ করেনা (নবীর কাছে বহন করে আনেনা)।	لَا يَسَّسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾
৮০. এটি নাযিল হচ্ছে রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে।	تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾
৮১. এই মহাবাণীকে তোমরা তুচ্ছ মনে করছো?	أَفِيْهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾
৮২. আর মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করাকেই কি তোমরা বানিয়ে নিয়েছো তোমাদের উপজীব্য?	وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩. যখন তোমাদের প্রাণ এসে পড়বে কণ্ঠনালীতে,	فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۝
৮৪. তখন তোমরা তাকিয়ে থাকবে এক দৃষ্টিতে,	وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ۝
৮৫. আর আমরা তোমাদের চাইতেও তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাওনা।	وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۝
৮৬. তোমরা যদি পুনরুত্থান ও প্রতিদান দিবসকে মেনে না নাও,	فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۝
৮৭. তবে তোমরা তা (জীবন) ফিরাও না কেন তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে?	تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
৮৮. সে যদি সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের একজন হয়,	فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝
৮৯. তবে তখন তার জন্যে থাকবে সুরভিত এবং ফুলেল উদ্যান আর জান্নাতুন নায়ীম (নিয়ামতে ভরা জান্নাত)।	فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ۝
৯০. আর সে যদি হয় ডানদিকের লোকদের একজন,	وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝
৯১. তাহলে তাকে বলা হবে: ‘হে ডান পাশবর্তী! তোমার প্রতি সালাম।’	فَسَلَّمَ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝
৯২. আর সে যদি হয় বিভ্রান্ত মিথ্যাবাদীদের একজন,	وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ۝
৯৩. তাহলে তার আতিথ্য হবে টগবগে ফুটন্ত গরম পানি,	فَنَزُلُ مِنْ حَيْمٍ ۝
৯৪. আর জাহান্নামের দহন।	وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ ۝
৯৫. এ এক নিশ্চিত সত্য বিষয়।	إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۝
৯৬. অতএব, তুমি তসবিহ্ করো তোমার মহান প্রভুর নামের।	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

রুকু
৩৩

সূরা ৫৭ আল হাদিদ

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ২৯, রুকু সংখ্যা: ০৪

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০৬: মহাবিশ্বের সবকিছু আল্লাহর হুকুম মতো চলছে। আল্লাহ মহাবিশ্বের মালিক, জীবন মৃত্যুর মালিক। তিনি আদি ও অন্ত। তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ছয়টি কালে। তিনি মহাবিশ্বের সম্রাট ও সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক।
- ০৭-১১: ঈমান আনার এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান।
- ১২-১৯: মুমিনদের পরকালীন নিষ্কৃতি। মুনাফিক ও কাফিরদের জন্য জাহান্নাম। আল্লাহর পথে দানকারীরা বহুগুণ বেশি ফেরত পাবে।
- ২০-২৪: দুনিয়ার জীবন প্রকৃত জীবন নয়, পরকালীন জীবনই প্রকৃত জীবন।

<p>২৫: রসূলদের পাঠানোর উদ্দেশ্য। ২৬-২৯: অতীতের রসূলদের দাওয়াতও কিছু লোক গ্রহণ করেছিল, কিছুলোক গ্রহণ করেনি। ঈমানের পথ আলোকিত পথ।</p>	
<p>সূরা আল হাদিদ (লোহা, ইস্পাত) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে</p>	<p>سُورَةُ الْحَدِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>
<p>০১. মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাই আল্লাহর তসবিহ করছে এবং তিনি মহাশক্তিধর মহাপ্রজ্ঞাবান।</p>	<p>سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①</p>
<p>০২. মহাকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর। তিনিই জীবনদান করেন এবং মউত ঘটান। তিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।</p>	<p>لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْجِ وَيُسَبِّتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①</p>
<p>০৩. তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনি জ্ঞানী।</p>	<p>هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ①</p>
<p>০৪. তিনি সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ ও পৃথিবী ছয়টি কালে, অতঃপর তিনি সমাসীন হয়েছেন আরশে। তিনি জানেন যা প্রবেশ করে জমিনে এবং যা বের হয় জমিন থেকে, যা নাযিল হয় আসমান থেকে এবং যা মে'রাজ হয় (উঠে যায়) আসমানে। তিনি তোমাদের সাথে থাকেন, তোমরা যেখানেই থাকো। তোমরা যা করো তিনি সবকিছুর দ্রষ্টা।</p>	<p>هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ①</p>
<p>০৫. মহাকাশ এবং পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। আল্লাহর দিকেই ফিরে যায় সমস্ত বিষয়।</p>	<p>لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ①</p>
<p>০৬. তিনিই রাতকে ঢুকিয়ে দেন দিনের মধ্যে এবং দিনকে ঢুকিয়ে দেন রাতের মধ্যে এবং তিনিই অন্তরযামী।</p>	<p>يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ①</p>
<p>০৭. তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি, আর আল্লাহ তোমাদের যা কিছু উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় করো (আল্লাহর পথে)। তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে এবং ব্যয় করে (আল্লাহর পথে) তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।</p>	<p>آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ④</p>
<p>০৮. তোমাদের কী হয়েছে, কেন তোমরা ঈমান আনোনা আল্লাহর প্রতি, অথচ রসূল তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছেন ঈমান আনতে তোমাদের প্রভুর প্রতি, আর আল্লাহ তো তোমাদের থেকে মজবুত অংগীকার গ্রহণ করেছেনই, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।</p>	<p>وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ①</p>

০৯. তিনিই তাঁর দাসের প্রতি নাযিল করেন সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যা তোমাদের বের করে আনে অন্ধকারাশি থেকে আলোতে এবং অবশ্যি আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম করুণাময়, পরম দয়াবান।

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ⑨

১০. তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেন ব্যয় করবেনা আল্লাহ্র পথে? অথচ মহাকাশ এবং পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহ্রই। তোমাদের যারা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে, তারা এসব লোকদের চেয়ে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, যারা ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে বিজয়ের পরে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের জন্যেই কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা আমল করো আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑩

১১. কে আছে আল্লাহ্কে ‘করজে হাসানা’ (উত্তম ঋণ) দেবে, তাহলে আল্লাহ্ তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। তাছাড়া তার জন্যে থাকবে সম্মানজনক পুরস্কার।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ⑪

১২. সেদিন তুমি দেখবে, মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদের, তাদের নূর (আলো) তাদের সামনে এবং ডানে দৌড়াদৌড়ি করছে। তাদের বলা হবে: ‘আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ জান্নাতের, যার নিচে দিয়ে জারি থাকবে নদ নদী নহর। সেখানে থাকবে তোমরা চিরকাল। আর এটাই মহাসাফল্য।’

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑫

১৩. সেদিন মুনাফিক পুরুষ এবং মুনাফিক নারীরা মুমিনদের বলবে: ‘আপনারা আমাদের জন্যে একটু অপেক্ষা করুন, যাতে আমরা আপনাদের নূর থেকে কিছু (আলো) গ্রহণ করতে পারি।’ তখন তাদের বলা হবে: ‘তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান করোগিয়ে।’ তখন উভয়ের মাঝখানে স্থাপিত হয়ে যাবে একটি প্রাচীর, যাতে থাকবে একটি দরজা। তার ভেতরভাগে থাকবে রহমত (জান্নাত), আর বহির্ভাগে থাকবে আযাব (জাহান্নাম)।

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ⑬

১৪. তখন মুনাফিকরা মুমিনদের ডেকে বলবে: ‘আমরা কি (পৃথিবীতে) আপনাদের সাথে ছিলাম

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ

না?’ তখন তারা বলবে: ‘হাঁ ছিলে, তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের ফিতনায় (পরীক্ষায়) ফেলেছিলে, তোমরা (আমাদের অমঙ্গলের) অপেক্ষা করছিলে, সন্দেহ পোষণ করছিলে এবং অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা তোমাদের প্রতারিত করে রেখেছিল। এমনি করে আল্লাহর হুকুম (মৃত্যু কিংবা ইসলামের বিজয়) এসে পড়েছিল, আর মহাপ্রতারক (শয়তান) আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের প্রতারিত করে রেখেছিল।’

وَ لَكُمْ فِتْنَةٌ أَنْفُسُكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُكُمْ وَ غَوَّيْتُكُمْ الْأَمَانِيَّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ غَوَّيْتُكُمْ بِاللَّهِ الْعُزُورُ ﴿١٧﴾

১৫. সুতরাং আজ তোমাদের থেকে কোনো ফিদিয়া (মুক্তিপণ) গ্রহণ করা হবেনা এবং কাফিরদের থেকেও নয়। জাহান্নামই হবে তোমাদের আবাস এবং সেটাই হবে তোমাদের মাওলা (তত্ত্বাবধায়ক), আর সেটা যে কতো নিকৃষ্ট পরিণাম!

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا لَكُمْ التَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَ يَسُئُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٥﴾

১৬. যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর যিকির এবং তিনি যে মহাসত্য (আল কুরআন) নাযিল করেছেন তার পাঠে তাদের হৃদয় বিগলিত হবার সময় কি এখনো হয়নি? ইতোপূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল, এরা যেনো তাদের মতো না হয়। (তাদের অবস্থা এমন হয়েছিল যে,) একটা দীর্ঘসময় অতিবাহিত হবার পর তাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং তাদের অনেকেই হয়ে পড়েছিল ফাসিক।

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فُسِقُونَ ﴿١٦﴾

১৭. জেনে রাখো, মরে শুকিয়ে যাবার পর আল্লাহ জমিনকে পুনর্জীবিত করেন। এভাবে আমরা তোমাদের জন্যে বিশদ বিবরণ দেই আমাদের আয়াতের, যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো।

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

১৮. নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ এবং দানশীল নারীদের এবং যারা আল্লাহকে করযে হাসানা (উত্তম ঋণ) দেয়, তাদের (ফেরত) দেয়া হবে বহুগুণ বেশি এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

إِنَّ الْمَصْدِقَيْنِ وَ الْمَصْدِقَاتِ وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

১৯. যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি, তারা ই তাদের প্রভুর কাছে সিদ্ধিক (সত্যনিষ্ঠ) এবং শহীদ (সত্যের সাক্ষ্য)। তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে তাদের পুরস্কার এবং নূর।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ وَ الَّذِينَ

রুকু
০২

আর যারা কুফুরি করে এবং অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে আমাদের আয়াত, তারাই হবে জাহিমের (জাহান্নামের) অধিবাসী।

كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ ٥٩

২০. জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবনটা হলো খেল তামাশা, চাকচিক্য, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধনমাল ও সম্ভান-সম্ভতির প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা। এর উপমা হলো বৃষ্টি, যার উৎপাদিত শস্য কৃষকদের উৎফুল্ল করে। তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি দেখতে পাও তা হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে, অবশেষে তা পরিণত হয় খড়কুটায়। আর আখিরাতে রয়েছে কঠোর আযাব, মাগফিরাত (ক্ষমা) এবং আল্লাহর সম্ভষ্টি। দুনিয়ার জীবনটা প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়।

إِعلمُوا أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَؤُلَاءِ
زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ
الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مَضْفَرًا
ثُمَّ يَكُونُ حُطَّامًا وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَ
مَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ٦٠

২১. তোমরা প্রতিযোগিতা করে দৌড়ে এসো তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে আর সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান জমিনের প্রশস্ততার মতো। এই জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে তাদের জন্যে, যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং রসূলদের প্রতি। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ অতীব অনুগ্রহপরায়ণ।

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٦١

২২. পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের জীবনে যে বিপদ মসিবত আসে, তা সংঘটিত করার আগেই লিপিবদ্ধ থাকে, এটা আল্লাহর জন্যে খুবই সহজ।

مَا أَصَابَ مَن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ
نَّبْرَاهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ٦٢

২৩. যাতে করে তোমরা যা হারাও, তাতে বিমর্ষ না হয়ে পড়ো এবং যা তিনি তোমাদের দেন তাতে অতি উৎফুল্ল না হয়ে পড়ো। আল্লাহ তো উদ্ধত দাষ্টিকদের পছন্দ করেন না।

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا
تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ ٦٣

২৪. যারা বখিলি করে এবং মানুষকে বখিলি করার আদেশ করে এবং যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা জেনে রাখুক, আল্লাহ অভাবমুক্ত সপ্রশংসিত।

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالْبُخْلِ وَ مَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْغَنِيُّ الْهَمِيدُ ٦٤

২৫. আমরা আমাদের রসূলদের পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এবং তাদের সাথে আমরা নাযিল করেছি কিতাব আর মিজান (মানদণ্ড), যাতে করে

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। তাছাড়া আমরা নাযিল করেছি ইস্পাত, যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি এবং মানুষের জন্যে বহু রকম মুনাফা। এটা এ জন্যে, যাতে আল্লাহ বাস্তবে জেনে নেন, না দেখেও কারা আল্লাহকে এবং তাঁর রসূলদেরকে সাহায্য করে? নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧﴾

রুকু
০৩

২৬. আমরা নূহ এবং ইবরাহিমকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে দিয়েছিলাম নবুয়্যত এবং কিতাব। কিন্তু তাদের কিছু লোক হিদায়াতের পথ অনুসরণ করলেও অধিকাংশই ছিলো ফাসিক।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٨﴾

২৭. আর আমরা তাদের আদর্শের অনুগামী করেছিলাম আরো অনেক রসূলকে এবং অনুগামী করেছিলাম ঈসা ইবনে মরিয়মকে আর তাকে দিয়েছিলাম ইনজিল। তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম, করুণা এবং দয়া। আর বৈরাগ্য-যা তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে উদ্ভাবন করে নিয়েছিল, আমরা এই বিধান তাদের দেইনি। অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। ফলে তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল আমরা তাদের দিয়েছিলাম তাদের পুরস্কার। তবে তাদের অধিকাংশই ছিলো ফাসিক (সত্যত্যাগী)।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٩﴾

২৮. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ঈমান আনো তাঁর রসূলের প্রতি, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদের দেবেন দ্বিগুণ পুরস্কার, আর তোমাদের দেবেন নূর (আলো) যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে (জীবন যাপন করবে) এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল দয়াবান।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٠﴾

২৯. এটা এজন্যে যে, আহলে কিতাবরা যেনো জানতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোনো অধিকার নেই। সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহরই এখতিয়ারে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٦١﴾

রুকু
০৪

সূরা ৫৮ আল মুজাদালা

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ২২, রুকু সংখ্যা: ০৩

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৪: যিহারের বিধান।

০৫-০৬: নাস্তিকদের জন্য রয়েছে অপমানকর আযাব।

০৭-১৩: মজলিসে একান্তে কথা বলার বিধান। মজলিসে বসার বিধান।

১৪-২২: কাদের প্রতি আল্লাহ্র গজব? মুমিনরা আল্লাহ্র শত্রুদের বন্ধু বানায়না নিকট আত্মীয় হলেও।

<p style="text-align: center;">সূরা আল মুজাদালা (বিতর্ক)</p> <p style="text-align: center;">পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহ্র নামে</p>	<p style="text-align: center;">سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ</p> <p style="text-align: center;">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>
<p>০১. আল্লাহ্ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে বিতর্ক করছে তোমার সাথে এবং শেকায়েত (অভিযোগ, ফরিয়াদ) করছে আল্লাহ্র কাছে। আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শুনেছেন। আল্লাহ্ সব শুনে, সব দেখেন।</p>	<p style="text-align: center;">قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ①</p>
<p>০২. তোমাদের যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে তারা জেনে রাখুক তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারাই যারা তাদের জন্ম দিয়েছে। (যারা যিহার করে) তারা একটি অন্যায়, অসংগত ও অসত্য কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দয়াময় ক্ষমাশীল।</p>	<p style="text-align: center;">الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْيَتِيُّ وَلَدَنَّهُمْ ② وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ③</p>
<p>০৩. যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারপর নিজেদের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাদের জন্যে বিধান হলো, তারা পরস্পরকে স্পর্শ করার আগে একটি দাসমুক্ত করবে। এভাবেই তোমাদের উপদেশ দেয়া হলো। তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন।</p>	<p style="text-align: center;">وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ④</p>
<p>০৪. এই সামর্থ্য যার নেই, পরস্পরকে স্পর্শ করার আগে সে অবিরাম দুই মাস সিয়াম পালন করবে (রোযা রাখবে)। যে এটা করতেও অসমর্থ হবে, সে ষাটজন মিসকিনকে (অভাবীকে) খাবার খাওয়াবে। এ বিধান দেয়া হলো, যেনো তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখো, এটাই আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্র বিধান অমান্যকারীদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।</p>	<p style="text-align: center;">فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ⑤ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ⑥ ذَلِكُمْ لِيَتُومَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ⑦ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑧</p>

পারা
২৮

০৫. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে, তাদের অপদস্থ করা হবে, যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের আগের লোকদের। আমরা তো সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি। অমান্যকারীদের জন্যে রয়েছে অপমানকর আযাব।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑤

০৬. যেদিন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন, সেদিন আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন। আল্লাহ্ তার (তাদের কৃতকর্মের) হিসাব রেখেছেন, কিন্তু তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑥

রকু
০১

০৭. তুমি কি দেখোনা যে, আল্লাহ্ জানেন মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে? তিন ব্যক্তির মধ্যে কোনো গোপন সলাপরামর্শ হয়না যেখানে চতুর্থজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেননা। পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয়না, যেখানে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি হাজির থাকেন না। তারা এর চাইতে কম হোক কিংবা বেশি, তিনি তাদের সাথেই থাকেন যেখানেই তারা থাকুক। তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদের অবহিত করবেন-তারা কী করেছিল? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞানী।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑦

০৮. তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করছো না, যাদের গোপন সলাপরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল; কিন্তু নিষেধ করার পরও তারা সেটার পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপ কাজ, সীমালংঘন ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্যে গোপন সলাপরামর্শ করে? তারা যখন তোমার কাছে আসে, এমন ভাষায় তোমাকে অভিবাদন করে, যে ভাষায় আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেননি। তারা মনে মনে বলে: ‘আমরা যা বলি, তার জন্যে আল্লাহ্ আমাদের শাস্তি দেন না কেন?’ তাদের জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট। তাতেই তারা দক্ষ হবে, আর সেটা কতো যে নিকৃষ্ট আবাস!

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ ۖ وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَيُئْسَسُ الْمُصِيرُ ⑧

০৯. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ করো, সেটা যেমন পাপালাপ, সীমালংঘন এবং রসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্যে না হয়। তোমরা গোপন পরামর্শ করলে তা করবে কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى

উদ্দেশ্যে। তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর কাছে তোমাদের হাশর করা হবে।

১০. গোপন সলাপরামর্শ হয় শয়তানের প্ররোচণায় মুমিনদের মনে কষ্ট দেয়ার জন্যে। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সে তাদের সামান্যতম ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়। মুমিনরা আল্লাহর উপরই তওয়াক্কুল করুক।

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ①

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَئِيسَ بَضَّاءٍ هُمْ شَيْئًا
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ⑩

১১. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের যখন বলা হয়: মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা (অপরের জন্য) স্থান করে দিও, তাহলে আল্লাহও তোমাদের জন্যে প্রশস্ত করে দেবেন। আর যখন তোমাদের বলা হয়: 'উঠে যাও', তখন তোমরা উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ
تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑪

১২. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা রসূলের সাথে চুপে চুপে কথা বলতে চাইলে তার আগে হাদিয়া প্রদান করবে। এটা উত্তম এবং পবিত্র। যদি তা করতে তোমরা সমর্থ না হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَجَاسَّيْتُمْ
الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرُ فَإِنْ
لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑫

১৩. তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলার আগে হাদিয়া প্রদানকে কষ্টকর মনে করো? যদি তোমরা হাদিয়া না দাও, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

عَاشَفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ
نَجْوَاكُمْ صَدَقَتْ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَ
تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑬

১৪. তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করোনি, যারা সেই সম্প্রদায়ের সাথে (মুনাফিকদের সাথে) বন্ধুতা করে, যাদের প্রতি আল্লাহ ক্ষুব্ধ। তারা তোমাদের লোক নয়, তোমরাও তাদের লোক নও। তারা জেনে শুনে মিথ্যা হলফ করে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَآهُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَ
يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ⑭

১৫. আল্লাহ তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন কঠোর আযাব। তারা যা করে তা চরম নিকৃষ্ট।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ
سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑮

<p>১৬. তারা তাদের শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং তারা আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং তাদের জন্যে রয়েছে অপমানকর আযাব।</p>	<p>إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَالَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٦﴾</p>
<p>১৭. তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র মোকাবেলায় তাদের কোনো কাজেই আসবেনা। তারা হবে আগুনের অধিবাসী, সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল।</p>	<p>لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾</p>
<p>১৮. যেদিন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন, সেদিনও তারা আল্লাহ্র সাথে ঠিক সে রকম হলফই করবে, যে রকম হলফ করে তোমাদের সাথে। তারা মনে করে তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছুর উপর রয়েছে। জেনে রাখো, আসলে তারা মিথ্যাবাদী।</p>	<p>يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَنِيًّا ۖ فَيُخَلِّفُونَ لَهُ كَمَا يَخَلِّفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَخْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٨﴾</p>
<p>১৯. শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে। ফলে সে তাদের ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্র যিকির। মূলত তারা হলো শয়তানের দল। আর জেনে রাখো, শয়তানের দল অবশ্যি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।</p>	<p>اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۖ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾</p>
<p>২০. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে, তারাি হবে লাঞ্ছিতদের অন্তরভুক্ত।</p>	<p>إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾</p>
<p>২১. আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন, আমি অবশ্যি বিজয়ী হবো এবং আমার রসূলরাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।</p>	<p>كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَنَا ۖ أَنَا وَرُسُلِي ۖ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾</p>
<p>২২. যারা আল্লাহ্র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তুমি তাদের কাউকেও এমন পাবেনা, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতাকারীর সাথে বন্ধুতা ও ভালোবাসা রাখে, বিরোধিতাকারীরা তাদের বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজন হলেও। এদের অন্তরে আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদের সাহায্য করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ (অহির জ্ঞান, কুরআন) দিয়ে। তিনি তাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ নদী নহর, চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাজি হয়ে গেছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি রাজি হয়েছে। এরাই আল্লাহ্র দল। আর জেনে রাখো, আল্লাহ্র দলই হবে সফল।</p>	<p>لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۖ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ۖ وَآيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۖ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۖ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾</p>

সূরা ৫৯ আল হাশর

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ২৪, রুকু সংখ্যা: ০৩

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৬: ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাদের উৎখাতের বিবরণ।

০৭-১০: ফায়দা লাভ করবে কারা?

১১-১৭: মুনাফিকদের আচরণ শয়তানের আচরণের মতো।

১৮-২৪: মুমিনদের প্রতি উপদেশ। কুরআনের মর্যাদা। আসমাউল হুসনা।

সূরা আল হাশর (সমাবেশ) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْحَشْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তসবিহ করে আল্লাহর। তিনি মহাজ্ঞিধর, মহাপ্রজ্ঞাবান।	سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①
০২. তিনিই আহলে কিতাবের কাফিরদের (বনু নজিরের ইহুদিদের) বের করে দিয়েছেন তাদের আবাস থেকে প্রথমবার সমবেতভাবে। তারা বেরিয়ে যাবে বলে তো তোমরা কল্পনাও করোনি। আর তারা মনে করেছিল তাদের দুর্গগুলো তাদের রক্ষা করবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে। কিন্তু আল্লাহ তাদের এমন একদিক থেকে শাস্তি দিলেন, যা ছিলো তাদের কল্পনারও বাইরে। আর তাদের অন্তরে সঞ্চর করে দিয়েছিলেন ভীতি। তারা নিজেদের হাতেই নিজেদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে ফেলছিল এবং মুমিনদের হাতেও। সুতরাং উপদেশ গ্রহণ করো হে চক্ষুস্মান ব্যক্তিরা!	هُوَ الَّذِي اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَنْهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَانْهَضَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِي قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيهِمْ وَ اَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يَاۤ اُولِى الْاَبْصَارِ ②
০৩. আল্লাহ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না দিলেও পৃথিবীতে তাদের অন্য কোনো শাস্তি দিতেন। আর আখিরাতে তাদের জন্যে রয়েছে আগুনের আযাব।	وَلَوْ لَا اَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ③
০৪. এর কারণ, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আর যারাই আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, আল্লাহ অবশ্য কঠোর শাস্তিদাতা।	ذٰلِكَ بِاَنْهُمْ شَاَقَوْا اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَاِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ④
০৫. তোমরা যে খেজুরগাছগুলো কেটেছিলে কিংবা কাণ্ডের উপর রেখে দিয়েছিলে তাতো	مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمْوهَا

আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে করেছিলে এবং এজন্যে, যেহেতু আল্লাহ্‌ তাদের লাঞ্ছিত করেন।

قَائِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ
وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ۝

০৬. আল্লাহ্‌ ইহুদিদের থেকে তাঁর রসূলকে যে ফায় (যুদ্ধ ছাড়াই লব্ধ সম্পদ) পাইয়ে দিয়েছেন তার জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করোনি। আল্লাহ্‌ যার উপর ইচ্ছা তাঁর রসূলকে কর্তৃত্ব প্রদান করেন। আল্লাহ্‌ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا
أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَ
لَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

০৭. আল্লাহ্‌ জনপদবাসীদের থেকে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন, তা আল্লাহ্‌র, তাঁর রসূলের, রসূলের আত্মীয়দের, এতিমদের, মিসকিনদের এবং পথিকদের, যাতে করে তোমাদের মধ্যে যারা বিভ্রাট, কেবল তাদের মাঝেই অর্থ-সম্পদ আবর্তিত না হয়। রসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করে, তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহ্‌কে ভয় করো নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ কঠোর শাস্তিদাতা।

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا
يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

০৮. এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্যে যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও অর্থ-সম্পদ থেকে উৎখাত হয়ে এসেছে। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং সম্ভ্রষ্ট কামনা করে, তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে। তারা সত্যবাদী।

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُونَ لِلَّهِ
وَرَسُولِهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

০৯. আর তাদের জন্যেও, যারা মুহাজিরদের আসার পূর্ব থেকেই এ নগরীতে বসবাস করে আসছে এবং ঈমান এনেছে। তারা হিজরত করে আসা লোকদের ভালোবাসে। মুহাজিরদের যা দেয়া হয়েছে, তার জন্যে তারা অন্তরে আশা পোষণ করেনা। মূলত তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যারা মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত, তারা ই সাফল্য অর্জনকারী।

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن
قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا
يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

১০. যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: ‘আমাদের প্রভু! ক্ষমা করে দাও আমাদেরকে, ঈমানের দিক থেকে আমাদের সাবেক (অগ্রগামী) ভাইদেরকে এবং আমাদের অন্তরে মুমিনদের

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

রুকু
০১

জন্মে কোনো বিদ্বেষ রেখোনা। আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি পরম দয়ালব, পরম করুণাময়।’

بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا
لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ①

১১. যারা মুনাফিকি করে, তুমি কি তাদের দেখোনা? তারা তাদের আহলে কিতাবের কাফির ভাইদের বলে: ‘তোমাদের যদি বহিষ্কার করা হয়, তবে আমরাও অবশ্য তোমাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবো এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা শুনবোনা। তোমরা আক্রান্ত হলে অবশ্য আমরা তোমাদের সাহায্য করবো।’ আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তারা অবশ্য অবশ্য মিথ্যাবাদী।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَ لَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَ إِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ②

১২. ওদেরকে বহিষ্কার করা হলে এরা দেশ ত্যাগ করবেনা, ওরা আক্রান্ত হলে এরা সাহায্যও করবেনা। এরা সাহায্য করতে গেলেও, পেছনে ফিরে পালাবে, তারপর তারা আর কোনো সাহায্য পাবেনা।

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولِيَنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ③

১৩. মূলত এদের মনে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশি, কারণ তারা বেবুঝ লোক।

لَا تَثْمُ شِدَّةٌ رَّهْبَةٍ فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ④

১৪. তারা সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবেনা, করতে পারবে কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে থেকে কিংবা দুর্গ প্রাচীরের অন্তরাল থেকে। তাদের পরস্পরের মধ্যেই তো যুদ্ধ প্রকট। তুমি মনে করছো তারা ঐক্যবদ্ধ, অথচ তাদের হৃদয়গুলো বিচ্ছিন্ন। এর কারণ, তারা বেআকল লোক।

لَا يِقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ⑤

১৫. এদের অবস্থা তাদের অল্প আগের লোকদের মতো, যারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আশ্বাদন করেছে। এছাড়াও তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑥

১৬. তাদের অবস্থা শয়তানের মতো। সে মানুষকে বলে: ‘কুফুরি করো।’ অতঃপর সে যখন কুফুরি করে, তখন শয়তান বলে: ‘তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ভয় করি।’

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ⑦

১৭. ফলে দু’জনের পরিণতিই হবে জাহান্নাম। সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল। এটাই

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ

যালিমদের প্রতিদান।

فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

রুকু
০২

১৮. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেনো ভেবে দেখে, সে আগামিকালের (পরকালের) জন্যে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে? আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা আমল করো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

১৯. তোমরা ঈসব লোকদের মতো হয়োনা যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদের আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। এরাই ফাসিক।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٤﴾

২০. জাহান্নামিরা আর জান্নাতিরা সমান নয়। কারণ, জান্নাতিরা হবে সফলকাম।

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٥﴾

২১. আমরা যদি এ কুরআনকে কোনো পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তবে তুমি সেটাকে দেখতে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে পড়ছে। আমরা এসব দৃষ্টান্ত প্রদান করি মানুষের জন্যে যাতে করে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

لَوْ أَنْزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾

২২. তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি গায়েব ও দৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালবান।

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٥٧﴾

২৩. তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই সার্বভৌম সম্রাট, তিনি সব জাতি থেকে পবিত্র, তিনি শান্তি (দাতা), তিনি নিরাপত্তাদাতা, তিনি রক্ষক, তিনি মহাশক্তিধর, তিনি প্রবল-প্রচণ্ড, তিনি সর্বোচ্চ-মহান। তারা (তাঁর সাথে) যাদের শরিক করে, তিনি সেগুলো থেকে পবিত্র-মহান।

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمْلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٨﴾

২৪. তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, সৃষ্টির উদ্ভাবক, আকৃতিদাতা, সব সুন্দর নাম তাঁরই। মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর তসবিহ করে। তিনি মহাশক্তিধর, মহাপ্রজ্ঞাবান।

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٩﴾

রুকু
০৩

সূরা ৬০ আল মুমতাহানা

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ১৩, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০৬: আল্লাহ ও মুমিনদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার নিষেধাজ্ঞা। এ ক্ষেত্রে ইবরাহিমের আদর্শ অনুসরণের পরামর্শ।
- ০৭-০৯: আল্লাহ মুমিনদের জন্য শত্রুদের মধ্য থেকেও বন্ধু বের করে দিতে পারেন।
- ১০-১৩: মহিলারা হিজরত করে এলে তাদের ব্যাপারে যে পলিসি গ্রহণ করতে হবে।

সূরা আল মুমতাহানা (পরীক্ষনীয় নারী) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে।	سُورَةُ الْمُؤْتَمِنَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে অলি (বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক) হিসেবে গ্রহণ করোনা। তোমরা কি তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাচ্ছে? অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তার প্রতি কুফুরি করেছে। তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো বলে তারা আল্লাহর রসূলকে এবং তোমাদেরকেও দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদে এবং আমার সম্বলি লাভের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো, তবে কেন তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুতা করছো? তোমরা যা গোপন করো আর যা প্রকাশ করো, তা আমি জানি। তোমাদের যে কেউ এমন কাজ করে, সে তো সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ①
০২. তারা তোমাদের কাবু করতে পারলে তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং হাতে ও মুখে তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে। তারা তো কামনা করে তোমরাও যেনো কুফুরি করো।	إِنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا أَنْ تُكْفَرُوا ②
০৩. কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তোমাদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে দেবেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তার প্রতি দৃষ্টি রাখছেন।	لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ③
০৪. তোমাদের জন্যে রয়েছে একটি উত্তম আদর্শ ইবরাহিম এবং তার সাথিদের মধ্যে। তারা তাদের কণ্ঠমকে বলেছিল: ‘তোমাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং তোমরা আল্লাহর	قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا

পরিবর্তে যাদের ইবাদত (পূজা উপাসনা) করো তাদের সাথেও। আমরা তোমাদের অমান্য করছি। তোমাদের এবং আমাদের মাঝে গুরু হলো চিরন্তন শত্রুতা আর বিদ্বেষ যতোদিন না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। তবে ব্যতিক্রম শুধু নিজের পিতার প্রতি ইবরাহিমের এই কথাটা: ‘আমি আপনার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে যাবো, তবে আপনার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে কোনো কিছু করার অধিকার রাখিনা।’ “আমাদের প্রভু! আমরা তোমার প্রতি তাওয়াক্কুল করলাম, আমরা তোমারই অভিমুখী হলাম এবং প্রত্যাবর্তন তো হবে তোমারই কাছে।

بُرءًا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ①

০৫. আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের নিপীড়নের পাত্র বানিয়ে না। হে প্রভু! তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি মহাশক্তিধর, মহাপ্রজ্ঞাবান।”

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ رَحْمَةً لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②

০৬. তোমরা যারা আল্লাহর (সন্তুষ্টি) এবং পরকালের (সাফল্য) প্রত্যাশা করো, নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ। কেউ যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভাবমুক্ত সপ্রশংসিত।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَفَضَّلَ اللَّهُ فَرِيقًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ③

রুকু
০১

০৭. যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, হয়তো আল্লাহ্ তাদের ও তোমাদের মাঝে বন্ধুতা সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালবান।

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ ④ وَاللَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ ⑤

০৮. দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে এবং ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেননা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ⑥ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑦

০৯. আল্লাহ্ তো কেবল তাদের সাথে বন্ধুতা করতেই নিষেধ করেন, যারা দীনের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদের বের করে দিতে সাহায্য করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুতা করে তারা যালিম।

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑧

১০. হে ঈমানদার লোকেরা! মুমিন নারীরা মুহাজির হয়ে (তোমাদের) কাছে এলে তোমরা তাদের পরীক্ষা করে নিও। তাদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই অধিক জানেন। তোমরা যদি জানতে পারো, তারা সত্যি মুমিনা, তবে তাদের কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিয়োনা। কারণ তারা কাফিরদের জন্যে হালাল নয়, আর কাফিররাও তাদের জন্যে হালাল নয়। কাফিররা তাদের জন্যে যা (যে মোহরানা) ব্যয় করেছে তা তাদের ফেরত দেবে। অতঃপর মোহরানা দিয়ে তাদের বিয়ে করলে তোমাদের কোনো দোষ হবেনা। তোমরা কাফির নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখোনা। তোমরা তাদের জন্যে যা (যে মোহরানা) ব্যয় করেছে তা ফেরত চাইবে এবং কাফিররাও চাইবে তারা যা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহ্র বিধান। তিনি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন। তিনি জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّوهُم مَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَ سَأَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

১১. তোমাদের কাফির স্ত্রীদেরকে দেয়া মোহরানার কিছু অংশ যদি তোমরা ফেরত না পাও এবং পরে যদি তোমরা সুযোগ পেয়ে যাও তাহলে যাদের স্ত্রীরা ওদিকে রয়ে গেছে তাদেরকে তাদের দেয়া মোহরানার সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দাও। তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় করো যার প্রতি তোমরা মুমিন (বিশ্বাসী)।

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَّا أَنْفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

১২. হে নবী! মুমিন নারীরা তোমার কাছে এসে বাইয়াত করতে চাইলে এসব শর্তে তাদের বাইয়াত গ্রহণ করে নাও: তারা আল্লাহ্র সাথে শরিক সাব্যস্ত করবেনা, চুরি করবেনা, জিনা করবেনা, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবেনা, জেনেশুনে অপবাদ রচনা করে রটাবেনা এবং ভালো কাজে তোমার নির্দেশ অমান্য করবেনা। তুমি আল্লাহ্র কাছে তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১৩. হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্ যে কওমটির প্রতি ক্ষুদ্র, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুতা করোনা। তারা তো আখিরাত সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে, যেমন হতাশ হয়েছে কবরের অধিবাসী কাফিররা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ۝

সূরা ৬১ আস্ সফ

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১৪, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০৬: মুমিনদের দ্বিমুখী আচরণের নিন্দা। মুসা এবং ঈসার সাথিরা তাদের কষ্ট দিয়েছিল। ঈসা আ. আহমদের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।
- ০৭-০৯: কাফিররা ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে চায়। রসূলকে পাঠানো হয়েছে ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে।
- ১০-১৪: আযাব থেকে মুক্তির উপায় ঈমান ও জিহাদ। মুমিনদেরকে আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়ার নির্দেশ, যেমনটি হয়েছিল ঈসার সাথিরা।

সূরা আস্ সফ (সারি) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الصَّفِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. যা কিছু আছে মহাকাশে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে সবই আল্লাহর তসবিহ করে এবং তিনি মহাশক্তিধর, মহাপ্রজ্ঞাবান।	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①
০২. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা তোমরা করোনা?	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ②
০৩. তোমরা যা করোনা, তোমাদের সেকথা বলাটা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।	كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ③
০৪. আল্লাহ সেইসব লোকদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে লড়াই করে সীসা ঢেলে তৈরি করা মজবুত প্রাচীরের মতো সারিবদ্ধ হয়ে।	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ④
০৫. মুসা যখন তার কওমকে বলেছিল: ‘হে আমার কওম! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও? অথচ তোমরা তো জানো, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রসূল। তারপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করে তখন আল্লাহও তাদের অন্তরকে বক্র করে দেন। আল্লাহ ফাসিকদের সঠিক পথ দেখাননা।	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑤
০৬. স্মরণ করো, মরিয়মের পুত্র ঈসা যখন বলেছিল: ‘হে বনি ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসূল। আমার আগে থেকেই তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়ন করছি এবং আমি সুসংবাদ দিচ্ছি,	وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنَىٰ إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ

আমার পরে একজন রসূল আসবেন, তাঁর নাম হবে আহমদ।' তারপর সে (আহমদ) যখন স্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে তাদের কাছে এলো, তারা বললো: 'এতো এক স্পষ্ট ম্যাজিক।'

أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّؤْتَمِنٌ ①

০৭. ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে, যাকে ইসলামের দিকে ডাকা সত্ত্বেও সে মিথ্যা রচনা করে আল্লাহর প্রতি আরোপ করে? আল্লাহ্ যালিম লোকদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ②

০৮. তারা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায় আল্লাহর নূরকে, অথচ আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলিত করবেনই, কাফিররা তা অপছন্দ করলেও।

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ③

০৯. আল্লাহ্ তো সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত এবং সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাকে অন্যসব দীনের উপর বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে, মুশরিকরা তা অপছন্দ করলেও।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ④

১০. হে ঈমানদার লোকেরা! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসায়ের সংবাদ দেবো, যা তোমাদের নাজাত (মুক্তি) দেবে বেদনাদায়ক আযাব থেকে?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ⑤

১১. তাহলো: তোমরা ঈমান রাখবে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি, আর জিহাদ (চেষ্টা সংগ্রাম) করবে আল্লাহর পথে তোমাদের অর্থ সম্পদ এবং জান-প্রাণ দিয়ে। তোমাদের জন্যে এটাই কল্যাণকর যদি তোমরা জানো!

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑥

১২. (এ তিজারত করলে) তিনি ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের গুনাহ্ এবং তোমাদের দাখিল (প্রবেশ) করবেন জান্নাতে, যার নিচে দিয়ে থাকবে বহমান নদ নদী নহর। আরো থাকবে স্থায়ী জান্নাতে চমৎকার আবাস (বাসগৃহ) সমূহ। এটাই মহাসাফল্য!

يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑦

১৩. তোমাদের জন্যে আরো থাকবে যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো সেটা (অর্থাৎ) আল্লাহর সাহায্য আর নিকটবর্তী (সময়ের মধ্যে) বিজয়। (হে নবী!) মুমিনদের সুসংবাদ দাও।

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ⑧

১৪. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মরিয়ম হাওয়ারীদের (তার সাথীদের) বলেছিল: 'আল্লাহর পথে কে হবে আমার সাহায্যকারী?' হাওয়ারীরা ও

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ

বলেছিল: ‘আমরা হবো আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী।’ ফলে বনি ইসরাঈলের একদল লোক ঈমান আনে, আরেক দল করে কুফুরি। তখন আমরা ঈমান আনা লোকদের সাহায্য করলাম তাদের শত্রুদের মোকাবেলায় এবং তারা অর্জন করলো বিজয়।

نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمْنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا
الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا
ظَهْرَ يَوْمٍ ۝٦٢

রুকু
০২

সূরা ৬২ আল জুমা

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১১, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৪: রসূল ও কিতাব পাঠানোর উদ্দেশ্য।

০৫-০৮: ইহুদিরা তাওরাতের সাথে গাধার মতো আচরণ করেছিল। ইহুদিদের দ্রাস্ত বিশ্বাস।

০৯-১১: জুমার সালাত আদায়ের নির্দেশ। আযান হলে ব্যবসা মুলতবি করার এবং সালাত শেষে উপার্জনে নেমে পড়ার নির্দেশ।

সূরা আল জুমা (জুমাবার) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহ্র নামে	سُورَةُ الْجُمُعَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তসবিহ করছে আল্লাহ্র, যিনি মহান সম্রাট, অতিশয় পবিত্র, মহাশক্তিধর, মহাপ্রজ্ঞাবান।	يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝١
০২. তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মাঝে পাঠিয়েছেন একজন রসূল তাদের মধ্য থেকেই, যে তাদের প্রতি তিলাওয়াত করে তাঁর আয়াত, তাদের পরিশুদ্ধ ও উন্নত করে এবং তাদের শিক্ষা দেয় আল কিতাব (আল কুরআন) আর হিকমাহ। যদিও ইতোপূর্বে তারা নিমজ্জিত ছিলো সুস্পষ্ট গোমরাহিতে;	هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِّنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢
০৩. এবং তিনি এ রসূলকে পাঠিয়েছেন অন্যদের প্রতিও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।	وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٣
০৪. এটা আল্লাহ্রই অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তা দিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ্ তো মহা অনুগ্রহপরায়ণ।	ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَآءُ ؕ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٤
০৫. যাদের উপর তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অথচ তারা সে দায়িত্ব পালন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হলো গাধা, যারা কিতাবের বোঝা বহন করে (কিন্তু তা পাঠ করেনা, বুঝেনা এবং অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করেনা)। কতো যে	مَّثَلُ الَّذِيْنَ حَمَلُوْا التَّوْرٰتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَاْرًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآیٰتِ

নিকৃষ্ট সেই লোকদের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহ্র আয়াত প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ্ যালিম লোকদের সঠিক পথে পরিচালিত করেননা।

اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ①

০৬. (হে নবী!) বলো: হে ইহুদিরা! তোমরা যদি মনে করো, তোমরাই আল্লাহ্র অলি, অন্য লোকেরা নয়, তাহলে তোমরা মউত কামনা করো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ①

০৭. কিন্তু তারা তা কখনো কামনা করবেনা তারা যা কামাই করে পাঠিয়েছে তার কারণে। আল্লাহ্ এই যালিমদের ভালো করেই জানেন।

وَلَا يَتَمَنَّوْنَ أَنْ أَبَدَّا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ②

০৮. (হে নবী!) বলো তোমরা যে মউত থেকে পালাচ্ছে, সে মউত তোমাদের সাথে অবশ্যি মোলাকাত (সাক্ষাত) করবে। তারপর তোমাদের ফেরত নেয়া হবে গায়েব ও দৃশ্যের জ্ঞানীর কাছে। তখন তোমাদের অবহিত করা হবে, তোমরা (পৃথিবীর জীবনে) কী কাজ করেছিলে?

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ③

০৯. হে ঈমানদার লোকেরা! জুমাবারে যখন তোমাদের আহ্বান করা হয় সালাতের জন্যে, তখন তোমরা আল্লাহ্র যিকিরের (সালাতের) দিকে দৌড়াও এবং স্থগিত রাখো ব্যবসায়িক কার্যক্রম। এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذِكُّكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ④

১০. তারপর সালাত শেষ হলে তোমরা ছড়িয়ে পড়ো জমিনে এবং সন্ধান করো আল্লাহ্র অনুগ্রহ, আর বেশি বেশি যিকির করো আল্লাহ্কে, অবশ্যি সফলকাম হবে তোমরা।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑤

১১. তারা যখন ব্যবসায় এবং তামাশা-কৌতুক দেখতে পেলো, তখন তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা ছুটে গেলো সেদিকে। তুমি বলো: আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে সেটা খেলতামাশা এবং ব্যবসার থেকে কল্যাণকর।' আল্লাহ্ই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ⑥

সূরা ৬৩ মুনাফিকুন

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১১, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৮: মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। মুনাফিকদের আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না।

০৯-১১: মুমিনদের প্রতি উপদেশ। সন্তান ও সম্পদ যেনো আল্লাহর পথে বাধা না হয়।

সূরা মুনাফিকুন (মুনাফিকরা) পরম করণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে, তারা বলে: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, ‘আপনি অবশ্যি আল্লাহর রসূল’। তুমি যে আল্লাহর রসূল তা আল্লাহ জানেন। তবে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মুনাফিকরা অবশ্যি মিথ্যাবাদী।	إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ①
০২. তারা তাদের শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, আর তারা আল্লাহর পথে (আসতে মানুষকে) বাধা দেয়। তাদের কর্মকাণ্ড কতো যে নিকৃষ্ট!	اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ②
০৩. এর কারণ, তারা ঈমান এনেছিল, তারপর করেছে কুফুরি। ফলে তাদের অন্তরে মেরে দেয়া হয়েছে সীলমোহর, সুতরাং তারা বুঝেনা।	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ③
০৪. তুমি যখন তাদের দেখো, তাদের দেহ-আকৃতি তোমাকে মুগ্ধ করে, আর তারা কথা বললে তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শুনো, যদিও তারা মূলত দেয়ালে ঠেকানো (শুকনো) কাঠের কুঁদার মতো। তারা প্রতিটি শব্দ তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরা তোমাদের শত্রু। এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় যাচ্ছে?	وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ④ كَانَتْهُمْ خُشْبٌ مُّسَدَّدَةٌ ⑤ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ⑥ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ⑦ أَنْ يَأْتِيُوا فَكُونَ ⑧
০৫. তাদের যখন বলা হয়: ‘এসো আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন,’ তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তুমি দেখছো, দাঙ্কিতার সাথে তারা ফিরে যায়।	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّزُوا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ⑨
০৬. তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো আর নাই করো, দুটোই তাদের জন্যে সমান, আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ ফাসিকদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।	سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ⑩ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ⑪ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑫

০৭. তারা বলে: ‘আল্লাহর রসূলের কাছে যারা আছে তোমরা তাদের জন্যে ব্যয় করোনা, যাতে করে তারা তার কাছ থেকে সরে পড়ে।’ অথচ মহাকাশ এবং পৃথিবীর ভাণ্ডারের মালিক তো আল্লাহ। তবে, মুনাফিকরা বুঝেনা।

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ۚ وَ لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

০৮. তারা বলে: ‘এবার আমরা মদিনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে ইযযতওয়ালারা (সম্মানিতরা) নিচুদের বের করে দেবে।’ অথচ সমস্ত ইযযত তো আল্লাহর, তাঁর রসূলের এবং মুমিনদের, কিন্তু মুনাফিকরা জানেনা।

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

০৯. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের ধনমাল এবং সন্তান-সন্ততি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির থেকে উদাসীন না করে। যারা সে রকম হবে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

১০. তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই তোমাদেরকে আমরা যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো (আল্লাহর পথে)। তা না হলে মৃত্যু এলে বলবে: ‘আমার প্রভু! আমাকে আরো কিছুকাল অবকাশ দাও, যাতে আমি দান করতে পারি এবং পুণ্যবান লোকদের অন্তরভুক্ত হতে পারি।’

وَ اَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا اَخَّرْتَنِىْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۚ فَاَصَّدَقَ وَ اَكُنْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

১১. আল্লাহ কখনো দেরি করেন না, যখন কারো নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়ে যায়। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন।

وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۚ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

সূরা ৬৪ আত তাগাবুন

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১৮, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৭: তাওহীদ ও পুনরুত্থানের যুক্তি।

০৮-১০: ঈমান আনার আহ্বান। হাশরের দিন হবে হার জিতের দিন।

১১-১৩: আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া মসিবত আসেনা। মুমিনরা যেনো আল্লাহর উপর ভরসা করে।

১৪-১৮: মুমিনদের স্বজন এবং সম্পদ পরীক্ষার বিষয়। সাফল্যের পথ তাকওয়া, আনুগত্য ও ইনফাক।

<p>সূরা আত তাগাবুন (হারজিত)</p> <p>পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে</p>	<p>سُورَةُ التَّغَابُنِ</p> <p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>
<p>০১. মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তসবিহ করছে আল্লাহর। সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই, আর সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনি সর্বশক্তিমান।</p>	<p>يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①</p>
<p>০২. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তারপর তোমাদের মধ্যে হয়েছে কেউ কাফির আর কেউ হয়েছে মুমিন। তোমরা যা করো তা আল্লাহর দৃষ্টিতেই রয়েছে।</p>	<p>هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ②</p>
<p>০৩. তিনি মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্য ও যথাযথভাবে। তিনিই তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন। তাঁরই কাছে হবে প্রত্যাবর্তন।</p>	<p>خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ③</p>
<p>০৪. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো তাও তিনি জানেন। আল্লাহই অন্তরযামী।</p>	<p>يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ④</p>
<p>০৫. আগেকার কাফিরদের বার্তা কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? তারা তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতিফল ভোগ করেছে। তাছাড়াও তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।</p>	<p>أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤</p>
<p>০৬. এর কারণ, তাদের কাছে তাদের রসূলরা এসেছিল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে। কিন্তু তারা বলেছিল: ‘আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেবে কি একজন মানুষ!’ ফলে তারা কুফুরি করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু এতে আল্লাহর কিছুই আসে যায়না। আল্লাহ প্রাচুর্যশীল সপ্রশংসিত।</p>	<p>ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَفِيٌّ حَمِيدٌ ⑥</p>
<p>০৭. অবিশ্বাসীরা ধারণা করছে, তাদেরকে কখনো পুনরুত্থিত করা হবেনা! তুমি বলো: “হ্যাঁ, আমার প্রভুর শপথ, অবশ্যি তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে। তারপর তোমাদের অবশ্যি অবহিত করা হবে সেসব (অপ)কর্ম, যা তোমরা (পৃথিবীর জীবনে) করতে। এ কাজ আল্লাহর জন্যে খুবই সহজ।”</p>	<p>زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۗ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑦</p>

০৮. সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং আমাদের নাযিল করা নূরের প্রতি। তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالتَّوْرَ الَّذِي
أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑧

০৯. যেদিন তিনি তোমাদের জমা করবেন জমায়েতের দিন, সেটাই হবে হারজিতের দিন। যে কেউ ঈমান আনবে আল্লাহ্র প্রতি এবং আমলে সালেহ্ করবে, তার থেকে মুছে দেয়া হবে তার পাপসমূহ এবং তাকে দাখিল করা হবে জান্নাতে, যার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ নদী নহর। চিরকাল থাকবে তারা সেখানে স্থায়ীভাবে। এটাই মহাসাফল্য।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ
التَّغَايُنِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ
صَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ
جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ⑨

১০. আর যারা কুফুরি করবে এবং প্রত্যাখ্যান করবে আমাদের আয়াত, তারাই হবে আগুনের অধিবাসী, চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। আর সেটা কতো যে নিকৃষ্ট ফিরে যাবার জায়গা!

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ ⑩

১১. কোনো মসিবতই আসেনা আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া। আর যে কেউ ঈমান আনবে আল্লাহ্র প্রতি, আল্লাহ্ তার অন্তরকে পরিচালিত করবেন সঠিক পথে। আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞানী।

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَ
مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑪

১২. তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্র, আনুগত্য করো এই রসূলের, যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখো, আমাদের রসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে বার্তা পৌছে দেয়া।

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ
تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ
الْمُبِينُ ⑫

১৩. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। মুমিনরা আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করুক।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ⑬

১৪. হে ঈমানদার লোকেরা! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। আর যদি তাদের মাফ করে দাও, তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদের ক্ষমা করে দাও তবে অবশ্য আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ
تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑭

১৫. নিশ্চয়ই তোমাদের মাল সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি একটি পরীক্ষা, আর আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে মহাপুরস্কার।

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ⑮

১৬. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তোমাদের সাধমতো এবং গুলো, মেনে নাও আর খরচ করো (আল্লাহর পথে), এটাই তোমাদের নিজেদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়, তারাই অর্জন করে সফলতা।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْبُغُوا وَاطْبِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُؤْتِكُمْ شَيْءٌ فَاُولَئِكَ هُمُ الْبٰفِلِحُونَ ⑤

১৭. তোমরা যদি আল্লাহকে করজে হাসানা (উত্তম স্বর্ণ) দাও, তিনি তা তোমাদের জন্যে বহুগুণে বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন, তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশিষ্ট আল্লাহ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল।

اِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ⑥

১৮. তিনি গায়েব ও দৃশ্যের জ্ঞানী, মহাপরাক্রমশীল, মহাপ্রজ্ঞাবান।

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑦

রুকু
০২

সূরা ৬৫ আত্ তালাক

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১২, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৩: তালাক দেয়ার এবং স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার পদ্ধতি।

০৪-০৭: কার ইদতকাল কতদিন? ইদতকালে তালাকপ্রাপ্তা তার স্বামীর বাড়িতেই থাকবে। ইদতকালে ভরণপোষণ। তালাকপ্রাপ্তা কর্তৃক তালাকদাতার সন্তান পালন পদ্ধতি।

০৮-১২: অতীতে যারা রসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের পরিণতি। মুমিন বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান।

সূরা আত্ তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ)

পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে

سُورَةُ الطَّلَاقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

০১. হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার উদ্যোগ নাও, তখন তাদের তালাক দেবে ইদত পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এবং ইদতের হিসাব রাখবে। তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় করবে। তাদের বের করে দিয়োনা তাদের ঘর থেকে এবং তারা নিজেরাও যেনো বের হয়ে না যায়। তবে যদি তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। এগুলো আল্লাহর হুদুদ (আইন)। যে কেউ লংঘন করবে আল্লাহর হুদুদ, সে নিজের প্রতিই যুলুম করবে। তুমি জানোনা, হয়তো এরপর আল্লাহ বের করে দেবেন কোনো উপায়।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ اِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَبْتَئِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ①

০২. যখন তাদের ইদতকাল পূর্ণ হয়ে আসবে, তখন তোমরা হয় প্রচলিত উত্তম পন্থায় তাদের রেখে দেবে, নতুবা প্রচলিত উত্তম পন্থায় তাদের বিদায় করে দেবে। আর এ সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে এবং তোমরা আল্লাহর জন্যে সঠিক সাক্ষ্য দেবে। এর মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হচ্ছে তোমাদের যারা

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا مَسْكَوٰهَ لِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَاَرَقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ اَشْهَدُوْا ذَوٰى عَدْلِ مِّنْكُمْ وَ اَقْبِمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ② ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ

আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তাদেরকে। যে কেউ আল্লাহ্কে ভয় করবে, তিনি তার জন্যে বের হবার পথ খোলাসা করে দেবেন,

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝

০৩. এবং তাকে রিযিক দেবেন এমন উৎস থেকে যা সে ধারণাই করেনি। যে কেউ তাওয়াক্কুল করবে আল্লাহর উপর, তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেনই। তিনি প্রতিটি বস্তুর জন্যে নির্ধারণ করেছেন পরিমাণ ও মাত্রা।

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

০৪. তোমাদের যেসব স্ত্রী মাসিক স্রাব হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে, তাদের ইদতকাল সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হলে তাদের ইদতকাল তিন মাস। আর যাদের এখনো মাসিক হতে শুরুই করেনি, তাদের ইদতকালও অনুরূপ (তিন মাস)। আর গর্ভবতীদের ইদতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহ্কে ভয় করবে, আল্লাহ্ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দেবেন।

وَالَّذِي يَيْتَسِّنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۚ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ ۙ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

০৫. এ হলো আল্লাহর বিধান, তিনি তা নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি। যে আল্লাহ্কে ভয় করবে, আল্লাহ্ তার পাপ মুছে দেবেন এবং বড় করে দেবেন তার পুরস্কার।

ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۝

০৬. তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যে ধরণের ঘরে বাস করো, তাদেরকেও সে ধরণের ঘরে বাস করতে দেবে। তাদের উত্যক্ত করোনা তাদেরকে সংকটে ফেলার উদ্দেশ্যে। তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের নফকা (খোরপোষ) দাও। যদি তারা তোমাদের সন্তানদের বুকের দুধ পান করায়, তবে তাদের পারিশ্রমিক দেবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা প্রচলিত উত্তম পন্থায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে। কিন্তু তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও, তাহলে তার পক্ষে অন্য নারী বুকের দুধ পান করাবে।

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ۚ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ لَهُ أُخْرَى ۝

০৭. সামর্থবানরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী নফকা দেবে, আর যার জীবিকা সীমিত, সে ব্যয় করবে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা থেকেই। আল্লাহ্ যা দান করেছেন তার চেয়ে বেশি বোঝা তিনি কোনো ব্যক্তির উপর চাপান না। আল্লাহ্ কাঠিন্যের পর সহজতা দান করেন।

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

০৮. কতো যে জনপদ তাদের প্রভুর এবং তাঁর রসুলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, ফলে আমরা তাদের থেকে নিয়েছি কঠোর হিসাব এবং তাদের আযাব দিয়েছি এক দুঃসহ আযাব।

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَخَاسَبْنَاهَا حَسَابًا شَدِيدًا ۚ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ۝

০৯. তারা তাদের কার্যকলাপের পরিণতির স্বাদ গ্রহণ করেছে আর তাদের কার্যকলাপের পরিণতি ছিলো ক্ষতিকর।

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ③

১০. আল্লাহ তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন কঠোর শাস্তি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো হে বুঝ-বুদ্ধিওয়ালা লোকেরা, যারা ঈমান এনেছো। আল্লাহ তো নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি একটি যিকির (আল কুরআন)

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ④

১১. (এবং) একজন রসূল, যে তিলাওয়াত করে তোমাদের প্রতি আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত, যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছেন তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনার জন্যে। যে কেউ ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি এবং আমলে সালেহ করবে, তাকে তিনি দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ নদী নহর। সেখানে থাকবে তারা চিরকাল স্থায়ীভাবে। আল্লাহ তাকে প্রদান করবেন উত্তম জীবিকা।

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ⑤

১২. আল্লাহ্ তো সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ, পৃথিবী ও অনুরূপ। সেগুলোর মাঝে নাযিল করা হয় তাঁর নির্দেশ, যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন তাঁর জ্ঞান দিয়ে।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۖ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ⑥

রুকু
০২

সূরা ৬৬ আত্ তাহরিম

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১২, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০২: হালালকে হারাম করার অধিকার নবীর নেই। শপথের বিধান।

০৩-০৫: নবীর স্ত্রীদের প্রতি উপদেশ।

০৬-০৮: মুমিনদের প্রতি উপদেশ।

০৯-১২: নবীর প্রতি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার নির্দেশ। কাফিরদের জন্যে উপমা নূহ ও লুতের স্ত্রী। মুমিনদের জন্যে উপমা ফিরাউনের স্ত্রী ও মরিয়ম।

সূরা আত্ তাহরিম (হারাম বা নিষিদ্ধ করা)

পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

০১. হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্যে যা হালাল করেছেন, তুমি কেন তা হারাম করছো? তুমি কি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাইছো। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল দয়াবান।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ①

০২. আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে মুক্তি লাভের বিধান দিয়েছেন, কারণ তিনি তোমাদের মাওলা (অভিভাক) এবং তিনি মহাজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাবান।

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ①

০৩. স্মরণ করো, নবী তার কোনো একজন স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিল। তার সে (স্ত্রী) যখন তা অন্যজনকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তখন নবী এ বিষয়ে কিছু কথা ব্যক্ত করলো আর কিছু ব্যক্ত করতে উপেক্ষা করলো। নবী যখন তা তার সেই স্ত্রীকে জানালো, তখন সে বললো: ‘কে আপনাকে এটা অবহিত করেছে?’ সে বললো: ‘আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞানী এবং সব বিষয়ে অবহিত।’

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ ۖ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ ۖ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ ۖ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا ۚ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ②

০৪. যদি তোমরা দুজনেই (নবীর সেই দুই স্ত্রী) আল্লাহর দিকে তওবা করে (অনুতপ্ত হয়ে) ফিরে আসো তবে ভালো, কারণ তোমাদের অন্তর তো ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ তার (নবীর) মাওলা এবং জিবরিল আর পুণ্যবান মুমিনরাও তার সাহায্যকারী। তাছাড়া ফেরেশতারা তো তার সাহায্যকারী আছেই।

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۚ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ ۚ وَجِبْرِيلُ ۖ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ③

০৫. নবী যদি তোমাদের সবাইকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার প্রভু অবশ্যি তোমাদের বদলে তাকে দেবেন তোমাদের চাইতেও উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আত্মসমর্পিত, মুমিনা, অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।

عَلَىٰ رَبِّهِ إِنْ طَلَاقُكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُمْ مَّسْلُومَاتٍ ۖ لَّئِنْ تَبَيَّنَ تَبَيَّنَ عِبْدَتٍ سَيِّئَةٍ تَبَيَّنَ ۚ وَ أَبْكَا ④

০৬. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করো জাহান্নাম থেকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর (ভাস্কর্য, মূর্তি), তার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত রয়েছে এমন সব ফেরেশতা, যারা শক্ত হৃদয় আর কঠোর স্বভাবের। তারা অমান্য করেনা তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়। যা নির্দেশ দেয়া হয় তারা তাই করে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ۚ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ⑤

রুকু
০১

০৭. হে কাফিররা! তোমরা আজ কোনো ওয়র পেশ করোনা। অবশ্যি আজ তোমাদের প্রতিফল দেয়া হবে তোমাদের কাজ অনুযায়ী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۚ إِنَّمَا تُجْرُونَ ۚ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑥

০৮. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তওবা করো (অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসো) আল্লাহর দিকে শুদ্ধ একনিষ্ঠ তওবা। তাহলে অবশ্যি তোমাদের

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۚ عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ

প্রভু তোমাদের থেকে মুছে দেবেন তোমাদের পাপসমূহ এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ নদী নহর। সেদিন আল্লাহ্ অপমানিত করবেন না তাঁর নবীকে এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তাদের নূর সায়ী করবে (দৌড়াবে) তাদের সামনে দিয়ে এবং ডানে দিয়ে। তারা বলবে, আমাদের প্রভু! আমাদের জন্যে পূর্ণ করে দাও (জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত) আমাদের নূর এবং ক্ষমা করে দাও আমাদের। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

سَيَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بَأْيَمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠

০৯. হে নবী! জিহাদ করো কাফির এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং কঠোর হও তাদের প্রতি। তাদের আশ্রয় হবে জাহান্নাম এবং সেটা কতো যে নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনের জায়গা!

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَ بُئْسَ الْمَصِيرُ ٩

১০. আল্লাহ্ কাফিরদের জন্যে মেছাল (দৃষ্টান্ত) দিচ্ছেন নূহের স্ত্রীর এবং লুতের স্ত্রীর। তারা ছিলো আমার দুই পুণ্যবান দাসের বিবাহাধীন। কিন্তু দুজনই তাদের প্রতি করেছিল খিয়ানত। ফলে নূহ এবং লুত তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারেনি এবং তাদের বলা হয়েছিল: প্রবেশকারীদের সাথে দাখিল হয়ে যাও জাহান্নামে।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ ۚ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ قِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ١٠

১১. আল্লাহ্ মুমিনদের জন্যে মেছাল দিচ্ছেন ফেরাউনের স্ত্রীর। সে ফরিয়াদ করেছিল: ‘আমার প্রভু! তোমার সন্নিহিতে জান্নাতে আমার জন্যে বানাও একটি ঘর, আর আমাকে নাজাত দাও ফেরাউনের কবল থেকে এবং তার দুষ্কর্ম থেকে, আর আমাকে নাজাত দাও যালিম কওমের কবল থেকে।’

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ۚ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ١١

১২. তিনি তাদের জন্যে আরো মেছাল দিচ্ছেন ইমরানের কন্যা মরিয়মের, যে রক্ষা করেছিল নিজের সতীত্ব। ফলে আমরা তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম আমাদের রুহ থেকে। সে তার প্রভুর বাণী এবং তাঁর কিতাবকে সত্যায়ন করেছিল এবং সে ছিলো অনুগতদের একজন।

وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ كُتِبَ لَهَا مِنَ الْقَنَاتِينَ ١٢

সূরা ৬৭ আল মুলক

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৩০, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১২: সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহর। আল্লাহর সৃষ্টি নিখুঁত। আল্লাহর প্রভুত্ব অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। যারা আল্লাহর প্রভুত্ব স্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১৩-২৪: আল্লাহর একত্ব ও প্রভুত্বের যুক্তি ও প্রমাণ।

২৫-২৬: পুনরুত্থান ও বিচার অনিবার্য।

২৭-৩০: আল্লাহর একত্বের যুক্তি।

সূরা আল মুলক (সর্বময় কর্তৃত্ব)

পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে

سُورَةُ الْمُلْكِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

০১. মহা বরকতময় সেই সত্তা, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর হাতে। আর সব কিছুর উপর তিনি সর্বশক্তিমান।

০২. তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন মউত এবং হায়াত তোমাদের এই পরীক্ষা করার জন্যে যে, তোমাদের মাঝে আমলের দিক দিয়ে কে উত্তম? তিনি মহাশক্তিমান, অতীব ক্ষমাশীল,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝

০৩. যিনি সৃষ্টি করেছেন তবকায় তবকায় সাত আসমান। দয়াময়-রহমানের সৃষ্টিতে কোনো খুঁত তুমি দেখতে পাবেনা। আবার তাকিয়ে দেখো, দেখতে পাও কি কোনো খুঁত?

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۝

০৪. তারপর বার বার নজর করে দেখো, সেই নজর ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে তোমার দিকে।

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝

০৫. আমরা দুনিয়ার আসমানকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি অনেক প্রদীপ দিয়ে এবং সেগুলোকে বানিয়েছি শয়তানদের দিকে নিক্ষেপের হাতিয়ার, আর তাদের জন্যে তৈরি করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের আযাব।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۝

০৬. যারা তাদের প্রভুর প্রতি কুফুরি করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব; আর তা ফিরে যাবার কতো যে মন্দ জায়গা!

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

০৭. তাদেরকে যখন তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তারা তখন গুনতে পাবে তার উত্থান পতনের বিকট শব্দ।

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيْقًا وَهِيَ تَفُورُ ۝

০৮. যেনো সে (জাহান্নাম) ক্রোধে ফেটে পড়বে। যখনই তাতে নিক্ষেপ করা হবে কোনো দলকে, তখনই তার রক্ষীরা তাদের প্রশ্ন করবে: তোমাদের কাছে কি আসেনি কোনো সতর্ককারী?	تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ①
০৯. তারা বলবে: ‘হ্যাঁ, আমাদের কাছে একজন সতর্ককারী এসেছিল, কিন্তু আমরা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম তাকে। আমরা বলেছিলাম: আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা মহাভুল পথে আছো।’	قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ②
১০. তারা আরো বলবে: ‘আমরা যদি (তাদের আহবান-উপদেশ) শুনতাম এবং আকল খাটাতাম, তাহলে আজ আমরা সায়ীরের (জাহান্নামের) অধিবাসী হতাম না।’	وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ③
১১. এভাবেই তারা স্বীকার করবে তাদের অপরাধ। ধ্বংস সায়ীরের অধিবাসীদের জন্যে।	فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ④
১২. নিশ্চয়ই যারা না দেখেও তাদের প্রভুকে ভয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে মাগফিরাত আর মহাপুরস্কার।	إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑤
১৩. তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বলো, কিংবা প্রকাশ্যে, নিশ্চয়ই তিনি বিশেষভাবে জ্ঞাত অন্তরের খবর।	وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑥
১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না? অথচ তিনি হলেন সুস্পন্দর্শী, সব অবগত।	أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ⑦
১৫. তিনিই সেই সত্তা, যিনি এই পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বানিয়ে দিয়েছেন চলাচলের উপযোগী, সুতরাং তোমরা দিক দিগন্তে চলাচল করো এবং তাঁর দেয়া জীবিকা থেকে খাও। আর তাঁরই কাছে হবে হাশর-নশর।	هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ⑧
১৬. যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের নিয়ে পৃথিবীকে ধসিয়ে দেবেন আর তা আকস্মিক থর থর করে কেঁপে উঠবে- এ থেকে কি তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছো?	أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ⑨
১৭. নাকি আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী তুফান পাঠাবেন- সে ব্যাপারে তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছো? অচিরেই জানতে পারবে কেমন ছিলো সতর্কবাণী।	أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ⑩

১৮. এদের পূর্বের লোকেরাও প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে তাদের শাস্তিটাও হয়েছিল কেমন (কঠোর)?

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيرِ ۝

১৯. তারা কি তাদের উপরে পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করেনা? তারা ডানা বিস্তার করে আবার গুটিয়ে নেয়। দয়াময়- রহমানই তাদের স্থির রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রতিটি বিষয়ে দৃষ্টিবান।

أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتٍ وَ
يَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ۚ
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۝

২০. দয়াময়-রহমান ছাড়া তোমাদের কোনো সেনাবাহিনী আছে কি, যারা তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবে? আসলে কাফিররা রয়েছে প্রতারণার মধ্যে।

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ
يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۚ إِنَّ
الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۝

২১. এমন কে আছে যে তোমাদের রিযিক সরবরাহ করবে- যদি তিনি তাঁর রিযিক (সরবরাহ) বন্ধ করে দেন? বরং তারা অবাধ্যতা ও সত্য থেকে পালানোর উপর অবিচল রয়েছে।

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ
رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۝

২২. যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখের উপর ভর দিয়ে চলে সে-ই কি ঠিক পথে চলে, নাকি ঐ ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে?

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى
أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ۝

২৩. হে নবী! বলো: ‘তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়। তবে তোমরা খুব কমই শোকর আদায় করে থাকো।’

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ ۝

২৪. হে নবী! বলো: ‘তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে করা হবে তোমাদের হাশর (একত্র)’।

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ۝

২৫. তারা বলে: ‘তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলো কখন আসবে এই ওয়াদা করা সময়টি?’

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ۝

২৬. হে নবী! তুমি বলো: ‘এর এলেম আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আমি তো একজন স্পষ্ট সাবধানকারী মাত্র।’

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا
نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

২৭. তারা যখন দেখবে তা (কিয়ামত) সম্মুখে উপস্থিত, তখন চেহারা ম্লান হয়ে যাবে কাফিরদের। তাদের বলা হবে: ‘এটাই সেই জিনিস যা তোমরা দাবি করে আসছিলে।

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ
كَفَرُوا ۚ وَقِيلَ لَهُذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ
تَدَّعُونَ ۝

২৮. হে নবী ! তাদের বলো: তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো, আল্লাহ যদি আমাকে এবং আমার সাথীদেরকে হালাক করে দেন, অথবা আমাদের প্রতি রহম করেন, কিন্তু কাফিরদের রক্ষা করবে কে বেদনাদায়ক আযাব থেকে?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

২৯. বলো: 'তিনি দয়াময়-রহমান, আমরা তাঁরই প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কে নিমাজ্জিত স্পষ্ট গোমরাহিতে?

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

৩০. হে নবী! তাদের জিজ্ঞেস করো: 'তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো, ভূ-গর্ভের পানি যদি তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে এনে দেবে তোমাদের বহমান পানি?'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ۝

রুকু
০২

সূরা ৬৮ আল কলম

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৫২, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৭ : মুহাম্মদ সত্য রসূল।

০৮-৩৩ : পাপিষ্ঠদের আনুগত্য করার নিষেধাজ্ঞা। বাগানের মালিকদের উপমা।

৩৪-৫০ : অনুগতরা আর অপরাধীরা এক নয়। অস্বীকারকারীদের প্রতি সতর্কবাণী। রসূলকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ।

৫১-৫২ : কুরআন প্রত্যাখ্যানকারীদের দাঙ্গিকতা। কুরআন বিশ্ববাসীর জন্যে উপদেশ।

সূরা আল কলম (কলম) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে।	سُورَةُ الْقَلَمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. নূন! কলমের শপথ আর শপথ সেগুলোর যা তারা (ফেরেশ্তারা) ছত্রে ছত্রে লিপিবদ্ধ করে।	ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝
০২. তোমার প্রভুর অনুগ্রহে তুমি পাগল নও।	مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝
০৩. অবশ্যি তোমার জন্যে রয়েছে পুরস্কার অফুরান।	وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝
০৪. অবশ্যি তুমি এক মহান চরিত্রের অধিকারী।	وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝
০৫. অচিরেই তুমি দেখবে, আর দেখবে তারাও,	فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۝
০৬. তোমাদের মধ্যে কে আপতিত ফিতনায়?	بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ ۝
০৭. তোমার প্রভুই সেই সত্তা, যিনি সর্বাধিক জানেন কারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত এবং তিনিই তাদের সর্বাধিক জানেন, যারা হিদায়াত প্রাপ্ত।	إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

০৮. সুতরাং তুমি মিথ্যাবাদীদের আনুগত্য করোনা।	فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ ①
০৯. তারা চায়, তুমি যদি নমনীয় হও, তবেই তারা নমনীয় হবে।	وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ②
১০. তুমি আনুগত্য করোনা বারবার হলফকারী হীন ব্যক্তির,	وَلَا تُطِيعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ③
১১. যে পেছনে নিন্দা করে এবং একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়।	هَمَّا مَشَاءَ بِنَمِيمٍ ④
১২. সে ভালো কাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ।	مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ⑤
১৩. সে কর্কশ স্বভাবের, তারপর কুখ্যাত।	عُتْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٍ ⑥
১৪. এর কারণ, তার অনেক মাল সম্পদ আছে এবং আছে অনেক সম্ভান সম্ভতি।	أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ⑦
১৫. তার কাছে যখন আমাদের আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, সে বলে: ‘এগুলো তো সেকালের কাহিনী।’	إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑧
১৬. অচিরেই আমরা দাগ লাগিয়ে দেবো তার শূঁড়ে (নাকে)।	سَنَسِفُهُ عَلَىٰ الْحُطُومِ ⑨
১৭. আমরা তাদের পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানওয়ালাদের, যখন তারা কসম খেয়ে বলেছিল তারা সকালে বাগানের ফল পাড়বে,	إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّهَا مُصْبِحِينَ ⑩
১৮. তারা ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাহেন তো) বলেনি।	وَلَا يَسْتَنْتُونَ ⑪
১৯. তারপর তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সেই বাগানের উপর দিয়ে বয়ে গেলো একটি ঝাপটা। তখন তারা ছিলো ঘুমে।	فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ⑫
২০. ফলে সেই বাগান হয়ে যায় কালো বর্ণ (কয়লার মতো)।	فَاصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ⑬
২১. ভোরে তারা পরস্পরকে ডাকলো (বললো:)	فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ⑭
২২. ‘যদি তোমরা সকাল সকাল ফল পাড়তে চাও, তবে সকাল সকাল বাগানে চলো।’	أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَٰرِمِينَ ⑮
২৩. তারপর তারা (বাগানের দিকে) চললো নিচু স্বরে (এই) কথা বলতে বলতে:	فَانْطَفُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ⑯
২৪. আজ যেনো তোমাদের কাছে বাগানে দাখিল না হয় কোনো মিসকিন (অভাবী)।	أَن لَّا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَّسْكِينٌ ⑰

২৫. আর তারা ভোরে ভোরেই বাগানে রওয়ানা করলো (মিসকিন) প্রতিরোধ করতে সক্ষম মনে করে।	وَعَدُوا عَلَىٰ حَزْدٍ قَدِيرِينَ ﴿٢٥﴾
২৬. তারপর যখন বাগানের অবস্থা দেখলো, বললো: “আমরা তো বিদ্রান্ত হয়ে পড়লাম।	فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٢٦﴾
২৭. বরং আমরা বঞ্চিত হয়ে গেছি।”	بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾
২৮. তাদের সবচে’ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বললো: ‘আমি কি তোমাদের বলিনি, কেন তোমরা তসবিহ করছোনা?’	قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾
২৯. (তারা বললো:) আমাদের প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, অবশ্য আমরা ছিলাম যালিম।	قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾
৩০. তখন তারা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতে থাকলো।	فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَامَىٰ وَمُؤَن ﴿٣٠﴾
৩১. তারা বললো: “হায় ধ্বংস আমাদের, অবশ্য আমরা ছিলাম সীমালংঘনকারী।	قَالُوا يَٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾
৩২. হয়তো আমাদের প্রভু আমাদেরকে এর চাইতে উত্তম বদলা (বিনিময়) দেবেন, আমরা আমাদের প্রভুর অভিমুখী হলাম।”	عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾
৩৩. আযাব এরকমই হয়ে থাকে। আর আখিরাতের আযাব অবশ্য এর চাইতে অনেক জঘন্যতর, যদি তারা জানতো!	كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَٰعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾
৩৪. নিশ্চয়ই মুত্তাকিদের জন্যে তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে ‘জান্নাতুন নায়ীম’।	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾
৩৫. আমরা কি আত্মসমর্পণকারী-মুসলিমদের গণ্য করবো অপরাধীদের সমতুল্য?	أَفَتَجْعَلُ الْمُتْسِلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾
৩৬. তোমাদের কী হয়েছে- তোমরা কিভাবে ফায়সালা করছো?	مَا لَكُمْ ۖ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾
৩৭. নাকি তোমাদের কাছে কোনো কিতাব রয়েছে যার মধ্যে (এসব) তোমরা পাঠ করছো?	أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾
৩৮. তাতে কি লেখা রয়েছে তোমাদের পছন্দসই কথা?	إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾
৩৯. নাকি আমার সাথে তোমাদের কোনো অংগীকার আছে যা কিয়ামতকাল পর্যন্ত বলবত থাকবে? নিশ্চয়ই তোমরা তাই পাবে, যা নিজেদের জন্যে ফায়সালা করবে।	أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. তাদের তুমি প্রশ্ন করো, এ ব্যাপারে তাদের যিস্মাদার কে?	سَأَلَهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾
৪১. নাকি তাদের শরিক করা (দেব দেবী) আছে? তবে তারা সেই শরিকদের নিয়ে আসুক যদি তারা হয়ে থাকে সত্যবাদী।	أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلَْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾
৪২. স্মরণ করো, যেদিন তাদের পায়ের নলা উন্মোচিত করা হবে এবং তাদের ডাকা হবে সাজদা করতে, কিন্তু তাদের তা করার শক্তি থাকবেনা।	يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾
৪৩. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত, তাদের গ্রাস করে নেবে যিল্লতি। অথচ (পৃথিবীতে) যখন তাদের সাজদা করতে ডাকা হতো তখন তারা নিজেদের (তা থেকে) রাখতো দূরে।	خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُفُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿٤٣﴾
৪৪. আমাকে ছেড়ে দাও আর যারা এই বাণীকে (আল কুরআনকে) অস্বীকার করে তাদেরকে। আমরা ক্রমান্বয়ে তাদেরকে এমনভাবে ধরবো যে, তারা জানতেও পারবেনা।	فَذَرْنِي وَ مَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾
৪৫. আমি তাদের অবকাশ দিই, আমার কৌশল মজবুত।	وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾
৪৬. তুমি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাইছো আর তারা সেটাকে মনে করছে দুর্বহ বোঝা?	أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾
৪৭. নাকি তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান আছে আর তারা তা লিখে রাখছে?	أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾
৪৮. তোমার প্রভুর হুকুমের অপেক্ষায় সবার করো, মাছওয়ালার (ইউনুসের) মতো (অধৈর্য) হয়োনা। সে চরম হতাশায় আচ্ছন্ন অবস্থায় (আমাকে বিনীতভাবে) ডেকেছিল।	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾
৪৯. তার প্রভুর অনুগ্রহ তার কাছে না পৌঁছলে সে চরম লাজ্জিত অবস্থায় নিষ্কিণ্ত হতো উন্মুক্ত প্রান্তরে।	لَوْ لَا أَنْ تَدْرَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾
৫০. তারপর তার প্রভু তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে তাঁর সালেহ্ বান্দাদের অন্তরভুক্ত করলেন।	فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾
৫১. কাফিররা যখন আয যিকুর (আল কুরআন) শুনে, তখন যেনো তারা তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছাড় মারবে। তারা বলে: 'এতো এক পাগল।'	وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾

৫২. অথচ এ (কুরআন) তো জগতবাসীর জন্যে
এক (কল্যাণময়) উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

রুকু
০২

সূরা ৬৯ আল হাক্কাহ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৫২, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১৮ : অতীতে আখিরাত অস্বীকারকারী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে। কিয়ামতের দৃশ্য।

১৯-২৪ : বিশ্বাসীরা আমলনামা পাবে ডান হাতে; তারা থাকবে মহাসুখে।

২৫-৩৭ : অপরাধীদের আমলনামা দেয়া হবে বাম হাতে; তাদের পরকালীন দুর্দশা।

৩৮-৫২ : কুরআন রাক্বুল আলামিন কর্তৃক অবতীর্ণ, অন্য কারো রচনা নয়। কুরআন কাফিরদের হতাশাগ্রস্ত করে দেয়।

সূরা আল হাক্কাহ (অবশ্যজ্ঞাবী ঘটনা) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْحَاقَّةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. অবশ্যি ঘটবে সে ঘটনা!	الْحَاقَّةُ ۝١
০২. অবশ্যি ঘটবে কী ঘটনা?	مَا الْحَاقَّةُ ۝٢
০৩. তুমি কিভাবে জানবে, অবশ্যি ঘটবে কী ঘটনা?	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝٣
০৪. আদ ও সামুদ জাতি অস্বীকার করেছিল সেই মহাদুর্ঘটনাকে।	كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۝٤
০৫. এর মধ্যে রয়েছে সামুদ জাতি, তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দিয়ে।	فَأَمَّا ثَمُودُ فَاهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۝٥
০৬. এর মধ্যে রয়েছে আদ জাতি, তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় দিয়ে।	وَأَمَّا عَادٌ فَاهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝٦
০৭. আল্লাহ সেটি তাদের উপর প্রবাহিত রেখেছিলেন সাত রাত আট দিন অবিরাম। তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে দেখতে, পুরো জাতিটি সেখানে (মরে) লুটিয়ে পড়ে আছে উপড়ে পড়া খেজুর গাছের কাণ্ডের মতো।	سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةً أَيَّامٍ ۖ حُسُومًا ۖ فَتَوَى الْقَوْمُ فِيهَا صَرْغَى ۚ كَانْتَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝٧
০৮. তুমি তাদের কাউকেও অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছে কি?	فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۝٨
০৯. তারপর এসেছিল ফেরাউন, তার পূর্ববর্তীরা আর পাপাচারে লিপ্ত থাকা উল্টে দেয়া জনপদ (অর্থাৎ কওমে লুত)।	وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُتْ ۖ بِالْخَاطِئَةِ ۝٩
১০. তারা তাদের প্রভুর রসূলকে অমান্য করেছিল। এর ফলে তিনি তাদের পাকড়াও করেন কঠোর পাকড়াও।	فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً ۝١٠

১১. (এর আগে নূহের সময়) পানি যখন উথলে উঠেছিল আমরা তোমাদের তুলে নিয়েছিলাম নৌযানে,	إِنَّا لَنَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۝
১২. এসব ঘটনাকে আমরা তোমাদের জন্যে বানিয়েছি শিক্ষার বিষয়। আর যেসব কান এগুলো শুনে তারা যেনো এগুলো সংরক্ষণ করে।	لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ۝
১৩. তারপর যখন শিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে, একটি (প্রথম) ফুৎকার,	فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۝
১৪. এবং পৃথিবী ও পর্বতমালাকে উঠিয়ে নিক্ষেপ করা হবে, তখন এক ধাক্কায়েই সেগুলো হয়ে যাবে চূর্ণবিচূর্ণ।	وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝
১৫. সেদিনই সংঘটিত হবে ওয়াকিয়া (মহাদুর্ঘটনা)।	فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝
১৬. তখন ফেটে চৌটির হয়ে যাবে আকাশ এবং তা পড়তে থাকবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে।	وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝
১৭. ফেরেশতারা অবস্থান করবে তার (আকাশের) প্রান্তে। সেদিন তাদের উপর আটজন (ফেরেশতা) ধারণ করবে তোমার প্রভুর আরশ।	وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثِيَةٌ ۝
১৮. সেদিন তোমাদের উপস্থিত করা হবে এবং তোমাদের কোনো কিছুই থাকবেনা গোপন।	يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝
১৯. তখন যার কিতাব (কৃতকর্মের রেকর্ড) দেয়া হবে তার ডান হাতে, সে বলবে: “নাও পড়ে দেখো আমার কিতাব (রেকর্ড),	فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَةَ ۝
২০. আমি বিশ্বাস করতাম, আমাকে অবশ্যি হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।”	إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسَابِيَةَ ۝
২১. ফলে সে এমন জীবন যাপন করবে, যাতে সে রাজি খুশি ও সন্তুষ্ট থাকবে।	فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝
২২. সে থাকবে মর্যাদাপূর্ণ জান্নাতে (বাগ বাগিচায়),	فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝
২৩. তার ফলরাশি নুয়ে থাকবে নাগালের মধ্যেই।	قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝
২৪. (তাদের বলা হবে:) খাও, পান করো পরিতৃপ্তির সাথে, সেই কাজের বিনিময়ে যা তোমরা করেছিলে অতীত দিনে (পৃথিবীর জীবনে)।	كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

২৫. কিন্তু যাকে তার কিতাব (রেকর্ড) দেয়া হবে তার বাম হাতে, সে বলবে: “হায়, আমার ধ্বংস, (কতো ভালো হতো) আমাকে যদি দেয়া না হতো আমার কিতাব!	وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهٗ ۝
২৬. (হায়,) আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব।	وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيهٗ ۝
২৭. (হায়,) আমার মৃত্যুই যদি হতো আমার শেষ ফায়সালা।	يَلَيْتَنَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝
২৮. আমার মাল-সম্পদ তো আমার কোনো কাজেই এলোনা।	مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهٗ ۝
২৯. আমার সমস্ত ক্ষমতা-দাপটই তো আমার থেকে হয়ে গেছে হালাক।”	هَلَكْتُ عَنِّي سُلْطَانِيهٗ ۝
৩০. (ফেরেশতাদের বলা হবে:) “একে পাকড়াও করো এবং বেড়ি লাগাও তার গলায়।	خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۝
৩১. তারপর নিষ্ক্ষেপ করো জাহিমে।	ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝
৩২. অতপর তাকে বাঁধো সত্তর হাত লম্বা শিকল দিয়ে।”	ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُوهُ ۝
৩৩. সে ঈমান আনেনি মহান আল্লাহর প্রতি,	إِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝
৩৪. (মানুষকে) উৎসাহ দেয়নি মিসকিনদের আহার করাতে।	وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝
৩৫. তাই তার জন্যে আজ এখানে নেই কোনো সহমর্মী,	فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ۝
৩৬. (তার জন্যে) নেই কোনো খাবার ক্ষতের পূঁজ ছাড়া,	وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝
৩৭. যা আর কেউই খাবেনা অপরাধীরা ছাড়া।	لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝
৩৮. আমি কসম করছি সেসবের, যা তোমরা দেখতে পাও,	فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝
৩৯. আর সেসবের যা তোমরা দেখতে পাওনা।	وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝
৪০. নিশ্চয়ই এ (কুরআন) একজন সম্মানিত রসূলের কথা।	إِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝
৪১. এটি কোনো কবি রচিত কথা নয়; তবে খুব কমই তোমরা বিশ্বাস করো।	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۝
৪২. এটি কোনো গণকের কথাও নয়, তবে খুব কমই তোমরা উপলব্ধি করো।	وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

৪৩. এটি হলো রাব্বুল আলামিনের নাযিল করা (কিতাব)।	تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾
৪৪. সে (মুহাম্মদ) যদি আমাদের নামে কোনো কথা বানিয়ে নিয়ে চালাবার চেষ্টা করতো,	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٣٤﴾
৪৫. আমরা অবশ্যি ধরে ফেলতাম তার ডান হাত,	لَا خِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٣٥﴾
৪৬. তারপর কেটে ফেলতাম তার জীবন-ধমনী।	ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٣٦﴾
৪৭. তোমাদের মধ্যে এমন কেউই থাকতো না, যে রক্ষা করতে পারতো তাকে।	فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٣٧﴾
৪৮. নিশ্চয়ই এ (কুরআন) এক উপদেশ মুত্তাকি (সতর্ক) লোকদের জন্যে।	وَإِنَّهُ لَتَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٨﴾
৪৯. অবশ্যি আমরা জানি, তোমাদের মধ্যে রয়েছে মিথ্যাবাদীরা।	وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿٣٩﴾
৫০. অবশ্যি এ (কুরআন) কাফিরদের জন্যে এক অনুতাপের কারণ।	وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٤٠﴾
৫১. নিশ্চয়ই এ (কুরআন) এক বাস্তব সত্য।	وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٤١﴾
৫২. সুতরাং তুমি তসবিহ করতে থাকো তোমার মহান প্রভুর নাম নিয়ে।	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٤٢﴾

রুকু
০২

সূরা ৭০ আল মা'আরিজ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৪৪, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১৮ : কাফিররা কিয়ামত প্রতিরোধ করতে পারবে না। কিয়ামত ও হাশরের দৃশ্য।

১৯-৩৫ : মানুষের স্বভাব। মুসল্লিদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি।

৩৬-৪৪ : কাফিরদের অবস্থা। পুনরুত্থান অবশ্যি ঘটবে।

সূরা আল মা'আরিজ (উচ্চ মর্যাদা) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْمَعَارِجِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. এক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করলো অবধারিত আযাব সম্পর্কে,	سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾
০২. (যা অবধারিত) কাফিরদের জন্যে, যা প্রতিরোধ করার কেউ নেই,	لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾
০৩. যা আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।	مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾
০৪. ফেরেশতারা এবং রুহ (জিবরিল) তাঁর দিকে উঠে এমন একটি ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে (পৃথিবীর সময় অনুযায়ী) যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।	تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾

০৫. সুতরাং তুমি সবর করো সব্বরে জামিল (সুন্দর সবর)।	فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ⑤
০৬. তারা সেই (দিনটিকে) দেখে সুদূর,	إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ⑥
০৭. আর আমরা দেখছি একেবারে অদূর।	وَنَرُّهُ قَرِيبًا ⑦
০৮. সেদিন আসমান হবে গলিত ধাতুর মতো,	يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ⑧
০৯. পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মতো।	وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ⑨
১০. সেদিন কোনো সহমর্মী বন্ধু কোনো খোঁজ খবর নেবেনা অপর সহমর্মী বন্ধুর।	وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ⑩
১১. তাদেরকে পরস্পরের চোখের সামনেই রাখা হবে। অপরাধীরা সেদিনকার আযাবের বিনিময়ে দিয়ে দিতে চাইবে তার সন্তানদের,	يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ مِثْلِ بَنِيهِ ⑪
১২. তার স্ত্রীকে, তার ভাইকে,	وَصَاحِبَتَهُ وَأَخِيهِ ⑫
১৩. তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে যারা তাকে দিতো আশ্রয় ও নিরাপত্তা,	وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُتَوَكَّلُ عَلَيْهَا ⑬
১৪. এবং পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সবাইকে, যাতে করে তাকে নাজাত দেয় এসব মুক্তিপণ।	وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ⑭
১৫. কখনো নয়, অবশ্যি তার জন্যে রয়েছে আগুনের লেলিহান শিখা,	كَلَّا إِنَّهَا لَأُتْلَىٰ ⑮
১৬. যা খসিয়ে দেবে গায়ের চামড়া।	نَزَّاعَةً لِّلشَّوْى ⑯
১৭. জাহান্নাম ডাকবে ঐ ব্যক্তিকে, যে সত্যের আহবান থেকে পিছু হটে যায় এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়,	تَذْعُرُوا مِّنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ⑰
১৮. যে (অর্থ সম্পদ) জমা করে রেখেছিল এবং সংরক্ষণ করেছিল।	وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ⑱
১৯. নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থির স্বভাবের করে,	إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ⑲
২০. যখন কোনো মন্দ তাকে স্পর্শ করে, সে হা-হুতাশ করে।	إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ⑳
২১. যখন সে লাভ করে কোনো কল্যাণ, তখন সে হয় কৃপণ।	وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ㉑
২২. তবে, মুসল্লিরা এর ব্যতিক্রম,	إِلَّا الْمُصَلِّينَ ㉒
২৩. যারা স্থায়ীভাবে নিয়মিত সালাত আদায়কারী,	الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ㉓
২৪. যাদের মাল সম্পদে নির্ধারিত হক থাকে	وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ㉔

২৫. ভিক্ষুক এবং মাহরুমদের (বঞ্চিতদের) জন্যে,	لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾
২৬. যারা সত্য বলে স্বীকার করে প্রতিদান দিবসকে,	وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّئَةِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾
২৭. এবং যারা তাদের প্রভুর আযাব সম্পর্কে থাকে সব সময় ভীত-সন্ত্রস্ত।	وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾
২৮. নিশ্চয়ই তাদের প্রভুর আযাব নিরাপদ নয়।	إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُنِّنِ ﴿٢٨﴾
২৯. তারা হিফায়তকারী তাদের যৌনাংগ।	وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حَفِظُونَ ﴿٢٩﴾
৩০. তবে নিজেদের স্ত্রী (এবং স্বামী) এবং অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া, কারণ তারা নিন্দনীয় নয়।	إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾
৩১. কিন্তু কেউ এর বাইরে অন্য কাউকেও কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী।	فَمَن ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾
৩২. (তাদের আরো বৈশিষ্ট্য হলো,) তারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী।	وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ ﴿٣٢﴾
৩৩. তারা মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত তাদের সাক্ষ্যদানের উপর,	وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং তারা হিফায়তকারী তাদের সালাতের,	وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾
৩৫. তারা হইবে জান্নাতে সম্মানিত।	أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. যারা কুফুরি করেছে তাদের কী হলো যে, (তুমি কুরআন পাঠ করলেই) তারা তোমার দিকে তেড়ে আসে	فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾
৩৭. ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে দলে দলে?	عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾
৩৮. তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাকে নিয়ামতে ভরা জান্নাতে দাখিল করা হবে?	أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةً نَّعِيمٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. কখনো নয়, আমরা তাদেরকে যা দিয়ে সৃষ্টি করেছি, তা তারা জানে।	كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
৪০. না, আমি উদয়াচল এবং অন্তাচলসমূহের প্রভুর কসম খেয়ে বলছি, অবশ্য আমরা সক্ষম,	فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠﴾

৪১. তাদের বদলে তাদের চেয়ে উত্তম (মানব দলকে) তাদের স্থলাভিষিক্ত করতে এবং একাজে কেউ পারবেনা আমাদের পরাস্ত করতে।

عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۚ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٥١﴾

৪২. সুতরাং তাদেরকে বাক-বিতর্ক আর খেলতামাশায় মত্ত থাকতে দাও যেদিনটি সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল সেই দিনটি আসার আগ পর্যন্ত।

فَذَرَهُمْ يَخْضِبُونَ وَيُلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٥٢﴾

৪৩. সেদিন তারা দ্রুত বেরিয়ে আসবে কবর থেকে, মনে হবে যেনো তারা উপাসনালয়ের দিকে দৌড়াচ্ছে।

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَّاءَ ۚ كَانَتْهُمْ إِلَىٰ نَصَبٍ يَوْمَافُضُونَ ﴿٥٣﴾

৪৪. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত, তাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে যিহ্নতি। এটাই সেই দিন যার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের।

حَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٥٤﴾

রুকু
০২

সূরা ৭১ নূহ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ২৮, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-২৮: নিজ জাতির কাছে নূহ আ. কর্তৃক আল্লাহর ইবাদত করার, তাঁকে ভয় করার এবং রসূলের আনুগত্য করার মর্মস্পর্শী দাওয়াত। তাঁর দাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি। তাঁর জাতি কর্তৃক তাঁকে প্রত্যাখ্যান এবং তাঁর বিরুদ্ধে চরম ষড়যন্ত্র। অবশেষে জাতির উপর নূহের বদ দোয়া এবং তাদের ধ্বংস।

সূরা নূহ পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ نُوحٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কওমের কাছে (এই নির্দেশ দিয়ে) যে, তোমার কওমকে সতর্ক করো তাদের প্রতি বেদনাদায়ক আযাব আসার আগেই।	إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾
০২. সে (তাদের) বলেছিল: “হে আমার কওম! আমি তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী!	قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾
০৩. তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁকে ভয় করো (তাঁর প্রতি কর্তব্যপারায়ণ হও) আর আমার আনুগত্য করো।	إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
০৪. তাহলে তিনি ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের পাপসমূহ এবং তোমাদের অবকাশ দেবেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। জেনে রাখো, আল্লাহর	يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخَخِّجْكُمُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَيَّءٍ ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ

নির্ধারিত সময় এসে পড়লে তা আর দেরি করা হয়না, যদি তোমরা জানতে!”	لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾
০৫. নূহ তার প্রভুর কাছে বলেছিল: “আমার প্রভু! আমি আমার কওমকে দাওয়াত দিয়েছি রাতদিন।	قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهَارًا ﴿٥١﴾
০৬. আমার দাওয়াত তাদের কেবল পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে।	فَكَفَرُوا بِهِمْ ثُمَّ دُعَاءِى إِلَّا فِرَارًا ﴿٥٢﴾
০৭. আমি যখনই তাদের দাওয়াত দিয়েছি যেনো তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, তারা কানে আংগুল দিয়েছে, নিজেদের ঢেকে নিয়েছে কাপড় দিয়ে, তারা অনবরত জিদ ধরেছে এবং প্রকাশ করেছে অতিশয় দাঙ্গিকতা।	وَ إِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَ أَصْرُوا وَ اسْتَكْبَرُوا ﴿٥٣﴾
০৮. তারপর আমি তাদের প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি,	ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَرًا ﴿٥٤﴾
০৯. অতপর তাদের এলান (ঘোষণা) করে ডেকেছি এবং গোপনে গোপনে উপদেশ দিয়েছি।	ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ أَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٥٥﴾
১০. আমি তাদের বলেছি: তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে মাগফিরাত প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি মহান ক্ষমাশীল।	فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿٥٦﴾
১১. তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে বর্ষণ করবেন প্রচুর বৃষ্টি।	يُوسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿٥٧﴾
১২. তিনি তোমাদের মদদ করবেন মাল-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দিয়ে এবং তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করে দেবেন বাগ বাগিচা ও নদনদী।”	وَ يُمِدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِينَ وَ يُجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يُجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارٌ ﴿٥٨﴾
১৩. তোমাদের হলোটা কি, তোমরা আল্লাহ্র জন্যে কোনো মর্যাদাই স্বীকার করছোনা?	مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿٥٩﴾
১৪. অথচ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে।	وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿٦٠﴾
১৫. তোমরা কি ভেবে দেখোনা, কিভাবে আল্লাহ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন সন্তোকাশ?	أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿٦١﴾
১৬. তাতে চাঁদকে রেখে দিয়েছেন আলো হিসেবে আর সূর্যকে রেখে দিয়েছেন আলোদানকারী প্রদীপ হিসেবে।	وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَ جَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿٦٢﴾
১৭. আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে।	وَ اللَّهُ أَنْبَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿٦٣﴾

১৮. তারপর তিনি তোমাদের তাতেই (মাটিতেই) ফিরিয়ে নেবেন এবং সেখান থেকে আবার বের করে আনবেন।	ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَ يُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا
১৯. আল্লাহুই তোমাদের জন্যে বিছিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীকে।	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا
২০. যাতে করে তোমরা তাতে চলাফেরা করতে পারো প্রশস্ত পথে।	لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا
২১. নূহ আরো বলেছিল: ‘আমার প্রভু! তারা (আমার কওম) আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করেছে এমন লোকদের যাদের মাল সম্পদ এবং আওলাদ ফরজন্দ তাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বাড়ায়নি।’	قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدًا إِلَّا خَسَارًا
২২. তারা এঁটেছিল এক জঘন্য ষড়যন্ত্র।	وَمَكْرُومًا مَكْرًا كِبَارًا
২৩. তারা বলেছিল: তোমরা (নূহের কথায়) কখনো তোমাদের ইলাহদের (দেব দেবীদের) ত্যাগ করোনা। তোমরা ত্যাগ করোনা ওয়াদা, সুয়াআ, ইয়াগুছ, ইয়াউক এবং নস্রকে।	وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا
২৪. (নূহ বলেছিল:) ‘প্রভু! তারা অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। তুমি এই যালিমদেরকে গোমরাহি ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিয়োনা।’	وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا
২৫. তাদের অপরাধের জন্যে তাদের ডুবিয়ে দেয়া হলো পানিতে, অতপর তাদের দাখিল করা হবে জাহান্নামে। তারা আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে সাহায্যকারী পাবেনা।	مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أَغْرَقُوا فَأُذِلُّوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا
২৬. নূহ বলেছিল: “আমার প্রভু! এদেশে কাফিরদের কোনো ঘরবাসীকে তুমি ছেড়ে দিয়োনা।	وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَرِيًّا
২৭. তুমি যদি তাদের রক্ষা করো, তারা তোমার বান্দাদের গোমরাহ করতে থাকবে এবং দুষ্কৃতকারী কাফিরই জন্ম দিতে থাকবে।	إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا
২৮. আমার প্রভু! তুমি ক্ষমা করে দাও আমাকে, আমার বাবা-মাকে আর মুমিন হয়ে যারা আমার ঘরে প্রবেশ করবে তাদেরকে এবং সব মুমিন পুরুষ ও নারীকে। যালিমদের তুমি ধ্বংস ছাড়া আর কিছু বাড়িয়ে দিয়োনা।”	رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

রুকু
০১রুকু
০২

সূরা ৭২ জিন

মকায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ২৮, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১৯: একদল জিন রসূলের কাছে কুরআন শুনেছে বলে রসূলকে জানানো হয়েছে।

তারপর জিনেরা তাদের জাতির কাছে গিয়ে ঈমান ও ইসলামের যে দাওয়াত দেয় তার বিবরণ।

২০-২৮: রসূলকে তাওহীদ ও আখিরাতের দাওয়াত দানের নির্দেশ।

সূরা জিন	سُورَةُ الْجِنِّ
পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. হে নবী! বলো: আমার কাছে অহি করা হয়েছে যে, একদল জিন মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনেছে। তারপর তারা (তাদের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে) বলেছে: “আমরা শুনে এসেছি এক বিস্ময়কর কুরআন,	قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝
০২. সেটি হিদায়াত করে সঠিক পথের দিকে। তাই আমরা সেটির প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রভুর সাথে কাউকেও শরিক করবোনা।	يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝
০৩. নিশ্চয়ই অনেক উঁচু আমাদের মহান প্রভুর মর্যাদা। তিনি না কোনো স্ত্রী গ্রহণ করেছেন, না সন্তান।	وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝
০৪. আমাদের নির্বোধরা তাঁর সম্পর্কে অবাস্তব কথাবার্তা বলতো।	وَأَنَّهُ كَانَ يَفْقُولُ سَفِيهَتَنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝
০৫. আমরা মনে করতাম, মানুষ এবং জিন আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করেন।	وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝
০৬. আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক কিছু জিনের আশ্রয় গ্রহণ করতো। এটা জিনদের দাঙ্গিকতা বাড়িয়ে দিতো।”	وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝
০৭. জিনেরা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে আরো বলেছিল: “তোমাদের মতো মানুষও মনে করতো, আল্লাহ কাউকেও পুনরুত্থিত করবেননা।	وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَنْبَعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝
০৮. আমরা চেয়েছিলাম আকাশের খবর সংগ্রহ করতে, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম সেখানে কঠোর প্রহরীতে ভরা, আরো দেখতে পেলাম ব্যাপক উজ্জ্বল পিণ্ড।	وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مِلْئًا حَرًّا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۝

০৯. ইতোপূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে খবর সংগ্রহের জন্যে বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে নিষ্ক্ষেপের জন্যে প্রস্তুত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।	وَ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاَن يَجِدْ لَهُ سَهَابًا ۚ صَدًّا ۝
১০. আমরা জানিনা, বিশ্ববাসীর মন্দই কি চাওয়া হচ্ছে, নাকি তাদের প্রভু তাদের সঠিক পথে আনতে চাইছেন?	وَ اَنَّا لَا نَدْرِي اَشَرُّ اُرِيدَ يَمِّنَ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝
১১. আমাদের মধ্যে কিছু পুণ্যবানও আছে, কিছু আছে এর ব্যতিক্রমও। মূলত আমরা ছিলাম বহু পথের অনুসারী।	وَ اَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَ مِنَّا ذُوْنَ ذٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ۝
১২. এখন আমরা বুঝতে পেরেছি, বিশ্বের বুকে আমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবো না এবং তাঁকে আমরা ব্যর্থও করতে পারবোনা।	وَ اَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَ لَنْ نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ۝
১৩. আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম, আমরা তাতে ঈমান আনলাম। যে কেউ তার প্রভুর প্রতি ঈমান আনবে তার কোনো ক্ষতি বা অন্যায়ের আশংকা থাকবেনা।	وَ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا اللّٰهَی اٰمَنَّا بِهٖ ۖ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّ لَا رَهَقًا ۝
১৪. আমাদের মধ্যে মুসলিমও আছে, সীমালংঘনকারীও আছে। যারা মুসলিম (আত্মসমর্পনকারী) হয়েছে তারা স্বাধীনভাবে সঠিক পথ বেছে নিয়েছে।	وَ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقٰسِطُونَ ۖ فَمَنْ اٰسَلَمَ فَلَا وَلِیَّكَ تَحَرَّ وَاٰرْشَدًا ۝
১৫. কিন্তু সীমালংঘনকারীরা তো হবে জাহান্নামেরই জ্বালানি।”	وَ اَمَّا الْقٰسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝
১৬. তারা যদি সত্য পথে কায়েম থাকতো, অবশ্যি আমরা প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের সমৃদ্ধ করতাম।	وَ اَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلٰی الطَّرِیْقَةِ لَا سَفِیْنُهُمْ مَّاءٌ غَدَقًا ۝
১৭. তার মাধ্যমে আমরা তাদের পরীক্ষা করতাম। যে কেউ তার প্রভুর যিকির থেকে বিমুখ হবে, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন দুঃসহ আয়াবে।	لِنَفْتِنَهُمْ فِیْهِ ۚ وَ مَنِ یُّعْرِضْ عَن ذِکْرِ رَبِّهٖ یَسْلُکْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝
১৮. মসজিদসমূহ আল্লাহর, সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকেও ডেকোনা।	وَ اَنَّ الْمَسْجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۝
১৯. আল্লাহর দাস (মুহাম্মদ) যখন তাঁকে ডাকার জন্যে (সালাতে) দাঁড়ায়, তখন তারা তার কাছে ভীড় জমায়।	وَ اَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ یَدْعُوْهُ کَادُوْا یَكُوْنُوْنَ عَلَیْهِ لِبَدًا ۝
২০. হে মুহাম্মদ! বলো: ‘নিশ্চয়ই আমি আমার প্রভুকে ডাকি তাঁর কাছেই দোয়া করি, কিন্তু তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করিনা।’	قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّیْ وَ لَا اُشْرِکُ بِهٖ اَحَدًا ۝

২১. বলো: ‘আমি তোমাদের ক্ষতি বা লাভের মালিক নই।’	قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝
২২. বলো: “আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবেনা এবং তাঁকে ছাড়া আমি কোনো আশ্রয়ও পাবেনা।	قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝
২৩. আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেয়াই কেবল আমার দায়িত্ব।” যে কেউ আল্লাহকে এবং তাঁর রসূলকে অমান্য করবে, তার জন্যে জাহান্নামই অবধারিত, চিরদিন চিরকাল তারা পড়ে থাকবে সেখানেই।	إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝
২৪. তারা যখন প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে পাবে, তখনই জানতে পারবে সাহায্যকারী হিসেবে কে দুর্বল আর কে সংখ্যায় নগণ্য?	حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۝
২৫. হে নবী! বলো: “আমি জানিনা, তোমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা কি নিকটে নাকি আমার প্রভু সেটার জন্যে দীর্ঘ সময় নির্দিষ্ট করবেন।	قُلْ إِنْ أَدْرِيْٓ أَقْرَبُ مِمَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيْٓ أَمَدًا ۝
২৬. তিনিই আলেমুল গায়েব- গায়েব-এর জ্ঞানী। তাঁর গায়েবি জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করা হয়না।”	عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝
২৭. তবে তাঁর মনোনীত কোনো রসূলকেই তিনি তা অবহিত করেন। সেক্ষেত্রে ঐ রসূলের সামনে এবং পেছনে তিনি প্রহরী নিযুক্ত করেন,	إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝
২৮. রসূলরা তাদের প্রভুর বার্তা পৌঁছে দিয়েছে কিনা তা জানার জন্যে। তাদের কাছে যা আছে তা তাঁর জ্ঞানের পরিবেষ্টনেই রয়েছে।	لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝
২৯. তিনি গুণে গুণে হিসাব রাখেন সব কিছুর।	

রুকু
০২

সূরা ৭৩ আল মুযাযাম্মিল

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ২০, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-০৯: রসূলকে আত্মগর্হনের উদ্দেশ্যে রাত্রে সালাতে দাঁড়াবার এবং তারতিলের সাথে কুরআন পাঠের নির্দেশ।
- ১০-১৪: রসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের উপেক্ষা করার জন্যে রসূলকে পরামর্শ এবং প্রত্যাখ্যানকারীদের ধমক।
- ১৫-১৯: আল্লাহর রসূলকে প্রত্যাখ্যান করায় ফিরাউনের চরম পরিণতি হয়েছিল। বিচার দিনকে ভয় করার আহ্বান।
- ২০: রসূল সা. ও তাঁর সাথীদের আত্মগর্হন তৎপরতায় আল্লাহর সন্তোষ প্রকাশ।

সূরা আল মুযাম্মিল (বস্ত্রাচ্ছাদিত) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. হে বস্ত্র আচ্ছাদিত!	يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ①
০২. রাতে দাঁড়াও, কিছু সময় বাদ দিয়ে।	قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ②
০৩. অর্ধেক রাত, কিংবা তার চাইতে কম।	تَضْفَعُهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ③
০৪. অথবা তার চাইতে কিছু বাড়াও এবং কুরআন আবৃত্তি করো তারতিল করে করে।	أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ④
০৫. আমরা তোমার প্রতি নাযিল করছি এক গুরুভার বাণী।	إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ⑤
০৬. নিশ্চয়ই রাতে জেগে উঠা কঠিন এবং প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অধিকতর কার্যকর আর আল্লাহর বাণী (কুরআন) বুঝার উত্তম সময়।	إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَ أَفْوَمُ ⑥
০৭. দিনের বেলায় তো থাকে তোমার দীর্ঘ ব্যস্ততা।	قِيلًا ⑦
০৮. যিকির করো তোমার প্রভুর নাম এবং তাঁর প্রতি মগ্ন হও বিশেষভাবে।	إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ⑧
০৯. তিনিই প্রভু মাশরিক ও মাগরিবের। কোনো ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। সুতরাং তাঁকেই ধরো কার্যনির্বাহক- উকিল।	وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبْتَئِلْ إِلَيْهِ ⑨
১০. তারা যা বলে তাতে তুমি সবর অবলম্বন করো এবং সৌজন্যের সাথে পরিহার করে চলো তাদের।	تَبْتَئِلًا ⑩
১১. আমাকে ছেড়ে দাও আর বিলাস সামগ্রীর অধিকারী মিথ্যাবাদীদের এবং স্বপ্নকালের জন্যে অবকাশ দাও তাদের।	رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ⑪
১২. জেনে রাখো, আমার কাছে রয়েছে শিকল আর জাহিম (প্রজ্জ্বলিত আগুন)।	وَ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ ⑫
১৩. আর রয়েছে গলায় আটকে যাওয়ার খাদ্য এবং বেদনাদায়ক আযাব।	هَجْرًا جَمِيلًا ⑬
১৪. সেদিন পৃথিবী এবং পর্বতমালা প্রচণ্ড কম্পনে দুলে উঠবে, আর পর্বতমালা পরিণত হবে বহমান বালুকারাশিতে।	وَ ذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهْلُهُمْ قَلِيلًا ⑭
১৫. আমরা তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি একজন রসূল তোমাদের জন্যে (সত্যের) সাক্ষী হিসেবে, যেমন পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের কাছে একজন রসূল।	إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَ جَحِيمًا ⑮
	وَ طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَ عَذَابًا أَلِيمًا ⑯
	يَوْمَ تَزُجُّ الْآرْضُ وَ الْجِبَالُ وَ كَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ⑰
	إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ⑱

১৬. সে (ফেরাউন) অমান্য করেছিল সেই রসুলকে, ফলে আমরা তাকে পাকড়াও করেছিলাম কঠিন পাকড়াও।

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ۝

১৭. তোমরা যদি কুফুরি করো তবে কেমন করে আত্মরক্ষা করবে সেদিন, যেদিনটি কিশোরদের বানিয়ে দেবে বৃদ্ধ?

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝

১৮. সেদিন আকাশ ফেটে যাবে। তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশিষ্ট বাস্তবায়িত হবে।

السَّمَاءُ مُنْقَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝

১৯. নিশ্চয়ই এ (কুরআন) একটি উপদেশ। সুতরাং যে চায়, সে তার প্রভুর পথ ধরুক।

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

২০. তোমার প্রভু জানেন, তুমি দাঁড়াও রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধেক এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ এবং তোমার সাথে দাঁড়ায় তোমার সাথীদের একটি দলও। আল্লাহ্‌ই নির্ধারণ করেন রাত এবং দিনের পরিমাণ। তিনি জানেন, এতোটা তোমরা পুরোপুরি পালন করতে পারবেনা। ফলে তিনি তোমাদের তওবা কবুল করে নিয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতোটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্যে সহজ, ততোটুকু আবৃত্তি করো। আল্লাহ জানেন তোমাদের কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। অপর কিছু লোক আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে জমিনে ভ্রমণ করবে। আর কিছু লোক লড়াই সংগ্রাম করবে আল্লাহ্র পথে। অতএব যতোটুকু সহজ কুরআন থেকে পাঠ করো এবং সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে করজ (ঋণ) দাও উত্তম করজ। তোমাদের নিজেদের কল্যাণে ভালো যা কিছু (আখিরাতের উদ্দেশ্যে) অগ্রিম পাঠাবে তা অবশিষ্ট আল্লাহ্র কাছে ফেরত পাবে। এটাই উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে বিরাট। তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَنَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِّن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَ آخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ اقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَ مَا تَقْدِرُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ ۚ وَ أَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

রুকু
০১

রুকু
০২

সূরা ৭৪ আল মুদ্দাস্‌সির

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ৫৬, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৭ : রসূলকে আত্মপ্রস্তুতির প্রক্রিয়া নির্দেশ।

০৮-১০ : কিয়ামতের দিনটি হবে বড় কঠিন।

১১-২৯ : রসূলের বিরোধীতাকারীর করুণ পরিণতি হবার ভবিষ্যতবাণী।

৩০-৩১ : জাহান্নামের ফেরেশতাদের সংখ্যা কাফিরদের জন্য একটি ফিতনা।

৩২-৩৭ : জাহান্নাম এক ভয়াবহ জিনিস।

৩৮-৫৬ : প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের উপার্জনের কাছে বদ্ধক। তারা কেন কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে? কুরআন মানুষের জন্যে একটি স্মারক।

সূরা আল মুদ্দাস্‌সির (আচ্ছাদিত) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. হে বস্ত্রাচ্ছাদিত !	يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝
০২. উঠো, (মানুষকে) সতর্ক করো।	قُمْ فَأَنْذِرْ ۝
০৩. তোমার রব-এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।	وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝
০৪. তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো।	وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝
০৫. আবিলতা (শিরকের অপবিত্রতা) পরিত্যাগ করো।	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝
০৬. বেশি পাওয়ার আশায় উপকার করোনা।	وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝
০৭. আর তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সবার অবলম্বন করো।	وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝
০৮. যখন ফুৎকার দেয়া হবে শিংগায়,	فَإِذَا نُفِخَ فِي النُّفُورِ ۝
০৯. সেদিনটি হবে এক কঠিন দিন।	فَذَلِكَ يَوْمٌ مَّيِّدٌ يَوْمُ عَسِيرٍ ۝
১০. সেটি সহজ হবেনা কাফিরদের জন্যে।	عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَسِيرٌ ۝
১১. আমাকে ছেড়ে দাও একাই আর যাকে আমি সৃষ্টি করেছি।	ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝
১২. আমি তাকে দিয়েছি বিপুল মাল-সম্পদ।	وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّهِدُودًا ۝
১৩. দিয়েছি সংগে উপস্থিত থাকা পুত্রদের।	وَبَنِينَ شُهُودًا ۝
১৪. সরবরাহ করেছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ।	وَمَهَّدْتُ لَهُ تَہْنِيدًا ۝

১৫. তারপরেও সে লোভ করে আমি যেনো তাকে আরো বেশি করে দেই।	ثُمَّ يَظْمَحُ أَنْ أَرِيدَ ۝
১৬. কখনো নয়, সে তো আমাদের আয়াতের উগ্র বিরোধিতাকারী।	كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِإِتْتِنَا عَنِيْدًا ۝
১৭. অচিরেই আমি তাকে চড়াবো এক কঠিন স্থানে (জাহান্নামের পাহাড়ে)।	سَأَرْهُقُهُ صَعُوْدًا ۝
১৮. সে চিন্তা করেছে এবং একটা চক্রান্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।	إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝
১৯. সে ধ্বংস হোক, কী করে সে এ সিদ্ধান্ত নিলো?	فَقَتَّلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝
২০. সে আবারো ধ্বংস হোক, কী করে নিলো সে এ সিদ্ধান্ত!	ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝
২১. সে নজর করে দেখেছে।	ثُمَّ نَظَرَ ۝
২২. তারপর অশ্রুক্ষিপ্ত করে মুখ বিকৃত করেছে।	ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝
২৩. তারপর পেছনে গিয়ে দাঙ্কিতা প্রকাশ করেছে।	ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝
২৪. সে বলেছে: “এ তো সমাজে চলে আসা প্রচলিত ম্যাজিক ছাড়া আর কিছু নয়।	فَقَالَ إِن هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْوَرُ ۝
২৫. এতো মানুষের কথা ছাড়া অন্য কিছু নয়।”	إِن هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝
২৬. অচিরেই আমি তাকে নিক্ষেপ করবো সাকারে।	سَاصِلِيْهِ سَقَرٌ ۝
২৭. কিভাবে জানবে তুমি- সাকার কী?	وَمَا أَذْرٰكَ مَا سَقَرٌ ۝
২৮. (সেটা এমন জিনিস) যা বাকিও রাখেনা, ছেড়েও দেয়না।	لَا تُبْقٰی وَلَا تَذَرُ ۝
২৯. সেটা মানুষের (গায়ের চামড়া) দন্ধকারী।	لَوَاحٍ لِّلْبَشَرِ ۝
৩০. সেটার তত্ত্বাবধানে আছে উনিশজন (ফেরেশতা)।	عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝
৩১. আমরা জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছি ফেরেশতাদের। আমরা কাফিরদের পরীক্ষার জন্যেই তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি, যাতে করে ইতোপূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের একীন জন্মো এবং যেনো ঈমানদারদের ঈমান বেড়ে যায় আর কিতাবীরা এবং মুমিনরা যেনো সন্দেহে না পড়ে। আর যাদের মনে রোগ (মুনাফিকি) আছে তারা এবং	وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَزْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ

কাফিররা যেনো বলে: ‘আল্লাহ এই কথার মাধ্যমে কী বুঝাতে চেয়েছেন?’ এভাবেই আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান সঠিক পথ দেখান। তোমার প্রভুর বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনি ছাড়া কেউই জানেনা। জাহান্নামের এই তথ্য মানুষের জন্যে একটি সতর্কবাণী।

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَا
ذَآرَادَ اللَّهُ بِهِذَا مَثَلًا ۖ كَذَلِكْ يُضِلُّ اللَّهُ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا
يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا
ذِكْرٌ لِّلْمَشْرِ ۝

ককু
০১

৩২. কখনো নয়, শপথ চাঁদের,

كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝

৩৩. শপথ রাতের যখন তা পেছনে ফিরে (চলে) যায়,

وَاللَّيْلِ إِذَا يَدْبَرُ ۝

৩৪. শপথ ভোর বেলার যখন তা আলোকিত হয়ে উঠে,

وَالصُّبْحِ إِذَا أَشْفَرُ ۝

৩৫. নিশ্চয়ই এ (জাহান্নাম) গুরুতর বিপদ সমূহের একটি,

إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكَبِيرِ ۝

৩৬. মানুষের জন্যে সতর্ককারী।

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ۝

৩৭. তোমাদের মধ্যে যে এগিয়ে আসতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়তে চায় তার জন্যে।

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ
يَتَأَخَّرَ ۝

৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অর্জনের কাছে আবদ্ধ।

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝

৩৯. তবে ডান পাশের লোকেরা নয়।

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۝

৪০. তারা থাকবে উদ্যানসমূহে, তারা প্রশ্ন করবে

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝

৪১. অপরাধীদের বিষয়ে:

عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۝

৪২. ‘কোন জিনিস তোমাদের নিক্ষেপ করেছে সাকারে?’

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝

৪৩. তারা বলবে: “আমরা মুসল্লিদের মধ্যে ছিলাম না,

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝

৪৪. আর আমরা মিসকিনদের (অভাবীদের) খাবার দিতামনা,

وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ۝

৪৫. আমরা মিথ্যা রটনাকারীদের সাথে মিথ্যা রটনা করতাম,

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝

৪৬. এবং আমরা প্রত্যাখ্যান করতাম প্রতিদান দিবসকে,

وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝

৪৭. আমাদের কাছে একীণ (মৃত্যু) এসে পৌছা পর্যন্ত।”

حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِيْنَ ۝

৪৮. অতএব শাফায়াতকারীদের শাফায়াত তাদের কোনো কাজে আসবেনা।	فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٧٨﴾
৪৯. তাদের কী হয়েছে, কেন তারা উপদেশ বাণী (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে?	فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٧٩﴾
৫০. এরা যেনো পলায়নপর গাধার দল,	كَانَهُمْ حُجْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿٨٠﴾
৫১. যারা দ্রুত পালাচ্ছে সিংহের সামনে থেকে।	فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٨١﴾
৫২. বরং তারা প্রত্যেকে চায়, তাকে একটি উন্মুক্ত সহিফা (বই) দেয়া হোক।	بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُنشَرَةً ﴿٨٢﴾
৫৩. কখনো নয়, বরং তারা আখিরাতকেই ভয় পায়েনা।	كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٨٣﴾
৫৪. না, তা হবার নয়। নিশ্চয়ই এ কুরআন এক উপদেশ বাণী।	كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٨٤﴾
৫৫. সুতরাং যার ইচ্ছা, সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।	فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ ﴿٨٥﴾
৫৬. তবে তারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া উপদেশ গ্রহণ করবেনা। একমাত্র তিনিই উপযুক্ত যাকে ভয় করা উচিত এবং একমাত্র তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী।	وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٨٦﴾

রুকু
০২

সূরা ৭৫ আল কিয়ামাহ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৪০, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-৩০: কিয়ামতের ব্যাপারে মানুষের অবিশ্বাস। কিয়ামত অবশ্যি অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন কারো মুখমণ্ডল হবে হাস্যোজ্জ্বল, আর কারো মুখমণ্ডল হবে মলিন।

৩১-৪০: তাওহীদ ও আখিরাতের যুক্তি।

সূরা আল কিয়ামা (কিয়ামত) পরম করণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْقِيَامَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. আমি শপথ করছি কিয়ামত কালের।	لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴿١﴾
০২. আমি আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী নফসের।	وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾
০৩. মানুষ কি ধারণা করে নিয়েছে যে, আমরা তার হাড়গোড় জমা (পুনর্গঠিত) করবোনা?	أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿٣﴾
০৪. হ্যাঁ, আমরা তার আঙুলের জোড়াগুলোও পুনর্গঠন করতে সক্ষম।	بَلَىٰ قَدَرِينٌ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَاتُهُ ﴿٤﴾

০৫. বরং মানুষ তার সামনের দিনগুলোতেও পাপাচারে লিপ্ত থাকতে চায়।	بَلْ يَرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝
০৬. সে প্রশ্ন করে, কখন আসবে কিয়ামতকাল?	يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ ۝
০৭. (হাঁ) তখনই আসবে, যখন মানুষের চোখ স্থির হয়ে যাবে,	فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝
০৮. চাঁদ হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন,	وَحَسَفَ الْقَمَرُ ۝
০৯. এবং যখন জমা (একত্রিত) করে দেয়া হবে সূর্য ও চাঁদকে।	وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝
১০. তখন মানুষ বলবে: পালাবার জায়গা কোথায়?	يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ ۝
১১. না, কখনো নয়, পালাবার কোনো জায়গা হবে না।	كَلَّا لَا وَزَرَ ۝
১২. সেদিন তো কেবল তোমার প্রভুর কাছেই হবে ঠিকানা।	إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝
১৩. সেদিন মানুষকে জানানো হবে, সে কী আগে পাঠিয়েছে, আর কী রেখে এসেছে পেছনে।	يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ ۝
১৪. বরং মানুষ নিজেই তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী।	بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝
১৫. যদিও সে পেশ করে থাকে নানা রকম ওজর।	وَلَوْ أُلْقِيَ مَعَاذِيرُهُ ۝
১৬. তুমি বারবার জিহ্বা নাড়বেনা তাড়াহুড়া করে অহি আয়ত্ত্ব করার জন্যে।	لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝
১৭. এর সংরক্ষণ করা ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের।	إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝
১৮. সুতরাং আমরা যখন তা (কুরআন) পাঠ করি, তুমি তখন সেই পাঠের অনুসরণ করো।	فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝
১৯. তারপর তার বিশদ ব্যাখ্যা করে দেয়ার দায়িত্বও আমাদের।	ثُمَّ إِنِّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝
২০. কখনো নয়, বরং তোমরা দ্রুত পেতে (অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনকে) পছন্দ করো।	كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝
২১. এবং তোমরা উপেক্ষা করছো আখিরাতকে।	وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۝
২২. সেদিন কিছু চেহারা হবে উজ্জ্বল,	وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۝
২৩. তারা তাকিয়ে থাকবে তাদের প্রভুর দিকে।	إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝
২৪. আর কিছু চেহারা হবে মলিন,	وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۝

২৫. তারা আশংকা করবে তাদের সাথে ধ্বংসকর আচরণের।	تَنْظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝
২৬. কখনো নয়, যখন প্রাণ হবে কণ্ঠাগত,	كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝
২৭. এবং বলা হবে, ‘কে রক্ষা করবে তাকে?’	وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۝
২৮. তখন সে বিশ্বাস করবে, তার বিদায়ের সময় উপস্থিত।	وَلَقَنَّ أَكْثَهُ الْمِرَاقِي ۝
২৯. তখন পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাবে।	وَالْتَفَتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ ۝
৩০. সেদিন সব কিছু নিয়ে যাওয়া হবে তোমার প্রভুর কাছে।	إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ ۝
৩১. সে সত্য বলে মেনে নেয়নি এবং সালাতও আদায় করেনি।	فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۝
৩২. বরং সে সত্যকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।	وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝
৩৩. তারপর সে ফিরে গেছে পরিবার পরিজনদের কাছে দম্ভভরে।	ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ۝
৩৪. (হে অবিশ্বাসী!) দুর্ভোগ তোর, দুর্ভোগ,	أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۝
৩৫. আবারো দুর্ভোগ তোর, দুর্ভোগ,	ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۝
৩৬. মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?	أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝
৩৭. সে কি একটি নিষ্কিন্তু নোতফা (শুক্রবিন্দু) ছিলনা?	أَلَمْ يَكْ نُطْفِقْهُ مِنْ مَّيِّ يُمْنَىٰ ۝
৩৮. তারপর সে পরিণত হয় আলাকায় (একটি আটকানো জিনিস)। তারপর তিনি তাকে দান করেছেন আকৃতি এবং করেছেন সুগঠিত।	ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ فَخْلَقٍ فَسَوَىٰ ۝
৩৯. তারপর তিনি তার থেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া- পুরুষ ও নারী।	فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝
৪০. তারপরও কি সেই মহান স্রষ্টা মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন?	أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝

সূরা ৭৬ আল ইনসান বা আদ-দাহার

মক্কায় মতান্তরে মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ৩১, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৩: মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো তাকে পরীক্ষা করা। মানুষকে দু'টি চলার পথ দেয়া হয়েছে। ১. আল্লাহর কৃতজ্ঞতার পথ, ২. আল্লাহর অকৃতজ্ঞতার পথ।

০৪: অকৃতজ্ঞদের অন্তঃ পরিণতি।

০৫-২২: আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাদের উত্তম গুণাবলি এবং তাদের পরকালীন অফুরন্ত পুরস্কারের বিবরণ।	
২৩-৩১: কুরআন আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব। আল্লাহর হুকুমের উপর অটল থাকো এবং তাঁর প্রতি অবনত হও। কুরআন একটি স্মারক যার ইচ্ছা সে এটি আঁকড়ে ধরুক।	
সূরা আল ইনসান বা আদ-দাহার (মানুষ বা কাল) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	<p>سُورَةُ الْإِنْسَانِ / الدَّهْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>
০১. মানুষের উপর কি কালের এমন অধ্যায় অতিবাহিত হয়নি, যখন উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলনা সে?	<p>هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ①</p>
০২. আমরা তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি ঘণীকৃত বীর্ষ নির্যাস থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্যে। আর এ উদ্দেশ্যেই আমরা তাকে অধিকারী করেছি শ্রবণ শক্তি আর দৃষ্টি শক্তির (অর্থাৎ- জ্ঞান বুদ্ধি বিবেকের)।	<p>إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيغًا بَصِيرًا ①</p>
০৩. আমরা তাকে জীবন যাপনের সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে ইচ্ছে করলে আমার কৃতজ্ঞ হয়ে চলতে পারে, কিংবা হতে পারে অকৃতজ্ঞ।	<p>إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ①</p>
০৪. অকৃতজ্ঞদের জন্যে আমরা তৈরি করে রেখেছি শিকল, বেড়ি, আর জ্বলন্ত আগুন।	<p>إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ①</p>
০৫. সৎ-সত্যপন্থী (কৃতজ্ঞ) লোকেরা (জান্নাতে) এমন সব পান পাত্র থেকে (শরাব) পান করবে, যে পানীয় থাকবে (সুগন্ধ) কর্পূর মিশ্রিত।	<p>إِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُونَ مِمَّنْ كَانِ مِرَاجُهَا كَافُورًا ①</p>
০৬. তা হবে এমন একটি বার্ণা, যা থেকে কেবল আল্লাহর প্রিয় দাসেরাই পান করবে। তারা যেদিকে ইচ্ছা প্রবাহিত করে নেবে এই বার্ণা।	<p>عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ①</p>
০৭. (আল্লাহর এই প্রিয় দাসেরা হলো সেই সব লোক) যারা তাদের মানত (আল্লাহর অনুগত হয়ে থাকার অঙ্গীকার) পূর্ণ করে এবং এমন একটি দিনের ভয়ে ভীত-কম্পিত থাকে, যে দিনটির বিপদ ছড়িয়ে পড়বে সবখানে।	<p>يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ①</p>
০৮. আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা তাদের খাদ্য দান করে দেয় মিসকিন, এতিম ও বন্দিদেরকে।	<p>وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ①</p>
০৯. (খাদ্য দান করার সময়) তারা বলে (কিংবা এই মনোভাব পোষণ করে যে), “আমরা তোমাদের আহাৰ্য দান করছি শুধুমাত্র আল্লাহর	<p>إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ</p>

সম্ভষ্টির জন্যে। এর বিনিময়ে আমরা তোমাদের কাছে কোনো প্রকার প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা আশা করিনা।	مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا ①
১০. আমরা তো আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে এক দীর্ঘ ভয়ংকর দিনের আশংকায় ভীত।”	إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِيرًا ②
১১. ফলে, আল্লাহ তাদেরকে সেই দিনটির ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন এবং দান করবেন সৌন্দর্য-দীপ্তি (a light of beauty) আর আনন্দ প্রফুল্লতা (joy)।	فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ③
১২. তাছাড়া তাদের সবরের (আল্লাহর পথে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে চলার) বিনিময়ে তিনি তাদের প্রতিদান দেবেন জান্নাত, আর রেশমি পোশাক।	وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ④
১৩. সেখানে তারা সমাসীন হবে উঁচু উঁচু সুসজ্জিত আসনে। খরতাপ সূর্যতাপ কিংবা প্রচণ্ড শীতে সেখানে তারা কষ্ট পাবেনা।	مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ⑤
১৪. তাদের উপর বিস্তীর্ণ থাকবে জান্নাতের বৃক্ষরাজির ছায়া, আর ফলরাজি থাকবে সব সময়ই তাদের নাগালের মধ্যে।	وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ أَطْوَافُهَا ⑥ تَذَلُّلًا ⑦
১৫. তাদের মাঝে (খাদ্য ও পানীয়) পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্র আর স্ফটিক-স্বচ্ছ (crystal) পান পাত্রে।	وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ⑧
১৬. রজত স্বচ্ছ স্ফটিকের (crystal) পাত্রে পরিবেশনকারীরা পরিবেশন করবে পরিমাণ মতো।	قَوَارِيرَ أَمْ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ⑨
১৭. সেখানে তাদের শরাব পান করতে দেয়া হবে জানজাবিল (মরহমবৎ) মিশ্রিত।	وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ⑩
১৮. আর (জানজাবিল মিশ্রিত) এই শরাব হবে মূলত জান্নাতের একটি ঝর্ণা, যার নাম হলো ‘সালসাবিল’।	عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ⑪
১৯. সেখানে তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে এমনসব চিরবালক (boys of everlasting youth), যাদের দেখলে তোমার মনে হবে, ওরা যেনো ছড়ানো মুক্তা!	وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا ⑫
২০. সেখানে গিয়ে যখন দেখবে, দেখতে পাবে নিয়ামত আর নিয়ামত (ভোগ বিলাসের সীমাহীন সামগ্রী), আর দেখতে পাবে (তোমাকে দেয়া হয়েছে) এক বিশাল সাম্রাজ্য (a great dominion)।	وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ⑬

ককু
০২

২১. তাদের পরিধানে থাকবে সবুজ রঙের সুস্ব- মিহি রেশমি পোশাক, আর সোনালি কিংখাবের বস্ত্ররাজি। তাদের অলংকৃত করা হবে রৌপ্য নির্মিত ব্রেসলেট দিয়ে আর তাদের প্রভু তাদের পান করাবেন শরাবান তহুরা (অনাবিল পানীয়)।	عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعَا سَاوِرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾
২২. (তাদের বলা হবে) এগুলো তোমাদের জন্যে পুরস্কার (reward), কারণ তোমাদের সাযী (চেষ্টা-সাধনা) কবুল করা হয়েছে।	إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٢﴾
২৩. আমরাই পর্যায়ক্রমে তোমার প্রতি এ কুরআন নাখিল করছি।	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾
২৪. সুতরাং ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তোমার প্রভুর নির্দেশ পালন করে যাও। আর তাদের মধ্যকার কোনো পাপিষ্ঠ কিংবা অবিশ্বাসীর আনুগত্য করোনা।	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ أَثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾
২৫. আর তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করো সকাল- সন্ধ্যায়।	وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾
২৬. রাত্রি বেলায় তাঁর প্রতি সাজদায় অবনত হও এবং রাতে দীর্ঘ সময় তসবিহ করতে থাকো তাঁর।	وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾
২৭. এই (অবিশ্বাসী) লোকেরা তো পছন্দ করে নিয়েছে এ পৃথিবীর জীবনকে, আর উপেক্ষা করছে পরবর্তী (পরকালের) কঠিন দিবসকে।	إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾
২৮. আমরাই সৃষ্টি করেছি এদের, তারপর তাদের গঠন করেছি মজবুতভাবে। অতপর আমরা যখন চাইবো তাদের পরিবর্তে নিয়ে আসবো অনুরূপ কোনো জাতিকে।	نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَ إِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾
২৯. এটি (কুরআন) একটি উপদেশ বাণী। অতএব, যার ইচ্ছা সে তার প্রভুর (সম্ভষ্টির) পথ অবলম্বন করতে পারে।	إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾
৩০. তোমাদের ইচ্ছায় কিছুই হয়না, যদি আল্লাহ ইচ্ছা না করেন। অবশ্যি আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।	وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾
৩১. তিনি যাকে চান, নিজের অনুগ্রহের অন্তরভুক্ত করে নেন, কিন্তু যালিমদের কথা ভিন্ন। তাদের জন্যে তো তিনি তৈরি করে রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

সূরা ৭৭ আল মুরসালাত

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ৫০, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১৯: কিয়ামত অবশ্যি অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে হবে ধ্বংস।

২০-২৪: আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন সুষম করে।

২৫-২৮: পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্যে উপযোগী করে।

২৯-৫০: কিয়ামতের দিনটি হবে কাফিরদের জন্যে বেদনাদায়ক। সেটি মুত্তাকিদের জন্যে হবে সুখকর।

সূরা আল মুরসালাত (শ্রেণিত) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. শপথ একের পর এক শ্রেণিত বাতাসের,	وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝
০২. শপথ প্রলয়ংকরী ঝড়ের,	فَالْعَصْفَاتِ عَصْفًا ۝
০৩. শপথ (মেঘমালা) সঞ্চালনকারী বায়ুর,	وَالنَّشْرَاتِ نَشْرًا ۝
০৪. আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বাতাসের,	فَالْفُرْقَاتِ فَرْقًا ۝
০৫. এবং শপথ তাদের যারা মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দেয় উপদেশ,	فَالْمَلَكُوتِ ذِكْرًا ۝
০৬. ওজর রহিত করা এবং সতর্ক করার জন্যে।	عَذْرًا أَوْ تَذْرًا ۝
০৭. তোমাদের যে বিষয়ের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যি ঘটবে।	إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۝
০৮. যখন তারকারাজির আলো নিভে যাবে,	فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ۝
০৯. যখন বিদীর্ণ হয়ে যাবে আকাশ,	وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝
১০. এবং যখন পর্বতমালাকে উঠিয়ে বিক্ষিপ্ত করে দেয়া হবে,	وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِفَتْ ۝
১১. আর নির্ধারিত সময়ে হাজির করা হবে রসূলদের,	وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبِتَتْ ۝
১২. সব কিছু বিলম্বিত করা হয়েছে কোন্ দিনটির জন্যে?	لَا يَوْمٍ أِجْلَتْ ۝
১৩. ফায়সালার দিনের জন্যে।	لِيَوْمِ الْقَاصِلِ ۝
১৪. তুমি কী করে জানবে- ফায়সালার দিন কী?	وَمَا آذُرُكَ مَا يَوْمُ الْقَاصِلِ ۝
১৫. সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে হবে চরম দুর্ভোগ।	وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

১৬. আমরা কি পূর্ববর্তীদের হালাক করিনি?	أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾
১৭. শেষের লোকদেরও আমরা ওদের অনুসারেই করবো।	ثُمَّ نُنْبِئُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾
১৮. অপরাধীদের সাথে আমরা এভাবেই করে থাকি।	كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾
১৯. সেদিন হবে চরম দুর্ভোগ প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে।	وَيُلَاقِيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾
২০. আমরা কি তোমাদের সৃষ্টি করিনি একটি তুচ্ছ পানি থেকে?	أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾
২১. তারপর সেটাকে আমরা রেখেছি একটি নিরাপদ অবস্থানস্থলে,	فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾
২২. একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।	إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾
২৩. এভাবে আমরা তাকে সুষম করে গঠন করেছি, কতো নিপুণ স্রষ্টা আমরা!	فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. ধ্বংস সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে।	وَيُلَاقِيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾
২৫. আমরা কি ভূ-পৃষ্ঠকে ধারণকারী বানাইনি,	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾
২৬. জীবিত ও মৃতদের জন্যে?	أَحْيَاءَ وَأَمْواتًا ﴿٢٦﴾
২৭. তারপর আমরা তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উঁচু উঁচু পর্বতমালা এবং তোমাদের পান করিয়েছি সুপেয় পানি।	وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شِجَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فَرَاتًا ﴿٢٧﴾
২৮. ধ্বংস সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে।	وَيُلَاقِيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾
২৯. (সেদিন বলা হবে:) চলো তার দিকে যাকে (যে জাহান্নামকে) তোমরা অস্বীকার করতে।	إِنظِرُّوْا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾
৩০. চলো, তিন শাখাওয়ালা ছায়ার দিকে।	إِنظِرُّوْا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾
৩১. যে ছায়া ঠান্ডা নয় এবং যা রক্ষা করেনা অগ্নিশিখা থেকে।	لَّا ظِلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ ﴿٣١﴾
৩২. সেটা উৎক্ষেপ করে বড় বড় স্কুলিংগ অট্টালিকার মতো।	إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾
৩৩. সেগুলো যেনো হলুদ উট।	كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾
৩৪. ধ্বংস সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে।	وَيُلَاقِيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫. এটা হবে এমন একটা দিন যেদিন কেউ কথা বলবেনা।	هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. সেদিন তাদের অনুমতি দেয়া হবেনা ওজর পেশ করার।	وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾
৩৭. ধ্বংস সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে।	وَيُلَاقِيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾
৩৮. এটা হলো ফায়সালার দিন, আমরা (আজ) জমা (একত্র) করেছি তোমাদের এবং পূর্বের লোকদের।	هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَعَلْنَاهُ الْآوَلِينَ ﴿٣٨﴾
৩৯. আজ যদি তোমাদের কোনো চক্রান্ত থেকে থাকে তবে তা প্রয়োগ করো আমার বিরুদ্ধে।	فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾
৪০. ধ্বংস সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে।	وَيُلَاقِيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾
৪১. মুত্তাকিরা থাকবে ছায়া আর বারণাধারা ওয়ালা জায়গায়।	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونِ ﴿٤١﴾
৪২. তারা পাবে প্রচুর ফলমূল যা চাইবে তাদের মন।	وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾
৪৩. তোমাদের আমলের পুরস্কার হিসেবে তোমরা খাও এবং পান করো তৃপ্তি সহকারে।	كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾
৪৪. এভাবেই আমরা পুরস্কৃত করি কল্যাণপরায়ণদের।	إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾
৪৫. ধ্বংস সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে।	وَيُلَاقِيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾
৪৬. তোমরা খাও এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছু দিন। তোমরা অবশিষ্ট অপরাধী।	كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾
৪৭. ধ্বংস সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে।	وَيُلَاقِيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾
৪৮. তাদের যখন বলা হয় ‘রুকু করো (নত হও)’, তারা রুকু করেনা।	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾
৪৯. ধ্বংস সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে।	وَيُلَاقِيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾
৫০. সুতরাং তারা এর (কুরআনের) পরিবর্তে আর কোন্ বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে?	فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

সূরা ৭৮ আন নাবা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৪০, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-২০: মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। বিচারের দিনটি অবশ্যি আসবে।

২১-৩০: আল্লাদ্রোহীদের পরকালীন দুর্দশা।

৩১-৩৬: মুত্তাকিদের পরকালীন পুরস্কার।

৩৭-৪০: কিয়ামতের দিন সুপারিশ করা তো দূরের কথা আল্লাহর সামনে টু শব্দটি করার সাহসও কারো হবেনা।

সূরা আন নাবা (মহাসংবাদ) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ النَّبَاِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করছে কী বিষয়ে?	عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾
০২. সেই মহাসংবাদ সম্পর্কে নাকি?	عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾
০৩. যে বিষয়ে তারা লিপ্ত রয়েছে ইখতিলাফে?	الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾
০৪. কিছুতেই (এটা ইখতিলাফের বিষয়) নয়, অচিরেই তারা জানতে পারবে (এর সত্যতা)।	كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾
০৫. পুনরায় বলছি, কিছুতেই (এটা ইখতিলাফের বিষয়) নয়, অচিরেই তারা জানতে পারবে।	ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾
০৬. আমরা কি পৃথিবীকে বানাইনি শয্যা?	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿٦﴾
০৭. আর পাহাড়গুলোকে (গেড়ে দেইনি) পেরেকের মতো?	وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾
০৮. এবং আমরা কি তোমাদের সৃষ্টি করিনি জোড়ায় জোড়ায়?	وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾
০৯. আর তোমাদের নিদ্রাকে বানাইনি তোমাদের জন্যে বিশ্রাম?	وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾
১০. এবং রাতকে কি বানাইনি (অন্ধকার দ্বারা পোশাকের মতো) আবরণ?	وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾
১১. আর দিনকে কি বানাইনি তোমাদের জীবন-সামগ্রী উপার্জনের সময়?	وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾
১২. এবং আমরা বানিয়েছি তোমাদের উপরে সাতটি মজবুত (আকাশ)।	وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾
১৩. আর স্থাপন করে দিয়েছি একটি উজ্জ্বল উত্তপ্ত বাতি (সূর্য)।	وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾
১৪. আর বর্ষাধারী মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছি প্রচুর পানি।	وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾
১৫. তা দিয়ে উৎপন্ন করার জন্যে শস্য, শাক-সবজি,	لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾
১৬. আর নিবিড় উদ্যান।	وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾

পারা
30

১৭. নিশ্চয়ই ফায়সালার দিনটি তো নির্দিষ্ট হয়েই আছে।	إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾
১৮. সেদিন যেইমাত্র শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সাথে সাথে তোমরা এসে হাজির হবে দলে দলে।	يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾
১৯. আর উন্মুক্ত করে দেয়া হবে আকাশ এবং তাতে তৈরি হয়ে যাবে অসংখ্য দরজা।	وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾
২০. আর পর্বতসমূহকে স্থানচ্যুত করে চালিয়ে দেয়া হবে, ফলে সেগুলো পরিণত হবে মরীচিকায়।	وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾
২১. অবশিষ্ট জাহান্নাম অতর্কিত আক্রমণের এক গোপন স্থান।	إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾
২২. আল্লাহ্‌দ্রোহী সীমালংঘনকারীদের বাসস্থান।	لِلظَّالِمِينَ مَا بِهَا ﴿٢٢﴾
২৩. যুগ যুগ ধরে (অনন্তকাল) তারা অবস্থান করবে সেখানে।	لِبِئْسَ لِي فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٣﴾
২৪. সেখানে তারা না ঠাণ্ডা, আর না পানযোগ্য কিছু আশ্বাদন করবে।	إِلَّا حَيْمِيمًا وَعَسَاقًا ﴿٢٤﴾
২৫. তবে পান করবে শুধু ফুটন্ত পানি আর ক্ষত থেকে নির্গত পুঁজ।	جَزَاءً وَفَاقًا ﴿٢٥﴾
২৬. এ হবে তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিফল।	إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَزْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٦﴾
২৭. কারণ, হিসাব দিতে হবে-এ দৃষ্টিভংগি তারা পোষণ করতো না।	وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿٢٧﴾
২৮. আর তারা মিথ্যা বলে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছিল আমাদের আয়াত সমূহকে।	وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٨﴾
২৯. অথচ প্রতিটি জিনিসকেই আমরা লিখে রেখেছি গুণে গুণে।	فَذُقُوا فَلَنْ تَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٢٩﴾
৩০. সুতরাং এখন আশ্বাদন করো (তোমাদের আল্লাহ্‌দ্রোহী কৃতকর্মের প্রতিফল)। কেবলমাত্র শাস্তি ছাড়া তোমাদের জন্যে আমরা কোনো কিছুই বৃদ্ধি করবোনা। (হে আল্লাহ! আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন!)	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣٠﴾
৩১. মুত্তাকিদের (যারা কঠিন হিসাবের ভয়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা থেকে বিরত থেকেছিল, তাদের) জন্যে রয়েছে সাফল্য।	حَدَّ آثِقٍ وَأَعْنَابًا ﴿٣١﴾
৩২. এবং উদ্যানসমূহ আর আংগুরের বাগান।	وَكَوَاعِبُ أَثْرَابًا ﴿٣٢﴾
৩৩. আর সমবয়সী পূর্ণ যৌবনা তরুণী দল।	وَكَأْسٌ مُدْهَاقًا ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং (শরাব) ভর্তি পানপাত্র।	لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴿٣٤﴾
৩৫. সেখানে তারা শুনবেনা কোনো বাজে কিংবা মিথ্যা কথাবার্তা।	جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٥﴾
৩৬. (এসবই দেয়া হবে) তোমার সেই মহান প্রভুর পক্ষ থেকে পুরস্কার আর হিসাব পরিমাণ দান হিসেবে,	

৩৭. যিনি মহাবিশ্ব, এই পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর মালিক। পরম দয়াবান তিনি। তাঁর সম্মুখে কথা বলার শক্তি-সাহস কারোই থাকবেনা।	رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۝
৩৮. সেদিন রুহ (জিবরিল) এবং ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে থাকবে সারি বদ্ধ হয়ে। তারা কোনো কথা বলবেনা (বলার সাহস করবেনা); তবে দয়াময় রহমান কাউকেও অনুমতি দিলে (সে বলবে) এবং সে বলবে যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত কথা।	يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۚ لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا ۝
৩৯. এই দিনটি (যে আসবেই তা অনিবার্য) এক মহাসত্য। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার মালিকের দিকে ফেরার জন্যে পথ ধরুক।	ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ اِلٰى رَبِّهِ مَآبًا ۝
৪০. অত্যাসন্ন আযাব সম্পর্কে আমরা তোমাদের সতর্ক করে দিলাম; সেদিন প্রতিটি মানুষই দেখতে পাবে তার দুই হাত কী কামাই করে (অর্থাৎ-সে কি কৃতকর্ম) সম্মুখে (বিচার দিনের জন্যে) পাঠিয়েছে? আর (তখন) কাফির বলবে: ‘হায়, আমি যদি মাটি হতাম!’	اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۙ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَ يَقُوْلُ الْكُفْرُ لِيَٰلِيْتَنِيْ كُنْتُ ثُرْبًا ۝

রুকু
০২

সূরা ৭৯ আন নাযিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ৪৬, রুকু সংখ্যা: ০২

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১৪: কিয়ামতের দৃশ্য।

১৫-২৬: ফিরাউনের কাছে মুসার দাওয়াত। ফিরাউনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান। দুনিয়া ও আখিরাতে ফিরাউনের কঠিন শাস্তি আল্লাহ্‌ ভীরুদের জন্যে একটি শিক্ষা।

২৭-৩৬: আল্লাহ্‌ মহাশক্তিমান। কিয়ামত সংঘটিত হবেই।

৩৭-৪১: কারা জাহান্নামি এবং কারা জান্নাতি?

৪২-৪৬: কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে?

সূরা আন নাযিয়াত (যারা টেনে বের করে) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহ্র নামে	سُوْرَةُ النَّازِعَاتِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
০১. শপথ সেই (ফেরেশতাদের), যারা অত্যন্ত কঠোর ও নির্মমভাবে টেনে হিঁচড়ে বের করে নেয় (কাফির ও দুষ্টতকারীদের প্রাণ)।	وَالنَّازِعَاتِ غَرْاقًا ۝
০২. আর শপথ সেই (ফেরেশতাদের) যারা অত্যন্ত কোমলভাবে বের করে আনে (মুমিনদের আত্মা)।	وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ۝
০৩. এবং শপথ সেইসব (ফেরেশতা, কিংবা গ্রহের) যারা সাঁতরে চলে।	وَالسَّيْحَاتِ سَبْحًا ۝
০৪. আর শপথ সেইসব (ফেরেশতা, নক্ষত্র, কিংবা ঘোড়ার) যারা নির্দেশক্রমে সবেগে ধাবিত হয়।	فَالسَّيْفَاتِ سَبْقًا ۝
০৫. আর শপথ সেই (ফেরেশতাদের) যারা তাদের প্রভুর নির্দেশক্রমে কার্য সম্পাদন করে থাকে।	فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا ۝

০৬. সেদিন যখন (প্রথমবার শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে), তখন (পৃথিবী, পাহাড় সবই) প্রবল ধাক্কায় বিশৃংখল হয়ে পড়বে।	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝
০৭. প্রথমটিকে অনুসরণ করবে আরেকটি শিংগাধ্বনি (তখন পুনরুত্থিত হবে সব মানুষ)।	تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝
০৮. কতো হৃদয় সেদিন কম্পমান হবে ভয়ে।	قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝
০৯. তাদের দৃষ্টি হবে (অপমানে) অবনমিত।	أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝
১০. এরা বলে: “(মরার পর) আমাদের কি আবার পূর্বাভাস্য ফিরিয়ে (জীবিত করে) আনা হবে?	يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۝
১১. আমাদের হাড়-গোড় পুঁচে গলে (বিনাশ হয়ে) যাবার পরও?”	عِذَا كُنَّا عِظَامًا تَخْرُجُ ۝
১২. তারা বলে: ‘তবে তো সেটা হবে এক বড় ক্ষতিকর ফিরে আসা।’	قَالُوا اتِّلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝
১৩. আসল ব্যাপার হলো, ওটা হবে এক বিকট আওয়ায (দ্বিতীয় শিংগা ধ্বনি)।	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝
১৪. (সেই বিকট ধ্বনির) সাথে সাথেই তারা নিজেদেরকে জীবিত হাজির দেখতে পাবে এক উন্মুক্ত ময়দানে।	فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝
১৫. তোমার কাছে মুসার হাদিস (ইতিহাস, ঘটনাবলি) পৌছেছে কি?	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝
১৬. যখন তার প্রভু তাকে পবিত্র তোয়া উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন:	إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝
১৭. ফেরাউনের কাছে যাও, সে লংঘন করেছে সমস্ত সীমা।	إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۝
১৮. তুমি গিয়ে তাকে বলো: তুমি কি (কুফর, শিরক ও সীমালংঘন থেকে) পবিত্র হবে?	فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزْكَى ۝
১৯. আর আমি কি তোমাকে সঠিক পথ দেখাবো তোমার মালিকের দিকে, যাতে করে তোমার মধ্যে জাহত হয় তাঁর ভয়?	وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ۝
২০. তাঁরপর সে (মুসা) তার (ফেরাউনের) কাছে গিয়ে তাকে অনেক বড় নিদর্শন দেখালো।	فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ۝
২১. কিন্তু সে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করলো এবং অমান্য করলো।	فَكَذَّبَ وَعَصَى ۝
২২. তাঁরপর সে ষড়যন্ত্র আঁটার প্রচেষ্টায় পিছু হটলো।	ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ۝
২৩. অতপর (জনতাকে) সমবেত করে ঘোষণা দিলো।	فَحَشَرَ فَنَادَى ۝
২৪. বললো: ‘আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু।’	فَقَالَ إِنَّا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ۝
২৫. সুতরাং আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করলেন তার শেষ ও প্রথম সীমা লংঘনের জন্যে।	فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخْزَرِ وَالْأُولَى ۝

২৬. অবশ্যি এ ঘটনার মধ্যে শিক্ষামূলক উপদেশ রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে ভয় করে (আল্লাহকে)।	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ۝
২৭. তোমাদের সৃষ্টি করা বেশি কঠিন কাজ, না মহাকাশ সৃষ্টি করা? তিনিই তো সৃষ্টি করেছেন এই (মহাকাশ)।	ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بُنِيَهَا ۝
২৮. তিনিই অনেক উপরে উঠিয়েছেন এর উচ্চতা, অতপর তাকে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুবিন্যস্ত করেছেন।	رَفَعَ سَبْكَهَا فَسَوَّيَهَا ۝
২৯. আর রাতকে তিনি ঢেকে দেন অন্ধকার দিয়ে, আর দিনকে বের করে আনেন আলোকিত করে।	وَاعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۝
৩০. এরপর তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীকে।	وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۝
৩১. তার (পৃথিবীর) মধ্য থেকেই বের করেছেন তার পানি ও তৃণ-লতা (উদ্ভিদ)।	أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعُهَا ۝
৩২. এবং তার মধ্যে মজবুতভাবে গেড়ে দিয়েছেন পাহাড়-পর্বত।	وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۝
৩৩. (এসবই করেছেন) তোমাদের ও তোমাদের পশুদের কল্যাণার্থে।	مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝
৩৪. অতপর যেদিন ঘটে যাবে মহাবিপর্ষয়,	فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى ۝
৩৫. যেদিন মানুষ খুব করে স্মরণ করবে তার (পৃথিবীর জীবনের) সা'য়ীর (ব্যস্ততা ও কৃতকর্মের) কথা,	يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ۝
৩৬. এবং যেদিন দর্শকদের সামনে খুলে ধরা হবে জাহিম (দোযখ),	وَبُورَّتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ۝
৩৭. সেদিন (এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে যে,) পৃথিবীর জীবনে যারা সীমালংঘন করেছিল,	فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۝
৩৮. এবং (আখিরাতের চাইতে) অধাধিকার দিয়েছিল দুনিয়ার জীবনকে,	وَأَثَرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝
৩৯. তাদের আবাস হবে জাহিম (দোযখ)।	فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ۝
৪০. আর যে তার মহান প্রভুর সামনে দাঁড়াবার ভয়ে ভীত ছিলো এবং নিজেকে আত্মার দাসত্ব ও মন্দ কামনা-বাসনা থেকে বিরত রেখেছিল,	وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۝
৪১. জান্নাতই হবে তাদের আবাস।	فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۝
৪২. (হে মুহাম্মদ!) এরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে সেই সময়টি সম্পর্কে - তা কখন অনুষ্ঠিত হবে?	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۝
৪৩. (কিন্তু) এ ব্যাপারে বলার কী জ্ঞান তোমার আছে?	فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۝
৪৪. এর জ্ঞান তো শুধুমাত্র তোমার প্রভুর নিকটই সীমাবদ্ধ।	إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ۝

০২

৪৫. তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র, তাদের জন্যে যারা তাকে (কিয়ামতকে) ভয় করে।

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يَّخْشَاهَا ۝

৪৬. যেদিন তারা সে দিনটিকে দেখতে পাবে, তারা অনুভব করবে, পৃথিবীতে তারা কাটিয়েছে একটি সন্ধ্যা, কিংবা একটি সকাল মাত্র।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِتُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى ۝

সূরা ৮০ আবাসা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৪২, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-১৬: দাওয়াতি কাজে কাদের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে? কুরআন একটি উপদেশগ্রন্থ, যার ইচ্ছা উপদেশ গ্রহণ করবে।
 ১৭-৩২: আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে জীবনোপকরণ দিয়েছেন।
 ৩৩-৪২: কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠরা আপনজন থেকে পালাবে। সেদিন কিছু মুখমন্ডল হবে উজ্জ্বল আর কিছু মুখমন্ডল হবে কালো।

সূরা আবাসা (সে বিরক্তি প্রকাশ করলো) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ عَبَسَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. সে বিরক্তি প্রকাশ করলো এবং মুখ (মনোযোগ) ফিরিয়ে নিলো,	عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝
০২. এ কারণে যে অন্ধ লোকটি এসেছিল তার কাছে,	أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى ۝
০৩. তুমি কি করে জানবে, হয়তো সে শুদ্ধতা অর্জন করতো?	وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَى ۝
০৪. কিংবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং সেই উপদেশ তার উপকার সাধন করতো?	أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۝
০৫. অথচ যে নিজেকে ভাবে মুখাপেক্ষাহীন,	أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ۝
০৬. তুমি মনোযোগ আরোপ করছো তার প্রতি।	فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۝
০৭. তোমার কি আসে যায় যদি সে শুদ্ধতা অর্জন না করে?	وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَى ۝
০৮. কিন্তু যে ছুটে এসেছে তোমার কাছে,	وَأَمَّا مَنِ جَاءَكَ يَسْعَى ۝
০৯. এবং সে (আল্লাহ ও তাঁর শাস্তিকে) ভয় করে,	وَهُوَ يَخْشَى ۝
১০. তাকে তুমি অবজ্ঞা করলে এবং অন্যদের প্রতি মনোযোগী হলে।	فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۝
১১. না (কখনো এমনটি করোনা); অবশ্যি এটি (এ কুরআন) একটি উপদেশ।	كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝
১২. সুতরাং যার ইচ্ছে, সে এটি গ্রহণ করবে।	فَمَن شَاءَ ذَكَّرْهُ ۝
১৩. (এটি সংরক্ষিত আছে) অতীব সম্মানিত সহীফা সমূহে (লওহে মাহফুযে)।	فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝
১৪. খুবই উচু মর্যাদা সম্পন্ন ও পবিত্র,	مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝

১৫. সেইসব লেখকদের (ফেরেশতাদের) হাতে,	بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝
১৬. যারা সম্মানিত ও অনুগত।	كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝
১৭. ধ্বংস হলো (অবিশ্বাসী) মানুষগুলো। কতো বড় অকৃতজ্ঞ তারা!	قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ ۝
১৮. কোন্ জিনিস থেকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাকে (মানুষকে)?	مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝
১৯. এক বিন্দু নোতফা (শুক্র) থেকে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তারপর তাকে যথাযথভাবে গঠন করেছেন।	مِنْ نُّطْقَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۝
২০. তারপর তিনি সহজ করে দেন তার জীবন চলার পথ।	ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۝
২১. তারপর তার মউত ঘটান এবং পৌঁছে দেন তাকে কবরে।	ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝
২২. অতপর যখন চাইবেন, তখন আবার উঠিয়ে আনবেন তাকে।	ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۝
২৩. না, সে পালন করেনি তিনি যে নির্দেশ তাকে দিয়েছেন।	كَلَّا لَمَّا يُفْضِ مَا أَمَرَهُ ۝
২৪. তবে, মানুষ তার খাবারের জিনিসগুলোর প্রতি নজর বুলিয়ে দেখুক (কে সৃষ্টি করেছে সেগুলো)।	فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝
২৫. আমরাই তো বর্ষণ করি প্রচুর পানি।	أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝
২৬. তারপর শক্ত হয়ে এঁটে থাকা জমিনকে আমরা ফেঁড়ে দেই।	ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝
২৭. আর তাতে উৎপাদনের ব্যবস্থা করি শস্য,	فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝
২৮. আংগুর, শাক-শবজি,	وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝
২৯. যয়তুন, খেজুর,	وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝
৩০. বিপুল বৃক্ষ-রাজির নিবিড় বন,	وَحَدَاقٍ غُلْبًا ۝
৩১. ফল-ফলারি এবং সেইসাথে অনেক ঘাস।	وَفَاكِهَةٍ وَأَبًّا ۝
৩২. (এভাবে আমিই ব্যবস্থা করি) তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর জীবন ধারণের সামগ্রী।	مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝
৩৩. অতপর যেদিন মহাধ্বনি (শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকার) উচ্চারিত হবে,	فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ۝
৩৪. সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে,	يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝
৩৫. তার মা থেকে এবং বাপ থেকে,	وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝
৩৬. তার স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে।	وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝
৩৭. সে দিনটি হবে এতোই ভয়াবহ যে, সেদিন কেউই নিজের ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে ভাববারই চিন্তা করবেনা।	لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝

৩৮. সেদিন অনেক লোকের চেহারা হবে উজ্জ্বল,	وَجُوهٌ يُّورِيْنَ مُسْفِرَةٌ ۝
৩৯. হাসি খুশি আর শুভ সংবাদে আনন্দ মুখর।	صَّاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝
৪০. আবার অনেক চেহারা'ই হবে সেদিন ধূলো-মলিন।	وَجُوهٌ يُّورِيْنَ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝
৪১. সেই চেহারাগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা।	تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝
৪২. কারণ, তারা (হবে) অবিশ্বাসী-অমান্যকারী-কাফির এবং পাপিষ্ঠ-দূরাচারী।	أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجِرَةُ ۝

রুকু
০১

সূরা ৮১ আত তাকভীর

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ২৯, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১৪: কিয়ামতের দৃশ্য।

১৫-২৯: কুরআনের সত্যতা। এটি বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ।

সূরা আত তাকভীর (গুটিয়ে নিয়ে আলোহীন করা) পরম করণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. যখন গুটিয়ে নিয়ে আলোহীন করে দেয়া হবে সূর্যকে,	إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝
০২. যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে খসে পড়বে তারকারাজি,	وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝
০৩. যখন চালিয়ে দেয়া হবে পাহাড় পর্বত,	وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝
০৪. যখন উপেক্ষা করা হবে দশ মাসের পূর্ণ গর্ভবতী উটনীগুলোকে,	وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝
০৫. যখন সমবেত করা হবে বন্য পশুদের,	وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝
০৬. যখন জ্বালিয়ে দেয়া হবে সমুদ্রগুলোতে আগুন,	وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝
০৭. যখন জ্বুড়ে দেয়া হবে (দেহের সাথে) প্রাণগুলো,	وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝
০৮. যখন জিজ্ঞাসা করা হবে জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে (হত্যা করা) মেয়েকে,	وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ۝
০৯. কী অপরাধের কারণে হত্যা করা হয়েছিল তাকে?	بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝
১০. যখন প্রকাশ করে দেয়া হবে সহিফা (কৃতকর্মের রেকর্ড) সমূহ,	وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝
১১. যখন আকাশের আবরণ খসিয়ে দিয়ে স্থানচ্যুত করা হবে তাকে,	وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝
১২. যখন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে জাহিম,	وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝
১৩. এবং যখন নিকটে আনা হবে জান্নাত,	وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝
১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জেনে যাবে- কী নিয়ে হাজির হয়েছে সে!	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝

১৫. তাই, আমি নিশ্চিতভাবে শপথ করছি সেইসব গ্রহের, যেগুলো ফিরে যায়,	فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنُوسِ ۝
১৬. এবং সেইসব গ্রহের যেগুলো চলে এবং অদৃশ্য হয়ে যায়।	الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ۝
১৭. শপথ রাতের যখন তা বিদায় নেয়,	وَالْيَلِ إِذَا عَسَّسَ ۝
১৮. শপথ প্রভাতের যখন তা হয়ে উঠে আলোকিত:	وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝
১৯. নিশ্চয়ই এটা (কুরআন) এমন একজন সম্মানিত বাণী বাহকের (জিবরিলের) আনীত বাণী,	إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝
২০. যে বড় শক্তিশালী, এবং আরশের মালিকের কাছে মর্যাদার অধিকারী,	ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝
২১. সেখানে তাকে মান্য করা হয় এবং সে খুবই বিশ্বস্ত।	مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝
২২. (হে লোকেরা!) তোমাদের সাথি (মুহাম্মদ) কোনো পাগল ব্যক্তি নয়,	وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۝
২৩. সে বাণী বাহক (জিবরিল)-কে নিজের চোখে দেখেছে পরিস্কার দিগন্তে,	وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۝
২৪. সে গায়েব-এর (জ্ঞানকে মানুষের কাছে প্রচার ও প্রকাশ করার) ব্যাপারে কুপণ নয়।	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝
২৫. এবং এটা (এই কুরআন) অভিশপ্ত শয়তানের বক্তব্য নয়।	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝
২৬. সুতরাং, কোন্ দিকে যাচ্ছে তোমরা?	فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۝
২৭. এটা (এই কুরআন) তো একটা উপদেশ সমগ্র জগতবাসীর জন্যে,	إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝
২৮. তোমাদের মধ্যকার এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে চলতে চায় সঠিক সরল পথে।	لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝
২৯. আর তোমাদের চাওয়াতেই কিছুই হয়না, যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন (তা) না চান।	وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

রুকু
০১

সূরা ৮২ আল ইনফিতার

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১৯, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৫: কিয়ামতের দৃশ্য।

০৬-১২: মানুষকে তার মহান স্রষ্টার ব্যাপারে কিসে প্রতারণিত করছে। মানুষের কৃতকর্ম রেকর্ড করার জন্যে ফেরেশতা নিযুক্ত করা আছে।

১৩-১৯: পুণ্যবানরা থাকবে মহা অনুগ্রহরাজির মধ্যে। পাপিষ্ঠরা থাকবে জাহান্নামে। সেদিনকার নিরংকুশ কর্তৃত্ব থাকবে আল্লাহর হাতে।

সূরা আল ইনফিতার (ফেটে যাওয়া) পরম
করণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে।

سُورَةُ الْإِنْفِطَارِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

০১. যখন ফেটে যাবে আকাশ,

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝

০২. যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে খসে পড়বে নক্ষত্ররাজি,	وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝
০৩. যখন ফাটিয়ে ফেলা হবে সমুদ্রগুলো,	وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝
০৪. এবং যখন খুলে দেয়া হবে কবরগুলো,	وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝
০৫. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে, সে কী পাঠিয়েছে সামনের জন্যে, আর কী রেখে এসেছে পেছনে?	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝
০৬. হে মানুষ! কোন্ জিনিস তোমাকে ধোকায় ফেলে রেখেছে তোমার মহান প্রভুর ব্যাপারে?	يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝
০৭. যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাকে, পূর্ণাংগভাবে সাজিয়েছেন, অতপর গড়ে তুলেছেন সুষম করে?	الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَلَكَ ۝
০৮. এবং যে সুরত-আকৃতিতে চেয়েছেন গঠন করেছেন তোমাকে।	فِي آيٍ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝
০৯. না, কখনো নয়, বরং তোমরা শেষ বিচার ও প্রতিদানকেই (শাস্তি আর পুরস্কারকেই) অস্বীকার করছো।	كَلَّا بَلْ تُكَدِّبُونَ بِالذِّلِّينَ ۝
১০. জেনে রাখো, অবশ্যি তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে পরিদর্শক।	وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝
১১. তারা হলো মর্যাদাবান নিবন্ধনকারী (recorder)।	كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝
১২. তারা জানে তোমরা যা-ই করো।	يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝
১৩. নিশ্চয়ই সৎ-সত্যপন্থী লোকেরা (সেদিন) থাকবে ভোগ-বিলাসে।	إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝
১৪. আর সীমালংঘনকারী-পাপিষ্ঠরা থাকবে জাহিমে।	وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝
১৫. তারা প্রবেশ করবে তাতে প্রতিদান দিবসে।	يُضَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝
১৬. সেখান থেকে গর-হাজির থাকার কোনো সুযোগ তাদের থাকবে না।	وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝
১৭. তুমি কিভাবে জানবে, প্রতিদান দিবস কী?	وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝
১৮. আবার বলছি তুমি কিভাবে জানবে, প্রতিদান দিবস কী?	ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝
১৯. এটা সেই দিন, যেদিন কোনো ব্যক্তির অপর ব্যক্তির জন্যে কিছু করার কোনো ক্ষমতা থাকবেনা। সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব থাকবে একমাত্র আল্লাহর হাতে।	يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۝ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝

সূরা ৮৩ আল মুতাফ্ফিহীন

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ৩৬, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১৭: ঠকবাজরা জেনে রাখুক কিয়ামত অবশ্য অনুষ্ঠিত হবে। তারা সেদিন তাদের প্রভুকে দেখতে পাবেনা। তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

১৮-৩৬: পুণ্যবানরা থাকবে উচ্চ মর্যাদায় নিয়ামতে ভরা জান্নাতে। সেদিন তারা কাফিরদের বিদ্রূপ করবে যেমন দুনিয়াতে কাফিররা তাদের নিয়ে বিদ্রূপ করে।

সূরা আল মুতাফ্ফিহীন (ঠকবাজ ব্যক্তির)	سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ
পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. যারা মাপে-ওজনে কম দেয় তাদের জন্যে ওয়াইল (ধ্বংস)।	وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝
০২. মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় তারা পুরো মাত্রায় দাবি করে,	الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝
০৩. এবং যখন অন্যদের মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন প্রাপ্যের চাইতে কম দেয়।	وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝
০৪. এরা কি ভাবেনা যে, (মৃত্যুর পর) এদের পুনরায় উঠিয়ে আনা হবে,	أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝
০৫. এক মহা দিবসে?	لَيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝
০৬. এটা হবে সেই দিন, যে দিন সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে রাব্বুল আলামিনের সামনে।	يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
০৭. কখনো নয়, বরং সীমালংঘনকারী পাপীদের রেকর্ড রাখা হয় সিজ্জীনে।	كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ۝
০৮. তুমি কিভাবে জানবে, সিজ্জীন কী?	وَمَا أَذْرٰكَ مَا سِجِّينٌ ۝
০৯. তা হচ্ছে খোদাই করা (তালিকার) রেকর্ড।	كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝
১০. যারা অস্বীকার করে, সেদিন তাদের জন্যে হবে ওয়াইল (ধ্বংস),	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝
১১. এরা তারা, যারা অস্বীকার করে বিচার ও প্রতিদান দিবসকে।	الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الدِّينِ ۝
১২. সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ ছাড়া আর কেউ-ই অস্বীকার করেনা সেই দিবসকে।	وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝
১৩. তাকে যখন আমার (কুরআনের) আয়াত শুনানো হয়, সে বলে: এ-তো সেকালের লোকদের উপকথা।	إِذَا تُثْلٰى عَلَيْهِ أَيْتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝
১৪. না, তা কখনো নয়, বরং তাদের হৃদয়গুলোতে জন্ম ধরিয়ে দিয়েছে তাদের (মন্দ) কৃতকর্ম।	كَلَّا بَلْ سَوَّاهُ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

১৫. কখনো নয়, সেদিন অবশ্যি তাদেরকে তাদের প্রভুর দর্শন থেকে হিজাব করে (অন্তরালে) রাখা হবে।	كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُجُونَ ﴿١٥﴾
১৬. তারপর তারা অবশ্যি প্রবেশ করবে জাহিমে।	ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾
১৭. তখন তাদের বলা হবে: এটি সেই জিনিস, যা তোমরা অস্বীকার করত।	ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾
১৮. কখনো নয়; অবশ্যি সৎ-সত্যপন্থী লোকদের রেকর্ড সংরক্ষিত থাকে ইল্লিয়্যানে।	كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾
১৯. তুমি কি জানো-ইল্লিয়্যন কী?	وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾
২০. তা হচ্ছে খোদাই করা (তালিকার) রেকর্ড।	كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾
২১. তার দেখাশুনায় নিয়োজিত আল্লাহর নিকটস্থ ফেরেশতারা।	يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾
২২. সৎ-সত্যপন্থী লোকেরা অবশ্যি থাকবে আনন্দ আর ভোগ বিলাসে।	إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾
২৩. সিংহাসনে উপবেশন করে তারা দেখবে (সবকিছু)।	عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. তুমি তাদের চেহারা দেখতে পাবে আনন্দের উজ্জ্বলতা।	تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾
২৫. তাদের পান করতে দেয়া হবে সীল করা বিস্কৃত শরাব (পানীয়)।	يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾
২৬. পান শেষে তারা সৌরভ পাবে মিশ্কের। অতএব যারা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, তারা এরি জন্যে অবতীর্ণ হোক প্রতিযোগিতায়।	خِتْمُهُ مِسْكٌ ۖ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾
২৭. সেই শরাব হবে তাসনিম মিশ্রিত।	وَمِرَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾
২৮. এটা (তাসনিম) হলো একটা বর্ণা, যা থেকে পান করবে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীরা।	عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾
২৯. (পৃথিবীর জীবনে) যারা অপরাধ করতো, তারা ঈমানের পথে চলা লোকদের হাসি-ঠাট্টা করতো।	إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ أَمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾
৩০. এবং যখনই মুমিনদের নিকট দিয়ে গমনাগমন করতো, তাদের প্রতি (বিদ্‌পাত্মক) ইংগিত করতো।	وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾
৩১. এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফেরার সময় ফিরতো উৎফুল্ল হয়ে।	وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾
৩২. আর মুমিনদের দেখলে বলতো: এরা সব বিপথগামী।	وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾
৩৩. অথচ তাদেরকে এদের (মুমিনদের) উপর তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে পাঠানো হয়নি।	وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفَظِينَ ﴿٣٣﴾

৩৪. সুতরাং আজ মুমিনরা উপহাস করবে কাফিরদের সাথে।	فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾
৩৫. সিংহাসনে বসে তারা দেখবে তাদের।	عَلَى الْأَرْآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের সওয়াব (পুরস্কার) কি (পুরোপুরি) দেয়া হলোনা?	هَلْ تُؤْتِي الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

রুকু
০১

সূরা ৮৪ আল ইনশিকাক

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ২৫, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৫: কিয়ামতের দৃশ্য।

০৬-২৫: মানুষ এগিয়ে চলছে তার প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্যে। যে তার আমলনামা ডান হাতে পাবে তার হিসাব নেয়া হবে সহজ। যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে সে ডাকবে মৃত্যুকে। মুমিনদের জন্যে থাকবে অফুরন্ত পুরস্কার।

সূরা আল ইনশিকাক (ফেটে চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়া) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْإِنْشِقَاقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. যখন ফেটে (চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে) যাবে আকাশ,	إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾
০২. এবং সে তার প্রভুর ফরমান পালন করবে, আর তা করাটাই তার জন্যে হক (বাস্তব)।	وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾
০৩. এবং যখন পৃথিবীকে করে দেয়া হবে প্রসারিত।	وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾
০৪. আর তার ভেতরে যা কিছু ছিলো, সব বাইরে নিক্ষেপ করে সে খালি হয়ে যাবে।	وَالْقَتَّ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾
০৫. এভাবে সে তার রবের হুকুম পালন করবে, আর তা করাটাই তার জন্যে হক (বাস্তব)।	وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾
০৬. হে মানুষ! তুমি তোমার (ভালো-মন্দ) কৃতকর্মের বোঝা নিয়ে ফিরে চলছো তোমরা মালিকের দিকে। এ এক অবধারিত প্রত্যাবর্তন। সামনে এগিয়েই তাঁর সাথে মুলাকাত (সাক্ষাত) করবে।	يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمَلِّقِيهِ ﴿٦﴾
০৭. সেখানে যার কিতাব (কৃতকর্মের রেকর্ড বা আমলনামা) দেয়া হবে তার ডান হাতে,	فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾
০৮. তার কাছ থেকে নেয়া হবে একটা সহজ হিসাব,	فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حَسَابًا يَّسِيرًا ﴿٨﴾
০৯. এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাবে হাসি খুশি, আনন্দ উৎফুল্ল চিত্তে।	وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾

১০. তবে যার কিতাব (কৃতকর্মের রেকর্ড বা আমলনামা) দেয়া হবে তার পেছন দিক থেকে,	وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝
১১. সে ডাকবে মৃত্যুকে,	فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝
১২. এবং সে প্রবেশ করবে সায়ীরে (জলন্ত আগুনে)।	وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝
১৩. সে তো (দুনিয়ার জীবনে) তার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে থাকতো আনন্দে মেতে।	إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرُورًا ۝
১৪. নিশ্চয়ই সে মনে করতো, তার কখনো ফিরে আসতে হবেনা (আমার কাছে)।	إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَّحُورَ ۝
১৫. হ্যাঁ, অবশ্যি (তাকে ফিরে আসতেই হবে), কখনো তাকে দৃষ্টির আড়াল করেননি তার প্রভু।	بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝
১৬. আমি শপথ করছি অস্ত্র লালিমার,	فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝
১৭. শপথ করছি রাতের, আর সে তার অন্ধকারে যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় (সেগুলোর)।	وَالَيْلِ وَمَا وَسَقِ ۝
১৮. শপথ করছি চাঁদের, যখন সে উপনীত হয় পূর্ণিমায়।	وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقِ ۝
১৯. নিশ্চয়ই তোমরা আরোহণ করতে থাকবে এক তবকা (স্তর) থেকে আরেক তবকায়।	لَتَتَرَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝
২০. সুতরাং তাদের হলো কি যে, তারা ঈমান আনে না?	فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝
২১. এবং যখন তাদের কাছে কুরআন পেশ করা হয়, তখন সাজদা করেনা (অবনত হয়না)? (সাজদা)	وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝
২২. বরং যারা কুফরির পথ অবলম্বন করে, তারা (এই কুরআনকে) অস্বীকার করে।	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ۝
২৩. অথচ আল্লাহই অধিক জানেন (তারা তাদের আমলনামায়) কী জমা করছে?	وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝
২৪. সুতরাং তাদেরকে সংবাদ দাও যন্ত্রনাদায়ক আযাবের।	فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝
২৫. তবে যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

সূরা ৮৫ আল বুরূজ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ২২, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

- ০১-১১: মুমিনদের নির্যাতনের জন্যে যারা গর্ত খুঁড়েছিল তাদের জন্যে রয়েছে ধ্বংস। মুমিনদের জন্যে রয়েছে মহাসাফল্য।
- ১২-২২: আল্লাহর পাকড়াও বড় কঠোর, তিনি মহান আরশের মালিক। ফেরাউন ও সামুদ জাতিকে তিনি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কাফিররা কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করছে অথচ আল্লাহ তাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

সূরা আল বুরূজ (বিশাল বিশাল নক্ষত্র) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْبُرُوجِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. শপথ বুরূজ (বিশাল বিশাল গ্রহ-নক্ষত্র) ওয়ালা আকাশের।	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝
০২. শপথ ওয়াদাকৃত দিনটির।	وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝
০৩. শপথ দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের।	وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝
০৪. ধ্বংস হয়েছে সেই গর্তওয়ালা লোকেরা, (যারা গর্ত খনন করেছিল এবং সে গর্তে)	قَتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۝
০৫. জ্বালানি পূর্ণ করে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আগুন।	النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝
০৬. তখন গর্তের কিনারেই বসেছিল তারা।	إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝
০৭. এবং তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল তা অবলোকন করছিল।	وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝
০৮. তারা তাদের (মুমিনদের) থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিল শুধুমাত্র এই অপরাধে যে, তারা অসীম ক্ষমতাবান সপ্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল,	وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝
০৯. যিনি মহাকাশ এবং এই পৃথিবীর কর্তৃত্বের মালিক। আর আল্লাহ সব কিছুর সাক্ষী।	الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝
১০. যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের উপর যুলুম নির্যাতন চালিয়েছে, তারপর অনুতপ্ত হয়ে সেকাজ থেকে ফিরে আসেনি (আল্লাহর দিকে), তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব, আর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে যন্ত্রণা দেয়ার শাস্তি।	إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝
১১. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছেন, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত, সেসব বাগিচার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর। এটাই (মানব জীবনের) মহাসাফল্য।	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝

১২. নিশ্চয়ই তোমার প্রভুর গ্রেফতারি বড়ই শক্ত এবং কঠিন।	إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝
১৩. নিশ্চয়ই তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় (সৃষ্টি) করবেন।	إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ۝
১৪. এবং তিনি পরম ক্ষমাশীল এবং প্রেম-ভালোবাসা ও মমতার সাগর,	وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ۝
১৫. মহিমাম্বিত আরশের অধিপতি।	ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝
১৬. তিনি (যখন) যা চান তাই করেন।	فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ ۝
১৭. তোমার কাছে কি খবর পৌঁছেছে সৈন্যবাহিনীর,	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝
১৮. ফেরাউন এবং সামুদের?	فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝
১৯. কিন্তু যারা কুফরির পথ ধরেছে, তারা অস্বীকার করেই চলেছে,	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝
২০. আর আল্লাহ পছন্দ থেকে (তাদের অজ্ঞাতেই) ঘেরাও করে রেখেছেন তাদের।	وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۝
২১. (তোমাদের অস্বীকার করায় কিছুই যায় আসেনা) কারণ, এ এক মহিমা মন্ডিত কুরআন,	بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝
২২. লওহে মাহফুযে (সুরক্ষিত ফলকে সংরক্ষিত)।	فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

সূরা ৮৬ আত তারিক

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১৭, রকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১৭: প্রত্যেক ব্যক্তির পেছনে রক্ষী নিয়োগ করা আছে। মানুষকে প্রথমবার যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই পুনর্জীবিত করবেন। প্রত্যাখ্যানকারীরা ষড়যন্ত্র করছে, আমিও কৌশল করছি।

সূরা আত তারিক (রাত্রে আত্মপ্রকাশকারী) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الطَّارِقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. শপথ আকাশের আর রাত্রে আত্মপ্রকাশকারীর।	وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝
০২. তুমি কি জানো রাত্রে আত্মপ্রকাশকারী (বস্তু) কী?	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝
০৩. তা হলো উজ্জ্বল তারকা।	النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝
০৪. এমন কোনো প্রাণ (মানুষ) নেই, যার উপর একজন হিফাযতকারী (পাহারাদার) নিযুক্ত নেই।	إِنْ كُلِّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝
০৫. মানুষ নজর করে দেখুক, তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে কোন্ জিনিস থেকে?	فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝
০৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে পানি থেকে, যা নিঃসৃত হয়েছে প্রবল বেগে।	خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝

০৭. যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড এবং পাজরের মধ্যখান থেকে ।	يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝
০৮. অবশ্যি তিনি সক্ষম তাকে পুনরায় জীবিত করতে ।	إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝
০৯. যেদিন পরীক্ষা করা হবে গোপন বিষয়সমূহ,	يَوْمَ تُبْنَى السَّرَائِرُ ۝
১০. সেদিন তার কোনো শক্তিও থাকবেনা, সাহায্যকারীও থাকবেনা ।	فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝
১১. শপথ (বৃষ্টির মেঘধারী) আকাশের, যা পুন পুন বৃষ্টিপাত করে ।	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝
১২. শপথ পৃথিবীর, যা বিদীর্ণ হয় (উদ্ভিদ উঠার সময়) ।	وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝
১৩. নিশ্চয়ই এ (কুরআন) এক সিদ্ধান্তকর বাণী ।	إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ ۝
১৪. এ (কুরআন) হাসি ঠাট্টার বিষয় নয় ।	وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝
১৫. তারা চক্রান্ত করছে একটা চক্রান্ত ।	إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝
১৬. আর আমিও তৈরি করছি একটা পরিকল্পনা ।	وَآكِيدٌ كَيْدًا ۝
১৭. তাই কাফিরদের কিছুটা অবকাশ দাও, কিছু কালের জন্যে দাও তাদের অবকাশ ।	فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمَهُلُهُمْ رُودًا ۝

রুকু
০১

সূরা ৮৭ আল আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১৯, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১৯: যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তিনি তার গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন। উপদেশ দিতে থাকো, যদি উপদেশ কাজে লাগে। যে আত্মোন্নয়ন করে সেই সফল। মানুষ দুনিয়ার প্রতি গুরুত্ব দেয়, অথচ আখিরাতই চিরস্থায়ী।

সূরা আল আ'লা (মহান) পরম করণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْكَافِرِي
০১. তসবিহ্ করো তোমার মহান প্রভুর নামের,	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০২. যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুখম করেছেন,	سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝
০৩. যিনি সামঞ্জ্যপূর্ণ অনুপাত নির্ধারণ করেছেন এবং পথ প্রদর্শন করেছেন ।	الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى ۝
০৪. এবং যিনি (জমিন থেকে) বের করে আনেন উদ্ভিদ ।	وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝
০৫. তারপর সেগুলোকে পরিণত করেন কালো আবর্জনায় ।	وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝
০৬. আমরা তোমাকে পড়িয়ে দেবো (কুরআন), তারপর তুমি আর তা ভুলবেনা ।	فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ۝
	سَنُقَرِّئكُ فَلَا تَنسَى ۝

০৭. তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, নিশ্চয়ই তিনি জানেন প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সবকিছু।	إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۝
০৮. আমরা তোমার জন্যে সহজ পথকে সহজ করে দেবো।	وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ۝
০৯. তাই তুমি (মানুষকে) উপদেশ দিতে থাকো, যদি উপদেশ তাদের উপকারে আসে।	فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى ۝
১০. ঐ ব্যক্তি অবশ্যি উপদেশ গ্রহণ করবে, যে ভয় করে (আল্লাহকে)।	سَيَذَكِّرْ مَنْ يَخْشَى ۝
১১. আর তা উপেক্ষা করবে ঐ ব্যক্তি, যে বড়ই দুর্ভাগা,	وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝
১২. যে প্রবেশ করবে সাংঘাতিক আগুনে।	الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۝
১৩. অতপর সেখানে সে মরবেওনা, বাঁচবেওনা।	ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝
১৪. নিশ্চয়ই সাফল্য অর্জন করবে ঐ ব্যক্তি, যে তাকিয়া করবে,	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝
১৫. এবং তার প্রভুর নাম যিকির (উচ্চারণ, আলোচনা, স্মরণ) করবে, আর আদায় করবে সালাত।	وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝
১৬. কিন্তু তোমরা প্রাধান্য দিয়ে চলছো দুনিয়ার হায়াতকে।	بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝
১৭. অথচ আখিরাত (-এর হায়াতই) হবে উত্তম এবং তা বাকি (স্থায়ী) থাকবে চিরকাল।	وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝
১৮. নিশ্চয়ই এই উপদেশ পূর্বের সহিফাগুলোতেও (কিতাবগুলোতেও) রয়েছে,	إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ الصُّحُفِ الْأُولَى ۝
১৯. ইবরাহিম এবং মূসার সহিফায়।	صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝

রুকু
০১

সূরা ৮৮ আল গাশিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ২৬, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১৬: পরকালে প্রত্যাখ্যানকারীদের দূরবস্থা এবং মুমিনদের সুখ ও আনন্দের বিবরণ।

১৭-২৬: আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল। নবীর দায়িত্ব উপদেশ দিয়ে যাওয়া, বলপূর্বক ইসলামে প্রবেশ করানো নয়।

সূরা আল গাশিয়া (আচ্ছন্নকারী) পরম করণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْغَاشِيَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. তোমার কাছে কি আচ্ছন্নকারী (কিয়ামত) দিবসের খবর পৌঁছেছে?	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝
০২. সেদিন অনেক চেহারা হবে ভীত-নত অপমানিত,	وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝
০৩. শ্রম-ব্রান্ত।	عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝
০৪. তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।	تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ۝

০৫. তাদের পান করানো হবে তাপ-দাহে ফুটন্ত বার্ণার পানি।	تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ أَنِيَّةٍ ۝
০৬. তাদের জন্যে সেখানে বিষাক্ত কাঁটাদার শুকনো ঘাস-গুল্ম ছাড়া থাকবেনা আর কোনো খাদ্য,	لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝
০৭. যা তাদের পুষ্টিও যোগাবেনা, ক্ষুধাও মেটাবেনা।	لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝
০৮. (অপরপক্ষে) সেদিন অনেকের মুখমন্ডল হবে আনন্দে উজ্জ্বল।	وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝
০৯. সেদিন তারা খুশি হবে তাদের (দুনিয়ার জীবনের) প্রচেষ্টার জন্যে।	لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝
১০. তারা থাকবে অতি উন্নত জান্নাতে।	فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝
১১. সেখানে তারা শুনবেনা কোনো ক্ষতিকর ও বাজে কথা।	لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَا غِيبَةَ ۝
১২. সেখানে থাকবে বর্ণা বহমান,	فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝
১৩. থাকবে অতি উন্নত শয্যা,	فِيهَا سُرُورٌ مَّرْفُوعٌ ۝
১৪. হাতের কাছেই রাখা হবে পানপাত্র সমূহ,	وَأكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۝
১৫. সাজানো থাকবে সারি সারি (নরম) বিছানা,	وَنَمَارِقٌ مَّصْفُوفَةٌ ۝
১৬. (সর্বত্র) বিছানো থাকবে উন্নত গালিচা।	وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۝
১৭. তারা কি নজর করে দেখতে পারছেনো উটের দিকে, কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে?	أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝
১৮. এবং আসমানের দিকে, কিভাবে উপরে উঠিয়ে রাখা হয়েছে তাকে?	وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝
১৯. আর পর্বতমালার দিকে, কিভাবে গেড়ে রাখা হয়েছে তাকে?	وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝
২০. এবং পৃথিবীর দিকে, কিভাবে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে?	وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝
২১. অতএব, তুমি তাদের উপদেশ দিয়ে যাও। কারণ, তুমি তো কেবল একজন উপদেশদাতাই।	فَذَكِّرْهُ! إِنَّكَ أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝
২২. তুমি তাদের উপর শক্তি প্রয়োগকারী নও।	لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِصَبِيرٍ ۝
২৩. তবে যে (তোমার উপদেশ মেনে নেয়ার পরিবর্তে) মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অবলম্বন করবে কুফুরির পথ,	إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۝
২৪. আল্লাহ তাকে আযাব দেবেন, গুরুতর আযাব।	فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝
২৫. আমার কাছেই হবে তাদের প্রত্যাবর্তন।	إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝
২৬. তারপর তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমারই।	ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝

সূরা ৮৯ আল ফজর

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৩০, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১৪: আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে অতীতে শক্তিশালী জাতিগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

১৫-২০: পাপিষ্ঠদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য।

২১-২৬: কিয়ামতের দৃশ্য।

২৭-৩০: প্রশান্ত আত্মার অধিকারীদের শুভ পরিণাম।

সূরা আল ফজর (ভোর) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْفَجْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. শপথ ফজর (ভোর)-এর।	وَالْفَجْرِ ۝
০২. শপথ দশ রাতের।	وَلَيَْالٍ عَشْرِ ۝
০৩. শপথ জোড় ও বিজোড়ের।	وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝
০৪. শপথ রাতের যখন তা বিদায় নেয়।	وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝
০৫. এগুলোর মধ্যে অবশ্যি বিবেক-বুদ্ধি ওয়ালা লোকদের জন্যে রয়েছে যথেষ্ট নিদর্শন।	هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ۝
০৬. তুমি কি দেখোনি তোমার প্রভু কি ধরণের আচরণ করেছেন আদ জাতির সাথে।	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝
০৭. ইরাম গোত্রের সাথে, যারা ছিলো খুঁটির মতো দীর্ঘকায়?	إِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝
০৮. যাদের মতো কোনো জাতি সৃষ্টি করা হয়নি কোনো দেশে।	الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝
০৯. আর (কি আচরণ করেছিলেন) সামুদ জাতির প্রতি, যারা (গৃহ নির্মাণ) করেছিল পাহাড়ের পাথর কেটে?	وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝
১০. আর (কি আচরণ করেছিলেন) ফেরাউনের সাথে, যে ছিলো আওতাদওয়ালা?	وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝
১১. এরা সীমালংঘন করেছিল নগরসমূহে,	الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝
১২. এবং সেসব স্থানে তারা সৃষ্টি করেছিল চরম অশান্তি ও বিপর্যয়।	فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝
১৩. সুতরাং তোমার প্রভু তাদের উপর আঘাত হেনেছেন বিভিন্ন প্রকার কঠিন আযাবের।	فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝
১৪. অবশ্যি তোমার প্রভু ঘাঁটিতে আছেন।	إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ۝

১৫. তবে মানুষের অবস্থা এমন যে, তোমার প্রভু যখন তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান আর নিয়ামতরাজি দিয়ে, তখন সে বলে : ‘আমার প্রভু আমাকে সম্মানিত করেছেন।’	فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾
১৬. আবার যখন তাকে পরীক্ষা করেন তার জীবন সামগ্রী সংকুচিত করে দিয়ে, তখন সে বলে : ‘আমার প্রভু আমাকে হীন করেছেন।’	وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾
১৭. না ব্যাপার এমনটি নয়; বরং তোমরাই এতিমদের প্রতি দয়া এবং সম্মান প্রদর্শন করোনা,	كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾
১৮. এবং মিসকিনদের আহার প্রদানের জন্যে পরস্পরকে উৎসাহ উপদেশ দাওনা।	وَلَا تَحْضُمُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾
১৯. অপরদিকে লোভ লালসায় তোমরা খেয়ে ফেলো ওয়ারিশদের সব অর্থ-সম্পদ।	وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾
২০. আর প্রচণ্ড ভালোবাসো মাল-সম্পদ।	وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾
২১. না (তোমাদের এ নীতি সংগত নয়), পৃথিবীকে যখন চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে,	كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾
২২. এবং তোমার প্রভু যখন উপস্থিত হবেন আর তাঁর সাথে থাকবে সারি সারি ফেরেশতা,	وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾
২৩. সেদিন জাহান্নামকে (সামনে) নিয়ে আসা হবে। সেদিন মানুষ (প্রকৃত ব্যাপার) উপলব্ধি করবে। কিন্তু তার সে উপলব্ধি কী কাজে আসবে?	وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾
২৪. তখন সে বলবে: ‘হায়রে, আমার এ জীবনের জন্যে যদি (ভালো) কাজ করে পাঠাতাম!’	يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾
২৫. সেদিন তিনি যে আযাব দেবেন, সে আযাব আর কেউ দিতে পারবেনা,	فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾
২৬. এবং তিনি যেভাবে (অপরাধীদের) শাস্ত করে বাঁধবেন, সেরকম শাস্ত বাঁধা আর কেউ বাঁধতে পারবেনা।	وَلَا يُؤْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾
২৭. (সেদিন মুমিনদের বলা হবে:) হে নফসে মুতময়িন্না!	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾
২৮. ফিরে আসো তোমার প্রভুর কাছে সন্তুষ্ট চিত্তে এবং তাঁর সন্তোষভাজন হয়ে,	ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
২৯. প্রবেশ করো আমার (সম্মানিত) দাসদের মধ্যে,	فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾
৩০. আর প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।	وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

সূরা ৯০ আল বালাদ

মক্কায অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ২০, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-২০: মানুষ সৃষ্টি। মানুষের জন্যে দুইটি চলার পথ প্রদান। মুমিনদের কর্মবৈশিষ্ট্য। পরকালে তারাই হবে ভাগ্যবান। কাফিররা হবে দুর্ভাগা।

সূরা আল বালাদ (নগরী)	سُورَةُ الْبَلَدِ
পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. আমি শপথ করছি এই (মক্কা) নগরীর।	لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝
০২. আর তোমাকে হালাল করে নেয়া হয়েছে এই নগরীতে।	وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝
০৩. শপথ ওয়ালিদ (জনক)-এর এবং যা সে জন্ম দিয়েছে।	وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۝
০৪. আমরা সৃষ্টি করেছি ইনসানকে কষ্ট ও শ্রমের মধ্যে।	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝
০৫. সে কি ধরে নিয়েছে, তার উপর কেউ জয়ী হবেনা?	أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يُقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝
০৬. সে (সদভ্যে) বলে : আমি প্রচুর অর্থ সম্পদ হালাক করেছি (উড়িয়েছি)।	يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ۝
০৭. সে কি ধরে নিয়েছে, কেউ তাকে দেখছেনা?	أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَكَ أَحَدٌ ۝
০৮. আমরা কি তার জন্যে সৃষ্টি করিনি একজোড়া চক্ষু?	أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝
০৯. একটি জিহবা আর দুটি ঠোঁট?	وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝
১০. আর তাকে দেখাইনি (ভালো আর মন্দ) দুটি পথ?	وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝
১১. কিন্তু সে কষ্টসাধ্য গিরিপথে অগ্রসর হতে উদ্যোগ নেয়নি।	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝
১২. তুমি কিভাবে জানবে, সেই কষ্টসাধ্য গিরিপথ কী?	وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝
১৩. (তাহলো) গলা (দাস) মুক্ত করা,	فَكَرَّ رَاقِبَةً ۝
১৪. কিংবা দুর্ভিক্ষ বা অনাহারের দিনে আহার দান করা	أَوْ اِطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝
১৫. এতিম আত্মীয়কে,	يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝
১৬. কিংবা ধুলো মলিন (অভাব পীড়িত) মিসকিনকে,	أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝

১৭. আর সেই সাথে সেইসব লোকদের অন্তরভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবর করার আর রহমদিল হবার।	ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝
১৮. এরাই ডান পাশের লোক।	أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝
১৯. আর যারা কুফুরি করে আমার আয়াতের প্রতি, তারাি বাম হাতের লোক।	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝
২০. তারা থাকবে উপরে ঢাকনা এঁটে দেয়া আগুনের মধ্যে।	عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوصَدَّةٌ ۝

রুকু
০১

সূরা ৯১ আশ শামস

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১৫, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৮: মহান আল্লাহর মহাবিশ্ব ও পৃথিবী পরিচালনা ব্যবস্থা। মানুষের মধ্যে সীমালংঘন ও সীমার মধ্যে থাকার প্রবণতা।

০৯-১৫: আত্মোন্নয়নকারী ব্যক্তিরাই সফল। সামুদ্র জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে রসূলকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে।

সূরা আশ শামস (সূর্য)	سُورَةُ الشَّمْسِ
পরম করণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. শপথ সূর্যের এবং তার উজ্জ্বলতার।	وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝
০২. শপথ চাঁদের, যখন সে তিলাওয়াত করে তাকে (সূর্যকে)।	وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝
০৩. শপথ দিনের, যখন সে প্রকাশ করে তার (সূর্যের) উজ্জ্বলতাকে।	وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۝
০৪. শপথ রাতের, যখন সে ঢেকে দেয় তাকে (সূর্যকে)।	وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝
০৫. শপথ আকাশের এবং তাঁর, যিনি তা বানিয়েছেন।	وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝
০৬. শপথ পৃথিবীর এবং তাঁর, যিনি এটিকে বিছিয়ে দিয়েছেন।	وَالْأَرْضِ وَمَا طَرَاهَا ۝
০৭. শপথ মানবের (মানব সত্তার) আর তাঁর, যিনি তাকে যথাযথভাবে গঠন করেছেন,	وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝
০৮. তারপর তার মধ্যে ইল্হাম করেছেন ফজুর (সীমালংঘনের প্রবণতা) এবং তাকওয়া (সীমার মধ্যে অবস্থানের প্রবণতা)।	فَالهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝
০৯. নিঃসন্দেহে সফল হলো সে, যে তাকিয়া (পরিশুদ্ধ, উন্নত ও বিকশিত) করলো নিজেকে।	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝

১০. নি:সন্দেহে ব্যর্থ হলো সে, যে দুষিত ও কলুষিত করে ধসিয়ে দিলো নিজেকে।	وَقَدْ خَابَ مِنْ دُشْهٖ ۝
১১. সামুদ সম্প্রদায় নিজের তাগুতি আচরণ দিয়ে অস্বীকার করেছিল (আল্লাহর রসূলকে)।	كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝
১২. তখন তাদের মধ্যকার সবচেয়ে বড় দুষ্ট হতভাগ্যটি (মুজিয়ার উটনীকে হত্যার জন্যে) তৎপর হয়ে উঠেছিল।	إِذْ أُنْبِئَتْ أَشْقَاهَا ۝
১৩. তখন আল্লাহর রসূল (সালেহ) তাদের বলেছিল: সাবধান! এটি আল্লাহর (পক্ষ থেকে আসা) উটনী (এটিকে মন্দ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করোনা) এবং এটিকে পানি পান করতে বাধা দিওনা।	فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝
১৪. কিন্তু তারা তাকে (রসূলকে) অস্বীকার করলো এবং হত্যা করলো উটনীকে। ফলে তাদের প্রভু তাদের উপর চাপিয়ে দিলেন ধ্বংস তাদের অপরাধের কারণে এবং ধ্বংস স্তূপের মধ্যে সমান করে রেখে দিলেন তাদেরকে।	فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝
১৫. আর কাজের পরিণতির কোনো ভয় তাঁর (আল্লাহর) নেই।	وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝

রুকু
০১

সূরা ৯২ আল লাইল

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ২১, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-২১: আল্লাহ সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কর্মও ভালো-মন্দ দুই প্রকার। সত্যপন্থীদের সত্যপথে চলা সহজ, বাতিলপন্থীদের কঠিন পথে চলা সহজ। তাদের জন্য রয়েছে জ্বলন্ত আগুন। তা থেকে রক্ষা পাবে কেবল মুত্তাকির।

সূরা আল লাইল (রাত)	سُورَةُ اللَّيْلِ
পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. রাতের শপথ, যখন সে ঢেকে যায়।	وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۝
০২. দিনের শপথ, যখন সে উঠে উজ্জ্বল হয়ে।	وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَافَى ۝
০৩. এবং শপথ তাঁর, যিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ আর নারী।	وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝
০৪. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রচেষ্টাও (অনুরূপ বিপরীতধর্মী এবং) নানা রকমের।	إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝
০৫. তবে (যার কর্ম প্রচেষ্টার ধরণ হলো এই যে) সে দান করে এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকে,	فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝
০৬. আর যা কল্যাণকর সেটাকে সত্য বলে গ্রহণ করে,	وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝
০৭. আমরা তার জন্যে সহজ করে দেবো সহজ (কল্যাণের) পথকে।	فَسَيَسِّرُهُ لِيُيسِّرَ ۝

০৮. কিন্তু যে বখিলি করে এবং নিজেকে মনে করে স্বয়ম্ভর,	وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝
০৯. আর যা কল্যাণকর সেটাকে করে অস্বীকার,	وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝
১০. আমরা তার জন্যে সহজ করে দেবো কঠিন (অকল্যাণের) পথকে।	فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۝
১১. তার কী উপকারে আসবে তার মাল-সম্পদ যখন সে পতিত হবে (ধ্বংসের দিকে)?	وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۝
১২. সঠিক পথ দেখানো তো আমাদের দায়িত্ব।	إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۝
১৩. আর আমরাই তো মালিক আখিরাতে এবং ইহকালের।	وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝
১৪. তাই আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি জ্বলন্ত আগুন থেকে।	فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۝
১৫. তাতে কেউ প্রবেশ করবেনা দুর্ভাগা ছাড়া,	لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ ۝
১৬. যে (সত্যকে) অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।	الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝
১৭. আর তা থেকে দূরে রাখা হবে অতীব মুত্তাকি (সদা সতর্ক) ব্যক্তিকে,	وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ ۝
১৮. যে তার মাল-সম্পদ দান করে নিজের পরিশুদ্ধি ও উন্নতির জন্যে,	الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝
১৯. তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়,	وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۝
২০. বরং শুধুমাত্র তার মহান প্রভুর সম্ভটির প্রত্যাশায়।	إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۝
২১. আর অচিরেই তিনি সম্ভষ্ট হবেন (তার প্রতি)।	وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۝

রকু
০১

সূরা ৯৩ আদ দোহা

মক্কায অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ১১, রকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১১ : রসূল সা.-এর জন্যে সুসংবাদ এবং তাঁর প্রতি কতিপয় নির্দেশ।

সূরা আদ দোহা (পূর্বাহ্ন) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الضُّحَىٰ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. শপথ আলোকময় দিনের (বা পূর্বাহ্নের)।	وَالضُّحَىٰ ۝
০২. শপথ রাতের যখন সে অন্ধকারের ছায়া বিস্তার করে নিস্তন্ধ হয়ে পড়ে।	وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝

০৩. তোমার প্রভু তোমাকে বিদায় (ত্যাগ) করেননি এবং অসম্ভবও হননি (তোমার প্রতি)।	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝
০৪. আর নিশ্চয়ই আখিরাত (শেষকাল) তোমার জন্যে উত্তম প্রথম কাল থেকে।	وَلَا خِزْيَۃٌ لَّكَ مِنَ الْاٰوٰلٰى ۝
০৫. শীঘ্রি তোমার প্রভু তোমাকে দান করবেন (বিপুল কল্যাণ), তাতে সম্ভব হয়ে যাবে তুমি।	وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضٰى ۝
০৬. তিনি কি তোমাকে এতিম পাননি, আর আশ্রয় দেননি?	اَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيۡمًا فَاٰوٰى ۝
০৭. তিনি কি তোমাকে (ঈমান এবং কিতাব) সম্পর্কে অনবহিত পাননি, অতপর সঠিক পথ দেখাননি?	وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى ۝
০৮. তিনি কি তোমাকে পাননি দরিদ্র, তারপর দান করেননি প্রাচুর্য?	وَوَجَدَكَ عَاۡثِلًا فَاَغۡنٰى ۝
০৯. তাই, তুমি কঠোর আচরণ করোনা এতিমদের প্রতি,	فَاَمَّا الْيَتِيۡمَ فَلَا تَقۡهَرۡ ۝
১০. এবং ভর্ৎসনা করোনা ভিক্ষুককে।	وَاَمَّا السَّآءِلَ فَلَا تَنْهَرۡ ۝
১১. আর তোমার প্রভুর নিয়ামতের (নবুয়্যত, ঈমান এবং কিতাবের) কথা প্রচার ও প্রকাশ করতে থাকো।	وَاَمَّا زَيْنۡبَعۡةٌ رَبِّكَ فَحَدِّثِ ۝

রুকু
০১

সূরা ৯৪ ইনশিরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ০৮, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৮: আল্লাহ রসূলকে পরিচিত করেছেন সর্বত্র। কঠিন অবস্থার পরই আসে সহজ অবস্থা।

সূরা ইনশিরাহ (উনুজ্জ করা) পরম করণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُوْرَةُ الْاِنۡشِرَاحِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
০১. আমরা কি তোমার জন্যে তোমার শরহে সদর (বক্ষ উনুজ্জ ও প্রশস্ত) করিনি?	اَلَمْ نَشْرَحۡ لَكَ صَدْرَكَ ۝
০২. আর তোমার থেকে অপসারণ করিনি তোমার সেই ভার,	وَوَضَعۡنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝
০৩. যা ভেঙ্গে দিচ্ছিল তোমার পিঠ?	الَّذِىۡ اَنۡقَضَ ظَهْرَكَ ۝
০৪. আর আমরা কি উঁচু করিনি তোমার যশ-খ্যাতি?	وَرَفَعۡنَا لَكَ دُرۡجَكَ ۝
০৫. নিশ্চয়ই প্রতিটি কষ্ট-কাঠিন্যের সাথে আছে সহজ-স্বস্তির অবস্থাও।	فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

০৬. অবশ্যি সংকীর্ণতার সাথে আছে প্রশস্ততাও।	إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝
০৭. সুতরাং যখনই তুমি ফারেগ (কর্ম শেষে অবসর) হবে, তখন নিজেকে নিবেদিত করো আল্লাহর ইবাদতে।	فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝
০৮. আর (শুধুমাত্র) তোমার রবের কাছেই নিবেদন করো তোমার সমস্ত ইচ্ছা এবং প্রত্যাশা।	وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

রুকু
০১

সূরা ৯৫ আত তীন

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ০৮, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৮: মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার কর্মফলে সে হয়ে যায় সর্ব নিকৃষ্ট, তবে মুমিনরা নয়।

সূরা আত তীন পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে।	سُورَةُ التِّينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. শপথ তীন এবং যয়তুনের।	وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝
০২. শপথ সিনাই পর্বতের।	وَطُورِ سَيْنَاءَ ۝
০৩. এবং শপথ এই নিরাপদ (মক্কা) নগরীর।	وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝
০৪. নিশ্চয়ই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠন-প্রকৃতিতে।	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝
০৫. তারপর তাকে আমরা পৌঁছে দিই নিচুদের চাইতেও নিচুতে।	ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝
০৬. তবে তাদের নয়, যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে। তাদের জন্যে তো রয়েছে এমন পুরস্কার, যা শেষ হবেনা কখনো।	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝
০৭. এর পরেও (হে অবিশ্বাসী!) কোন্ জিনিস তোমাকে অবিশ্বাসী বানায় (আখিরাতের) প্রতিদান সম্পর্কে?	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالذِّينِ ۝
০৮. আল্লাহ কি সব বিচারকের বড় বিচারক নন?	أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ ۝

রুকু
০১

সূরা ৯৬ আল আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১৯, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৫: এই পাঁচটি আয়াত মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি অবতীর্ণ সর্বপ্রথম অহি।

০৬-১৯: মানুষ নিজেকে স্বয়ম্ভর মনে করে, অথচ তাকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

যে রসূলকে সালাতে বাধা দান করে, তাকে পাকড়াও করে হাজির করা হবে আল্লাহর কাছে।

সূরা আল আলাক (শক্তভাবে আঁটকানো বস্তু) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْعَلَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন,	اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝
০২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে।	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝
০৩. পড়ো, আর তোমার প্রভু অতিশয় মহিমান্বিত,	اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝
০৪. যিনি তালিম (শিক্ষা) দিয়েছেন কলমের সাহায্যে।	الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝
০৫. তালিম দিয়েছেন ইনসানকে যা সে জানতোনা।	عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝
০৬. না, মানুষ সীমালংঘন করেই চলেছে।	كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيْفٍ ۝
০৭. কারণ, সে নিজেকে মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ।	أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى ۝
০৮. তোমার প্রভুর কাছে (তাদের) প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত।	إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝
০৯. তুমি কি দেখেছো তাকে, যে বাধা দেয়,	أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝
১০. (আমার) দাসকে (মুহাম্মদকে), যখন সে সালাতে দাঁড়ায়?	عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝
১১. বলো দেখি, যদি সে (মুহাম্মদ) থাকে হিদায়াতের উপর,	أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۝
১২. অথবা নির্দেশ দেয় আল্লাহকে ভয় করার!	أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۝
১৩. বলো দেখি, আর যদি ঐ (বাধাদানকারী) ব্যক্তি সত্যকে করে অস্বীকার এবং ফিরিয়ে নেয় মুখ?	أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝
১৪. সে কি জানেনা যে, আল্লাহ দেখেন (সে যা করছে)?	أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝
১৫. সাবধান, সে যদি (তার এ কাজ থেকে) বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যি তাকে নিয়ে যাবো তার কপালের দিকের চুল ধরে টেনে হেঁচড়ে,	كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۖ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝
১৬. মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের কপালের দিকের চুল (ধরে)।	نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝
১৭. তারপর সে তার চারপাশের সমর্থক-সহচরদের ডেকে আনুক।	فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۝
১৮. আমিও ডেকে আনবো জাহান্নামের গ্রহরীদের (এবং তাকে সোপর্দ করে দেবো তাদের হাতে)।	سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝
১৯. কখনো নয়, তুমি কিছুতেই তার কথা শুনোনা। (বরং) সাজদা করো এবং নিকটবর্তী হও আল্লাহর। (সাজদা)	كَلَّا لَا تَطِئْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝ السَّجْدَةُ

সূরা ৯৭ আল কদর

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৫, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৫: কুরআন নাযিলের রাতের মর্যাদা।

সূরা আল কদর (ফায়সালা) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে।	سُورَةُ الْقَدْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. আমরা এ (কুরআন) নাযিল করেছি কদর রাতে।	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝
০২. তুমি কিভাবে জানবে কদর রাত কী?	وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝
০৩. কদর রাত উত্তম হাজার মাসের চেয়ে।	لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝
০৪. নাযিল হয় ফেরেশতাকুল এবং রুহ (জিবরিল) সে রাতে, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে সকল নির্দেশ নিয়ে,	تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝
০৫. শান্তিময় পুরো সে রাত ফজর তুলু (উদয়) হওয়া পর্যন্ত।	سَلَامٌ هُوَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

রুকু
০১

সূরা ৯৮ আল বাইয়েনা

মক্কায় মতান্তরে মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৮, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৫: সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর আহলে কিতাবরা সত্য পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

০৬: আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফুরি করবে, তারা সৃষ্টির অধম।

০৭-০৮: যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে তারাই সৃষ্টির সেরা।

সূরা আল বাইয়েনা (সুস্পষ্ট প্রমাণ) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. আহলে কিতাবদের (ইহুদি-খ্রিস্টানদের) যারা কুফুরিতে নিমজ্জিত ছিলো তারা এবং মুশরিকরা তাদের (কুফুরি এবং শিরকে) অবিচল ছিলো, যতোক্ষণ না তাদের কাছে এসেছে সুস্পষ্ট প্রমাণ।	لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۝
০২. (সে হলো) আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এক রসূল (মুহাম্মদ), সে তিলাওয়াত করে পবিত্র সহিফা (আল কুরআন)।	رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝
০৩. তাতে রয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সরল সঠিক সুদৃঢ় বিধান।	فِيهَا كُتِبَ قَیِّمَةٌ ۝

০৪. যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল (অর্থাৎ ইহুদি-খৃষ্টান), তারা তো বিভক্ত হলো তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۚ

০৫. তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দীনকে (আল্লাহর জন্যে) নিবেদিত করে একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, সালাত কায়ম করবে, যাকাত দিয়ে দেবে, আর এটাই সত্য-সঠিক-সুদৃঢ় দীন।

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۚ

০৬. আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফুরি করবে তারা এবং মুশরিকরা থাকবে জাহান্নামের আগুনে। স্থায়ীভাবে থাকবে তারা সেখানে। সৃষ্টির অধম তারা।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۚ

০৭. তবে যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে, তারা হলো সৃষ্টির সেরা।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۚ

০৮. তাদের প্রভুর কাছে তাদের পুরস্কার রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত (বাগ-বাগিচা), যেগুলোর নিচে দিয়ে বহমান থাকবে বিপুল নদ নদী নহর। চিরদিন চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের প্রতি আর তারাও সন্তুষ্ট হয়েছেন তাঁর প্রতি। -এসব কিছু ঐ ব্যক্তির জন্যে যে ভয় করে চলে তার প্রভুকে।

جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

রুকু
০১

সূরা ৯৯ যিলযাল

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৮, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৮: কিয়ামত ও বিচারের দৃশ্য

সূরা যিলযাল (ভূ-কম্পন) পরম করণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الزَّلْزَالِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. যখন কাঁপিয়ে দেয়া হবে পৃথিবীকে তার চূড়ান্ত ঝাঁকুনিতে,	إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝

০২. এবং যখন খারিজ (বের) করে দেবে পৃথিবী তার বোঝাসমূহ,	وَآخَرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝
০৩. তখন মানুষ বলে উঠবে: এর (পৃথিবীর) কী হলো?	وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝
০৪. সেদিন সে (পৃথিবী) বলে দেবে (তার বুকের উপর কৃত মানুষের) সমস্ত তথ্য-বৃত্তান্ত-খবরসমূহ।	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝
০৫. কারণ, তোমার প্রভু তাকে (সব কথা বলে দেয়ার) নির্দেশ দেবেন।	بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝
০৬. সেদিন মানুষ দলে দলে সামনে বেরিয়ে আসবে, যেনো তাদের দেখানো যায় তাদের আমলসমূহ।	يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝
০৭. সুতরাং, যে-ই আমল করবে অণু পরিমাণ ভালো, সে তা দেখতে পাবে।	فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝
০৮. আর যে-ই আমল করবে অণু পরিমাণ মন্দ, সেও তা দেখতে পাবে।	وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

রুকু
০১

সূরা ১০০ আল আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১১, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১১: মানুষ আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ, অথচ তাকে পুনরুত্থিত হতে হবে এবং বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

সূরা আল আদিয়াত (যারা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْعَادِيَّاتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. শপথ (সেই সব ঘোড়ার) যারা দৌড়ায় উর্ধ্বশ্বাসে,	وَالْعَادِيَّاتِ صَبِيحًا ۝
০২. আর (ক্ষুরার আঘাতে) বারায় আগুনের ফুলকি,	فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا ۝
০৩. এবং আক্রমণ চালায় একেবারে ভোর-সকালে,	فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۝
০৪. এসময় ধূলায় ধুসরিত করে বাতাস,	فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ۝
০৫. এবং এমনি করে তারা ঢুকে পড়ে কোনো (শত্রু) জনবসতির মাঝে।	فَوْسَطْنَ بِهِ جَنَعًا ۝
০৬. নিশ্চয়ই (অবিশ্বাসী) মানুষ অকৃতজ্ঞ তার প্রভুর প্রতি,	إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝
০৭. এবং সে নিজেই এর (তার এ অকৃতজ্ঞতার) সাক্ষী।	وَأَنَّهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝

০৮. আর সম্পদের মোহে সে প্রচন্ড (উগ্র)।	وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝
০৯. সে কি জানেনা, কবরে যা কিছু (দাফন করা) আছে সবই বের করে আনা হবে?	أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝
১০. এবং মানুষের অন্তরে যা কিছু আছে সেসবও প্রকাশ করে দেয়া হবে?	وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝
১১. অবশ্যি সেদিন তাদের রব তাদের বিষয়ে থাকবেন সম্যক অবহিত।	إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝

রুকু
০১

সূরা ১০১ আল কারিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ১১, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-১১: কিয়ামতের দৃশ্য। হিসাব এবং হিসাবের ভিত্তিতে মানুষের পরিণতি।

সূরা আল কারিয়া (প্রচণ্ড দুর্ঘটনা) পরম করুণাময় পরম দয়ালবান আল্লাহর নামে।	سُورَةُ الْقَارِعَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. প্রচন্ড দুর্ঘটনা!	الْقَارِعَةُ ۝
০২. কী সেই প্রচন্ড দুর্ঘটনা!	مَا الْقَارِعَةُ ۝
০৩. তুমি কিভাবে জানবে, কী সেই প্রচন্ড দুর্ঘটনা!	وَمَا أَذْرُكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝
০৪. (এটা হলো সেইদিনের ঘটনা) যেদিন মানুষের অবস্থা হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মতো,	يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝
০৫. আর পাহাড়-পর্বতের অবস্থা হবে ধূলা রংগীন পশমের মতো।	وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفُوشِ ۝
০৬. সেদিন যার (ভালো কাজের) পাল্লা হবে ভারি,	فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝
০৭. সে থাকবে সুখ-সম্ভোগ আর আনন্দের জীবনে।	فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝
০৮. কিন্তু যার (ভালো কাজের) পাল্লা হবে হালকা,	وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝
০৯. তার মা হবে হাবিয়া।	فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝
১০. তুমি কি জানো, সেটা (হাবিয়া) কী?	وَمَا أَذْرُكَ مَا هِيَّةُ ۝
১১. সেটা হলো জ্বলন্ত আগুন।	نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

রুকু
০১

সূরা ১০২ আত তাকাসুর

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ০৮, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৮: অধিক পাওয়ার জন্যে মানুষের প্রতিযোগিতা। কিয়ামত অবশ্যি হবে এবং তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

সূরা আত তাকাসুর (প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা) পরম করণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. বেশি বেশি প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহগ্রস্ত করে রেখেছে (এবং তোমরা এ মোহ ত্যাগ করবেনা),	أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۝
০২. যতোক্ষণ না তোমরা কবর যিয়ারত (মৃত্যু বরণ) করবে।	حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝
০৩. না (এ কাজ সংগত নয়), তোমরা শীঘ্রি জানতে পারবে!	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝
০৪. আবার বলছি, না (এ কাজ সংগত নয়), সহসাই তোমরা জানতে পারবে!	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝
০৫. না (এটা সংগত নয়), যদি তোমাদের নিশ্চিত এলেম থাকতো (তবে তোমরা এমনটি করতে না)	كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْبَاقِينَ ۝
০৬. তোমরা অবশ্যি দেখতে পাবে জাহিম (জ্বলন্ত আগুন),	لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝
০৭. আবার বলছি, তোমরা অবশ্যি তা দেখতে পাবে নিশ্চিত নজরে।	ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝
০৮. সেদিন তোমাদের অবশ্যি জিজ্ঞাসা করা হবে (দুনিয়ার জীবনে প্রদত্ত) অনুগ্রহ রাজি সম্পর্কে।	ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

রুকু
০১

সূরা ১০৩ আল আসর

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৩, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৩: মানুষের ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়।

সূরা আল আসর (সময়) পরম করণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْاٰسْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. সময়ের শপথ।	وَالْاٰسْرِ ۝
০২. অবশ্যি মানুষ রয়েছে নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে।	اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ خُسْرٍ ۝

রুকু
০১

০৩. তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে, আমলে সালেহ্ করে, একে অপরকে সত্যের প্রতি অসিয়ত করে (উপদেশ দেয়) এবং (সত্যের উপর) ধৈর্যের সাথে অটল থাকার অসিয়ত করে।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

সূরা ১০৪ আল হুমাযা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ০৯, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৯: সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদের কঠিন শাস্তির একটি দৃশ্য।

সূরা হুমাযা (অপবাদ রটনাকারী) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْهُمَزَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. ধ্বংস-দুর্ভোগ এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে, যে মানুষকে (সামনে) বিদ্রূপ করে এবং (পেছনে) নিন্দা করে,	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝
০২. যে মাল-সম্পদ জমা করে এবং বার বার তা গণে।	الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝
০৩. তার ধারণা, তার মাল-সম্পদ চিরজীবী করে রাখবে তাকে।	يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝
০৪. না (তা কখনো হবে না), তাকে অবশ্যি নিক্ষেপ করা হবে 'হুতামায়'।	كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝
০৫. তুমি কি করে জানবে 'হুতামা' কী?	وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝
০৬. (তা হলো) আল্লাহর আগুন, যা (দাউ দাউ করে) জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে,	نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ۝
০৭. তা গ্রাস করবে হৃদয় সমূহকে।	الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْافْئِدَةِ ۝
০৮. তা (সে আগুন) তাদের উপর (ঢাকনা দিয়ে) বন্ধ করে দেয়া হবে,	إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝
০৯. উঁচু উঁচু থামে।	فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

রুকু
০১

সূরা ১০৫ আল ফীল

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ০৫, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৫: আল্লাহ্ কর্তৃক আল্লাহদ্রোহীদের পাকড়াও করার ঐতিহাসিক উদাহরণ।

সূরা আল ফীল (হাতী) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْفِيلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. তুমি কি দেখোনি (হে মুহাম্মদ!) তোমার প্রভু হাতীওয়ালা বাহিনীর সাথে কী আচরণ করেছেন?	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝

০২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি?	أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝
০৩. তিনি তাদের উপর পাঠিয়েছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাথি।	وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝
০৪. তারা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করেছিল।	تَزْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝
০৫. এভাবে তিনি তাদের করে দিয়েছিলেন চিবানো ভূমির মতো।	فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ مَّا كُوِلٍ ۝

রুকু
০১

সূরা ১০৬ কুরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ০৪, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৪: কুরাইশদের উচিত এক আল্লাহর দাসত্ব করা, যিনি তাদের জীবিকা, মর্যাদা ও উন্নতির উসিলা কাবার মালিক।

সূরা কুরাইশ (কুরাইশ বংশ) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ قُرَيْشٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. যেহেতু কুরাইশদের পরিচিত করানো হয়েছে,	لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝
০২. (অর্থাৎ) শীতকালের ও গরমকালের সফরে তাদেরকে পরিচিত করানো হয়েছে।	الْفِهُم رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝
০৩. (সেজন্যে) তাদের উচিত (শুধুমাত্র) এই (কাবা) ঘরের মালিকের ইবাদত করা,	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝
০৪. যিনি (তাঁর এই ঘরের উসিলায়) আহার যুগিয়ে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করেছেন এবং তাদের নিরাপদ করেছেন ভয়ভীতি থেকে।	الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۝

রুকু
০১

সূরা ১০৭ আল মাউন

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ০৭, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৭: প্রতিদান দিবসকে অস্বীকারকারীদের মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ ও মন্দ পরিণতি।

সূরা আল মাউন (ক্ষুদ্র সহযোগিতা) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْمَاعُونِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. তুমি কি দেখেছো ঐ ব্যক্তিকে, যে (পরকালের) প্রতিদানকে করে অস্বীকার?	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝
০২. এই ব্যক্তিই ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এতিমকে,	فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝

০৩. এবং (সে) খাওয়াতে উৎসাহ দেয়না মিসকিনকে।	وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝
০৪. সুতরাং ঐ মুসল্লিদের জন্যে রয়েছে ধ্বংস,	فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝
০৫. যারা গাফলতি করে তাদের সালাতে,	الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝
০৬. যারা (ভালো) কাজ করে লোক দেখানোর জন্যে,	الَّذِينَ هُمْ يُرْآَوْنَ ۝
০৭. এবং ছোট খাটো জিনিস (যেমন- লবন, পেয়াজ, পানি, বাটি) পর্যন্ত দিতে মানা করে।	وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

রুকু
০১

সূরা ১০৮ আল কাউসার

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৩, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৩: নবীর নিন্দুকরাই লেজ কাটা।

সূরা আল কাউসার (জান্নাতের নহর) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْكَوْثَرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. (হে নবী!) নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে দান করেছি আল কাউসার।	إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝
০২. সুতরাং তুমি সালাত আদায় করো এবং কুরবানি করো তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে।	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝
০৩. আসলে তোমার শত্রুই শিকড় কাটা।	إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

রুকু
০১

সূরা ১০৯ আল কাফিরুন

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ০৬, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৬: নবীর দীন এবং কাফিরদের দীনের মধ্যে সংমিশ্রণ চলতে পারেনা। দু'টির কেন্দ্র সম্পূর্ণ আলাদা।

সূরা আল কাফিরুন (কাফিররা) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْكَافِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. (হে নবী!) বলে দাও: ওহে কাফিররা!	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝
০২. তোমরা যাদের ইবাদত করো, আমি তাদের ইবাদত করিনা।	لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝
০৩. আর আমি যাঁর ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও।	وَلَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝

রুকু
০১

০৪. আর তোমরা যাদের ইবাদত করছো, আমি তাদের ইবাদতকারী নই।	وَلَا أَنَا عَبْدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝
০৫. আর আমি যাঁর ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও।	وَلَا أَنتُمْ عِبِدُونَ مَّا أَعْبُدُ ۝
০৬. তোমাদের জন্যে তোমাদের দীন, আর আমার জন্যে আমার দীন।	لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

রুকু
০১

সূরা ১১০ আন নাসর

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ৩, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৩: বিজয় আসার পর নবীর কর্তব্য।

সূরা আন নাসর (সাহায্য) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ النَّاصِرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. যখন এসেছে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়,	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝
০২. এবং তুমি দেখতে পাচ্ছে, লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করছে আল্লাহর দীনে,	وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝
০৩. তখন তোমার প্রভুর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো তাঁর কাছে, নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

রুকু
০১

সূরা ১১১ আল লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ০৫, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৫: নবীর নিকৃষ্ট শত্রু আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর চরম মন্দ পরিণতি।

সূরা আল লাহাব (অগ্নিশিখা) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْاَلْهَبِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত, ধ্বংস হোক সে।	تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝
০২. তার ধন-সম্পদ এবং তার উপার্জন তার কোনো কাজেই আসলোনা।	مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝
০৩. অচিরেই তাকে পোড়ানো হবে আগুনের লেলিহান শিখায়।	سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝
০৪. এবং তার স্ত্রীকেও (পোড়ানো হবে), যে (নবীকে কষ্ট দিতে) ঘাড়ে করে কাঠ কেটে আনে (নবীর পথে ফেলে রাখে)।	وَأُمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝

রুকু
০১

রুকু
০১

০৫. (সেদিন) তার গলায় থাকবে খেজুরের আঁশের
পাকানো রশি।

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝

সূরা ১১২ আল ইখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ০৪, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৪: তাওহীদের ঘোষণা।

রুকু
০১

সূরা আল ইখলাস (নিষ্ঠা) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ الْإِخْلَاصِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. (হে নবী!) বলে দাও : তিনি আল্লাহ, তিনি এক ও একক।	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝
০২. আল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষাহীন।	اللَّهُ الصَّمَدُ ۝
০৩. তিনি জন্ম দেন না এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝
০৪. কেউ নেই তাঁর সমকক্ষ সমতুল্য।	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

সূরা ১১৩ আল ফালাক

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ০৫, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৫: কতিপয় অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ।

রুকু
০১

সূরা আল ফালাক (ভোর) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে।	سُورَةُ الْفَلَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. (হে নবী!) বলো : আমি আশ্রয় চাই ভোরের প্রভুর কাছে	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝
০২. সেইসবের অনিষ্ট থেকে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন,	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝
০৩. আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তার অন্ধকার ছেয়ে যায়।	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝
০৪. আর সেই সব নারী (বা) পুরুষদের অনিষ্ট থেকে, যারা গিরায় ফুঁ দেয়।	وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝
০৫. আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

সূরা ১১৪ আন নাস

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা: ০৬, রুকু সংখ্যা: ০১

এই সূরার আলোচ্যসূচি (আয়াত ভিত্তিক আলোচ্য বিষয়)

০১-০৬: মানুষ ও জিন খান্নাসের অস্বাসা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ।

সূরা আন নাস (মানবজাতি) পরম করুণাময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে	سُورَةُ النَّاسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
০১. (হে নবী!) বলো : আমি আশ্রয় চাই মানবজাতির প্রভুর কাছে,	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝
০২. মানবজাতির সম্রাটের কাছে,	مَلِكِ النَّاسِ ۝
০৩. মানবজাতির দ্রাণকর্তার কাছে,	إِلَهِ النَّاسِ ۝
০৪. কুমন্ত্রণাদাতা খান্নাসের অনিষ্ট থেকে,	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝
০৫. (সেই খান্নাস থেকে) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের মনে,	الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝
০৬. সে জিন হোক আর মানুষ।	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

রুকু
০১

.....
কুরআন মজিদের
অনুবাদ সমাপ্ত